কমলকুমার মজুমদার

গল্প সমগ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলো সাহিত্যে কমলকুমার মজুমদার একাই এক প্রতিষ্ঠান। স্বতন্ত্র ও স্বমহিম, অনন্য ও অভিজাত। কল্লোল-কালিকলম, বা পরিচয় পত্রিকা থেকে উদ্ভূত লেখককুলেরই সমসাময়িক কমলকুমার। কিন্তু তাঁকে কোনও-একটি বিশেষ পত্রিকা দিয়ে চিহ্নিত করা যাবে না। কমলকুমারকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে লেখকগোষ্ঠী, অথচ তিনি কোনও গোষ্ঠীর লেখক নন।

প্রথম থেকেই কমলকুমার মজুমদার চারিত্র্যে ও লেখকসত্তায় আলাদা। দেশ-চতুরঙ্গ-পরিচয় ইত্যাদি নামী পত্রিকায় তাঁর গল্প ছাপা হয়েছে বটে, কিন্তু কমলকুমারের সব-ছাপানো পরিচয়, তিনি লিটল ম্যাগাজিনের লেখক। এমন-কি, খ্যাতিপরিকীর্ণ পরিণত বয়সেও। লিটল ম্যাগাজিনের ছোট আধারে এমন বড় মাপের লেখক আর পাওয়া গিয়েছে কিনা সন্দেহ।

সাহিত্যের ইতিহাসে বিষয়ের পাশাপাশি স্টাইলও যে সমান গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক, এ-কথা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন কমলকুমার মজুমদার। আজীবন তাই স্টাইল নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। চলতি বাংলা দিয়ে শুরু করেও কমলকুমার ক্রমশ ঝুঁকেছিলেন সাধু বাংলার গদ্যরচনার দিকে। শেষাবধি নির্মাণ করেছিলেন নিজস্বতাস্পন্দিত এমন-এক ভাষারীতি, যা অনায়াসে চিনিয়ে দেয় কমলকুমারকে। খুব কম লেখকই, বলা বাহুল্য, এই সার্থকতা অর্জন করতে পারেন। গূঢ় ও গভীর, কবিত্বময় অথচ ঋজু কমলকুমারের বাংলা রবীন্দ্রনাথ কি শরৎচন্দ্রের বাংলার থেকে একেবারে ভিন্নস্বাদ।

দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিক, কিন্তু কমলকুমারের গল্প-উপন্যাসে দেশের মানুষের কথাই ফিরে-ফিরে এসেছে। মাটির গন্ধ-মাখানো এই সব লেখার মধ্যে, বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করতে হয়, দীনদরিদ্র চরিত্রগুলিকে কী সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন কমলকুমার। এঁদের নিয়ে চেনা ছকের প্রথাসিদ্ধ সহানুভূতিপূর্ণ গল্প কখনও লেখেননি তিনি, মানুষের পূর্ণ মর্যাদায় জীবন্ত-রূপে এঁদের চিত্রিত করেছেন। 'মতিলাল পাদরি' বা 'কয়েদখানা', 'তাহাদের কথা' বা 'নিম অন্নপূর্ণা'র মতো গল্প যে-কোনও ভাষার স্থায়ী সম্পদ। কমলকুমারের বেশ-কিছু গল্প নিয়ে একদা প্রকাশিত হয়েছিল, 'গল্প-সংগ্রহ'। অধুনাদুষ্প্রাপ্য সেই গল্প সংগ্রহের সঙ্গে কমলকুমার-রচিত অবশিষ্ট প্রতিটি গল্প যোগ করে আনন্দ-সংস্করণে প্রকাশিত হল কমলকুমার মজুমদারের যাবতীয় গল্পের অখণ্ড ও অসামান্য এই সংকলন, 'গল্প-সমগ্র'।

ISBN 81-7066-276-1

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্পসমগ্র

কমলকুমার মজুমদার

সম্পাদনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশকের নিবেদন

বেশ কিছুকাল আগে, কমলকুমার মজুমদারের কতিপয় গল্প নিয়ে, সুবর্ণরেখা প্রকাশনী থেকে, প্রকাশিত হয়েছিল 'গল্প-সংগ্রহ' নামে একটি সংকলন গ্রন্থ। সে-গ্রন্থটি দীর্ঘকাল যাবৎ দুষ্প্রাপ্য। অথচ বাংলা কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কমলকুমার মজুমদার এমনই বিশিষ্ট, ব্যতিক্রমী ও অপরিহার্য লেখক যে, তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ গল্প-সংকলন উৎসুক পাঠককুলের নাগালে প্রতিনিয়ত থাকা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের কথা ভেবেই আমরা প্রয়াসী হয়েছি কমলকুমার মজুমদারের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত যাবতীয় গল্পকে দুই মলাটের মধ্যে এনে এই 'গল্প-সমগ্র' গ্রন্থটির প্রকাশে।

কমলকুমার মজুমদার প্রণীত প্রথম থেকে শেষতম গল্পটি পর্যন্ত যাতে এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তার জন্য নানাভাবে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। তা সত্ত্বেও— কমলকুমার মজুমদার যেহেতু প্রধানত লিট্‌ল ম্যাগাজিনে রচনাপ্রকাশে বিশ্বাসী ছিলেন এবং অধিকাংশ ছোট পত্রিকাই ক্ষণজীবী— এমনও সম্ভাবনা রয়ে গেল যে, কমলকুমারের দু-একটি গল্প এখনও এই সংগ্রহের বাইরে থেকে গেছে। সেজন্য আগাম মার্জনা প্রার্থনা করে সহৃদয় পাঠকগোষ্ঠীর কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, তাঁরা যদি এমন গল্পের সন্ধান পান, তা হলে অবিলম্বে সেই তথ্য আমাদের গোচরে এনে যেন বাধিত করেন। 'গল্প-সমগ্র' গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে সেইসব গল্প সাদরে মুদ্রিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকছি আমরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

কমলকুমারকে আমি প্রথম চিনি নাট্য পরিচালক হিসেবে। 'হরবোলা' নামে একটি নবীন ক্লাবে তিনি এসেছিলেন আমাদের মতন কিছু আনাড়িদের নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করাতে। সুকুমার রায় এবং রবীন্দ্রনাথের দুটি নাটক শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ হয়েছিল ঠিকই, সুদীর্ঘকাল মহড়ার পর। সেই মহড়ার সময় আমাদের প্রধান আকর্ষণ ছিল কমলকুমারের মুখ নিঃসৃত অপূর্ব ভাষায় নানা রকম গাল-গল্প। গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, শিশির ভাদুড়ী প্রমুখ সম্পর্কে তাঁর টুকিটাকি গল্পের সংগ্রহ ছিল অজস্র। ঐ সময়েই আমরা জানতে পারি তাঁর শিল্পী-পরিচয়। একটু সময় পেলেই তিনি উড-কাট করতেন, অনেক সময় কথা বলতে বলতেও ; পরে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত একটি ছড়া-সংকলনে সেই উড-কাটগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল। এ ছাড়া তাঁর স্কেচ ও জল রঙের ছবি দেখেছি অনেক, সেগুলির রেখার ব্যবহার একেবারে অনন্য। সমকালের বিশিষ্ট শিল্পীরা যে তাঁকে কতখানি মর্যাদা দিতেন, তাঁর প্রমাণও পেয়েছি অনেকবার। একদিন কলেজ স্ট্রিটে আমি কমলকুমারের সঙ্গে হাঁটছিলাম, এমন সময় প্রখ্যাত শিল্পী গোপাল ঘোষের সঙ্গে দেখা। আলাপচারির মধ্যে গোপাল ঘোষ হঠাৎ বললেন, কমলবাবু, আপনি যদি মন দিয়ে শুধু ছবি আঁকতেন, তা হলে আমাদের ভাত মারা যেত !

নাট্য-পরিচালনা এবং ছবি আঁকা যে কমলকুমারের শখের ব্যাপার, তিনি যে প্রধানত একজন লেখক, সে পরিচয় জানতে আমাদের কিছুটা সময় লেগেছিল। সেই সময়টায়, পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে যে-কোনো কারণেই হোক, তিনি লেখালেখি একেবারে বন্ধ রেখেছিলেন। একদিন 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার একটা পুরোনো সংখ্যায় 'মল্লিকা বাহার' নামে একটি গল্প চোখে পড়লো, সেটা যে আমাদেরই মোশান-মাস্টারের রচনা, সে ব্যাপারে প্রথমে নিঃসন্দেহ হতে পারিনি। প্রসঙ্গটি 'হরবোলা'র আড্ডায় উত্থাপন করতেই আমাদের সঙ্গীত পরিচালক এবং প্রখ্যাত কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বললেন, তোমরা 'সাহিত্য পত্রে' কমলবাবুর 'জল' গল্পটি পড়োনি ? দারুণ !

আমরা অতি তরুণ লেখকের দল তখন কলেজ স্ট্রিট দাপিয়ে বেড়াই, সমস্ত পত্র-পত্রিকা তন্ন তন্ন করে পড়ি, আমরা কমলকুমার মজুমদার নামে কোনো লেখকের কথা জানতাম না, আমাদের অগ্রজেরা কেউ কেউ তাঁকে চিনতেন। সুতরাং আমাদের কাছে এ এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের মতন।

যথা নিয়মে আমাদের নাটকের দলটির মৃত্যু হলো অচিরকালের মধ্যেই। কিন্তু আমরা মঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেও নাট্য পরিচালকের সংসর্গ ছাড়লাম না। প্রায় প্রতিদিনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় কিংবা ওয়েলিংটন অঞ্চলে। এই সময়েই কমলকুমার নবোদ্যমে আবার লেখালেখিতে মন দিলেন। একদিন আচমকা আমাদের উপহার দিলেন তাঁর উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা', 'দেশ' পত্রিকায় পরপর প্রকাশিত হলো 'মতিলাল পাদ্রী' এবং 'তাহাদের কথা'। আমাদের 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার জন্য তিনি লিখলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সুহাসিনীর পমেটম' নামে উপন্যাস এবং 'ফৌজ-ই-বন্দুক' নামে গল্প। তাঁর সমস্ত রচনাই চমকপ্রদ ভাবে অভিনব।

কমলকুমারের মুখের ভাষার সঙ্গে তাঁর রচনার ভাষার দুস্তর ব্যবধান আমাদের বিশেষ ভাবে বিস্মিত করেছিল। কলকাতার বনেদী কায়স্থ পরিবারে তাঁর জন্ম, খাঁটি কলকাতার ভাষায় তিনি কথা বলতেন। কিন্তু তাঁর গদ্য, বিশেষত উপন্যাসের গদ্য, প্রবহমান বাংলা ভাষার চেয়ে একেবারে পৃথক, বাক্য-গঠন রীতি একেবারেই প্রথাসিদ্ধ নয়, যতি চিহ্নের ব্যবহার তাঁর নিজস্ব, কমা অজস্র, পূর্ণচ্ছেদের ব্যাপারে অতি কৃপণ, কখনো কখনো পাতার পর পাতায় পরিচ্ছেদ ভাগ নেই, মনে হয় অসমাপিকা ক্রিয়ায় একটিই বাক্য চলেছে। কমলকুমারের মতন দুঃসাহসী লেখক আমরা বাংলা ভাষায় আর দেখিনি, তিনি নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ 'সবুজ পত্রের' আমল থেকে সাধু বাংলা একেবারে পরিত্যাগ করেন, চলতি ভাষা গ্রহণ করার পর আর ফিরে যাননি। কমলকুমার চলতি ভাষায় বেশ কয়েকটি গল্প লেখার পর সাধু বাংলা গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি, সাধু ক্রিয়াপদ এবং অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন বহুল পরিমাণে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ভাষা আধুনিক। তাঁর যে-কোনো গ্রন্থের একটি ছিন্ন পৃষ্ঠা পেলেও মনে হবে না, তাতে অতীতের স্পর্শ আছে। তাঁর ভাষা ঠিক দুর্বোধ্যও নয়। অতি সরলও নয়, তাঁর যে-কোনো রচনাই দ্বিতীয় পাঠ দাবি করে।

জীবিতকালে কমলকুমারের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা কয়েকটি মাত্র। তিনি প্রধানত ছিলেন লিট্‌ল ম্যাগাজিনের লেখক। কয়েকটি মাত্র গল্প বহুল প্রচারিত পত্র-পত্রিকায় ছাপা হলেও তাঁর অধিকাংশ গল্প এবং সব কটি উপন্যাসই প্রকাশিত হয়েছে ছোট পত্রিকায় এবং সেখানেই রয়ে গেছে। তিনি ইচ্ছে মতন লিখে গেছেন, কিন্তু গ্রন্থকার হওয়ার ব্যাপারে ছিল তাঁর গভীর অনাসক্তি। কোনো প্রকাশক তাঁর বই ছাপতে আগ্রহী হলে তিনি অবাক হতেন। 'নিম অন্নপূর্ণা' নামে তাঁর প্রথম গল্প সংকলন যখন বেরুলো, তা নিয়ে তিনি কৌতুক করতেও ছাড়েননি। আমাদের বলেছিলেন, ঐ বইটা ১৭ কপি বিক্রি হয়েছে, তার পরে ১৮ জন এসে ফেরৎ দিয়ে গেছে!

বেশ কিছুকাল তিনি ছিলেন লেখকদের লেখক, মূলত তরুণ লেখকরাই ছিল তাঁর রচনার মনোযোগী পাঠক, বিশেষত নবীন কবিকুল ছিল তাঁর বিশেষ অনুরাগী। আস্তে আস্তে উৎসাহী পাঠকরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। বাংলা ভাষার অন্য সমস্ত লেখকের চেয়ে তিনি আলাদা। কখনো জনপ্রিয়তার তোয়াক্কা করেননি, আবার জনপ্রিয়তা না পেয়ে অভিমানী, বিদ্রোহীও হননি, তাঁর নীরব অহঙ্কারের জের পাঠকদের স্পর্শ করেছিল। তিনি মনোরঞ্জনের জন্য লেখেন না, কিছু সৃষ্টি করার জন্য লেখেন, প্রতিটি রচনার মধ্যে রয়েছে জীবন বোধের গভীরতা, অথচ কোনো উচ্চস্বরের বক্তব্য নেই। প্রতিটি মানুষই তাঁর চোখে রহস্যময়, নিছক সাদা কালো নয়, মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইটাও শুধু নীরস বর্ণনার বিষয় নয়, সাহিত্য কখনো মজা-বর্জিত হতে পারে না। মৃত্যুর অল্প কালের মধ্যেই কমলকুমার অনেকটা কাল্ট-ফিগারে পরিণত হন, পাঠকদের মধ্যেও দারুণ কৌতূহলের সঞ্চার হয়, তাঁর সম্পর্কে একাধিক গবেষণা গ্রন্থ বেরিয়ে যায় আসাম থেকে, বাংলাদেশ থেকে। বাংলা সাহিত্যে কমলকুমার নামে পৃথক একটি স্তম্ভ নির্মিত হয়ে গেছে নিঃসন্দেহে।

তাঁর গল্পগ্রন্থ দুটি ইতিমধ্যে দুর্লভ হয়ে পড়েছে। সেই জন্যই এবার তাঁর সমগ্র গল্প সংগ্রহ প্রকাশ করা হলো। 'লাল জুতো' নামে গল্পটিকে তিনি নিজেই তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প হিসেবে চিহ্নিত করে গেছেন, প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৪ সালে। তারপর থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমলকুমার রচিত সমস্ত গল্পই দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এই সংকলনে। এর বাইরেও কোনো দুষ্প্রাপ্য পত্রিকায় তাঁর কোনো গল্প যে আত্মগোপন করে রইলো না, তা জোর দিয়ে বলা যায় না। এই গ্রন্থের কাজ শুরু হবার পর কমলকুমারের বিশেষ অনুরাগী কেউ কেউ দু' একটি গল্প জোগাড় করে দিয়েছেন। যেমন, 'উষ্ণীষ' নামে অধুনা বিস্মৃত একটি পত্রিকায় প্রকাশিত 'মধু' নামে একটি গল্প আমাকে দিয়ে যান এক যুবক। গল্পটির লেখক হিসেবে নাম রয়েছে কমল মজুমদার, যদিও আমাদের পরিচিত লেখকটি সব সময়েই নিজের নাম লিখতেন কমলকুমার। 'মধু' গল্প অন্য কোনো লেখকের রচনা কিনা তা আমরা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেছি। আমার মতে এই রচনার স্টাইল অদ্বিতীয় কমলকুমার ছাড়া অন্য কারুর হতে পারে না। গল্পগুলি যথা সম্ভব কালানুক্রমে সাজানো হয়েছে বটে, তথাপি কাল অতিক্রমন ঘটে থাকতে পারে। গোড়ার দিকের সব পত্র-পত্রিকা মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি। তবে, একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে গল্পলেখক কমলকুমারের সম্পূর্ণ পরিচয় অবশ্যই এই সংগ্রহে পাওয়া যাবে।

কমলকুমারের পত্নী দয়াময়ী মজুমদারই এই সংগ্রহটি সম্পূর্ণ করার যাবতীয় ব্যবস্থা করেছেন মাত্র। আমি সাধ্যমতন তাঁকে সাহায্য করেছি। কয়েকজন তরুণ বন্ধু নানা সময়ে আমাকে পরামর্শ ও দুর্লভ রচনার কপি এনে দিয়েছেন, সেসব কমলকুমারের প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসারই পরিচায়ক।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই বইটি বাংলা ভাষার একটি স্থায়ী সম্পদ হয়ে থাকবে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচী

লাল জুতো ১৭
মধু ২৩
জল ৩২
তেইশ ৪৩
মল্লিকা বাহার ৫৭
মতিলাল পাদরী ৬৬
তাহাদের কথা ৮৩
ফৌজ-ই-বন্দুক ১০৩
নিম অন্নপূর্ণা ১১৮
কয়েদখানা ১৩৬
রুক্মিণীকুমার ১৭০
লুপ্ত পূজাবিধি ১৯০
খেলার বিচার ১৯৯
খেলার দৃশ্যাবলী ২১৮
অনিত্যের দায়ভাগ ২২৫
কঙ্কাল এলইজি ২৪৪
দ্বাদশ মৃত্তিকা ২৫১
পিঙ্গলাবৎ ২৬৩
খেলার আরম্ভ ২৬৬
বাগান কেয়ারি ২৮০
আর চোখে জল ২৯৯
বাগান পরিধি ৩১০
কালই আততায়ী ৩২৫
জাসটিস ৩৪১
প্রেম ৩৪৮
বাবু ৩৫৮
প্রিনসেস্ ৩৬৪
আমোদ বোষ্টমি ৩৭৭
কল্পিত জীবন চরিত : তিনটি খসড়া ৩৯৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাল জুতো

গৌরীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার দরুন কিছু ভাল লাগছিল না। মনটা বড্ড খারাপ,—নীতীশ ভাবতেই পারছে না, দোষটা সত্যিই কার। অহরহ মনে হচ্ছে—আমার কি দোষ ? জীবনে অমন মেয়ের সঙ্গে সে কখনই কথা বলবে না।

দক্ষিণ দিককার বারান্দা দিয়ে যতবার যায় ততবারই দেখে, গৌরী পর্দা সরিয়ে এদিক পানে চেয়ে আছে, ওকে দেখলেই পলকে পর্দা ফেলে দেয়। এ চিন্তা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মনটা সদা চঞ্চল হয়ে রয়েছে ; কি করে, কোথায় বা যায় ? কোন কাজেই মন টিকছে না ! অবশেষে বিকেল বেলা মনে পড়ল—জুতোজোড়া নেহাৎ অসম্মানজনক হয়ে পড়ছে, অনেক অনুনয়-বিনয় করে ঠাকুমার কাছে ব্যাপারটা বলতে—টাকা পাওয়া গেল।

নিজের জিনিস নিজে কেনার মত স্বাধীনতা বোধ হয় আর কিছুতেই নেই, অথচ মুসকিলও আছে যথেষ্ট। যদিও সরকার মশায়ের গ্রাম্য পছন্দের আওতায় নিজের একটা স্বাধীন পছন্দ গড়ে উঠেছিল, কিন্তু তাকে বিশ্বাস হচ্ছে—কি জানি যদি ভুল হয় ? যদি দিদিরা বলে, 'ওমা এই তোর পছন্দ ?' সিদ্ধান্ত যদি হয়—তা মন্দ কি বাপু বেশ হয়েছে, ঘষে মেজে অনেক দিন পায় দিতে পারবে'খন !' এর চাইতে গুরু শ্লেষ আর কি হতে পারে ? সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে নীতীশ রাস্তা দিয়ে চলেছে। ছোট দোকানে যে তার পছন্দসই জুতো পাওয়া যেতে পারে না, এ ধারণা তার বদ্ধমূল, তাই বেছে বেছে একটা বড় দোকানে গিয়ে উঠল।

জুতোওয়ালা এমন করে কথা বলে, যে তার উপর কথা বলা চলে না, মনে হয় যেন ওকথাগুলো নীতীশের। যে জুতোজোড়া পছন্দ হল, সেটা সোয়েড আর পেটেন্ট লেদারের কম্বিনেশান। ক্লাসের ছেলেরা হিংসে করে মাড়িয়ে দিতে পারে, গৌরীর মনে হতে পারে, কেন ছেলে হয়ে জন্মালুম না ?

দাম ছ-টাকা ; ঠিক পাঁচ টাকাই তার কাছে আছে। দর-কষাকষি করতে লজ্জা হয়, পছন্দ হয়নি বলে যে অন্য দোকানে যাবে তারও জো নেই, কারণ শুধু তার জন্যে অতগুলো বাক্স নামিয়ে দেখিয়েছে। আজকাল তো সবকিছুই সস্তা, কিছু কম বললে দেয় না ? ইচ্ছে আছে, কিছু পয়সা যদি সম্ভব হয় তো বাঁচিয়ে একখানা মোটা খাতা কিনবে, গৌরীর হাতের লেখা ভাল, ভাব হলে, তার উপর সে মুক্তোর মত অক্ষরে বসিয়ে দেবে—নীতীশ ঘোষ—সেকেণ্ড ক্লাস···অ্যাকাডেমি।

লজ্জা কাটিয়ে বলে ফেললে, সাড়ে চারে হয় না ?

জুতোওয়ালা বললে, আপনার পায়ে চমৎকার মানিয়েছে, একবার আয়নায় দেখুন না, দরাদরি আমরা করি না।

নীতীশ পিছন ফিরে আয়নার দিকে যেতে গিয়ে দেখে, নিকটে এক ভদ্রলোক বসে আছেন, যার বয়েস সে আন্দাজ ঠিক করতে পারে না, তবে তার দাদার মত হবে ; যাকে আমরা বলব আটাশ হতে তিরিশের মধ্যে ; তাঁর হাতে ছোট্ট ছোট্ট দুটি জুতো, কোমল লাল

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চামড়ার। দেখে ভারী ভাল লাগল—জুতোজোড়া সেই নরম কোমল পায়ের, যে পা দুখানি আদর করে স্নেহভরে বুকে নেওয়া যায়, সে চরণ পবিত্র, সুকোমল, নিষ্কলুষ।

সহসা যেমন দুর্ব্বার দখিন হাওয়া আসে, তেমনি এল অজানা মধুর আনন্দ, ওই কিশোর নীতীশের বুকের মধ্যে। ছোট লালজুতো দেখলে ওর যে বিপুল আনন্দ হতে পারে, এ কথা ওর জানা ছিল না—জানতে পেরে আরও খুসী হল, খুসীতে প্রাণ ছেয়ে গেল। ইচ্ছে হল, জুতোজোড়া হাতে করতে, ইচ্ছে হল হাত বুলোতে। কোন রকমে সে লজ্জা ভেঙে বললে, মশাই দেখি, ওই রকম জুতো।

ক-মাসের ছেলের জন্যে চান ?

ভীষণ সমস্যা, ক-মাসের ছেলের জন্যে চাইবে ? বললে, ছ-সাত, না না, আট-দশ মাসের আন্দাজ।

একটি ছোট্ট বাক্স, তার মধ্যে ঘুমন্ত দুটি জুতো, কি মধুর ! নীতীশের চোখের সামনে সুন্দর দুটি মঙ্গল চরণ ভেসে উঠল। মনে হল, ও পা দুটি তার অনেক দিনের চেনা, অনেক স্বপ্নমাখা আনন্দ দিয়ে গড়া। হাসি চাপতে পারলে না, হাসি যেন ছুটে আসছে, না হেসে থাকতে পারল না।

মনে করতে লাগল, কার পায়ের মত ? কার পা ? কিছুতেই মনে আসছে না, টুটুল ? না—টুটুল তো বেশ বড়। ইচ্ছে হল জুতোজোড়া কিনে ফেলে। জিগগেস করল, ওর দাম ?

এক টাকা।

নিজের টাকা দিয়ে কিনতে ইচ্ছে হল, কিন্তু সাহস হল না। কিন্তু উদ্‌বৃত্ত টাকাও যে তার কাছে এখন নেই, হয়তো কিছু সস্তায় হতে পারে, কি করা যায়, 'কি হবে কিনে ?' বলে বিদায় দেওয়া যায় না ? যাক টাকা পেলে কেনা যাবে। নিজের জুতো কেনাও হল না, দরে পোষাল না বলে। যখন সে উঠতে যাচ্ছে, তখন তার মনে হল, পিছন থেকে জুতোজোড়া তাকে টানছে, বিপুল তার টান ! যেন ডাকছে, কি মোহিনী শক্তি ! একবার মনে হল কিনে ফেলে, কি আর বলবে, বড়জোড় বকবে, তবুও সাহস হল না।

চিরকাল সে ছোট ছেলে দেখতে পারে না, ছোট ছেলে তার দু-চক্ষের বিষ, ভেবেই পেত না টুটুলকে কি করে বাড়ির লোকে সহ্য করে···কি করে লোকে ছোট ছেলেকে কোলে নেয় ? নিজের ওই স্বভাবের কথা ভেবে লজ্জা হল, তবু—তবু ভাল লাগছিল, যতবার ভুলবার চেষ্টা করে ততবার ভেসে আসে সেই লাল জুতো—মধুর কল্পনা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই লাল জুতোর পানে দেখে সে আস্তে আস্তে দোকান থেকে বার হয়ে এল।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কত অসম্ভব কল্পনাই না তার মনে জাগছিল। তার মনে তখন, পিতা হবার দুর্ব্বার বাসনা। গৌরীর সঙ্গে যদি বিয়ে হয়, তাহলে ? বেশি ছেলে মেয়ে সে পছন্দ করে না, একটি মেয়ে সুন্দর ফুটফুটে দেখতে, কচি-কচি হাত পা, মনের মধ্যে অনুভব করল, যেন একটা কচি-কচি গন্ধও পেল।

গৌরী সন্ধেবেলায়, প্রায় অন্ধকার বারান্দায় বসে, রূপোর ঝিনুকে করে তাকে দুধ খাওয়াবে : ঝিনুকটা রূপোর বাটিতে বাজিয়ে বাজিয়ে বলবে, আয় চাঁদ আয় চাঁদ—কি মধুর ! আকাশে তখন দেখা দেবে একটি তারা।···আমায় বাবা বলে ডাকবে, শুনতে পেল—ছোট দুটি বাহু মেলে আধো-আধো গদ্‌গদভাবে ডাকছে, বাবা—হাতে দুটি সোনার বালা। দেখতে যেন পেল, গৌরী তাঁকে পিছন থেকে ধরে দাঁড় করিয়েছে, মাঝে-মাঝে শিশু টাল সামলাতে পারছে না, উল্লাসে হাতে হাত ঠেকছে, হাসি-উচ্ছল মুখ। আমি হাত দুটো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে বলব, 'চলি-চলি পা-পা টলি-টলি যায়, গরবিনী আড়ে আড়ে হেসে হেসে চায়'…

কি নাম হবে ? গৌরী নামটা পৃথিবীর মধ্যে নীতীশের কাছে মিষ্টি, কিন্তু ও নামটা রাখবার উপায় নেই, লক্ষ লক্ষ নাম মনে করতে করতে সহসা নিজের লজ্জা করতে লাগল, ছি ছি সে কি যা-তা ভাবছে ! কিন্তু আবার সেই বাহু মেলে কে যেন ডাকল—'বাবা।'

না, ছেলেমেয়ে বিশ্রী, 'বিশ্রী' শুধু এই ওজর দিয়ে প্রমাণ করতে হল যে—যদি টুটুলের মত মধ্যরাতে চীৎকার করে কেঁদে উঠে—উঃ কি জ্বালাতন !

যে জুতো দেখে ওর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল সেই লাল জুতো-জোড়ার কথা সকলকে বলে, কিন্তু সঙ্কোচও আছে যথেষ্ট, পাছে গৌরীকে নিয়ে যা কল্পনা করেছে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। যদিও প্রকাশ হবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, তবুও মনে হচ্ছিল, হয়ত প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। একেই তো গৌরী এলে, ঠাকমা থেকে আরম্ভ করে বাড়ির সকলে ঠাট্টা করে। ঠাট্টা করার কারণও আছে ; একদা স্নানের পর তাড়াতাড়ি করে নীতীশ ভাত খেতে গেছে, ঠাকুমা বললেন—নীতীশ তোর পিঠময় যে জল, ভাল করে গাটাও মুছিস নি ? পাশেই গৌরী দাঁড়িয়েছিল, সে অমনি আঁচল দিয়ে গাটা মুছিয়ে দিলে পরম স্নেহে অবশ্য নীতীশ তখন ভীষণ চটেছিল। এই রকম আরও অনেক ব্যাপার ঘটেছিল যাতে করে বাড়ির মেয়েদের ধারণা, নীতীশের পাশে গৌরীকে বেশ মানায়—বিয়ে হলে ওরা সুখী হবে এবং তাই নিয়ে ওঁরা ঠাট্টাও করেন।

কি করে, আর কাউকে না পেয়ে নীতীশ তার বড়বৌদিকে বললে, জানো বড়বৌদি, আজ গা একজোড়া জুতো দেখে এলুম, ছোট্ট জুতো, টুটুলের পায়ে বোধহয় হবে—কি নরম, তোমায় কি বলব ! দাম মাত্র একটাকা ! অবশ্য নীতীশের ভীষণ আপত্তি ছিল টুটুলের নাম করে এমন সুমধুর ভাবনাটাকে মুক্তি দেওয়ায়, কিন্তু বাধ্য হয়ে দিতে হল।

বৌদি বললেন, বেশ, কাল আমি টাকা দেব'খন—তুমি এনে দিও।

মনটা ভয়ানক ক্ষুণ্ণ হল, কি জানি সত্যি যদি আনতে হয়—শেষে কিনা টুটুলের পায় ওই জুতোজোড়া দেখতে হবে ! তবে আশা ছিল এইটুকু যে, বৌদি বলার পরই সব কথা ভুলে যান।

নীতীশ পড়ার ঘরে গিয়ে বসল। পড়ায় আজ তার কিছুতেই মন বসছিল না, সর্ব্বদা ওই চিন্তা। তার কল্পনা অনুযায়ী একটি শিশুর মুখ দেখতে ভয়ানক ইচ্ছে হল—এ বই সে বই ঘাঁটে, কোথাও পায় না, যে শিশুকে সে ভেবেছে তার ছবি নেই—কোথায় ? কোথায় ?

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে গৌরীর গলা পাওয়া গেল, অস্বাভাবিক কণ্ঠে সে কথা বলছে। গতবার ঝগড়ার পর নীতীশ এ ব্যাপারটাকে লক্ষ্য করেছে, গৌরীকে সে বুঝতে পারে না। হয়ত গৌরী আসতে পারে, এই ভেবে সে বইয়ের দিকে চেয়ে বসে রইল।

উদ্দাম দুর্ব্বার বাতাসে ত্রাসে কেঁপে ওঠে যেমন দরজা জানলা, গৌরী প্রবেশ করতেই পড়ার ঘরখানা তেমনি কেঁপে উঠল। হাসতে হাসতে ওর কাঁধের উপর হাত দিয়ে বললে, লক্ষ্মীটি আমার উপর রাগ করেছ ?

কথাটা কানে পৌঁছতেই রাগ কোথায় চলে গেল !

রাগের কারণ আছে। গৌরী ফোর্থ ক্লাসে উঠে ভেবেছে যে সে একটা মস্ত কিছু হয়ে পড়েছে। অঙ্ক কি মানুষের ভুল হয় না ? হলেই বা তাতে কি ? প্রথমবার নয় পারে নি, দ্বিতীয়বার সে তো রাইট করেছে। না পারার দরুন গৌরী এমনভাবে হাসতে লাগল এবং এমন মন্ত্র উচ্চারণ করলে যে অতি বড় শান্ত ভদ্রলোকেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, নীতীশের কথাটা না বাদই দেওয়া যাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীতীশের রাগ পড়েছিল, কিন্তু সে মুখ তুলে চাইতে পারছিল না ; সেই কল্পনা তার মনের মধ্যে ঘুরছিল।

রাগ করেছ ? আচ্ছা আর বলব না, কক্ষনো বলব না—বাবা বলিহারি রাগ তোমার ! কই আমি তো তোমার উপর রাগ করি নি ?

মানে ? আমি কি তোমায় কিছু বলেছি যে রাগ করবে ?

গৌরীর এই সব কথাগুলো শুনলে ভারী রাগ ধরে, কিছু বলাও যায় না।

চুপ করে আছ যে ? এই অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও না ভাই···

অঙ্ক-টঙ্ক হবে না—

লক্ষ্মীটি তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

এতক্ষণ বাদে ওর দিকে নীতীশ চাইল। ওকে দেখে বিস্ময়ের অবধি রইল না, সেই শিশুর মুখ ; যাকে সে দেখেছিল নিজের ভিতরে, অবিকল গৌরীর মতই ফর্সা—ওই রকম সুন্দর চঞ্চল, কাল চোখ !

কি দেখছ ?

লজ্জা পেয়ে ওর অঙ্কটা করে দিলে। তারপর নানান গল্পের পর, লাল জুতো-জোড়ার কথা ওকে ব'লে বললে, কি চমৎকার ! মনে হবে তোমার সত্যি যেন ছোট্ট ছোট্ট দুটো পা।

ছোট্ট দুটি চরণ কল্পনা করে গৌরীর বুকও অজানা আনন্দে দুলে উঠল—যে আনন্দ দেখা দিয়েছিল নীতীশের মনে। গৌরী বললে, আচ্ছা কাল তোমায় আমি পয়সা দেব, আমার টিফিনের পয়সা জমানো আছে—কেমন ?

নীতীশ ভদ্রতার খাতিরে বললে, তোমার পয়সা আমি নেব কেন ?

কথাটা গৌরীর প্রাণে বাজল, সে অঙ্কের খাতাটা নিয়ে, বিলম্বিত গতিতে চলে গেল। নীতীশ অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল।

দিন-দুয়েক গেল পয়সা সংগ্রহে। এই দুদিনের মধ্যে গৌরী এ বাড়ি আর আসেনি। ঠাকুমা জিগগেস করলেন, নীতীশ, গৌরী আসে না কেন রে ?

আমি কি জানি ?

কথাটা ঘরে থেকে শুনেই গৌরী তৎক্ষণাৎ গিয়ে জানালার পর্দ্দা সরিয়ে দাঁড়াল।

ঠাকুমা বললেন, আসো না কেন ?

জ্বর।

জ্বর কথাটা নীতীশকে মোটেই বিচলিত করল না, ও জানে, ওটা একটা ফাঁকি ছাড়া আর কিছু নয়।

টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল জুতোজোড়া আনতে, রাস্তা থেকে টাকাটা ভাঙিয়ে নিলে, কারণ হারিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়, প্রতি মোড়ে মোড়ে গুণে দেখতে লাগল পয়সা ঠিক আছে কিনা।

জুতোর দোকানে ঢুকেই বললে, দিন তো মশাই সেই লাল জুতো ; সেই যে সেদিন দেখে গিয়েছিলুম ?

দোকানদার একজোড়া দেখালে। ও বললে, না—না, এটা নয়, দেখুন তো ওই শেলফে ?

পাওয়া গেল সেই স্বপ্নময় জুতো ! কি জানি কেন আরো ভাল লাগল—ওর মধ্যে কি যেন লুকিয়ে আছে। চিত্তের মধ্যে একটি হিংস্র আনন্দ দেখা দিল—দর নিয়ে গোল বাধল না, একটি টাকা দিয়ে জুতোজোড়া নিলে। জুতোওয়ালা বললে, আবার আসবেন। মনে হল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলাতেই ঠকিয়েছে।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে অনেক বার ইচ্ছে হল বাক্সটা খুলে দেখে—কিন্তু পারল না। একবার মনে হল, এ দিয়ে কি হবে ? কার জন্যেই বা কিনল ? সে কি পাগল ! মিথ্যে মিথ্যে টাকা তো নষ্ট হল ?

ভিতর হতে কে যেন উত্তর দিল, 'কেন, টুটুলের পায় যদি হয় ?' টুটুলের কথা মনে হতেই একটু ভয় হল, যদি তার পায় সত্যিই হয়, তাহলেই তো হয়েছে। আবার প্রশ্ন, কিন্তু কার জন্যে সে কিনেছে ? বেশ ভাল লাগল বলে কিনেছি ! ভাল লাগে বলে তো মানুষ অনেক কিছু করে, বাজী পোড়ায়, গঙ্গায় গয়না ফেলে—এ তবু, একজোড়া জুতো পাওয়া গেল তো। বাজে খরচ হয় নি, বেশ করেছে, একশো বার কিনবে। সহসা জিহ্বায় দাঁতের চাপ লাগতেই মনে পড়ল, কেউ যদি মনে করে তাহলে জিব কাটে, কে মনে করতে পারে ? গৌরী ? আজ গৌরীকে ডেকে দেখতে হবে।

বাড়িতে পৌঁছে, সকলকে মূল্যবান জিনিসটা দেখাতে ইচ্ছে করছিল,কিন্তু সাহস হল না, যদি ঠাট্টা করে ? প্রথমত সে নিজেই ঠিক করতে পারছে না।—কার জন্যে কিনল,কেন কিনল ?

টুটুল বারান্দায় তখন খেলা করছিল, তার পায়ের মাপটা নিয়ে জুতোটা মেপে দেখল, টুটুলের পা কিঞ্চিৎ বড়—কিন্তু ওর মনে হল অসম্ভব বড় ! শঙ্কিত চিত্তে ঠাকুমার কাছে গিয়ে বললে, তোমাদের সেই লাল জুতোর কথা বলেছিলুম, এই দেখ।

ভাঁড়ার ঘর হাসি উচ্ছলিত। ঠাকুমা বললেন, ওমা—কোথা যাব, ছেলে না হতেই জুতো ! হৈ হৈ পড়ে গেল। নীতীশের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, বললে আমি টুটুলের জন্যে এনেছিলুম...

কে শোনে তার কথা ! বুঝতে না পেরে, পড়ার ঘরে গিয়ে আলোটা জ্বেলে বসল, সামনে জুতোজোড়া, প্রাণভরে দেখতে লাগল। এ দেখা, যেন নিজেকে দেখা। ভাবলে, গৌরীকে কি করে ডাকা যায় ?

গৌরী গোলমাল শুনে, জানলায় এসে দাঁড়িয়ে দেখছিল—ব্যাপারটা কি সে বুঝতে পারে না। মনে হচ্ছিল, নীতীশ একবার ডাকে না ?

সহসা চিরপরিচিত ইশারায়—না থাকতে পেরে নেমে এল, আসতেই নীতীশ বললে, তোমায় একটা জিনিস দেখাব, দাঁড়াও।

গৌরী উদগ্রীব হয়ে ওর দিকে চাইল। নীতীশের শার্ট বোতাম-হীন দেখে বললে, তোমার গলায় বোতাম নেই, দেব ?

দাও।

গৌরীর চুড়িতে সেফটিপিন ছিল না, শুধু একটি ছিল ব্লাউজে, বোতামের পরিবর্তে—না ভেবেই সেটা দিয়ে বুঝল ব্লাউজ খোলা, বললে,—দাও ওটা, তোমায় একটা এনে দিচ্ছি।

থাক।

থাক কেন, এনে দিই না ? কাতর কণ্ঠে বললে।

থাক, বলে হাসিমুখে সে জুতোর বাক্সটা খুলে গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল।

গাঢ় প্রেমে কালো চোখ দুটো স্বপ্নময় হয়ে এল। গৗরী জুতোজোড়া দেখে, কেঁপে উঠল। তার দেহে বসন্ত মধুর শিহরন খেলে গেল। মনে হল, এ যেন তারই শিশুর জুতো ! অস্ফুট স্বরে বললে, আঃ— ! তার দেহ আনন্দে শিথিল হয়ে আসছিল। যেন কোন রমণীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখ অনুভব করে, আবার বললে, আঃ।···সব কিছু যেন আজ পূর্ণ হল। নিজেদের কল্পনায় যে সুন্দর ছিল, যেন তাকেই রূপ দেবার জন্যে আজ দুজনে আবদ্ধ হল।

নীতীশ বিস্ময় ভরে দেখে ভাবছিল একি! পাশের বাড়িতে তখন সেতারে চলছিল তিলক-কামোদের জোড়—তারই ঘন ঝঙ্কার ভেসে আসছিল। ওই সঙ্গীত এবং এই জীবনের মহাসঙ্গীত তাদের দুজনকে আড়াল করে রাখলে, হিংস্র বাস্তবের রাজ্য থেকে। যে কথা অগোচরে অন্তরের মধ্যে ছিল, সে আজ দুলে-দুলে উথলে উঠল। বহু জনমের সঞ্চিত মাতৃস্নেহ-মাতৃত্ব।

দেখতে পেলো, সুন্দর অনাগত শিশু, যে ছিল তার কল্পনায়; অঙ্গটি তার মাতৃস্নেহের মাধুর্য্য দিয়ে গড়া, যাকে দেখতে অবিকল নীতীশের মত; তার আত্মা যেন শিশুর তনুতে তনু নিল। ইচ্ছে করল বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে—বুকে জড়িয়ে ধরে বেদনা-মাখা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়তে। জুতো দুটোয় আস্তে আস্তে হাত বুলোতে বুলোতে সহসা গভীর ভাবে চেপে ধরল, তারপর বুকের মধ্যে নিয়ে যত জোরে পারে তত জোরে চেপে, সুগভীর নিশ্বাস নিলে, মনে হল যেন তার সাধ মিটেছে। ভগ্নস্বরে কণ্ঠ হতে বেরিয়ে এল, আঃ···

আনন্দে বিস্ফারিত আঁখিযুগল। নিজেকে যেন অনুভব করলে। আজ শান্ত হল তার লক্ষ বাসনা লক্ষ বেদনা—লক্ষ স্বপ্ন মূর্ত্তি পেল।

বিশ্বগত অপূর্ণতা তারা এই তরুণ বয়সেই উপলব্ধি করলে; পূর্ণতার সম্ভাবনায় দুজনেই মহা-আনন্দ-মদে মত্ত হয়ে উঠল।

গৌরীর হৃদয়ের ভিতর দিয়ে, ওই লাল জুতো পরে, নীতীশ টলমল করে চলল, আর—গৌরী চলতে শুরু করলে, নীতীশের হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে। আচম্বিতে সশব্দে জুতোজোড়াকে চুম্বন করলে। তারপর নীতীশের দিকে চেয়ে, ঈষৎ লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠে জিগগেস করলে, কার জন্যে গো?

মৃদু হেসে বললে, তোমার জন্যে।

বারে তুমি যেন কি! অতটুকু জুতো, আমার পায় কখনও হয়? কার লক্ষ্মীটি বল না? তোমার বুঝি?

ধেৎ! আমার হতে যাবে কেন?

ভুরু কুঁচকে বললে, তবে কার? চোখের তারা নেচে উঠল।

তোমার পুতুলের?

ওমা—তা হতে যাবে কেন? তুমি এনেছ, নিশ্চয় তোমার ছেলের?

আচ্ছা, বেশ দুজনের—

হ্যাঁ—অসভ্য, বলে গ্রীবাটাকে পাশের দিকে ফিরিয়ে নিজের মধুর লজ্জাটা অনুভব করলে। লাল জুতোজোড়া তখনও তার কোলে, যেন মাতৃমূর্তি।

—উষ্ণীষ। ভাদ্র ১৩৪৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধু

ভাই···

··· ··· ···

পৃথিবীতে আমার কেউ ছিল না বললে—ভুল করা হবে, বলবো আমি কারুর ছিলাম না।

স্বভাব ছিল আমার চুপ করে থাকা—সব সময় ইচ্ছে হ'তো নিভৃত কোণে থাকতে তাই মনের মত ছিল, ছাদ, সিঁড়ির তলের অপরিসর ক্ষুদ্র ঘরটি; একটু ভীতুও ছিলাম কারুর সঙ্গে মিশতে চাইতাম না। শুধু নিজের কল্পনার মধ্যে—সেখানেই আমার সকল ইন্দ্রিয়ের বাসনা তৃপ্ত হ'তো—চোখের সামনে একটা শান্তির ছবি ঘুরে বেড়াত।

একদা এমনি চুপ করে বসে আছি, সিঁড়ির তলার ঘরে—টীপ টীপ করে বৃষ্টি পড়ছে—এমন সময় দেখি—আসছে একটী মেয়ে। কি তার রূপ—কালো চোখদুটী কতো ভাবে ভরা গভীর—কৌতুকের—স্বপ্নমাখা। তার গতিভঙ্গিতে যেন সুধা ঝরে পড়ছে; যেন এ কোন বিখ্যাত বাঙলী শিল্পীর ছবি—রসে রেখা রঙে রঙিণ···

ওকে দেখে কেমন একটি বেদনা অনুভব করলাম, সে বেদনা দুঃখে নয়, পরিপূর্ণ আনন্দের, যে আনন্দ ছিল কল্পনায়—গভীর ভাবে ওর দিকে আমার চোখ তাকিয়ে ছিল, মন তখন খুঁজে বেড়াচ্ছিল আমার মধ্যে—'একটা কিছু খুঁজে!

হেসে মেয়েটি জানালার কাছে এলো।

সে কি হাসি যেন আমি কত কালের চেনা, কত কাছের মানুষ—সে হাসির মধ্যে সহানুভূতি ছিল, কৌতুক ছিল, অনিমেষে চেয়েছিলাম তার দিকে, বুক আমার স্পন্দিত হয়ে উঠলো।

মধু নেবে···

আগেই বলেছি আমি ভাল কথা বলতে পারি না, তায় ভীতু, আমার স্বর রোধ হয়ে গেলো··· চেয়ে আছি ওর দিকে 'মধু' যেন হৃদয় হতে উত্থিত হলো। তার গা প্রায় অনাবৃত, সেই ফতুয়ার মত জামা, যৌবনের পরিপূর্ণতার সঙ্কেত—তারপর নাভির থেকে নেমেছে ঘাঘরা পা পর্য্যন্ত, কানে রূপোর কান, নাকে নাক চাবি, চন্দ্রচূড় ধরনের গহনা মাথায়, সব মিলিয়ে ছিল অপরূপ—

বললাম—না।

না···মধু নোব না বাবু—মিষ্টি!

বলে অঙ্গ তার এমন একটি দোলা দিল, আমার মনে হলো দেহে ভুলে মধু কিনি—

বললে নেবে না বাবু?

না···

পরমবিস্ময়ে উচ্চারণ করলে, "না"—বলে এমন ভঙ্গি করলে যেন সে stageএ অভিনয় করছে, তারপর ধীরে চলে গেল, আমি তখন গভীরতার মধ্যে, সে সময় যখন কেটে গেল শুনতে শুনতে পেলাম, ম্লান ডাক—"মধু" মিষ্টি কি সুন্দর,—আমার কি ওর ভাল লাগলো? তাকে দেখে মনে হল রামির কথা, এ দুই নয়নে নিমেষ দিয়েছ কেবা। বাড়ীতে আর কেউ তাকে দেখে থাকবে—যে সে এসেছিল আমাদের দোরে—কথা চলছিল তাদের চরিত্র নিয়ে, আমি ভয় পেলাম, ভাল ছেলে বলে নাম আমার তৎক্ষণাৎ বললাম ওরা ভয়ানক পাজি তা আর চোর—দুটোই—বড়দি বলে হ্যাঁ, আমি জানি—বলে তার নূতন শ্বশুর বাড়ীর

গল্প সুরু করে দিলে। নিখুঁত ভাবে বর্ণিত হলো তাদের চরিত্র, আমার মন তখন খুঁজে বেড়াচ্ছে—সে কোথায় ! লক্ষ পথে তারই সন্ধানে মন আকুল ভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

দিন সাতেক পর, যখন আমি তাকে অন্তরের শক্তি দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করছিলাম, খুঁজে বেড়োচ্ছিলাম, হাতে ছাতা, পরণে আমার বর্ষাতি, ভিজে সপ-সপ করছে, দেখি—মধুওয়ালি নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে বাড়ীর বারান্দায় বসে ; গালে হাত দিয়ে আনমনে কি ভাবছে। এ যে যক্ষপ্রিয়া !—তার আয়ত চোখ পথের দিকে নিবদ্ধ—কার পদচিহ্ন খুঁজছে—ঠোঁটে তার ক্ষীণ সুস্মিতরেখা। ওকে দেখে আমি অব্যক্ত আনন্দে জেগে উঠলাম—কে বলে উঠেছিল—অবশেষে তোমায় পেয়েছে।

আনন্দের পরিমান ভয়ে মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে এলো—লজ্জায় দৃষ্টি অন্ধ। আনমনে সুন্দরী আমার দিকে চাইলে—চেয়ে রইলাম আমি অনিমেষে।

সেই কৌতুকের হাসিটি—মনের ভিতর থেকে বলে উঠলো—কেমন আছো—আমায় ভোলোনি···

বললে, বাবু কেমন আছো···

ভাল—তুমি কেমন আছো

ভাল

কথা খুঁজছিলাম—কি বলবো ! এমন সময় বললে, বসো···

মনের ভেতর যে কথা ভাবি, কেমন করে তার কাজ হয়ে যায় ভেবেই পাই না। হয়তো ভেবেছিলাম ওর পাশে স্থানটী কবে পাবো। যেই বললে, বসো—প্রায় ওর কাছেই বসে পড়লাম। ও একটু সরে বসল, দেখে লজ্জার সীমা রইলো না—দাঁড়াতেও পারি না, চুপ করে থাকার পর বললাম, বিশ্রী বৃষ্টি না ?

নিশ্চয়, কিন্তু তোমাদের আর কি ক্ষতি।

ক্ষতি নয় কি রকম ? —সাংঘাতিক—দেখতো রাস্তা চলবার যো নেই, অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি, আর ভাল লাগে না···

এইটুকু ! আর আমার···বাড়ী হয়তো ভেসে গেছে

ভেসে গেছে··· ! দেশে কি ?

দেশে না, এখানে···ওই রেল লাইনের ধারে,···হয়তো বিছানা—বলে একটু হেসে বললে, বিছানা আর কি এই মাদুর-টাদুর ইত্যাদি সব ভিজে গেছে···

কল্পনায় আমি দেখতে পেলাম, একটী শান্তির নীড় সবুজ মাঠের পারে,—চিরবসন্ত বাসা বেঁধেছে যেথা, শান্ত সুন্দর। আকাশের পানে,—কল্পনার দিকে চেয়ে আনমনে বললাম, কতদূর···

খুব কাছেই—ভুরু কুঁচকে বললে।

আমায় নিয়ে যাবে ? এই কাতর প্রার্থনা নিজেকেই লজ্জা দিলো। ও তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে বললে, নিশ্চয় তারপর কি জানি কি মনে হলো, বললে, কিন্তু—কেন ?

কি বলি—বললাম, কেন আর—এমনই।

এমনি !

আমার দেখতে ইচ্ছে হয়···

দেখতে ইচ্ছে হয় আমার বাড়ী ! বলে সরল ভাবে সে হেসে উঠলো।

আমি জেদ ধরে বললাম, চল যাই···

বৃষ্টি পড়ছে যে—

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে তুমি আমার বর্ষাতিটা পর—

তোমার বর্ষাতি—হেসে বললে, পাগল—তাহলে মধুর কলসী—

আমি নেবো—

পাগল—বলে, সকৌতুক হাসলো⋯

তারপর দুজনে উঠে চলতে সুরু করলাম। আমি ওর মাথায় ছাতাটা ধরে চলেছি। রাস্তার লোকেরা আমাদের দেখে ঠিক হাসতে পারলে না, একটু অবাক,—আশ্চর্য্য হয়েই রইল।

একজন ভদ্রযুবক এমন ভাবে ছাতা আড়াল করে সামান্য একটি মেয়ের সঙ্গে যাচ্ছে দেখে, রীতিমত তাদের মধ্যে বিস্ময় ও কৌতুকের সঞ্চার করলে, তাদের অস্বস্তিতে আমিও ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু আনন্দে—এসব ভ্রূক্ষেপ করলাম না।

তোমার নাম কি ?

আমার ? অবাক হয়ে হাসলে—

হাঁ

কলাবতী।

ওর বাড়ী—পৌঁছলাম। বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছিল, পোলের ঢালু জমির ওপর কয়েকটা হোগলার চালা তিনহাত উঁচু হবে—তার কিছু ওপর দিয়ে রেল লাইন চলে গিয়েছে। কলাবতী বললে, কোনটা আমার বাড়ী বলতো ?

ওইটা—

অবাক হয়ে বললে, তুমি কি করে জানলে ?

আমি পারি—

কলাবতী বললে দাঁড়াও—

বলে হোগলার চালের ভিতর মাথা গলিয়ে দিয়ে,—মধু'র কলসীটা রেখে এলো। তারপর আর সব মেয়েদের দেশী ভাষায় কি বললে—

তারা তখন আমার দিকে অন্য চোখে চাইলো। আমার কেমন লজ্জা করতে লাগলো—কলাবতী একটা জীর্ণ মোড়া দিলে, আমি সন্তর্পণে তার উপর উদ্বিগ্ন চিত্তে বসলাম—কারণ কে জানে যদি মোড়াটা বিশ্বাসঘাতকতা করে, ভাবলাম একটা সিগারেট ধরাবো কিনা ? সহসা দেখলাম পাশেই একটা হুঁকো, বললাম, কলাবতী তামাক।

আমাদের হুঁকো ?

তাতে কি⋯

আমার জন্যে ভাল করে হুঁকোটা ধুয়ে, তামাক সেজে আমায় দিলে,—অনভ্যাস, কাশী চেপে রাখলাম একজন মেয়ে আঙিনাটা পরিষ্কার করলে, যথাসম্ভব করে

কলাবতী বললে, এই আমার বাড়ী⋯ঈষৎ লজ্জায় তার হাত দুটো ইতস্তত দুলতে লাগলো।

বললাম, চমৎকার⋯

চমৎকার !

চমৎকার⋯অপূর্ব্ব⋯

অপূর্ব্ব আবেগে আমার চোখ দুটো বুজে এলো। কলাবতীর আমি তখন কিছুই জানি না। আমার চিন্তা আবেগময়—অপেক্ষা না মানে। মনে হলো, সবচেয়ে বড় মানুষ, এই কলাবতী, কি নির্লিপ্ত যতটুকু এর প্রয়োজন—তার চাইতে নিজেকে একতিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারায়নি—কতটুকু ওর প্রয়োজন—কি রিক্ত—কতখানি পূর্ণ ; চারিদিকে সম্পূর্ণতার ছোঁয়া—বনগন্ধ—পরিপূর্ণ সবুজ, স্বাধীন। ট্রেনলাইন কোথায় চলে গেছে···সিগনাল পোষ্ট—তারপরে একটী শিমুলগাছ, তার লীলানমনীয় শাখা, আরও দূরে কালো বনরেখা—তারপর উদার আকাশে অস্তমিত সূর্য্য—তারই পাশে জীর্ণ, খণ্ড ক্ষুব্ধ, দীর্ণ মেঘ—প্রান্তে প্রান্তে রক্ত লেখা। মনে হলো সুর কল্যাণ ধ্বনিত হয়ে উঠছে। মনে হল, আমার কল্পনায় যেন ছিল এই ছবিটী, এই সৌন্দর্য্য এ'ছাড়া জগতে আমি কিছু চাইনি, শুধু এই। কলাবতী, তার পারিপার্শ্বিক ছবিটী এই চরম পূর্ণতার। মনে হলো লক্ষ শত যুগের মানুষ যা কল্পনা করেছে, যা চিন্তা করেছে তা এই কলাবতীর জীবন যাত্রার মধ্যে আমি দেখতে পেলাম ; দেখার আগেভাগে। দেখলাম হৃদয় নিয়ে বাঁচা আর কিছু নয়। হৃদয় নিয়ে বাঁচা, প্রতি অনুতে পরমাণুতে···তার আত্মায় আমি বিমুগ্ধ হয়েছিলাম।

দেখলাম ইট সাজিয়ে উনুন হলো, অন্য মেয়েটী মুখ নীচু করে ফুঁ দিয়ে প্রয়াস পাচ্ছিল আগুন জ্বালবার জ্বাললে আগুন—তাতে গাঢ় মসীলিপ্ত হাঁড়ি চাপালে।

জিজ্ঞেস করলাম, ওতে কি হবে ?

কলাবতী বললে, ওতে ! ওতে চা হবে···

চা !···

তুমি···তুমি চা খাবে···?

যদি দয়া কর—

দয়া আবার কি···কিন্তু আমরা কেউ থালায় ঘটিতে খাবো যে···

আমিও তাই খাবো···

আমার রকম সকম দেখে ও একটী হাসির ফোয়ারা হয়ে উঠলো। বুঝলাম—ভেবেছে কি বিরাট আস্ত পাগল···জীবনে সে কখনও দেখেনি—

আর আর মেয়েরা, তারা দৃষ্টি দিয়ে, ভঙ্গি দিয়ে—শ্রদ্ধা জানাচ্ছিল, হৃদয় পেতে অতিথি সৎকার করছিল আর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে আমায় বুঝবার চেষ্টা করছিল। কলাবতীকে বললাম, বাপু এ মোড়া থাক আমি মাটিতে বসি।

ওরা ত্রস্ত তটস্থ হয়ে অনেক খোঁজার পর খুঁজে আনলে সব চেয়ে যেটী ভাল—জীর্ণ মাদুরটী পাতলে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল লুটীয়ে পড়ি—হৃদয় অকারণে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছিল—অপূর্ব্ব অনৈসর্গিক আনন্দের তীব্রতায়···

আমি বসলাম, আমার পাশে একটী ছোট মেয়ে, তারই পাশে একটী বুড়ী, আর সামনে কলাবতী। অন্য তরুণী যত্নে চা প্রস্তুত করছিল। বুড়ী বললে, আমার মত নাকি তার একটী ছেলে আছে, তার বয়েস হবে এক কুড়ি এক কি দুই, কাজ করে আসামে···

তরুণী বললে, অনেকদিন পরে দুধ দিয়ে চা হচ্চে···

চা এলো···সসম্মানে চায়ে চুমুক দিতেই নাড়ি বিদ্রোহ করে উঠলো—বমি এলো—কি বিশ্রী—রাম রাম তবু হেসে বললাম, চমৎকার···

কলাবতী হাসিবিগলিত বদনে বললে, সব কিছু চমৎকার···

নিশ্চয়···

খবর নিলাম ওদের আজ কি রান্না হবে। শুনে মনে হলো ওদের আজ পরম উৎসব। তারপর কলাবতীর সবামী এলো, তার নাম জীবদয়াল—কাল, সুপুরুষ আমার আগমনে সে খুব খুশী হয়েছে। তার সঙ্গে নানান গল্প হলো ; সে লাইনে কাজ করে। রাত হয়েছে সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কলাবতী বললে, বাবু এখন বাড়ী যাও····

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাটা কানে বাজলো—ক্ষেপে উঠলাম, ভেবে নেওয়া কারণে, মনে হয়েছিল তারা আমার এই উপস্থিতিটা পছন্দ করছে না···হ্যাঁ যাচ্ছি···

আমি উঠে ধীরে ধীরে পা ফেলে চলতে সুরু করলাম পা ফেলার সূচনায় একবার ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে চেয়ে দেখলাম—ওরা হাসাহাসি করছে। চকিতে মনে হলো, হাসির কেন্দ্র বোধ হয় আমি! বিশ্রী ভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম, যে সৌন্দর্য্য দেখেছিলাম, পৌঁছেছিলাম যে স্তরে নিমেষেই তা কদর্য্য রূপ নিলে। নিমেষেই মিথ্যে মনে হলো তাকে, সেই রূপকে, যে কল্পনা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল বাস্তবতায়; নিজের গণ্ডি খানি—ক্ষুদ্রতাকে পেরিয়ে সীমাহীনের মধ্যে পৌঁছে ছিল। ভেবে নেওয়া কারণে প্রকটিত হয়ে উঠলো ওদের ইতরতা। নিজেকে খানিক ভুলের বশে অপমান করার জন্য ক্ষোভ হলো।

বাড়ী ফিরে এসে বড় চঞ্চল হয়ে পড়লাম, ইচ্ছে হলো ধ্বংস করি, ভেঙ্গে ফেলি সব কিছুকে, থাকবে না কিছু টুটে যাক্ সব···

নিজের স্তরকে ভাল করে বুঝে দেখলাম ওরা আছে অনেক নীচে। আমার জীবন যাত্রার পন্থা কোথায়—আর ওরা কোথায়···অনেক ব্যবধান···ঠিক করলাম আর যাবো না, যত মনে হয় ওরা হীন—দেখি আর কিছু নয়, বাহিরের রূপটা চোখকে ঘৃণা করবার ইন্ধন যোগাতে লাগলো।

একবার মনে হলো ওই যে দুঘণ্টা ওখানে অতিবাহিত করলাম, তখন আমার চোখের বিলাস ছিল না, তখন কি আমি ছিলাম স্বপ্নে? তবে কোন মাদকতায়—কেমন করে সে সময় কাটিয়েছিলাম! কোথা থেকে অহেতুক, অপ্রয়োজনীয় অভিমান এসে, ঢেকে ফেললে মন, ভাবলাম, আর যাবো না; এমনি সে অভিমান, যেন আমি কলাবতীর কত গোপনে, কত কাছের মানুষ—

নিজেকে অন্য ভাবে তৈরী করে নিলাম, সাজপোষাক থিয়েটারে আর সিগারেটে···এরই মধ্যে একদিন সন্ধ্যায় তখন আমি বাড়ীর পথে,···ভাবলাম, আমার সঙ্গে কলাবতীর পার্থক্য অনেকখানি···শুধু অনুভবেই তা বুঝা যায় ও যেখানে, আমি তার অনেক পিছিয়ে! আমি আছি কিছু ভাবনায় আর ভাবনাহীনতায় বেশী, গতদিনকে নিয়ে চলেছি, অতিক্রম করে চলেছি আজ—আর ওই ভাবনা বেশী কিংবা নির্ভাবনায়···সমতার যায়গায় বাঁচবো কি করে—কেমন করে পৌঁছবো সেখানে যেখানে 'স্ব' বলে কথা নেই?—মনে হলো, ওরা করছে জীবন যাপন আর আমি জীবন ধারণ—আমি আছি জ্ঞানীহনতার প্রথমে আর ও আছে জ্ঞানের প্রথমে···

দিন সাতেক পর···বসে আছি নির্জ্জন কক্ষে, মন ছিল কবিতার বইয়ে, এমন সময় দেখি সে, দীর্ঘ আরত লোচন দুটী মেলে চেয়ে আছে···
চকিত চিত্তে বলে ফেললাম, এই যে···তারপর কথা বলতে গিয়ে ওষ্ঠ শুধু কাঁপতে লাগলো জীর্ণ পাতার মত, কিছুক্ষণ বাদে বললাম, কেমন আছো? তারপর হঠাৎ কি মনে করে?

এমনি···কই আমার বাড়ীতো আর যাও না?

তুমি তো আমায় ডাকনি···

না ডাকলে কি যেতে নেই···

মনে হয়েছিল!

ভেবেছিলাম—তুমি আসবে···

কি করে ভাবলে?

এইবার হেসে ফেললে। বললাম,—আজ যাবো হ্যাঁ···সত্যি করে বলতো কোথায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছিলে ?

ওষুধ আনতে…

ওষুধ !…কেন ?—মনে হলো, স্বামীর বোধ হয় অসুখ, শুধালাম,—অসুখ কার ?

সুবচনীয়ার।

আপনার অচেতনে ভেবেছিলাম ওর স্বামী বুঝি বা কালের কোলে ! আনন্দ নিভে গেলো। বললাম, চল আমি ডাক্তারি জানি—

তুমি যে দেখছি সব জানো।

না জানলে যে তোমার বিপদে পড়তে হবে, চলো।

দুজনে আবার চলতে সুরু করলাম। আর ওর পাশাপাশি যেতে কেমন সঙ্কোচ দোষ হলো। ওকে-দেওয়া বোধ গুলো তখন আমায় মুহূর্তে মুহূর্তে লজ্জিত করে তুলছিল। মনে হলো, কলাবতী ও যেন একটু এড়িয়ে চলেছে,—সেদিনের মত সে আর সে সরল নয়, এ কথা ভেবে কেন কি জানি ঈষৎ সুখ পেলাম।

সুবচনীয়ার অসুখ বিশেষ কিছু নয়। কলাবতীকে একান্তে ডেকে বললাম,—ভীষণ ব্যাধি ! তবে, আমি আছি ভয়ের কারণ নেই—তোমরা প্রত্যেকে একটু সাবধান থেকো বুঝলে ?—ওর মুখ দেখে মনে হলো আমার কথা, সাবধানে বাণী ওকে যেন স্পর্শই করেনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম,—চলো কলাবতী ওষুধ নিয়ে আসবে ?

চলো।

চলো, লাইনের উপর দিয়ে যাই তাড়াতাড়ি হবে—

আবার আমরা দুজন। দুজনে চলেছি লাইনের উপর দিয়ে, কখনও পাশের সঙ্কীর্ণ পায়ে চলা পথে—তারই মাঝে মাঝে, আমি মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে পড়ছিলাম, পথ-পাশে ফোটা বনফুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে চলেছি কানে ভেসে আসছিল কলাবতীর গতিভঙ্গি আর তার সহজ আভরণের শব্দ ; অন্যমনে যেতে যেতে আচমকা আর পায়ে—একটী কাঁটা ফুটে গেলো। পাশের—কালভার্টের উপর বসে পড়লাম।

কাতরকণ্ঠে কলাবতী শুধালে—লেগেছে খুব ?

না—তবে—বলে কাঁটা তুলবার চেষ্টা করতে লাগলাম—আমার রকম দেখে ও হেসে বললে—ওটা আমার কাজ—বলে, সস্নেহে আমার পা'খানি নিয়ে সেবা সুনিপুন হাত দিয়ে বার করতে লাগলো। কাঁটা তোলার সময় ওর মুখের পানে চেয়ে দেখি, ব্যথায় বিধুর—ওর মুখের পরে ছায়া পড়েছে—ভৈরবীর নিখাদের, অন্তরে আছে যে অভিমানী সকরুণ সুর, তারই। হঠাৎ তখন কোথা হতে এল আদিম অদম্য স্পৃহা, কোন মতে নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করলাম—অন্য কথা ভেবে, মনে এলো ওর কাছে আমার জেনে নেবার যা ছিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—হাঁটতে পারবে ?

যদিও হাঁটতে হয়তো কোন অসুবিধে হতো না তবু বললাম—ব্যথাটা একটু কমে যাক্…

পীতসবুজ মাঠ অতিদূর ব্যাপি বিস্তৃত। পশ্চিম গগন দিগন্ত তখন সূর্য্যহারা, রয়ে গেছে শেষের রক্তলেখাটী —যেন পরাজিতের হাসি। জিজ্ঞেস করলাম—কলাবতী তোমরা বেশ সুখে আছো না ?

সুখ… ?

হ্যাঁ…সুখ…

সে কি…?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্চর্য হয়ে বললাম—সুখ তুমি জানোনা ! অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, আনন্দ…

বুঝিয়ে বলো—

আনন্দ তুমি বোঝ না ?

সত্যি আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, বিশ্বাস কর।

আমি যা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে ছিলাম, তা কেমন করে ওকে বোঝাবো—খানিকটা অভাবের সমস্যার পূরণকে যে আমি সুখ বলি না, সত্যকার আনন্দ—যা আমি বুঝেও বুঝি না ; মনে হল আমি কাকে কি জিজ্ঞেস করছি।

তোমার মনে কোন সাধ খুসি কিছু নেই, কোন কামনা নেই ?

কোন বাসনা নেই—

নেই—

কিছু না—

অদ্ভুত ঠেকলো। তবে কোন আনন্দ নিয়ে ও বেঁচে আছে, এই বিংশ শতাব্দীর লোভ যার নেই তাকে মানুষ বলেই গন্য করা যায় না, বাঁচার যে তার কোন ক্রমেই অধিকার নেই !—কেমন ভাবে ও বেঁচে আছে ? ও কি পৌঁচেছে উর্দ্ধতম চেতনায় ! বাসনা নেই…কামনা নেই এ কেমন কথা, অসম্ভব নয় কি ? একবার মনে হলো হয়তো ওর উর্দ্ধতন কোন মহান পুরুষ, যা আমার প্রশ্ন, তা নিয়ে সাধনা করেছিলেন—কলাবতী আজ তা পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করছে—ভুলেছে শুধু কথাটা। আনন্দ ওর স্বভাব।

বললাম চলো

বাড়ীতে এসে ওকে হোমিওপ্যাথি ওষুধের গুলি দিয়ে বললাম পাঁচটা করে দিও…

কলাবতী চলে গেল।

AMARBOI.COM

ওদের আচার ব্যবহার দেখে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম সে দিন সুবচনীয়াকে দেখতে গিয়ে শুনলাম, সেই বৃদ্ধা যার ছেলে সুদূর আসামে কাজ করতো—সে আর নেই। বৃদ্ধা মোটেই বিচলিত হল না, আরাম করে তামাকটি সেজে নিয়ে আরাম করে টানতে-টানতে কাঁদতে লাগলো। তা কান্না নয়—যেন গান—গানের শৈশব। বিগত দু হাজার বৎসর পূর্ব্বের সুর তার মধ্যে রনরনিয়ে উঠছে…বৃদ্ধার মাতৃত্ব ছিল গভীর, মাতৃত্ব পুরুষ শুধু কাদের ভিতর বোঝায় তা ছিল তার অন্তরে। শোক বলে কিছু নেই একটু খানি সংস্কার, প্রথমে আমার খুব হাসি পেয়েছিল কিন্তু সাহস সহায় হয়নি—

সুবচণীয়ার অসুখ সারলো—আমার সম্মান বর্দ্ধিত হলো ; সে আমায় ডাগদার সাব বলে ডাকে, একদা সুবিধে বুঝে তাকে প্রশ্ন করলাম ; আনন্দ কি জানো ? সে উত্তর করলে, "না।" এরা সত্যি কোন স্তরের ; এরা কি প্রথম যুগের ! না যে মানুষ আছে কল্পনায়,যদি প্রথম মনগত যুগের হবে তাহলে সে লোভ কোথায়—সে অমানবিকতা কোথায় ?

কলাবতী এসে বললে, তোমার যে নেমন্তন্ন…

আমার ! হঠাৎ…

ও সুবচনীয়াকে ডাকলে, সুবচনীয়া বললে, আমাদের রীতি, যে অসুখ সারাবে—তাকে আদর করে খাওয়াতে হয়।

কবে ?

কাল

নিমন্ত্রণের দিন, মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে—দূরে আকাশ ঝাপসা হয়ে আছে, আমি বেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেছে ছেঁড়া জামাখানি পরলাম···হয়তো অগোচরে ভেবেছিলাম—পার্থক্যটা এখানেই—কিন্তু জানতাম আসল বিভেদ মনোগত।

পৌঁছলাম ওখানে, প্রায় আটটার সময় বৃষ্টি থামলো রান্না চাপলো তখন। আমি জীবদয়াল নাগেশ্বর। (সুবচনীয়ার স্বামি) বসে বসে গল্প করতে লাগলাম। এরা যন্ত্রযুগের—কলাবতী কি সুবচনীয়ার মত কালচার এদের নেই ; গল্প হলো নিত্যনৈমিত্তিক জীবন সংগ্রামের ; ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম—ওরা বললে, বাবু সরাপ—

মাপ কর—

রাত্তির এগারোটায় খাওয়া হলো। জীবদয়াল আর নাগেশ্বর গেল কাজে—আমি বাড়ী ফিরতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু পারলাম না—মনে হলো যেন আমি আমার নিজের স্থান—অধিকার ছেড়ে চলে যাচ্ছি—কোথায় ? অনতি পরেই ফিরে এলাম। ফিরে এসে লজ্জার সীমা রইল না, তবুও আস্তে আস্তে সুবচনীয়াকে ডেকে শুধলাম, বলতে পারো কেন এসেছি ?

পারি—তুমি আসনি, তোমায় টেনে এনেছে—তুমি কলাবতীকে ভাল বাসো না ?

কি জানি ?

সত্যি আমি জানতাম না যে কলাবতীকে আমি ভালবাসি কিনা ?—তাকে ভালবাসি, না—তার জীবন যাত্রার পন্থাটা ভালবাসি ?

সুবচনীয়া বললে—ওকে ডেকে দেবো ?

তখন আমি নিশ্চল নির্ব্বাক। বললে "দাঁড়াও" আমি মানা করতে পারলাম না—ঘন অন্ধকারের মধ্যে আপনাকে হারিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সুবচনীয়া ফিরে এসে বললে—যাও ডাকছে

দ্বিধাহীন, শঙ্কাবিহীন—নির্লজ্জের মত আমি প্রায় গুড়ি মেরে পাতার চালের মধ্যে প্রবেশ করে দেখি দেবী কলাবতী—একটী সুপ্ত কুকুরকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে শুয়ে আছে। ঘনময় পুরোন—বিশ্রী বাষ্প।

বললে—এত রাতে !

ক্ষমা করো।

হেঁসে বললে—অর্থাৎ

আমার উচিত হয়নি এত রাতে আসা।

রাত !—বলে তারপর নির্ব্বিকার ভাবে বললে—রাত হয়েছে তাতে কি ক্ষতি ! মানুষ—মানুষের কাছে আসবে তাও কি দিন ক্ষণ মেনে ? এ তোমার ভুল ধারণা কিন্তু—চুপ করে থেকে শুধালে—কেন এলে।

কি জানি—কেন যে এলাম তা জানি না।

—কি একটী কথা আমার বলার ছিল, অথচ তা আমার তেমনি করে জানা ছিল না, যে কথাটী বলা যায় গানে, জানা যায় যোগে, তুমি আর আমি এক। আমি শুধু তারই খানিক আভাস দিতে পারি, করুণ কাতরভাবে চেয়ে। স্তব্ধ হয়েছিলাম। হোগলার চালের একটুখানি কেটে জানলা হয়েছে, সেই অবকাশ দিয়ে দেখা যায় শর্ব্বরীময় শূন্যতা। প্রকাশ হয়ে পড়েছে—মেঘব্যথিত তিমিরলজ্জিত তারাভরা খানিক আকাশ। শ্রবণের পথে অনন্ত গানের ধ্বনি—মনে এলো অনন্ত চেতনা !

বললে—সত্যি তুমি জানো না কেন এসেছো ?

আধ্যাত্মিক প্রশ্নের মত শোনালো, বললাম—আমার জানা উচিত ছিল···ক্ষমা করো।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিঃ বারবার ও কথা বলো না। অনতিপরে বললে,—কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে, তোমার পৃথিবী ছেড়ে, আত্মীয় ছেড়ে, সকল কিছু ছেড়ে হঠাৎ এমনি একটী নিভৃত কোণে মন পড়লো কেমন করে ?

এটা নিতান্ত স্বাভাবিক কলাবতী তোমার সব কিছু বড় ভাল লেগেছে…হয়তো যা খুঁজছি তা পেয়েছি—

কি খুঁজে পেলে ?

সুন্দরকে।

কি সৌন্দর্য্য তুমি এর থেকে পেলে ?

সব চেয়ে যা সুন্দর, যা ছিল আমার স্বপনে, আমি যাকে অনুভব করেছি হৃদয়ে, রক্তে, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গীতে…আমি আনন্দ পেয়েছি…

পাগল।

হতে পারি যদি তোমার জীবন পাই। আমি মানুষ আমি সম্পূর্ণ হবো।

তুমি নেহাৎ শিশু—

হয়তো—কিন্তু তুমি আমায় ঠেকিয়ে রাখছো ? আমি আদর্শ চাই, উর্দ্ধতম অবস্থা আমার চাই…

সত্যি তুমি পাগল…বলে মা যেমন সস্নেহে শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, ভগবান যেমন পাপীকে তেমনি করে ও আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে শুধালে—

—তুমি আমায় ভালবাসো…

কি জানি, ঠিক বলতে পারি না কলাবতী…ওই ইতস্ততার মধ্যে আমিও রয়েছি…কিন্তু তোমার পন্থা আমার ভাল লেগেছে, আমি ভালবেসেছি…তোমার এই অনাড়ম্বর, সুন্দর স্বাধীন জীবন আমায় স্পর্শ করেছে—ইতরতা দীনতা দানবিকতা নেই, তুমি জীবন পেয়েছো, তুমি জীবন যাপন করছো—আমি জীবন ধারণ করছি, জান তোমার পন্থাই আমার পন্থা, তোমার জীবনই আমার—এই ভাবে বাঁচতে আমি চাই…এই সমতা আমি চাই—তুমি যেমন আনন্দ কি, সুখ কি জান না—আমি ওই না জানার আনন্দ পেতে চাই—বলে তার হাত দুটী জড়িয়ে ধরলাম, মরণোন্মুখ যেমন করে তৃণকে অবলম্বন করে…দুজনের নিশ্বাসের দেওয়া নেওয়ায় অনেক লক্ষ গান হলো রচনা, দুজনের পানে চেয়ে রাত প্রায় কাটলো।

ফুল ফোটার বাতাস বইছে, ভৈরবী সুরের রেখাবের মাঝে, রাত্র তখন ক্ষণ বিশ্রামে মগ্ন, দূরে সবে-দেখা-দেওয়া আলো। আমি বিদায় নিলাম ; বললে, পাগল হয়ো না।

সুবচনীয়া তার স্বামীর কাছে বলেছিল আমার ব্যাপার—নাগেশ্বর যন্ত্রযুগের মানুষ ; বললে, বাবু জীবদয়ালকে কিছু টাকা দিন—

কি জানি কেন—বললাম, কত ?

বললে, যা ইচ্ছে আপনার।

দিলাম টাকা। যে ভাবনা বাসা বেঁধেছিল—আজকের পৃথিবী থেকে আরাম পাবার জন্যে—প্রকাশ পেলো তা' সৌন্দর্য্যের মধ্যে—চাঁদের মধ্যে কলঙ্কের মত—

জীবদয়াল সহসা উধাও হলো—আমি বিস্মিত হয়ে ভাবলাম এ কি ? কলাবতী কাঁদতে লাগলো—আমি তাকে স্বান্ত্বনা দিতে লাগলাম।

শোকে শেষে ভাবলে, আমার দৃষ্টি ছিল—দেহগত কলাবতীর উপর। ধিক্কারে চিত্ত আমার ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। আমি যা ভাবিনি তাই হলো—আমি চেয়েছিলাম একটুখানি খান [illegible]হীন অভিসন্ধি, অভিপ্রায়ের কণাটুকু তো ছিল না মনে ! এ জীবন আমার ভাল লাগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নি—এই প্রতি মুহূর্তের জন্যে ভাবা জীবন, এর মধ্যে কোন আর্টের লেশ মাত্র নেই—যে মানুষ হবে সে কখনই এ অন্যায় মানতে পারবে না। তারপর বুঝলাম আমি সময় মানিনি—আর একদিন, ওদের পথের পথিক হবো ভেবে ছেঁড়া জামা পরেছিলাম। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, কলাবতীকে বললাম, দেশে যাও—।

আমার চাওয়া পূর্ণ হবে অনাগত—আশার মানুষের মধ্যে তাদের—শিল্পের সৌকুমার্য্যে—সঙ্গিতে, চিত্রে, কাব্যে। ওরা সবাই গেল—পেছনে পড়ে রইলো হোগলার ঘর।

সব ছন্নছাড়া হয়ে গেল—শুধু একটুখানি বুদ্ধিতে। কোথায় গেল জীবন যাপন আর জীবন ধারণ! কলাবতী বললে, চললাম—পাগল হ'য়ো না।

ট্রেন ছাড়লো—শূন্যময় হয়ে গেলো হাওড়া স্টেশন—ধীরে ধীরে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালাম—গঙ্গার দিকে চেয়ে দেখি তীব্র তার স্রোতের গতি—চোখে সইল না। ক্লান্তজনের মত এ পথ সে পথ করে এলাম সেই হোগলার ঘরের কাছে—দুরন্ত ফাঁকা—উপরে রেল লাইন দূরে লাল আলো। আমি আস্তে আস্তে কলাবতীর ঘরে ঢুকে ভিজে জমীর উপর—জমী আঁকড়ে শুয়ে পড়লাম—মাটীর মধ্যে জড়িয়েছিল পুরানো দিনের ইতিহাস—আমি গভীর ভাবে অনুভব করলাম—মনে পড়লো জীবন ধারণ আর জীবন যাপন—আর একদা বরষার দুপুরের—একা ঘরে বসে শোনা—মধুময় 'মধু' ডাকটি।

কান পেতে শুনলাম মাটীর মধ্যে প্রবাহিত অনন্ত চেতনা…

AMARBOI.COM

জল

তবু এবার একবার সে চেষ্টা করল, ছোট টিনের ল্যাম্পের মধ্যে তেল ছিল বা। ছোট একটু আলো হল, তখন সে ছোট ঘরটার চারিদিকে চাইল, অন্ধকার নেই, আবছায়া হয়েছিল, তেকোনা হয়ে যাওয়া খড়ের ছাওয়া বহুখানে সরে গেছে ; সমস্ত ধান জলে ভিজে গিয়েছিল, তা দিয়েও কিছু চাল পেয়েছে, কিন্তু এখন শূন্য ;—যেমন আছে—এইভাবে যত্নসহকারে তবু সে চতুর্দ্দিকে চেয়ে ছিল। ঠিক তেমনি ভাবেই এর পরপর সে বসেছিল। ল্যাম্পের আলোয় তার হাতটা সে দেখছিল, শীর্ণ, পদদ্বয়—তাই। এবং নিজের পরনের কাপড় নড়লে-চড়লে যেমন খসে পড়বে এরূপ সে হয় রুগ্ন, সে বাহিরের দিকে চাইলে, বাহিরে ক্রমাগত অন্ধকার, যত দেখ তখন মনে হয় ভয়ঙ্কর! নোনা জলের উপর অন্ধকার ভয়ঙ্কর আর যদি ঝিল্লির শব্দ—তাও ছিল। ফতিমার বুক দুরু দুরু করে উঠল—এ জল কবে সরবে?

সমগ্র লাটই জলে ডুবেছে, ভেঙেছিল ভেড়ি—নূতন গইপথের পাশে।' সকলের সবই গেছে, নন্দ কয়ালের ভিটে, মোল্লার আর তাদের ভিটে ছিল। কাদের একটা ঢেঁকি কুমীরের মত জলে ভাসে, ভাঁটায় সরে যায়—জোয়ার ভাঁটা খেলে রীতিমত। আর কি তিন-চার বছরের মধ্যে ধান হবে, সব চামটে ধ যাবে। ধোয়ানি দুটো—তরপর যদি ফসল হয়। জমি জলা হয়ে গেছে এখন। ফজল ভাঙা শালতি বয়ে আসে যায়। ওই দূরে জয়নার ভেড়ি, তারপর পথ, রোজগারের আশা কোথাও নেই। জয়নার লোকেরাই দু-মুঠো পায় কি পায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না।

এ গ্রামের নাম বোল্‌দে, বোল্‌দেতে লোক নেই। তখন শুধু ফজল, ফজলের মা ফতিমা আর ছোট মেয়েটা। ওদিকে নন্দ কয়াল, তার হেঁপো বাপটা আর নন্দর বউ। মোল্লার ভিটে ছিল, মোল্লারা ছিল না ; কেন না তারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল সেইহেতু তারা, এখানে চারিদিকে জল, তাই ছিল না। জল কিছু সরেছে ; তবু এখনও স্যাঁতস্যাঁতে। ফতিমা বাইরের দিকে চাইল, রাত্রি নিশীথিনী, নিথর বিস্তারিত জলরাশি—কেবলমাত্র অন্ধকার ; মেয়েটা ঘুমায়—ম্যালেরিয়ার আর অনাহারের ঘুম ; ফতিমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, সে ভয় পেয়েছিল, ফজল তো সেই গেছে এখন কত রাত হবে। অনেক রাত হয়েছিলই। সত্যই।

নন্দ বললে, 'দূর শালা তুই অপয়া।'

ফজল ঠিক যেমন কালির বোতলের মত, সে ভয়ে ছম ছম করছিল। সে যেমন বেঁচে গিয়েছে, এবং সেইহেতু বললে, 'তাঁহালি আর দরকার নেই।' সে ভিতু প্রকৃতির নয় এমন জোর করে বলা যায় না, এই সমস্ত কাজের সাহস অন্য, তাই জন্যে।

'দাঁড়া, দাঁড়া, অত হড়বড় করলি কি চলে। আগে আগে বুঝলি ফজল রোজ একটা না একটা জালে পড়ত। এখন সব শালা জেনে গেছে, রাগ করিস নি, দাঁড়া।...'

'এ সব কি ভাল আল্লা...' বলে কথার মধ্যেই সে থমকাল, কেননা কথাটা যে নেহাৎ বোকার মত হয়েছে এ সে চমকেই বুঝেছিল, বুঝেছিল।

নন্দ এমত কথায় নিজের গায়ের দিকে তাকালে, 'শালা, তুই যে সৎ হয়ে উঠলি—অ্যাঁ...' এ ছাড়া আর কিছুই সে উত্তর দিতে পারেনি। লজ্জায় ফজল অপৌরুষেয় অনুভবে বললে, 'ও এমনি বললাম—তা খুড়ো—আমার খড় জোগাড় কোরে দেবা তো...দিতি হবে—না হলি...'

'কিছু পেলি তোর ডোঙা নে যাব গাঙের মুখে তারপর—দশ কাহন খড়।'

'ধর যতি কোন ব্যাপারী হয়...' নন্দকে খুসী করার জন্যেই সে বলেছিল।

'উঃ রে সাবাস্ তাহালি তো শালা সত্যনারায়ণ করব...উইরে শালা...একটা আলো...' নন্দ এবার জ্বলে উঠেছিল, হতে পারে। তখন ফজল ঘেমে উঠেছে; দূরে লাল একটা বুড়ো আঙুলের মত আলো, অতঃপর সে উপরের দিকে চেয়েওছিল। ফজল আর পারল না, ঝোপের পাশে বসে সে তামাক খেতে লাগল, তারপর চিক করে মুখে উঠে আসা জলটা ফেলে বললে, 'খুড়ো লণ্ঠনটা কিন্তু আমারে দিতি হবে হ্যাঁ...।' শেষের 'হ্যাঁ' শব্দের উপর সম্ভব জোর দিয়েছিল।

এখন উচ্ছ্বসিত, নন্দ বললে, 'যা যা ভাল জিনিস সব তোর ; তুই আজ প্রথম এয়েছিস—বুঝলি ফজল, একদিন যদি মোট কিছু পাওয়া যায় ব্যস্—শালা জমিদারির টাকা ফেলে না দে' আরও দশবিঘে জমি না নে' ঘরে দোল দুগ্‌গোচ্ছব লাগাবে—তুই... ?

'আচ্ছা খুড়ো লাটের জল না সরলি তো—'

'সরবে সরবে...'

'আচ্ছা খুড়ো, বাবুরা তোমায় কি বলিলো—'

'বললে, "ভগবান মেরেছেন, খাও শালারা, ধান খাবা, খাও : বেশ হয়েছে, মাছ ধর নোনা জলে, বিলসে মাছ—ভাজ আর খা"—ঘাসের জমি ও লাটে নেই।' আবার সব চুপ। আলো মাঠ ভাঙতে এবার শুরু করেছে সবে। আরসব নিথর।

'আমরা দুজন, আর জন কয়েক হয়তো গে শালা বড়বাবুর মুণ্ডু কেটে আনি...'

'এ পথে আসে নারে...'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খুড়ো' ধরা গলায় বললে।

'কি ?'

'ওরা যদি জনে বেশি হয়—তাহলি...'

দূরে আলো নিরীক্ষণ করত নন্দ উত্তর দিয়েছিল—''আ তুস ও সব কথা বলতি আছে !'

ফজল চুপ করে ছিল সেইহেতু। নন্দ হয় বলশালী, তার পেশীগুলো স্ফীত হয়ে উঠেছিল। ফজল ভাবছিল—ভাবছিল যদি ধরা পড়ে। তার উত্তর নন্দ দিয়েছে—ঢের ভাল শালা, পাথর ভাঙব, দুবেলা দুটো খেতে পাব—বাপ আর বউটা আমারে আর দায়িক করতে পারবে না, লাটে জল ধান গেছে—খাব কি ?

'শালারা হাটছে দেখ—কলকাতার বাবু, এস না বাছারা...আমার চেঁচিয়ে ডাকতি ইচ্চে হচ্চে—নে ফজল ভাই, তেল মাখ, বেশ চপচপ করে তেল মাক্,—এখন আর ভেড়ির উপরে দাঁড়িয়ে থাকলি চলবে না। তুই দা নে...'

তখনই সর্ব্বাঙ্গে তেল মাখল তারা দুজনেই, সেইহেতু অন্ধকার ওদের গায়ে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছিল। নন্দ দাটা তুলে এগিয়েই দিয়েছিল, দাটা নেবার আগেই পড়ে গেল, তাই এইজন্যেই নন্দ বললে, 'কি ভাবছিস মোল্লার পো...ভয় করে ?' 'না', এমনভাবে সে বললে—'ভাবছি কি শাল্‌লাদের কেটে দুটুগ্‌রো করে ফেলব না—' দাটা সে নিয়েছে, তার হাতটা কিয়ৎক্ষণ আপনকার থেকে বলশালী, অতঃপর কাঁপতে থাকল।

'চ দিনি তুই থাকবি ঝোপের পাশে...আমি থাকব ওই ছোট শুকনো ডোবার মদ্দি...লোক বেশি হলে চুপ করে থাকবি—লোক কম হলে আমি যেই না ডাক দেব—"কেডা দাঁড়াও"—তুই পিছু থেকে আসবি। ভালয় ভালয় দেয় তো...জায়গাটা খুব পয়মন্ত।'

ফজলকে নন্দ এইবার ঝোপের দিকে পাঠিয়ে দিলে। সামান্য পথটুকু যেতেই ফজল হয় একা। সন্নিকটের ডোবার দিকে নন্দ এগিয়ে চলল। হঠাৎ পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'দেখ, নাম ধরে ডাকবি না, তোর নাম কানাই, আমার নাম ঐ, আমার নামও কানাই। খবরদার দেখিস মোল্লার পো।' এবার তার বুকটা বড় বলে মনে হয়েছে—সে যখন এগিয়ে যায়, তখন সে কালো—ছায়া। ফজল একবার ভেবেছিল, নন্দ পালাচ্ছে না তো ? নিজের গায়ের উপর অন্ধকার দেখে তার তখন ভয় রিমরিম কবছিল—'দুস্' বলে চলে যাবার কথা সে না যে ভেবেছিল এমন তাও নয়।

ভয় ঠিক নয়, তবে অন্য কিছু তার মুখের চারপাশে শব্দ করছিল। নন্দ গুন-গুন করে গান করে বুঝি, এখন আর নন্দকে দেখা যায় না। পা দুটো ঠাণ্ডায় কনকন করছিল। ঝোপের পাশে ফজল কেমন এক, একা এখানে। 'খুড়ো', চাপা গলায় ফজল না ডেকে পারল না। নন্দ রাগে গিস্ গিস্ করে উঠেছিল। আলোটা যখন তিন-চার রশি দূরে—এবং তার এরূপ রাগ দেখা দিয়েছিল,তাকে অধৈর্য্যও করেছিল—মনে করলে, যাই বেটার গলায় হেঁসোটা চালিয়ে দি'গে। তারপর সে মাঠের দিকে চাইল, কুয়াশায় উপরে অন্ধকার, আঙুলের টিপটা কাপড় দিয়ে মুছে চোখ দুটো কচলে নিয়েছিল। অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখতে পেয়েছিল এবার,—জয় মা কালী। একটা দুটো চারটে পা, ছোট বাঁকা আল্‌টা ঘুরুক, এক দুই তিন চার—এবার ছোট নালা খালটা পার হবে—ছাগলের মত তখন ওরা সেটা ঠিক পার হচ্ছিল, পার হল।

ফজল এখন ঝোপের ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করছিল, এখন সে ভুলেইছিল ; তার হাতে একখানা ধারাল দা আছে, আর সে হয় ফজল। অতঃপর ইত্যবসরে হঠাৎ সে অধৈর্য্য অস্থির যে সে কি সে করে, এবং হস্তধৃত দা দিয়ে ছোট একটা কোপ দিয়েছিল, ঝোপের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ডালে, সঙ্গে সঙ্গে ডালটা মাটিতে পড়ে। এবার সে নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করতে থাকল, সময় নেই।

অন্যপাশে নন্দ খাপটি মেরে আছে, বিড়ালের যেমন চোখ তেমনি আপনকার চক্ষুদ্বয় আশ্চর্য্য। সরল সরল নিশ্বাস এখনও যখন এমনিধারা মুহূর্তে বয়, শুধু একটি কথা বলতে তাকে উচাটিত করেছিলই—সুতরাং ফজল যদি কিছু একটা বেগোড় করে বসে, যাতো এটা তার ভয়ের সত্য কারণ। তখন যখন তার এবার একবার মনে হয়েছিলই, থাকে না আনলেই সেই ছিল ভাল, সে ভাবছিল, ভাবছিল, এবং নিরীক্ষণ করত বুঝে খুশি হল, প্রথম লোকটা রোগা, গায়ে চাদর আছে।

'না আমি কিছুই চাই না সব নন্দ খুড়ো নিক। পরের ধন নেওয়া পাপ, খোদা রাগ করেন। আমি হই ফজল, আমি হই ভাল লোক, লোক না থাকলেও আমি তড়পা শুনেনি, আমি পরের ক্ষেতে ধান কাটি না, আমি হই ভাল লোক, কেননা খোদা একদিন মুখ তুলে চাইবেন।'

একপাশে ওপাশে জয়না, এ পাশে জয়নার অন্তঃপাতী বেলটিক্‌রী, উত্তরে বাণীবাদ মধ্যে এই দশভোজার বিঘের লাট। ধান কাটা হয়েছে, এইখানেই ফজল ছিল না, সে শূন্যে আশ্রয় পেয়েছিল, পেয়েছিল যখন। ওতপ্রোতভাবে তার চোখ যেমন ঝলসে উঠেছিল, তার পা দুটো মাটিতে গেড়ে গিয়েছিলই। সে হয় কানাই, সে না হয় ফজল, তার নাম কানাই তবু সে ফজল থতমত খেয়ে গিয়েছিল ঠিকই। সন্নিকটে একটা লণ্ঠন নড়তে নড়তে চলেছে, নিশ্চয়। সে ফজল এবার এখনও তখন জ্ঞান হারায়নি—তখন তার হাতের দা এপাশের অন্ধকারে চকচকে—নন্দর দা অন্যপক্ষে: সে বিড়বিড় করে বললে 'আল্লারে আল্লারে···।' বুঝি সে কষ্ট পাচ্ছিল, কেননা তার বয়স অতীব অল্প, কাঁচ বাতাস ভাল না। এটুকুও সে ভেবেছিল—'নন্দকে মারলে হয় না?' কেন না খোদাকে ভালবাসার সরলভাবেই নেহাৎ। ফজল অতঃপর কিছুক্ষণ উঁচু করে চাইল—দুটো লোক ছিল, একটা পয়মাল লোক, একটা ছোকরা। লোকটির মাথায় আধমনী ধামা—বেতের ধামা ছিল। কাঁধে গামছার দু-মুখে দুটো পুঁটুলি। পিছনে ছেলেটার কাঁধে নূতন পিতলের ঘড়া, মাথায় পুঁটুলি, গায় র‍্যাপার। লোকটির গায়েও চাদর বুক পর্যন্ত—তারপর মোটা পৈতে। লোকটার পা দিয়ে পথ চলার শব্দ হচ্ছিল, মুস্‌মুস্‌। এরই উপর বললে—'তোর মামীরে আর কি বলবি'। 'তোমারে খুব খাতির করিল মামা না'—সে তার প্রতি বলেছিল। মামা তাহাতে উত্তর দিলে না। মদ্দি মদ্দি এমন শেরাদ্য হয় তবে গে না'—সে তার প্রতি বলেছিল। 'ও' খুসী হয়েই সে তখন ছেলেটির প্রতি বলেছিল—

'তা পা চালা দিকি'—

'চলিলাম গো'···

আমার দিকে মামা···'

অন্যদিকে নন্দ ঠিক বসেছিল, সে যেমন এদের ভয়ে লুকিয়েই ছিল। ক্রমশ লণ্ঠনটা এগিয়ে আসছে, সে আচমকা লাফ দিয়ে উঠবে, যে মুহূর্তে তারা আর কিছু অগ্রবর্তী হবে তখনই সে দৃঢ় হচ্ছিল, তার হাতে পায়ে অসম্ভব জোর ঘনিয়ে আসছিল তজ্জন্য শিরা টন টন করছিল।

এখন দেখা যাচ্ছে ফজলই নয়। তদ্‌-অন্তে সে কি করে বসেছিল, সে হুড়মুড় করে একেবারে লোকগুলোর সামনে, তার বুকের পাটা হঠাৎ হয়েছিল, তার কাঁধ যেমন ফুলে ফোলা ফোলা মাথায়ের কাঁধ যেমন। তার ঠোঁট কেঁপে উঠেছিল, তার হাত প্রায় লোকটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গলার কাছ দিয়ে তখন ঘুরে গেল সাঁ করে, ফজলের দিক্‌বিদিক ছিল না। সে ভূতুড়ে হয়ে উঠেছে। এবার যখন সে আবার দা তুলেছে তখন ক্রমবর্দ্ধিত বিস্ময়ে দেখতে পেল লোকটা একটু পিছিয়ে গিয়েছিল, ধামা নামিয়ে রেখেছিল, আর সে লোক তার পায়ের প্রায় সন্নিকটে মাথাটা রেখে কাটা ছাগলের মত কাঁপতে কাঁপছিল। যখন ফজলের মনে হল মাঠটা তার মাথার উপর—অন্যপক্ষে ছেলেটি বিস্ময়ে হতবাক লণ্ঠনের আলোয়, তখন ফজলকে ভয়ঙ্কর লাগছিল, গালপাট্টা করে তার মুখটা কাপড় দিয়ে মোড়া, তেল চক্‌চক্‌ শুধু চোখেই আলো পড়েছে—ভয়ঙ্কর, এ তালগাছে এক পা ও তালগাছে অন্য। লোকটা কাঁপতে কাঁপতে বললে—এবারে সে মুখটা তুলেছিল, বলেছিল—'রক্ষা কর, রক্ষে কর ধম্মবাপ'—। সে চোখের জল চেয়েছিল—কিন্তু পড়েনি। ফজল নিজে কিছুতেই রাগ পাচ্ছিল না। গালাগাল যেমন সে ভুলেইছে।

'কেটে ফেল শালাদের, কেটে ফেল'—লাফ দিয়ে এল নন্দখুড়ো। আবার বললেন—'কেটে শালাদের টুকরো কর দিনি—কর শালাদের, কানাই !'

'কানাই'—কানাই হয় তার নাম। সে ফজল মোল্লা নয় এবং যে ফজল হয় ভাল লোক—পরের ধান কাটে না, কেন না খোদা তার উপর দয়া রাখেন। কিন্তু যদি সে কানাই ! সে যা যা সে করে। প্রত্যেকের প্রতি ফজল কেমন করে… ! তার হাঁটুভরা আলো, লোকদুটি তার সামনে আর সে হয় কানাই।

'আমি বামুন বাবা, ধম্মবাপ—বড্ড গরিব বাপ আমার…'

'শালা পোদের বামুন—আবার বামুন শালা তোকে মাল্লি সগ্‌গবাস—শালা আমার বামুন…নে ট্যাঁকে কি আছে—খোল কাছা…'

'কাছার মদ্দি কিছু নেই ধম্মবাপ…'

'দে শালা র‍্যাপার খোল্‌ !'

'ও খুড়ো…' বলে চমকে উঠল, মনে শুনলে না খুড়োতে কিছুই জানা যাবে না।

'খুড়ো'

'কি'

'র‍্যাপার আর নে কি হবে…দে দাও ঠাণ্ডায় কষ্ট পাবে…'

'তুমি…আপনি বল ধম্মবাপ'—ফজলের প্রতি পোদের বামুন বললে।

মাত্তোর বারো টাকা ? আর টাকা দে শালা বামুন, পদির বামুন হেঁসোয় তোর গলা কাটপ না—তোর আল্লাদ আমি…তোমার কপালে অনেক দুকু আছে ঠাকুর…'

'আপনার পা ধোয়া জল খাই ধম্মবাপ, যজমান দিইল ১ টাকা, বড়বাবুর মার শেরাদ্দ ১ টাকা আর দশ টাকা—২০ টাকা লিখে ১০ টাকা ধরে নিয়েছি ধম্মবাপ…আর নেই মিথ্যে বল্লি আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়…'

'আচ্ছা যা…দূরে গিয়ে যদি চেঁচাস তো কেটে ফেলব।' যাবে ? যাবে অর্থ ? 'দাঁড়া…এই খোকা তোর ট্যাঁকে কুইলিন আছে না ? দে শালা…বার কর—' ফজল ছেলেটির প্রতি অদ্ভুত রূঢ় ভাবে বলেছিল।

নন্দ এতে সত্যিই একটি অবস্থায় পড়েছিলই এবং তখন তখন সে তার গালপাট্টা করে বাঁধা মুখ তাই হেসেছিল, সে তৎপরে ফজলের প্রতি কিয়ৎক্ষণ তাকাল।

যখন ফজল অথবা নন্দ কথা বলছিল, ছেলেটি লক্ষ্য করছিল বা। এবার যখন ফজল আজ্ঞা করলে, সে তখনই দেখেছিল তার মুখলগ্ন কাপড়টা ফুলে ফুলে উঠে তাই জন্যে ছেলেটি আরও বুঝতে পারেনি, সে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি থাকে। নন্দ ঠাস করে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গালে এক চড় কষিয়ে দিলে। আর বললে, 'কালার মরণ শুনতে পাস্ না ?'

'যেদো তোর মামীর জন্যি যে কুইলিন্—তা দে।'

যেদো এতবড় চড়েও কাঁদে নি এবং ট্যাঁক থেকে ছোট কুইনিনের একটা টিউব দিয়েছিল।

ফজল সেটা নিল, কাঁচের টিউবে একটা বিশ্রী ছাপ। লেবেল—গ্রীন লেবল। সে জিগগেস করেছিল—'পোষ্ট আপিসির কুইলিন ঠাকুর ?'

'হাঁ ধম্মবাপ'।

'কথায় কথায় ধম্মবাপ—শালা শয়তান তোর মনে ফের আছে : ও কানাই ছেড়ে দেই—কি বল্ দেই ?'

'দেও'

'যা—দেখ এই শীতি তোদের গায়ের কিছু নেলাম না···আর ভেব ঠাকুর এ তোমার কপালফল···এমন কিছু করিলে যার জন্যি এই ফল, পূজো দিও···দাও হাঁটা দাও···'

তারা ভাবে নি এত শীঘ্রই রেহাই পাবে। কি দুর্ভোগ, একে শীতের নিদারুণ রাত্র, মাঘের এ দুর্বহ ফাঁকা মাঠের শীত। তারা দুজন অন্ধকারে ক্রমাগত তখন এগিয়ে যাচ্ছিল। চোখে তারা কিছুই বুঝি দেখতে পাচ্ছে না, পা বেসামাল পড়ছিল।

'বাণীবাদ যাবা তো মাঠের পথ ধরলে কেন ? আলপথ ধর আলির পথ ধর ঠাকুর'—নন্দ ওদের পিছনে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে হাসল। তারা দুজনে চমকে গিয়েছিল, লাফ দিয়ে এদিক ওদিক দেখে শেষে আলের পথ নিল। এদিকে নন্দ হাত দিয়ে লণ্ঠনটা উঠিয়ে কমিয়ে দিয়ে উঠিয়ে দিয়ে ফুঁ দিল। আলো নিভল।

'আলো নেভেলে যে খুড়ো', ফজল বললে, সে কিছু ভেবেই বলেছিল, হাতের দাটা শক্ত করে ধরলে।

নন্দ কিছু ফজলকে বিবেচনা করতে পারে নি, এ কথায় সে বলেছিল, 'আরে গাঁড়ল দেখাতি পাবে না, কোনদিকি যাব—নে মাল তোল, গুচ্চের হয়ে গেল'—বলে এবার সে টাকা কটা ট্যাঁকে রাখল।

ইদানীং তারা দুজন ভেড়ির উপরে উঠল, হরগজার গাছের ঝোপের মধ্যে নন্দর ছোট জেলে নৌকো খানা বাঁধা ছিল, কাদা ভেঙে তারা উঠল। ফজল কি যেন আশা করেছিল। সে চুপ করেই ছিল, একবার ইতিমধ্যে সে অনুভব করেছিল তার দেহটা তার থেকে দশগুণ হয়েছিল, সে সামলাতে পারছে না। সমস্ত চরাচর নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল, নন্দ বললে, 'পা ধুবি নে ? নে ধো···'

ফজল এখন পা ধুয়ে পা দুটি নৌকার মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, 'খুড়ো', বলে সে হাসবার চেষ্টা করলে, এখানে তার ঈষৎ লজ্জা হয়েছিল ঠিক, সে গতকালের কথা একবার জলের দিকে তাকিয়ে ভেবেছিল—আজ নিয়ে তারা তিনদিন তিনরাত উপোসী, বাপ বেটা বললে চাল কই···নন্দর বউটা ওদের লোকের দিকে চেয়েছিল। সে দাটা পাটার পাশেই রাখলে।

নন্দর চোখ এড়াল না। সে জানত ফজল মোল্লার পো, আর এও সত্যি সে মুসলমান, আমানতে স্বভাব ভাল, কিন্তু ভয়ঙ্কর। নন্দর মনে বেইমানী উড়ে গেল, সে ভেবেছিল দাটা চায়ে নেবে—তারপর··ঠাণ্ডা হাওয়া ছপাৎ ছপাৎ করে বৈঠে পড়ছে···নন্দ সহজ মানুষের মত গলায় বললে, 'কই ও মোল্লার পো বৈঠে মার আড়, পারে নে যাই, নাও টানো দিনি···'

'টোম বও···আমি তামাক···'

'কেন তামাক খাতি যাবা কোন্ দুঃখে, ঠাকুরের বিড়ি দেশলাই···নাও', বলে নন্দ তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিড়ি দেশলাই দিয়েছিল।

বিড়ি ধরাল ফজল। তার পা দুটো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে...সে এখনও কিছু নন্দর দিক থেকে আশা করেছিল। অথচ সে বসেইছিল।

কুয়াশার মধ্যে দিয়ে নৌকা চলেছে।

'উই ট্যাঁকে গে আলোটা জ্বালিয়ে দ্যাখপো, তোর ভাগ্য কেমন।' উত্তরে সে হাসল, নড়ে ঠিক হয়ে বসেছিল। সে বিড়িতে সুখটান দিল। এবং সে বললে, 'কিন্তু আমার কয়েক তড়পা খড় দিতি হবে খুড়ো।'

'তাইতো যাচ্ছি...এখন ব' দিনি খপ খপ করে।'

সাঁ সাঁ করে ছোট জেলে নৌকা তুরগ চলতে থাকল। এবার সেই ট্যাঁক—নিৰ্দ্ধারিত ট্যাঁকের উপর নৌকাটা খানিক তুলে দিয়েছিল তখন।

'তোর লণ্ঠনটা জ্বাল দিনি'।

'জ্বালি', খুসী সহকারে সে বলেছিল।

ধামা ভর্ত্তি চাল ; তার উপর ছোট হাঁড়ি তাতে বোঝাই সন্দেশ—পুঁটুলিতে ডাল অন্য পুঁটুলিতে মশলাপাতি। বোতলে সরষের তেল। আর এক পুঁটুলি চাল, ছোট একটা খুরিতে ঘি...ফজল প্রলুব্ধ হল। নন্দ হাঁফ ছাড়ল। অতঃপর সে বললে, 'এ সব তোর মোল্লার পো...আমি ওই ঘড়াটা নেলাম্, কেমন ?'

'তা নাও—'

'এ সব দানসামিগ্রী—তোর ভাগ্য ভাল—'

'কিন্তু ঐ বার টাকার মদ্দি আমায় কত দেবা বল দিনি, পিত্‌লে ঘড়াটা তো কম নয়—আমিই তো বেটাদের ধরলাম।'

নন্দ প্যাঁচে পড়ল, সে এখন বিরক্ত হল, চুপ করে থাকার পর বললে, 'কত দেব, তুই ধম্মতে বল—'

ফজল বিপদে পড়ল, সে মনে মনে কিয়ৎক্ষণ ঘড়ার দাম ঠিক করতে চেষ্টা করার পর বললে, 'যাক্—বেশি চাই নে, তুমি আদা-আদি বক্‌রা দাও...' থেমে আবার সে বললে—'ও ঘড়ার দাম তো কম নয়', বলে সে ঘড়ার গায়ে একটা দুটো ঠোকা মেরেছিল। ঘড়ার আওয়াজটা ভারী ছিল। নন্দ এতে কিছু ভেবেছিল, কিছু বিস্ময় অনুভব করেছিল বা, সে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয়েছিল, ডাঙায় নেমে সে নৌকাটা ঠেলতে ঠেলতে বললে, 'মোল্লার পো আমার একটা কথা রাখবি—বলব ?'

'বল', গম্ভীর ভাবে সে বললে।

'আমারে একটা টাকা বেশি দে, তোর গুরু বলে...কেমন রাজি তো ? অবিশ্যি তুই যদি ভাল মনে দিস...'

'আচ্ছা দাও টাকা দাও দিনি...'

'এক দুই তিন চার পাঁচ...খুসী তো ?'

ফজল রুপোর টাকাগুলোর প্রতি দেখল। তার ভেল্কি বলে একবার বোধ হয়েছিল। কিন্তু এবার তার মনে হল রোজগণ্ডা। যখন সে টাকাগুলো ট্যাঁকে রাখল তাই মনে হল। এমনকি বিড়ির বখরাও হয়েছিলই, সে একটা বিড়ি ধরালে, বললে—'উঃরে শালা ঠাণ্ডার চোট...খুড়ো...'

'তা আর হবে না ? বলে মাগের শীত...'

খানিক অতঃপরে নন্দর সরস গলার স্বর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হঠাৎ ওর ট্যাঁকে কুইলিন তা তুই টের পেলি কি করে ?'

'ওরা যে বলাবলি করছিল, শুনলাম', বলে হেসে জোরে বৈঠে টানে।

'তুই বাবা ধন্য···দেকোলি বাবা···তা কুইলিন তোর কি হবে ?'

'মার জন্যি···তোমার গিয়ে মার জন্যি'

'ও···ও হ্যাঁ, আমারে দু-এক গণ্ডা সন্দেশ দিবি না ? বহুকাল সন্দেশ খাই না।'

'তা নিও 'খন'।

'উই মোল্লার পো···উই আলো···বড় নৌকা না···ব' ব'।'

প্রকাণ্ড নৌকার পাশে প্রায় এখন এসে পড়েছে, বৈঠে তাদের ডিঙির উপরে রেখেছিল। ফিস্‌ফিস্ গলায় নন্দ বললে, 'ওই রশি কাটব, যদি তেমন বুঝি—আমি জলে লাফ দেব···'

ফজল রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, ধীরে বড় নৌকার হাল ধরে ভিড়িয়ে দিল। নন্দ নৌকার হালে পা দিয়ে খড়ের গাদার পাশে গিয়ে আড়ের রশির জাল কাটল। খড়ের শব্দ বড্ড হয়। একটা একটা করে খড় ফেলতে লাগল, খড়ের গরমে সে কিছুটা গরম অনুভব করছিল। খড় প্রায় বোঝাই···নন্দ জিগগেস করলে সেইজন্যে, 'আর দরকার' কথা জোর হয়ে গিয়েছিল।

খড়ের ওপাশ থেকে আওয়াজ এল—'কেডা ?'

ঝটিতে নন্দ ত্বরিতে হেঁসো হাতে নেমে এল। ফজল উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছিল, নীচে খুড়ো যেই নামল, তখন যখন সে জোর টান মারল—দাঁড়টা নৌকার গায়ে ঠেকিয়ে মারে জোয়ান। খানিক দূরে হেসে উঠে বললে 'খুড়ো তোমার বুকের পাটা বটে।'

এতে উৎসাতি হয়ে খড়ের নৌকার উদ্দেশ্যে গলা ছেড়ে বলল—'শালা নে গেল তোর বাবাঠাকুর—' বলে উত্তেজনায় হেসে উঠলে। কৃতার্থ হয়েছে যেমন এরূপ ফজল কিছুক্ষণ পরে নিজেকে ঠিক করে বললে, 'এতে আমার ঘর তো ঘর ছাওয়া—নূতন করে তোয়ের হবে—' 'যাক্···আজ সব কাজ বেশ ভালভাবেই হল কি বল ? তুই বেশ পয়মন্ত মোল্লার পো।'

'হুঁ···ক পো রাত হল বল তো খুড়ো ?'

'তা যাক আর দুটো বেঁক—জয়নার ট্যাঁক তারপর জামনগরীর ট্যাঁক তারপর বোল্‌দে'

'খিদেয় পেট জ্বলছে···আজ তিনদিন তো খাই না'।

'তা একটু সন্দেশ খেলি পাত্তিশ'।

'নাঃ, সে ঘরে গে হবে 'খন—মা তো খাইনি···বুনটা···' ফজলের গলাটা এখন ভারী হল।

চমকে উঠে সে নিজেকে বুঝতে পেরেছিল তাই তক্ষণাৎ সে নিজস্ব কথাটা ঘুরিয়ে দিলে, বললে, 'খুড়ো কাল আবার বেরোবা নাকি ?'

'আ তুস্ রোজ হয় নাকি ? এখন খা দা তারপর হবে 'খন।'

'খোদা করে এ হপ্তার মদ্দি পানি বিলকুল সরে যায়।'

যখন ফজল এবার নিজের দিকে তাকালে। চারিপাশে কুয়াশাচ্ছন্ন। বারম্বার যখন তাকে কয়েকটি কথা ধাক্কা দিতে থাকল, যদি দিতে থাকল অথচ সে হতচকিত হয়েছিল। আবার সে দাঁড় টানতে লাগল। এবং এমতাবস্থায় তার মন একরূপ শূন্য হয়েছিলই, ফলে ধীরে কিছুক্ষণ পর তার ভয় উপজিল, তন্মুহূর্তে এও সে ভেবেছিল এছাড়া সে আর কি করতে পারত ; শুধু, শুধু ঠিক তারা মরতেই পারত। মরতেই পারত। বাবুরা ইচ্ছে করলে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে যেতে পারত, তাদের কাজ দিত, শুনেছি চরহাটের বাবুরা—তারা প্রজাদের নিয়ে গিয়েছিল। তারা লোক ভাল। কিন্তু মারে সে কি বলবে বা, কোথায় পেল এত। এত জিনিস দেখলে, খাওয়া হয় নি আজ কদিন—কিছুই বলবে না। তবু তবু তার গা হিম হল, মাঘের শীতের জন্য নয়।

'কেডা নন্দ নাকি', হাঁক এল বুড়ো গলায়—

'হ্যাঁ...' নন্দ উত্তর দিলে।

চমকে উঠে ফজল বললে, 'আমাদের গেরাম' খুসী হয়ে উঠল এবার আবার নূতন করে কেমন করল।

নন্দর ভিটের কোণে প্রকাণ্ড একটা মহিষের মাথা লাঠির মধ্যে গোঁজা—অন্ধকারে দপদপ করে—ফজলের গা আরও হিম হয়ে উঠল, বললে, 'খুড়ো...ওই মাথাটা ফেলে দাও।'

'কেন রে ভয় করে নাকি?'

'নাঃ', বলে সে নিজে ভিটের দিকে চাইল, তখন চাপা অন্ধকার, আর খেজুর গাছ—জল থেকেই উঠেছে। ভয় হল।

নন্দ নেমে পড়ল। ঘড়াটা নিলে, বললে, 'মোল্লার পো সন্দেশ দেও'।

'ও হাঁ—তা তুমিই' বলে সে নিজেই দু গণ্ডা দিতে গিয়ে ছটা সন্দেশ দিল।

'একেবারে ছ-টা—তা যাক্ ভাল...'

'চারটি ডালপালা দেও খুড়ো রান্না করব।'

'দাঁড়া', বলে সে ভিতরে গেলে—একগোছা ডালপালা নৌকায় বোঝাই দিলে। 'কাল সকালে নৌকা পৌঁছে দিস্।'

'তা দেব অনে, আমার ডিঙি বেঁধে রেখ, ভাটায় না চলে যায়।' ইতিপূর্ব্বে সেই ট্যাকের উপর তাদের কথোপকথন সে স্মরণ করেছিল। একটার পর একটা তার স্মরণ হল।

'ঠাকুর তো গরীব'।

'গরীব যেন যাত্রার পোশাক।'

ফজল হাসল।

'ও যে বার বার বললে'

'পাকে পড়লি অমন শালাকে বাপ বলবে তার কথা কি', সে দাঁড় টানলে।

'তারপর ও শালা বামুন—ও যার বাড়ি যাবে তারাই বলবে ঠাকুর কড়া চাপাও, —না হলি ফুসমন্তর বিধান, পাঁজী খুলে বলবে, বেগুন পুঁতেছ তেরেওদশার দিন—ফসল হবে কলা, বামুন বে দে চার আনার পয়সা—'

'তুমি যে খুড়ো বামুনের গায়ে হাত তুললে তোমার পাপ হবে না?'

'পাপ! পুণ্যি বল, কলির আবার বামুন—দুঃশালা।'

'তবে যে বাবুরা ওকে ওতো দেলে?'

'বাবুরা তো দেবে থোবে, শহরের জেন্টুম্যানেরা দেবে...ও শালাদ্দের বাবুরা পোষে মহালের খবরের জন্যি', শেষ কথাটা সে মাথা থেকে বলেছিল।

'তাহলি ও আমাদের মত দুখী নয়।'

'আমাদের মত দুঃখী শালা ত্রিভুবনে আছে নাকি?'

আবার দাঁড়ের শব্দ। হঠাৎ ফজলের চমক ভাঙল—

'ও কেমন ধারা দাঁড় টানা হচ্ছে শুনি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ও', বলে কষে সে দাঁড় টানতে লাগল। টানতে টানতে বলেছিল, 'আচ্ছা খুড়ো—'

'কি' উদ্‌গ্রীব হল না।

'ধর এমনি একদিন যেমন মাঠে গেছ, দাঁড়িয়ে আছ—আর তোমাদের কেষ্ট ঠাকুর মানুষের বেশ ধরে আসে তা হলি তুমি কি কর ?'—ফজল হয় সরল প্রকৃতির তার এ কথা শুনে ঝানু নন্দর হাসি পেল কিন্তু সে উত্তর দিয়েছিল কেননা সে চাষী সেইহেতু…।

'জানতি যদি পারি, বলব, ঠাকুর…সোনাদানা চাই না ঠাকুর আমাদের বাঁদ তুমি অচল করে দাও—লোহার করে দে যাও—নোনা জল যেন কখনও না এর মদ্দি আসতি পারে…আর হ্যাঁ অজম্মা যেন হয় না ঠাকুর…দূর তাই কখনও হয়…তুমি যেমন ! ঠাকুর যাবে বাবুদের বাড়ি খাঁটের জোগাড় যেখানি বারমাস অষ্টপহর, আমাদের মত দুঃক্কী কাঙালের সঙ্গি শালা দেখা হবে উঠতি বসতি শালা মেড়ো ঠাকুরের…'

ফজল একেবারে শেষ কথাটায় না হেসে থাকতে পারল না। মেড়ো ঠাকুর—চালে লাউ দেখলেই যে বলে, 'বামনে কো খিলাও পুণ হোগা।'

দাওয়ার বাঁশের সঙ্গে নৌকার কাছি বাঁধতে বাঁধতে তার আর একটা দৃশ্য মনে এল—শরতের সকাল। তখন হাওয়া বইছিল, ছোট একটা কুঁড়ে ঘর…দাওয়ায় বসে নিবিষ্ট মনে মৌলবী কোরানশরিফ পাঠ করছিল, মৌলবী হবীবর রহমান কালো, চেহারা বিশ্রী কিন্তু কেননা যখন সে পাঠ করে সে ভারি সুন্দর—সে অমায়িক, উঠানের কোণে দাঁড়িয়ে কোদালটা রেখে ফজল শুনছিল, সে একীভূত। তার ভাল লাগছিল, শুধু তার তখন মনে হয়েছিল, জগদীশ্বর এক কেননা তিনি সবার উপর দয়া রাখেন। এবম্প্রকার কথা তার মনে উদয় হয়েছিল সত্যিই। সে মাথাটা ঝাঁকানি দিয়ে চাইল নৌকার প্রতি, খড় প্রায় বোঝাই—একটা ধামা ; লণ্ঠন…প্রতিটি জিনিস তখন পরম্পরা অন্ধকারে ঠাহর করতে পেরেওছিল। তৎপর সে নৌকার মধ্যে নেমে ধামাটা তুলে দাওয়ায় রাখলে। লণ্ঠনটা জ্বালল। ঘরের দাওয়াটা এবার প্রচুর স্পষ্ট বলে মনে হয়েছিল।

লণ্ঠনটা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করতেই তৎক্ষণাৎ ফতিমা তার জীর্ণ কাঁথার মধ্য থেকে ভয় চকিতে তুলে বলল, 'কেডারে', সে যেমন বললে।

ফজল নিজেকে উৎসাহিত করে তুলেছিল, বলেছিল, 'মা-জান ওঠ দেখসে কি এনেছি…ওঠ', বলে ত্বরিতে বাইরে গিয়ে ধামাটা নিয়ে একটা শব্দ করে নামালে।

ফতিমা এবার কাঁথাটা গায়ে জড়িয়ে কাছে এসে উবু হয়ে বসে একবার তাকালে এবং কিয়ৎক্ষণ পর বিস্ফারিত নেত্রে সে ফজলের মুখের দিকে তাকালে। সে যেমন কিছুই বুঝতে পারছিল না, সে চোখ কচলে চাইল। তার ছেলেটা ফজল, পেটমোটা…হাড়সার পায় পায়…তাকেই মনে হল দশাসই একটা বলদ। ঠাণ্ডায় তার গায়ে ঘামছিল সে মারাত্মক—সে ভাবা বাড়াবাড়ি—কারণ তার মুখ খুসীতে ভারী এখন উজ্জ্বল।

'সে অনেক কাণ্ড সব বলব, তোমারে রাঁদ্দি হবে মা-জান, মশলাপাতি চাল ওতি, সন্দেশ—তোমার জন্যি কুইলিন এনেছি—রও, খড় নে আসি দাওয়ায় লাখি, লণ্ঠনের আর দরকার নেই—'বলে সে বার হয়ে গেল।

'উঁরি সাবাস্ লণ্ঠনের আলো কদ্দূর গেছে মা-জান—' দাওয়া থেকে সে বলেছিল, লোনা জলের উপর আলো পড়েছে—পড়ে পড়ে অনেক দূর। দাওয়ায় এসে এখন, যে সে কি সে কারে, এবং সে সেকথা যেমন ভুলেই ছিল। এতক্ষণ পর অতঃপর তার মনটা খুলে গেল, সে একটা গানই ধরে ফেলল…ঠহলদারী ! সে খড় দাওয়ার উপর তুলে রেখে এবার ঘরে এল। তখনও সে গান গাইছিল, গান তার তদ্দণ্ডে থেমে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফতিমার সামনে একটা চটলা ওঠা এনামেলের পুরাতন থালা—থালাটা ময়লা ও অপরিষ্কার—তার উপর দুটো সন্দেশ সে নিয়েছিল, একটা গোটা ছিল—একটা আদ্‌ভাঙা। প্রথমে তার তিতোই লাগছিল, এখন ভাল লাগছে। ঘরের সেই স্যাঁতসেতে গন্ধ নেইকো, ঘরটি কিঞ্চিৎ গরম। ফতিমা খাচ্ছিল। তার সামনে একটি তাল গোল, লণ্ঠনে তার মুখটি তার দেখতে পেলে না। ফজল আর নেই। সে জ্বলে জ্বলসে উঠে। সে খপ করে ফতিমার গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিল।

প্রচণ্ড অব্যর্থ ভয়ঙ্কর সে চড় এবম্প্রকার।

চড়ের শব্দ সশব্দে তদ্দণ্ডে সে চমকে উঠে থমকে স্থির। যখন তার চক্ষুদ্বয় দীপ্ত উষ্ণ ভাঁটার মত যেমন এক্ষণে। ফজল আর নেই ; আর আর দিকে সে তাকায় নি, এখনও যখন সে বেঁকে দাঁড়িয়ে, ধান কাটছে—অনেকটা অনেকটা তদ্রূপ।

ফতিমা এমতাবস্থায়, সে কিছুই কিছুই বুঝতে পারেনি, বুঝবার চেষ্টাও সে করেনি। আপনকার মুখমণ্ডল সে খানিক পরমুহূর্তে তুলে ফজলের মুখের দিকে অজ্ঞাতসারে চেয়েছিলই, যদি চেয়েছিল। আবার পরমুহূর্তে সে মাথা নামালে, লণ্ঠনটা ধিক্‌ধিক্‌ জ্বলে। মোটা বুড়ো আঙুলের সাদাভ শিখা তার ছোট ছোট চক্ষুদ্বয় ঝাপসা হয়েছিল বা। মশার শব্দ প্রকটিত হয়ে উঠেছিল। ভাববার মত গত দিন তো নেই—সমস্তই যে ছেঁড়া কাঁথা—ভাঙা হাঁড়ি এরপর আর নয়। ধরা গলায় তার কাঁথার মধ্য হতে বলেছিল—

'বাপজে বাপজে আমায় মারলি, তুই আমায় মারলি !'

বাপজে কথাটা সে কেন বললে, চিরকাল অভ্যাসবশতঃ। কিন্তু মারলির 'র' উপর অত জোর ছিল যে, ঠিক, সেইটুকু ফতিমা না দিলেও পারত। এবং অন্য উপায় ছিলই না ; সত্যিই ছিল না ; ফতিমা দরিদ্র—জনমদুঃখিনী। তার চোখে অনেক জল পড়ল—অনেক সে কেঁদেছিল। সে গেছে ক্ষেতে ভাত দিতে, ফজলের বাপকে সঙ্গে সেই ল্যাংটো ছেলেটা বয়স হয়েছে তখন বার, গাছতলায় দাঁড়িয়ে তখনও সে তার মাই খায়। কে একজন বুড়ী বললে, 'বুড়ো ছেলে—মাই দাও !' দিদি অনেক মরে ঝরে ওই একটা ফজল...।'

অতঃপর সে বুঝতে পারল, সে নিজের হাতটাকে অমানুষিক জোরে কামড়ে ধরেছে। সে টলছিল। সে ভান করলে কেননা সে কি করবে তা ঠিক করতে পারেনি, সেইহেতু সে উচ্চৈঃস্বরে একবার বলতেও পারলে না, 'আল্লা এ কি করলে আমার আল্লারে।' সেহেতু সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তার ছোট বোনের ছোট ছোট নিশ্বাসের শব্দ—খুর খুর করে ইঁদুর যায়। সে সবই দেখে, কিন্তু ফজল কিছু খুবই আশ্চর্য্য এখনও বুঝতে পারেনি। একবার, বার বার বলে উঠেছে, না—না—সে কিছু করেনি, তার মার গায়ে সে হাত দেয়নি, না না এতবড় অন্যায় সে করেনি—মোটেই সে এ সব ভাবেনি।

সেখানে ওই ভোরে তার দাঁড়িয়ে থাকা বেমানান বোধ হল, হাত পা এ সব কেমন যেমন তার দেহের অঙ্গ না। সে ক্রমে বাহিরে গেল। দাঁড়িয়ে রইল। এবার সে বসেছিল। সে কাঁদবার চেষ্টা করলে, তার জীর্ণ কাপড় দিয়ে বার বার চোখ মুছল। এক ফোঁটা জল নেই। সে কাঁদবার জন্য পরিত্রাহি চেষ্টা করছিল। শুধু সে কান্নার আওয়াজই সে শুনছিল। শুধু তার মনে হল—ফজল হয় ভাল লোক। একবার হয়ত বা সে মাথা ঝাড়া দিয়ে বলেছিল, সে কানাই সে কানাই—ফজল নয়।

কখন কোন রাতে সে ঘুমিয়েছে।

সে উঠান পার হল, তার চুলগুলো লালচে, না আঁচড়ানোই ; 'মা-জান দেখসে মাছ'—বেশ বড় একটি শোল। সারাদিন বাবুদের বাড়ির যজ্ঞিতে সে জাল টানতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছিল, যে মাছটা বাবুরা খায় না সেটা তারা দান করে। এ দান নিয়ে সেযখন বাড়ি ফিরছিল। মা আহ্লাদিত হয়েছিল, জীবনে এত বড় মাছ তাদের উঠানে সেইহেতু দ্বিতীয়। সন্ধ্যাবেলায় দাওয়ায় বসে তামাক খেতে খেতে—'বুঝলে মা-জান কি চমৎকার, পেরাণ জুড়োও···কেননা খোদা সবাইয়ের উপর দয়া রাখেন', সামনে খেজুর গাছ···মাঠ ঘাট কিছুই ছিল না, কভু গলা পরিষ্কার করে বলেছিল। কোরানের এ উল্লেখ ফতিমাকে আর্দ্র করেছিল, সে তখন কেঁদেছিল, সে তখন বলেছিল—'কাঁদছিস্ মা-জান···'

সে শ্রান্ত হয়ে বসে দাওয়ায়। আপনকার সম্মুখবর্ত্তী বিস্তারিত জলরাশি এবং আঁধার। নৌকাটা ছপ্ছপ্ করে এল ; নন্দ কুড়ো। দাওয়ায় উঠে বললে, 'তামাক সাজ মোল্লার পো, এই নে তামাক'—বলে গাঁজা ওর হাতে দিল। থেমে বললে—'এক কথা আছে ভয় পাবি নে বল···' ফ্যাল ফ্যাল করে সেইহেতু ফজল চেয়ে রইল।

'কাল তখন রাত এক পো থাকতি আমি উঠে নৌকা নে যে গেই পথের ওধারে গেছি দেখি তোর মা—হুবাহু দাঁড়িয়ে'—ফজল চমকে উঠেছিল।

'আজ সকালে দেখলাম ভাঙা ভেড়ির কুলগাছটায় তোর মার সেই লাল তালি দেওয়া কাঁথা····আমার মনে সন্দে রইল না···' দিকে চতুর্দ্দিকে আঁধার····

'কাঁথাখান্ আমি নে এস্চি, তোর মা নয় মরেছে কাঁথাখানতো শুগনো···' আকাশেও অন্ধকার।

'এখান—এখন আমারে দিবি মোল্লার পো ?'

নিবিড় অন্ধকার করে আসবে ইতঃমধ্যে।

ফজল গলা পরিষ্কার করে তখন বললে—'কাঁথাখান্ তুমি নেও খুড়ো'—এবং ওর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তখন অন্ধকার এবং 'তোর বউ তো বাঁজা, আমার বুনটারে নিবি··· ?'

নন্দ নড়বড় করে উঠল এমত কথায়, এখন বলি বলি করে বললে—'সে নয় হল—তুই ? জল তো সরবে, আজ নয় কাল, জলের জন্যি না এত এলাহি।'

'না, না, না, আমি দেশত্যাগী হব, কোথাও চলে যাব, থাকব না !'

নন্দ একটু ভাবলে, হয়ত ভূত হয়ে ওকে যদি ধরে, সেই ভয়েই ও এরূপ বলে।

ফজল হয় ভাল লোক, কেননা খোদা তার উপর দয়া রাখেন।

—সাহিত্যপত্র। কার্ত্তিক ১৩৫৫

তেইশ

ছ-আনির বাবুদেরই টুলটুলী। ৫নং ছিটে দেখা যাবে উত্তর-পশ্চিম কোণের রাখহরি সর্দ্দারের জমির মধ্যবর্ত্তী তিনবিঘে এবং ওপাশে খালের মাঝবরাবর দেড়বিঘে, একুনে সাড়ে চার বিঘে জমি তার ছিল, এ জমি অবাদী। ফসল ভগবানের দান ; যদিচ লাঙল ঠেলে যাদের শরীরে ছায়া পড়ে না, এমনি যখন যে অবয়ব। সে চাষ করে, সে আকাশকে প্রত্যয় করেই, সে জগদীশ্বরে মতি রাখে, সে ক্যাংলা বলদজোড়াটা ভালবাসে ! যেহেতু কেননা সে চাষী। কখনও সে হয় জন, জন খাটে। এখানে বহুদিন পূর্ব্বে, তার বাবার বাবার বাবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছিল, যখন এসেছিল তখন সমস্ত লাট চরাচর বেহাঁসিল ছিল, অতঃপর ভেড়ি টাঙানো হয়েছিল, এবার সমৃদ্ধি সবুজ দেখাল ; যারা পত্তন করেছিল বাবুরা তাদের উচ্ছেদ করলেন ; পরম্পরা নিরিক বেড়েছিল। বাবুরা সজ্জন, তারা একটা টাউবওয়েল করে দিয়েছেন। টাউবওয়েলে জল নেয় ; কে নিচ্ছিল, এখন তার শব্দ আসছে, গরুগুলো আলমের নিস্তব্ধতার সুযোগ নিয়েছিলই তারা চোরের মত দাঁড়িয়েছিল, সে শুনছিল কিয়ৎক্ষণ ; অন্যমনস্কভাবে সে কাপড়টা এঁটে দিয়েছিল। টাউবওয়েলের শব্দ শুনছিল, বিড়বিড় করে বললে, বাবুরা সজ্জন ! হাজার হোক বাবুরা বাপমা, আর একবার বলছিল 'বাবুরা সজ্জন' বলে যেক্ষণে সে ফিরেফিরতি বলদের ল্যাজ মলে দিয়ে বললে, 'আঃ দূর দাঁড়ালি কেন হারামী'—হলেও তার গলায় লাঙলের শশ্স্বর।

'কি মিঞা ভাবছ কি, মাথায় ব্যথা নাকি ?' এটুকুতেই সে ইতর রসিকতা করেছিল।

ইত্যাকার কথায় আলমের গা জ্বলে ওঠার কথা, এজন্য সে দাঁতে দাঁত ঘষে, বলদের পিঠে মারলে কষে, 'চল শালা' এবং সেইহেতু সে বলেছিল 'শালা গরু-চোর চোখের যদি একটুকু পর্দা থাকে, যোশোদাদুলাল, শালার মুখে আগুন, তোর মা তোকে আঁতুড়ে মারিনি, শালা ছোটলোক বেইমান', সত্যিই সে আউরে গিয়েছিল কেননা যেহেতু যশোদা বউয়ের দু-গাছা চুড়ি গড়িয়ে দেবার খবর পৌঁছে দিয়েছিল কাছারীবাড়ি। এতে আলমের এখন যদি বেসামাল ঘটেই, যদি তার রাগ চারায়, তাহলে কিছুই নয়।—আলম সোজা ছোট মানুষ ; হয়তো অভাবেও বা সোজা মানুষটি বেঁচে রয়, ফলে সে চুড়ি গড়িয়েছিল, অন্যপক্ষে তার নিরিক বাঁকি। দেব, দিয়ে দেবই, নিশ্চিত দেব এমত সদইচ্ছা তার থাকে, ফলত কথাগুলি। তৎজন্য যশোদার উপর তার ভারী সাংঘাতিক ক্রোধ ছিল, সময়ে জ্বলে জ্বলে পুড়ে, এ রাগ কমাবার যেমন নয়।

বলদগুলি ঘুরে ঘুরে চলছে, এখানে ও অন্য তারাপদ আর আলিজান ছাড়া যারা লাঙল দেয় তারা সবাই জন, ভাত দুবেলা সকালে পান্তা এবং রোজ তারিখে তিনগণ্ডা এই হিসেবে তারা জন খাটে।

"গরুচোর" যশোদাও জন। এমন যে, তখন সে বলেছিল, 'আর লাঙল দে কি হবে।'

'দেখ শালা গরুচোর যশোদা, ফের যদি কথা বলিস, মেরে তো হাড় ভেঙে দেব হারামী···'

বড্ড বেশী হয়ে গিয়েছিল, যখন এমনই অতএব নিজেও বুঝি সে ভারী আশ্চর্য্য ভেবেছিল এমনকি যশোদা তার প্রতি বলে, যে সে তদ্দণ্ডে ক্রুদ্ধ হয়। যদিও যশোদার কথা বাঁকা ছিল, যদি সত্যিই, সুতরাং কিছুই কিছু নয়। একটা চোখ যখন যার ঘোলা, হয়ত সেই সবেরা একটু স্বাভাবিক নয়। এটিও একটি সত্য, ঠিক তাহলেও এখনও একটি অপেক্ষা ছিল। এবং এই সূত্রে সে আরও ঠিক ছিল, যে দুপুরবেলায় কাছারীবাড়ি যাবেই, অনেক দূরে দেখা যাবে ওই অশ্বত্থ গাছের পাশে বহু পুরাতন বাড়িটা টুলটুলীর কাছারীবাড়ি, অবশ্য শুধু এ ছাড়াও আর আর লাটের এই কাছারীবাড়ি। ঠিক ঠিক খবর যখন পায়, পাবেই। আলম নিজে আর তেমন শিষ্ট নয়, সে কিছু বিপদজনক। 'গরুচোর' কথাটা যশোদার অপ্রিয় বলে বোধ হয়, এবং সে নিবিষ্ট মনে লাঙল দিতে থাকল। সে লাঙল দেয়, আর-আররাও লাঙল দেয়।

সূর্য্য মানিক বায়েনের গোলা ছেড়ে উঠে এসেছে এখন। সুতরাং তার অর্থ প্রায় এগারোটা বেজেছিলই। উত্তরে ওপারে খাসমহলের ভেড়িপথ—কারা, ওরা কারা ? এক চোখে সে বহুদূরে লোক চিনতে পারেনি, অন্যপক্ষে দেখতেও পায়নি। সামনে সাইকেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দফাদার, চৌকিদার, নায়েব যতীনবাবু, গোমস্তা, আমিন, পিছনে ঢোল আর পাঁচ-ছজন লোক, প্রত্যেকের হাতে ছাতি, শুধু যতীনবাবুর মাথায় বেলদার নন্দ ছাতা ধরেছে ; একটি ছোট্ট শোভাযাত্রা যেন। ঢ্যাঁড়ায় গুম্ গুম্ গুম্ আওয়াজ সঙ্গে—'তিন নম্বর লাটের সম্পত্তি নীলেম হবে…'

এখনও আলম শুনতে পায়নি অথবা সে ঢোলের আওয়াজ শুনেছিলই—সে হয় একটি বোকা, সরল করে ভেবেছিল, হয়ত গরু খোয়া গিয়েছে বা, হয়ত অন্য কিছু খোয়া গিয়েছিল অথবা সে যেমন চষে, লাঙলটা একটু জোর করে মাটিতে চেপে ধরলে বীজধানগুলো ভারী সবুজ হয়েছে হুকারস্ সবুজ…।

যখন ছোট জনস্রোতটা এসে থেমেছিল খালের ওপাশে, খাসমহলের রাস্তায় যতীনবাবুকে মোড়া পেতে দিয়েছিল ভব, তিনি আসীন। ছোট একটা লাল নিশান। আবার ঢোল বাজল ভারী জোরে, কিন্তু এতক্ষণেও আলমের বুকের উপর বাজা উচিত, তা হল না। সবাই ছিট দেখতে ব্যস্ত ; যতীনবাবু বললেন,—একটু কেশেছিলেন, 'আর দেরী নয়…ডাক হোক…ভাল জমি তেজী, চার কাহন ধান, বরাদ্দ—আর দেখ বদোরন্দী—বাঁধ দেখ—খাড়া বার হাত উঁচু, চারিদিকে গই (সুলিইশ)…চুপ কেন, ডাক দাও…এক্কুনে সাড়ে চার বিগে, টাকা পরে দিও…পরে দিও ও সুরেন সাঁপুই ডাকো…।'

'আমি আর কি বলব, বদরোদ্দী মিএগ যখন…' তখন বোধ হয় সে এখন ঠাট্টাই করেছিল, কেননা তার প্রায় ৬০০ বিঘে জমি, 'না, নায়েব মশাই ও জমি ডাকব না, আলমের ঠাকুরদার বাবা, আর আমার ঠাকুরদার বাবা বন্ধু ছিল, এখনও পুণ্যাহে ওরা আর আমরা কাপড় পাই—আমি ডাকব না…ওরা বহু পুরানো চাষী খাতকের বংশ, আজ নয় এলো হয়েছে…'

যতীনবাবু এতে কিছু বলতে পারলে না, যেহেতু সে সুরেন সাঁপুই জাতিতে ওরা উগ্রক্ষত্রিয় হলেও পয়সা আছে।

বদরোদ্দীর একটু খটকা লাগল, গুড়ের ব্যাপারী সে, তার খটকা লাগল। সে চুপ করলে। কিন্তু ছোটখাটো গ্রাহকের মধ্যে সদাশিব কয়াল ছিল, বাড়িতে তার একটা মেয়েমানুষ আছে, তাই তার বীরত্ব করার স্পৃহা ছিল সে বলে উঠল…পোঁচিশ—পঁচিশ…'

'পঁচিশ কি রকম ? হাসলেন বললেন, 'নিরেক ১৸৹ আনা, চার কাহন ধান, বল না এবার ধান কত করে বেচেছ।'

'জমি স্বত্বটা কি ?' কে একজন জিগগেস করলে।

'স্বত্ব—নিষ্কর, কেরে ব্যাটা ?' যতীনবাবু হাঁক দিলেন।

এবং ইত্যবসরে কয়েক কয়েকজন এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, একজন, তার নাম কেষ্ট বায়েন, সে বেলদারের হাতে খোলা ছিটের দিকে আড়ভাবে তাকিয়ে ছিল। ২৩নং দাগে মোটা নোক বিকৃত আঙুলটি সেখানে, যেখানে স্থির। কেষ্ট আর দাঁড়াল না, পাছে মাথার গামছা পড়ে যাবে, সত্বর সে গামছা কাঁধে নিয়ে দৌড়িয়েছিল। আলের পথ কাদাকাদা থাকে, আর তার পা বসে যাচ্ছিল, ছোট শীর্ণ খালটা পায়ে পায় এখন পার, উঠল গিয়ে আলমের পাশেই, তার বয়স হয়েছিল, সে হাঁফায়। আলম চোখে কম দেখে, তখন ঝাপসা স্বচ্ছ হয়ে কেষ্ট বায়েন। বেচারী লোক, খেতে পায় না সেইহেতু দ্বিতীয়কে সে হিংসা করা কখনও করে না। সে একটা গাধা, আর সে—যে হয় সরল মানুষ। যখন আলম তার দিকে তাকিয়ে ছিল, বিড়বিড় করে বললে, 'কি দাঁড়ালে যে, পথ ছাড়ো', সত্যিই কেষ্ট বায়েন তার পথের উপর দণ্ডায়মান তাই সে আবার বললে।

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, চারিদিকে এবার ঘনঘটা করে এল, ঈশান কোণে মেঘে মেঘে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি কি পাগল নাকি, না খেয়ে খেয়ে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে···' এটা এখানকার সাধারণ বলার কথা, সবাই বলে।

অতঃপর এবম্প্রকার কথায়, আলম ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে বলেছিল 'কেন ?—কি হয়েছে ?' সে ওর চেহারা স্পষ্টভাবে দেখেছিল।

'খেয়াল আছে ওখানে কি হচ্ছে ?' ইসারায়, সে আঙুল তুলে দেখালে।

ছোট ভীড় তখনও থাকে। তারা কি করে ? শুধু ভীড়—একটা নিশান ঠাহর হয়, খুব হাওয়া—আবছায়া। আর কিছু নয় আকাশ না মানুষ ?

'ও কিসের ভীড় গা ?'

'তোমার সব গেল !'

তখন এবার সে অবাক হয়ে বলেছিল, 'সব গেল, আমার কেন ? বালাই।'

'বললে তো হবে না, তোমার জমি নীলেম হচ্ছে।'

আলম তখন যতদূর পেরেছিল, বলেছিল ভেঙে ভেঙে 'আমার' আর সেই বোকা লোকটা সোজাসুজি ধীরে মাথাটি নাড়িয়েছিল, কাঁধের লগ্ন গামছা যখন ঠাণ্ডা হাওয়ায় কিছু কিছু নড়েছিল। এখন সে চোখে কম দেখে, সে ছিল না। গরুটির গায়ে বসন্তের পুরাতন দাগ—আর খানিক ঘোলা বাদামী জল। অদ্ভুত সে মোটেই এক্ষণে উচিত মত গভীর হতে পারেনি। এবার সে আপনকার ভারী মাথাটা তুলে চেয়ে দেখল উঁচু করে। এখন দূর হতে আসা টীউবওয়েলের শব্দ দূর দূর যায়। ফলে সে কিছু ভাবছিল।

তার ভিতরটা অন্ধকার ধোঁয়া ধোঁয়া। ইত্যবসরে উক্ত ব্যপদেশে বিড়বিড় করে বললে, 'কি করব···কি করব !'

বোকা লোকটার সর্ব্বাঙ্গে চুলকানি, সে তার ঝুঁয়ে একটি চুলকাতে চুলকাতে বললে, 'তোর লাঙলটা দে, আর বাকি তিনপো লাঙল দিয়ে এক ধকলে হবে, তোর লাঙলের ফলা ভাল রে—'

কিন্তু এ বোকাপনার কথা সে শুনতে পায়নি শুধু সর্‌সর্ খড়ের আওয়াজ সে শুনেছিল। মুখেও তার বসন্তের দাগ, একটা চোখ খোলা ছিল তবু তাকে যে কেউ এখন দেখে তার মায়া হয়। ক্রমশঃ সে ছোট হয়ে গিয়েছিল সেই দণ্ডে।

অতঃপর সে দৌড়ল খুব, খালের মধ্যে একবার সে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, কি কথা সে বলবে, আমার কি হল ? তাই সে কেমন করে করে বলে, এমনই বার-বার ক্রমে তার ঠক্ করে সেই কথাটা বললে 'সব্‌নাশ' পরানের সদ্য বিধবা বউটা যেমন চেঁচিয়ে উঠেছিল যেমন। 'সর্ব্বনাশ হল !'

জমি নীলেমের ব্যাপারটা সত্যিই অসময়ে হয়েছে, উপরন্তু পরোয়ানা এল না—মেঘ হল না। তলে তলে এ কি করে তারা করে ! এতটুকু সময় পেল না, সময় নেই। সে সাবেক প্রজা। বাবুরা সজ্জন, এমন হঠাৎ তারা, যে সে কি—তারা···

তখন এরা সকলে তাকে পথ ছেড়ে দিলে কেমন সে বিপদে পড়ে গিয়েছে, আপনকার হাতদুটি নিয়ে ওর বুঝি মুশকিল। পথশ্রমে সেইটুকুই কাতর, আর নয়। বর্ত্তমানে সকলের মুখেই একটি নাম আর তারই নাম খস্‌খস্ শব্দিত। এতে যতীনবাবু ঘাড়টা বাঁকিয়ে, তিনি কিছু কেশেছিলেন, বললেন—'শাজাদের বেটা···কি খবর ?'—একথা নিশ্চিত অনাবশ্যক নয় কি ? বলে তিনি টিনের বাক্স খুলে একটি ছোট খিলি খেলেন, একটু চুন খেলেন বৈকি। আবার তিনি বললেন, 'কি শাজাদের বেটা আলম ?' এবার এখন তিনি আবশ্যক বোধ করলেন, 'সবই ভাগ্য বুঝলি শাজাদের বেটা···'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার কি সর্ব্বনাশ করলেন লায়েব মশাই আমার কি সর্ব্বনাশ করলেন আমি কি করেছি—সাবেক প্রজা আমরা বাবু মশায়', এখনও প্রাণহীন—এ জমি তার ছিল না, যেমন অন্য লোকের ; আপনকার সম্পত্তি বলে সে বোধ করে না, সব সময়ে তার সে চেতনা তার নেই ; বুঝিবা সে জানতই, জমি হয় জমিদারের, আর সে হয় জন। ভাল করে বলতেও সক্ষম হচ্ছিল না—যে জমি তার পুরুষানুক্রমে, যদি যায় তাহলে কি করে যায়।

তখন সকলেই ওর কাছ থেকে আরও কথা আশা করেছিল, এখন তারা ওর মুখপানে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। আলম ভিতরে ভিতরে আছাড় পিছড়, এবার সে একতক্কে বলে ফেললে, 'আমি যে পথের ভিখ্‌রী হব বাবু, বাবু'। চঞ্চল হয়ে উঠছিল সে, তার যে দুঃখ নিয়ে আজন্ম আমরণ দুঃখটি সে বুঝতে পারে না, দুর্দ্দশা কতবড়। আক্ষেপে আক্ষেপে তার নিশ্চিত ইচ্ছে হচ্ছিল, আপনকার হাত কামড়ায়। এখন অস্থির এখন পাঁশুটে সে যেন একটি কিম্ভূত ; হঠাৎ সে দড়াম করে চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ল, যদি দয়ার উদ্রেক হয়। হাস্যকর প্রচেষ্টা, সবাই তখন হতভম্ব হয়েছিল, তাদের এমতাবস্থায় কি করা উচিত, কিছুই এতটুকু ছিল না। যতীনবাবু একহাতে চাষীদের নাড়ী ধরে থাকেন বললেন, 'ঢং করবার জায়গা পেলে না শালা ভূত, মরতে হয় নদীতে ঢুবে মরগে যা পাজী !'

আলম তখন আছে জেনে অবাক, ইতিমধ্যে উপরে ধূসর আকাশে পাখী উড়ে যায়। পিঠটা স্যাঁত স্যাঁত করছে রাস্তা ছিল কাদাকাদা। তাকে কে সাহায্য করেছিল তখন সে নিজের পায়ের উপর উঠে দাঁড়ালে। সেও শুনলে। 'দেখ সদাশিব, ছেড়েদি নগা ঢালিকে…দেখ্‌…'

'তা দিন…' এবার সে ঠাট্টা করলে রাগ করে, 'বাবুদের যখন এত পুরানো খাতকের (এ কথাটি মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল) সাড়ে চার বিগে খাবার সাদ—হায়রে, ওই নিক…৪২ টাকার দরে ও জমি আমি নেব না ; আর ও মুসলমানের ভিটেও আমি নেবই না—'

'নগা—টাকা আছে ? দে আজ কিছু দে যা পারিস।'

সোৎসাহে নগা চারিদিকে চাইল, একটু বেয়াকুব হল। নিজেকে কাটিয়ে সে গেঁজে কোমর থেকে খুলে, হুড় হুড় করে তার হাতের উপর পাড়ল টাকাটা সিকিটা আনি দোআনি অনেক কিছুই সে গুনে গেঁথে দশটাকা দিলে, গোমস্তা শিববাবু গুনে নিলে, পরে হেসে বললে, 'খরচা আমাদের হিসেব আন।—'

'দেব, দেব, এর দাখিলা পাব তো—?'

'কবলা লিখতে হবে…অনেক কাজ বাকি, তাহলে ওর ভিটেটা তুই নিবি না ?'

'না তিন কাঠায় কি হবে…'

'ওখানে পাঠশালাটি উঠিয়ে আনলে হবে…'

নন্দ আবার মোড়াটা বগলদাবা করে, কে একজন ঢাকে কাঠি মারলে গুম করে, এরা যারা তারা উঠল আর সবাই চলে গেল !

আলম ; পিঠময় কাদা, হিমহিম পিঠটা : সে এক চোখে অনেক কিছুই সমস্ত কিছুই দেখলে, তার হাতটা খালি খালি লাগছিল। তার হাতে যেমন কোন বোঝা ছিল বা, একটা নিশ্বাসও ছাই পড়ল না রে।

চাষী মানুষ দীর্ঘনিশ্বাস যে তা সে পাবেই কোথায়। তার ভিতরটা অন্ধকার, ধোঁয়াটে আলম, এ সুযোগে একবার শুধু একবার জগদীশ্বরকে স্মরণ করতে ভুলেছিল বুঝিবা, হয় মনে মনে হয়ত এই একটি কথা সে উচ্চারণ করেছিল।

বলরাম শিকারী নিজে খুব আমোদপ্রিয় ছিল, সে নানা রকম হিজিবিজি রসিকতা করবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে রসিকতার মানে নেই, হুড়হুড় করে এক দমকা ইংরিজী বলে, তাহলে সেগুলো ইংরিজী। ভীড় যখন ভেঙেছে, যতীনবাবু আর আর লোকরা কয়েক হাত, মাঠের জনরা পিছনে জনতা করে, ঠিক সেই ক্ষেত্রে সে মাথার উপর হাতটা তুলে বলেছিল, 'সব ফরশা, বাবুস মর্জ্জি ইন দি ক্যালকাটা রাঁড়ের বাড়ি, বাইস্কোপ, পোটকোম্পানী, ওয়ান কাপ্‌টি গ্যাসপোষ্টে, পুওরম্যান্, চাষী খাতক, কোর্ট, ঠোক্ শালা পাঁচ নম্বর, উকিল, মোক্তার হাকিম, বালিষ্টর, বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না—নিরেক বাঁকি, বেঁধে জুতো গ্যাস্‌পোস্ট খেলস্ খতমস্...' এমনি ভাবে সে বলে যেমন সে ইংরাজীই সবখানিক বলেছিল। লোকে তার কথায় হাসে, সে দলের মধ্যে বলে, যাত্রা ভেঙে গেলে, অথবা কাছারীবাড়ি থেকে বের হবার সময় সময় তাই বলে। একজন ছিল তার নাম বলরাম শিকারী।

'দুঃ শালা তোর যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে', একথা বলেওছিল যেমন, যতটুকু হাসবার সে হেসেছিল ফের, 'দেখ না শালার রগম, বাইয়ের ভেড়ুয়া।'

অন্যক্ষেত্রে উপস্থিত সকলে এতেও হাসত, কিন্তু এতাদৃশ সময় সকলে একটু গম্ভীর হবার চেষ্টাই বরং করেছিল। যে ঢোলে চাঁটি মেরেছিল সে এতক্ষণ বাদে বেয়াকুব বনে গেল বৈকি, বলরাম শিকারী ঠিকভাবে তদানীন্তন গুরুত্ব এখনও অথচ উপলব্ধি করতে পারল না। শুধু সে কেন, উপস্থিত সকলেই পারে নিকো, পাশেই আলম এবার বসেছে পাশে একটু ঘাস ছিল। এদের কথোপকথন তার কানে গিয়েছিল অথবা সে বুঝতে পারেনি। সে একটি গর্দ্দভ বিশেষ, ঠাণ্ডা হাওয়া তার হাতে লাগছিল, তার রোমকূপগুলো ফুলে কাঁটা কাঁটা, সেই রকম অন্য স্থান শরীরের, তারই উপর দিয়ে ইঁদুর চলে যাচ্ছে যেন কাঁপতে কাঁপতে। সে নির্ব্বিকার।

'চ চ খানিকটা লাঙল দিয়েনি', বলে সে দাঁড়িয়েছিল, এ ভয়ঙ্কর সময়ে আলমকে কিছু বলা দরকার, অন্ততঃএখন কল্কেটা তার হাতে দেওয়া উচিত, লোকটি এইটুকুই বুদ্ধি খাটাতে পেরেছিল ; এবার সে এইজন্যে কতদূর সাহসী হল, সে ভীরুভাবে বললে, তারই কাছে পাশে উবু হয়ে বসে, কল্কেটা হাতে করে এগিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, 'নাও আলমভাই—টানো দিকিনি।'

তাই আলম বুঝিবা সজাগ হয়েছিল। তখন সে ঘাড় ফিরিয়েছিল, সে যেন স্নান করে উঠেছে, কেন যে সে খানিক সতেজ। এবং আর একবার একথা মনে হল, আর আর সকলে তারই পাশে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে চাইছে, তখন তার একথা ভাল লেগেছিল, তার মুখে অসহায় ভাবটা আরও আরও ঘনীভূত হয়েছিল, এটা সে হয়ত চেয়েছিলই। সে কল্কেটা নিয়ে একবার অন্যমনস্ক ভাবে আস্তে ধীরে টানলে, তারপর সে আবার টানলে। চক্ষুদ্বয় তার স্থির ছিল, তার হাড়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগছিল, এখন তার কথা সবাই শুনতে পেল, সে বলেছিল, 'আলিজান তোর হুঁকুটা দে দিকি'—গলাটা তার অসাড়। আলিজান তার হুঁকো দ্রুত তুলে নিয়েই ধীরে এগিয়ে দিল,এ দেওয়ার মধ্যে পরিচ্ছন্ন লক্ষণ ছিল—কেমন একটি সমবেদনা। আলম কল্কেটিকে বসিয়ে, একটু কেশে টানতে লাগল। শুধু ছিল, গুরুগুরু আওয়াজ, সকলে চুপ, আজ মেঘের দিন—উপরে মেঘ।

তখন সকলেই আশা করেছিলই কেবল মাত্র, কেউ কথা বলে। ও বলুক, এ বলুক, আর তারা সবাই চেয়েছিল বলরাম শিকারী চুপ করে থাকে, কথা না কয়। একটু গভীর।

'তুমি এখন কি করবে', কথাটা মনে হল একটু বোকার মত হয়েছে। ফ্যাল ফ্যাল করে সে চারিদিকে চাইলে, যে নড়বড়ে বা সবাই নড়বড়ে হল তবু যখন একথা, তখন কথা কওয়া যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আল্লা জানে', বলে আলম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে না পেরে গভীর ভাবে নিশ্বাস নিল শব্দ শোনা গেল। তামাকের ধোঁয়ার না নিশ্বাসের !

'তবু ?'

'ভাবছি !'

'ভাবলে তো চলবে না' ভারিক্কী ধরনে, আলমকে এতে সচেতন করার নিছক চেষ্টা ছিল।

'কি করব তোমরাই পাঁচজন বল', এবার সে সকলের মুখের দিকে চাইবার চেষ্টা করলে। উপস্থিত সকলে একটু ফাঁপরে পড়ল, পাঁজি যাদের চাষের ক্ষণ ঠিক করে, তারা একটু সতেরো দফার হিসাব নিয়ে পড়ল। তারা সবাই অতঃপর পা বাড়াবার জন্যে প্রস্তুত। সে কি তারা প্রস্তুত।

'কি করব তোমরা পাঁচজন বল ভাই,' আবার দ্বিতীয়বার সে বলল সকলের মুখের দিকে চাইলে, তখন তার মনে হল, এবার সকলে, কিয়ৎক্ষণ আগের মুহূর্তের মত ঘেঁষাঘেঁষি বসতে চাইল না, ইতিমধ্যে একটি আল এসেছে। একটু কষ্ট হল, যে নড়ে চড়ে নিজেই তাদের কাছে সরে আসতে চেয়েছিল। একটু ঠেকো চেয়েছিল। 'পায়ে শালা ঝিঁঝি ধরেছে, ওই আমার এক ব্যামো উবু হয়ে বসতে পারি নে', বলে কে একজন উঠে দাঁড়াল, একটু দাঁড়াল, তারপর ক্ষেতে নেমে পড়ল।

'তুমি কিছুটি জানতে না, তোমার এমন সর্ব্বনাশ হবে ?'

'না—আল্লার কিরে।'

'শাঁখা যাকে ভাঙতে হয় সে কি জানতে পারে ?' আর একজন বললে।

'একটি খবর তো পেতে···বেলদার, ঠাকুরদা (দরওয়ান) ওদের কাছ থেকে খবর পেতে।'

'কেউ আমায় বলে নি গো।'

'বিনা মেঘে বজ্জসংঘাত, ব্যাপার ভারী মন্দ না !'

'আলম তুমি কেন বরং যাও না, বাবুদের পা আঁকড়ে ধরগে'।

'ওগো, সে বড় শক্ত ঠাঁই—ছ-আনির বাবুরা ডাকসেঁটে কসাই'।

'তবু যদি গে কেঁদে পড়ে···পুরোনো প'জা খাতক···খাস থেকে···'

'হ্যাঁ খাস থেকে জমি দেবে ! মাগ দেবে সেবার জন্যি, রাজত্ব লেখাপড়া করে দেবে যাও না, সেবার আমি বলে আমি গিইলাম, ঠাকুরের নামে বলতে, বলেছ্যালো, হতভাগা শালা তোকে ঢুকতে দিলে কে গেটের মদ্দি, বেরো শালা !'

'আলম আমার মন বলে, তুমি ঘরকে যা সেখানে তোর মাগের কি দশা কে জানে, তাকে তো নিশ্চয় বার করে দেয়েছে···ক্রোক যেকেলে—'

'ও রইল না ঘর ক্রোক করবে কেমন ধারা !'

'থাকো চরহাট্, জন খাটতে এয়েচো জন খাটো, এখানকার বাবুদের মতি জানলে কেরে কেরে করে উঠতে', বলে ভীত হাসি হাসল।

ও লোকটি দমল না, স্পষ্ট বললে, 'তোমাদের বাবুদের মুখে আগুন !'

যখন একথা স্পষ্টভাবে তার কানে বাজল, আলম চারিদিকে খুঁজতে খুঁজতে তাকাল। সে হয় শক্তিরহিত, ইদানীং সে বড্ডই ক্লান্ত ছিল, হাত পা ব্যথা, যেন সারাদিন জল সেঁচেছে, বিরক্ত হয়েছে। এ ব্যথা তৎজনিত বা। সে উঁচু করে দেখতে লাগল ; তিনপো দূরের শেষে, হাই দেখা যাবে তাদের গেরাম। দু রসি লম্বা তারক বরের ঘরের মাটির পাঁচিল, এক হাঁটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঁচু ; আর মাদার গাছ, একটা খামার বাড়ি বিষ্ণু সর্দ্দারের, পর পর দেখলে কাছে থেকেই যেমন দেখেছিল। ওই বিরাট তেঁতুল গাছের পরেই তার বসত বাড়ি। সেটি ও বগলদাবা নিতে পারে। আলম উঠে দাঁড়ালে, কতবড় প্রকাণ্ড ঢাউস আকাশ, কত কত জমি পৃথিবীতে, পূবে আকাশ, দক্ষিণে, উত্তর আর পশ্চিমে গ্রাম, গ্রাম সবুজ। সে কেবল একরত্তি ছিল। যারপরনাই অসহায়।

'তাই যাও তাই যাও', তাকে দম দিয়ে দিলে।

এখন এ লোকটি এসেছিল। সে লোকটি নিজেকে এদের মধ্যে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল বেশ। মনে পড়ে, সে একটু বা নড়বড় করছিল। তার মনে হয়েছিল সকলেই মুখচেনা। তার দেহটা যেমন লতাচ্ছে, বিনয়ে সে কিছু ভিজে ভিজে ; উপস্থিত ব্যক্তিরা তাকে ঘৃণা করতে চেয়ে, তার উপর মনে মনে ক্ষেপে উঠল। সেই লোকটা একেবারে গায়ের উপর এসে পড়ল, এতে করে সবাইকে ন্যাজেগোবরে করছিল ! সেই লোকটি নগা ঢালি। এ জমি কিনে একুনে তার প্রায় সাড়ে-সাতান্ন বিঘে জমি হল, এ ছাড়া বসতের সংলগ্ন দুই বিঘে, তাতে সে বাগান করে, সে ধানের ব্যাপারী। বলরাম শিকারীর একে দেখে কিছু বলবার অভিপ্রায় হয়েছিল তখন ; কিন্তু সে একটু ভড়কে ছিল।

নগা ঢালি গামছাটা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বললে, 'আলম', কথাটি খাটল না। আবার সে চেষ্টা করলে, 'আলম ভাই—'

'কি বলছ বল,' বাধ বাধ গলায় সে উত্তর দিলে।

'আমার উবরি রাগ করেছ নাকি', থেমে, 'আমি না ডাকলে কেউ না কেউ কিনতই তো··,তাই···'

'এটা মিত্তি, তোমার উবর রাক্ করতে যাবে, কি অবিসন্দি···' আলমের হয়ে কেউ একজন বললে। 'যার সময় সমাচার ভাল সে কিনবে···এতে আর আশ্চর্য্যটা কই বা···'

'তাই বলি তাই বলি···' নগা ঢালি মাথাটা একটু বেশী দোলাতে লাগল, এরপর সে বললে, গলা খাঁকরে, 'ওগো তোমরা পাঁচজন শোন, আমার অবিসন্দি, আলম যেমন চষচে চষুক, হাজার হোক ওর বাপ পিতেমোর জমি তো···আমি, আমি, সেদিক দেকবো, ও জন হিসেবে নিক—রোজগণ্ডা দেব···আমার মন হয় ও ভাগে চাষ করুক···আমি ওকে তিনপো ধান দেব—' 'তিনপো' বলেই সে বোকা হয়ে গেল ; তার মত একটি পাকা লোক এটা কি করলে, কাকে সে হাতে রাখতে চেষ্টা করলে, তাই ফিরে ফিরতি শুদ্ধ করে বললে— 'অবশ্য এই প্রথমবার,যখন বলেছি তখন আমার এককথা, আমি নগা ঢালি, আমায় মন্দ বলতে পারবে না বাপু···আমার আক্কেল আছে···আমি ভাল লোক কি বল'—সে বেশ বড় মুখ করে এ কথা বলেছিল। তদ্দণ্ডে সকলেই তার এরূপ বদান্যতা দয়ায় সত্যিই আপ্লুত হয়েছিল, লোকটা হয় ভাল। কেবলমাত্র আলম একটু অধীর।

নগা আবার বললে, 'কি রাজি তো ? হাল গরু কি তোমার···'

'না···ওর নয়'—অন্য একজন বলল।

'কুচ্‌পরোয়া নেই—আমার চারখানা আছে, চারটে, তুমি নেবে এস, একটু যত্ন আদ্দি কোরো, নিজেরা তো খাও—আমি ভাল লোক আলম', সে সুচিন্তিত ভাবে বলেছিল।

যখন সে শুনছিল, ওতঃপ্রোত ভাবে দেখা গেল সে কিছু ভরাট। যখন সে শুধু স্থিরভাবেই সোজাসুজি বলেছিল, 'না।'

একথায় সকলে শুনে বলেছিল সমস্বরে 'না ?' শুধু নগা, ভুরুতে তার চুল নেই—ভুরু তুলে, চোখ বড় বড় করে বললে, 'না !'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না।'

'তাহলে তুমি চষবে না, বেশ হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে, আমি কিন্তু ভাল লোক...তোমরা পাঁচজন সাক্‌কী কিন্তুন্'।

তখন আলম নিজেকে ভেঁজে নিয়ে বললে, 'আমি শালা আর ওমুখো যাব না আমার যা হয়েছে, আমি শালা...' খানিক অভিমান হয়ত বোঝা গেল।

'তাহলে তুমি কি কাম...কাম করবে...কি করবেটি শুনি, ভিক্‌কে করতে হবে যে'।

'আল্লা যা করবে...'।

'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস নি আলম্'।

'না, আমি জমিতে আর পা দেব না'।

সব শেষ হয়ে গেল। সে দৃঢ়। তাহলে সে চাষ আবাদ আর করবে না, আলম তাদের মধ্যে একজনকে বললে, 'ওগুলো এনে দিবি ?' একজন তার গরু-জোড়া, হাল এনে দিলে, সে লাঙল ঘাড়ে করে আস্তে আস্তে চলতে লাগল। কিছু খানিক আগিয়ে অনেক কথাই তার একবার মনে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু চাষী খাতকের স্মরণশক্তি কতটুকু, সাক্ষী দিলে তার কথা স্বতন্ত্র, তাদের স্মরণশক্তি বিস্ময়কর। বলদজোড়া মন্থর গতিতে চলেছে, সেও চলেছে। সে ভারী ভারী, কভু হাল্কা।

ক্রমশঃ সে দেখলে সে আর অন্য কেউ নয় তার বউ ! মাথায় একটা ছোট পোঁটলা, হাঁড়ি হাতে, অন্য হাতে বাঁকের সরঞ্জাম। সে তার বউ আর তার বউয়ের চোখে জল, চ্যাপটা মুখটি, নাকে রূপোর ছোট একটি নোলক, চোখের লাল রক্তাভ শিরানিচয়—হাত দিয়ে ধরা মাথার পোঁটলা। সে কাঁদছে চোখে তার ভেজা। আলমকে দেখে পাশের গাব গাছের তলে বসল, জিনিসগুলো নামিয়ে রাখলে, আর কাঁদতে লাগল। কেলো নড়তে নড়তে এসে একটু পাশেই বসল। বউটার চোখ দিয়ে জল পড়ছেই, পরে আঁচলের কাপড় দিয়ে সে নাক মুছেছিল। আলমের কান্না পাচ্ছে না, সে কেঁদে কাঁদনকুচী হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, কিছুই নয়—সে কুম্ভকর্ণের মত ঘুমোচ্ছে, তাদের চরিত্তির বেয়াড়া, ভিতরে সমস্তই অসাড়। সে যদি মরে ভূত হয় তখনও সে উদোই। সে একটা রামপাঠার মতন—যেমন বউটা দেখেছিল, আলমের মুখটি হাড়ির মত ; সে কিছু ভাবছিল, বস্তুত তা নয়, সে বললে, 'আমাদের কি হবে গো...' সে একথায় ক্ষেপে উঠল, কিন্তু দাঁড়াল না, টিটকিরি দিয়ে বললে, 'তোমার তো পোয়া বারো, রাঁড় হ'গে ঢেমনী মাগী।' একথা বলেছিল, যেমন কেবল। ঠাণ্ডা মেজাজে বললে, 'তাই তো ভাবছি;' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'কেলোরে কেলো আমাদের কি সর্ব্বনাশ হল রে বাপ !' সে কেঁদে উঠল, কেলো ন্যাজ নাড়ল। 'আল্লারে, জমি যদি আমাদের হত...' বউটা ভৌতিকভাবে বলে উঠল।

'মর—মাগীর বুদ্ধি...' মেয়েমানুষের বুদ্ধি, তাই কখনও হয়...অন্যপক্ষে সে ভেবেছিল জমি যদি কেলোর মত হত তার পিছন পিছন যেত ছায়ার মত। এরূপ ভাবতে তার চোখ ছলছল করে উঠেছিল। কালো কেলো ল্যাজ নাড়তে লাগল। আবার একদফা তার মনে হল, মেয়েমানুষের বুদ্ধি...জমি কখনও চাষার হয়, জমি কি খাতকের বাপকেলে সম্পত্তি।

'চল না, আমরা একদফা বাবুদের কাছে যাই।'

'তারা শালারা ভারী খ্যাচড়—শালারা...'

'খ্যাচড়...তারা মাগ-ভাতারে ঘর করে না ? ছেলে তারা বিওয় না ?'

'নারে বউ অন্য পথ দেখতে হবেই।'

'তুই যদি মানুষ হস্ তো শালাদের কেটে জল খা', কতটা কার্য্যকরী বা কতটা নেবে তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে জানত না, তেমন করে বউ বলেনি, শুধু কথার ফেরে কথাই।

আলম বউয়ের দিকে কিয়ৎক্ষণ চেয়েছিল ; ঝটিতে ঝটিতে সে গম্‌গম্ করে উঠল, রগদুটো গরম, ঠাণ্ডা হাওয়া নেই। সত্যি সে ক্ষেপে উঠেছে আপাত তাই খেয়াল হয়।

'দূর তাই কখনও হয়, কত শালার লোক লস্কর...'

বউটা একথায় বোকার মতন ছিল, এর উত্তর কোন, সে কথার উত্তর তা সে ভেবে পায়নি।

সে কি প্রশ্ন করবে তা ভেবেই পাচ্ছিল না, যখন কথাটা কথাই আর খামখা সে তাই গরু-খোঁজা করে কিছু না পেয়ে বললে, পুঁটুলির গেরো খুলতে খুলতে বলেছিল, 'নে চাট্টি মুখে দে...'

'এত সকালে রান্না হল কি ভাবে, আলম অবাক হয়েছে—এর জন্যে বউ বললে, 'ভাগ্যি আজ কি মন করল চাট্টি রেঁদে ফেললুম...কি আর ছাই ! কালকার মান ভরতা, লঙ্কা পোড়া আছে...'

'তুই... ?'

এখন খাওয়া শেষ। আলম বললে—'চ দু ছটাক পানি খাইগে, টীপকলে,..'

বাবুরা সজ্জন তারা মা-বাপ তাই টীউবওয়েল, নেহাৎ তাদের কল্যাণীয় কীর্ত্তি। কিন্তু বউয়ের কথাটা তার চলতে ফিরতে ফুটছিল। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে সে দাঁতে দাঁত কষছিল, যাই সাবাড় করে দিগে যাই...। সে বড্ডই একা, সে একা চিরদিন, সে যে কি করে। একটা হেঁসো তার নেই। হাটখোলার অন্ধকারে বউটা বসে আছে, উপরে ভয়ঙ্কর অন্ধকার, আকাশ মাথায় মাথায়—নীচে কুলকাঁটা অন্ধকার আর দুর্যোগময়ী যামিনী।

তার এক সময় মনে হল, পিছনে খাল বরাবর ওর জমিটা আসছে, তার ভয় হল, জমিটা কি ভূত হয়েছে, তার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। ওকে নাগালে পায় পায়, খানিক পথ আলম দৌড়ায়। জমিটি ভূত হয়েছে, অনেকটা পথ যেয়ে সে থেমেছিল। ফাঁকা মাঠ, উপরে আকাশ, নীচেও আকাশ।

শুনেছি শেষটা এমনিভাবে হয়।

ফাঁকা খানিক মাঠের পরেই সর্দ্দারের বাড়ি। সে এসে বাঁশের টাঙানো দরজা খুললে। বাড়ির মধ্যে ছোট একটু বেগুনের চাষ, প্রকাণ্ড বড় একটা মহিষের মাথা, চুন মাখানো, অন্ধকারে কটকটে, তারপর পর পর তিনটে ডাগর ডাগর মরাই। এক্ষণে সে থামলে একদফা কি ভাবলে গাদা গাদা খড়, বিষ্টুর সময়-সমাচার ছিল। তবু সে সাহস করে ডাকলে, 'খুড়ো, ও বিষ্টু খুড়ো—'

আলো নড়ে উঠল। একটা বড় ছায়া মাটির দেওয়ালে দাঁড়িয়ে উঠল।

বিষ্টু ঘরেই ছিল, 'কে ?'

'আমি আলম...'

'তা এত রাত্তিরে কি মনে করে...যা দুজ্জোগ,..' অনিচ্ছা প্রকাশ পেল।

'এসোই না—' তবু সে জোর করে বললে।

মনে মনে একটি কথা ধাক্কা দিচ্ছে যে, সাবাড় সাবাড়। মাথায় টোকা দিয়ে এল বিষ্টু...অন্ধকার...সারি দেওয়া ইঁট টপকে টপকে...কাছে এসে বললে, 'ওঠো ঠাকুরদালানে।'

বেগুনের চাষের ওপাশে দক্ষিণমুখো দালান, তাতে ওরা উঠল। এসে বললে, 'তামাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(গাঁজা) ফুরিয়েছিল কি ভাগ্যি—আবার নিধু কয়ালের বাড়ি ছুটি—দুজ্জোগ… নেশা…নাও ভাল করে তৈরি কর দিকি', বলে সে বিড়ির বাক্স থেকে আধা সিগারেট বার করলে।

এসব কথায় সে ক্রমশঃ সোজা হয়ে যাচ্ছিল, একবার চকিতে মনে হল "ঘরে" বউটা একা, যেতে হবে। অন্যমনা হয়েছিল। বিষ্টু বললে, 'শুনলুম সব কথা, মাতলা থেকে ফিরে শুনলুম', আর বেশী সে বলতে চাইলে না।

সে চুপ থাকলে। এবং সে দৃঢ় হয়ে এল, কিছুক্ষণ কেটেছে। সে কঁকিয়ে বলতে লাগল, 'আমার একটি অবিসন্দি আছে খুড়ো, তুমি না হলে হবে না, তুমি হলে আমাদের কোম্পানী—তোমাকে তোমাকে চাই—'

'ব্যাপার কি ?'

'ব্যাপার !' আলম হাসলে। 'আমরা চল খুড়ো—আমরা ক্ষেপে উঠি, ক্ষেপে উঠি', অমোঘ কথা অন্ধকারে ফাটল। সে বলতে লাগল, 'ক্ষেপে না উঠলে আর ভরসা নেই, আমরা খাব কেমন করে, বাঁচব কি করে, চল আমরা সবাই ক্ষেপে উঠি, অত্যাচার কোন মানসে করে—আমার জমি নেই, আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি—অজন্মায় নিরিক দিয়েছি—জলে দিয়েছি—চাষী খাতক উচ্ছেদ ! আমরা ক্ষেপে না উঠলে উপায় নেই খুড়ো, খুড়ো তুমি আমাদের কোম্পানী যে।' সে উৎসাহী হয়েছিল, কিছু কিছু জল আসছিল চোখে, তার উল্লাসে এক চোখে।

অন্যপক্ষে বিষ্টুর তড়কা লাগল। সামনের আটচালা পেরিয়ে, রাঁধুনী ফোঁড়নের গন্ধ আসছিল, তিনটে ডাগর মরাই পার হয়ে ঠাণ্ডায় হাওয়ায় আরো জমে উঠেছিল ভারী।

'তুমি খুড়ো, শুনেছি তোমার মুখে, বেজার মন্দ ঘোড়া নিয়ে গিয়ে একাই—তোমার গুণপনা শুনেছি, তুমি 'দু-মোহনী' বাবুদের মেরে তকমা ভেঙে দিয়েছিলে, তোমার সাহস কত কত—তুমি কোম্পানী, চল ক্ষেপে উঠি, আমাদের আর গতিক নেই, আমরা সবাই ক্ষেপে উঠব !'

তখন নিজের প্রশংসা আর যথেষ্ট ভাল লাগছিল না। বিষ্টু সর্দার কল্কেটি মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে বললে, 'ওসব তাতে কাজ নেই, জলে বাস করি কুমীরের সঙ্গে বখেড়া, তার উপর দাঁত দাঁতে ব্যথা, তোমায় ভাল কথা বলি—আমায় যা বললে বললে, আর কাউকে বোলো না, ৬ আনির বাবু যার নাম বাবু প্রশাদ চন্দর মিত্তির—শালা শুনতে পেলে…'

এমত কথায় আলম গম গম করে উঠেছিল। এক ঝটকায় সে ক্রুদ্ধ হতে থাকল। সে অন্ধকারে বিষ্টুকে দেখবার চেষ্টা করলে, 'ভীতু' সে বলেছিল যেমন। আর সে বললে মনে মনে, 'আপন মামীমা যাকে নষ্ট করেছে, যে শালা দিব্যি থাকে, মামীর বিষয়সম্পত্তির জন্যে নিজের মাগ ছেলেকে ভাসিয়ে দেয়—সে মানুষ অদ্যপাতে গেছে'— একথা সত্যিই সে যদি বলেছিল, প্রথমে অতগুলো মরাই দেখে থমকেছিল, এও হয় তার মনে হয় সে লক্ষ্মীমন্ত লোক।

সে লাফ দিয়ে দালান দিয়ে নীচে নামল, আর একটু হলে পড়ে যেত। বিষ্টু আহা আহা করে উঠল। আলমের গতিক খারাপ, সে তিক্ত হয়েছে, এ দরদ খারাপ লেগেছে। সে মাটির দরজার সামনে দাঁড়াল, ঘাড় ফিরিয়ে একবার অন্ধকার দালানের দিকে দেখল, সে কিছু বলবার চেষ্টা করছিল, 'খুড়ো তুমি মানুষ নও ; তুমি শালা বাইয়ের ভেড়ুয়ার অদম'। জায়গাটা নিস্তব্ধ অন্ধকার কতক বস্তু। সে টাঙানো দরজাটাকে একহাত দিয়ে ঠেলে তুলত, একমান তুললে। পার হল। রাস্তায় নেমে বিড়বিড় করে বললে, 'শালা নাঙ ! আমি ক্ষেপে উঠবই।' মুরগীর ঘরটা থেকে, কোঁক কোঁক খর খর শব্দ হল। একটা কেউ বাছুর সরাচ্ছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলম চমকে উঠল যখন সে ভিতরে ঢুকে পড়েছে, থতমত খেয়েছিল বুঝি। ওদিকে সম্মুখে দাওয়ায় একটা ছোট মেয়ে উলঙ্গ হাতে লম্প নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, উত্তরের গোয়াল থেকে—এবার সে গরুটাকে নিয়ে আসছিল, 'চল্ চল্' শোনা যাচ্ছিল। আলমকে সে এবার দেখতে পেলে, বললে, 'আলম ভাই…'

'হুঁ' বলে এসূত্রে মনে হল, আমরা পরস্পর ভাই… ভাই।

'দাঁড়িয়ে রইলে যে বড়, ওঠ দাওয়ায় উঠে বোসো, তামাক খাও', তার গলায় সমবেদনা ছিল।

এবং এ কথায়, সে উঠে নিজেই মাদুরটা পাতলে, হাঁকল 'ওগো তামাক কই আলিজান ভাই—।' একবার ভেবেছিল, গরীব দ.মুটো পায় না, তার তো ক্ষেপে উঠাই উচিত!

গরুটা টানতে টানতে এনে এপাশে শুকনো দাওয়ার একপাশে উঠিয়ে রেখে বলল, 'ওই কুলুঙ্গীতে—আমি পা ধুয়ে আসছি।' তখন সে কল্কে ধরিয়েছে, ফুঁয়ে তার মুখটা ভয়ঙ্কর, মুখের খানিক গরম ঠেকছে, তুষের আগুন মালসায়, মনেও তার ঠিক এইভাব—অন্য কিছু নয়, মনে তার এমনি দুর্যোগ কেননা সে বারম্বার ভাবছে—'ক্ষেপে উঠতে হবে, হবেই হবে নির্ঘাত আমরা ক্ষেপে উঠবই নিশ্চয়।' কখন আলিজান এসে ওখানে বসেছিল, সে টের পায়নি, সে কল্কেতে ফুঁ দিচ্ছে দিচ্ছিল। খানিকটা আলো তার মুখে।

আলিজান বললে, 'বল, বল আলম ভাই, এ কদিন কোথায় ছিলে, বৃত্তান্ত কি?'

বৃত্তান্ত কথাটা সে প্রতিধ্বনিত করে হাসল বুঝি, 'বৃত্তান্ত বউটাকে নিয়ে মহা মুশকিল, কাজ নেই—সবাই ভাবে, অজ্ঞাতশীল লোক, চোর ছ্যাঁচড় হবে। জন খাটব! লোকের অভাব কই? তিন আনা রোজগণ্ডা পাব কোথায়, সারা দেশময় লোক থৈ থৈ। ভিক্ষে দেবে কে, বলে কাজ করগে। গতর নেই…

'বড় অকাল, কি যে হবে কে জানে, না খেতে পেয়ে মারা যাব…তোমার বৃত্তান্ত শুনে আমি তো শুকিয়ে গেছি…কিস্তি কিস্তি কত কিস্তি যে পড়েছে…কি যে করব।'

আলম আর তর সইল না। সে ঠিক এখান থেকে সুরু করল, 'উপায় আছে ভাইজান—উপায় আছে, আমি ঠাওর করেছি, আজ আমি মরেছি—কাল, আল্লা জানে, কার পালা, শালা বাবুরা কি ছেড়ে কথা কইবে!…তাদের বড় বয়ে গেছে, ক্ষেপে ওঠা ছাড়া আমাদের আর গতিক নেই, উঠতেই হবে, একজোট হয়ে চল ক্ষেপে উঠি ; লাটের লোক ক্ষেপে উঠলে রক্ষে থাকবে না, কোন্ শালা ঠেকায়, শালা বাবুদের দাঁড়া ভেঙে দেব না…শালা ঢ্যামনা, রাঁড়খোর মাতাল…' থেমে একটা নিশ্বাস নিয়ে বলতে থাকল, 'বউ বলছিল, জমি যদি আমাদের হত, তখন ভাবলুম শালা সাধে কি বলে মেয়েমানুষ…ভাবি ঠিক বলেছে—আমার বাবার বাবার বাবা এসেছিল, হাঁসিল করলে গতর দিয়ে, আমি তার বংশ—নির্ব্বংশ হলুম উচ্ছেদ! দেখ মজা ভারী মন্দ না…আলিজান ভাই তুমি না বোলো না, বিষ্টু খুড়োর মত—যে শালা নাঙ। সম্পত্তির জন্যি নাঙ হল, সে মানুষ—আমরা একজোটে ক্ষেপে উঠব।' সে দুচোখেই আজ এখন দেখতে পাচ্ছে।

একথা তাকে টঙ্কার দিলে, মাঝখানে সে আড় হয়ে শুয়েছিল, সে আড় হয়ে শুয়ে থেকে উঠে বসেছিল। সে হুঁকোটা ফের হাত করল, আলম টানতে থাকল, রোমাঞ্চিত আলিজান কি বলবে তা সে জানত না, বললে, 'উচিত কথা বলেছ ভাই, আমরা জানি তোমার অবিসন্দি ভাল, বুঝি সব, কিন্তুন ভাই আলম, আমরা যে বড্ড একা, সবাই আমরা বড্ড একা', একথা তার মুখ দিয়ে আপনা থেকে বেরিয়েছিল, 'আরও ভেবে দেখ আমি মরে গেলুম…কিন্তুন দুজনে কি কিছু হয়, বাবুরা যা শুরু করেছে…তাতে ইস্থির শালা এ গরুতেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে না। ক্ষেপে ওঠা তো দরকার, কিন্তুন আমরা যে বড় একা রে', থেমে বললে, 'উবরন্তু চাষী খাতক ছাপোষা মানুষ ছেলেপুলে বউ, এদের মুখ চেয়ে আমি কিছু করবার লায়েক নই, হ্যাঁ যতি সবাই জোট হয়—আমি যাব প্রাণ দোবো', কথাটা তাকে ধাক্কা দিয়েছিল। তাহলেও মধ্যে একটা ফাঁক ছিল, 'একা' কথাটা এই ব্যপদেশে বড্ড পীড়াদায়ক, 'একা' কথাটা স্বাভাবিক ভাবে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সবিশেষ জড়িত। সত্যই তারা বড় একা, তারা কত লোক…আলিজান, সে, নিধু, বলরাম, পাঁচু…এত লোক তবু তারা একা, কেন ? তারা অনেক অনেক ; বললে, 'বেশ আমি অন্যদেরকে জিগগেস করে আসি'—সে যারপরনাই খুসী হয়েছিল।

একজন হয়েছে তো, তার বুকে দশ মরদের বল। সে সেই রকম হুঁসোর মত চলছে, ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে, তারা জিতবেই, তারা ক্ষেপে উঠবেই। পালাগানের শব্দ আসছিল, নিধু পালা গায় আর ভারী ভাল গায়, নামডাক তৎজন্য অনেক যোজন দূর।

বাহিরে থেকে উল্লাসে ডাকল, 'বন্দু ঘরে নাকি—'

'কে বন্দু নাকি ? এসো এসো—'

দাওয়ায় সে উঠে পা ঝাড়া দিলে। নিধু বললে, 'কি খবর তোমার ? হাঁ ব্যাপার কি—'

'গান গাইছিলে—'

'একটু গরম হচ্ছিলুম, যে মাঘের শীত—তা খাওয়া হয়েছে ?'

'তা এক রকম হয়েছে', একটু সলজ্জ ভাবে বললে।

'বন্দুর কাছে লজ্জা—নিশ্চিত খাওয়া হয়নি, দিদি কই—'

'সে আছে—আমার মানে বউয়ের এক কুটুম্বর বাড়ি—'

'ও ! তা তুমি খাবে—এখানে, তোমার বদনা ওই আছে, ওই ঝুলছে, নাও তামাক খাও, আমার বড় দুক্কু তোমার জন্যে কিচ্ছুটি করতে পারলুম না গো, আমি বড় দুক্কী কাঙাল আলম, তুমি তো জানো—ভাত হয়েছে—এখুনি ডাকবে তুমি মুখহাত ধোও—'

'তোমার কাছে বন্দু—আমি এক দরবারে এসেছি, একটু নিবিষ্ট হয়ে শুনতে হবে।' এখানে তার প্রথম লজ্জা করছিল, জোর সে বলার মধ্যেই ফিরে পেলে, 'বন্দু আমরা ক্ষেপে উঠতে চাই, অন্য গতিক নেই,ক্ষেপে আমাদের উঠতেই হবে, বিহিত একটা করব—মরণপণ তুমিও লাগো, কাঙাল দুক্কী আর থাকব না ক্ষেপে উঠব—আমি ওই শালা বিষ্টুর কাছে গিয়েছিলুম, কোম্পানী লোক সে, তাই : সে বললে—আর কাউকে বোলো না এসব কথা, আর আমার দাঁতে ব্যথা।'

এতে করে নিধু হালদার বিপদ বুঝল—বললে, 'সর্ব্বনাশ বন্দু সর্ব্বনাশ করেছ ! কেন তোমার কি অজানা, ও শালা মামীর গোলাম আজকাল ঘন ঘন বাবুদের বাড়ি যাচ্ছে পত্তনী নেবার জন্যে, সে উঠবে ক্ষেপে ? তুমি গুড়ে বালি ঢেলেছ—ছিঃ ছিঃ ছিঃ ক্ষেপে উঠা দরকার কিন্তু তাই বলে আমাকে এসে আগে বললে না কেন ? আমরা গরীব গরবারা কাঙালরা মিটীন করতুম—পঞ্চায়েত বসাতুম—তুমি পালাও বন্দু তোমার রক্ষে নেই—কালই হয় তো তোমার মুণ্ডু কেটে ফেলবে, ছ-আনি বাবু কি প্রবল বাপুরে, তুমি চাট্টি খেয়ে সরে পড়। কেন আলিজান তোমায় একথা বলে নি যে বিষ্টুকে বোলো না ? আমরা কিছুই করতে পারি না ভাইরে, যতদিন না উপরের লোকটা মাটিতে আসে দাঁড়ায়, কাঙাল আমরা বড় কাঙাল ভাইরে, তুমি কি করলে… !'

আলমের তড়কা লাগল। নিধু হালদার মিছে কথা বলে না, তাই তার কিছু হয়নি—আলম ঠাণ্ডায় হিম, সে কাঁপতে লাগল। বললে, 'সবার প্রথমে আমি বিষ্টু সর্দ্দারের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ি গিচি—'

নিধু হালদার তখন আইঢাই করতে লাগল। আর কিছু সে বললে না, বললে, 'তুমি পালাও বন্দু—তুমি পালাও এদেশ ছেড়ে পালাও—'

'কিন্তু বিষ্টু তো চাষী, খাতক ছিল', সে জোর করে বললে, বিশ্বাস রাখতে চাইলে, 'ছিল...'

'আজ সে ধনী—তার তিনটে ডাগর বড় বড় মরাই—৫০০ বিঘে জমি—সে পাতলা কাপড় পরে, সে ক্ষেপে উঠবে ? তুমি কি করেছ বন্দু—নাও খেয়েদেয়ে পালাও—কে জানে সে হয়ত নিজেই বাবুদের বাড়ি গেছে—'

'আমি তাহলে খাব না, খেতে আমার দেরি হয় তা জানো—আমি নিয়েই যাই—পাতায় দাও গামছায় বেদে নেব—'

বড্ড একা, কিন্তু ভগবানের সন্তান আর পরস্পর ভাই—তাদের বুকে বল নেই—তারা কি কালকূটের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না ? তারা নিঃসঙ্গ, সত্যিই বড্ড একা একা—। আল দেওয়া জমির মত একা—জমি তো সব এক !

অন্ধকার পথ হাঁটতে হাঁটতে চলেছে, সে কি করবে—বউকে খাওয়াবে কি...। গতর আছে বলে ভিক্ষে কেউ দেয় না। হায়রে দু-চোখ যদি তার অন্ধ হত—সে কি ভিক্ষে করতে পারত—। কাঁধের পুটুলিতে খাবারের গন্ধ আসছে, তাতে মূলো ছিল, সে মূলো ভালবাসে। যখন তার একটির পর একটি কথা মনে হচ্ছিল। কেউ ক্ষেপে উঠল না ক্ষেপবে না। ক্ষেপে ওঠা কিবা সহজ ধকল, চূড়োন্ত চূড়োন্তরে। ভিক্ষা ছাড়া তার গতিক নেই, বয়স যথেষ্ট যখন, রোগে রোগে সে কমজোরী।

বন্ধুর দেওয়া ভাতের গন্ধ আসে, একদা মনে হয় সে জিতেছে এই তো খাবার। তার এক চোখ, তাই এইটুকুই।

এই ভাবে শেষ হয়েছে শুনি

টুলটুলী সে অনেকক্ষণ ছেড়েছে। এটা জয়না। সে খাসমহলের সড়কে, ওপাশে জয়নার উঁচু ভেড়ী—জয়নার জনমন্নিস্‌সী প্রায় জঙলী ছিল। এটা জয়নার রাখ ডুমনীর বাড়ি, সে রোজা, ঝাড়ফুঁক করে, ওষুদ বিষুদ জানে। কুকুরগুলো এখন তার পিছনে ফেউ লেগেছে। মাটির ছোট পাঁচিল, সামনে এসে দাঁড়াল। এদের কুকুরটাও ডেকে উঠল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—সে দেখে, অদূরে মনসা গাছতলে একটা দক্ষিণারায়ের মূর্ত্তি, কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ! সে ডাকল—

'ডুমনী ! ও ডুমনী !'

'কিরে—কে—'

'আমি টুলটুলীর আলম, শাজাদের বেটা আলম—আলম'

'কি খবর', একটা রোগা মেয়েছেলে বেরিয়ে এল ; সকালে সর্ব্বাঙ্গে উল্কী দেখা যেত, দেখলেই মন মানে কিছু ভেল্কী জানে, জানে বৈকি, বুড়ো বয়স চোখে কাজল—'কিরে—আস্ ভিতরে আস্'।

আলম দাওয়ায় উঠে তাকে তার কথা বললে, বুড়ী তামাক খেয়ে কল্কেটা তাকে দিয়ে বললে—'তবে আমি কি করব—বল্ ?'

'আমারে এমন এমন একটা ওষুদ দে, যাতে—মনের সাদে ভিক্ষে করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারি—বউটাকে খাওয়াতে হবে, একটা চোখ আছে—পয়সাকড়ি কিছুটি নেই কিন্তুন্ রাখ ডুমনী।'

'আচ্ছা কাল আসিস্—তোর যখন এমোন হাল তুই পয়সা না দিস্—'

'আজই দাও—কাল আমি আর এদিকে আসতে পারব না—'

রাখ ডুমনী কি সব গাছগাছড়া বার করলে—আলমের ঔৎসুক্য, চেনবার চেষ্টা—একবার সে বাইরেও গেল। আলম অন্ধকারে একবার আঁতকে উঠছিল। কিন্তু তাকে কে যেমন ধরে রেখেছিল। ঔষুধ তৈরী হয়, শিলটা ঘড়ঘড়, ডুমনী ওষুধ বাটে। খোলায় ওষুধ নিয়ে আলমকে সামনে বসিয়ে, সে বিড়বিড় করে কি বললে, বললে, 'তোর নাম ?'

'শাজাদের বেটা আলম'।

চোখে তিন বার ফুঁ দিলে, বললে, 'খা…'

আলম খেলে। ঝল্সানো লঙ্কার ঝাঁঝে সে আউরে উঠল, ডুমনী আলোটা তার সামনে এনে আঙুল খাড়া করে বললে, 'কটা আঙুল, বোল্ কটি আঙুল ?'

আলমের দেখতে চেষ্টা, দুচোখই তার বাঁ চোখ হয়েছে, বাঁ চোখে ছিল এতাবৎ অন্ধকার। বললে, 'দেখতে পাচ্ছি না—'

'হামার ওষুদ—বল এটা কি ?' গোটাকতক ধান ছিল—'ধানরে বেটা (ধানের রঙ হলুদ না !) যা তোর খুব ভিক্কে মিলবে, বাবুদের দয়া হবে—'

'আমায় পৌঁছে দেবে কে—রাখ ডুমনী মা আমার—'

'সে ভাবনা নেইক্, বদনীয়ার বাপ যাবে, চৌকীদার', সে ওখান থেকে ডাকলে, 'হে-বদনীয়াগে, বাপকে বল্ একটি অন্ধাকে হাটখোলা পৌঁছে দেবে।'

টীউবওয়েলের শব্দ আসে, এটা কি টুলটুলী ? বাবুরা হয় সজ্জন। টীউবওয়েলের কলের শব্দ আসে, কে যে যেমন জল নেয়, এটা কি টুলটুলী ! ছ-আনির বাবুরা সজ্জন।

'দেখ বউ—এবার ভিক্কে মিলবে রে—আমি রাখ ডুমনীর ওষুদ খেয়েছি—জমি গেছে তাতে কি—খাবার আর ভাবনা নেই—ভিক্কে পাব রে আমার উপর সবার দয়া হবে রে—' এখনও তার গলায় লাঙলের শশ্বর, গলার আওয়াজে আওয়াজে।

বউ খুসী হয়েছিল।

—চতুরঙ্গ। কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৫৫

মল্লিকা বাহার

আয়নায় এখন ; আঁচল দিয়েই মুখ সে মুছে, এবার যথাযথ প্রতিফলিত, এবং অতীব স্পষ্ট। যদিও যে ছোট এ আয়না ; তৎসত্ত্বেও আবক্ষ দেখা যায়, যখনই যেখানেই ঈষৎ ফাঁক সেখানে সেখানে দীন ঘরের, স্যাঁতসেঁতে ঘরের এটা-সেটা। যথা তোরঙ্গ যথা ছেঁড়া মাদুর যথা পিতলের কাঁসার অকেজো তৈজসপত্র ; এসব আয়নায় আসে, আর আসে জানলার মুখোমুখি অন্য জানলাবহির্গত উর্দ্ধগামী বিপুল ধোঁয়ার চরিত্র—আয়নার গভীরতা, আয়নার অন্তরীক্ষ শূন্যতাকে পরিপূরণ করেই ; এই সত্য। এখনও মল্লিকার আবক্ষ, সে আপনাকে আর এক ভবিষ্যৎ থেকে অদ্য নিরীক্ষণ করে ; কেমনধারা মুখটা হয়ে আছে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা, অথবা পুরুষোচিত ক্লান্তি এখানে সেখানে। আয়নার সাক্ষাৎ নীচেই ব্রাকেটে, ওটা পাউডার এটা কাজল এটা এসেন্সের শিশি তাতে শুধু স্বচ্ছতাই, তেল-টসটস ফিতে, কিছু কাঁটা—এ সকলই সদ্য মৃত কোনজনের ঔষধের সমারোহ বা ; আর যে, এই পুরুষোচিত ক্লান্তির ক্ষেত্রে এসকল যে, ম্রিয়মাণ, নিষ্ক্রিয়।

এবার মল্লিকা আরবার সাহস সহকারে আয়নার প্রতি চাইল, সেখানেই সে। সে যেন অন্য কেউ আর। এ যেন তার সে উরল বক্ষদ্বয় নয়, যেন এ কেশসম্ভার আর কারও, আর অন্য কারও। আজ সকালে, আজ খাবার পরে দুপুরবেলা যে, এই তো যে তুফান ছিল, সে তুফানের কণামাত্র কেন যেমন নেই। তার বাবার বাঁশচলা কাশির আওয়াজ এবং মায়ের শতচ্ছিন্ন নোংরা কাপড় এবং দুজনের অকাল বার্দ্ধক্যে যে তুফানকে, অপরিসর উঠোনের টোকো গন্ধ বালিখসা দেওয়ালের ঝুল যে তুফানকে কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি, এখন কিরূপে একভাবে তা যেমন ছিল না এমতই মনে হয়। মল্লিকা আয়নায় অথবা এও হয় যে আয়না মল্লিকায়ে।

চিঠি এল। দুপুরবেলাকার এটুকু সময় সেইটুকু সময় অধিক মোহের। বহু বহু দূরে প্রাক্তন সময়ের অন্তরে সহজেই নিমেষেই যাওয়া-আসা এবং যে তদানীন্তন সময়ের সকল অস্তিত্বের সঙ্গ হয়, সেখানকার ফুল আজও তেমনই নবীনা এমনও যে তেমনই গন্ধবহ, তারা গায় গায় লাগে। এবং যে ঘুমায়নি সে হয় মল্লিকা, তখন যখন সে এমত একটি নিবিড় অনুভবের মধ্যস্থ, যে সে মল্লিকা এরূপ এক আরামের আধারে ; চোখের পাতা বন্ধ অন্ধকারের মধ্যে কে যেমন তার নাম সুর করে করে পড়ল—এরপর তারই বুকে, আদ্‌খোলা বেশখোলা বুকে কিসের ঘা এখন লাগল। মল্লিকা চেয়ে দেখল, হরি। বুকের দিকে কোনমতে, চাইল, আর যখন, অচেনা বস্তুর মধ্যে একটি গুরু খাম। এবার কোনমতে একভাবে হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে বসল, তখন যখন সে এই ভাবে বসে, তার বুকের কাপড় কোলে, কোল বেয়ে সে কাপড় মাটিতে লুটায়। ইতিমধ্যে শুধু হাত দিয়েই চুলের গোছ অদ্ভুত করে ধরে অনায়াসে ফাঁস করলে, মল্লিকা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সম্মুখে চিঠি।

ইতঃপূর্বে এ নয় যে সে চিঠি কখনও পায়নি। অবশ্য সেই সকল চিঠি অন্য, সেই সকলের ঠিকানার ছাঁদে চিঠির সকল পাঠ উপচে থাকেই চিঠি না খুললেই বা ! প্রায় চিঠিই তার মায়ের নামে, ফলে তখন তখন সে পড়ে মা শোনে। বন্ধুদের চিঠি, চিঠিতে লেখা প্রায় প্রায়ই,"এবার এটি (ছেলে) হতে কোন কষ্ট পায় নি", মল্লিকা সেই সূত্রে ভাবে সারা জীবন কষ্ট পাবে বলেই ভগবান ওই কষ্টটা আর দেননি। এ চিঠির খাম আর এক, রঙ আলাদা। টাইপছাঁদে লেখা নাম, যে এ সকল অক্ষরে ন্যাজে গোবরে জীবনের কোন পাঠ অস্পষ্টতও নেই কোন কিছু নেই। মল্লিকা এখন সন্তর্পণে চিঠিটা খুলে।

দুহাতের উপরিভাগে চিঠি, যখন তার অক্লেশে অবহেলায় বাঁধা খোঁপা আবার ধসে গিয়েছে, আর দুহাতের মধ্যস্থে যা যেমন বিষপাত্রই। তারের জাল দেওয়া জানলা ভেদ করে তিনটের রোদ। মল্লিকার এমনধারা বসে থাকা কেমন যেমন, ক্রমাগত কি এক ভাবান্তর ! একবার এক-আশ্বাস : দুবেলার হেঁসেল, একটা ঠিকে ঝি রাখা যেতে পারে ; যে এমন, বাপের জন্য অন্তত ভাতের পর দুটো সিগারেট ; আরও, রুইমাছের কালিয়া খেতেও সাধ আছে। ধোপাকে কাপড় দেওয়াও যাবে। এখন যেখানে এসেন্স সেদিকে চায়, মনে হয় এ প্রয়োজন মিটবে বা, কাতাদড়ির আলনার পাট উঠিয়ে নিশ্চিত একটা ব্রাকেট। এই আশ্বাসের পরই হতাশার ঝাপটা ; কিসের কারণেই বা এ হতাশা তা তার ঠিক ঠিক জানা নেই। তবু এ হতাশা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে যে এই যথার্থ যে, সেই সেই হতাশা—জীবনের যত অপ্রয়োজনীয় অহেতুক কোণ বহি আসে, ক্রমে তার প্রতি আসে। এ বুঝি, কভু বা মনে হয় উর্দ্ধ আকাশ থেকে, কভু বা কোন বাগানের মধ্য হতে ; কিংবা ফাঁকা রাস্তার নির্জ্জনতার উপরে যখন বৃষ্টি হয় গাছের রঙ তখন আবছায়া—সেখান থেকেই হয়। মল্লিকা কখন যে এ সকল কিছু দেখেছে তা সে জানেই না, অন্য লোকে তো নয়ই। লোকে ভাবে মল্লিকা হয় এতকাল শুধু দাঁতই সংস্কার করেছে, এ কারণে যে তার দন্তপাতি অতি মনোহর। ফলত এবং কখন যে তার রক্তে রসে এ সকল দূরাগত দৃশ্যগুলো মিশেছে সম্বন্ধ হয়েছে কে জানে ! যৌবনের জীবনের অনেক যা-কিছু ওই সকলের হাতেই সে জমা করে দিয়েছিল, ওখানেই হেতুহীন গোপনতার মধ্যেই ব্যাঙের আধুলি। হতাশ এ কারণে যে যৌবনের সবটুকু সব, নিশ্চিতই অযথা হবেই।

যদিও যে এপারের লঙ্কা গাছ রাঙা, দুপুরের রোদ ভারী মিঠে, ছ্যাকড়া গাড়ীর শব্দ আর ফোড়নের গন্ধের সমঝদারী করার সময় যখন যেমন সে কখনই পাবে না ; তেমনি অন্যপক্ষে তাকে লক্ষ্য করার সময় নেই, সে আর আইবুড়ো মেয়ে থাকবে না কখনই, চাকরে হবে। ম্যাগো চাকরে ! এতটুকু মান তাকে আর কে দেবে যেহেতু সে চাকরে সেইহেতু ; তার আঁচলটা যদি দৈবাৎ কারো মুখে লাগে কতটুকু স্পন্দন জাগবে তাতে করে ! হাতের খবরের কাগজটা দিয়ে সরিয়ে আবার আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে লোকটি—যুবকটি। এরাই, অন্যপক্ষে তারা যারা সাগ্রহে গৃহস্থ কর্মরত মেয়ের দিকে হাপিত্তেশে চায় ! এরাই অন্যহাতের ইলিশের দিকে, অন্যহাতের ফুলকপির দিকে, এমনও যে অন্যহাতের ভাঁজকৃত খবরের কাগজের দিকে চাইবে তবুও ভুলক্রমে চাকরে স্ত্রীলোকের প্রতি চাইবে না। তাকে, মল্লিকাকে, কাল পরশু থেকে আর তেমন ভাবে কেউ আর দেখবে, যদি বা দৈবাৎ, তাহলে সেই চাহনির মধ্যে যে সম্বন্ধযোগের চিহ্ন নিশ্চিত থাকবে না। গ্রাম্যরা যে চোখে পাথরে কোঁদা যক্ষিণী দেখে থাকে, এ দেখা হয় সেই দেখা।

অদ্যই সেই শেষ দিন। যেহেতু কাল সে, এত সময়ে অফিসের কাজে ব্যাপৃত, সমস্ত সনাতন জগৎ আর মল্লিকা কোথায় ; বিদায় নেবার কাল এবার। তেরো চৌদ্দ বছর বয়স থেকে আজ প্রায় ন-দশ বছর যে অনুভব নিয়ে কাটিয়েছে সেই অনুভব সোজা ফেলে দিতে হবে, যেমন চিরুনিতে জড়ানো ছেঁড়া চুলের গতিই, তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু পাকিয়েই, তিনবার থু থু করে এখন জানলা গলিয়ে ফেলে দাও। যে তার এত বুকভরা ভালবাসা তা অযথাই হয় ; আগামী কাল থেকে আর কেউ, একথাই যে, তাকে আর তেমন ভাবে দেখবে না। অনেকেই বলে, সে শাড়ী পরতে জানে না, শুধু সে কেন তারই মত যখন আর আর যাদের অবস্থা, তারাও জানে না ; যদি সুযোগ হয় তবে দেখব, শাড়ী যে গায় তোলা যায় একথা বিস্ময়ের, কেননা যেহেতু সে শাড়ী হয় শতচ্ছিন্ন, জীর্ণ এবং আরো যে অতি অধিক তা নোংরা। সেইভাবেই সেই শাড়ীর মধ্যে থেকেও কত সুন্দর লাগত তাকে—তা বোধ করি অন্য অনেকেই জানত, সে তো জানতই। যদিও যে, হাতে আঁজলা করে জল নিয়ে আপন মুখ দেখার—আর পাঁচটার মত বাতুলতা তার ছিল না ; তবু সেটুকু সত্য সে জানত। অদ্য তার মনে হয় সেটুকু না জানলেই বা কি হত—চাকরিই যদি তার বরাদ্দ এমন তখন ! এততেও তার মনটা কোনরূপেই সায় দেয় না, তার আপনকার এ ক্ষতি কোনক্রমেই মেনে নিতে ইচ্ছে হয় না ; কেমনে বা সেভাবে যে আর কোন অর্থ নেই, শুধু চাকরেই, শুধু মাত্র জীবনবীমা করা ছাড়া অন্য কোন মহৎ কিছু করার নিজের জীবনের কারণে থাকবে না। এ ব্যতীত যে সে আর কি করে।

তবু মন আছে আছে করে ওঠে এখনও। কুমারী বলে তাকে গ্রাহ্য করবে না, একথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিবার মনে হয় অথচ মন মানতে চায় না, কত ছেলেই তাকে ভালবাসতে পারত সেও পারত—কিন্তু কোনক্রমেই হয় লজ্জা কারণে অথবা অন্য কোন কারণে তা ঘটে উঠেনি। এখন সকল কিছু কথা কোণঠেসা করছেই। ছি ছি কি ভুলই হয়েছে। অন্তত শিশিরকে। বেচারা কি মার খেয়েছিল, শিশিরের বাপ শিশিরের হাড় গুঁড়ো করে দিয়েছিল, প্রায় দুদিন খেতেই দেয় নি। শিশির মল্লিকার সঙ্গে প্রায় খুনসুড়ি করত, তখন মল্লিকার বয়স তেরো চোদ্দ হবে, তখন ওরা দর্জ্জিপাড়ায়। একদিন ঠিক দুপুরবেলা, ছাদে ; হঠাৎ শিশির মল্লিকার ছোট দুটি স্তনে হাত দিয়েছে, মল্লিকা চমকে উঠেছে, সে কথা স্মরণে সে চমকে উঠল, ছাদের কোণে ছিল রাধুর মা, তার চোখ এড়াল না। মল্লিকা রাধুর মাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠে 'অসভ্য' বলেই, বসে পড়ে কাঁদতে লাগল। এখন কোথায় বা শিশির, সে এম-এ পাশ করে মাস্টারি করে, শরীর তার বড় খারাপ।

আরও কত, তাদের কলেজের অঞ্জনার ভাই সেও তো তার প্রতি কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, অন্যপক্ষে সে শুধু ক্রমাগত ভয়ই পেয়েছিল, অভিজ্ঞতাবশত নয়, এমনি। এমন করে যদি বিশেষভাবে ভাবা যায় দেখা যাবে চার পাঁচজন এসেছে বেশ কাছে, আরও কাছে—যখন এমন সম্বন্ধ হতে পারত যা আর কাছছাড়া করার নয়। তখন যখন সে আপনকার অজানিতেই একথা ভাবে, তখনই যেমন তার খেয়াল হল, হিসাব দেখলে অদ্যও সময় তার আছে।

সম্মুখ আয়নার সম্বন্ধ সে খোয়াবে এ কথা অসম্ভব মিথ্যা বই অন্য না। কতক মনে এখনও এ মুহূর্ত্তে সে দেবীরূপে আদরণীয়া—নিশ্চিত। এ শুধু আয়নার সম্বন্ধযোগে সে জানে, যে সে মল্লিকা আর পিছনের অমরতার মধ্যে এতটুকু বৈষম্য কোথায় বা। এ অমরতা যেমন সাক্ষাৎ সে-ই, শুধুমাত্র সত্য এই হয় যে, পোশাকের ভেদ, কালের ভেদ এছাড়া তাছাড়া অখণ্ডই একই। তবে যখন অফিসের পথে যেতে চটি ছেঁড়ে, সেটি ঘাড়গোঁজা মুচির সামনে এগিয়ে দিয়ে দাঁড়াবে, মুচিটি একটা টাঁউস জুতো এগিয়ে দেবে—তাও ডান পায়ের জুতো বাঁ পায়ে পরতে ! মল্লিকার এখন সাজ শেষ হয়েছে, তখন সে আয়নাটাকে মুছল নিজেকে একটু দেখে নেওয়া।

মল্লিকার মা ইতিমধ্যে ছাদের কাপড় তোলার পথে পাঁচটা বৌ-ঝিকে এ খবর দিয়েছে, দোতলার ফোকলা বৌটা এখন এসেই, সদ্য সাজা মল্লিকা, জড়িয়ে ধরে বললে, 'খাওয়াতে হবে মাইরি।'

এরপর তারপর মল্লিকার প্রতি দেখে বললে, 'এতেক ভাবন কেনে গা ! এত ঘটা করে বার হওয়া কোথায় গা, বন্ধুদের খবর দিতে বুঝি !'

'হুঁ !'

'উঁঃ হু প্রাণনাথের ফেরে !'

ফোকলা মুখের 'প্রাণনাথ' কথাটি বেশ মিঠে, মল্লিকা এ কথায় হাসল। কিন্তু তাকে বলতেই হল—'হ্যাঁ প্রাণনাথ আমার জন্য বাঁশীতে ফুঁ মেরে মেরে আর দিশে বিশে পাচ্ছে না।'

এ ফাঁকে মল্লিকার মধ্যে খেলে গেল ; যদি আনা চারেক পয়সা চায়, ঠন ঠনেতে পাঁচ পয়সা ; এটা-সেটা আর অফিসের ট্রাম ভাড়া। যখন সে একথা মনে গণে, ফোকলা বৌটা বলে উঠল, 'চলি ভাই।'

যখন মল্লিকার কষ্ট হল, কিন্তু আনন্দের যে সে হাঁফ ছাড়ল। মহা ছেঁচড়া মেয়েটা, যে তার সাবান চুরি করেছে বলে কি নওলা দওলা করলে, সাবান মল্লিকা চুরি করে নেয়নি, বরং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে চুরি করে মেখেছিল। অবশ্য তা দোষের, কিন্তু ভাববার, চুরির সঠিক অপরাধ হয় কি ? মল্লিকা যখন বৌটি চলে গিয়েছিল, তখন সে মনস্থ করে যে সে ঠনঠনেতে প্রণামই করে আসবে। পূজা হবে পরে। সে ঘুরে আয়নায় আবার একবার এক্ষণে আপনাকে দেখল।

ঠনঠনেতে যখন সে দাঁড়াল তখন মনে হল, বাড়ি ফিরে যাই। সম্মুখে দেবী-প্রতিমা, অন্য দিকে আপনকার ত্রস্ত মন আর পিছনে অথবা পার্শ্বেই হাজার চাকাচল রাস্তা। এতাবৎ যে ক্ষমতায় এতদূর সে এসেছে সেটুকু দেখা গেল সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু এর পরবর্ত্তী যা ছিল মনে অর্থাৎ আপনকার বাসনা, যে সেই কে সম্পাদনা করার মন যেমন আর নেই। এতদিনের তিল তিল না-পাওয়ার, অভাবেরই দুঃখ দিয়ে সে চৌকাটে মাথা ঠেকালে, সে ঘাড় ফিরিয়ে দূরে রাখা চটিজোড়ার দিকে চাইল, সে জোড়া সেখানেই তেমনই। ভগবানকে মল্লিকা মাথা নত করে ধন্য ধন্য করে, যে আর রসোমাছ রসুন দিয়ে খেতে হয়ত হবে না। শাড়ীটা আবার মিলিয়ে নিলে, রাস্তায় আবার নামলে, নিজেকে যখন সে ছি ছি দেয় যখন সে ছেলেমানুষী ছাড়া আর কি বলে তখন তখন রাস্তায় চলে। তারপর চলতে চলতে এক বাড়ির দরজায়।

কড়া নাড়ার শব্দ শ্রবণেই সে অসম্ভব মুষড়ে পড়ল, ঢেলে গায় যেমন জ্বর। যদিও যে কড়া সে নিজেই তখনও নাড়ছে। যদি এমত সম্ভব হত তার মুখমণ্ডল ঠাওর করা যেত, তখন তার মুখমণ্ডল আরক্ত, চক্ষুপদদ্বয় কম্পমান আর সে বেপথুমতী। বাড়ির ভিতর হতে গলার আওয়াজ এল, 'কে—এ্যাঁ।'

'আমি' এ উত্তর দিতে তাকে যেমন হাতব্যাগ হত[illegible]তে হবে এমত, এখন সে চুপ। কার্য্যপরম্পরা তার চোখে পড়ে, ইতঃপূর্ব্বে কখনও সে আপনাকে এভাবে লক্ষ্য করেনি, ভিতর দিকে খিল খোলা হয়, তার শব্দ আসে। এরপর দরজা দুহাট। একটি লোক। এ লোকটির গায় কোনমতে কোঁচার খুঁট, যখন হাতে একটা আধ-খাওয়া রুটি যখন মুখেও খানিকটা আছে, লোকটি সেইভাবেই বললে, 'আরে এসো !'

দরজা খোলাই রইল।

এখন ওরা ছোট একটা দালানে ; একটি লণ্ঠন, তার আলোতে একটি বাটি এক গেলাস জল, লোকটি বোঁ করে গিয়ে উক্ত বাটির সামনে গিয়ে বসল এবং মল্লিকাকে বললে, 'তুমি ঘরে বোসো, আমি আসছি। মা নেই।'

বেচারী মল্লিকা সে ঘরের চৌকাটের সামনে চটি খুলে ঘরে ঢোকার পূর্ব্বে আবার ঘাড় ফিরিয়ে, রুটিব্যাপৃত লোকটিকে দেখলে, লণ্ঠনের আলো লাল, মুখটা তার কাঠবৎ নড়ে নড়ছে। রাত্রের ঘড়ির শব্দ যেমন কেমন এখানে লোকটির রূপও তেমনই। মল্লিকার আপন মুখমণ্ডলের যে রক্তিমতা তা ক্রমে থেমেছে তবে বুকে তেমনই হিম অনুভব এক্ষণেও আছে। ঘরে সে প্রবেশ করল ; কিন্তু যেমন অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, ওখানে ইঁট তোলা জানলা বরাবর খাট, কয়েকটি বালিশ, একটা বাজে কাঠের দেরাজ তার উপরে নানা কিছু, ঘড়ি ক্যালেন্ডার রকমারি ঝিনুক, একটি টিনের বাক্স। এপাশে আলনা, একটি চেয়ার আর একটি চেয়ার, কয়েকটি বাক্স ঢাকনা দেওয়া। অজস্র আসবাব। ঘরের চতুর্দ্দিক দেখার পর মল্লিকা একটি চেয়ারে বসে পড়েছে। ফুল-দেওয়া ঝালর-দেওয়া হাতপাখা দোলাচ্ছে—এখন গরমকাল, ফাঁকে ফাঁকে সন্ধ্যার হাওয়া। গলি বেয়ে পদশব্দ, কখনও ঘুঘনি আলুরদম। সহসা মল্লিকা বলে উঠল, 'আমি উঠি—'।

'এই যে হয়ে গেল', বলে কোঁচার খুঁটে লোকটি মুখ মুছতে মুছতে এখন ঘরে ঢুকল, দরজার মাথা থেকে গামছা নিয়ে আবার মুখ মুছলে, পরে বললে, 'তারপর—আমি আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাস্তায় কিছুটি খাই না বুঝলে, আর পয়সাই বা কোথায় তাই—তা তোমায় অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখা হল তো' বলে বালিশের কোণে নভেলের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাইল, হাত দিয়ে বইটা টেনে আপনার কোলে আনলে।

মল্লিকা এবার বুঝলে সে অত্যন্ত অসভ্যভাবে লোকটির দিকে চেয়ে আছে যখন সে মাথা নামালে, মল্লিকা ক্ষণিকের অস্থিরতা ভেঙে আবার তার দিকে চাইলে।

লোকটি বললে, 'দেখ না মা আবার কোথায় গেছে, পাশের বাড়িতে চাবিটা দিয়ে কোথায় যেন গেছে—পাড়া বেড়াতে আর কি।' বলে একটু হাসলে।

মল্লিকা পাখা একটু চালাবার চেষ্টা করার সঙ্গেই বললে, 'কোথায় গেলেন আশ্চর্য !'

'বলে কে, আবার নতুন উপসর্গ হয়েছে, আমার জন্য মেয়ে দেখা'—বলেই লোকটি হাহা করে হাসলে। লোকটি কথা বলছে যখন মল্লিকা তার দিকে অপলকনেত্রে চেয়ে শুধু এ কথাই তার মনে হয়, এ লোকটি অনেক বদলে গেছে। একই ভাবে লোকটি অনেক কাল এ জগতে বাস করছে অথবা, ঠিক এমত সময় শোনা গেল—'ভোঁদা বাড়ি এলি'—বলতে বলতে কদম ছাঁটা গিন্নী দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, তর মুখে চোখে দেরাজের উপরস্থ আলো কিয়ৎ পড়ল, এবার গিন্নী মল্লিকে দেখতে পেলেন, 'ওমা বুড়, কতক্ষণ—'

মল্লিকা গিন্নীকে দেখেই ঈষৎ জড়সড়, তার মুখের রক্তিমতা আবার দেখা দিল, কেননা তার কিছু এক স্পষ্ট অভিসন্ধি ছিলই—তা যেমন বা আরও স্পষ্ট, ঘরের এ অল্প আলোতেও। মল্লিকা কোনক্রমে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলবে কি যে বলতে বললে, 'এ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম আমার—'

'তা বেশ বেশ, তোমার মা কেমন, বাবা ?'

'সবাই-ই ভাল...অনেকক্ষণ এসেছি।'

'বোসো বোসো চা করি—আয়ে আয়ে' বলে গিন্নী তাকে নিয়ে দালানে একটা আসন পেতে দিয়ে বললেন, 'বোসো।' মল্লিকা আড়চোখে দেখলে ঘরের অভ্যন্তরে—সেই লোকটি দেরাজস্থিত আলোটাকে নামালে, ঘরের আসবাবের ছায়ার ওলটপালট হল, কেউ কেউ এতে করে গাঢ় হল, লোকের হাতের ছায়াটা, স্পষ্টই দেখলে, প্রকাণ্ড বিপুল। লোকটি শুয়ে পড়ল এবার, 'আঃ' একটা আরামের শব্দ—এই বোধ হয় শীৎকার ! এমতই ; তারপর নভেলটা মেলে ধরল মুখটা আর দেখা গেল না। এমত দৃশ্যে মল্লিকা যেমন তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল, সে আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকতে চাইল না। অনেক সময় সে ও লোকটি দিয়েছিল, লোকটি যেমন কেমনধারা হয়ে গেছে।

গিন্নী বলছেন, 'ভোঁদা আমার কোথাও যায় না, অফিস আর বাড়ি ব্যাস।'

মল্লিকা তাকে বাধা দিয়ে তখন বললে, 'আর দেরী করব না মাসীমা দেরী হয়ে যাবে' বলেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, একটু উচ্চকণ্ঠে বললে, 'ব্রজদা চললুম।'

লোকটি, ব্রজদা, তেমনই শুয়ে, বললে, 'আচ্ছা আর একদিন এসো...'

মল্লিকা অন্ধকার আর গ্যাসের আলোর মধ্য দিয়ে একটা একটু বড় রাস্তায় যখন পড়েছে এখন তার আপন মনের দিকে চাইবার ক্ষমতা, তার তিলেক ছিল না এমতই। মন তার এতে করে এত বেশী ক্ষুব্ধ তা যাবৎ না স্পষ্ট আলোতে দেখা যায় তাবৎ বুঝার উপায় তার নিজেরই ছিল না। অসম্ভব তীব্র এ অভিজ্ঞতা, ব্রজকেই তার ভাল লাগত, আর সে কিনা এমনধারা হয়ে গেছে, এ তার যদি কোনক্রমে জানা থাকত তাহলে একথা নিশ্চিত যে সে কখনই সে সেখানে যেত না। মল্লিকা কি চেয়েছিল, চেয়েছিল যে ব্রজ তাকে একবার দেখুক—ভাল করে দেখুক, বাঁ হাতের উপর হয়ত বা হাতখানি রাখতে পারত। একথাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মল্লিকার মনে পড়ল, আচ্ছা ব্রজদার মা-র কি কিছু তাকে দেখে মনে হয়েছিল ? কে জানে !

কিছুই তো নয়, একটা লোক এবং তার দৈনন্দিন কার্য্যপরম্পরা আর এক মানুষকে কিভাবে আঘাত করতে যে পারে তা মল্লিকার আপনারই ধারণার বাহিরে ছিল । ব্রজ, তার এই ধারণা ছিল তাকে ভালবাসত বা ভালবাসতে পারত । মেয়েমানুষকে যে ভালবাসতে হয় লোকটা যেমন এই সাধারণ কথাটুকুই জানে না । লোকটা, ব্রজ, যেমন তার বাবা কাকা ভাই অথবা কোন গুরুজনের মতই ভাব করলে ।

মল্লিকা ব্রজর এমত উদাসীন ব্যবহারে অত্যন্তই আহত হয়েছে, সে নিজে যখন সকল কিছু ভাব প্রকাশ তো করেছিল, এই হার তাকে বড় পীড়া দেয় । এখন কোথায়ও মল্লিকা আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে—তার চাই কাউকে কোন ব্যক্তিকে । এখানে রাস্তায় একটা ছোট অন্ধকার সেখানে সে যেমন দৃপ্তভাবে দাঁড়াবার সাহস পেল, একদিকে বাড়ির রাস্তা অন্যদিকে আনন্দদের বাড়ি ; আনন্দ সে ।

দরজাটা খোলাই ছিল, ব্রজদের বাড়ির থেকে এ বাড়িটা বড়, একটু অবস্থাপন্ন । দুবেলাই রান্না হয়, কয়লা বাঁচাবার ফিকির নেই, গুলের চলন নেই । মল্লিকা দালানে ঢুকতেই দেখলে তোলা উনুনে টগবগ করে ঝোল ফুটছে, তার গন্ধ আসে, নূতন পটলের গন্ধ আর বাগদা চিংড়ির স্বাদ সমস্ত স্থানটি ভরে আছে । মল্লিকা দেখলে, ঘরে একটি লোক আয়নার সম্মুখে সবেগে চুল আঁচড়াচ্ছে, পাশে একটা ছোট মেয়ে, ও পুঁটি । আনন্দর মা সেই ঘর থেকে দালানে আসতেই মল্লিকাকে দেখেই—'ওমা বুড়ু, কি খবর রে—বোস বোস ।'

'এই এলুম ।'

এখন আনন্দ আয়না থেকে ঘাড় ফিরিয়ে মল্লিকাকে দেখে মুচকি হাসলে, বললে, 'কি খবর ? বোসো ।'

মল্লিকাকে বসতে দিয়ে, আনন্দর মা একটা কাঁসিতে ঝোলটা ঢেলে রাখে, হাত ধুয়ে, একটা কেটলিতে একটু জল চাপিয়ে দিয়ে এবার মুখ তুলে বললেন, 'বল্ শুনি—তোর মা কেমন আছে, বাবার হাঁপানি ?'

মল্লিকা আনন্দর মাকে একবার দেখলে, তার ভাল লাগল । ঠিক এমত গৃহিণী হতে তারও সাধ হয়, বেশ পরিপাটি বেশ কর্ম্মপটু । আদরযত্ন বাকি বকেয়া থাকে না । মল্লিকা আস্তে আস্তে সকল প্রশ্নের উত্তর দিলে । এরপর আনন্দ তার সাজ হয়েছিল, সে এসে দাঁড়াল, বললে, 'চলি মা ।'

'সেকি রে চা খাবি নি, তোর জন্যেও তো চা চাপিয়েছি ।'

'না দেরী হয় যাবে ।'

'আচ্ছা তাহলে যা, আর কাল সকালেই আসিস, না হলে উনি কিন্তু বড্ড রাগ করবেন, আর বৌমাকে হাওড়া থেকে একটা ফিটনে করেই আনবি—'

'ট্যাক্সি—'

'না না ট্যাক্সির দরকার নেই ।'

'আচ্ছা ফিটন একটাকার মধ্যেই হবে ।'

মল্লিকা এমন যেমন সে বেয়াকুব । যে সে ভালভাবে আনন্দের দিকে চাইতে পারল না, কবে তার বিবাহ হল, করে তার চাকরিই বা হল ! আশ্চর্য; হাত-কামড়ানো-বেদনা তার মধ্যে যেমন অস্থির হয়ে উঠছে । চোখ যখন তুলল তখন, তখন দেখলে এক কাপ চা, ধোঁয়া ওড়ে । এইটুকুই । তার আপনার প্রতি অতি ক্রোধ জন্মায় । বারবার বলছে, সে কি এতকাল মরেছিল । ব্রজর দাঁত-বার-করা হাসি আর আনন্দের কার্ত্তিকবেশে শ্বশুরবাড়িযাত্রা দেখার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যই এতকাল যৌবনের সকল সৌন্দর্য নিয়ে বসে ছিল।

'কই খা ?'

'খাই মাসীমা' এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এবার তার জ্ঞান হল যে সে বুক ফেটে মরে, এ কণ্ঠস্বর হয় তারই যার বুকে পাথর বাধে। কত অসহায় সে, সে বুঝতে পারলে যে অদ্যই সনাতন পৃথিবীর সঙ্গে সকল যোগ ছিন্ন হবে, নিজের কাছে আপনার একটি মূল্য ধরে দিতে চাইছে সত্য, কিন্তু একথাও বুঝলে বড় কালবিলম্ব হয়েছে। যে অনুভবের দামে সে সারা জীবনটাকে পেতে পারত, কল্য আর পাবেই না। ভাল, কিন্তু যে সাহস আজ, এমন সাহস তার ছিল কোথায়, গতকাল তো তার প্রেমের নামকে চমকে উঠে শোনাই তো ছিল তার ধারা। মানুষের চাহনি আর হিংস্রতাকে ভিন্ন করে দেখেছে কি !

অ্যামহার্স্ট স্ট্রীটের রাস্তা, ছোট পার্কটা অনেক ভীড়, কাঠে কোঁদা ছবি এমত। মল্লিকা ভাবলে রাস্তার এই গাছটির তলে দাঁড়াই, সে দাঁড়ায়। আঁচলটা তার চোখে চাপতে ইচ্ছে করল, এ কারণে যে তার হারটা সম্যক সে বুঝেছে। এও শুনেছে—লেখার মত সেও শ্যামবাজারের মোড়ে চপ ভাল, হ্যারিসন রোডে আগ্রার ডালমুট পাওয়া যায়, আমড়াতলায় ভাল লসীর খোঁজ রাখবেই। চপটি ব্যাগের মধ্যে নিয়ে নির্জ্জন পার্কে দাঁড়িয়ে বা বেঞ্চে বসে গপগপ করে খাবে, কোকিলের গান আসে, হাওয়া আসে, শীতলতা, সে সব ভ্রূক্ষেপ করবে না, চারিদিকে চেয়ে একটু কাপড় তুলে সায়া, সায়াতে হাত মুছবে।

অথবা বীণা যেমত স্বভাবের—কোথায় ব্রাসিয়ে (বডিস) পাওয়া যায় তার খোঁজ রাখে, হরেক রঙ, লাল, নীল—কোনটা আবার 'একোয়া মারাইন' । সায়া আর তাই পরে সন্ধ্যায় আয়নায় অনেককাল কাটায়। বীণা মেয়েটি সে হয় আত্মমগ্ন। মাসে তিনদিন অফিস করার যন্ত্রণা তা ওতে আছে।

কিভাবে একভাবে চেপে বসেছে যে, সবকিছু হারাচ্ছে, এ তার মনকে কেই বা বুঝায় ! রাস্তায় এমন ঘটনা নেই, লোক নেই মুহূর্তেই তার মনে হতে পারে সব ভুল।

'ওমা বুড়ু—মল্লিকা না ?'

'আরে শোভনাদি !'

'তুমি এদিক দিয়ে ?'

'আমার এক আত্মীয়র বাড়ি এসেছিলুম, রাস্তাটা বেশ ফাঁকা তাই ঘুরে যাচ্ছি, কলেজ স্ট্রীট বাব্বা দম বেরোয়—আপনি...'

বাড়ি চল না আমার...না না যেতেই হবে।'

শোভনার চোখে অন্য এক আলো এসে পড়েছে, তার চোখেমুখে দেখা যাবে পুরুষালি দীপ্তি, যে দীপ্তি, যে কোন রমণী যে সে ঘাটের পথে বাটের পথে চিকের আড়াল হতে দেখুক, ভাল এ দৃষ্টি লাগবেই। শোভনা এখন মল্লিকার হাতটা ধরে ফেললে, যদিচ হাতধরাটার কোন প্রয়োজন ছিল না। শোভনার স্পর্শের মধ্যে কেমন এক দিব্য উষ্ণতা, এ উষ্ণতা বহুকাল বয়সী বহুজন প্রিয়। মল্লিকার এ উষ্ণতা ভাল লেগেছিল ভারী ভাল লেগেছিল। বললে, 'চলুন।'

'চল না ছাদে বসি একটা মাদুর পেতে ?'

ভারতীয় চিত্রতে যেমত বিছানা তেমনিই এ বিছানা একটা বালিশ, ওপাশে দেওয়ালে অন্ধকার। এখানে আজ আধছায়া আকাশে চাঁদ আছে। মল্লিকা ওপাশে বসে কি কথা কইবে ভেবে পায় না, দুঃখের কথা ছাই আর কইতে ইচ্ছে হয় না।

শোভনা আর একবার মল্লিকার দিকে চাইল। মল্লিকাদেখা যেমন বা তার ফুরাতে জানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, গভীর অতি। শোভনার কানে দমকা আওয়াজ এল, ‘বেল ফু…’ শোনামাত্রই শোভনা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ‘একবারটি।’

শূন্য ছাদ, চারকোনা চারকোনা এক অনুভব ; উপরে আকাশে রাত্রি তদূর্দ্ধে শ্যাম নীলিমাই। মল্লিকার সমস্ত ক্লান্তিটা অথবা যে যাকে এতাবৎ আপশোস বলা হয়, ক্রমে এখন এই প্রতীয়মান যে যে তার আর নাই। এক্ষণে, আপনার শাড়ীটা ঈষৎ আউরে দিয়েছিলই, এলো করে দিয়েছিলই যেখানে যেখানে করার ছিল। তার মন সত্যই যথার্থ বাস্তব হয়ে উঠেছে, অন্য আর সময়ে—হয়ত এই মনই ফুলের গন্ধ কই জোনাকি কোথায় বলে ভারী অস্থির হয়ে উঠতই, এ সত্য তার জানা। এ কারণ এই, চিরকাল ভাল লেগেছে সোডাসাবানের গন্ধ অথবা ফোড়নের বাস, এর বড় ভাল লাগা তো তার আছে ! যথা তার জীবন আছে, যথা তার অমতার দাবী আছে। শোভনার এ ব্যবহার বড় আপন বলে মনে হয়, বহুদিনের শোভনাদি ! না তা কেন বহু যুগের শোভনাদি, গায়ের রঙ যার হালি মুগের মতই। মল্লিকা, আজ কেমন হয় যে সে শোভনার জীবন জানার প্রয়োজন বোধ করে। এখন শোভনা দরজায়, দেখা যায় তার হাতদুটি পিছনেই, আবদ্ধ সম্ভবত। গায় তার ব্লাউজ নেই—শাড়ীটা হাওয়া হাওয়া, মল্লিকা তা নজর করলে।

‘ভাই বড্ড গরম আর গায় জামা রাখতে পাচ্ছি না, বুড়ু তোমায় আজ খেয়ে যেতে হবে।’

‘সে কি না না—’

‘না না শুনবই না, যতবারই বলেছি ততবারই না না ; আজ খেতেই হবে’, বলা শেষ না হওয়ার আগেই শোভনা বসল। এবার কিঞ্চিৎ নিকটেই।

সদ্য ফুলের বিনীত গন্ধ এখন সমস্ত আবহাওয়া, এমনও যে বহুদূরে আকাশে নক্ষত্রে এবং গভীরতায় প্রভাব হানলে, আর এইখানে পুরাণের এক উদার স্বাধীনতার স্বাদ আনল যে সে ফুলের গন্ধ ছিল এমতই জোর। সে ফুলের শ্বেতরূপের সঙ্গে চন্দ্রালোকসসম্ভব কৃষ্ণময় সবুজতা, অথচ কোন কাঠিন্য নাই অথচ কোনক্রমে অশিষ্ট নয় ; একটি নদী ঝটিতিই ব্যগ্রভাবে নিমেষেই নেমে সম্মুখে এল—অঞ্জলিবদ্ধ ফুলসম্ভার, এ কারণেই, এর উত্তরে—যে নিশ্বাসপ্রযুক্ত মহিমান্বিত মরজগৎ যে সে তার লক্ষগুণে বর্দ্ধিত হয়েই, যুবতী যৌবনার সম্মুখে উদোম স্পষ্ট হয়ে উঠলই। এখন মল্লিকা এ ফুলের মায়ায় থ, বেবাক্। কোনক্রমে আপনার চক্ষুদ্বয় তুলে শোভনার চোখের উপর ধরলে, সেখানে যে হাসি পাথর হয়েছে সে পুরুষেরই এমতই। বাঁ হাতে, হাওয়াকৃত আন্দোলিত চুলগুলি যখন সে ঠিক করেছিল, আর আরও বিচক্ষণতা সহকারে মনটা সে ঠিক করতে চাইলে, এসময় শুনলে, ‘তোমার জন্য, নাও না তোমার জন্যে’—শোভনার গলা, রাতজাগা শেষরাত্রের গলার কিছু। অবশ্য অসভ্য অর্থও করা যেতে পারে। আবার সে বললে, ‘পরো না খোঁপায় না গলায়…’

মল্লিকা বুক যেমন হিম শুধু আতিশয্যেই। আপনকার গলা পরিষ্কার করে বললে, ‘আচ্ছা সে আচ্ছা শোভনাদি…না থাক…।’

‘বলো না বলো না।’

‘আচ্ছা আপনি কখনও কাউকে ভালবেসে…’

মল্লিকা, শোভনা তার হাত দুটো ধরে টেনে আপনার কাছে আনল, কাঁচের চুড়ি ভেঙে টুকরো, ভাঙার শব্দ এতই অল্প যে লোক জড় করলে না অথচ বিজ্ঞরা বলবেন প্রয়োজন ছিল। শোভনা আপনার মধ্যে মল্লিকাকে এনেছে, সোহাগ করে মালা পরিয়ে দিয়েছে, সে মালা তার কণ্ঠে বিলম্বিত, চুম্বনে চুম্বনে চুম্বনে শোক ভুলিয়ে দিয়েছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার শোভনা খাদের গলায়, 'কই তুমি তো আমায় খেলে না ? তুমি আমায় ভালবাসো না ?'

'বাসি !'

মল্লিকা শোভনাকে বিশেষ অপটুতার সঙ্গে গভীরভাবে চুম্বন করলে।

শোভনা জিজ্ঞাসা করলে, 'আগে কাউকে কখন এমনভাবে...'

'হ্যা...আচ্ছা আপনি ?'

'আমায় তুমি বলো, আমি তোমার কে ? বলো ?'

'আচ্ছা তুমি ?'

'না', দৃঢ়কণ্ঠে শোভনা বললে। বোধহয় মিথ্যা। হেসে বললে, 'আমি তোমার স্বামী তুমি—'

'বউ'

শুনে শোভনা আবেগে চুম্বন করলে। শোভনার মুখসৃত লালা মল্লিকার গালে লাগল।

—চতুরঙ্গ। বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৫৮

মতিলাল পাদরী

AMARBOI.COM

হাঁসদোয়ার শালকাঠের ক্রুশটি বহু দূর থেকে দেখা যায়। দূর নিমড়ার টিলা থেকে, দূর সাগরভাঙার উৎরাই থেকে এবং আর আর অনেক গোয়াল, বাথান, গ্রাম থেকে দেখা যায়। এ কারণে যে, গির্জ্জাটি কষা হাঁদা জমির উচ্চে অবস্থিত।

প্রতি প্রাচীন জ্যামিতিক চিহ্ন নীল আকাশের মধ্যে ; কি চাঁদের আলোয় অথবা হুণ সূর্য্যের দাপটে সমানই বিস্ময়কর এবং শান্ত। কঠিন জ্যামিতিক চিহ্নের মধ্যে এত বেদনা অটুট হয়ে থাকে তা কে জেনেছিল, যে বেদনার ভার প্রাণের মাধুর্য্য চিরকালই বইবে।

ঢ্যাঙা ইউকালিপ্‌টসের সারির ফাঁকে বিলাতি কুঁড়ের মত ছোট গির্জ্জাঘর ব দেওয়াল যথাযথ পরিষ্কার করে নিকানো। তবুও আঙুলের বাহাদুরী লাল হয়ে আছে। বাঁশের সতরঞ্চ করা জানলা, ঘরে মেজেয় বিশুদ্ধ এক কোণে অনেক মাদুর জড়ানো ; রবিবারের অথবা স্মরণীয় কোন দিবসে সবগুলি পাতা হয়। সম্মুখে 'পবিত্রতা'র ছবি ; নিম্নে লম্বা টেবিলে অনেক রঙীন বাতি, ধূপদান, ইতস্তত ফুল বিক্ষিপ্ত। এর পাশেই মাটি থেকে ওঠা অলটার নিখুঁত সাঁওতালী কারু-নিপুণতা। গির্জ্জার দুপাশে সবুজ মাঠ (যা এখানে অসম্ভব) ফুলের মাদা কেয়ারি করা ক্যানা গাছ। একান্তে একটি ঘণ্টা লাটঠা।—এর গা বেয়ে পাক দিয়ে ওঠা সবুজতা। উপরিস্থিত ঘণ্টার দড়িটি অনেক নীচে বাঁধা। বহু যোজন খর জমির মধ্যে এইটুকুই নয়ন অভিরাম হরিৎ শোভা। মতিলাল পাদরী অনেক পরিশ্রমে এইটুকু আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এখানে লোকে সন্তর্পণে পা দিত ; পাছে পাপ হয় তাই সভয়ে বিচলিত পদে, কাপড় সামলে গির্জ্জায় আসত। মতিলাল সত্যিই বড় পুণ্যের স্থান করে রেখেছেন। পাশের কুয়া থেকে বাগান ভাসিয়ে নিত্য জল দেওয়া হয়, কেউ না আসলে এই বয়সে তিনি নিজেই জল দেন ওপাশের আর একটু নীচু জায়গায়, যেখানে কিছু পাতাবাহার কিছু খুরুশ আর মাঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে অনুচ্চ বেদী। বেদীর উপরে লালপাতার ক্রুশ। একমাত্র মতিলাল পাদরীর মায়ের কবরেই কাঁঠাল কাঠের ক্রুশ ছিল। আত্মার শান্তিময় ক্রোড় বিবেচিত হলেও, পাখীরা—কখনও পরশ খঞ্জনা অথবা চীনা বুলবুল, এছাড়া কাক চিল সেখানে বসত। প্রথম প্রথম মতিলালের খারাপ লাগত, তিনি ভেবেছিলেন একটা কাকতাড়ুয়া করব যাতে কাক চিল না আসে। তারপর ভেবেছিলেন সেটা বড় খারাপ দেখাবে। পরে ফুললকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললে, 'একটা গুলতি করে মেরে তাড়াব।' পেয়ারার ডাল দিয়ে গুলতি করবার সময় মনে হল, এটা ঠিক ক্রিশ্চানসম্মত কাজ নয়, যদি লাগে পাখীদের! তিনি সত্যই দুঃখ পেয়েছিলেন। ফলত গুলতি স্থগিত রইল।

মতিলালের চাইবার কিছুই ছিল না, শাস্তি নয় কিছু নয়। বিচারের ভীতি তাঁর কোনক্রমেই ছিল না। শুধুমাত্র একটি আশা, পূর্ণাঙ্গ ক্রিশ্চান। পুরো ক্রিশ্চান বলতে অর্থাৎ কথাটার মধ্যে বহু পুরাতন প্রেমের অনুভব ছিল, অনুতাপ নয়। তাই পাশাপাশি পাঁচ-দশ মৌজার এমন কোন স্থান নেই, যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি এ-কথা না ভেবেছেন। সুদীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধন-ক্লিষ্ট মানুষটির ছায়া কোথায় না পড়েছে।

দীর্ঘ শালবল্লা থেকে তাঁর দেহটা যেন কুঁদে তোলা—মাথার প্রথমেই টাক, তারপর লম্বা চুলগুলো কাঁধে এসে পড়েছে। কানে গলায় ময়লার স্তর, পরনে অতি পুরাতন কালো শতচ্ছিন্ন আঙরাখা। ক্রিশ্চান হবার বাসনা নিয়ে এক টিলা থেকে আর এক টিলায় বহুবার পার হয়েছেন, প্রার্থনা করেছেন।

গির্জ্জাঘরের পিছনে বহুদূরে তাঁর খোড়ো চালা। বারান্দায় ইজি চেয়ার, মনে হয় বসলেই পড়ে যাবে। সকালে এখানে বসে যখন মানুষের জিব দেখেন, চোখ দেখেন, নাড়ি ধরে অনেকক্ষণ কাটে, তখন আর্ত্তরা আর এক ঐশ্বর্য্যের স্বাদ পায়, সভ্যতার দিকে এগিয়ে আসে। কেউ জলচৌকিতে বসে নীতিবিচার শোনে, বিশ্বাসের কথা শোনে, তাদের রক্ত স্থিরতা লাভ করে। সামনে ছোট বাগানে যখন গীতসংহিতা হাতে পায়চারী করেন, তাঁর লতার অগ্রভাগের মত দেহটা কি যেন জড়িয়ে ধরতে চায়, তখনই দেখা যাবে দূরে বসে কোন বুড়ী তার ডালপালার বোঝাটা পাশে রেখে, বসে বসে কিছু পুণ্যের পথের হদিশ আশা করে; আর তিনি, এই উধাও হাহা করা ফাঁকের মধ্যে একটি পুরাতন ক্রিশ্চান, কিছু কিছু বলেন।

এখন আষাঢ় মাস। ভারী ঝড়, ভারী জল। কামাসক্ত আলিঙ্গনের মধ্যেও দুস্তর পারাবার সৃষ্টি হয়েছে। ক্রমাগত বিদ্যুৎরেখা, ঘোর কৃষ্ণময়ী রাত্রি। কক্ষস্থিত লণ্ঠনের শিখা পর্য্যন্ত কাঁপছে। মতিলাল তক্তপোশে, বাইবেল খোলা, তবু তাঁর কানটা যেন কোথায় ছিল। মতিলাল টেবিলস্থিত আলোর দিকে চাইলেন, উপরেই 'তাঁর ছবি' সেখানে একবার নজর পড়ল, কিছু হয়ত বলেও ছিলেন।

এমন সময় মাথায় একটা পেকা দিয়ে ভুলুয়া এসে দাঁড়াল, ইচ্ছা করে বেশী কেঁপে বললে, 'যেমনি বরখা...কি বা ঠাণ্ডা গো...'

মতিলাল কান খাড়া করে অন্য কিছু তখনও শুনছিলেন। একবার ভুলুয়ার দিকে চেয়ে পরে খোলা দরজার বিদ্যুৎপীড়িত অন্ধকারের দিকে তাকালেন।

'কি বরখা গো...খাবেন নাকি গো?'

'ওরে কুকুরটা এত ডাকছে কেন রে?'

'উ বেটা ভারি পাজী গো, বেরাল টেরাল দেখছে মনে লয়, মারব এক ঠ্যাংআ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'একবার ভুক্‌ভুকিয়া (টর্চ্চ) ফেলে দেখনারে'।

'তুমি দেখ গো, আমার ভাত পুড়বেক, আমি যাই গা'—ভুলুয়ার জবাব রুক্ষ নয়। পাদরী যেন এদের মা।

পাদরী কোমরের দড়িটা একটু এঁটে, খড়ম পায়ে বাইরের বারান্দায় এলেন। বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল, কুকুরটা গির্জ্জাঘরের দিকে ছুটে ছুটে যাচ্ছে আর আসছে। টর্চ্চ জ্বলল কিন্তু আলো ধিমিয়ে আছে, শুধুমাত্র বৃষ্টির দড়ি দড়ি রেখাই স্পষ্ট হল, গির্জ্জাঘরের আলোর রেশ এখান থেকে স্পষ্ট, শুধু দরজা পড়ার আওয়াজ আসছে।

পাদরী ঘরে এসে কি ভাবলেন, তারপর ছাতি নিয়ে কোনমতে ঝোড়ো হাওয়া এবং জলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে গির্জ্জার জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করলেন। পবিত্রতার ছবিটা একটু দুলছে, নিম্নে সেজের বাতির শিখা উপদ্রুত, ওপাশে ঝিম লণ্ঠনের ভীত আলো। মেঘগর্জ্জন, বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া, দরজা পড়ার শব্দের মধ্যেও তিনি অস্থির গোঙানির আওয়াজ শুনলেন, জানলার বসানে মুখ রেখে দেখতে গিয়ে গাল তাঁর ঘষে গিয়েছিল।

কিছুটা সেজের লণ্ঠনের, বিশেষত বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল একটি সাঁওতালীসদৃশ স্ত্রীলোক, যার কর্দ্দমাক্ত হাত দুটি মাটির সঙ্গে এঁটে আছে, পা দুখানিও কর্দ্দমাক্ত এবং দুই দিকে বিভক্ত, বিস্তৃত হস্তপদদ্বয়ের মধ্যে বিবস্ত্র দশাসই দেহটাই কিসের সঙ্গে যেন বা লড়তে গিয়ে কোন এক বেদনায় সেতুর মত বক্র হয়ে উঠেছে। এক কোণে, একটি কাপড় বিরক্তির ভাবে বসা মুরগীর মত ফুলে ফুলে উঠছে। তার মুখের দুপাশে কষ, আর অসম্ভব গোঙানি। প্রাকৃতিক শব্দ ভেদ করে, সমস্ত স্মৃতিকে ছাপিয়ে জিগির দিয়ে ওঠে।

এইটুকু তিনি বুঝেছিলেন যে মৃত্যুর গোঙানি এ নয়। এ এক অন্য, পুরুষ এই বেদনার কাছে নাবালক। তবু হলকর্ষণের শব্দে যেমন আনন্দ থাকে এখানে সেটুকু ছিল। এখানে, লতাপাতা জল ঝড় মাটি পাথর সকল কিছুর, এমন কি জড়তার গূঢ় রহস্য ব্যক্ত হয়েছিল। কুকুরটিও জানলায় পা দিয়ে উঠতে চাইছিল, মতিলাল পাদরী তাকে সরিয়ে কোনক্রমে এপাশের গির্জ্জাঘরের দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

কালো দরজাটা হড়াস করে খুলে নড়তে লাগল। এ ঘোর জলেও তাঁর দেহ কি এক সত্যদর্শনে বিব্রত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বিরাট পাহাড় ধসে যাওয়ার যে গম্ভীর বজ্র ব্যাপার, প্রকাণ্ড প্রমত্ত সমুদ্রের দেহের ছোট নদীতে ঢল ঢুকে পড়ার যে প্রলয় অমোঘ ব্যাপার, তার থেকে ঢের ঢের বেশী এ দৃশ্য! চন্দ্র সূর্য্য তারকা নেই ; শুধু প্রসিদ্ধ রক্তের জোয়ারের উত্তাল অলৌকিক শব্দ। যে রক্ত স্তিমিত আলোয়, বিদ্যুৎ এমন কি, কালোর পরিবর্তে অধিক লাল। মাংসল বীজ বিদীর্ণ করে ফেটে ছিঁড়ে, অন্ধকারবিরোধী একটি হাতিয়ার আসছে, অথবা ধরা যাক, আর একটি বৃক্ষ ; যে বাসা দেবে, ছায়া দেবে, বৃষ্টি আনবে! অথবা শুধু মাত্র সন্দেহের পিণ্ড যা অজস্র আখছার। এ পিণ্ড আর একটি। দরজা আবার পড়ল আবার খুলে গেল, সম্মুখে পবিত্রতার ছবি, নিম্নে আধো অন্ধকারে বিদ্যুৎপীড়িত এই রমণী! যাকে প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল অখণ্ড আকাশের শরতের লঘু মেঘ—যা হঠাৎ গির্জ্জা থানে ঢুকে পড়েছে।

পাদরী বড় বড় চোখে শুধু চেয়েই রইলেন। হাত থেকে ছাতাটা তাঁর পড়ে গিয়েছিল, সেটাকে ধরবার ক্ষীণ চেষ্টার ভদ্রতা মাত্র করেছিলেন, ফলে শরীরটা তাঁর বক্র হয়েছিল। ছাতা এখন ক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ক্যানা গাছের ঝোপে গিয়ে নড়তে লাগল। কুকুরটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ততখানি দৌড়ে গিয়েছিল। মতিলাল পাদরী এখনও দরজায় বিমূঢ়, হাত দুটি আপনা থেকেই নমস্কারে পরিণত। সেখানে একটি নীল সঙ্গীহীন শূন্যতার মধ্যে আরবী তাঁবুর হিজিবিজি, একটি গভীরতা। এ নমস্কার তাঁর স্বভাববশতই এসেছিল, অন্য কিছু নয়।

এ সময় তাঁর সম্বিৎ ফিরে এল ; জল আঙরাখা বেয়ে হু হু করে পড়ছে। দাড়িটা একবার নিঙড়ে, লাফ দিয়ে উঠে তিনি ছুটলেন, যা সত্যিই তাঁর পক্ষে অসম্ভব— একে আঙরাখা বৃষ্টিতে জগদ্দল এবং দেহ বৃদ্ধ রুগ্ন—তবু কবরখানার ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে নীচে ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে বিঘে দুয়েক জমি পার হলেন।

বেড়া ধরে দাঁড়াতেই কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকলেন, 'ফুলল ! ফুলল !'

ফুলল ঘরের দাওয়াতেই ছিল তাঁকে দেখে পেকা মাথায় দিয়ে দৌড়ে এসে বললে, 'কি গো বাবা ?'

'ওরে গির্জ্জেঘরকে…'

'কি গো ?'

'ভয়ানক তড়কা ব্যাপার গো…বুঝতে লারলাম !'

'সে কি গো…'

একটু দম নিয়ে আর একদমে সব কিছু যথাসম্ভব বর্ণনা দিয়ে চোখ বড় করে ফুললের দিকে তাকালেন।

ফুলন চোখ বড় করে বললে, 'তবে মাগী বিয়োবে নাকি—বিয়োচ্ছে নাকি পাদরী বাবা ?' বলেই নিজের মাথার পেকা পাদরীর মাথায় দিয়ে দৌড়ে গিয়ে দাওয়া থেকে একটা পেকা মাথায় দিয়ে এল।

পাদরী বেড়া ধরে বেপথুমান। বিদ্যুতের আলো পড়ল, চোখ বড় বড় করে বললেন, 'তাহলে—এখন ?'

'কি সব্বলাশ গো ! গিজ্জা…'

পাদরী জোর করে বেড়াটা ধরে বললেন, 'তাহলে…' অসম্ভব লজ্জিত ভীত এ যেন তাঁর নিজেরই দোষ।

'তাহলে আর কি বীণা হাড়িকে ডাকি গা', বলেই সে অন্ধকারময় স্রোত-বওয়া রাস্তা দিয়ে ছুটল। পাদরীও পেকাটা এক হাত দিয়ে চেপে তার পিছু নিলেন। কুকুরগুলো তাদের কাছে ছুটে আসছে, তারা হেই হেই করে তাড়া দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আর ফুলল মাঝে মাঝে হাঁকছে, 'কি সব্বলাশ গো আ।'

বীণার বাড়ি। বিদ্যুতে স্পষ্ট হল যে, দাওয়ায় বসে বীণা তামাক খাচ্ছে। প্রথমে ফুলল এসে দাওয়ার খুঁটি ধরতেই দেহটা দুলে গেল। মাথাটা নিচু করে সকল কথা বললে, এমন সময় পাদরীও এলেন। কথা কটা শুনেই বীণা দাঁড়িয়ে উঠল। চালে গোঁজা কয়েকটা বাঁশের অস্ত্র নিয়ে দরজায় শিকল তুলে দিয়ে পেকা মাথায় দিলে। তিনজনই খর পায়ে। পাদরীর মাথা থেকে কখন যে পেকা উড়ে গেছে, তা তাঁর খেয়াল থাকলেও ভাববার সময় ছিল না।

গিজ্জাঘরের সামনে কুকুরটা পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে, তাদের দেখে ন্যাজ নাড়তে লাগল। বীণা খড়ছেঁচা জলে অস্তরগুলো ধুতে ধুতে বললে, 'হেই মিনষে উঁকি মারছিস কেনে, শরম সহবত নাই, মারব এক লাথি'—বলে লাথি ছুঁড়লে।

ফুলল লজ্জায় দরজার এক পাশে দাঁড়াল। পাদরী দাড়ি নিঙড়ে মুখ মুছতে লাগলেন। বীণা বাঁশের অস্তর থেকে জল ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, 'এক হোলা আগা, লিয়ে এসো গা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর একটা লণ্ঠন, তড়পা তড়পা খড়, গরম জল…'

বীণা অস্তরগুলো মাথায় ঠেকিয়ে 'দুর্গা দুর্গা মা ষষ্ঠী !' বলে গির্জ্জেঘরের, এদিক ওদিক চেয়ে দেওয়াল ঘেঁষে এসে দূরের কাপড়টা তুলে অস্তর মুছতে মুছতে সেই বিরাট স্ত্রীলোকটার দিকে তাকাল। এখন বিদ্যুতে মুখ তার দেখা যায়, হাওয়ায় চুল মুখে উড়ে খেলা করে। বীণা বিজ বিজ করে কি বলতে বলতে তিনবার তাকে প্রদক্ষিণ করে অস্তর হাতে নিয়ে মেয়েটিকে গড় করে প্রস্তুত হল। হোলায় আগুন, লণ্ঠন, খড় নিয়ে এসে ফুলল দাঁড়িয়ে অন্যদিকে মুখ করে বললে, 'আনছি গো।'

'চোখ বন্ধ করে দুয়ার দিয়ে ঠেলে দাও হে…দিয়ে দরজা শালাকে চেপে ধর।' জিনিসপত্তর দিয়ে ফুলল আর পাদরী দরজার কড়া ধরে সিঁড়িতে বসলেন। ভুলুয়া এসে উঁকি মারতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু পাদরী তাকে শুধু বললেন, 'ভুলুয়া !'

'আচ্ছা দুটা পেঁয়াজ পুড়াইয়া এসে দেখব গো', বলে সে কোনমতে চলে গেল। দুজনেই কড়া ধরে নির্ব্বাক। দরজায় ঝোড়ো হাওয়ার দাপট, ওরা এক একটি কড়া জোর করে ধরে বসে।

অনন্তর ক্রন্দনের শব্দ ঝোড়ো হাওয়ায় কভু বা চাপা কভু উত্থিত হয়। এই ক্রন্দনের শব্দে, কালো মেঘবন্ধ আকাশে বক উড়ে যাওয়ার ছবি, অথবা নীল দিব্য আকাশে পায়রার কথাই বার বার করে পাদরীর মনে হয়েছিল। শায়িত মেরুদণ্ড শুধু খাড়া হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষাই এ ক্রন্দনে ছিল না, একটু আলোও ছিল। সুতরাং পাদরীর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

হঠাৎ আবার মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎ খেলে গেল। বিকট শব্দ প্রকম্পিত হয়ে আর এক স্তব্ধতার সূচনা করলে এবং পরক্ষণেই বীণার চৌকিদারী আওয়াজ 'হে হো বেটা-ছানা গো ছেইলা হে।' কথাটা যেন দূর ঊর্দ্ধ থেকে ক্রমে নামল।

দুজনেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করলে, ফুলল পাদরী বাবার দিকে চেয়ে সে কিছু শোনবার আশা করেছিল। তারপর হিহি করে হেসে বললে, 'হিঃ বেটা ছানা…।'

পাদরীর হাত আস্তে কড়া থেকে খসে গিয়েছিল, ফুলল খপ্ করে সেই পাল্লার কড়াটা ধরে ফেলল। পাদরী হাঁটুর উপর কনুইয়ের ঠেস রেখে গালে হাত দিয়ে গভীরভাবে কিছু ভাবতে মনস্থ করলেন। বুড়ো মানুষ, পরিশ্রম হয়েছিল, দাড়িটা আঙুল দিয়ে খেলাতে খেলাতে আপন মনে বললেন, 'কি বললে হে'—যদিও স্পষ্টই তিনি শুনেছিলেন, তবু সুনিশ্চিত হওয়ার যেন প্রয়োজন ছিল।

ফুললের ঠোঁট নড়ল, কিন্তু শব্দ হল না। কান্নার শব্দ ঝড়কে দাবিয়ে উঠতে চায়। বিশাল অজর প্রকৃতিকে ভীত করতেও চাইছে, আর রোমাঞ্চিত পাদরী কেমন যেন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আছেন, এ ঘোর রাত্রে এ কি অসম্ভব কাণ্ড ! এত জায়গা থাকতে এই গির্জ্জাঘরে ! তাঁর বিস্ময়, মনের মধ্যে কি এক অর্থ খুঁজে পেতে চেয়েছিল, তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছিল শিশুর কান্নার পিছনের অর্থ যে মন খোঁজে, সেই মন দিয়ে পাদরী কি এক অর্থ খুঁজতে চাইলেন, ক্রমে বৃদ্ধ পাদরীর ভাবান্তর হল। বৃষ্টির মধ্যেই ধীরে ধীরে বাগানে এসেই জলের উপরেই হাঁটু গেড়ে বসলেন, করজোড়ে শুধু বলেছিলেন…'প্রভু !'

এই প্রার্থনা অসহায় মানুষের বোকামীর জন্য নয়, বিকারের জন্য নয়। বহুদিন পর এ প্রার্থনায় প্রশ্ন ছিল, হতবাক বিমূঢ় চিত্তের প্রশ্ন। এই মেঘঘটা ত্রস্ত রাত্রে, বিদ্যুতে জনসাধারণ ভীত, পৃথিবী গুহাবৎ, ধর্ষিত ক্ষিপ্ত হারমানা বনরাজি—এ হেন সময়ে, এ দীন দুঃস্থ গির্জ্জা ঘরে কে জন্মাল ? খরধার বৃষ্টিতে তাঁর দেহ বিধ্বস্ত হয়ে উঠছিল। সহসা তিনি যেন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক বর্ণচ্ছটা দেখেছিলেন, অন্য কিছু নয়। অনন্তর তাঁর মনে হল যে, এতাবৎকাল তিনি এই প্রতীক্ষায়ই ছিলেন ? আর যে, অবশেষে এই তাঁর পবিত্র পুরস্কার এল ?

ফুলল বোকার মতই অবাক হয়ে পাদরীকে লক্ষ্য করছিল। অন্যমনা হওয়ার জন্য হাত আলগা হওয়ার কারণে, দরজা বশ মানছিল না, খুলে যেতে চাইছিল। সে সজোরে টেনে রেখে তারস্বরে হাঁকলে, 'খ্যাপা হইছে হে !'

ভিতর থেকে বীণা দরজাটা টানতেই ফুলল কোনক্রমে হাত ছাড়িয়ে নিলে। বীণা গভীর স্বরে বললে, 'যাও গা, একটা জায়গা লিয়ে এসো গা ফুল ফেলব, কুদালই আনবি হে', তরপর বললে, 'একটা চুটা দে।'

ফুলল আপনার ট্যাঁক থেকে অগত্যা একটি চুটা বার করে তার সামনে তুলে ধরলে ; বীণা হাড়ি তার অশুচি হাত চালছেঁচা জলে ধুয়ে, হাত ঝেড়ে চুটাটা নিয়ে, কিছুক্ষণের জন্য অন্তর্হিত হল।

ফুলল বীণার হুকুমটা ভাল করে জেনে নেবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। বীণা এসে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে কড়া দুটিকে কব্জা করে আরামে চুটাতে টান দিয়ে ফুললকে বুঝিয়ে দিলে। ফুলল ব্যাঙের মত থপ থপ করে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আনতে চলে গিয়েছে, চুটার ধোঁয়া ছেড়ে বীণা তার অল্প চোখ দুটি মিটমিট করে হাঁকল, 'আ হে পাদরী গো—'

বিদ্যুতের আলোয় দেখা যায় পাদরী তখনও প্রার্থনায় স্থির। প্রাচীন কোনদিনের মধ্যে তাঁর স্থূল অশরীরী দেহ চলে গিয়েছিল, যে মাটিতে প্রথম প্রচার হয়েছিল। আর একজনের কথা তাঁর মনে হয়, যিনি নিজের অস্থি দিয়ে মানুষের মনে সবুজতা এনেছিলেন।

'আ হে হে পাদরী গো !'

বীণা তাঁকে এই পরিবেশে আনতে গিয়ে গলার স্বর কাঁপিয়ে তুললে। পাদরীর অসম্ভব উদ্দীপনা হল ; সংসার চিরদিনই শুদ্ধ পবিত্র একথা তাঁর কোনক্রমেই অবিশ্বাস হয়নি, আজ আরও দৃঢ় হয়েছে। ছপ্‌ছপ্ শব্দ করে এসে দরজার মুখোমুখি দাঁড়ালেন তিনি।

বীণা চুটাতে জম্পেস টান দিয়ে বললে, 'খাড়াও গো, ছানা দেখবে কি গো ? এক ঠেকা (ধামা) ছেইলা হে ! গতর কি বা রাজপুত্তুল গো, হে হে রাজপুত্তুল' বলে তার অল্প চোখ দুটি ঘুরাতে লাগল।

এমত সময় ফুলল পিঠটা বাঁকিয়ে মাথা নীচু করে আধ-ছোটা পায়ে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই বীণা বলল, 'বুড়া মাথা খাইছ কি হে, এট্টুক হোলায় মাটি তুলতে লারব হে, বড় ঠেকা লিয়ে এস গা...।'

ফুলল বললে, 'দুঃ শালী একবারে বলবি ত' বলে চলে গেল। পাদরীর চোখ যদিও এদের দিকে ছিল কিন্তু কোথায় যেন তিনি ছিলেন। ঠোঁট অনবরত পটপট করে মন্ত্রশব্দে কাঁপছে। ইতিমধ্যে ফুলল ফিরে এল। বীণা চুটাটা নিবিয়ে কানে গুঁজে সরঞ্জাম নিয়ে ভিতরে গেল।

বীণা কোনমতে প্রসূতিকে এক পাশে শুইয়েছে। এখন খড়ের ডাঁইয়ের উপর ছেলেটি, ক্রমাগত কাঁদছে। সে আস্তে আস্তে কোদাল দিয়ে নোংরা মাটি তুলে হোলায় এবং ঠেকাতে ভরে, এক হাতে হোলা অন্য হাতে ঠেকা নিয়ে দরজায় লাথি মারতেই তারা দরজা খুলে দিলে। তারা দুজনেই অন্যদিকে মুখ করেছিল। বীণা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, হেসে বললে, 'লাও গো পাদরী, ঘরকে দেবতা আনলাম, একটা পিদ্‌বার কাপড় দিও গো, লাও হে পদ্ম দেখ' বলে এই বৃষ্টির মধ্যে মাথা দুলাতে দুলাতে অনেক দূরে চলে গেল। সেখান থেকে বললে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বিটি ছানা মাগীটা কুথাকার গো···বলে তার কেউ নাই।'

বীণার 'ঘরকে দেবতা আনলাম' কথাটা পাদরীকে এক অনৈসর্গিক আলোর মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল।

দুজনেই কি করা উচিত তা ভেবে পায়নি। একজনা বাঁ হাত, অন্যজন ডান হাতে কড়া দুটি ধরে দরজা হাট করে খুলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। অদ্ভুত নাটকীয় শিল্পীকল্পিত ভঙ্গী দুজনার।

মতিলাল সদ্য গোলাপী স্পন্দন দেখে হতবাক হয়েছিলেন একথা সত্য ; কিন্তু বিস্মিত হননি। আর কিছু দূরে একটি মেঘতুল্য স্ত্রীলোক আর তারই সম্মুখে বীণার কথামতই এক ধামা দেবশিশু ! সুন্দর একটি গন্ধও অনুভব করেছিলেন, আর একটু উপরে, চাতালে তিনি উঠে গেলেন ; সেখানে বসেই করজোড়ে অনিমেষ নয়নে চেয়ে একটু হাসলেন, এ হাসি মানুষের প্রার্থনায় দেখা দেয়।

ফুলল খুব গম্ভীরভাবে বললে, 'সব ত হল এখন, ওই বিটি ছানার ঘর কুথা গো।'

মতিলাল সে কথা শুনেও তখনও জল-ভরা চোখে শিশুর দিকে চেয়ে। কতবার ইতিমধ্যে দরজা পড়ল এবং খুলে গেল।

ফুলল নিশ্চিত হবার জন্য বললে 'বাপের ছেইলা বটে কেমন—তোমার কি মনে লয় বাবা ?'

পাদরী কঠিনভাবে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'ফুলল !' উচ্চারণে একটা ধমক ছিল। অসম্ভব কণ্ঠস্বর, তথাপি তাঁর যে দাঁত আছে একথা প্রমাণের থেকে বেশী করে ছিল হিতকর সভ্যতাজ্ঞান।

এখানকার লোকে, পাদরীকে ঢ্যাঙা বালক ছাড়া অন্য কিছু ভাবে না, এমন কি তাদের ধারণা ওঁকে সহজেই কোলে নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং ফুলল এই ধমকে বেয়াকুফ হয়েছিল, তবু সে দমল না। জিবটা ঠোঁটে বুলিয়ে মাথায় ঝিক দিয়ে বললে, 'হে হে বেগোড় কি বললাম গো, ন্যায় কথাই পাড়লাম···কুহক রহস্য নাই···'

মতিলাল নিজের ভিজে মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে ইসারা করে বললেন, 'পরে।'

'তুমি বলছ বটে, চুপ করব বটে, তুমি এসবের কি বুঝ, পাদরী মানুষ বৈ ত অন্য লও। হাট ঘাট জান না···গিজ্জাটা লষ্ট···পতিত হল···বীণা ঠিক খবর লিক।'

মতিলাল মাথা নাড়িয়ে অধৈর্য্য হয়ে বললেন, 'ফুলল তুই জানিস না এ কে উপরের দিকে তাকিয়ে একবার ধন্যবাদ দে···' মৃদু গলায় বলেই বললেন, 'ওরে যা ঝপ্ ঝপ্ করে আমার বাইবেলটা লিয়ে আয়, আমি সব কথা ভুলেছি হে···।'

ফুললও পরিশ্রান্ত হয়েছিল। বাইবেলের কথা শুনে তার গা পাক দিয়ে উঠল। যদিও সে ক্রিশ্চান তবুও বিরক্ত হল, বললে, 'তুমি কি মরবে নাকি গো ! ছেইলা ত হল এখন কাপড় ছাড় গা··কুথাকার কে···লাও ওঠ।'

'না না তুই লিয়ে আয় গা···একটা লালটিন।'

'দূর বাপু···একে ঝড় ঝাপটের রাত, তার উপর শালা কচে বারো এই ছেইলা হওয়ার হ্যাঙ্গামা, আবার বাইবেল কেনে ? তুমার কি ভীমরতি হইছে বাবা ?'

'লিয়ে আয় গা···যা ধন···'

ফুলল বাধ্য হল। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে বাইবেলটা দিয়ে লালটিন নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

বাইবেলটি গ্রহণ করে পাদরী বললেন, 'লে লালটিনটা তুলে ধর।' কথামত ফুলল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পালটিন তুলে ধরলে। সঠিক পাতা খুলে, দুবার দাড়িতে হাত বুলাতেই মন প্রস্তুত হল। ঠোঁট কাঁপছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাক্যের অস্ফুট শব্দ। এখন একটা গুবরে পোকা এসে পাতার উপর বসল, লণ্ঠন হাতে ফুলল পাদরীর ভক্তিভাবের দিকে তাকিয়ে টোকা মেরে সেটাকে ফেলে দিল। পাদরী পাঠ শেষ করেই বললেন, 'আমেন।' ফুললও তাড়াতাড়ি বললে, 'আমেন' বলে সে লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখেই বললে, 'শালী!'

পাদরী তার দিকে অসহায়ভাবে তাকালেন।

ফুলল একটু থতমত খেয়ে বললে, 'না এই দেখ্ আক্কেল কি বা ধনির, কখন গ্যাছে, এখনও আসবার লাম নাই গো···হেই আসছে গো···কুথাকে গিয়েছিলে গো···শালী!' বলে বীণার উপর নিজের বিরক্তি প্রকাশ করলে।

'মরতে হে, সোহাগসফর করতে হে', এবার পাদরীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'পাদরী বাবা তোমার লেগে আইলাম, উয়াকে, শালা ফুলল ঢেমনাকে বল মান্য করে কথা বলতে গো···বেটা বেজাত ক্রেশ্চান···'

'হেই হেই···হাড়ি···দেকো পুষী (হিন্দু ছোট জাত)।'

এ সময়ে ঠিক এমন ছ্যাঁচড়ামির জন্য পাদরী প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর সত্যি বড় কষ্ট হচ্ছিল। গর্ত্তে মুখ রাখা খরগোসের মতই তিনিও বাঁচতে চেয়েছিলেন। বার বার তাঁর সে সমাহিত ভাব দুমড়ে যাচ্ছিল। বীণা হাড়ি তাঁর মুখ দেখে বেশ বুঝেছিল, তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। বললে, 'তোমার কিরে (দিব্যি) মাইরি মদ খাই নাই, দুটা ভাত লিয়ে এলাম, রাত এঠেন থাকব, আমি চুটা তামুক খাব?'

'ইটা গির্জ্জাঘর বাপ্, এখানে নাই বা খেলি। আমার কোঠায় আয়···'

'আমি আতুড় ছাড়ি ঘন ঘন যাব সে কি গো···তা ছাড়া কুথাকার, কুলশীল বেজানা, থানা মৌজার ঠিকানা নাই, সে তোমার এখানকে বিয়োতে পারে, তাতে ঘাট-দোষ নাই···বাঃ হে বাঃ···।'

ফুলল বীণার এ উক্তি সমর্থন করে পাদরীর দিকে তাকাল।

কতগুলি হীন নোংরা-মাখা হাত যেন পাদরীকে জড়াতে চাইল, তিনি যেন আরও সরু হয়ে গেলেন, শুধুমাত্র অসহায় শব্দ করে বললেন, 'বীণা, চিনিস না গো ইয়াকে···।'

বীণা এতক্ষণ হাতের পুঁটলিটা নামিয়ে রেখে, পাদরীর কথা শোনার থেকে বেশী উত্তর দেবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। যাত্রাই ঢঙে হাত দুটি দুলিয়ে বললে, 'ওহো কত থানা, হাট ঘুরলাম, কখনও উয়াকে দেখি নাই···আর লিজে মাগী বুললে উয়ার কেউ নাই! সে বিয়োতে পারে, আর চুটা খেলেই দোষ···?'

'আমিও বলি ইটা বড় খারাপ হল গো,' ফুলল বললে।

পাদরী মুসকিলে পড়লেন। এদের কথাবার্তা তাঁর মনকে একটু মলিন করবার চেষ্টা করছিল। একবার ভাবলেন বলি, 'ছোট ছেলে আছে···চুটা খাওয়াটা ঠিক নয়···' কিন্তু একথা বলার পূর্ব্বেই তিনি বলে ফেললেন, 'ওরে কে জন্মাল তোরা তা জানিস না—'

'এই লাও' ফুলল বীণার দিকে চেয়ে হাসবার চেষ্টা করলে।

বীণা তেমনি ঢঙে বললে, 'হে, হে, আমি খালাস করলাম, লাড়ী কাটলাম, যত্ন নিলাম, আর আমি জানি না···তুমি।'

বালকের মত চেয়ে থেকে, সেই একই বিশ্বাসের কথা পাদরী সরল মনে বললেন, 'কে জন্মাল তা জানিস না হে।'

বীণা হাড়ি অত্যন্ত পাজী, সে কোমরে হাত দিয়ে, এক পাক সখী-নাচ নেচে বললে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার কথা শুনে নাও খুব নাচলাম...এবার জাত খোয়াব ক্রেস্তান হব !'

এমন যে ফুলল, তার এ নাচ ভাল লাগে নি, সে একটা ধমক দিয়েছিল। পাদরীর এ ব্যাপারকে অত্যন্ত গর্হিত মনে হতে পারত, কিন্তু তা হল না। অসহায়ভাবে হেসে বললেন, 'বীণা যদি বেঁচে থাকিস ত বুঝতে পারবি, আমার ডাকা সফল হয়েছে।' বলেই আবার ঘরের ভিতর দিকে স্পষ্ট চোখে তাকালেন। বাতিদানের উপরে পবিত্রতা, নিম্নে কর্ষিত ক্ষেত্র, সম্মুখে গোলাপী স্পন্দন। দেখেই পাদরী যেন পাগলের মত এদিক সেদিক চাইলেন, এবং হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে ঘণ্টা লাট্‌ঠার দড়ি খুলে যথেষ্ট জোরে বাজাতে লাগলেন। মেঘগর্জ্জনের প্রত্যুত্তরের মত শোনাল।

বীণা বলল, 'হে রে মদ্দ যা যা ক্রেশ্চান ক্ষ্যাপা হইছে গো, ড্যাকরা তুই না ক্রেশ্চান উয়াকে বাঁচা, বাঁচা গা শালা।'

ফুলল মহাবিরক্তিসূচক আওয়াজ করেছিল। অনেকক্ষণ গায়ে অযথা বর্ষার জল জমেছে, তার উপর এই সব পাগলামির খেসারত দেওয়া তার কোনক্রমেই ভাল লাগছিল না। তবু তাকে এগিয়ে যেতেই হল। বীণার কথায় তার মন খানিক স্বাভাবিক ক্রিশ্চানসুলভ হয়েছিল, গির্জ্জার মধ্যে যে কোন কাজ, বিশেষত পাদরী মতিলালের জন্য যে কোন কাজই পুণ্যের, সে কথা মনে হয়েছে।

সে গিয়ে দেখলে পাদরী পাগলের মতএলোমেলোভাবে ঘণ্টার দড়ি টানছেন। বিদ্যুতের আলোয় দৃশ্যটা ভৌতিক, ফুলল ভীত হয়েছিল। তবু সে নিজেকে প্রস্তুত করে, এগিয়ে দড়িটা নিয়ে নিতেই পাদরী বললেন, 'খুব বাজা রে' বলেই শিশুর মত হাততালি দিয়ে উঠে বললেন, 'জল ছাড়ছে ফুলল, ওরা সবাই আসবে, আমি বলব উয়াদের কে এসেছে...।'

'হেঃ জল থামবে না হাতী', ফুলল বললে। সে চেয়েছিল বেদম জল বর্ষাক, সে তাতে ছুটি পাবে। এরপর ভীষণ রেগে গিয়ে অথচ বিশ্বাসের সঙ্গে বললে, 'তুমি আছ আর আমাদের দরকার কি।'

আশ্চর্য্য জল রুখে গেল। অবশ্য এখানকার বৃষ্টি এইরূপের। মেঘ সত্বর উধাও, পাহাড় প্রতীয়মান, ইউক্যালিপ্‌টসের ঝিরঝিরে ফাঁকে চাঁদ স্পষ্ট। একজন দুজন করে বেশ চাট্টি লোক কাদা ভেঙে এল। একরাশ টোকা আর পেকা জমা হল সকলেই নরকবাসী দরিদ্র, তবু নরককে ভয় করে সৎ হতে চায়, সকলেই মাঠে শান্ত হয়ে দাঁড়াল। পাদরীর ঘাড় আনন্দে নড়ছে, বললেন, 'আজ এক সোনার মানুষ জন্মাইয়াছে রে।' এই সুসমাচার দেওয়ার পর পাদরী বললেন, 'ফুলল বাবা, বাইবেল—'

ফুলল বাইবেল এবং আলো এনে দাঁড়াল। পাঠ হল, গান হল 'জগৎরঞ্জন করি আগমন নবজীবন তুমি, করহে বন্টন'। প্রার্থনা, 'যে এল সে নিশ্চয়ই তোমাকে দেখাবে...।'

অনন্তর সকলেই গির্জ্জাঘরের কাছে এলে, কেউ জানলায় কেউ দরজায় উঁকি মারতে লাগল। নিজেরা বুড়ো বয়সেও কাঁদে বলে ও-ক্রন্দনকে তারা অবহেলা করলে না। শিশুর ক্রন্দনধ্বনি সকলেই মন দিয়ে শুনেছিল এবং সকলেরই মনে হল এ ক্রন্দনধ্বনি সাধারণ নয়।

বীণা এসে বললে, 'বুঝলে হে, এতগুলা মদ্দর লিশ্বাস ভাল লয়, ছানার গা পুড়বেক গো...ইয়াদের সরাও বাচ্চা-খেকো মদ্দাদের।'

ফুলল কোনমতে ভিড়কে হাটিয়ে দিয়েছে। জনতার প্রত্যেকেরই তবুও শিশুর মাকে দেখার বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রথমত গির্জ্জাঘর তার উপর পাদরী বাবা এখানে হামেহাল খাড়া, ফলে কেউ বিশেষ সাহস করতে পারলে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতিলাল পাদরীর ঠিক পাশেই আর একটি কোঠা ছিল। সেখানটা আপাতত নবজাত শিশু ও তার মায়ের থাকার জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। তারা সেখানেই থাকে।

বিকেল হবে হবে ; এমন সময় বদন হিজড়ে এসে দাঁড়াল। পাদরী ইজিচেয়ারে বসেছিলেন, হাতের বাইবেল থেকে চোখ তুলে তিনি বললেন, 'কি রে কোথায় গিস্‌লি রে ?'

'বাবা গিয়েছিলাম বটে দিদির ঘরকে গো, খেলাম কত ফেললাম কত, এই করতে খবর হয়, তুমার ঘরকে নাকি স্বগ্‌গ থেকে বাবু আইল হে, মনকে বুললাম, কেমন সে বাবু হুজুর দেখবি গো ত আমার সঙ্গে চল।'

মতিলাল পাদরীর মনটা তার কথায় জুড়িয়ে গেল। আরও কিছু শুনবার জন্য অবাক হয়ে চাইলেন, তখনও বদন হেলে আর দোলে।

'ভাবলুম দূতবাবুর কাছে গান গাই গা, যদি আসছে জন্মে মানুষ হই ছেইলার বাপ হই ! এ জনম ত হাজা মজা গেল গো,' বলে কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের কোণ মুছলে।

মতিলাল পাদরী জন্মান্তর সম্বন্ধে ছোট করে বুঝিয়ে দিতে মনে মনে চাইলেও মুখে কিছুই বললেন না, যেহেতু তিনি বেশ করেই জানতেন যে কোন ফলই হবে না ; এছাড়া বদনের কাতর উক্তির জন্য তাঁর কষ্ট হল। শুধু বললেন, 'খাড়াও বদন...' তারপর উঠে গিয়ে ভামরকে অনুরোধ করলেন।

ভামর দর্শন দিতে দিতে বেশ পটু হয়েছে। সে শিশুপুত্রটিকে কোলে করে নিয়ে বারান্দার তক্তপোশের উপর বসল। তার বসবার ধরনের মধ্যে দেবীভাব ছিল। বদন অবাক হয়ে শিশুটিকে দেখে, অঙ্গভঙ্গী করে বললে, 'বাবা গো আমি আপখোরাকী লোক, কাউকে মান্য করে কথা বলতে লারব, সত্যিই বাবা গো স্বগ্‌গ দেখি নাই বটে তবে মহিমা বুঝলাম...'

বদনের কথায় মতিলাল কোথায় যেন বা ডুবে গিয়েছিলেন। বদন এই সুযোগে ভামরের দিকে চাইল, ভামরের গা গতর চেহারা চেকনাই তাকে খারাপ করে দিলে ; কোনক্রমে সে নিজেকে সেখান থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এসে, ছোট আঙিনায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে গাইতে লাগল—

'কিসের ভাবনা লো কিসের ভাবনা,
স্বগ্‌গ এখন ঠাঁই করেছে ঘরে
আমার কিসের ভাবনা...'

এই ঝুমুর গানের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। নোংরা কথা দু-একটি স্বভাববশত মুখে আসলেও সে কিছু বলতে পারছিল না। এক একবার আড়ে আড়ে পাদরীকে দেখে, এবং পরক্ষণেই গানটিকে অত্যন্ত ভাবময় করবার চেষ্টা করে সে গাইছিল আর নাচছিল, আর গাইছিল।

অন্যপক্ষে ভামর বদন হিজড়েকে দেখে বেশ কৌতুক বোধ করলেও সে কোন আগ্রহ প্রকাশ করতে পারছিল না, শুধু মাত্র তার দিকে শিশুর মতই হাঁ করে ছিল।

বদন শিশুকে বললে, 'আমার পানে চেয়ে আছ গো, চিনছ কি আমায় ? হাঁসছ বড় যে, কি গো দূতবাবু—জন্ম জন্ম তোমায় গান শুনালাম গো' বলেই একবার পাদরীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে নিজের স্বভাববশতই ভামরকে চোখ টিপল।

ভামর এ হেন ব্যাপারে কিছুই সত্যই প্রথমত বুঝতে পারেনি। তখনও শিশুর মতই অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। বদন নাচে আর এক পাক দিয়ে এসে পুনর্ব্বার একটু কড়া কুৎসিত ইঙ্গিত করে চোখ মটকায়। ভামর এতে করে রোমাঞ্চিত হল এবং পরক্ষণেই ভীত ত্রস্ত হয়ে মাথা নীচু করে তির্য্যক চাহনিতে পাদরীকে দেখেছিল। শান্ত মূর্ত্তি। তখন তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমন এক অস্বস্তি হয়। শিশুর মাথা যেখানে দপদপ করে উঠানামা করে সেই দিকে চেয়ে রইল সে। হিজড়ে এখন নাচে ; তার ছায়া ঘুরে ঘুরে যায় তক্তপোশের উপর দিয়ে। সে ভয়ে মুখ তুলতে পারছে না। এখান থেকে উঠে যাবার আর কোন সুযোগ না পেয়ে ভামর ছেলেটিকে ছোট একটি চিম্‌টি কাটল ; সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দন।

পাদরী খাড়া হয়ে উঠে তার কাছে গিয়ে বললেন, 'আহা হা কান্‌ছে কেনে মাই দে গো।' তারপর বদনকে বললেন, 'ওরে বাবা বদনচাঁদ তুই যা রে এখন।'

'যাই গো মশায়, বাবা এখন আশীর্বাদ কর আসছে জম্মে যেন বাপ হতে পারি···ধম্ম যেন একটা হয়'—বলে বার বার গড় করলে।

কয়েকদিন পার হয়েছে। সেরেনডির উৎরাই অনেক বড়, এখানে বহু লোক হাল চষে। ছোট ছোট ছায়া ফেলে মস্ত মস্ত এঁড়ে কাঁড়া হালে, জলের উপর দিয়ে ঘোরাফেরা করে। বদন হাল চষে। এটা যদুর জমি, সে জনমজুর। বদন কিন্তু তার দুঃসাহসের কথা এতাবৎ প্রকাশ করেনি, কেননা সে জানত যে সে কথা লাগসই হবে না ; আর যে সকলেই মারমুখো হবেই। তাই যদুকে সে বলে, 'আমার মনে লয় মাগী পাঁচ হাত তোলা···।'

যদু তাকে ঝুটো তাড়না করে বললে, 'মর বেহুড়োলে (অমানুষ)' বলে হালের পিছু পিছু এগিয়ে গিয়ে এক ঘুরতি মেরে এসে বললে, 'দুঃ শালা···' অর্থাৎ সে প্রশ্ন করেছিল।

'ওগো বলি শোন মাগী বড় সুবিধের লয়, লাঙসৌয়ারি'

যদু একথায় খুব খুসী হয়, সে হে হে করে সবাইকে ডাকল। এর মধ্যে প্রায় লোকেই ক্রিশ্চান। সকলেই ইদানীং শিশুপুত্রের জন্য বেশ গর্বিত। যদুর তাদের মত দরদ ভক্তি থাকার কথা নয় কারণ তার বিশ বিঘে জমি আছে তাছাড়া সে মন্ত্র নেওয়া হিন্দু। এবং সকলের থেকে একটু বেশী বোতলে ঝুমুরে মত্ত। সকলে হাল ঠেলে আলের কাছে আসতেই, জলের উপর ছোট চাবুকটা মেরে যদু অকারণে বেশী উল্লসিত হয়ে বললে, 'দুঃ শালা হিজড়ে। শুন শুন তোমরা হে—

'শালা বলে মান্য করলি আমার কুথাটাকে মান···' বদন বললে।

'শালা পাজী মিছাই বলছিস···এরা শুনলে বলবেক কি···'

সমবেত অনেকে এ সকল কথার কোন কিছু অর্থ ঠাওর করতে পারছিল না, শুধু তাদের দেহ অস্বস্তিতে নড়ে এবং তাদের দৃষ্টি যদুর মুখ থেকে বদনের মুখে আনাগোনা করছিল। আর মাঝে মাঝে এই সরল মানুষেরা কিছু রগড়ের আশায় হাসবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

'বুকের পাটা থাকে ত বল না এদের সামনে হে', যদু বললে।

'আমি আপখোরাকী লোক, আমি কি ডরাই!' বলে বুকের গামছাটায় একটু ঠিক দিয়ে বললে, 'মিছাই বললে আমার লাভ কি গো। না কি বল···' গলাটা তার নেমে আসছিল ; পরে আস্তে আস্তে বললে, 'দূতবাবুর মা···উঃ শালী লাঙসৌয়ারি বলেই বলদকে হেট্ হেট্ করলে, তারা চলতে লাগল।

সমবেত ক্রিশ্চানমণ্ডলী, চোখ বড় করলে, নিজেদের মধ্যে হে হে করে যখন গোলমাল সৃষ্টি করছে, তখন বদন বলদের ন্যাজ মলা দিয়ে আরও কয়েক কদম এগিয়ে গেছে। যারা যারা ছিল পাপের ভয়ে এবং কিছুটা আঘাত লাগায় লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল, বলদ জোড়া এগিয়ে গেল আর বদনকে জলে ফেলে দিল। অনেকেরই নিজেদের ঠোঁট খুলে গিয়েছিল ; কোমরলগ্ন ঘুনসির তামা রোদে চক্‌চক্ করে উঠেছিল। যে যার হাল ধরতে চলে গেল, বদন তখনও জলে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষেত যখন ফাঁকা, তখন যদু বললে, 'উঃ শালা মিছাই বলবে কেনে উঃ শালা ত ঢোঁড়া গো···টেঁটার গো'।

এই অসভ্য কথাটা একটু এপাশ ওপাশ হল। ফলে গির্জ্জার রাস্তায় কেউ বেরোতে গেলেই অন্যে সন্দেহের চোখে দেখত। পরিহাস তামাসা করবার মত তখনও কিছু সাহস আসেনি।

কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন যদু একটি বৃহৎ ছাগল নিয়ে এসে পাদরীর দরজায় হাজির। চোখে তার কাজল, কাঁধে একটি পরিষ্কার গামছা।

শিশুপুত্রের নাম চারিদিকে ছড়াচ্ছে জেনে পাদরী বাবা প্রভুকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। এ কারণে যে, তাঁর বিশ্বাসে সকলেই প্রত্যয় করে ; এবং প্রত্যয় হেতু তার চিত্তবিনোদন হয় না, প্রগাঢ় ভক্তি আসে, শিহরণ হয়।

যদু বললে, 'বাবা গো, ভালয় ভালয় খেত রুইলাম এবার ধান কাটব তাই···' বলে ছাগলটিকে দিলে, সে আরও বলেছিল, 'ফসল হইছে···হবেই দূতঠাকুর যখন আছেন···' বলে শিশুপুত্র এবং তার মাকে দেখে, ভাঙা বুক নিয়ে ফিরে গেল।

পতাকী এসেছিল আর একদিন, সে আর এক বদমায়েস। এসে কাঁদলে, বললে, 'আমায় ভাল করে দাও গো···।'

ভুলুয়ার জ্ঞানগম্য নেই সে ভীত হয়ে পতাকীর সামনেই বললে, 'বাবা গো এদের দশা লাগা লজর···ভারী কেউটে গো···!'

পাদরী এ কথায় অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা অনুভব করলেন। পতাকী চলে যাবার পর বললেন, 'ভুলুয়া খারাপ বলে কিছু নেই···।'

'না দেখে লিলেই খারাপ হবে গো, বেগুন না দেখে লিলেই কানা দিবে, বিড়ি আদ পয়সার না দেখে লিলেই ভাঙা দিবে।'

'প্রভুর নাম যেখানে যেখানে হয় সেখানে খারাপ আর থাকে না···'।

'হে হে খারাপ নাই—রোজ আমার বিড়ি চুরি করে কে ? এখন আমি ট্যাঁকে রাখি···' বলে ট্যাঁক দেখালে।

ভুলুয়ার অগামারা হাস্যধ্বনি মতিলাল পাদরীকে ঈষৎ বিমনা করেছিল। ধোঁয়াতে স্মৃতির মধ্যে একদিনের কথা ; ভামর সামনের তক্তপোশে বসে, কোলে তার শিশুপুত্র, আপনকার কোমরের কষি আঁটতে গিয়ে টক্ টক্ টক্ করে তিনটে বিড়ি পড়ল, তার মধ্যে একটি অর্দ্ধদগ্ধ। বেশ কিছুক্ষণ পরে পাদরী চোখ ফিরিয়ে বলেছিলেন, 'আর খেও না···।'

'এগুলো ভুলুয়া আমায় রাখতে দিয়েছে···।'

মর্ম্মাহত না হয়েই মতিলাল পাদরী বললেন, 'তুমি আর রাখবে না', একটু পরে আবার বললেন, 'ভামর তুমি জান না কার মা তুমি, নির্ম্মল হও।' বলে শিশুপুত্রের ছোট পা খানি আপনার মাথায় ঠেকালেন।

ভুলুয়ার বিড়ির কথায় সে কথা মনে পড়ল। কিন্তু তবু এই নবতম পুরস্কার তাঁকে মতিলালকে আর এক আনন্দের মধ্যে নিয়ে জমা করে রেখেছিল।

অনেকে অনেক কথা আলোচনা করছে। ফুলল একদিন এসে বলেছে, 'বাবা তুমি বল আমরা কি জবাব দিব !'

স্থির পাদরী বাবা তার মাথায় হাত দিয়ে বলেছেন, 'ঈশ্বর আছেন।'

ফুলল অবশ্য নিজেই নাহয় অবোধ ভুলুয়া মারফৎ প্রশ্ন করেছে, সব থেকে তারই উৎসাহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশী। বহু হাটে অনেক লোককে সে প্রশ্ন করেছে সঠিক উত্তর কখনও পায়নি। প্রথম দিনের ধারণাই এখনও তার বদ্ধমূল, মাগী লষ্ট দুষ্ট।' ভামরেরও দোষ আছে, ভুলুয়াকে সে বলেছে, রায়নায় বাড়ি, ফুললকে বলেছে সারেঙ্গা, আর কাকে বলেছে বেলপাহাড়ী।

ফুলল প্রায়ই বহুদূর গ্রামের লোক চৌকিদার নিয়ে এসেই বলে, 'দূর গাঁয়ের লোক আসছে রাজাকে দেখতে গো…।'

মতিলাল এতশত বুঝতে চেষ্টা করেন না। ভামর ছেলে কোলে করে ভীত ইঁদুরের মত চেয়ে থাকে, আর মনে মনে জপ করে পাদরী বাবা না উঠে যায়। পাদরী উঠে গেলেই দর্শনার্থী চোখগুলো ভীষণ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, আর ফুললকে একাই প্রশ্ন করে, 'তোমার মানুষ কোথায়, দেশ কোথায়?' ভীত ভামর চোখ মোছে।

এইভাবে অনেকদিন চলে গেল, ভামর যে কে তার হদিশ কেউই করতে পারল না।

ভামর যেন মনে হয় পাগল হয়ে উঠল। একদিন সন্ধ্যায় পাদরী যখন গির্জ্জাঘরে প্রার্থনায় সমাহিত, ভামরের বিরাট সুন্দর দেহটি এখানে এসেই পাথরের মত হয়ে গেল। নিশ্চল ভামর কখন যে পাদরীর পা ধরেছে তা সে নিজেই জানত না, পায়ের তলায় তার মুখখানি, কেশদাম ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, অশ্রুজলে মাটি সিক্ত।

পাদরী তার উষ্ণ অশ্রুজলের ছোঁয়ায় আরও ধীর, শুধু মুখ ফিরিয়ে দেখে পা সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আলুথালু ভামর কোনমতে মাটি থেকে এবার চোখ দুটি তুলে প্রশ্ন করলে, 'বাবা…।'

'গির্জ্জা থানে মানুষের পায় হাত দিতে নাই ভামর।'

'আমার কি হবে?'

'লোক অনুতাপে নূতন জীবন পায় গো মা! তুমি অনেক অনুতাপ করেছ তাই এই নূতন জীবন পেয়েছ—যে জন্মেছে তাকে চিন—সেই বড় সাধু হে…সে তাঁর নাম প্রচার করবে হে…।'

AMARBOI.COM

পাদরী সন্ধ্যায়, রাত্রে, প্রাতে শিশুপুত্রের সামনেই প্রার্থনা করেন। এখানে বাক্য নেই, শুধু মন স্থির করা ছিল। কখন শিশু মায়ের কোলে শায়িত, কখন কোলে, কখনও স্তন্যপানকালে। এ ছাড়া টিলায় টিলায় মধ্যরাত্রে ত প্রার্থনা আছেই।

একদা মধ্যরাত্রে, পাদরী বারান্দায়। টিলায় যাবেন বলে তৈরী হচ্ছেন, হঠাৎ দেখেন ভামর অদ্ভুতভাবে আপনার ঘর থেকে বার হয়ে আসছে, এ অন্ধকারেও তার চোখে শুধুই সাদা, মণি বলে কিছু যেন নেই। তাঁকে দেখেই ছুটে এসে পায় পড়ল। শুধু অস্ফুট স্বরে বললে, 'বাবা…।'

মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বৃদ্ধ বললেন, 'প্রভুকে ধন্যবাদ তুমি নবজীবন পেয়েছ মা। একে দেখ,' বলে শিশুপুত্রকে দেখালেন।

ভামরের জন্য মতিলাল পাদরীর বড়ই কষ্ট হয়েছিল এবং ভালও লেগেছিল যেহেতু মন এমন পীড়িত হলেই তবেই মুক্তি।

আর এক রাত্রে। তখন ভাঙা চাঁদ নিম্ন আকাশে। এ টিলা বড় নিঃসঙ্গ। বড় বড় পাথরের ঢিবি চারিদিকে, তখন মাত্র প্রার্থনা সেরে উঠেছেন, দেখলেন ভামর খানিক স্খলিতবসনা; তাঁকে দেখে, বোধ হয়, চমকে উঠে এসেই পা ধরে বললে, 'আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি, দেখ কাঁটায় আমার পা বিক্ষত…আমার কি হবে?'

পাদরী তাকে বললেন, 'ওকে আদর কর—সব দূরে যাবে…।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর এক রাত্রে।

ইদানীং শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে পাদরী প্রার্থনা করতে যান। বড় বড় শালের ছায়ার মধ্য দিয়ে ছোট পাহাড়ী সারনদো নদী বয়ে গেছে মাঝে ছোট জলাশয়, সেখানে অন্ধকার, এর মধ্যে দিয়ে জলস্রোত। পাদরী এর পাড়ে এসেই দেখেন ওপারে পাথরের উপর কে একজনা। পাদরী বললেন, 'কে ?'

'আমি বাবা।'

জল অতিক্রম করে বালি মাখা পায় এসে ভামরের কাছে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এখানে ?'

'আমি কাঁদি...ওখানে কাঁদলে আপনার খারাপ লাগবে...।'

'ছিঃ কাঁদতে নেই, তুমি তো পেয়েছ' বলে তার কোলে শিশুপুত্রকে দিলেন। মতিলাল লোকের কথা একবার স্মরণ করেছিলেন ! মনে হল, ভামরের মত শুদ্ধতা আকাশের তলায় ক্কচিৎ আছে।

শিশুপুত্র এখন সর্ব্বক্ষণ তাঁরই কাছে। এই ছোট্ট রূপটির প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তাঁর কণ্ঠস্থ। পাদরীর কোলে কোলে সে অনেক মধ্যরাত্র দেখেছে, অনেক টিলায় কেঁদেছে, বিরাট আকাশের মধ্যে শিশুর ব্যাকুলতা তিনি মন দিয়ে শুনেছেন। কত ক্ষেতে সে পা দিয়েছে, অসুস্থ রোগীর মাথায় তার পা ছোঁয়ান হয়েছে। এইরূপে এখন সে বেশ বড়সড়। পাদরীকে বাবা বলে, দুরন্তপনা ক'রে মাঝে মাঝে বাইবেলের পাতা খুলে দেয়, তাতে তিনি নিগূঢ় অর্থ খুঁজে পান। একথা খুব আশ্চর্য্যের, খুব গর্ব্বের যে, সে কখনও একটি পাতাও ছেঁড়েনি। পাদরী 'ও প্রাণ, প্রাণ' বলে তাকে ডাকেন, সে থপ থপ করে আসে।

একদিন শিশুপুত্র কাঁধে, নিমড়া থেকে ফিরছেন হঠাৎ সরতার ছোট শাল আর মহুয়া কুঞ্জে দেখলেন একটি আসর বসেছে।

চেটাই পাতা ; যদু, জহর, বদন হিড়িম্বে, ভোলা পাইক, পতাকী সকলে বসে। কয়েকটি বোতল, জগা বসে কয়েকটি তিতির ছাড়াতে ব্যস্ত। পাদরীকে দেখেই কয়েকটি বোতল আড়াল হল, যদু শুধু একটি বোতলের মুখে হাতের তালু দিয়ে ঢেকে বসে।

পাদরী থমকে দাঁড়ালেন, ওরা গড় করলে। তিনি বললেন, 'ও কিরে...?'

'আজ্ঞে এ আমাদের সন্ধ্যেবেলার কেরাছিন।'

'কেরাসিন ?'

'আজ্ঞে না খেলে আলো জ্বলবেক্ না গো...'

'ছেড়ে দেরে ওসব খাওয়া, দেখ না কে এসেছে...'

'দেখলাম না ?...ও তো আমাদের উদ্ধার করবে গো—আমরা এ জন্মে পাপ করি—'

'ছিঃ ছিঃ, এখনও পাঁকে ডুবে থাকবি রে...'

'পাঁক না হলে তুলবে কো'থিকা গো...'

ক্রিশ্চানরা কেউই কোন উত্তর দেয়নি, একমাত্র যদুই দিয়েছিল। পাদরী দুঃখিত মনে নিজের পথ নিলেন। উনি জানতেন, এরপর কলসী আসবে।

এখন অনেক রাত, হঠাৎ তাঁর মনে হল সন্ধ্যার সেই আসরের কথা। ওদের নিষ্ঠুরভাবে 'পাঁকে ডুবেছিস' কথাটা বলা ভারী অন্যায় হয়েছে বলে তাঁর মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে একথাও তাঁর মনে হল, ওদের কাছে গিয়ে তাঁর সত্যই ক্ষমা চাওয়া উচিত। একবার দোমনা, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি স্থির। বেরিয়ে পড়লেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদুর বাড়িতে গিয়ে জানতে পারলেন, সে ফেরেনি। জহরও বাড়ি নেই। ফলে অনেকগুলো চড়াই উৎরাই ভেঙে পাদরী চললেন নিমড়ার দিকে। এখন সমস্ত প্রহর ছুটে এসে ফাল্‌গুনে বিক্ষিপ্ত। মহুয়া ফুটছে। এই চড়াইয়ে উপরেই সেই মহুয়া কুঞ্জ। যেই তিনি চড়াই বেয়ে এখানে, হঠাৎ কার যেন গলা শোনা গেল, 'হেইগো, হেইগো, পাদরী বাবা আসছে বাবা আসছে⋯হে' কাদের যেন সাবধান সজাগ করে দিতে চাইছে।

অদূরে, পাতার ছায়ার ফাঁকে চাঁদের আলোয় দেখা যায়, দু-একটি লোক মুখ গুঁজড়ে পড়ে, বোতল গড়াচ্ছে, কলসী কুকুরে চাটছে, একটু নিকটে আসতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল একটি স্ত্রীলোকের সুন্দর দশাসই দেহ। যেন ছিটকে পড়ে মাটিতে তার মুখ গুঁজড়ে আছে। উদম নির্লজ্জ বিবসনা। হাওয়ায় চুলগুলো খেলে বেড়ায়। আর বিভ্রান্ত তিতিরের পালক ওড়ে। কে একজন বললে, 'হেইগো ভামর, পাদরী গো।' এই সেই দেহ যাকে একদিন মনে হয়েছিল শরতের মেঘসদৃশ।

কোনমতে ভামর মাথা তুলে বললে, 'বাবা, আমার কি হবে গো?'

এই বীভৎসতা তিনি আশা করেননি। নিজের গলার স্বর নিজের কানে এল, 'নবজীবন পেয়েছ', 'তুমি জান না তুমি কার মা!' নিজেকে অপদস্থ হতে দেখে, ঠকতে দেখে, অপমানিত হতে দেখে, বুকটা তাঁর ব্যথিত হয়ে উঠল। তাঁর বৃদ্ধ ক্ষমাশীল চোখে জল এল। দেহ নিস্পন্দ, শুধুমাত্র হাওয়ায় দাড়ি নড়ছে, পিঠে যেন কেউ লাথি মেরে মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে দিয়েছে। রাগ আর লজ্জায় গলা ফুলে উঠল। চোখের জল নিয়ে তিনি লম্বা লম্বা পায়ে এসে গির্জ্জাঘরের সামনে বালকের মত কাঁদলেন। গির্জ্জাঘরে পা দিয়েই তিনি চমকে উঠেছিলেন। এখানে তিনি দাঁড়াতে পারলেন না।

ঘরের পথে রাস্তায় একবার তাঁর হাতদুটি কয়েক পাতা ছিঁড়তে উদ্যত হয়েছিল। ঘরে এসেই আলো তুলে বাইবেল খুললেন, মন কিছুতে বসল না। একবার ইচ্ছা হল ভুলুয়াকে জিজ্ঞাসা করেন, ভামর কোথায়? ফলে বারান্দায় এসে ঘুমন্ত ভুলুয়ার দিকে চাইলেন, কিন্তু ওপাশের জানলার দিকে চাইতে গিয়ে তাঁর রোমহর্ষ হল, সেখানে অন্ধকার! চেয়ারের হাতল জোর করে চেপে খানিক বসে রইলেন, ঘামে মুখমণ্ডল সিক্ত! দ্রুত নিশ্বাসকে সরল করা তাঁর সাধ্যাতীত!

এখন গির্জ্জার মাঠে। মনে হল একবার প্রার্থনা করতে, কিন্তু দেহের অন্তরে যে মন, সে ত নিশ্চয়ই, এমন যে অস্থিনিচয় তাও চূর্ণীকৃত। যে মতিলাল পাদরী এক পলকের জন্য পরম পিতাকে ভুলে যায়, তাহলে, তার আর অস্তিত্ব রইল কোথায়? ঘোড়ার ছুটন্ত পা তাঁর মধ্যে ঢুকে পড়েছে, এখন বুক নেই, হৃদয় কোথায়? আত্মা সে ত বাইবেলের একটি লাইন মাত্র, বিধর্মীরা যার কাগজ পুড়িয়ে ছেলের দুধ গরম করে।

কোথাকার একটা পাশবিক জঙ্গল চলতে চলতে এসে তাঁর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। ক্লান্তি তাঁর নেই, আজকের পৃথিবী সেটুকু অপহরণ করেছে, দূরের পাপিয়ার ডাক তাঁকে ফেরাতে পারেনি যেখানে সৃষ্টির শেষ মাধুর্য্য ছিল। অকারণে নিজের মনে হল, আমার ভক্তি ছিল না, ছিল ভীরুতা।

স্ফীত নাসাপুট, উষ্ণ নিশ্বাস, কুঞ্চিত চোখ আর ভয়ঙ্কর দাঁত যখন লাগাম ধরে তখন তারা আর এক কথা ভাবায়, আর এক পথ দেখায়। শুধু মনে হল 'আমি ঠকেছি' আর এক-একবার মহুয়া কুঞ্জের সেই উদ্ভিন্নযৌবনা দেহটির কথা মনে পড়ে, আর তিনি পাগল হয়ে যান।

একদা শুধুমাত্র প্রভুর নাম শুনে মনে হয়েছিল, আমরা সত্যই দেবদূতগণের থেকে সুখী,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ তাঁর নাম শুনেছি, আমরা জিতেছি। এখন শুধু মনে হল ঠকেছি। সত্যই জনমজুরের থেকে পাদরীরাই বেশী ঠকে।

বেচারী মতিলাল। বারান্দার খুঁটি ধরে নিজের আঙুল দাঁত দিয়ে যত জোরে চাপছেন ততই চোখের জল হু হু করে পড়ছে। এমন সময় আর এক কান্নার শব্দ আলো হয়ে, বর্ণ হয়ে তাঁর কাছে আসতে চাইছে। তিনি গভীরভাবে সেই দিকে চাইলেন। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা, ফলে লণ্ঠনের আলো কাঠখোদাইয়ের কিরণের মত হয়ে গেছে, তারই মধ্যে শিশুপুত্র—সুন্দর গোলাপী একটি বেদানা যেমত। পাদরী চকিতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আবার চোরা চাহনিতে শিশুকে দেখে কেমন যেন হয়ে গেলেন। চাঁদের আলো-অন্ধকারে তাঁর মত মানুষকে এমন দেখায় না, কারণ মানুষ ত নখী দন্তী নয়। তবু চকিতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল এই মতিলাল পাদরী। মাথাটা তাঁর ঘুরে গেল, বসন ভূষণ এলোমেলো হল, বিরাট একটা বাদুড়ের মত ক্ষিপ্রবেগে ঘরে প্রবেশ করেই শিশুপুত্রটিকে একটানে তুলে নিলেন। মনটা মচকালেও তিনি নিজের গতিকে ক্ষিপ্র করে রাখতে কৃতসঙ্কল্প। শিশুপুত্র হয়ত কাঁদতে গিয়েছিল কিন্তু সে কিছুই থৈ পায়নি।

শিশুটি তাঁর দিকে চাইল এবং বুঝল, এ ত পুরাতন কোল। পাদরী একবার তার দিকে চাইতে গিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

পাদরী দ্রুত লম্বা পায়ে চলেছেন, কখনও বেসামাল, কিন্তু বদ্ধপরিকর। কতবার ক্ষেতের আল থেকে পা পিছলে গিয়েছে। কিন্তু আবার পথ। এক ছেড়ে অন্য পথ। এটা আর একটা।

আকাশ মুক্তার মত হয়ে এল। ক্রমে আলো টিলা দিয়ে গড়াতে গড়াতে আর টিলায় যাবে। ছায়াগুলি লম্বা ও গভীর হবে। পাখী উড়ছে, ডাকছে। শিশুপুত্র জেগেই হাসতে লাগল।

পাদরীর ঘর্ম্মাক্ত মুখখানি অসম্ভব কঠিন, একবার তার দিকে চাইলেন, আরবার চাইলেন। কঠোর সঙ্কল্প বুকে পাথর হয়ে রয়েছে। হঠাৎ তাঁর কপাল কুঁচকে উঠল, তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু স্থিরতায়, পাছে তিনি পুনর্ব্বার মতিলাল পাদরী হয়ে যান, সেই আশঙ্কায় পা দুখানিকে, ওইভাবে দাঁড়িয়ে থেকেও গতিশীল রাখছিলেন। এবং নিজের কোল থেকে শিশুপুত্রকে কাঁধে উঠিয়ে আবার চলা শুরু হল রাস্তায় দু-একটি মেয়ে গোবর কুড়োতে বার হয়েছে, তারা ঝুড়ি রেখে পথেই এগিয়ে তাঁকে গড় করলে। তিনি কোনদিকে না তাকিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছেন।

এটা খোন্দাড়ির জঙ্গলের অভ্যন্তর।

তিনি থমকে দাঁড়ালেন, কত পাখী উড়ে চলে গেল। শাল কেন্দ বয়ড়া আমলকী গাছ আর পলাশ ফুটে আছে, তবু জল হয়েছে। পাতা ঝরে সুক্ সুক্ করে জল পড়ছে। রাতে বৃষ্টি পড়েছিল, ফলে নিম্নে বনধোয়ানির ঝরনার শব্দ আর কিয়ৎ উপরে নিস্তব্ধতা।

এই চত্বরটি আরও পরিচ্ছন্ন। আঁঠরালতা উঠে গেছে শালগাছে, নিম্নে গুলঞ্চ আর চারিদিকে দোনার ঝোপ। শিশুপুত্রকে কাঁধ থেকে নামিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে পাদরী দাঁড়ালেন। আঙুল মটকাতে গিয়ে কি যেন মনে হল, সেখানে যেন প্রার্থনার কথা ছিল, আঙুল মট্‌কে প্রার্থনাকে ভেঙে দিলেন, তুই-তোকারির সাদামাটা জগৎ থেকে সে প্রার্থনা অনেক দূরে সরে গিয়েছিল।

পাদরী নিঃসঙ্গতার দিকে চাইলেন, ফোঁটা ফোঁটা জল কভু হাওয়ায় ঝর্ ঝর্ করে পড়ছে। শিশুপুত্রের এরূপ নিঃসঙ্গতা বহু জানা, বহু বিদ্‌ঘুটে রাতের সঙ্গে তার পরিচয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল। পাদরীর আঙরাখা ধরে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে, জলের ফোঁটায় কৌতুক অনুভব করছিল আর মাঝে মাঝে···'বাব্বা···ও ও' বলে উঠেছিল।

বনধোয়ানির আর পত্রচ্যুত জল পড়ার শব্দকে পাদরীর মনে হতে পারত, এ যেন গির্জ্জার মধ্যে অনুতপ্ত সকালের ব্যাকুলতায় কাঁপা ঠোঁটের শব্দ। কিন্তু তিনি কুড়ুলের মতই দৃপ্ত, ছিলার মত সোজা। অন্যমনস্ক ভাবে পকেট থেকে ঝুমঝুমিটা বার করে তার হাতে দিতে গিয়ে দূরে ফেলে দিয়েই চমকে উঠলেন। শিশু হাতীর মত আস্তে আস্তে সেটা কুড়িয়ে নিতে এগিয়ে গেল সেখানে, যেখানে পাতাগুলো দুর্ব্বল জন্তুর মত কাঁপছিল।

ইতিমধ্যে পাশের দোনা গাছটা ভীষণভাবে নড়ে উঠল। একটা জন্তু যেন ঝোপ ভেদ করে চলে গেল। দোনার কাঁটায় পাদরীর আঙরাখা ছিন্ন, তবু তিনি কোনমতে পার হয়ে এলেন।

শিশু যেদিকে ছিল সেই দিকে, কম্পিত গাছ থেকে ফুল দু-চারটে ঝরে পড়ল। এই ফুলঝরা তিনি পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে পেলেন। আর দেখলেন এক একটি ফোঁটায় বড় বড় জল পাতা খসে পড়ছে এবং শিশুপুত্র বিচলিত আন্দোলিত পাতার দিকে অতীব খুসীতে চেয়ে আছে।

মতিলাল পাদরীর নিজের ভিতর থেকে অসুস্থ উঁ উঁ শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে চোখ বন্ধ করে আবার আস্তে আস্তে হাত খানিক নীচে নামালেন, হাতদুটি (যা করযোড়-নিমিত্ত তৈরী) ইদানীং সে দুটি কম্পিত হয়। দোনার কাঁটায় বৃদ্ধের কপাল কিছুটা ছড়েছে। অনিমেষ নয়নে দেখছিলেন, শিশুপত্র হাত পেতে আছে। তার হাতের তালুতে পট পট করে জল পড়ে।

ভারী খুসী, শিশুর ছোট ছোট দাঁতগুলো স্পষ্ট দেখা যায় ঝুমঝুমি তুলে ধরে আবার সেই খেলা। পাতা নড়ে জল পড়ে, খেলনা ঝুমঝুম করে ওঠে। এবার শিশুপুত্র তার একটা হাত আঙরাখার উদ্দেশ্যে তুলে দিলে, হাতটা একাই ভয়ঙ্কর ভাবে পাদরীকে খুঁজছে আর এক হাত ক্রীড়ারত।

পাদরীর আঙরাখার হদিশ না পেয়ে চকিতে শিশু ফিরে তাকালে, চারিদিকে তাকালে, ঠোঁট কেঁপে উঠে 'বা-ও-বা' বলে কেঁদে ফেলল। চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অসম্ভব ক্রন্দন—প্রথম দিন এমনি সে কেঁদেছিল।

কান্নার শব্দ মতিলালকে বিচলিত করলে না, সাপে তাড়া খাওয়ার মত দু-চার রশি দৌড়ে গিয়ে হঠাৎ একটা মানুষ-গভীর গর্ত্তে পিছলে নেমে পড়লেন, গা-ময় কাদা, কান্নার শব্দ এখনও আসছে। চোরের মত সন্তর্পণে উঠে, আস্তে আস্তে মুখটা অল্প বার করে রাখলেন।

এখান থেকে দেখা যায়। শিশু কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে আসছে, এবার খর জমির উপর পড়ে খানিক হামাগুড়ি দিয়ে সে কোনমতে উঠে দাঁড়াল। তার কচি হাঁটুতে দু-একটা কাঁকর লাগা, আর রক্ত।

এই প্রকাণ্ড বনভূমি, সুদীর্ঘ বৃক্ষরাজি তির্য্যক আলোকপাত। সমস্ত কিছুই রহস্যময়। শিশুর ভীত চোখ এখনও কাকে খোঁজে, চোখ অনবরত মোছার ফলে মুখমণ্ডল মলিন হয়েছে। সে কাঁদে, এগিয়ে আসে।

আলোক ভেদ করে তার কান্নার শব্দ। পাখী উড়ে যায়, পাতা উড়ে উড়ে পড়ে আর দু-চারটে শাল ফুল পালকের মত দুলে দুলে নামে। শিশুপুত্র টলতে টলতে আসছে।

পাদরী নিজের বুকে যেন লাথি মেরে লাফ দিয়ে উঠেই দৌড়ে শিশুর কাছে গিয়ে আছড়ে পড়লেন। শুধু তার ছোট দেহে মুখ ঘষতে ঘষতে ক্ষীণস্বরে বললেন, 'ও প্রাণ, প্রাণ।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার হাঁটুতে মুখখানি বুলাতে বুলাতে চোখের জলে ধোয়াতে ধোয়াতে বললেন, 'আমি সত্যই ক্রিশ্চান নাই গো বাপ্ !'

তাহাদের কথা

আতা গাছটির পাশেই জ্যোতি দাঁড়িয়েছিল। এখন পড়ন্ত বেলা, পাতা ছিঁড়ে বিকালের আলোর ছিনিমিনি তার মুখমণ্ডলে, অধিকন্তু পাতার সবুজতা ; এতে করে তার মনের অধৈর্য্য আরও যেন বেশী করে প্রকাশ পায়। সে ক্ষুৎপিপাসাকাতর, না অন্য কোন যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু সে নিজেই জানে না। সম্মুখে সুদীর্ঘ রাস্তা, জ্যোতি তাকাল।

গাড়ি আসে, কোচোয়ান পা দিয়ে পাটায় আওয়াজ করে, ছিপটি ঘুরায় এবং হাঁকে, 'আমবোনা আমবোনা' 'গড়শিমলা ই ওঃ'। অথবা সাইকেল কিংবা গরুর গাড়ি, কভু বা কল্যাণময়ী সাঁওতাল রমণীরা—তারা নালিশ-করা সুরে কথা কয়, তাদের দেহ বড় গড়বড় করে। কখনও বা মামলার ফিকির আঁটে কতিপয়, একজনের পায়ে বুট জুতো, সে মাথার উপর হাতের হস্কা খেলিয়ে বললে, 'লিল্লিহো শালা, উয়ার জমি ডিহি আমি একো গরাসে খাই লুব হে ! দেখ বটে', থেমে 'সন তের শ চৌত্রি' গলার স্বর নেমে ছিল না দূরে গিয়েছিল। আর ক্বচিৎ, ছোকরারা ফিসফিস করে কথা কয়, নিশ্চয় স্বদেশীর কথা।

মামলার সূত্রে কোর্ট, কোর্টের ঘণ্টা দূর থেকে শুনলে জ্যোতি ত্বরিতে ফাঁকা মাঠে পৌঁছে যায়, বড় অসহায় বোধ করে। এখন সে পিরানের মধ্যে হাতা গলিয়ে পৈতেটা টেনে কাঁধে তুললে। হাফপ্যান্টটা ঢাউস। এর একটা ঠ্যাঙের মধ্যে তার সমস্ত শরীর গলে যেতে পারে। বাবুই দড়ি একটা ছিল, এখন নেই ; সুতরাং সে কাপড়ে যেমত গিঁট দেয় তেমন তেমন গিঁট দিয়েছিল। ছোটার সময় অবশ্য তাকে প্যান্ট ধরেই ছুটতে হয়।

ক্রমাগত সে তিক্ত হয়ে ওঠে, অন্নপূর্ণা কেন যে এখন আসছে না ? এর জন্য তার রাগ সে কারণে তার অভিমান। এই রাস্তায় তাকে ফিরতেই হবে, তখন জ্যোতি তাকে দেখে নেবেই ; তার মন বড় তছনছ হয়ে আছে। সে সাহস করে একবার রাস্তায় উঠল, এখন গাছের পাশে ফিরে আসছিল।

'কে বটে জ্যোতি লয় ?'

জ্যোতি কোন এক সামগ্রী চুরি করতে গিয়েই হাত সরিয়ে নিলে—এমনই তার স্বর, তথাপি বিপিন গুপ্ত মশাইকে দেখে হাসবার চেষ্টা করার থেকে মাথা বেশী নাড়ল। বিপিন গুপ্ত কাঁধের থেকে ছাতাটা নামিয়ে শান্ত চোখ দুটিকে তীক্ষ্ণ করে বললেন, 'প্যান্টালুন বিলেতী লয় ?'

অসহায়ভাবে মুখটি আন্দোলিত করে জ্যোতি উত্তর করলে, 'জানি না, একজনা দিইছে বটে।'

'আহা হা ! বাবা কেমন রে'—বিপিন গুপ্ত এ-প্রশ্নে জ্যোতির উত্তরটা মুছে দিয়েছিলেন। তাঁর নিশ্চয় কষ্ট হয়েছিল। 'তুই আর তুয়ার দিদি একবার আসিস কথা ফয়েসলা আছে বটে', বলেই আবার হাঁটতে লাগলেন। ছাতাটি পুনর্ব্বার ঘাড়ে খোলার কথা—হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে—মনে নেই। তাঁর ক্যামবিসের জুতা জোড়ার দিকে জ্যোতি শ্রদ্ধার সঙ্গে চেয়েছিল। জুতা জোড়া পাঁচ খানায় ধূলালাল, সে একবার প্যান্টালুনের দিকে দেখেই মুখ তুলেছিল। স্বদেশীদের উপর তার কিছু ভাল ধারণা থাকার কথা নয়, বিপিন গুপ্ত স্বদেশী নিশ্চয়ই হলেও তাঁর কথা আলাদা। এ-কারণে নয় যে তিনি তাদের মাসের চার টাকা বন্ধু-ভাণ্ডার থেকে সাহায্য করেন। যেহেতু তিনি সবাইকে ভালবাসেন। বড়লোকদের ভালবাসার কোন সুযোগ নেই, তা না হলে তাও তিনি বাসতেন। বিপিন গুপ্তই একমাত্র লোক যিনি সত্যই চন্দ্রসূর্য্য ওঠার রহস্য অবগত ছিলেন। তাঁর কথা আলাদা। কিন্তু জ্যোতির স্বদেশীতার উপ্‌র রাগ ছিল। কেননা, স্বদেশীতাই তাদের কাল।

জ্যোতি রাস্তার দিকে চাইল, একবার মনে হয়েছিল, তাকে যদি অন্নপূর্ণা দেখতে পেয়ে অন্য পথে গিয়ে থাকে? মনে মনে সে সময়ের হিসেব নিলে ভ্রূ কুঁচকালে; দৃঢ় হল যে, এ-সময়ের মধ্যে অন্নপূর্ণা খুব বেশী হলে দুর্গাবাড়ি পর্য্যন্ত। এবং দুর্গাবাড়ি থেকে তাকে ঠাওর করা সম্ভব নয়। হিসেব সত্ত্বেও সে দোমনা হয়েছিল। অবশেষে এরূপ মনস্থ করে যে, 'আর চারটে সাইকেল···নাঃ সাইকেল বড় ঝটঝট করে আসে, বাঁক? উঁহু গরুর গাড়ি যদি চারটে আসে।'

দ্বিতীয় গরুর গাড়িখানি—মুখোমুখি ঘোড়ার গাড়ির দাপটে—রাস্তার অল্প ঢালে নেমে গেল, এখন স্পষ্টই দৃশ্যমান কশ্চিৎ বালিকা রাস্তা ছেড়ে নীচে শালগাছতলে স্থির। একটি অতি সাধারণ খবরের কাগজের প্যাকেট অত্যন্ত সাবধানে বুকের কাছে ধরা; ভয়ে তার খোঁপা খসে, এবার দেখা গেল রয়ে রয়ে খসে পড়ছে। রাস্তা স্বাভাবিক দেখে মেয়েটি নিশ্বাস ফেলে স্বস্তির হাসি হেসেছিল।

গরুর গাড়ি যখন ঢালে নামে, জ্যোতি জিব দিয়ে তখন 'আ-র-র' শব্দ করলেও, স্থান ত্যাগ করেনি, সে ডাল ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল মাত্র। পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় মেয়েটি ব্যতিব্যস্ত, এ-কারণে যে, সে হাতের প্যাকেটটি কোথায় রেখে চুল গোছ করবে? দাঁত দিয়ে ধরবে, না বগলদাবায় রাখবে? ছোট অস্থিরতার নিষ্পত্তি করেই, গাছের গুঁড়ির কাছে মোটা শিকড়ের উপর সন্তর্পণে রেখে অযত্নের চিল-পিঙ্গল চুলগুলিকে সহজেই জুত করে কাপড়ে মৃদু মৃদু নিয়মমত ঠিক দিয়েছিল।

সে যে অন্নপূর্ণা একথা বুঝতে জ্যোতির ভুল হয়নি, অন্নপূর্ণার রক্তগৌর মুখমণ্ডল বিকালের চাঁপা আলোয় কঠিন। সে ভীরু চাহনিতে কি যেন-বা ঢাকবার চেষ্টায় চঞ্চল, কাপড়ে কোন ছেঁড়া অংশ নিশ্চিত। জ্যোতির কি যেন মনে পড়ে গেল, দেহ তার দ্রুত নিশ্বাসে ধড়ফড়, তবু তারই মধ্যে সে হাফপ্যান্টের যেখানে ছেঁড়া সেখানে হাত দিয়ে অনুভব করেছিল, এবং মুহূর্তের জন্য অন্নপূর্ণার উপর তার মায়া হয়। তথাপি সে আপনার চোয়াল নাড়িয়ে মনকে দৃঢ় করলে। অন্নপূর্ণা প্যাকেটটা তুলে না-লাগা ধুলো খুব আদরে ঝেড়ে ফেললে। আবার পথে। তার মুখে পরিতৃপ্ত আহারের খুসী, নিশ্চিন্ত ঘুমের সুস্থতা বর্ত্তমান। জ্যোতি এতদ্দৃষ্টে ঘৃণায় টান হয়ে উঠল।

অন্নপূর্ণার চলার মধ্যে কেমন যেন পালানো পালানো ভাব, যদিচ এ-ভাব যুবতীজনোচিত হলেও এ ক্ষেত্রে সে কথা প্রযোজ্য নয়। এক-একবার সে বেশী করে নিশ্বাস নেয়, অবশ্য এর জন্য তার গতির কোন হেরফের নেই। সে খানিকটা এসে চকিতে দেখল, পাশের আতা গাছটি ছিড়ে ছিড়ে গেল, এবং কে একজনা অতর্কিতে ঝটিতি তাকে ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে গিয়েই ফিরে ফিরতি তার সামনে উদয় হল। অন্নপূর্ণা থমকে থেমে প্রথমে এক পা এবং পরে আর একটু পিছিয়ে গিয়েছিল, প্যাকেটটা কখন যে মাতৃ-ব্যগ্রতায় বুকে আঁকড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরেছিল, তা তার জানা ছিল না। ফলে সে সহজে নিশ্বাস নেয়। অবশ্য এ সময়ে তার আকর্ণবিস্তৃত চক্ষুদ্বয় ধাঁধিয়ে উঠে শান্ত স্থির। 'কি' এ-কথাটাকে যেন মুখখানি উঁচিয়ে টেনে টেনে গলার গহ্বর থেকে বার করে আনল। পুনর্ব্বার খোলাখুলিভাবে বললে, 'কি।' এরপরই যথেষ্ট নরম করে সাধারণ করে বলেছিল, 'কি রে ?'

'কি রে ? ভাবছ বটে আমি কি কিছু জানি না', জ্যোতির গলা আরও রুক্ষ আরও অসংযত হয়েছিল, বললে, 'বাণ্ডিল কি বটে শুনি ?'

অন্নপূর্ণা সাহস ফিরে পেল, তখনও অবশ্য জ্যোতিকে মনে হয়েছিল দুর্বৃত্ত আর পাঁচটা পুরুষ চরিত্র যেমত হয়। ইতিমধ্যে রাস্তাটা একবার খতিয়ে দেখে উত্তর করলে, 'ভাল হচ্ছে না জ্যোতে, রাস্তা ছাড় বলছি…' বলেই আর সময় অপব্যয় না করে জ্যোতির পাশ কাটিয়ে সে চলতে শুরু করল।

জ্যোতি সেইভাবে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র মুখ ঘুরিয়ে বলেছিল, 'লজ্জা করে না' বলেই একটি গাড়িকে রাস্তা ছেড়ে আর-এক ধার দিয়ে যেতে যেতে গঞ্জনা দিতে লাগল, যথা 'ধাড়ি মেয়ে' ইত্যাদি।

'ঝেঁটিয়ে…জ্যোতি…বেশী চালাকি…' বলে অন্নপূর্ণা রাস্তার নজর নিলে।

'তোকে বুন বলতে সরমে মরি, আসছে জন্মে যেন পাথর হই…ছি ছি ধিক গো…লুকিয়ে ছিট কেনা হয়…' বলে নিজের গাল থাবড়াতে লাগল।

'পোড়ারমুখো…এতে ছিট আছে কে বুললে ?'

'নাই যদি, তবে খুল না কেনে, দেখি হে তুমার শ্বশুর কি দিল বটে ?'

অন্নপূর্ণা সত্যি ধরা পড়ে গেল, এতে তার রাগ হয়ে এতে তার চোখে জল, ক্রোধ-বশে মিথ্যা বললে, 'আমায় কুণ্ডুদিদি দিইছে' বলেই সে চলতে শুরু করল।

'কুট হবে গো দিদি কুট হবে, ধ্যা ধ্যা মিছেটি বলা তুয়ার ঠোঁটে আটকায় না, হায়া নাই চামার রুইদাস, বাবার একটা ওষুধ কড়ি নাই…আর তুমি…'।

'বেশ করব বাঁদর, চল না ঘরকে…মাকে…'।

অন্নপূর্ণার বাক্যে গাত্রদাহ ছিল। জ্যোতি ভীত, মূঢ়, কোনক্রমে সে সকল কিছুর দিকে চেয়েছিল। বৃক্ষলতাদি অন্নপূর্ণার এবম্প্রকার অবজ্ঞার কথা শুনল। ছেলেমানুষটির পৌরুষকে নয়, কোন ব্যক্তির প্রতি ভালবাসাকে তুচ্ছ করা হল। যে ভালবাসার বলে এত দুঃস্থ হয়েও সে দাম্ভিক। সে—বালকেরা ক্ষোভ রাগবশে যেমত খুঁ খুঁ শব্দ করে সেইরূপ—শব্দ করতে করতে নিমেষেই রাস্তা পার হয়ে অন্নপূর্ণার দিকে গেল।

ভাইবোনে সদর রাস্তায় অনাত্মীয় হয়ে উঠল। এই সময়ে জ্যোতি তার প্যান্ট এক হাতে সামলাচ্ছিল, অন্য হাতটি প্যাকেট ছিনিয়ে নেবার জন্য ব্যগ্র এবং অন্নপূর্ণা বারবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে যুঝবার চেষ্টা করেছিল। চাঁটি মারছিল, চিমটি কাটছিল এবং অল্পকাল পরে নিজেই প্যাকেটটা আছাড় মেরে ফেলে দিয়েছিল।

কাঁকরে রাস্তার এতাবৎ খরখর ভাঙা, ছেঁড়া রুক্ষ আওয়াজ চুপ! জ্যোতি তার নিশ্বাসের শব্দ শুনলে। ক্ষণেক বাণ্ডিলটার দিকে চেয়ে, অন্যবার দিদির প্রতি ভীতভাবে চাইলে। দিদি আপনার হাত মুঠো করে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে কাঁদছিল, শব্দহীন কান্না নিমের থেকেও তিক্ত, শাপের থেকেও ভয়ঙ্কর। জ্যোতি প্যান্ট পরবার সুযোগ পেলে, নিজের গোঁয়ার্তুমি বুঝে তার ঘাড় হেঁট হল, ঠোঁট কাঁপল। সে হয়ত বলেছিল, 'আমি রগড় করছিলাম বটে', এর কিছু পরে বলেছিল, 'দিদি, বাবার জন্য আমার বুক ফাটে গো তাই'। কখন যে তার দৃষ্টি থেকে মুষ্টিবদ্ধ হাত সরে গিয়েছে তা সে টের পায়নি। মুখ তুলতেই দেখল, বেশ দূরে অন্নপূর্ণা, নিশ্চয়ই চোখে তার কাপড়। জ্যোতি বাণ্ডিলটা কুড়িয়ে ধুলা ঝেড়ে দৌড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্নপূর্ণা ভাইয়ের ডাক শুনে দাঁড়ায় নি, গতি কথঞ্চিৎ আড়ষ্ট হয়েছিল মাত্র। জ্যোতি যারপর নাই গলা রুগ্ন করে মিনতি করছিল।

মানুষ চলতে চলতেই এরূপ যে আছড়াতে পারে, জ্যোতি তা কখনও দেখেনি। সে হাঁ করে স্থির থাকে, কখনও বা পা মাটিতে ঘষে উপায় ঠাওর করে আবার দৌড়ায়। কখনও চলন্ত গাড়ির পাশ অনায়াসে কাটিয়ে বলে, 'হেই গো, এখনি চাপা খেতাম গো···তুমার মনে মায়া মমতার খোরাক নাই, ঘর করবি কেমনে লো, আমি সাত জন্ম যেন আটকুড়া হই, মাইরি আমি কখন ভাবি নাই তুই এমন বদলাবি···বাবা-অন্ত পরাণ ছিল তুয়ার···'

অন্নপূর্ণা ভাইয়ের কোন কথা বোধহয় শোনেনি। অন্নপূর্ণা প্যাকেটটাও নেয়নি, এখন তারা দুজনেই একটি রোগা গলিতে। জ্যোতি বললে, 'দিদি লিবি তো লে। না হলে'—বলে, একটি কারুকার্য করা কাঠের থাম দেওয়া রকের উপর প্যাকেটটা রাখতে গিয়েই চমকে উঠে একীভূত হয়েছিল। প্রচণ্ড গোলমালের শব্দ আসে। অন্নপূর্ণা ঘুরে দাঁড়ায় ; তার দেহ ছুটবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত। এখন দুজনেই মুখোমুখি। জ্যোতির দেহে ছুটে যাবার ব্যগ্রতা, অদ্ভুত, ঈষৎ বাঁকা।

গোলমাল উত্তরোত্তর মুখ খারাপ করে উঠেছে। ক্রমবর্দ্ধমান হো হো শব্দ। 'লে লে মার শালা ঢ্যামনাকে···ক্ষেপা পাগলকে খাপান দে।' রকওয়ালা বাড়ির পিছনে বাজার। গলি ঘুরে গেছে। জ্যোতি নিশ্চিত যে, পুলিসের হাঙ্গামা এ নয়, ফলে তার চোখ ফেটে জল, হাঁপছাড়া স্বরে বলে উঠল, 'দিদি, বাবা !' উচ্চারণ করতে মুখ তার দুমড়ে ত্যাওড়া হয়ে গিয়েছিল।

অন্নপূর্ণার হাতদুটি উঠেছিল, ত্রস্ত বিভ্রান্ত অন্নপূর্ণা জ্যোতির গলা মিলিয়ে একই নিশ্বাসে বলেছিল, 'বাবা।'

গোলমাল বাজার-খোলা থেকেই আছে, সুতরাং জ্যোতি ছুটল, দিদির গায় অল্প ধাক্কা লেগেছিল। রাস্তা থেকে সে একটা পাথর কুড়াতে গিয়ে পারল না, আর একটা পারল ; অন্নপূর্ণা এইটুকু মাত্র দেখেছিল, আর গালের পাশে হাতটির আঙুলগুলি কুষ্ঠগ্রস্ত, মহা আক্ষেপে মাথাটি কেঁপে উঠল। কান্না যাকে ত্যাগ করে গেছে, তার বুঝ দেবার কি রইল ! সে ত্বরিতে রকের উপর থেকে প্যাকেটটা ছোঁ মেরে নিয়ে ছুটল অন্যপথে, তার চোখে জল।

সে অনতিদূরে বন্ধ দরজার চৌকাঠে উঠে দাঁড়াল। দরজার পাশে কাঠে হাত দুটি ধরে নিজেকে আটকে রেখেছিল। এক হাতে প্যাকেট । তার সুন্দর মঙ্গলকারী দেহ ভয়ে পাতার মতই দুলছিল।

গোলমাল ধাঁধিয়ে গমক দিয়ে ওঠে। যে লোক এই মুহূর্তে ছিল এখানে, পরক্ষণেই সরে গিয়ে অন্যত্র। মুখে চোখে বিকট বিলাতী অট্টহাস্য, পার্শ্বস্থিত দোকানসমূহের দড়িতে ঝুলান হুঁকা পাখা সাজি ঠেকা, শত শত সামগ্রী দুলে ন'ড়ে ত্রাহি ত্রাহি ; দোকানীরা দোকান সামলাতে ব্যস্ত, কেউ সামগ্রী কুড়ায়, কেউ বা ষাঁড় রুখতে তৎপর। জ্যোতির শিবনেত্রদ্বয়ে মেঘ ডেকে উঠল, সে বুঝতে পেরেছিল তার প্যান্ট আলগা হচ্ছে, এবং সময়ক্ষেপ না করে হস্তধৃত পাথরটি ছুঁড়ে মারলে। ভীড় হে হে করে সবে গেল। পাথরটি যে তাদেরই উদ্দেশে ছোঁড়া এ কথা বুঝবার সময় ছিল না। কে একজন কোমর বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'বড় লিয়ে মার, ননু।'

ভীড় সরে যাওয়ার কারণে দেখা গেল, জ্যোতি দেখলে, কে একজন তার বাপের গায়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক খাবরি জল ছুঁড়ে দিলে। যে লোকটি তখনও তার বাবাকে দেওয়াল-ঠেসা করে মারছিল, তার চোখে মুখে জল পড়ল, জলসিক্ত মুখ মুছতে মুতে সে বললে, 'দূর অ শালা···শালা।' জ্যোতি এক হাতে প্যান্টটা টানতে টানতে এসে তার ভিখারী হাতে লোকটিকে ঘুঁষি মারতে উদ্যত হল, লোকটি সরে গেল। সেই ঘুঁষি পড়ল তার বাবার পিঠে। বাবার পিঠটা দুমড়ে গেল, বললে, 'মার মার···ওঃ ওঃ—মন বিষয় চেয়েছিলে।' জ্যোতি সজলনেত্রে দেখল, তার পিঠের জলগুলো খুর খুর করে গড়িয়ে এল।

শিবনাথের মুখ দেওয়ালের দিকে ছিল ; হাতদুটি প্রাচীন বন্দীদের কড়া আটকানো হাতের মত উর্দ্ধে উঠে গেছে, তার কিছু পাশে বর্ষা-পানির ভাঙ্গা নল, সেখানে একটি বাচ্চা অশ্বত্থ। জ্যোতি দুর্দ্ধর্ষ ; ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, সেই লোকটি নাল-মাখান হাসি হেসে বলছিল, 'লে লে খোঁকা মার শালা ক্ষেপা ঢ্যামনাকে আশি সিক্কা'—বলে নিজের কব্জিতে একটু আরাম দিতে দিতে তুখড় মাগীমচকান চোখে চারিদিকে চাইতে লাগল। লোকটি নির্ঘাত মফস্বলের, তাই যদি নয়, তাহলে কি জ্যোতিকে এইভাবে কুৎসিত উৎসাহ দেয় ? কারণ অন্যেরা এখন সমবেদনা জানাচ্ছিল।

শিবনাথের পিঠে, জ্যোতির ঘুঁষি যেখানে পড়েছিল, সেখানে লোকে যাতে না বুঝতে পারে এমনভাবে জ্যোতি হাত বুলাতে লাগল। এবং সেইসঙ্গে সামনের লোকটিকে বললে, 'শালা জুতিয়ে', বলেই ঝপ করে একটা ঘুঁষি মারতে গেল। লোকটি 'আরে' বলে প্রচণ্ড জোরে ঘুঁষি ছুঁড়ল। জ্যোতি অন্য লোকদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল, তার মুখ ফুলে গেল, সে আস্তে আস্তে উঠে লোকটিকে এমনভাবে কাবু করলে যে সকল লোক অবাক। এ লোকটি পরিত্রাহি চীৎকার করে গেলাম গেলাম গো'। বাজারের লোকেরা হাঁ হাঁ করে এসে ছাড়িয়ে দিলে। কাবু হওয়া লোকটি মাটিতে বসে পড়ে কেমন যেন করতে লাগল। হয়ত মনস্থ করেছিল, এবার থেকে ল্যাঙ্গট পরবেই।

জ্যোতির মনে কোন বীরত্বের ছায়া পড়েনি, কারণ শিবনাথ এখনও একই ভাবে দণ্ডায়মান। কাল্পনিক চাবুকের আঘাতে তার পিঠ বেঁকে চমকে দুমড়ে উঠেছে এবং সেইসঙ্গে করুণ আর্তনাদ। নিপীড়িত কণ্ঠে শিবনাথ অনেক কথাই বলেছিল, যথা 'ওঃ টুপীভোর ইংরাজ, আজ তুমি বিরাট মহীরুহ···দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব বঙ্গে (?) ভূমে, নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ, তুমি অস্তাচলে···'

জ্যোতি বাবাকে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করার সময়, যেমন তেমন করে আশপাশের উৎসুক রগড়প্রিয় ইতরজনমণ্ডলীকে দেখছিল। ইতর শ্রেণীর ছেলেরা জঘন্যতম অভিনয় দেখিয়ে হি হি করে উঠছে। জ্যোতির আর রাগ করবার ক্ষমতা ছিল না। সে ক্ষোভে অপমানে শতচ্ছিন্ন, পিরানের হাতায় চোখ মুছবার কালে হঠাৎ পাখা ঝাপটানো আওয়াজ শোনে। কে যেন কথা বলে।

'হাঃ রে ঘরকে কেউ নাই আগল দিবার গো, শিকল আঁটন দাও' : এ গলার স্বরে গভীর আন্তরিকতা নিহিত ছিল ; জ্যোতি পিরানের হাতা থেকে চোখ তুলে কাকে যেন দেখল, এখন তার নিজের দৃষ্টিতে ঘোরহেতু সম্মুখের সকল কিছুই আবছায়া। ইদানীং স্পষ্ট, একটি বালক মাত্র। যার পায়ের বেড়ী থেকে শিকল উঠেছে হাতে ; হাতের কড়ার শিকলে মস্ত কাঠ। সাদা সাদা দাঁতগুলি বার করে এতেক কথা সে-ই বলছিল ; আর পুনঃ পুনঃ আপনার শিকলটি দেখাতে লাগল। কিন্তু সে হাসছিল। এ ছেলেটি রামপ্রাণ ঢালির ছেলে ফেলা। ঠিক যেমন পুরাতন কাঠে কোঁদা দাসমূর্তি।

সাপের শব্দ মনে হয় শিকলের মধ্যে আশ্রয় করে আছে, রোমহর্ষে জ্যোতির কাঁধে ভাঙন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলে গেল। অবশ্য এ সময়ে শিবনাথ তার দাড়ি ধরে আদর করতে করতে অতি স্নেহময় নিষ্ঠাবান কণ্ঠে বলেছিল, 'মাই ডিয়ার সন, ডিয়ার সন, ওঁ তত্ত্বমসি তৎ'।

বাজারের লোকেরা এখন পাগলের মুখ থেকে কিছু আপ্তবাক্য শুনতে চায়। কে একজনা শিবনাথকে অনুকরণ করে বলছিল, 'মাই সন মাই সন—ইয়া বটে ইংরাজি মনে লয়'—ইত্যাকার অজস্র মন্তব্য আরও।

জ্যোতি ছেলেটিকে যেন সহ্য করতে পারছিল না। ছেলেমানুষ বড় ভয় পেয়েছিল। সে ডাকল,. 'বাবা !'

এখানকার খুচরা ভীড়ের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় রাস্তা ক্রমে ঢালু হয়ে গিয়েছে এবং দূরে জ্যোতি আপনার বাপকে সামলাতে সামলাতে নিয়ে যায়। শিবনাথের মুখে অজস্র উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরবিভঙ্গ। জ্যোতি এ রাস্তায় যেতে সত্যই ভয় পাচ্ছিল, এ কারণে যে এখান থেকে পাড়া আরম্ভ, এবং শিশুরা যে কিরূপ নিষ্ঠুর তা সে জানে। রাস্তায় নামবার পূর্ব্বে সে দেখল, বেশ ভীড় ; কি যেন একটা হচ্ছে আত্মারামবাবুর বাড়ির সামনে। কোন উপায়ে যদি পার হওয়া যায়। কিন্তু রাস্তায় পা দেওয়া মাত্রই শুরু হয়ে গেল। 'হেই পাগলা মাথা আগলা'। জ্যোতির কাছে এই ব্যাপারটি অত্যধিক মনঃকষ্টের। সে যে কি করবে তা ভেবেই পায় না, অথচ শিবনাথের মুখে ষোল আনা ন্যাকা হাসি, যদিচ দাড়ি থাকার দরুন অতশত মনে হয় না। জ্যোতি কাউকে তাড়া দিলে, কাউকে গাল ; একদলকে যেই সে একটি পাথর তুলে তেড়ে গেছে অমনি দেখলে বিপিন গুপ্ত মশাই একটি বড় মত ছেলেকে ধরেছেন। শান্ত কণ্ঠে শুধু বলেছিলেন, 'ছিঃ।' এরপর একটু দম নিয়ে বলেছিলেন, 'ধর, যদি তোমার বাবা হত'। কথাটা বিপিন গুপ্তর মত লোকের পক্ষে একটু নিষ্ঠুর হয়েছিল।

এ কথায় জ্যোতির কষ্ট হল, দেখলে ছেলেটি তার বোতামের দিকে চেয়ে আছে, তাঁর গলার স্বর এক প্রকারের, এ স্বর মানুষকে বড় পুরাতন করে দেয়। বিপিনবাবু ছেলেটিকে ছেড়ে দিয়ে কোনমতে জ্যোতির কাছ বরাবর এসে 'আবার' বলেই একা দুঃখবাচক শব্দ করে মাথা নীচু করে রইলেন। অল্পস্বরে বললেন, 'লোকে অনেক কথা বলে, তাই তখন তোমাকে বলেছিলাম, আসতে ; আজ এখানে গোলমাল, কাল সেখানে ঈশ্বরবৃত্তির কৌটা ছিনায় ; বলে শিকল দিন'—শিকল কথাটা তাঁকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। অনেক পথচারী তাঁকে নমস্কার করেছিল, তিনি অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়েছিলেন, ইতিমধ্যে সজোরে একটা নিশ্বাস নিয়ে বলেছিলেন, 'আমার বটে ঘড়ি ঘড়িকে চেন দেখলে বেগোড় করে তা আবার শিকল, এম-এ পাশ সে লোক কত উজিয়ে পাগল হবে গো···চেন শিকল !' বলে থেমে মুখের ইশারায় কাউকে দেখিয়ে বললেন, 'দেখ না বড় কষ্ট লাগে।' যাকে তিনি দেখিয়েছিলেন, সে রামপ্রাণ ঢালির ছেলে ফেলারাম। এ কথা সত্য যে জ্যোতি তাকে দেখেছিল।

আত্মারাম মাড়োয়ারীর আজ ব্রত উদ্‌যাপন। পাখি ছাড়া হচ্ছিল। ফেলারাম পাখি উড়া দেখে অতীব আনন্দে নাচে। আর হাতের কাঠের গুঁতো খাবার ভয়ে অনেকেই আশেপাশে ছিল না। মাঝে একবার সে তার বাঁ পা দিয়ে শিকলে লাথি মেরেছিল কাঠে মেরেছিল। তবু সে নাচছিল।

আত্মারামবাবু এখানে উপস্থিত, ঠিক কাঁটার পশেই দাঁড়িয়েছিলেন, মুখে তাঁর অনর্গল শ্লোকধারা। তাঁর পায়ের কাছে বেনারসী পাখমারা। ছেঁড়া জুতোর মত মুখটা সকল সময়ই আড়াল করে, এটা তাদের মুদ্রাদোষ ! এখন সে আঁঠরা লতার ঢাউস ঝুড়িটার মধ্যে হাত দিয়ে উঁ উঁ শব্দ করে কিছু নিশ্চয়ই খুঁজছিল। সহসা বলে উঠল, 'আকাশ পাবি গো ; ডর কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রে. আর জন্মে আমায় আকাশ দিবিস গো পরাণ' । এবং অত্যন্ত দক্ষতাসহকারে একটি পাখি বার করে আনল । একটি নীল স্পন্দন । মনের কিছুভাগ, বনের কিছুভাগ দিয়ে গড়া নীলকণ্ঠ পাখি ! অনেকেই পাখি দেখে নমস্কার করেছিল ! বেনারসী পাখিটিকে আত্মারামবাবুর কাছে এগিয়ে দিলে ।

পাশের একজনা গঙ্গাজল ছিটালে, আত্মারাম তখন একটি অমোঘ চাতুর্য্য খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে, কোনরকমে ডানা দুটি হাতে চেপে একটা দোলা দিয়ে উড়িয়ে দিলে । সঙ্গে সঙ্গে জয় রাম জয় রাম ধ্বনি উৎসারিত হল ; নীলকণ্ঠ এদিক সেদিক করেই ক্রমাগত বিমানচারী হয়ে গেল । আত্মারামের হাতদুটি জোড় হবার পূর্ব্বে থমকে ছিল, উর্দ্ধ দৃষ্টিতে সে নিশ্চয় বলছিল, 'হা রামা তুমি আমায় মুক্তি দিও !' বেনারসী পাখমারা তার আহত আঙুল চুষছিল আর দেখছিল । কাবুলিওয়ালা নিজের মালা ফিরাতে ফিরাতে আকাশের দিকে চেয়েছিল ।

আশ্চর্য্য যে এসময় ফুলকারী বৃষ্টি হয় । লোকে বৃষ্টির জলহেতু চোখ বন্ধ করে আনন্দে বলেছিল 'পুষ্টবৃষ্টি' । ফেলারাম নাচছিল । জ্যোতির দৃষ্টি নিবদ্ধ, তার মনে হয়, আকাশ বড় আপনার জন ! সত্যই নীল নয় ! বললে জেঠামশাই আকাশে রাত্তির হয় না—না ?' ভাগ্যে একথা খুব অনুচ্চ কণ্ঠে বলেছিল, তা না হলে সে বড় লজ্জিত হত । সে এবার তার বাবাকে দেখল, এখনও তার দৃষ্টি আকাশে, মুখে শুধু 'ওঁ তত্ত্বমসি তৎ' ।

বিপিন গুপ্ত বললেন, 'ওরে বাড়ি চ...' তারপর ঘাড়ে ছাতা তুলে চলতে চলতে বললেন, 'তুয়ার...' বলে একটু গলা পরিষ্কার করে বললেন, 'বুঝলি ওদের বলবি একটু আঁক আগড়ে রাখতে গো...আমি যাই রে ।'

ওদের কথাটা জ্যোতিকে যেন হারিয়ে দিলে, আজকের জেতাটা বৃথা হয়ে গেল । ওদের বলতে দুজন, মা আর দিদি । সে একটি নিশ্বাস ত্যাগ করে কি যেন ভাবল, মার কথা সে ভাবতে সাহস করল না । সে গম্ভীর হয়েছিল ।

রইল অন্নপূর্ণা ! ইদানীং অন্নপূর্ণা শিবনাথের বিপদ দেখলেই অন্তর্হিত হয় । অথচ এই দিদি, বাবার জন্য কত জপতপ করলে তারা ভাইবোনে কত সন্ন্যাসী অবধূত করলে । আজও সকল কথা স্পষ্টই মনে আছে । সকাল বেলা, দিদি ঘুরে ঘুরে চুল বাঁধছিল আয়নায়, এমত সময় শিবনাথ একটা পাথর ছুঁড়ে মারল । আয়না খান খান হল । আয়না ভাঙার শব্দ সৃষ্টিছাড়া, আকাশ বিচলিত হয় ক্ষণস্থায়ী হয়ে যায় । দিদি 'মাগো' বলে বসে পড়েছিল, চারিদিকে টুকরো টুকরো আয়না, এক সেখানে একাকার । শিবনাথ যে পলকের মধ্যে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, তা জ্যোতি বুঝে পেল না ! এসময় এমন কি বাজারের সাবেক 'সাধের বুলবুল' পাগলাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'হ্যাঁ গো আমার বাবাকে দেখেছ ?' পাগলা উত্তরে বলেছিল, 'আমার সাধের বুলবুল—আমার সাধের বোলবোয়ুল ।'

অবশেষে ডেপুটির বাড়ির মেহেদির বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে জ্যোতি দিদিকে ডেকেছে । বন্দুকধারী বুটের আওয়াজ উঠল ; মোটা গলায় হাঁক এল—'কে তুমি ?'

জ্যোতি বুঝেছিল খোদ ডেপুটি । ডেপুটির প্রতি তার অতীব ঘৃণা ছিল, কারণ তার একটি ছোট কথাবার্ত্তা মনে ছিল : তখন সন্ধ্যা, মা আর দিদি ঘরে বসে, দিদি বলে, 'বড় ভয় করে ।' উত্তরে তার মা বললে, 'মনকে পাপ আনিস নি, ডেপুটি বাপের বয়সী বটে, আদর করে বটে আদর করে...মনকে পাপ আনিস না', এ কথার পরই তার মা হেমাঙ্গিনী জ্যোতিকে দেখেই অন্নপূর্ণার গা টিপে দিয়েছিল, তবু একটি ভয়ার্ত্ত কণ্ঠস্বর এল, 'ভয় করে বড় ।' এ গলা অন্নপূর্ণার । জ্যোতি বুঝেছিল, ডেপুটি ভাল লোক নয় । ...এখন জ্যোতি মেহেদির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেড়ার উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে, 'আমি অন্নপূর্ণার ভাই…আমার বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে না।' তার মুখের সামনে বেয়নেট ছিল!

অবজ্ঞার হাসি হেসে—'অন্নপূর্ণা কি করবে? পাওয়া যাচ্ছে না, যাবে'—ডেপুটি বলেছিল। জ্যোতি এই উত্তরে নিখোঁজ, মনে হল সে বড় ধরণের কোন মিথ্যা বলেছে, সুতরাং সে দোষী! কার যেন 'অন্নপূর্ণা' 'অন্নপূণা' ডাকে হারমোনিয়াম বন্ধ হল, অন্নপূর্ণা এসে ভাইকে দেখে মাথা নীচু করেছিল। ডেপুটি মুখ দিয়ে ইশারা করাতে সে, সুরকি বিছান পথটি যেন তারের, তারই উপর দিয়ে কোনক্রমে জ্যোতির কাছে এসে দাঁড়াল, রূঢ় গলায় প্রশ্ন করলে, 'এখানে কি?' জ্যোতির উত্তর শুনে বারান্দার দিকে চাইল, আস্তে আস্তে সেখানে গিয়ে অপরাধীর মত কি যেন বললে, তার চোখে জল ছিল! ডেপুটি তাকে কাছে টেনে অযথা আদর করতে করতে অভয় দিতে লাগলেন। এ দৃশ্যটি জ্যোতির বড় কটু লেগেছিল, সে মাথা নীচু করেছিল।

অন্নপূর্ণা ছাড়া পেয়ে এসে বড় কর্ম্মতৎপর। জ্যোতি চোরা-চাহনীতে লক্ষ্য করলে যে, তার গলা উঠছে নামছে; সে নিশ্চয়ই সহজ হতে চাইছিল। জ্যোতি বললে, 'চ একবার বাড়ি ঘুরে যাই।' অন্নপূর্ণা একাই বাড়িতে গিয়ে কিছু পরে ফিরে এসেছিল। তার মুখখানি বিশ্রী সাদাটে। জ্যোতি অবাক, যদিও সে জানে তা ব্রণর জন্যই শাঁখের গুঁড়ো! তথাপি সে বিরক্ত হয়ে ভেবেছিল যারা খারাপ তাদেরই মুখে ব্রণ হয়। অন্নপূর্ণার মুখে দু-একটা ব্রণ ছিল। সে, জ্যোতি, রুক্ষ হতে গিয়ে পরক্ষণেই বড় কষ্ট অনুভব করলে। বললে, 'দিদি, বাবা আয়না ভেঙেছে বলে তুই রাগ করেছিস দিদি?'

'পাগল' বলেই অন্নপূর্ণা জিব কেটেছিল।

আজও মনে পড়ে। রাস্তায় বিধুদিদির সঙ্গে দেখা, টান করে ঘাড় তুলে খোঁপা বাঁধা, অন্নপূর্ণাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে বললে, 'ধন্যি মেয়ে বাবা, একবারটি দেখা নাই লো' বলে একটা বাড়ির সামনে টেনে নিয়ে গেল। বৈঠকখানার পাশ দিয়ে গলি মত এবং তারই শেষে উঠান। গলিতে দাঁড়িয়ে অন্নপূর্ণাকে বললে, 'হরিদিদি তোকে কতদিন দেখতে চেয়েছে।' দুজনেই চুপ হয়ে গেল। ভয়ঙ্কর বাণবিদ্ধ গোঙানি শোনা যায়, বিধুদিদি আঙুল দিয়ে সেইদিকে দেখালে, অনেক মেয়েছেলে, কারও মুখে হাসি। বিধুদিদি বললে, 'এখন ব্যথা উঠেছে, হয় হয় বটে।' অন্নপূর্ণা যেমন বা কোন নিকৃষ্ট গন্ধে অস্থির, সে বোকার মত বলেছিল, 'কেনে? ইস্ কেনে গো?'

'দুঃ ন্যাকা, বিয়োবে বটে, তাই নাট খাইছে…মাইরি আমায় যেন ঠাকুর করেন, ঠাকুর করেন (ছোট নমস্কারান্তে) ছেলে পিলে পেটে ধরতে না হয়' বলে বিধুদিদি মৃদু হেসেছিল। ইত্যাকার কথায় অন্নপূর্ণা যেন চোর হয়ে গেল। বিধু আবার শুরু করলে, 'দেখবি'খন সব ভুলে যাবে, কিংবা চার আনি গয়নার ছলে বলবেক আমার ভাল লাগে না, যেই পাবে অমনি ওয়াক ন্যাকার, পা ছড়িয়ে পাত-খোলা চিবুকে; মা তাই বলে, সোয়ামী বড় শত্তুর—ছেলে কোন ছার—সেকুল কাঁটা দিলে টপকে আসে, দেখ না কেনে ঘনাদার বৌ মাগী আজ তারিখ পর্য্যন্ত খালি পেটে…'

বিধুদিদির প্রতি শ্রদ্ধায় তার মাথা নুয়ে আসছিল। কতশত সে জানে। অন্নপূর্ণা কেন যে এ সকল কথা শুনছিল তা সে জানত, কান এখানে থাকলেও চোখে দেখেছিল, আবর্ত্তিত গোঙানির মধ্যে সে যেন বা শুকনো পাতা; শব্দ আপনার স্বরূপ দেখাল, পৃথিবীতে যে এত যন্ত্রণা গোঙানি আছে তা অন্নপূর্ণা ভেবে দেখেনি। পুনর্ব্বার বিধুদিদির কণ্ঠস্বর কানে এল, 'তুই ছেলে হওয়া দেখেছিস?' অন্নপূর্ণা অন্যমনা, তবু মাথা নেড়েছিল। 'ওমা সে কি লো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮ না শিখে রাখ।'
'না ভাই...বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'
'ওমা সে কি ও-ইঃ দেখ বলিস কি লো!'
অন্নপূর্ণা সদরের কাছে আসতেই জ্যোতি কাঁচুমাচু হয়ে 'কি হইছে গো...দিদি' জিজ্ঞাসা করল। অন্নপূর্ণা কোন উত্তর করলে না, কিছুটা পথ এসে আবার প্রশ্ন করেছিল জ্যোতি।
'ছেইলা হবে বটে...মা হওয়া কি পাপ!'
'মনে লয় ভাদ্দর মাস গোঙআইছে গো, নদীতে' বলেই নিজেকে ধাক্কা দিয়ে জ্যোতি বললে, 'ইঃ শালা কিসের গোঙানি গো, শুনছিস!...তবে শালা বুঝি শূয়ার ফুঁড়ে' বলেই কানে আঙুল দিয়ে চলতে লাগল। অন্নপূর্ণাও কানে আঙুল দিতে বাধ্য হয়েছিল। এবং জ্যোতি বললে, 'মা হওয়া পাপ! কি গোঙানি বল! আমি, আমার মার জন্যে বড় কষ্ট হয়, যখন বড় হব না...তখন মাকে একটা বেনারসী কিনে দুবো...দিদি কেনে বল ত, আমার ভাঙা দরজা দেখলে কষ্ট হয়, সবার জন্যে...বাবা ভাল হলে আমি সন্ন্যাসী হব...তুইও ত বলেছিলিস সন্ন্যাসী হবি...শূয়ার এখনও গোঙাইছে?'... বলেই কাকে যেন দেখে হুড় হুড় করে নদীর পাড়ে নেমেই শুয়ে বললে, 'দিদি লুকা গো বগলা দা বগলা দা।' সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণা গাছের পাশে লুকাল। কিছুক্ষণ পরে বললে, 'ওপাশে চলে গেছে, উঠ....তুই এত ডর করিস কেনে?'
'ভারী শয়তান গো...ডেপুটির মত পাজী বটে', বলেই অপ্রস্তুত। অন্নপূর্ণা যেন শুনেও শুনতে পায় নি, সে তাড়াতাড়ি বলেছিল, 'তুই খুঁজতে এসেছিস না গাল-গল্প করতে...।' এরপর দুজনেই ব্যস্ত হয়ে উঠল।
ভাই বোন বাপকে তন্ন তন্ন করে নদীর ধারে খুজেছে। কভু বা দূর টিলার উপরে ভেড়িয়ালকে দেখে ছুটেছে, কখনও নদীতীরের অর্দ্ধভুক্ত শবকে শকুনির ফাঁক দিয়ে দেখেছে। অবশেষে সন্ধ্যাগত। অন্নপূর্ণা নদীজলে পা মেলে কাঁদছিল, জ্যোতি ওপারে গেছে, এমতকালে গীতধ্বনি শুনে তার দেহখানি সোজা হয়ে উঠল। নদীপথে গীতপ্রবাহ বড় রকমারি ভাবে আসে, তবুও সে বালি মুঠো করে দৃঢ় বিশ্বাসে বললে 'বাবা' হাতের বালি ছুড়ে ডাকলে 'জ্যাতি হি ই রে'। অন্নপূর্ণার ডাক কিছু কিছু ব্যাহত হয়েছিল একারণে যে, গৃহাভিমুখী গরুসকল নদী পার হয়, উপরন্তু রাখালের হির হির শব্দে। ঠিক এ সময় অন্য পার থেকে আওয়াজ হয়েছিল 'দিদ্ই'—অন্নপূর্ণা দেখল, ছেলেমানুষটি শিথিল জলস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে দোনামোনা করছে।
জ্যোতি অন্নপূর্ণা দ্রুতপায়ে ছুটল, দুটি বুড়ী যাদের কাপড় এখনও ভেজা, পায়ের কাছে কলস, জড়সড় হয়েছিল; এরা প্রশ্ন করলে বুড়ী দুজন ভীত উত্তর দিলে, 'আমরা কাঙাল বটে,' পুনর্ব্বার মুখ চাওয়া-চাওয়ী করে বললে, 'আমরা গাঢ়খাগী কটা-কপালে রাঁড়ী—বাবাই গান শুনালেক, উঠেন গেল...'
নদীমধ্যে চর, খাড়া কালো কালো পাথর। দুজনে সেখানে গিয়ে ডাকলে 'বাবা।' অন্নপূর্ণা পাথরের পাশ দিয়ে উঁকি মেরেই নিশ্চল, খোঁপা তার খসে গেল। সে চুল দিয়েই মুখ ঢাকবার চেষ্টা করেছিল, জ্যোতি ত্রাসে পিছু হটে গেল। তারা পাথরের পাশ দিয়ে দেখে, যে কে-একজনা আপাদমস্তকাবৃত করে শুয়ে আছে এবং মাথায় নরকপাল। ভাই বোন একটু সাহস সঞ্চয় করে যখন খানিকটা পালাতে পেরেছে, তখন বিকট হাসির শব্দ শুনা গেল। এবং পরক্ষণেই সুললিত কণ্ঠে গান এল, 'আমি যারে তত্ত্ব করি।' এ গীত শুনে অন্নপূর্ণা হেসে বললে, 'বাবা রে চ—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দিদি আমার ভয় করছে তুই...'

'হারামজাদা...বাবা না' অন্নপূর্ণা জ্যোতিকে জলের উপর দিয়ে বালির উপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলল। তার মুখে 'তারা তারা' নাম, কখনও বা 'রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ'। জ্যোতিও বার বার রামকৃষ্ণ নাম করছিল।

গীত তখনও থামেনি, রামপ্রসাদের গানের অনাহত মুহূর্ত্ত সকল, তাঁর গানের অমরতা নদীপথে ভ্রমণ করে ফেরে। নরকপালের পিছন থেকে একটি হাত বালি বা পাতা দিয়ে অর্ঘ্য দান করে এবং 'শিব কেবলাঃ' 'ওঁ তত্ত্বমসি তৎ' ধ্বনি মুহূর্তের জন্য সুখকর হয়েছিল। অন্নপূর্ণাই সাহস করে দৌড়ে গিয়ে তাকে ঝাঁকানি দিয়েছিল। নরকপাল মাথায় করে শিবনাথ উঠে বললে, 'যাঃস্ শালা! শালী এখনও দাঁড়িয়ে দেখছিস, হাতে হেঁতেল লিয়ে, মায়ার বন্ধন কাট'। এখন তার হাতে নরকপাল আর একপাশে জ্যোতি অন্যপাশে অন্নপূর্ণা। এবং পিছনে সন্ধ্যার তন্দ্রার মায়ার অঙ্গে নদীর পরিপ্রেক্ষিত।

এসকল কথা জ্যোতির স্পষ্টই মনে আছে, সেই অন্নপূর্ণা আজ কি অদ্ভুত বদলে গেছে। বদলে গেছে সেই কালীপদর সঙ্গে হাঙ্গামার পর থেকে। সে নিজে কালীপদর লাঠি খেয়ে রাস্তায় পড়ে ছটফট করছে, তার বাপের অবস্থা কাহিল, ইত্যবসরে ঘুরন্ত বাতাসের মত ত্বরিতে অন্নপূর্ণা এসে কালীপদকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে কালীপদর হাতের মধ্যে চলে গেল, তবু অল্পবয়সী মেয়েটির কিল মারা থামেনি, অন্যপক্ষে কালীপদ হি-হি করে হেসে তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি দিয়ে অন্নপূর্ণার ফরসা কাঁধে (যেহেতু সেমিজ সেখানে ছিন্ন) ঘষে কিছু উৎফুল্ল করবার চেষ্টা করেছিল। অন্নপূর্ণা, বেচারী অন্নপূর্ণা, মর্ম্মান্তিক চীৎকার করে উঠল!

এরপর থেকে অন্নপূর্ণা কোনদিন আসেনি, পৃথিবী তার একাগ্রতাকে কোন সূত্রে কেড়ে নিয়েছে। জ্যোতি একা, বিরাট অবাধ্যতাকে, শিবনাথকে ভালবাসার জন্য বসে, এক-এক সময় তার বড় ভয় করে। তীব্র বৈরাগ্যের নিশ্বাসে তার দেহ মোচড় দিয়ে ওঠে, নিজের সমস্ত বীরত্ব প্রায়শ নোংরামির সম্মুখীন হয়ে থাকে তার জন্য তার দুঃখবোধ নেই। কোথাও একটা গর্ব্ব ছিল, যার ফলে অদ্যও সে দূরাগত বনগন্ধ পেয়েছিল।

শিবনাথের খোলা কোঁচার বস্ত্রখণ্ড তার হাতের উপর দিয়ে আলুলায়িত; মুখে ঘন দাড়ি, চক্ষুদ্বয় আরক্ত। অনৈসর্গিক স্তব্ধতা সারা অঙ্গের লাবণ্য হয়ে আছে; দেখলে সত্যই ভুল হয় ভক্তি হয়। জ্যোতি কোনপ্রকারে বাবার দিকে আড়ে চাইল এবং পরক্ষণেই আকাশের দিকে চেয়েছিল। সেখানে কোন এক স্মৃতি হাততালি দিয়ে ওঠে। কিছু পূর্ব্বের বেনারসী পাখমারাকে মনে পড়ল, ওজনের কাঁটার কথা মনে পড়ল, আর মনে হল উড্ডীয়মান নীলকণ্ঠের কথা। উজ্জ্বল, সুন্দর বাবু, নীলরঙ ফের ক্রমাগতই শূন্যতায় পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করে, আশ্চর্য্য! দূর দূর যায়। এই দৃশ্যের সবটুকুই সে বাপের জন্য উৎসর্গ করে দিতে পারে।

জ্যোতির হাতের মধ্যেই শিবনাথের হাত ছিল, ফলে সে বুঝতে পেরেছিল যে বাপের হাতে উষ্ণতা, স্বাভাবিকভাবে যে উষ্ণতা থাকে, এখন নেই। ভোরের শীতলতা বর্ত্তমান! এমত অনুভবে সে সাহসী হয়ে বলে ফেললে, 'তুমি এমন কর কেনে গো...তুমি বুঝ না তুমাকে লোকে হেনস্তা করলে আমাদের...আমার বড় বড় কষ্ট হয়', জ্যোতি নিশ্চয়ই ক্লান্ত, তার কণ্ঠ আড়ষ্ট, মেঘময়।

শিবনাথ অতর্কিতে থেমেই যোগীর মত একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল, এতক্ষণ বাদে কি জানি কি মনে হল, এইটুকু বোঝা গেল, সে আর যেন বা মাথা স্থির রাখতে পারল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যোতির হাতটি কষে ধরেই বললে, 'শাল্লা···র···ছেলে', জঘন্য গালমন্দের বক্যালি দিয়েই জ্যোতিকে ধরে মার ! হয়ত জ্যোতির শান্ত প্রশ্ন তার কাছে নিশ্চয়ই বেদনাদায়ক হয়েছিল। প্রহারের সময় তাঁর মুখে অন্য কথা, 'আঁকে লব্বই পাওয়া হারামজাদা···কাঁড়া চরা গা', শিবনাথ যখন সত্যিই পিতা, সেই স্মৃতি এ কথার মধ্যে ছিল। জ্যোতিকে শিবনাথ এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে খানিক দূরে গিয়ে একবার দাড়িতে হাত বুলিয়ে কি যেন ভাবলে।

জ্যোতি অদ্ভুতভাবে গাছের গুঁড়িতে মুখ লুকিয়ে কাঁদছিল। শিবনাথ তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললে, 'জ্যোতে আয় তোকে গান শেখাই···আগে একটা বিড়ি খাওয়া মাইরী···'।

জ্যোতি আস্তে আস্তে মুখখানি নাড়িয়ে না বললে।

'তবে শালা কারু কাছ থেকে মেঙ্গে লিয়ে আয়···'।

জ্যোতি হাতের তালু দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ডাকলে, 'বাবা'। এই ডাকের মধ্যে যে ব্যাকুলতা ছিল তা শিবনাথের দেহকে ওতঃপ্রোতভাবে নাড়া দিয়েছিল, তথাপি সে আধা-হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, 'লে লে শালা, আবার বাবা, একটা বিড়ি যুগাবার ক্ষমতা নাই, লে চন্দনী লিয়ে আসবি,' বলেই শিবনাথ অন্যদিকে চাইল। সেদিকে সন্ধ্যার স্তব্ধতা ব্যাপ্ত।

দূরে মুঠো মুঠো পাহাড়, অতীব দূরে অরণ্যরেখা ; প্রান্তরের শূন্যতাই নিশ্চয়ই অনাদিকাল। শিবনাথ ছোট একটা পাথরের উপর পা রেখে চুপ, আস্তে আস্তে বলেছিল, 'বেশ হাওয়া দিচ্ছে না রে আঃ।···জ্যোতি।'

জ্যোতি মুখ ফিরিয়ে বাবাকে দেখেছিল, শিবনাথ সম্বন্ধে তার যে ধ্যানধারণা ছিল, সে কথাই মনে হয়, শিবনাথ পাগল নয় ! জ্ঞানীরা এমন হয়, বালকবৎ উন্মাদবৎ জড়বৎ পৈশাচিকও বটে। যেহেতু প্রত্যহ তার বাবা ভোরবেলা 'ওঁ তত্ত্বমসি তৎ' বলে, যখন মধুর কণ্ঠে 'কে জানে মন কালী কেমন' অথবা 'মায়া-পাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুলব না মা—রামপ্রসাদ বলে দুঃখ পেয়েছি—মিলে মিলে ঘুলব না'। জ্যোতি এ গানের দুঃখ বোঝে, রহস্য-জগতের বাস্তবতা তার মনে শিবনাথ এনে দিয়েছে। সুতরাং জ্যোতি এখন দৌড়ে এসে বাপের ডানহাতটিতে মুখ ঘষতে ঘষতে পুনঃ পুনঃ বলেছিল, 'বাবা বাবা'। তার ধারণা ছিল বাবাকে ঠিক ডাকতে পারলেই আবার সে ফিরে আসবে, শান্ত হবে। এই সঙ্গে তার মনে হয়েছিল, দিদি মা এরা যদি থাকত।

শিবনাথ বললে, 'ব্রিলিয়েন্ট···গ্র্যাণ্ড···ফাঁকা না রে ! তোর ভাল লাগে ?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'কেনে বটে ভাল লাগে ?'

'তোমার ভাল লাগে যে।'

'ওরে বাগড়ী মুলকের ছুঁচো···'

এ কথায় জ্যোতি বাপকে জড়িয়ে ধরে মুখ উঁচু করে একই বিশ্বাসে দেখছিল। হঠাৎ শিবনাথ তার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ছুটল। জ্যোতি যে এতবড় ভার কেমন করে বইবে কে জানে ! শিবনাথের পিছনে কুকুর ছুটছে, জ্যোতিও আর দাঁড়াতে পারল না।

২

অসম্ভব মিল দেখা যাবে, এই বাড়িটির সঙ্গে এবং ছোট ছেলের আঁকা ছবির সঙ্গে। খাপরার চালের বাড়ি, পাঁচিলেই সদর দরজা, তারপর উঠান, শেষে উঁচু রক। সবকিছু এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্পষ্ট দেখা যায়। জ্যোতির একটু অস্বস্তি হয়েছিল, তবুও সে নিজেকে যুত করে, রোজগারী দর্পে যেক্ষণে সদর দরজায় পদার্পণ করেছে, অমনি তার মা—হেমাঙ্গিনী তার কানটি ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে রকের কাছে ঠেলে দিলেন। জ্যোতি ঘাড় দিয়ে কানটিকে একটু আরাম দেবার চেষ্টা করেছিল মাত্র। পরক্ষণেই চেয়ে দেখলে, রকে সেই প্যাকেটটি এবং আর কিছুদূরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে অন্নপূর্ণা বসে। সর্ব্বত্রই দিব্যি অন্ধকার, ওপাশে শিবনাথ উবু হয়ে বসে। ইতিমধ্যে হেমাঙ্গিনীর গলা শুনে তার অন্তরাত্মা কম্পিত হয়ে উঠল। 'এতেক আস্পদ্ধা নচ্ছার, রাস্তায় ধরে ওকে শাসানো! হারামজাদা কেরে আমার এঁটেল মাটির রামচন্দর—ঝেঁটাই তুয়ার চটকা তামাদি করি দুবো···পিত্তিভক্তি, ওহো পিত্তিভক্তি যতি দেখাবি ত লখাই মালের দলে লাম লিখা গা', হেমাঙ্গিনীর গলা অনেক দূর যায়। অনতিদূরস্থ গৃহস্থ বাড়িতে গীতসাধনা 'যাও যাও ফিরে যাও মন বাঁধা যেখানে' ছাপিয়ে গিয়েছিল সে গলা।

জ্যোতি মার দিকে একবার চাইবার চেষ্টা করে। হেমাঙ্গিনী সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে; তার বর্ণচ্ছটা ভরা সন্ধ্যায় চোখে পড়ে; অন্যদিকে অন্নপূর্ণা নির্লজ্জ। কেউ আজকের বিবরণ জানবার কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেনি, শিবনাথের সেই শান্ত মুহূর্ত্ত যা দেখে জ্যোতির মনে হয়েছিল সে একা, সে বিবরণও নয়। যদি মা দিদি থাকত, বাবাকে 'এস' বলে ডাকত, তাহলে নিশ্চিত শিবনাথ ফিরে আসত। কিন্তু এরা সবাই আর-এক রকমের, কোন ভ্রূক্ষেপই করে না। হেমাঙ্গিনীর গালির আর অন্ত নাই। জ্যোতি, ভাগ্যে এখন অন্ধকার, কোনরূপে আত্মসম্মানটি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এমত সময় বিন্দি পিসিমা এলেন, বিন্দি পিসিমা পাশের বাড়ির নবীন মোক্তারের বোন। হাতে তার লণ্ঠন, এসেই বললেন, 'হে গা বৌ ভরা সাঁঝেবেলা, ছড়া গঙ্গাজল নাই, সন্ধ্যা নাই ছেলেটাকে দুষছ কেনে বৌ··· ?'

হেমাঙ্গিনী বিন্দুবাসিনীকে দেখলেই অতিমাত্রায় রুক্ষ কৃষ্ণকায়া হয়ে যেতেন। মনে হত, সে যেন বা অত্যধিক বৃদ্ধা, কেননা বিন্দু পিসিমার ডাগর রূপ ছিল, সৌন্দর্য্য ছিল অঢেল। এ-কারণে তাঁর নিজেরই ছিল ত্রস্ত লজ্জা, কেননা তিনি বাল্যবিধবা। হেমাঙ্গিনী তার স্বভাব অনুযায়ী উত্তর দিলে, 'এঠেনকে তুলা পেঁজা হইছি স্বগ্‌গে গিয়ে সন্ধে দুবো···তুমাকে আর···তুমি এলে কেনে··· ?' হেমাঙ্গিনী অনেকবারই তাঁকে ছোট করেছে, কতবার আঙুল মটকে অভিসম্পাত করেছে কিন্তু বিন্দুবাসিনী মরেননি, তাঁর ভিতরে যে মনটি ছিল তাও মারা যায়নি।

'বৌ ক্ষেপা হইছ···তুমার কি আটকল নাই!'

'লাও লাও ঢেল হইছে, আটকল ? আমার আঁটকল শিখরভূমে,' আরও তিক্ত মন্তব্য কিছু খুঁজে না পেয়ে বললে, 'যিদিনকে শাঁখা ভাঙব, সিন্দূর গঙ্গা করব এঠেন উয়ার নামে বেনা গাছ পুতব···।'

'ছিঃ ছিঃ' করে উঠে বিন্দুবাসিনী কানে, হাতে লণ্ঠন সত্ত্বেও, আঙুল কোনমতে দিয়েছিলেন, ফলে মাথা আড় হয়েছিল। তারপর হাত নামাতে গিয়ে আড়চোখে শিবনাথকে দেখলেন। শিবনাথের দাঁতে চাপা বিড়ি, দুই হাতের তর্জ্জনী বঁড়শীর মত করে আটকান। অদ্ভুত একটা স্বরে সে ক্রমাগতই বলেছিল, 'লেগে যা শালা লেগে যা যা···লারদ লারদ!'

'ছিঃ গো তুমি বামুন লয়, কি কথা বল গোঃ! পুনি উঠ্‌না কেনে বাতি বুতি জ্বালা লো—'

'তুমি সাউকিড়ি কোরো না ঠাকুরঝি—আবার আমার সঙ্গে—ঝ্যাঁটা—! পুনি ত আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমন নাই, ডাগর সোমত্ত বটে, বলে কলসী থাকলে বিটিছানার লাজে আগড় পড়ে, তাই বলে কি কাজখাটালীতে কলস বুকে করে যাবে গো ? —এ ত আর ধানভানা লয় যে গতর শুধু বড়ঠাকুর দেখলেক, মা-মরা ভাগ্‌না দেখলেক আর কাঠবিরালী দেখলেক। পাঁচ দশ চোখ সেখানকে ঘুরে—'পর-ক্ষণেই গলায় মোচড় দিয়ে একটা অপূর্ব্ব স্বর বার করলে, 'একোটা ব্লাউজের কাপড় কিনছে, এতদিন ত উয়ার কামিজ কেটে চলল !' বলে রাস্তার সকল কথার উল্লেখ করে বললে, 'যেমনি বাপ, ছেলে কত হবে, পুনিকে গরিত গঞ্জনা কল্লে, না বাপের ওষুধবদ্দি নাই—টনক-লড়া ক্ষেপা দশ মাগেও ভাল হয় না—'

'তা ছেলেমানুষ বটে—যাক শুন গো, একটা ভাল শিকড় পেয়েছি। বেটে—আমলকী…'

'ওসব আমরা পারবনি—সারা জীবন আমায় ছেঁকা দিলে—আবার—'

'আহা বৌ ফেরাক দাও কেনে গো, জ্যোতে ছোঁড়া আছে, মানুষটা কি এমন হয়ে থাকবে, যাত্রাসিদ্ধি করুন ভাল হয়ে উঠুক, মরেও সুখ—' বলে শিবনাথের দিকে চাইতেই সে ষোল আনা ছড়ি ঘুরানো বাবুর মত গান ধরলে 'এমন ধনী কে শহরে আমার পাখী রাখলে ধরে—মিছে হিয়ায় দিলে যন্ত্রণা'। মিশ্র পূরবী, চোখ নাচিয়ে গলা কসরৎ করে শিবনাথ গাইতে লাগল।

'বলি নাই টনক-লড়া ; লাও দেখ কি লটরা ডাঁই বজ্জাত, সাধে কি লোকে—'

'আঃ বৌ তোমার দিব্যি ! থাক থাক মাথার ঠিক নাই—।'।

'ঠিক নাই—দেখ ভাল হচ্ছে না—কাণ্ডজ্ঞান নাই দিদি না তুমার—'

'দিদি না—' শিবনাথ মুখ বিকৃত করে উত্তর দিলে, 'চুপ কর দিনভাতারী—রাত—'

'ফের ফের মুখ আঁশটে করুনি বলছি—না হলে চেলা কাঠ।' সুন্দরী হেমাঙ্গিনী এখনও সুন্দর। এ-কথার সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুবাসিনী হেমাঙ্গিনীর মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, 'সব্বনাশ, তোমার সোয়ামী যে গো—'

হেমাঙ্গিনী তাঁর হাতখানি খানিক সরিয়ে মহা আক্রোশে বললে, 'অমন সোয়ামীর মুখে—'। ইত্যাকার উত্তর বিন্দুবাসিনীর হাতটা অনেকখানি দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর মুখখানি বিস্ময়ে অসম্ভব হাঁ হয়েছিল, মাথা আন্দোলিত করে সিঁড়িতে বসে পড়ে বললেন 'পা খসে যাবে পা খসে যাবে !'

'যাক পা খসে—' বলে সিঁড়িতে সজোরে একটি পদাঘাত করে উঠে গেল। বিন্দুবাসিনী মুখখানি উঁচু করে তাকে দেখবার চেষ্টা করে বিড় বিড় করে বললেন, 'বৌ তোমার বুক না উঁই ট্যাঁড় ? শুধু কি চোনা ভরা গো ! হায় হায় !' বলে কষ্ট চেপে জ্যোতির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, 'ক্ষেপা উয়ার-কম্মফল, এক ছটাক চেংড়ার সাধ্য কি তাকে রাখে ঢাকে—একটু যদি সোহাগ সাঙাতি দেখাতে…বললে বড় দোষ হবে…যে…' তাঁর গলা শুনলে মনে হবে যেন ভোর হচ্ছে।

জ্যোতি রকে হেলান দিয়ে একমনে লণ্ঠনের দিকে চেয়েছিল। শুধু মনে হল, যেমত প্রায়ই হয়, বিন্দি পিসিমা যদি আমার মা হত। সে কোনরকমে লণ্ঠনে আটকান দৃষ্টি ছাড়িয়ে নিয়ে বিন্দি পিসিমাকে দেখলে। তিনি তখনও সেইভাবে বসে। সত্যিই তিনি বাবাকে বড় ভালবাসেন। মনে হয় আপন বোন। যেদিন শিবনাথ প্রথম আর এক রূপে দেখা দিল…আজও সে কথা জ্যোতির কাছে ছবি হয়ে আছে।

আজও যে কথা জ্যোতির মনে আছে সে কথা এই যে…তদানীন্তনকালে চিঠির মাথায় 'দুর্গাশরণং' 'গড্‌ ইজ গুড'-এর পরিবর্ত্তে 'বন্দেমাতরম্‌' এল। পর্দ্দানশীনতা সর্ব্ব অর্থে ছিঁড়ে শতচ্ছিন্ন। মহাজনরা কেউ বললেন না যে, মেয়েরা ঘরে থাকবে না সত্য, কিন্তু ঘর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েদের বুকে থাকবে। এই সময় শিবনাথ স্বদেশবাৎসল্যের জন্য চাকরী হারাল, মাস্টারী পেল এবং স্ত্রীকেও জাগিয়ে তুলেছিল। হেমাঙ্গিনী সুযোগ পায়, তার মনে বলও ছিল কেননা সে জানত, শিবনাথ দুর্ব্বল অর্থাৎ আমরা যাকে বলি ভদ্রলোক। শিবনাথ মুখ ফুটে স্ত্রীকে কোনদিন কিছু বলেনি, একদা সকালে ঘরের মধ্যে হো হো করে উঠে ক্রমাগত শিশি বোতল এটা সেটা ভাঙল, তারপর মাছের মতন লাফ দিয়ে পড়ল উঠানে। মনে হয়, ইচ্ছাকৃত। অন্নপূর্ণা ও জ্যোতি এ ব্যাপারে হতচকিত, জ্যোতি খানিক উঠে, অন্নপূর্ণা এক পা বাড়িয়ে পাথর, শুধু হেমাঙ্গিনী হাতে তকলী, একবার আড় করে দেখে ঊর্দ্ধস্থিত হস্তের তুলার দিকে মনঃসংযোগ করল। ...বিন্দুবাসিনী ছুটে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিলেন, তাঁর হাতে তখন ন্যাতা ছিল, বলেছিলেন, 'বৌ তার থেকে উয়ার গলায় পা দে না!' হেমাঙ্গিনী ভীত হয়েও শক্ত হয়েছিল। বিন্দু পিসিমা চোখের নিমেষে ন্যাতা ফেলে কুয়োর নিকটে রক্ষিত বালতিতে হাতের চান্‌কা মেরে এসে শিবনাথকে তুলে ধরতে চেষ্টা করলেন। কোনরূপে শিবনাথকে রকে তোলা হয়, অন্নপূর্ণা শিবনাথের ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলি মুছে যখন টিনচার আইডিন দেয়, তখন শিবনাথ বুকফাটা চীৎকার করে উঠেছিল। তার ব্যথায় বিন্দু পিসিমার মুখখানি গামছা-নিঙড়ানর মত হয়ে গেল। একবার তিনি শুধু কঠিনভাবে হেমাঙ্গিনীকে ডেকেছিলেন—'বৌ।'

এই ডাকটির মধ্যে অনেক গঞ্জনা ছিল, হেমাঙ্গিনীর চেতনা নড়ে উঠেই স্থির, বললে, 'লাও লাও কোর্ট কলম দেখতে হবে না ঠাকুরঝি, তোমার বুককে যদি এতেক ফোঁড়া কাটছে...তাহলে তুমি কেনে না তাকে লিয়ে ফিটকারির ছানা কেটে...স্যাঙা কর না?' হেমাঙ্গিনীর চোখ তুলার দিকে, ফলে দেখা গেল যে, তার গলাটি উঠল নামল। হেমাঙ্গিনীর কথায় অন্নপূর্ণা পর্য্যন্ত জিব কেটেছিল।... এসব কথা জ্যোতির খুব মনে আছে। সমস্ত ভালবাসা এসে জমেছিল ছেলেমানুষের হাতে, যেমন এইটুকু পৃথিবীর নিয়ম।

এতক্ষণ বাদে বিন্দি পিসিমা বললেন, 'বৌ, তুমি ত আর কোনদিনই...তোমাকে বলা দরকার বলেই বললুম,....জ্যোতি [illegible]কুমারীর পাতা চিনিস তো?'

'থাক থাক আর ওষুধে শিকড়ে কাজ নেই—সে ত এমনি তুমির বশ...' হেমাঙ্গিনীর এখনও বিলক্ষণ রাগ ছিল! একদার দুর্ব্বল শিবনাথ, আজ পাগলামির মধ্যে ভয়ঙ্কর, ইতর এবং শত্রু! সুস্থ অবস্থায় যা সম্ভব হয়নি এখন তা হয়েছে।

জ্যোতি, বিন্দি পিসিমার দেওয়া মোড়কটার দিকে চাইল। ওদিকে ভারী শিলনোড়ার দিকেও তার নজর পড়েছিল। তারই কিছু কাছেই হেমাঙ্গিনী দণ্ডায়মানা। সে যেন কালো আকাশের বজ্রের মত সুদৃঢ়! অনেকদিন আগেকার কথা, একদিন ঠিক এমনিভাবেই হেমাঙ্গিনী দাঁড়িয়ে এক পা দিয়ে নোড়াটা ঘোরাচ্ছিল; আর কেমন কেমন কথা, নিম্নে, নিকটে, উঠানে স্বদেশী বামনদাসের সঙ্গে কইছিল। আজও সেই নোড়ার শব্দটা মেঘডাকার শব্দের মধ্যে ছিল। কি ভয়ঙ্কর হয়েই না আছে! অন্নপূর্ণা মার হয়ে শিলনোড়াকে প্রণাম করেছিল, কারণ বাবার খাদ্য ওতে প্রস্তুত হয়। বাবার জুতায় অসাবধানে পা লাগলে এরা নমস্কার করে, পাপ যাতে না হয়। হেমাঙ্গিনী শুধু বলেছিল, 'যা যা ওসব আজকাল কেউ মানে না, ধুয়ে নিলেই হবে।'

বিন্দি পিসিমা উঠানে নেমে লণ্ঠনটাকে একটু যখন ঠিক করতে যাচ্ছিলেন তখন হেমাঙ্গিনী বললে, 'ওসব শিকড় বাকড়ের কাজ লয়, আগড় লিগড় চাই—।'

এ কথার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতি ঘুরতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল, শুনলে মা বলছে, 'তুই পুনি, ভূষণ কামারের কাছে গিয়েছিলি...শিকলের কি করলে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বৌ ছিঃ ছিঃ লোকটা যে শুনবেক গো…'

না মার না মেয়ের মনে কিছু রিলি কাটলে। অন্নপূর্ণা তার কাপড়ে পায়ের গাঁট ঢাকতে ঢাকতে উত্তর করলে, 'বললে…ও কড়া হবে না,' বলে সে ঝটিতি জ্যোতিকে দেখে নিয়েছিল।

'কেনে ? সে যে তার পায়ের মাপ লিয়ে গেল ?

'বললে আমাদের এখানে কড়া আটকাবার সাট নাই…বললে দুটা মিলারের তালা দিবে…শিকল পাক দিয়ে…'

এ হেন কতাবার্ত্তায় জ্যোতি পুড়ে যাচ্ছিল, বিন্দুবাসিনী শুধুমাত্র কঠিন হয়েছিলেন, তারপর তাঁকে আর দেখা গেল না। জ্যোতি রাগে লজ্জায় হাত মুষ্টিবদ্ধ করেছিল। হেমাঙ্গিনী তখনও থামে নি, বললে, 'কালই যেন শিকল লিগড় আসে, তারপর দেখি কত বড় বজ্জাত তুমি…বলবি ভূষণ বেদান্তীকে…একোটা টাকা বেশী ল্যয় লিবে—উপোসী যাব…কাল যেন…'

জ্যোতি তবু সাহস করে বলেছিল, 'শিকল !'

'শিকল হ্যাঁ হ্যাঁ।' এই উত্তরে শিকলের ওজন-আওয়াজ দুই-ই ছিল।

জ্যোতি পুত্রমাত্র, যার মধ্যে স্বপ্নের রঙ আর ক্ষয়িষ্ণুতা দুই দুমড়াবে, সে এতাবৎ সন্তানমাত্র—খাদ্যই। আপনকার উঞ্চতা দিয়ে যে সমস্ত সমতা এনেছে, আজ হঠাৎ সে একাই বড় নিঃসঙ্গ। তার অন্তরে অর্গলহীন দরজা ঝোড়ো হাওয়ায় আছাড় খায় ! দূরে দরজার অবকাশ দিয়ে দৃশ্যমান শূন্যতা। যে-জ্যোতি নিঃশঙ্ক চিত্তে রাস্তার যে কোন গোলমালে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, এখানে সে কীটাণু-কীট, এই সঙ্কল্পের সম্মুখে সে নির্জ্জীব। ছোট মুঠোটা থুতনিতে আঘাত করতে করতে সে ভেবেছিল বিন্দি পিসিমার কথা 'সোহাগ সাঙাত' ভালবাসা ! একবার জ্যোতির মনে হল বিপিন গুপ্তকে খবর দেয়, কিন্তু তিনি ত কলকাতায় চলে গেছেন, তবে আর ত কেউ নেই যে তার বাপকে শিকল পরানোর বিরুদ্ধে যাবে। তার এমন সাহসও নেই যে বাবাকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে যায়, কেন না দু-তিনবারই এমন হয়েছে যে, শিবনাথ চোর চোর বলে চীৎকার তুলে তাকে ধরিয়ে দিয়েছে, আর জ্যোতি মার খেয়েছে !

ব্লাউজের মধ্যে মাহিনার খুচরা টাকা কয়েকটি ঝিলিপ ঝিলিপ আওয়াজ করে ছেলেমানুষ অন্নপূর্ণাকে পুরুষোচিত মর্ম্মবেদনা দিয়েছিল। তবু এইটুকু খুসী ছিল, কুর্ত্তির ডাল খেতে হবে না। এ খুসীর কোন জোর নেই, বাড়ির সদর পার হতেই 'ঝিলিপ' করে শব্দ হল, এই শব্দে তার কেমন যেন লজ্জা হয়েছিল। দেখলে, হেমাঙ্গিনী জলের বালতিটা মাজছে, তার পরনে শতচ্ছিন্ন গামছা। অন্নপূর্ণা গম্ভীর, গম্ভীরভাবে তাকে দেখলে। মনে হল, হেমাঙ্গিনী স্ত্রীলোক। অন্য পক্ষে হেমাঙ্গিনী ছবিলা হাসি হেসে বললে, 'পেয়েছিস ?' এ সময় তার পুরো মুখখানি দেখা গেল : বাবুয়ানা পাতাকাটা, নাকে একটি ফেরোজা, কানের থুপি লাল রেশমী হয়ে আছে, গায়ের রঙ যেমন বা উলুধ্বনি করে উঠে।

অন্নপূর্ণা মায়ের প্রশ্নে কেবলমাত্র সুন্দর মুখখানি একবার এপাশ একবার ওপাশ করেছিল। আর মনে মনে ভেবেছিল, মা-দের কুৎসিত হওয়াই ভাল। ভাববার সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে উঠল, এ কারণে যে, অন্নপূর্ণার মনে যে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ছিল, সেটাই যেন বা সহসা প্রতিভাত হল ! একবার সে বাপের ঘরের দিকে চাইল, জানলার দিকে মুখ করে শিবনাথ দাঁড়িয়ে। সে আর কিছু ভাবতে চাইল না।

ঘরে এসে যখন টাকাগুলো হেমাঙ্গিনীর পায়ের কাছে রেখেছে প্রণাম করবে বলে, তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেমাঙ্গিনী বললে, 'উঁহু আমি প্রদীপটা জ্বেলে দি আগে ঠাকুর প্রণাম কর, প্রথম মাইনে !' অন্নপূর্ণার একবার মনে হল, ঘরের স্বল্পান্ধকারে এই পালা শেষ হলে ভাল হত। আলো জ্বলল। অন্নপূর্ণা গভীরভাবেই গোপীবল্লভকে প্রণাম করে উঠতেই তার মা বললে, 'ওঁকে এখান থেকে প্রণাম কর।'

অন্নপূর্ণা ঢিপঢিপ করে মাটিতে শিবনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে মুখ তুলতেই দেখা গেল তার চোখে জলস্রোত। হেমাঙ্গিনীর চোখে পড়েনি, এবার তার পায়ের কাছে টাকাগুলি রেখে যখন প্রণাম করছে, তখন অদ্ভুত এক উষ্ণতা অনুভবে হেমাঙ্গিনী পা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'উ কি লো কাঁদছিস কেনে !'

অন্নপূর্ণা আর থাকতে পারল না, হেমাঙ্গিনীকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'মাগো ই টাকায় শিকল কিনো না গো, আমার পাপ লাগবে মা', বলে বোকার মত বললে, 'জ্যোতি টাকা পেলে...'

হেমাঙ্গিনী যে চোখে স্বামীর দিকে চায়, সেই চোখে চেয়ে বললে, 'ও ! এখনি আমার তোমার !' বলে টাকাগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

অন্নপূর্ণা কিভাবে মাকে যে বুঝাবে, তা স্থির করতে পারলে না। সে বসে পড়ে অনুতাপের আবেগে বলেছিল, 'মা গো মা গো, বুকে বড় বিল্লী আঁচড়ায়...বাবা শিকল পরবে কেমনে সইব ?'

হেমাঙ্গিনী অন্নপূর্ণার একটি কথাও শুনবার প্রয়োজন বোধ করেনি, দেওয়ালে মাথা ঠুকে বলেছিল, 'আমার কেনে মরণ হয় না !' অন্নপূর্ণার গলা থামল, তখন তার কণ্ঠ শোনা গেল, 'তুয়া ছুঁড়ির পরাণ টেঙোয়, সে ছোঁড়ার পরাণ আছে, ভাতারখাগী বিন্দুদাসীর পরাণ উতল এলোস্ত হয় আর আমার মরণ নাই,' বলে দেওয়ালে পুনঃ পুনঃ মাথা কুটতে লাগল। সত্যই তার লেগেছিল। হেমাঙ্গিনী কাঁদছিল।

এসময় নোটগুলি সন্ধ্যে-হাওয়া উতলা হয়ে এদিক সেদিক সরে যায়, কক্ষে দুটি ক্রন্দনরত স্ত্রীলোক এবং মধ্যে মধ্যে প্রদীপ চচ্চড় করে উঠে। শুধু পাশের ঘর থেকে শুদ্ধ গানের পর্দা ভেসে আসছিল। অন্নপূর্ণা মাকে বুঝাবার জন্যে বললে, 'মাগো বড় বুক আঁচড়ায়...'

একথায় হেমাঙ্গিনীর কান্নার দুঃখ সত্যই বাঁধ মানল না, সে বললে, 'তোরা কি ভাবিসলা যে আমার বুকে চোনা, লয় ? নিত্যি নিত্যি মানুষটা রাস্তায় মার খাবে, আর আমি মাগী—' সহসা প্রদীপের চচ্চড় শব্দে হেমাঙ্গিনীর গলা স্তিমিত হল, প্রদীপে বোধ করি জল ছিল, সে কারণে এই শব্দ। 'লোকটাকে সকলে ঢিলাক, মারুক...মুখে বলব শিকল দিব না লাপতের লরুণ অঙ্গে লাগবে ফোঁড়া কাটব না, শিকল দুবো না...বেশ আজ দুটো টাকা...বেশ আমি ভিক্ষে করে...' ভাঙা ভাঙা কথা শোনা গিয়েছিল।

অন্নপূর্ণার মন সায় দিতে চায়নি, কিন্তু হেমাঙ্গিনী যখন পুরাতন কথা তুলে বললে, 'যেমন কপাল ভেঙে দিয়েছিল লোকে, তেমন যদি প্রাণেই অঘটন হয়, তুইত আর যাস না, একা ছোঁড়ার...'

অন্নপূর্ণার চোখের জল এই যুক্তিতে শুকিয়ে গেল, তবু সংস্কার...প্রথম মাহিনার টাকায় বাবার শিকল কেনা হবে একথা মনে মনে ভাবতেই চাইছিল না। বড় কষ্ট হচ্ছিল। হেমাঙ্গিনী একটার পর একটা শিবনাথের অপদস্থের কথা উল্লেখ করলে, অন্নপূর্ণা প্রদীপের দিকে চেয়ে শুনতে লাগল। হেমাঙ্গিনীর স্বর তাকে যেমন বা নিঙড়ে মুচড়ে দিলে। সে এক ফাঁকে বুঝলে শিকল ছাড়া গত্যন্তর নেই ; টাকাগুলো কুড়িয়ে মার হাতে দিয়ে বললে, 'ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে আমি ভূষণ বেদান্তীর কাছে যাই।'

অন্নপূর্ণা বাহিরে বারান্দায় এসে শুনল তার বাবার সুললিত কণ্ঠে গান 'এবার আমি ভাল ভেবেছি···যে দেশে রজনী নেই মা সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।' অন্নপূর্ণা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কিছুকাল নির্জ্জীব হয়ে থেকে বাবাকে অতি মাত্রায় অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বাবা তুমি কি সত্যিই পাগল ?'

শিবনাথ মৃদু মৃদু মাথা দুলিয়ে বোধ হয় সায় দিয়েছিল !

ভাটিতে ছোট একটা হাঁড়ি, ওপাশে বৌ আপন শিশুকে স্তনদান করতে করতে হাপরের শিকলে মৃদু টান দিচ্ছিল। নেহাইয়ের এপাশে ছোট চৌকিতে ভূষণ বেদান্তী। অন্নপূর্ণা যে এসময় আসবে, তা সে জানত, তথাপি প্রস্তুত ছিল না। বৌকে বললে, 'আঃ গে হিঃ আকালের অপয়া গো তুই···বটে, বামুনদিদি এল···তু যার হাতকে দুটো চাল ফুটোতে দু দু রেল পাশ।' স্বামীর কথার উত্তরে বৌটি জোর জোর হাপর টানতে লাগল। ভূষণ বেদান্তী ব্যস্ত হয়ে বললে, 'খাড়াও কেনে গো, বইসো, মাগী দুটা ভাত ফুটাইছে···বইসো গো।'

'না-না বসব না, ভূষণ তুমি ঝটপট লাও···'

'লে তুয়ার হাঁড়ি সরা', বলে নিজেই হাঁড়ি সরিয়ে কিছু কয়লা দিয়ে ভাটির মুখে শিক দিয়ে ডাঁই করতে করতে বললে, 'আঃ তুমার ভাই আসছিল গো।' বলে খুব রগড় করা চোখে বললে, 'বলে, ভূষণ বেদান্তী, তুমি যদি এক বাপের বেটা হও, তবে শিকল করবে না, যদি কর ত বিপিন গুপ্তকে···আরে হুঁ···আমি বললাম কি···আমি বিলাতি জিনিস বিয়োই না ঠাকুর ! শুধু মস্করা করে বললাম বটে···। তুমি বলেছ কাউকে বলতে না। আমি জাত কামার, চোরে কামারে সাখেত (সাক্ষাৎ) নাই সিঁদকাটি তৈরী হয়।···আমি শিকল করি না ঠাকুর। উ বলে, দেখ বেদান্তী যদি কর ত আমি পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দুবো। যাই বলা আমি ধুলা তুলে তিন তিন থুৎকুড়ি কেটে যাই তার দিকে চাই···দেখি···পলাইয়ে—।' কথা শেষ করে হেসে গড়িয়ে পড়ল ভূষণ বেদান্তী। এরপর অন্নপূর্ণার গভীর মুখখানি দেখে বললে, 'ছেইলা মানুষ বটে···আর দু দণ্ড গোড় আলতা গরম হোক পান দুবো···না হলে কড়া মজবুত হবেক না দিদি···' বলে ভূষণ বেদান্তী শিকলটিকে টেনে নিয়ে ভাটির উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে দিতে লাগল। শিকলের শব্দে অন্নপূর্ণার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, তার গা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল ; সে কিছু একটা বলা দরকার বলেই বলেছিল, 'মজবুত করার, মানে খুব কড়া করার দরকার নাই, বেশী কড়াতে লাগবে, ভূষণ।'

ভূষণ বেদান্তী অন্নপূর্ণার কথা শেষ করতে দিল না, অট্টহাস্য করে উঠে বললে, 'হে হে বামুনদিদি গো, বেদান্তে বলছে, তুমি বিটিছানা ছেইলে মানুষ···তুমার দেখি মরা মাগের চুড়ি ছিনানয় বুক ফাঁটা গো, বাবু শিকলে মিছরি দুবার ঘর নাই···বেদান্ত কি বলে, বলে, নরম আর কড়া সোনা আর লোহা শিকল, শ্বশুরে বেটা শিকলই।' যে কোন সূত্রে কিছু সৎ কথা বলতে পারলেই ভূষণ বেদান্তী প্রীত হয়। অন্নপূর্ণা অবাক হয়েছিল। লজ্জা পেয়েছিল। ভূষণ তার কথার বাক্যে সায় সমর্থন না পেয়ে তার বৌকে বললে, 'বুঝলি ক্ষেপি এসব বেদান্তের কলম।'

বৌটি হাপর শিকলে টান দিতে দিতে বললে, 'তা বটে শিকল দিবে কেনে গো ঘরকে···'

ভূষণ কথাটাকে শেষ করতে দিলে না, হাঁ হাঁ করে বলল, 'ক্ষেপি ছ্যাঁকা দুবো তুয়াকে। আমি শুধ্যাই তুই লবেল পড়িস নাকি গো, নাঃ, শিকলে বান্ধবেক না তুয়ারে অঞ্চলে বান্ধবেক ! উয়ার দশা লাগছে রে উয়ার কথা ধরো না দিদি, বলে থাকলে সে শিয়ালের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘর বান্ধত···লে টান···'

ভাটির আলোতে অন্নপূর্ণার মুখে জোনাকি খেলে, তার হাত ঘামছিল···শিকল লালাভ হয়ে আসছে ক্রমশঃ। পিছনে কাকে যেন সে অপরাধীর মতই অনুভব করে। কানে বহু দূরাগত শব্দ। এই সময় কিছু দূরের ঝোপে অল্প আওয়াজ পেয়ে সে চমকে উঠেছিল, ফলে হাত থেকে তার টাকা দুটি খসে মাটিতে পড়ে গেল।

ভূষণ বেদান্তী আর কিছু তত্ত্বকথা বলতে গিয়ে অন্নপূর্ণার মুখের দিকে তাকাল। বললে, 'কি গো···' বলে টাকা দুটি কুড়িয়ে তাকে দিতে গেল।

'কিসের শব্দ বটে, টাকা থাক তোমার,' এইটুকু কথা বলতে পেরে অন্নপূর্ণা যেন বেঁচে গিয়েছিল এবং সে নিজেই মন্তব্য করলে, 'শিয়াল বোধ হয়।'

ভূষণ ওপাশের অন্ধকারের দিকে চেয়ে দুই সাঁড়াশী দিয়ে শিকলকে যুত করে তুলে ধরছে, অন্নপূর্ণা অস্ফুট স্বরে 'আঃ' বলেই সরে গিয়েছিল।

আর একজন ঠিক এই সময় নিকটস্থ ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিকারগ্রস্ত। সে জ্যোতি। যার আওয়াজ কিছু পূর্বে অন্নপূর্ণা পেয়েছিল। জ্যোতি দেখল, লালাভ শিকলটা তুলে কামার যুত করতে চাইছে। দূর থেকে এই লাল নরমুণ্ডমালার মত বস্তুটা তার কাছে ভয়ঙ্কর বিষাক্ত। সে খুঁ খুঁ শব্দ করে উঠেছিল। জ্যোতি সাহসে নির্ভর করে এখানে আসেনি, ভয়ই তাকে এখানে এনেছিল। ভূষণ বেদান্তী বোধ হয় রহস্য করেই একটি ছড়া কাটলে, 'লাগ হাতযশ বাপের ছেলে, দুগ্‌গা দুগ্‌গা নাম পেলে, তড়কা ভাঙ্গা ভাঙ্গা আগুন ড্যাঙা, তিভুবণ হইবে বাপ বলে স্যাঙা। দুগ্‌গা দুগ্‌গা লাও,' বলে শীতল জলের মধ্যে শিকলটি ডুবিয়ে দিলে ধীরে ধীরে। অদ্ভুত প্রলয়ের ধ্বনি উত্থিত হল, এই আওয়াজে ঝঞ্ঝার স্মৃতি ছিল।

অন্নপূর্ণার দেহখানি ভয়ে ত্রাসে মুচড়ে দুমড়ে মৃতবৎ। অন্তরে যা কিছু সুবাস ছিল, সে সকল ম্লান, সে যেন নিশ্বাস নিতে ভুলে গেল।

জলের দ্রুত বাষ্প উত্থিত হয়, পাঁশুটে ধোঁয়া মহা আক্রোশে তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত, বিভ্রান্ত অন্নপূর্ণা। তবু এই সুযোগে, নিজেকে প্রকাশ করবার পথ পেয়েছিল। বাপের জন্য যে বেদনা তাকে ক্রমাগত ধিক্কার দিয়েছে, একটি ছোট করাঘাতে তার খানিক হয়ত উপশম হত। সে দুহাতে খুঁটি ধরে থেকেও আরও ভাল করে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। মুখখানি তার কিছুটা খুঁটির অন্ধকারে ছিল।

ভূষণ কামার 'হই' বলে কোলের ছেলেটির সঙ্গে রঙ্গ করতে করতে গাইলে, 'মন ওই শিকলে মাকে বান্ধিস···শিশুর মনের শিকল দিয়ে···কোনটা শিকল লয় ক্ষেপি, ই খোলটা (দেহ) শিকল লয় ? অবিদ্যে মায়ায়···তুমি ঠাকরুণ একটু খাড়াও', বলে জল থেকে শিকল টানতে লাগল। জলসিক্ত শিকলটা ক্রমাগত, নিষ্ঠুর শব্দ করত জল থেকে বার হতে লাগল। অন্নপূর্ণা পুনঃ পুনঃ শিউরে উঠে বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে। ভূষণ বেদান্তী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিকলের রঙ পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'ইঃ শা বানালাম ঠকরুণ ই তোমার জাহাজ বান্ধবেক···মত্ত আঁতঙ্গ (মাতঙ্গ) বান্ধবেক।' সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাসঙ্গীতও শোনা গেল এবং বললে, 'ব্যস ইবার শুধু কাঠে গেঁথেন দুবো বাস।'

জ্যোতি ঝোপের মধ্যে ক্রমাগত অস্থির হয়ে উঠেছিল, এক হাতে লাঠি অন্য হাতে পাঞ্জা। মদন পাঞ্জাটি তাকে দিতে বাধ্য হয়েছে, একারণে যে মদনের কাছে জ্যোতি সাহায্য চাইতে গিয়েছিল, মদন নানান দুঃসাহসের কথা বলার পর বললে, 'না ভাই যাব না, বাবা বকবে।' নিশ্চয়ই সে ভূষণ বেদান্তীর নামে ভয় পেয়েছিল। কেন না ভূষণ বেদান্তী ভূতের ওঝা এবং বাণ মারণ উচাটনে সিদ্ধ, তার গলায় বিড়ালের তাঁতে বাঁদরের অস্থি বাঁধা। মদন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললে, 'একমাত্র বগলাদাই ওকে জব্দ করতে পারবে।' ফলে জ্যোতিকে বগলাদার কাছেই যেতে হল। বগলাদা জ্যোতিকে দেখে হন্যে হয়ে উঠল। এই দুঃখের সময় এমন জঘন্য ব্যবহার বগলাদা করবে, তা সে ভেবে পায়নি, বগলাদা একবার করে দূরে যায় এবং নিজের বাইসেপ ট্রাইসেপ দেখায় এবং ক্ষণে ক্ষণে হুঙ্কার দিয়ে উঠে, 'ন্যায়াত্মা বলহীনেন লভ্য, তোর ভাবনা কি আমি আছি', বলে কাছে এসে আদর করে।...ছেলেমানুষ জ্যোতি বলে উঠেছিল, 'কি হচ্ছে বগলাদা, আমি আমি !' জ্যোতির আপত্তিসূচক কথায় বগলাদা বললে, 'ও শালা, তবে যাও শালা আমি যাব না—।'

জ্যোতি একা। নিসিন্দের ঝোপের মধ্যে থেকে স্পষ্টই সবকিছু দেখা যায়। কখন যে ঠিক ভূষণকে সে আক্রমণ করবে, তা ভেবেই পাচ্ছিল না, পা তার মাটির সঙ্গে জুড়ে আছে, হাতের ঘাম প্যান্টে অনবরত মুছেছে, কিন্তু কোন প্রকারেই ছুটে যেতে আর পারছে না। এখন সে দেখতে পেল, ভূষণ তলাকার ঠোঁট দিয়ে গোঁপগুলিকে অদ্ভুতভাবে টানছে ফ্লপ ফ্লপ শব্দ করে, আর ভালভাবে শিকলটিকে পরীক্ষা করছে। এবার শিকল রেখে, গোঁফ পাট করে একটা শুঁড়ি সরিয়ে আনতে ব্যস্ত হল।

অন্নপূর্ণা অস্বস্তিতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গিয়েছে। তার দেহে যেন অতি প্রাচীন একটি মাকড়সা ঘুরে ফেরে। অধীরতায় সে মাটিতে পা ঘষছিল। তার মুখের কাছে ভৌতিক একটি আয়না বার বার খাড়া হয়ে উঠছে। লোহার ঠাণ্ডা হওয়ার মেঘমন্দ্র আওয়াজ এখনও তার দেহে কম্পিত। এমত সময় শিয়ালের চীৎকার শোনা গেল। অন্নপূর্ণার কাছে স্থানটি মুহূর্তেই বীভৎস হয়ে উঠল, চকিতে সে পিছনদিকে চাইল, মৃত্যুতিক্ত অন্ধকার এখানে সেখানে ! দেখলে, কে একজন হা হা শব্দ করে ছুটে আসছে। অন্নপূর্ণা পলকের জন্য স্থির হয়ে এক পা সরে গেল।

বেচারী জ্যোতি বোকার মত লাঠিটা উঁচু করেই ছুটে আসছিল। একথা তার মনে উঠেনি, কামারশালের চাল অতীব নীচু, ফলত তার লাঠি আটকে যাবে। সুতরাং তার লাঠি চালে আটকে গেল।

ভূষণ বেদান্তী দ্রুত দৌড়ের শব্দ শুনেই, ক্ষণেকের জন্য চেয়ে দেখে, বাঁ হাতের সাঁড়াশী শক্ত করে ধরে এবং নিমেষেই ডান হাতে কিছু ধূলা তুলে থুৎকুড়ি কেটেই ধূলা ছুঁড়ে বললে, 'হোংরীং...হোং-রীং'। শব্দে মুখ বিড় বিড় করছে, চোখ তার ক্রমাগত স্ফীত হচ্ছে, এসময় ভূষণ তার গলালগ্নী মালার হাড় চুম্বন-করত বললে, 'আই গো !'

ভূষণের বৌ তটস্থ, সে কোনমতে বসা অবস্থায় পা উঠিয়ে কোলের ছেলেটিকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। সে অবাক হয়ে দেখল, জ্যোতি টাল খেলে, লাট খেলে, লাঠি পড়ে গেল। দু এক পাক ঘুরে মাটিতে চক্র দিতে লাগল। মুখে গাঁজলা, অন্নপূর্ণা বিস্ময়ে হতবাক্। এমত সময় ভূষণ হাপর শিকলে দু একটা টান মেরে বললে, 'লে লে ক্ষেপি মাগী হাপর টান।' বলে সে ছুটে বাইরে এল। ক্ষেপি সত্বর ছেলেটিকে পাশে শুইয়ে, ঝপঝপ হাপর টানতে লাগল। অন্য হাতে ল্যাম্প ধরা। হাপরের আগুনের শিখায় দেখা যায়, বার বার অস্পষ্ট হয় যে, জ্যোতি ভৌতিকভাবে মাটিতে চাকার মত ঘুরছে। হাতের পাঞ্জার খর খর শব্দ হয়। ক্ষেপি বললে, 'বুধহয় বাপকে পরাণ ভাবে গো ছেইলা !'

'থাম থাম ক্ষেপি, সবংশে নিধন হব, বামুন মারলুম গো !' বলে দৌড় দিয়ে খানিক জল নিয়ে এসে জ্যোতিকে প্রদক্ষিণ করে ছিটোতে লাগল। অন্নপূর্ণা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ভাইকে ধরতে এসেছিল, কিন্তু ভূষণ বললে, 'এখন ছুঁও না !'

জ্যোতির মুখে এখনও গোঁঙানির আওয়াজ, মুখময় ধূলা। মুখ পা ছেড়ে গেলে চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুলতে পারছে না, কেন না চোখে অজস্র ধূলা। ক্রমাগত জলের ঝাপটায় অনেকটা যখন সুস্থ, তখন সে দৈহিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। অথচ সেইকালে মুখে তার বীরত্ব ছিল, 'শালা শালা আমি দেখে লুব।' অন্নপূর্ণা কাপড়ের থুপি করে মুখের ভাপ দিয়ে চোখে সেঁক দিতে ব্যস্ত। ভূষণ জ্যোতির কথা বললে, 'ঠাকুর তুমি জুঁন্তো মেরো গো…আমি তোমার…খাঁই গো… ! ঠাকরুণ আমি পৌঁছাই দিব গো…' বলে সে তাড়াতাড়ি শেষ কাজটুকু সেরে ফেলতে লাগল, মুখে সর্ব্বক্ষণ 'হায় হায়'।'

'দিদি দিদি আমি তোমাদের আর দেখতে পাব না…বাবাকে…'

'আহা বাবা-অন্ত পেরাণ গো', ক্ষেপি এ সময় অগোছাল কাপড় টেনে বলেছিল।

'দিদি বাবার জন্যে শিকল…'

'না…না…তুই চুপ কর জ্যোতি…'

রাস্তায় অনেকবার জ্যোতি থেমেছে, দাঁড়িয়ে পড়েছে, কিসের শব্দে সে থেমেছে, দাঁড়িয়ে পড়েছে। অদৃশ্য বস্তুর উদ্দেশ্যে আঙুল নির্দ্দেশ করে বলেছে, 'দিদি…কিসের শব্দ গো ?'

'ও কিছু নয়।' বলে পরম স্নেহে জ্যোতিকে সামলে নিয়ে অন্নপূর্ণা চলেছে। ভূষণ পাশেই ছিল, সে মাথায় শিকল কাঠ নিয়ে পা টিপে টিপে হাঁটছিল। সে ইশারায় অন্নপূর্ণাকে কিছু বলেছিল, ফলে সে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল, অন্নপূর্ণা জ্যোতিকে নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল, এক হাতে ভাইয়ের হাত অন্য হাতে তারই কাঁধ। জ্যোতি বললে, 'দিদি আমার বুক ছুঁয়ে বল যে শিকল আনছিস না ?'

অন্নপূর্ণা পরম যত্নে কাপড়ের থুপিতে মুখের ভাপ দিয়ে বললে, 'বুক ছুঁতে নেই…খুব কষ্ট হচ্ছে…নারে ?'

'আমার কিন্তু বড় ভয় করছে দিদি !'

বাড়িতে পৌঁছে, যখন জ্যোতির চোখে অন্নপূর্ণা গোলাপ জল দিচ্ছিল এমত সময় জ্যোতি কিসের আওয়াজ পেয়ে উঠে বসল, 'কে এল দিদি… ?' অন্নপূর্ণা তাকে সত্বর শোয়াবার চেষ্টা করে বলল, 'কোথায় আবার ?' এইসময় ফিস ফিস করে পুনর্ব্বার কথার আওয়াজ, এবং আলো এবং অন্ধকার জ্যোতিকে কেমন উতলা করে তুলেছিল। বেচারীর দেখবার কোন উপায় নেই। এবার লোহার শব্দ হল, জ্যোতি শিউরে উঠে অন্নপূর্ণাকে জড়িয়ে ধরতেই মধুর কণ্ঠে অন্নপূর্ণা প্রশ্নের আগেই বললে, 'কুয়ার কড়ায় বোধহয় বালতি লাগল নবীন জ্যেঠাদের বাড়ি।' বাড়ি যেন ভৌতিক হয়ে উঠেছে, এমন কি এ ঘরে অন্নপূর্ণাও ঘামছিল। তারও হয়ত ইচ্ছে হচ্ছিল ডাক ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠতে। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল, কে যেন ডিঙি মেরে চলে গেল। দরজার শব্দ, খিল দেওয়া, সকল কিছুই বীভৎস হয়ে উঠছিল। জ্যোতি বললে, 'দিদি, বাবা কোথায় গো…?' বলে তক্তপোশের উপরে বাপের পা খুঁজতে লাগল। 'আমার বিছানা সরিয়ে দে…দিদি…।' সুতরাং বিছানা সরানো হয়, এবং জ্যোতি শিবনাথের পা দুটি একত্র করে ধরে শুয়ে রইল। অন্নপূর্ণা এ ব্যাপার লক্ষ্য করলে।

ভোর হয়, গাছের পাতা অযথা কালো, পাখীর উড়ায় শূন্যতা উদ্‌ব্যস্ত। কখন যে তার হস্তদ্বয় শিবনাথের পা ছেড়ে দিয়েছে তা সে জানবে কেমন করে, তার বিছানাও সরে গিয়েছিল। সে উপুড় হয়ে ঘুমায়। কি এক দুঃস্বপ্নসূচক শব্দে তার ঘুম ব্যাহত হয়, সে তেলচিটে বালিশ থেকে মুখ তুলে চাইতে চেষ্টা করলে, যেমতভাবে কুকুরছানারা চাইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেষ্টা করে। এখন সেই চাপা গলার স্বর, 'লাগা তাড়াতাড়ি আর যেন ক্ষেপা…হ্যাঁ হ্যাঁ…ঠিক ঠিক দে।' কট করে শব্দ হল। 'লে লে ঝটপট…ব্যাঁ হ্যাঁ পায়ে দেখিস।' জ্যোতি জোর করে চোখ চাইবার চেষ্টা করলে, দেখলে দিদি তখন বাপের পায়ে শিকলের বাঁধন দিয়ে তালা লাগাতে ব্যস্ত, নিশ্চয়ই তার হাতে ঘাম হচ্ছিল তাই সে মুছে বারবার। তার মুখটা কর্ম্মপটুত্বে বিকৃত, জিভ বার হয়ে আছে। পিছন থেকে ভূষণ বাপকে পাঁজড়া বাঁধন দিয়ে অনবরত মুখ দিয়ে বীভৎস শব্দ করত গোঁফ মুখ দিয়ে টানছে। অন্য পাশে মা…আর এক পাশে বিন্দু পিসিমা বাবাকে জব্দ করে রেখেছে।

জ্যোতি চোখ বড় বড় করবার চেষ্টা করলে, এ দৃশ্য সে বুঝে নিতে পারেনি, শেষে বিন্দু পিসিমা এদের সঙ্গে। সে যেন কাঁদতে গিয়ে বিকট চেঁচিয়ে উঠল, কেমন করে উঠে দাঁড়াতে হয় সে ভুলেছিল। অন্নপূর্ণা এখন তালা লাগাল, শব্দ হল, সকলেই 'হাঃ' করে নিশ্বাস ফেলে শিবনাথের দেহ ছেড়ে দিতে যাচ্ছে, তখনই জ্যোতি 'বাবা' বলে লাফ দিয়ে উঠল। অন্নপূর্ণাকে ধ্যাঁ করে একটি ঘুঁষি মারতেই তার দাঁত দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। এবং জ্যোতি ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'বাবা।'

শিবনাথ বললে, 'জ্যোতি, মারিস নি', বলে, লৌহের শৈত্য আপনকার গালে অনুভব করত বলেছিল, 'খুব ঠাণ্ডা রে খুব ঠাণ্ডা।'

—দেশ। ২০ ও ২৭ ভাদ্র ১৩৬৫

ফৌজ-ই-বন্দুক

'খত্ আয়া হায়, যূও খত্ নে চাক্কু মারা' কোথা থেকে চিঠি এসেছে এবং সেই চিঠি ছুরি মেরেছে। 'চাক্কু মারা' কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে একটি নখর চীৎকার দুস্তর অন্ধকার যেন বা অতিক্রম করে এল। গীতের মধ্যে অবশ্য চকমিলান যে-সরলতা ছিল, যে-মায়া বর্ত্তমান, তাই করতার সিং গাইতে চেষ্টা করছিল। গীতের ধ্বনি এখানে সেখানে যায়, যেখানে দেওয়ালে অজস্র গুলির ঠোকাইয়ে আদিম চিত্র অঙ্কিত, কভু বা সে-দেওয়াল ভেঙে ভেঙে পড়ে, যেখানে জানলার পাল্লা দুলছে, যেখানে এখনই একটি সাধারণ ফ্রেমে বাঁধাই পারিবারিক ফোটো অজস্র ভাঙার মধ্যে কবরস্থ হল—হয়ে লোকগল্পের অভিশপ্ত শেষ উক্তিকে প্রতিধ্বনিত করলে, যেহেতু এখানে এখন যুদ্ধ হয়।

সম্মুখে অগণন আলো, কেননা এখনও সকাল, চারকোনা আধভাঙা গোলাকার ছেঁড়া-ছেঁড়া সতরঞ্চ-কাটা আলো, শিশির-শুকনো আলো, সদ্যঃপ্রসূত দুধেলা বাছুরের মত শাদা। আয়না ছিল না, এখন সে এই সকল আলোর দিকে তাকিয়ে আপনার চুল অবিন্যস্ত করছিল, এমনও হতে পারে যে, বেশ কয়েকদিন পূর্ব্বে নিজেকে মুখোমুখি দেখাটা স্মরণ করেই ইদানীং এই প্রসাধন। করতার একটি হাত সোজা উঠিয়ে চুলের শেষটি ধরে দাঁড়িয়ে, অবশ্য বাঁ হাতটি তার চুলের গোছ ধরে ছিলই, আরও যে এসময় তার দাঁতে দাঁতে কাঁকুইটিও ধরা ছিল ; আলোর দিকে চেয়ে থ হয়ে দাঁড়িয়ে—এই জন্যই সে থ, যে, তার অল্প-বোজা চোখে সম্মুখবর্ত্তী পরিদৃশ্যমান ধ্বংসাবশেষ যেমত বা লাঙল-দেওয়া জমির মতই প্রতীয়মান হয়, যে-জমিতে রাত্রি নামে না ; ফলে সে ভারি খুসী, তারপর সে গীত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেয়ে উঠে।

চিঠির প্রসঙ্গ এবং আলোর হিলমিল তাকে খাকি পোশাকের মধ্যে রাখে নি ; এত যে গুলিবিদ্ধ দেহ, বারুদের গন্ধ আর ভেঙে পড়ার আওয়াজ—তার কাছে সকল কিছুই ঢোঁড়া, এখন তার মনটি এখান থেকে গুরুজনওয়ালার গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, যে-গ্রাম থেকে পোস্ট অফিস বেশ দূর। হঠাৎ করতার কিসের আতিশয্যে লাফিয়ে উঠল, ভারি বুটের 'খ্যলপ' করে শব্দ হল, পরক্ষণেই সত্বর চুল গোছ করেই পিছন দিকে, নীচে, মাটিতে তাকাল ; লোকটি কেমন যেমন অষ্টাবক্র আধশোয়া, তার নিজের হাতের উপরেই মাথাটা দুলছে, নিশ্চিত সে ঘুমায়। সেখানে, ঠিক তারই পাশ বরাবর সামনে মাটিতে লাল, সবুজ, হলুদ ল্যাবাঞ্চুস—গতকাল তারা লুঠ করে পেয়েছিল—তা দিয়ে সুন্দর চিক্কণ লতাপাতার কেয়ারি এবং একটি বড় ফুল করা, ছেলেমানুষে যেমত গোপালকে স্মরণ করে আঁকে, তেমন যথাযথ ; লোকটি—ফৌজটি এই লতাপাতার উপর ঘুমে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছিল, তার হাতের উল্কিকৃত পরীটি এই স্পন্দনে কেমন যেমন জাগ্রত, রসিলা, সোহাগিনী বলে বোধ হয়। এতদ্দৃষ্টে করতারের মন কাঁচা কাঠের মতই সশব্দে জ্বলে উঠল।

করতার আর স্থির থাকতে পারেনি, নিজের ভারী বুটটা দিয়ে ফৌজটিকে নাড়া দিল ; সে জেগে উঠেই মুখের কষটা মুছবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখল, করতার মায়াবীর মত সরে গিয়ে রগের কাছে আঙুলগুলি রেখে গাইছে। ফৌজটির মুখে, এই গীত শ্রবণে নাল ঝরতে লাগল, সে অস্থিরপঞ্চম, উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বুট পিছলে গেল, বন্দুকে পা ঠেকল—সেটাকে নমস্কার করতে গিয়ে, গীত খানিকটা এগিয়ে গেল ; তারপর উঠে ত্বরিত পায়ে এসে করতারকে জড়িয়ে ধরে, 'আই হুকী ইই' বলে ত্রাহি শব্দ করে উঠেছিল ; করতার প্রতিধ্বনিত করলে। দুইজনে যেমত বা নদীর এপার-ওপারে দাঁড়িয়ে ডাকছে, এই শব্দে অনেক পশুপাখীও হয়ত বা আসতে পারে। এইভাবে, কিয়ৎক্ষণ ডাকবার পর তারা কী করে ? মৃত মানুষের মুখের উপর হেলমেটটা চাপা দেবার জন্য তাদের মন দুখায়। অথবা ফোল্ডার ক্যানভাসের মোড়া খুলে নিজেদের নম্বর নাম সাকিম এবং ছোট—প্রায় হলুদ-হয়ে-যাওয়া—ফোটোটি দেখে আর এক আওয়াজ করে, যাতে করে মনে ধোঁকা লাগে তারা পুরুষ না স্ত্রীলোক।

এমত সময় হঠাৎ বুটের আওয়াজ, এং আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে, ছোকরা কাপ্তান, হাবিলদার এসে দাঁড়িয়ে আপনকার রিভলভারের দিকে চেয়ে, একবার জানলা দিয়ে বাহিরের দিকে—যেখানে অনেক আলো সেদিকে—চেয়ে চোখ মটকাল, তারপর কাঁধ চাগাড় মেরে কর্ত্তব্যসকল কিছু বলতে লাগল, ট্যাঙ্ক চলে যাওয়ার ঠিক পনেরো মিনিট বাদে, যখন সন্ধ্যা হবে তখন।

করতার সিং-রা চোখ হাঁইয়ে আদেশ শুনছিল, এ-কারণ যে, পরিষ্কার করে না শুনলে নিজেকে ভুলে যাওয়ার দুর্ভাবনা আছে। হঠাৎ এই সঙ্গীন যুদ্ধে নিজেকে ভুলে যাওয়ার মত ভয়ঙ্কর আর কিছুই হতে পারে না, দাঁতে দাঁতে জিব চাপলেও কিছুই মনে পড়ে না, পূর্ব্ব পশ্চিম যে জ্ঞান তা নিমেষেই শুকিয়ে যায়। করতার এই ছবি-ছবি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, আপনকার আঙুলগুলি মটকালে, বন্দুক ধরে ধরে কেমন যেন বা অবশ হয়েছিল, বিদ্যুৎবিভায় চকিতেই আঙুলের বুনট ঝিলিক দিয়ে উঠল, সে তৎক্ষণাৎ বাঁ হাতের আঙুল কামড়ালে, এই হেতু যে নিজের ভিতরে রোমহর্ষ উপস্থিত, কেননা বৃষ্টির জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে, যার শব্দ অনেকটা বন্দুকে সাদর চুম্বনের আওয়াজের মত, কেননা রাস্তা কর্দ্দমাক্ত, কেননা অজস্র ভাঙায় ঝাঁক ঝাঁক হাঁসের ছায়া আর আলো। করতার ভীত চিত্তে রাস্তা দেখল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে চাগিয়ে নেবার জন্য অসম্ভব গালাগালি দিলে কিছু কুৎসিত কিছু কাঁচা। তবু সে ঠিক সাহস পেলে না, যাতে করে সে রাস্তাটি পার হয়ে যেতে পারে, এমনকি এখন ফৌজ মানোহরও নেই যে তাকে একটি লাথি মেরে ঠেলে দেয়। সে যেমত বা অনড়, জগদ্দল। নিজেকে একা পেয়ে সে একটু আদরও করেছিল ফোঁড়া হলে যেমন মানুষে হাত বুলায়, সেইরূপে, কিন্তু তবু মন কোথাও নেই ; সকালের রোদ, সকালের গীত তাকে কিছুটা অকেজো করেছে। শত্রুপক্ষের চোখ-ঝলসানো আলোয়, বৃষ্টিভেজা ভাঙা দেওয়াল, জিব-বারকরা জানোয়ারের মত এবং আর আর সকল কিছু ভয়ঙ্কর। বারম্বার গুলির আওয়াজ কখনও কখনও করতারের পিছনে অদ্ভুতভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে। আর এই সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয় মানুষের মর্ম্মান্তিক চীৎকার ; করতার বোকার মত বালিখসা ড্যাম্পধরা ভেজা কর্কশ দেওয়ালটির দিকে তাকাল, মানোহর এখানে যদি থাকত, নিশ্চয়ই তাহলে সে বলে উঠত, 'ডাগ্‌দার নে সুঁই দিয়া হ্যাশালে আর একটা বিধবা হল।' করতার আর এখানে রইল না ; সে দৌড়ল।

সে দৌড়ে যেখানে পৌঁছাল, সেটা একটা মস্ত দরজা, একটি পাল্লা আধখসা, বন্দুকটিকে কব্জা করে সে উঁকি মারল ; সমস্ত কিছুই অন্ধকার। নিজের বুটের দিকে তাকাল, এবং পুনর্ব্বার সে দেখবার চেষ্টা করে, একবার তার মনে হয়েছিল যে শত্রুপক্ষের কেউ এখানে থাকতেই প্যারে না, এ-কারণে যে খবর পাওয়া গিয়েছে তারা এ-তল্লাট ছেড়ে চলে গেছে ; তবু, সে অতীব সন্তর্পণে টর্চ ফেলে ছিল, ঘর আশ্চর্য্য ফাঁকা, সম্ভবত ঘরের আসবাবপত্র দিয়ে রাস্তায় বাধা তৈরী হয়েছে ; শুধু দেওয়ালে দেওয়ালে সৌখীন ছবি, বিজলী বাতির সেজ, কিছু বইপত্তর। কোথা বিশুষ্ক ফুলসমেত ভাজ্ উল্টে পড়ে আছে, ছোট্ট ঝাড়ের কলমের আওয়াজে পুরো নিখাদ চমকায়, অদূরে সিঁড়ি। এপাশে দেওয়াল প্রায় পড়ে গেছে, সম্মুখে ডাই করা ইঁটের উপর দিয়ে দেখা যায় রাস্তা, তারপর আবার ভগ্নস্তূপ। এখানে কোথাও ওঁৎ পাতবার জায়গা নেই। করতার দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে আর একটি দরজার কাছে উপস্থিত, কেমন যেন বা গন্ধ ; এ-গন্ধ সে এ-বাড়িতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছিল ; সে নিজের হাতটা সভয়ে শুঁকে পুনর্ব্বার অন্ধকার ঘরের দিকে তাকাল, ছোট দীর্ঘশ্বাস সমস্ত দেহটিতে পরিপূর্ণ হয়, সে যেমত বা ভারী, নিশ্চয়ই দুঃখিত, এই বীভৎস লড়াইয়ের মধ্যে নিজের ইচ্ছাসুখে এই ভয়ঙ্কর কদর্য্য গন্ধর জন্য একটু দুঃখ করার সময় পেলে।

সে কি ভেবে একবার কালো সিঁড়ির দিকে চাইলে দোতলায় উঠবার হুকুম ছিল না, দোতলাটা দেখা উচিত, কিন্তু একথা ঠিক, তার এখানে আর দাঁড়াতে ভাল লাগছিল না, তার, অন্যপক্ষে, গা যেন বা ছমছম্ করছিল, সে আর ক্ষণমাত্র নষ্ট না করে সিঁড়িতে পা দিল, ক্রমশ ধাপ একটু একটু উঠতেই তার কপাল ঘেমেছে, কেন না একবার ইতিমধ্যে সে ভেবেছিল, 'মরেগা'। মরব বলতে এবং বলবার পরক্ষণেই যে তীব্রস্বরে উল্লাস করতে হয়, যা স্বাভাবিক, তা সে করেনি বরং ঠোঁটে ঠোঁটে সে চেপেছিল যেহেতু এতটুকু শব্দ না হয় সেই হেতু, কেননা সম্মুখে অন্ধকার। সে যখন সিঁড়ির মোড় ঘুরল, দেখলে উপরে সিঁড়ি যেখানে শেষ, তার কিছু দূরে ছাদ ভেঙে অনেকটা খোলা, এবং চন্দ্রালোক। করতার এখানে কিছুক্ষণ একাগ্রভাবে দাঁড়িয়ে রইল, অনবরত গুলির আওয়াজ অথবা মধ্যে মধ্যে দূরাগত বোমার বিদ্যুতে তার মন স্থির হতে পারছিল না, ফলে এই বাড়ির কোন শব্দ সে বিশেষ ঠাওর করতে পারছিল না।

ফৌজের এক সময় পর্য্যন্ত সব কিছু ভাবনা থাকে, তারপর সে যন্ত্র, মৃত্যুকে একটু দেরী করিয়ে দেওয়া ছাড়া তার আর কোন দায়িত্বই থাকে না, করতার তেমনি মরব বলে যেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, পরক্ষণেই অথবা কিছুকাল পরেই মনস্থ করে, আর একটিবার নিশ্বাস নেব। এখন সে সিঁড়ির উপরে, দোতলায়, নতুন করে নিশ্বাস নেবার জন্য যখন সে প্রস্তুত হচ্ছে ঠিক এমত সময়ে ঝটিতি দরজাটা খুলে পর্দাটি ভৌতিকভাবে উড়তে লাগল, কোথাও বোমাও পড়েছে তার 'খড়্‌' করে আওয়াজও হয়েছিল, ফলে কম্পনে নিশ্চিত দরজাটা খুলেছে, করতার বেহুঁশভাবে বন্দুক উঁচিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল, কিন্তু কিছু পরেই কোঁচকান চোখ যখন বড় করে চাইল, তখন সে দেখে, ঘরে চন্দ্রালোক ছাড়া অন্য কেউ নেই।

একটির পর একটি ঘর সে দেখে, অবশেষে একটি খোলা বারান্দা তারপর আবার ঘর…অতি সন্তর্পণে ভাঙা সার্সির ফুটো দিয়ে সে উঁকি মেরে দেখল, নিশ্চয় একটি জানলার উপরের লিন্‌টেল দিয়ে বাঁকাভাবে আলো এসে পড়েছে, মনে হল একটি পালঙ্ক—সে অতীব সাবধানতাসহকারে নীচু করে এখানেও টর্চটা জ্বেলেই দু পা পিছিয়ে এসেই রিভলবার তুলবে, না বন্দুক তুলবে নিজে ঠিক করার আগেই সে সহসা যেন বুঝতে পারল তার টর্চ জ্বালাই বন্দুক উঁচানো, মুখ দিয়ে অজস্র গালাগাল বার হচ্ছে, দাঁতে দাঁতে ঘষার আওয়াজে সে নিজেই চমকে উঠল। সে ভালো করে চেয়ে দেখলে, ভাবলে, এ কে?

পালঙ্কে কার মূর্ত্তি, নিষ্পলক চোখ দুটি টর্চের আলোয় বিচলিত নয়।

করতার কী ভেবে চতুর্দ্দিক দেখলে। বোধ হয় নিজেকে স্মরণ করতে চাইল, এবং তার মনে পড়ল যে, খাটের উপরিস্থিত মানুষটিকে দেখবামাত্রই সে কটু মুখ খারাপের ঝড় বইয়ে দিয়েছিল, বলেছিল 'শালে তুমারা উর্দ্দিকো রঙ ফিরা দেগা'…তরপর বাক্যস্রোত থামে, ঠোঁট ফস্কে এক আধটা গালাগালির ভাঙা টুকরো বার হল। এখন দাঁতের আওয়াজ, এবং হুলো বিড়ালের মত বিরক্তিকর আওয়াজ করে হাস্যকর কথা বলেছিল, 'হুকুম দা!'

তখনও মূর্ত্তিটি স্থির। শুধুমাত্র হাওয়ায় বোধ হয় নয়—অন্ধকারের আলোড়নে চুলগুলি খেলে গেল।

করতারের টর্চ নিভে ছিল, পায়ের অতি নিকটেই চাঁদের আলো, এবং ওপাশে অন্ধকারে মানুষটি, অনেক শব্দ থাকা সত্ত্বেও করতারের কানে ভাঙা সার্সির টুকরো, যা এখনও ছোট কাপড়ের পটিতে ঝুলছিল, তা অন্য কাঁচে লেগে অদ্ভুত ভাবের সৃষ্টি করছিল। সে একবার দেখবার চেষ্টাও করলে। ওপাশে আয়নায় বোমার আওয়াজে চিড় খাওয়া ফাটা রেখা দেখা যায়, জন্তুর চোখের মত উজ্জ্বল। এখন সেই আয়নায় কে যেন বা প্রতিফলিত; করতার আড়ে দেখেছিল, আর একবার দেখবার চেষ্টা করেছিল।

বিস্ময় তার বোধশক্তিকে—এমনও যে হস্তধৃত বন্দুক, সেটিকে পর্য্যন্ত—যেমত বা উদ্ভিদে পরিণত করেছিল; অত্যন্ত আর্ত্ত রুগীর কণ্ঠস্বরের মতই, সে একদা আপনার সাজ-পোশাকের শব্দ পেয়েছিল কিন্তু তাতেও তার সাড় হয়নি; এখন বিমূঢ়। অবশ্য এই সময়ে, এই সূত্রে তার চোখের সম্মুখে যেমন ধূপছায়া অন্ধকার ছিল, তেমন স্বপ্ন দেখার মত অসংলগ্ন অনেক এটা-সেটা কথা কালো-সাদা হয়ে উঠেছিল, যে-সকল কথায় অতি ধীরে মাথাটা ছোঁয়াবার চেষ্টা করলে, করলেও সে কৃতকার্য হত না। কেননা বুঝতে পেরে কোন কিছু স্থির করা তার পক্ষে অসম্ভব। এ কারণে যে, এ-সকল কথার মধ্যে লড়াইক্ষেত্রের ভয়াবহ রূপ ছিল। এ শহর পরিত্যক্ত বাঁধানো দাঁতের মত বিসদৃশ আর এখানেই কি করে মানুষটির উপস্থিতি সম্ভব হল, রাস্তা-ঘাট, পালানো, লুকানো, গুলি বারুদ, সব কিছু মিলে করতারের চোখের পিছনটা চৌচির করবার উপক্রম করল। 'জাসুস' কথাটা কোনো সূত্রেই তার মনে পড়ল না, এবং তরুণ বেচারী ফৌজটি সে-কথা কিছুতেই ভাবতে পারল না,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাববার তার অধিকার নেই কেননা সে ফৌজ, আর একের উর্দ্দির রঙ ফিরাবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে যথা সে কখনও ভাবে না, লোকটি একটি বাবা, না একটি কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র।

আকাশমার্গে আওয়াজ নেই, পদাতিকের গোলমাল খুব মৃদু, একথা সে বুঝেছিল ; ফলে আর একবার কান খাড়া করে কি শোনবার চেষ্টা করলে, আশ্চর্য্য,এ সময় তার চোখের সম্মুখে অনেক ফৌজি-ই ট্রাক ভেসে উঠে, ট্রাকগুলি শ্লথগতিতে যায়, মানুষগুলি কি একটা গান গাইছিল, তিমি-মুখো ট্রাক চোখ জ্বলজ্বলে, ক্রমে কাছে এল, রাস্তার আলোয় সে দেখেছিল ট্রাকের বোনেটে উর্দুতে লেখা 'ইরান কি হুরী' ধীরে মিলিয়ে গেলে, অনেক পরে আর একটিতে লেখা 'আশমান কি তারে' : এই দুটি কথায়, তার মাথার মধ্যে সীস্-মহল তৈরী হয়ে গিয়েছিল, সেখানে কে যেন বা নাচে। মেয়েটি উদ্ভিন্নযৌবনা, সুন্দরী অবশ্যই, হাতে রেশমী রুমাল, সুরমাটানা চোখে চিকণ সোনার ফ্রেমের সৌখীন চশমা।

এখন এই কক্ষে, করতারের কেবলমাত্র 'আশমান কি তারে' কথাটাই মনে পড়ল, যদিও মানুষটি কি স্ত্রীলোক অথবা পুরুষ, তা একবারও প্রকৃতপক্ষে মনে হয়নি। কে অন্য আর একজনা তার অন্তরীক্ষে নানান কণ্ঠস্বরে 'আশমান কি তারে' কথাটা উচ্চারণ করে চলেছে। এতক্ষণ বাদে সে নিজে বুঝল তার জামা যেমন বা ঘামে লটপটে, ফলে একটু জামা আলগা করবার মানসে হাত তুলতে গিয়েই সহসা সে টর্চটা জ্বালল।

তেমনি সে বসে। স্তব্ধ নিঃসঙ্গ একা।

টর্চ জ্বালার কোন প্রয়োজন ছিল না, কেননা সেখানে কোনই পরিবর্ত্তন নেই, জলের ফোঁটার মতই স্বচ্ছ। ফৌজ করতার সিং এতদৃষ্টে যেমত বা বেয়াকুফ হয়েছিল, সে টর্চটার দিকে জন্তুর মত চেয়ে, খানিক পরেই টর্চটা ধরে নাড়া দিল যেমন বা লোকে ঘড়ি নাড়া দেয়। পরক্ষণেই জ্বালাল নেভাল, মুখখানি দেখা গেল, আবার অন্ধকার। তার পরেই সে দৌড়ে খাটের কাছে গিয়ে বিছানায় টর্চটি রেখে বাঁ হাতে রিভলবারটি তুলে ডান হাত দিয়ে সমস্ত অবয়ব খোঁজ করতে লাগল। চক্ষুতে ইতিমধ্যে ক্ষণেকের জন্য ট্রাকের লেখা 'আশমান কি তারে' স্পষ্ট হয়েই মিলিয়েছিল।

নিজের হাতটি এতাবৎ অস্ত্রের খোঁজের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, ঢোলে মৃদু মৃদু যেমন ঠেকা দিয়ে চলে তেমনই আঙুলগুলি উঠানামা করছিল, এক দুই তিন গোনার সঙ্গে সহসা আপনকার হস্তদ্বয় কেমন যেন কঠিন বলে বোধ হয় ; টর্চ নেভান হয়েছিল, সে অল্প চোখে চাঁদের আলোর দিকে তাকালে, কেমন এক অনুভব যেন বা সেখানে লেখা ছিল, এবং মাথাটা আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে নিজের আঙুলের দিকে তাকালে, অন্যমনস্কভাবে রিভলবার রাখতে গিয়ে থেমে, সহসা নিজের দেহ যে একটু দুলে গেল তা বুঝতে পারলে, এবং পলকেই সে খাটের কাছে গিয়ে পুনর্ব্বার সেই দেহটি অনুভব করার মানসে জিজ্ঞাসু হাতটি রাখল। করতারের হাতে অপরাধ ছিল না, যা ছিল তা আশঙ্কা। আর পথশ্রম কাতর সৌরভের গন্ধে মন অবশ।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আনারের ভিতর যেমন উষ্ণ থাকে, তেমনি উষ্ণতা, শব্দহীন স্রোতস্বিনীতে হাত দিলে যেমন মুখর হয়ে উঠে, শব্দ বর্দ্ধিত হয়, তেমনি করতারের অনুভবেই এ উষ্ণতা হয়ত বা বর্দ্ধিত হয়েছিল। করতারের হাত যেমত বা বজ্রাহত, ঝটিতি দূরে সরে গেল।

করতারের নিজেকে কেমন কেমন বোধ হল, মনে হল সেই দেহের খানিক দেহ যেমত বা তার হাতে এখনও মাখামাখি হয়ে আছে, সে হাতখানি গালের কাছে তুলতে গিয়ে থমকে স্থির, এ নয় যে তার মুখে অল্পবয়সী দাড়ি আছে ; তার হয়ত মনে হয়েছিল এটা কি ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে। এবং এখন সে চাঁদের আলোর দিকে আর একভাবে তাকাল।

তার কণ্ঠের শিরা উপশিরা ফুলে মুরগীর পায়ের মত হয়েছিল, কেননা গলার ভিতরে হাজার ফৌজ-ই কণ্ঠে 'আই হিকি কি' পাশবিক ধ্বনি ; মানোহরের কণ্ঠস্বর স্পষ্টই সে শুনতে পেয়েছিল, যে-গলা আজই সকালে সে শুনেছিল। স্ত্রীলোক দেখলেই ফৌজরা এমত চীৎকার করে, আর হাত দুটি ন্যালা ভ্যাবলা করে তথা ভাল্লুকের মত করে তুলে থপাস করে নাচে। করতারের কণ্ঠই শুধুমাত্র অল্পক্ষণের জন্য ফুলেছিল। ফুলে যে ছিল তা সে বুঝতেও পারেনি, অবশ্য জামার কলারটা একবার আঁট বলে খেয়াল হয়, যেহেতু এ-সময় আর এক উষ্ণতা অনুভব সে সম্যক উপলব্ধি করেছিল। শীত, ছোট একটু আগুন, সকলেই তারা হাত মেলে বসে, নাপিত রণছোড় শোকসন্তপ্ত লায়লা মজনুর কথা বলে, এবং কাহিনীর মাঝে মাঝে কাওয়ালের ঢঙে লায়লার প্রতি মজনু, তথা দুজনের প্রতি দুজনের ভালবাসার রূপের কথাই গায়। আজও মনে পড়ে আগুনের উপর ছড়ানো আঙুলগুলির থেকে সে, করতার, একবার নাপিতের দিকে মুখ তুলতে গিয়ে অসম্ভব আড়ষ্ট হয়েছিল। শুধু তার চোখে পড়েছিল নাপিতের কানের মাকড়ি, তারপর সে মুখ ফিরিয়ে আর একটু পাশের দিকে চেয়েছিল, শুধু নিঃসঙ্গ ধূ ধূ জমি আর অন্ধকার এবং ফাঁকা। পরিদৃশ্যমান ফাঁকা শূন্যতাকে সে সুগভীর নিশ্বাসে টেনে নেবার চেষ্টা করেছিল।

এই পুরাতন কাহিনী শুনবার জন্য যেমন সে উদ্গ্রীব হয়েছিল, তেমনি সে-অন্ধকারের দিকে সে-কাহিনী ওতপ্রোত। এখানে বৈশাখের মেঘের মত চক্ষের নিমেষে উদয় হয়ে পরক্ষণেই উধাও। করতার একটি নিশ্বাস নেবার অল্প অবকাশ পেলে ; সৌন্দর্যের অস্তিত্ব তাকে, নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, সম্বন্ধহীন করেছিল, অবাস্তব করেছিল। একদা ক্ষীণভাবে ফৌজ-ই কর্ত্তব্যবোধ তাকে নাড়া দিয়েছিল, ফলে সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে সে নিজের রিভলবার তুলে ধরতেই কেমন যেন বা চমকে উঠল ; সম্ভবত সে রিভলবারটাকে অসংস্কৃত দাঁতে কামড়াতে চেয়েছিল।

এইটুকু ভদ্রগোছের পাশবিকতা এর মধ্যে ছিল বলেই, তৎকালেই সে, করতার, আকাশে তারা আছে কিনা দেখতে চেয়েছিল ; তারার বকলমে আকাশ, তথাই আকাশের নামে কিছু তারা, এ-কারণে যে, সে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখতে পায় সে কথাই আর একবার বুঝে আসবে। এবং কক্ষের বিস্ময় হাতেনাতে পেতে হলে নিজের রক্তেও আর একটা বিস্ময় প্রয়োজন, এই বুঝে নেওয়াই সে বিস্ময়। এবং করতার বন্দুকটা হাতে নিয়ে, একবার স্বাভাবিকভাবে সশব্দে পা ফেলেই সাবধান হয়ে কক্ষ সন্তর্পণে পরিত্যাগ করলে।

এ ভাঙা ছাদের মধ্যে, ছোট আকাশ— শিশু মেষশাবক লাফানোর পিছনে এ আকাশ যথার্থ— করতার দেখবে বলে এসে অনেকক্ষণ ধরেই দেখে নি, অন্যপক্ষে সে তার পুরু ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে কী যেন মনে করবার চেষ্টা করছিল, হঠাৎ সামরিক কায়দায় ঘুরে দাঁড়াল, একমনে কিছুটা লড়াইয়ের আওয়াজ শুনল, মৃদু করে হাসল। কেননা এখন তার জলধারা দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল, কেননা অঙ্কুরিত ক্ষেত দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল, কেননা এ সকল দর্শনে সে করতার সিং কিনা ঠিক ঠিক বুঝতে পারতই।

করতার কক্ষের দরজার কাছে দাঁড়াতেই বুকে যেমন বা অতর্কিতে কি যেন এসে লাগল—সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে নিজের আশপাশ দেখে, অসম্ভব অন্য রকম হয়ে গেল ; ভিতরে যেমত বা একটি খুসী শিশুহস্তীর মত দুলছে, বহুদূর পথ অতিক্রম করে গৃহে ফেরার যে আনন্দ, বৃষ্টি দেখবার যে আনন্দ, কৃর্তিকলাই ঝামরে-উঠা ক্ষেত দেখবার যে আনন্দ, নিজের নামে চিঠি আসার যে আনন্দ, এসকল আনন্দ মিলে এক হয়ে তাকে গোঁয়ার করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুললেও সে কেমন যেন বা নড়বড়ে, সে আপনার দাড়িতে হাত দিয়েও সেই লজ্জার কিছু বিহিত করতে পারল না, বন্দুকটির এটা-সেটায় হাত দিলে, খুট্‌খুট্‌ শব্দও হল।

নির্লজ্জভাবে কক্ষস্থিত চন্দ্রালোকে দাঁড়াল ; সহসা বন্দুকের দাঁত-ঘষা শব্দে সে চমকে উঠল, এর পরই নিজের বুটের 'খ্যালাক্‌' করে আওয়াজ নিজের একাগ্রতাকে ভেঙে, মুচড়ে দুমড়ে দেয় ; এইজন্য, যে তার নাম, নম্বর, রেজিমেণ্ট, মেডেল-কাঙালপনা মনে পড়ে গেল। আর যে, সে যে অতিসামান্য, সে কথা সামনের অন্ধকারকে আরও কালো করে তুলেছিল। তার ভিতর এ কথা অস্বীকারের জন্য উঁ উঁ কাতরোক্তি করে, সে নিজেকে এড়িয়ে কোনক্রমে একবার খাটের দিকে চাইল, অদ্ভুত কৌশলে নিজেকে, কুঁকড়ে মোচড় দিয়ে, বুটপট্টি উর্দ্দি থেকে, সাপের মতই বার করে নিয়ে এল। 'হাঁ' বলে শব্দ করে উঠল, একারণে যে তার বিশ্বাস হয়েছিল যে, সে তার শক্ত পাঞ্জায় হাল ধরা একটি সাবালক ছাড়া কিছু নয়—সকালের রোদে গীত গাইতে গাইতে যে ক্ষেতের দিকে যায়।

অন্ধকার করতারকে খেদিয়ে বেড়াচ্ছিল, সে ক্রমে নিজের আড়ষ্টতা ত্যাগ করত খাটের নিকটে যাবার জন্য বিশেষ আকুল হয়, যেহেতু অন্ধকারসমূহকে সে কোনক্রমে সহ্য করতে পারছিল না, কেননা অন্ধকার তো আর অন্য কিছু নয়, আপনকার ছায়াসকল আপনার দেহে থাকে—ক্রমে জমে উঠে, সুতরাং দেহ আরও ক্লান্ত এবং কালো করে তুলে। ফলে, সে সকালের পূর্বদিকে চেয়ে ছিল। এ চাওয়া তার ফৌজ-ই ঔদ্ধত্য নয়, পরিচ্ছন্ন শরতের মেঘ।

কব্জির পিতলের চাকতিটা বন্দুকে লেগে ভারী খুসীর একটি মেয়েলি আওয়াজ রচনা করেছিল ; এবং যুগপৎ ছোট একটি বাধাও মনে সৃষ্টি করে, অনেক পথ হাঁটার কালে মানুষে যেমত থামে, তেমনি সেও থেমেছিল। করতার ইদানীং সঘন আনন্দের মধ্যে যেমন গূঢ়তা, গূঢ়তার মধ্যে যেমন রহস্য, রহস্যের মধ্যে যেমন স্পন্দন, তেমনি এক স্পন্দনে পরিবর্ত্তিত হয়েছিল। নিমেষেই এই স্পন্দনটুকুর ফলে, বিছানার কাছে চোখের সম্মুখে আপনার মুখখানি এনেছিল, চক্ষুদ্বয় সত্যই অতীব রহস্যময় গভীর, শব্দ যেন বা সেখানে প্রতিধ্বনিত হয়।

ফৌজ অত্যধিক আশ্চর্য, দিব্য চক্ষুদ্বয় একরূপ অপ্রকৃতিস্থ মনোভাব তাকে এনে দিলে যে, সে যেমন গুলি হাতড়ালে গুলি পায় তেমনি তার বিশ্বাস ছিল যে, জামার পিছনে, মাংসের পিছনে, পাঁজরার পকেটে যেখানে সেটি আছে অর্থাৎ হৃদয়, অনায়াসে সে পাবে এবং এখন ভুল না ভাঙলেও সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়েছিল, জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠপুট আর্দ্র করেছিল। এরূপ অসম্ভব একটানা চাহনি, নির্জ্জীব বস্তু ছাড়া আর অন্য কিছুর দ্বারা সম্ভব নয়, তবু হাতিয়ারে উৎকীর্ণ চোখেরও ঠোঁট নড়ে, আঁকা-চোখ তর্জ্জনী তুলে মানুষকে শাসায়, কথা বলে। কিয়ৎক্ষণের জন্য করতার এইভাবে একীভূত হয়ে রইল। পরে মনটা একপাত্র জলের জন্য মুখিয়ে উঠল, কেননা জলে আপনার প্রতিবিম্ব সে দেখবার জন্য ক্ষিপ্ত, একারণে সে যেমত বা ক্রমশ নিজেকে ভুলে যাচ্ছিল। অথবা বোধ হয়, কোন সূত্রে একথাও হয়ত বা ভেবেছিল—নিজেকে মানুষের মত দেখবে, যে-মানুষের কাছে খিদের কিছু মানে আছে, কিছু রাতের মানে আছে, আবার কিছু রোদেরও ধর্ম্ম আছে।

করতার চকিতে ঘরের এপাশ ওপাশ করল, আর যে তার অসহিষ্ণুতা ঘরখানিকে বড় বেশী করে আয়তনে সংকীর্ণ করে এনেছে ; যেন মনে হয় ঘরে আলো বর্ত্তমান, এমত ধারণায় সে এই অসহিষ্ণু চলা-ফেরার মধ্যেই দু-একবার চোরা চাহনিতে মেয়েটির দিকে চেয়েছিল। কি জন্য যে সে এভাবে দৃক্‌পাত করেছিল তা সে নিশ্চয়ই জানত না, যেহেতু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে এখনও নিজেকে সম্যক কব্জা করে ধরতে পারেনি, তথা যথাযথভাবে ঠাওর করতে সক্ষম হয়নি, একথা তার মনে নিশ্চিত পড়ে যে, একদা যুদ্ধক্ষেত্রে সে নিজেকে ভুলে গিয়েছিল, ত্রাসে 'একি একি !' বলে তারস্বরে গর্জে উঠেছিল, এবং সে অবশেষে নিজের হাত কামড়াতেই যখনই রক্তের স্বাদ নিজের জিহ্বায় লাগল, বুঝেছিল আমি মানুষ, ত্বরিতে পুনর্বার সে যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল। সেইভাবেই কি এখানেও এগিয়ে যাবে ? এ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল সার্সির কাঁচ।

আপনকার মুখখানি গভীরভাবে দেখল ; সীসের মত মৃদু আলো তাতে তার মুখের ছাপ প্রতিফলিত, সে বড় খুসীর সঙ্গে এইটুকুই দেখতে লাগল—এ সময় বুকের চাকতিগুলি খুব আবেগে চেপে ধরে, হাতের চাকতি যা ধাতুময় তা মুখে কপালে এখানে সেখানে ধীরে ধীরে ঠেকায়—আবার সে গভীরভাবে সার্সির দিকে চাইল : কোনমতে আন্দাজ করে কিছু গোঁফ, অনুভবে আন্দাজ করে কিছুটা দাড়ি, প্রত্যক্ষ হয়। তাকে যে মানুষ ক্ষণ তারিখ কিছু বলতে পারে না, যার কাছে দিন আর রাত ছাড়া সময়ের আর বিভক্তি নেই, কয়েক ঘণ্টার রেশন দেখে শুধু বুঝে 'কাল চলবে' এই যার ভবিষ্যৎ ; বুট যার গৃহ, বন্দুক যার বন্ধু, তার পক্ষে এইটুকু দেখাই যথেষ্ট। তবু সে লোভ সামলাতে পারলে না, টুক্ করে টর্চটি জ্বালাতেই চোখে পড়ল, সার্সির কাঁচে, আপনার সমুদ্রাহত দুটি চোখ।

করতার নির্ভরতায় উল্লসিত হয়ে উঠে, 'হাঃ' শব্দ করে উঠল, এবং মহা আবেগে খাটের কাছে গিয়েই সে বিচলিত, যেহেতু জিহ্বায় রক্তের স্বাদ, যে স্বাদে একদা সে স্বাভাবিক হয়েছিল, এখনও সে নিজেকে রুখেনি অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে রক্তিম জিহ্বা থেকে, এক নিশ্বাসে, সমস্ত রক্ত যা তার গ্রাম্যজীবন তথা মাটির সবুজতা এবং আকাশের তারকানিচয়কে আড়ষ্ট করেছিল, অম্লানবদনে শুষে নিয়েছিল, দু-একবার সাধারণভাবে গলা ভিজিয়েই ক্ষণেকের জন্য আলো জ্বেলেছিল।

সম্মুখে, মধ্যরাত্রের আকাশের গাম্ভীর্যে, করতারের মনে হল, একি মৃত বালিয়াড়ি ? অন্য কিছু নয় শুধু পুরুষের দর্পেই মনে হল—প্রথম বৃষ্টিসিক্ত, ফলে সোঁদা গন্ধযুক্ত ক্ষেত, যা সহজেই অক্লেশেই ধুনে দেওয়া যায়। মেয়েটি একদৃষ্টে তারই দিকে তাকিয়ে, যদিও সুন্দর মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎমাত্র স্থানচ্যুত হয়নি, তবু চক্ষুদ্বয় এ সময় কিছু ব্যস্ত হয়েছিল, কিন্তু হতভাগ্য ফৌজ তা লক্ষ্য করেনি।

বুটপট্টি সাফকৃত পোশাক-আসাকে এতকাল দাঁড়াতে পেরে যার গৌরবের সীমা ছিল না, আজ এখন সে নিজেকে বড়ই কাবু বোধ করল ; মনে হচ্ছিল বুটপট্টি খুলে খালি পায়ে দাঁড়াই, সারা দেহের রোমাঞ্চ কিয়ৎক্ষণের জন্য সত্যই চোয়ালে একীভূত হয়ে পুনর্ব্বার সহজ হয়েছিল ; সে মেয়েটির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেও চোখ ফেরাতে পারেনি, অবশ্য যদিও অন্ধকার। বন্দুকের নলে হাত ঠেকিয়ে যেন তার আশ মিটছে না, গ্রীষ্মের ভোররাতে হিম সেখানে, এই হিমবাহ তার সামনে একটির পর একটি পরিপ্রেক্ষিত খুলে খুলে দিচ্ছে। এই প্রকাণ্ড শিশমহলের হাজার হাজার করতার তবু কেন—কেন নিঃসঙ্গ ! কেননা অনেকদিনের অশুচি দেহের বিড়াল-বিড়াল গন্ধটা তাকে বড় ছোট করেছিল, মনে হল খুব একটা লম্বা পুরো সোডা সাজিমাটি দিয়ে শান্তিকালের স্নান এখুনি করতে পেলে বড় ভাল হয়, বড় লাজবাবই হয়। আর যে, এর পরই হঠাৎ সে নিজের উপর বড় বিরক্ত হয়েছিল।

নিজেই নিজের কাল হল ; অন্তত এতাবৎ তাই ছিল, গোঁয়ার হতে হতে থমকেছে, চমকেছে, এবার সে নিজের উরুতে একটা চাপড় মেরে সোজা উঠে দাঁড়াল ; মাথাটা ঘুরিয়ে চতুর্দ্দিকে দেখে দাঁতে দাঁত শান দিয়ে পকেট থেকে একটা ছোট বাতি বার করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল, ভ্রূযুগল একত্রিত করত কি যেন আর একটু ভেবেছিল ; এবার হাসল, এবং বাতির মাথায় টর্চটি ধরে জ্বালিয়ে এমনভাবে মেয়েটির দিকে চাইল, যেন ভাবটা এই যে, 'এবার কিছু বলতেই হবে ।'

মেয়েটি তখনও জড় শ্বেত সুন্দর চাদরের উপরে মার্ব্বেলের মহিমার মধ্যে স্থির ; চক্ষুদ্বয়, করতারের হাড়ের সঙ্গে মাংসের বন্ধন ছিন্ন যদিও করে নি তবুও তাকে বোকা সচকিত করেছিল, মোমবাতি জ্বালার অর্থ এই যে মৃত্যুকে পথ দেখিয়ে আনা । একারণে যে লড়াইয়ের মৃত্যু আলো বিনা অন্ধসদৃশ ; মোমবাতি দেখে নিশ্চয়ই মেয়েটি অধৈর্য্য হয়ে উঠবেই । অথচ মেয়েটি শিলা যেমত বা ।

এত সৌন্দর্য্য ফৌজ করতার কোন চোখেই দেখে নি, তবু বাতি জ্বালানোর মতিভ্রম সৃষ্টি করলেও সাহস সে সঞ্চয় করতে পারে নি ; সে জবুস্থবু থ । টর্চ জ্বেলে কিছু একটা স্পষ্টত জেনে নেবার কারণে ঘরের চারিদিক দেখেছিল, সে ক্রমশ বড় গরীব হয়েছিল যেহেতু এখানকার আবহাওয়া আসবাবপত্র বড় বিধর্ম্মী—সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর বড় জড় হয়, তবু সহজ চেখে পালঙ্কে আসীনা অনড় অনিন্দ্য-সুন্দর রমণী তথা রওমশালে দীপ্ত ফোয়ারাটিকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল । ওপাশে কেয়ারি-করা নেটে ঢাকা আয়না নিম্নে মেঝেতে পশুর চামড়া । ওদিকে সোনার কাজ-করা দেরাজের উপরে ফুসফুস পরী-গতর ঘড়ি, ছোট ছোট ফ্রেমে ভারি মুখ, নানা ভঙ্গিমা, বড় ফ্রেমে পালঙ্কস্থিত রমণীর আলেখ্য । এই চিত্রদর্শনে করতার একরূপ বিকারগ্রস্ত, এবং তার ইচ্ছা হল ছবিটার উপরেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, কিন্তু কক্ষের আর আর সকল কিছু তাকে বড় ধাক্কা দিয়েছিল—এমত বাবুয়ানা ধাক্কায় প্রথমে, অথচ তার দুরন্ত অভিমান হয় নি একারণ যে তখন যেহেতেই সে মনগড়া ছোট হয়েছিল, উর্দ্দি ঢলঢলে হয়—ইদানীং মনেও যে সে ছোট হয়েছিল ।

করতার কিছু স্ত্রীলোক দেখেছে । সে দেখেছে নিদারুণ পাইওরিয়া-ক্ষুব্ধ কর্দ্দমাক্ত গলির দুই পাশে, কভু ক্যানেস্তারার উপর অথবা কাঠের টুলে আসীনা স্ত্রীলোকসকল—পুরাতন গালে ট্যাল্কের গুঁড়োর উপর লাল ছোপ দেওয়া যৌবন-চিহ্ন—মাত্র পেটিকোট পরা, বক্ষদ্বয় তুখড় যেহেতু হায়্-আখড়াই কাঁচুলী কবজায়ে, কোমরে চাবির থোকা আর একদিকে জুট-সিল্কের বাহারী গোলাপী রুমাল । এ-গলি 'আয় হায় আয় হায়—মেরী জান কাচ্ আল্লু' রবে মুখরিত । করতার বোদা চোখে চেয়ে দেখেছিল ; ওপাশে পাঠান একজনা শ্লেষ্মাসিক্ত ন্যাকা ন্যাকা আবদারে আপনকার দাঁতে নখ খুঁটছিল ; এক জাঠ নালমাখানো মুখব্যাদান করত হাস্যে সমস্ত স্থানটিকে নয়নসুখ আনারকলি করে তুলেছিল । এই মাংস-হিহি পরিবেশ যুবক করতারের উরুদ্বয়কে, হাল ধরাতে হাত যেমত কম্পিত হয়, সেইরূপ কম্পিত করে । রকের উপরে বিদ্যমান স্ত্রীলোকটির চোখে যেমন বা ডুগডুগী বাজছে, সে এক হাতের বুড়ো আঙুল চোষে অন্য হাতের রুমাল উড়িয়ে বলেছিল, 'আয় ! মার কাটারি নয়না বাণ' এবং যুগপৎ আহামরি চটুলতার সহিত স্ত্রীলোকটি করতারের মুখে রুমাল বুলিয়ে দেয় ; এতে করে করতার মিলনোন্মুখ ঘোটকের মতই লালসা-ঘন লম্পট রব করে উঠে 'আই ইক্ ইকিঃ কি' এবং চকিতেই ভাঙড়া নাচের ঠমকযুক্ত এক লাফে রকে উঠেছিল, আরবার সে আরব্য-রজনীর হাবসীর মত বিকট ধ্বনি-হুঙ্কার দিয়েছিল ।...এ সকল কথা আজও বর্ত্তমানবৎ করতারের মনেও আছে এবং যেহেতু মনে আছে তাই সে এখন, এখানে, যদিও অন্ধকার, তথাপি অতিমাত্রায় চোর চোর, ফলে কোথায় যেন বা একটি যন্ত্রণাও অনুভব করলে ।

করতার অন্ধকারে, একটি দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শুনলে, সহসা মনে হল সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্বাস—বর্ত্তমান পালঙ্কে আসীনা আনারের অন্তরীক্ষের বাস্তবতাপ্রসূত । কিন্তু শুনলেও, সে কোনক্রমেই অগ্রসর হতে পারে নি, কিছুক্ষণ পূর্ব্বের দীনতাবোধ তাকে নির্জ্জীব করে রেখেছিল ; সে নিজের হাতখানি নাকের কাছ বরাবর আনলে হাতের লোমরাজি নিশ্বাসে বিভক্ত হয় । গলার ভিতরে এ সময় কে যেমন বা সদর্পে ঘোষণা করছিল, আমি বেঁচে আছি, আছি ।

সে অধীর হয়েছিল, একবার বন্দুকে, একবার কব্জির চাকতিতে হাত দিল, অবশেষে পকেট থেকে ওয়াইল্ড য়ুডবাইনের প্যাকেটটা বার করল, একটি সিগারেট নিঃশঙ্কচিত্তে ধরাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঠোঁট থেকে সিগারেট সমেত হাতখানি ভৌতিকভাবে উঠে গেল, এমত মনে হয় যেন বা গুলি লেগেছে, এবং হাতে কোন সাড়ও নেই, এরপরই নিজের মনের ভ্রম বুঝতে পারল, তবু সম্যক বুঝে নেবার কারণে সে সিগারেটে জোর টান দিয়ে হাতখানি দেখল । এবং তারপর ঘাড় কাত করে আবার একাগ্র হবার চেষ্টা করেছিল ।

এতক্ষণ যাবৎ শুধুই সে দেখছে,তার যে সঠিক কি করা উচিত তা কোন সূত্রেই মনে হয় নি, কেবলমাত্র লড়াই-অভ্যস্ত দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখেছে, যথা—অনেকটা রিভলবার বা বন্দুকে হাত রেখে অবিশ্বাসের চোখে । এখন সে জামার গলাটা কিঞ্চিৎ আলগা করে দিল, বড় বড় নখ দিয়ে গলাটা চুলকালে, পরক্ষণে অনেকটা মরিয়া হয়েই—কারণ যদি ভয় হয়, ভয়কে সে সাধারণত যেমন ভয় করে, ফলে মরিয়া হয়েই ত্বরিতে খাটের নিকটে এসে দাঁড়াল ।

কিন্তু কোন কিছুই হল না, অকারণে এই দেহটির প্রতি অতিমাত্রায় সমীহ্ এল, এমন কি কাছে পর্যন্ত দাঁড়াতে তার সরম হয়, কারণ, প্রথম কক্ষে প্রবেশ করে মেয়েটিকে দেখে শত্রু ভেবে অজস্র মুখ খারাপের জন্য, সহসা তাকে খোঁজ-তল্লাস করার জন্য, এবং আরও পরে রক্তের স্বাদে আপনার সংজ্ঞা ফিরে পাবার কথা ভাবার জন্য ; এককালে তার সারা অঙ্গ খ্রীং-শব্দ করে উঠল, মাথার উকুনগুলো খর খর করে উঠেছিল । সে সজোরে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলে ।

নিজেকে যেটুকু বুঝবার প্রয়োজন ছিল তা সে বুঝে নিল, যে-নিশ্বাসের গভীরতা তাকে হাঁস-খেদান করে ; সূক্ষ্ম গাম্ভীর্য্য, যেমন বা সন্ধ্যার কালো দীঘি, তার মধ্যে অর্থাৎ বোধের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল—তথা আমার একটা পড়চা আছে ।এতদ্‌ব্যতীত রমণীর দেহসৌষ্ঠব যে এত ভাল লাগতে পারে, তিলে তিলে ভাল লাগে সে জানত না ; বুটের নাল অনেক খয়েছে দূরত্ব অনেক বেড়েছে ; তবু আশ্চর্য্যএই যে, কখন যে ভিতরটা অগোচরেই দুনিয়ার নিমক খেয়ে বসে আছে তাও সে জানত না । ফলে এখন সে সাতবাসটে বেগুন ভাজার মত কালো গলিটার রুমালওয়ালী—যদিও স্পর্শমাত্রে দেশী আমস্বরূপ কুনুই অবধি যার রস গড়ায়—সে যে রমণী নয় সে-কথা বুঝেছিল । বুলেট না লাগলেও যে তার লাগে, দরদ হয়, বেহুঁস হয়ে যায় তা বোধ করি সে আন্দাজ করতে পেরেছে । এই অন্ধকারের মধ্যে করতারের আপনকার চক্ষুদ্বয় যেমত বা খোয়া গিয়েছিল, চক্ষু দুটি ফিরে পাবার জন্য এদিক-সেদিক খোঁজ করলে, ফিরে পেলে ; একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে ।

একটি দীর্ঘশ্বাসেই সে সিদ্ধ হয়, আর যে মিলিটারী উর্দ্দি থেকে সে যেমন বা বাহির হয়ে এসেছে—ছোলা যেমন মাটিতে কলাটি, শিকড়টি, চালনা করত আপনি সোজা খানিক উপরে উঠে খোসা পরিত্যাগ করে, অনেকটা তেমনই । ভয় আর নেই, সে বালকের লজ্জা নিয়ে ক্রমে শান্ত ভাবে অগ্রসর হতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল, টর্চ্চটা খুট করে উঠতেই, সে নিজেই কেমন যেন কেঁপে উঠে ম্রিয়মাণ, পুরুষ মানুষ হিসাবে অল্পবিস্তর মুষড়ে পড়ল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেননা পুরাতন এক দৃশ্য তার মনে এল ।

মনে এল যে, এক কোণে একটি স্তিমিত আলো, সে আর পাঠান মুবারক দরজার কাছে এসে স্তম্ভিত, মাঝখানে কি যেন বা ত্রাহি ত্রাহি করে । অন্যদিকে একটি শিশু হামাগুড়ি দিয়ে সহাস্যবদনে এদের দিকে আসছিল । পাঠানের দেহে কখনও কখনও আলো পড়ে, সে আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করেই বন্দুকের নলটাকে তড়পার মত ধরে কুঁদো আছড়ে মানুষের বদনাম বিরাট ব্যাঙসদৃশ জীবটিকে আঘাত করেছিল, নিম্নে ধরাশায়ী বালুচর । ব্যাঙতুল্য জীবটি আর কেউ নয়, যুদ্ধব্যবসায়ী ফেরেঙ্গ । পাঠানের মুখে মনুষ্যত্বের ঘাম এবং অনেক সম্বন্ধের কথা । তখনও ঠোঁট ফেটে 'শাল্‌লে মরদকা বদনাম' এরূপ কথাগুলি বার হচ্ছিল ।

এখন মেয়েটি কি তাকে, করতারকে, ঈশ্বরবিশ্বাসী মরদ বলে মেনে নিচ্ছে না ? তাকেও কি তাহলে ব্যাঙসদৃশ ভাবছে ? সঙ্গে সঙ্গে করতার আপত্তি-ধমক মিশ্রিত অদ্ভুত এক বাঁকাচোরা গলায় একলপ্ত সখেদ চীৎকার করে উঠল, হাত-বোমা ছোঁড়ার মত দাঁতে দাঁতে ঘষে সেদিকে চেয়ে গর্জ্জন করতে লাগল । এতক্ষণ বাদে অন্ধকার হাতড়ে, খাটের উপর একটা হাঁটু রেখে হাত দুটো চাদরের উপর রেখে শব্দের বন্যা বইয়ে দিল । তুমি কি ভেবেছ আমি সাধারণ ফৌজের মত বদমায়েস শয়তান দুশমন । যে ক্ষেত কখনও চষে নি, আঁধি কখনও দেখে নি, আকাশ যে জানে না । যে শিশুকে দেখে নি, কোলে করে নি, বাপ আদর করছে মা স্তন্যদানরত যে শোনে নি । গরুর হাম্বা-রব যার কখনও স্মরণ নেই, যে কখনও বাড়ির চিঠি পায় নি, ভিক্ষা কখনও দেয় নি, শবদাহে সঙ্গী হয় নি, বাদশাহের ভাঙা কিল্লায় যে খেলা করে নি, ইত্যাকার বহু কথা যা তার রক্তে ছিল, ইদানীং যা তার গর্জ্জনে, আকৃতির মধ্যে, ছায়াপাত করেছিল । অবশেষে করতারের আর্ত্ত ব্যাকুল স্বর শোনা গেল, 'কসম আমি মামুলি ফৌজের মত চোর চোট্টা বদমাসের দুশমন নই, আমি মরদের বদনামী নই, আমি, আমি সাচ্চা লোক...সাচ্চা...' বলতে বলতে অন্ধকারে তার গলা যেমত বা আটকে গেল । গুরুমুখী আড়ষ্ট হয়েছিল ।

করতার গলাটা কোনক্রমে ভিজিয়ে পুনরায় কিছু বলবে বলে তৈরী হল, এবং বললে, 'আমি ফৌজ সত্যিই' বলেই চুপ । একারণে যে এ সময়ে মানোহরের কণ্ঠস্বর তার স্মরণে এল । সে বলত, আমি ত লোককে মারছি না, মুক্তি দিচ্ছি বলেই শোক মোহ পরিত্যাজ্য, তোমার শোক অপহৃত হল, তোমার মোহবন্ধন ছিন্ন হল, হে সাকাররূপী নিরাকার তুমি পুনর্ব্বার নিরাকার হলে ; এবং কবীরের দোহা গাইত, সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ কাকে ছাড়ব কাকে বন্দনা করব । আবার কখনও সে বলত আমি উপলক্ষ মাত্র । করতার এতটুকু চুপ করে থেকেই সে অস্থির হয়ে উঠেছিল । একবার সে, আকারে ত্যাওড় চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে পাগলের মতই ভাবল, খানিক চাঁদের আলো ছুঁড়ে দি । প্রস্তরবৎ চাহনি উজ্জীবিত হোক ।

করতারের মনে হল, তার নিজের খোলা ছায়াটা মেয়েটির কোলের উপর কাঁপছে, মেয়েটি তাই কিছু স্পন্দিত । এতাবৎ করতার যে কি, তা বলা কত সহজ ছিল। কার্ডটা বার করে দিলেই হত, যে বিচার করবার সে ফোটোর দিকে চেয়ে তার মুখটা দেখে স্বীকার করে নিত । এখন, কতবার নিজের বুকের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশকরত বুঝাবার চেষ্টা করেছে, শতবার আড়ষ্টকণ্ঠে ক্রমে ক্রমে বলেছে, 'আমি অত্যন্ত ভাল লোক' আর জলের মত করে বুঝাবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে । হঠাৎ আবার সে টর্চ্চটা ডান হাতের উপর ফেলল, সেখানে তার হাতে কিছু নেই, বাঁ হাতে উল্কিকরা ফুল । অসংখ্য রোমরাজির মধ্যে একটা গোলাপের বিকার, তবু তা ফুল । করতার ফুঁ দিয়ে, বারবার ফুঁ দিয়ে ফুলটিকে দেখাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল । এমত সময়ে তার চোখ দীপ্ত হয় । এবং সে বলেছিল, 'দেখ আমি ভাল লোক আমার হাতে অন্য কোন উল্কি নেই । বলেই অন্যমনস্ক হয়, কারণ বহুদিন পূর্ব্বে যুদ্ধক্ষেত্রে একটি ছিন্ন হাত দেখেছিল, যাতে উল্কি ছিল God is good । মানোহর অসহায়ভাবে কেঁদেছিল, তাকে তার অর্থ বলেছিল একবার তার মনে হতে পারত যে এই দাবীটা একটু বেশী বেশী, কিন্তু কিছুই মনে হল না । অন্যপক্ষে তার মনে হল যে, যেন মেয়েটি তার দিকে অন্য চোখে চেয়ে আছে । উল্কি থেকে মাথা তুলবার কালে একথা তার মনে হয় সুতরাং সে তড়িঘড়ি করতেই পায়ের ঠাসে বন্দুকটা ঢলে পড়তেই সে শশব্যস্তে বন্দুকটিকে কব্জা করে যখন প্রস্তুত হয়েছিল, তখন অবাক হয়ে দেখল, পাথরের সেই দৃষ্টি ফাঁকা স্বচ্ছ সার্সির কাঁচের মত, কিছু যেখানে লেখা নেই । টর্চ্চ নিভেছিল ।

নিমেষেই তাই, তার চোয়াল নড়ে উঠল বুটের আঘাতে মনকে যেন খাড়া করে তুললে যে, নাঃ ! এ-রকম স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাধারণ ফৌজের মত ব্যবহার করাই ঠিক। একটা মেয়েছেলেকে শেষ করতে যাদের নুন লাগে না চিবিয়েই শেষ করে । কিন্তু মনে হতেই তার বাক্‌রোধ হল, অনন্তর ছোট ছোট কয়েকটি নিশ্বাস নিয়ে সে স্থির হয় । ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারেও সে ওই দিকে মুখ ফেরাতে পারল না । মনে হল তার বিরাট দেহ মেয়েটিকে আরও অন্ধকার করে রেখেছে । করতার ক্ষুব্ধচিত্তে ভাবল, না এ-কক্ষ পরিত্যাগ করে সে নীচে চলে যাবে তাহলেই নিশ্চয়ই মেয়েটি বুঝবে যে সে ভাল ।

কিন্তু দরজাটা করতার খুঁজে পেলে না, কেননা তার মনে হয়েছিল যে, যে তার এইটুকুতেই কি মনে হবে, অর্থাৎ যে, সে ভালো । সে কথাই বুঝাবার উদ্দেশ্যই শুধু কি ছিল ? এ ছাড়াও আরও যে, তার একটি কথা ছিল, যে কথা বেচারী ফৌজ খানিক অন্ধকারে, কিছুটা ক্ষোভে, হারিয়ে ফেলেছিল । কপালে করাঘাতেও তা মনে পড়ে নি—কি যে ভেবেছিল, কি যেন ভেবেছিল ? মাঝে মাঝে লড়াইয়ের তীব্র শব্দ মন যেন চটকে দিয়েছে । মনের পিছনেও গুলির আওয়াজ,গাছপাতা নড়লেও গুলির আওয়াজের মত শোনায়, ফলে সে কিছুতেই নিজেকে পুঞ্জীভূত করেও মনে করতে সক্ষম হল না । এবং ইতঃপূর্ব্বে, 'যে সে ভদ্রলোক' একথা প্রমাণ করবার জন্য নীচেও সে যেতে পারল না ; কারণ বারম্বার তার মনে হচ্ছিল যে, মেয়েটি নিশ্চয়ই ভেবেছে যে সে দুশমন । অতএব ভয়ে সে, মেয়েটি,পাথর ।

এই অপমানচিন্তা তাকে বাঘের থাবার মত করে তুলেছিল, চকিতে সে নিজের রিভলবারটা নিয়ে খরপায়ে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গিয়েই, অল্প হাতড়ে, মেয়েটির হাতে আপনার খোলা রিভলবার গুঁজে দিল । ঠাণ্ডা সুন্দর হাতের মধ্যে অস্ত্রটি এক পলকের জন্যই ছিল, পরক্ষণেই খসে বিছানায় পড়ল, এবং সেই সঙ্গে প্রস্তর-প্রতিমাও স্পন্দিত হয়েছিল ।

করতার সে কথা বুঝতে পারেনি কেননা অন্ধকার । সে নাটকীয় ভঙ্গীতে বললে, 'অগর আমায় যদি দুশমন বলে বোধ হয়, আমার উর্দির রঙ ফিরিয়ে দাও, আমার রাত দিন এক হোক মাটিতে মিলিয়ে যাক...' ঈদৃশ কথার পর সে কিঞ্চিৎঘর্ম্মাক্ত, তার কণ্ঠস্বরে গুরুদোয়ারে শ্রুত গম্ভীর শব্দস্রোতের ন্যায়, তার কণ্ঠস্বরে একথাই প্রমাণিত হয় যে সে সত্যই, যুদ্ধক্ষেত্রে ছিন্ন হস্তে উল্লিখিত উল্কি দেখেছে যাতে লেখা 'ভগবানই সৎ', কেননা হর্ষ ও বিষাদে তার উক্তি মুহ্যমান ধূপের ধোঁয়ার মতই অতি শান্ত হবে, টৌড়ির রেখাব থেকে গান্ধারে উঠে । রমণী এখনও নিশ্চল ।

করতার নিজের মুঠো দিয়ে গালে চাপ দিল, এখনও নিশ্চয়ই তার অজস্র কথা আছে, যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইরূপ চাপে বাহির হয়ে আসবে । ‘রাত দিন এক হোক’ বাক্যের মধ্যে সে যেমন আকাশে মাথা ঠেকাতে সক্ষম হয়েছিল, অন্যপক্ষে তদ্রূপ তার জামা কাপড় ভেদ করে ধূলা লেগেছিল, তীক্ষ্ণ অপমান এবং তৎসহ দুঃসহ ঘৃণায় তার রক্তমাংস উচ্ছিষ্ট । সে রাগে টলে গিয়েছিল, বিল-স্থিত রুষ্ট ভুজগের ন্যায় ক্রোধে আপনার চোয়ালের ঘর্ষণে নিজেকেই পিষে ফেলে, ‘এ কি, এ কি জল কখনও খায় নি ? মাটিতে পা ফেলে নি ?’ বলেছিল, কথাগুলি গুলির খোল পড়ার মত পট্ পট্ করে শব্দ করে উঠল ।

এমত সময় তার আবেগ-প্রপাত ভেদ করে কতগুলি চেনা আওয়াজ এল, কিছু কথাবার্ত্তা কিছু বুটের আওয়াজ । করতারের হাঁটু দুটি বাচ্চা ছাগলের মত তৎপর হয়ে উঠল, মুহূর্তের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র এমনকি বোমা চিক্ চিক্ দেখেছিল, এমনকি শিরস্ত্রাণে একবার হাত দেওয়ার সময়ও পেয়েছিল। ত্বরিতে সে দরজার কাছে দণ্ডায়মান, খস্‌খস্ শব্দ—যেমত দামী বস্ত্রের, রেশমের বুলবুল চশমের আন্দোলনে যে আওয়াজ উত্থিত হয়। করতারের একবার মনে হল পালঙ্কোপরি রমণী প্রসুপ্ত । কিন্তু উল্লাসের পূর্ব্বেই সে মেজেতে কান পেতেছিল এবং শুনল এ অন্য লোকের পদধ্বনি । রাগে তার ইচ্ছা হল মাটি-মেজেকেই কামড়ে দেয় ; যদি তারা দু-তিনজনা হয় তাহলে ? এবং অসহায়ভাবে পিছনের অন্ধকারের দিকে চাইল । মেয়েটিকে রক্ষা সে কেমন করে করবে ? কোনও গ্রামে হঠাৎ আক্রমণে কয়েকজন একটি মেয়ে পায়, একজনা গুলি করে মেয়েটিকে লাভ করেছিল, অন্যেরা যখন স্থান ত্যাগ করত দূরে যায় তখনও ফৌজটি সেই মৃত মেয়েটিকে কাঁধে করে, শোনা যায়, অগ্রসর হয়েছিল । কাঁধ থেকে সে কিছুতেই সে-দেহটি নামাতে চায় নি । একথা তার মনেও হয়েছিল। অনেকক্ষণ বাদে তার একথাও মনে হয়েছিল যে, যা সে বুটের আওয়াজ এবং কথাবার্ত্তা বলে ধরে নিয়েছিল তা কিছুই নয় ।

এইটুকু তৎপরতায় এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানে করতার সহজ হতে পারল ; আপনার ভিতরে অপমান ও ঘৃণার যে চাগাড় ছিল তা তিরোহিত হয় ; এবং ধোপধোয়া অহঙ্কার তাকে আচ্ছন্ন করে নাম নম্বর চাক্‌তির বাহিরে অচিরেই এনে দিল, এখানে খোলা হাওয়া ।

পরীর গল্প শোনার অবসন্নতা তাকে গম্ভীর করেছিল : লোকে যেমন অতীব যত্নে ঘৃত রাখে তেমনি যে-মনকে, যে-অনুভবকে, সে অত্যধিক আদরে যত্নে রেখেছিল, সহসা তার সন্ধান সে পেলে, যে আমি দোস্তির গোলাম ; এবং এ কথাও নিশ্চিতরূপে ভাবছিল যে তার তৎপরতায় মেয়েটি বুঝেছে যে সে দুশমন নয় । নূতন গর্ব্বে বেসামাল বুটের শব্দ সঠিকভাবে পড়তে শোনা গেল আর শোনা গেল না । তদনন্তর রুদ্ধ নিশ্বাসকে সরল করে অতি সন্তর্পণে ফেলল—খাটের বাজুর কাছে যেখানে মেয়েটি বসেছিল সেখানে এসেই দাঁড়াল। অনেকটা ইতস্ততার সহিত যে-হাতে উল্কিকৃত ফুল আছে সেই হাতখানি মেয়েটির মুখের কাছে নিয়ে এসেই স্থির ।

মেয়েটির নিশ্বাস আসে ও যায়, সকালে নদীর উপরে হাওয়া যেমন ; করতার বুঝল তার হাতটি গরম, এই ভাবুক নিশ্বাসের বহমান ধারায় সে যেন বা পালকের মত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে এবং সে বড় আশ্চর্য্য হয়েছিল । পান্থপাদপ নামে এক গাছ আছে মরুভূমিতে, তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান করে শুনে যতটা আশ্চর্য্য হয়েছিল তার থেকে ঢের বেশী হয়েছিল এ কারণে । এমত সময় হঠাৎ তার হাতের চাক্‌তিটা লাগল মেয়েটির চিবুকে, সঙ্গে সঙ্গে করতারের হুঁস হল । নিমেষেই হাতটা সরিয়েই, বন্দুকটা অত্যন্ত অধৈর্য্যের সহিত রেখেই, আপনার দুই গালে চাপড় মারতে মারতে বলেছিল, ‘তুমি আমার মোছ উখড়ে নাও—আমি যদি দুশমন হই...আমার বাপ মা আছে, আমি লাঙ্গল করি...ক্ষেত খামার করি’—বৎসহারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাম্ভীর স্বর তার কণ্ঠে বিদ্যমান।

একটি ছোট্ট স্মিতহাস্যের শব্দ শোনা গেল।

করতার ঝটিতি টর্চ্চ জ্বালালে ; নূতন কিছু নেই। এখন শব্দ শোনা গেল। করতার ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে চেষ্টা করে ইঁদুর নিশ্চয়। অন্য সময় হলে, সে নিশ্চয়ই শপথ করত আমি ইঁদুর মেরে তবে পাগড়ী পরব। এখন সে সময় নষ্ট করবার মত তার মন নেই। করতার কি যেন মনস্থ করলে, পরক্ষণেই দেখা গেল ঘরে স্তিমিত আলো হল। তার পক্ষে আর সহ্য করা অসম্ভব, সে মৃত্যুকে ডাকল।

দূরে একটি চেয়ারের তলে বাতি জ্বলছে। আপনাকে প্রতীয়মান করার জন্যই সে বাতি জ্বেলেছিল। সে এক মুহূর্তের জন্য মৃত্যু এবং সম্মুখে মেয়েটিকে দেখল, একবার ইচ্ছা হল যে মেয়েটির গায়ে ঝাঁকুনি দেয়, কিন্তু তবু নিজের বন্দুক আছে, গুলি আছে, পেটে খিদে আছে তবু কখনও নিজেকে এত অসহায় বলে বোধ হয়নি। সে যেমত নাবালক, তার বিরাট কপাট বক্ষ যেন আংটির মধ্য দিয়ে গলে যায়।

মোমের আলো তাকে সত্যই স্পষ্ট করে, তামার মুদ্রায় যেমন মানুষের ছবি থাকে ততখানি। তা সত্ত্বেও চোখ দুখানির মধ্যে মনুষ্যোচিত দীনভাব প্রকাশিত হয়েছিল। করতার নিজের বুকের দিকে আঙুল দিয়ে কি বলবার চেষ্টা করছিল হয়ত বলা হয়েছে যে কোন ভয় নেই, আমি আছি। সে নিশ্চয়ই খানিক জোর পেয়েছিল এ-কথা ভেবে যে কুকুরের চোখ মানুষে বুঝে আর আমার ভাব কেন বুঝতে পারবে না ! একথা ভেবে ফৌজ যেন জেদে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, কি যে করবে ভেবে পেলে না, হঠাৎ বিছানায় বসেই তার পা দুটি ধরে ফেলল এবং যেভাবে বিড়াল মাসীকে আদর করে তেমনি করতে সে, করতার, প্রবৃত্ত হয়।

সম্মুখে মৃত্যু স্তব্ধতা।

করতার নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'আংলেস আংলেস !' বলেই সে দৌড়ে গিয়ে পা দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে ছুটে নীচে নেমে গেল।

সদর দরজা দিয়ে রাস্তায় নামতে গিয়ে সে থেমে প্রস্তুতির একটা নিশ্বাস নিয়েছিল, একারণে যে কাছেপিঠের অসংখ্য আওয়াজে সামনের রাস্তা বিশেষ অস্পষ্ট, কোথাও কোথাও তোতলা ! অবশ্য এ রাস্তায় যদিও কোন শব্দ ছিল না, করতার আর সময় না নিয়ে এক দৌড়ে রাস্তা পার, কাঁটাতারের ছায়াগুলো কি ভয়ঙ্কর রাস্তা ধরে হাঁটা চলা করে, এতদ্দৃষ্টে তার শরীরটা রোমাঞ্চিত হয়েছিল। সে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গন্তব্য পথের দিকে চাইল, না কুকুরের মত শুঁকতে লাগল তা ঠিক বুঝা গেল না।

পরিত্যক্ত অনাদৃত বাঁধান দাঁতের মতই ভাঙা বিধ্বস্ত সকল কিছুর চেহারা। করতার হাতের চাকতিটাকে একটা জলদি চুম্বন করলে, এবং আর সে দাঁড়াল না। একটা ভাঙা বাড়ির সম্মুখে এসে পৌঁছাল।

'ওয়ে ! ওয়ে !' ধ্বনিতে স্থানটা মুখর হয়ে উঠল।

করতারকে কে একজন ধরে সজোরে টান মেরে বসিয়ে দিলে, মেসিনগানের শব্দ খর খর করে চলেছে এবং তৎসহ অজস্র অভিশাপ, দাপট, ইংরাজি খিস্তি ; প্রায় দশ বার সেকেন্ড পর স্তব্ধ হল।

করতার কি যে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল তা ভুলে গেল, জিহ্বা অদ্ভুত ভাবে বার করে সে একবার স্মরণ করতে চেষ্টা করলে, আবার মেসিনগানের শব্দ শুরু হয়েছে, করতারের মনটা কোনরূপেই ভিতরে যেতে পারছিল না কিন্তু ইতঃমধ্যে হঠাৎ তার ঠোঁট ফাঁকে বার হল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভালবাসি ইংরাজি কি... ?'

রাঁড়খোর ফলে উর্দ্দুজানা ইংরাজের কানে পীরিতের একথা বড় অদ্ভুত, সে যেমন উল্লসিত হয়ে উঠে গোটা গোটা খিস্তি করতে লাগল, এই খিস্তির মধ্যেই এক সময় বলেছিল 'আই ল্যভ ইউ' বলেই পরিত্রাহি চীৎকার করতে লাগল ।

করতারের ঠোঁট কথাটা পাবামাত্রই নড়তে লাগল । এই অন্ধকারে সে যেন বা মন্ত্র বলে চলেছে । এ-স্থানে আর যারা ছিল তারাও নানা গলায় কথাটা বলে উঠেছিল । অন্যদের ঠাওর করবার সময় না দিয়ে করতার নিজেকে হাঁসিল করে নিয়ে আবার রাস্তায় ।

অজস্র জখম হওয়া দেওয়ালের মধ্যে কথাটা সে যেমত বা বুকে করে নিয়ে আছে, খুস খুস করে গুলির আঘাতে বালি খসে ; ঈগলচোখে চতুর্দ্দিকে সে লক্ষ্য করে আর অনবরত নূতন পাওয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করে ; কারণ রাস্তার যুদ্ধে কোন ঠিক ঠিকানা থাকে না, কখন যে কে কোথায় আছে তা বুঝে উঠাই যায় না । তবু করতার সাহস করে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল ।

যখন সে বাড়ির দরজার প্রায় কাছে, তখন সাঁ সাঁ শব্দে গুলি উড়তে লাগল, এরূপক্ষেত্রে তাদের যেমন মনে হয়, তেমনি তারও মনে হয়েছিল যে তার দেহের কোথাও না কোথাও গুলি লেগেছে, আর, যে সে ঠিক বুঝতে পারছে না । করতার রাগে ভুলও করলে, সে ত্বরিতে দরজার পাশে গিয়েই, প্রতি-উত্তর দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠল । এ-সময়ে মুখে কিন্তু সেই কথা কটি তীব্রভাবে ছিল । দুপক্ষই চুপ, কোন সাড়াশব্দ নাই । করতার পিছন ফিরে অন্ধকারটা ভাল করে চিনে নিল, জোরে নিশ্বাস নিয়ে শবগন্ধটা আঘ্রাণ করে আশ্বস্তবোধ ও স্বচ্ছন্দ অনুভব করলে । এখন যতই গুলিবর্ষণ হোক কোন খেদ নেই, কেননা সে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেই ।

কখন যে সে দোতলায় উঠে এসেছে তা সে জানে না । একবার সব কিছু যেন শুঁকে নিল পরক্ষণেই দরজাটা খুলে সেই দীর্ঘ সুরক্ষিত অন্ধকারের সামনে দাঁড়ানর সঙ্গে সঙ্গে গভীর করে গুরুমুখী ঠোঁটে ইংরাজি বলতে লাগল, 'আই ল্যভ ইউ' এবং সে নিজের কান খাড়া করে আওয়াজটা শুনেছিল । একই কথা বার বার বলতে ফৌজ করতারের শরীর পরীর গন্ধ শ্রবণে অবসন্নতার বদলে মনুষ্যোচিত দিব্য অহঙ্কারে ভরে গিয়েছিল । সে আর স্থির থাকতে পারল না, আবেগে দ্রুতপদে খাটে গিয়ে উঠে হাঁটু গেড়ে বসেই বললে, 'আই ল্যভ ইউ ।' তার আশা ছিল যে, এবার বোধ হয় সমস্ত কিছু মূর্ত্ত হয়ে উঠবে । সে হাতড়াতে হাতড়াতে বুটশুদ্ধ উঠিয়ে আর একটু এগিয়ে যেতেই খাটের বাজুর সঙ্গে মুখখানির অসম্ভব জোরে ধাক্কা লাগল । পড়ে যাওয়া শিশি থেকে যেরূপ হাওয়া ঠেলে তরল পদার্থ পড়ে তেমনি শব্দ করে 'ভালবাসি' কথাটা বীভৎসভাবে উচ্চারিত হল । করতার কয়েক মুহূর্ত্ত তেমনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে, সুদীর্ঘ চক্ষুদ্বয় আকর্ণবিস্তৃত হয়েছিল । আখ সকল কেটে নেওয়ার পর যেমন ক্ষেত ফাঁকা হয় তেমনি ফাঁকা—অনেকটা আকাশ দৃশ্যমান । খাটে সে রমণী নেই ।

এক লাফে উঠেই নিঃসঙ্কোচে টর্চ্চটা জ্বালিয়ে খাটের তলা দেখলে, এখানে সেখানে অকারণে আলো ফেলল, এর পর রাগে টর্চ্চটাকে ধরে বিছানার উপর আছড়ে দিয়েছিল, টর্চ্চটা পড়ে দু একবার গড়িয়ে স্থির । কী যে তার করা উচিত তা সে ভেবেই পেলে না, বোকার মত তখন সে কথা বলে চলেছে, কখন থেমেছে ; সে পাশের দেরাজে মহা আক্রোশে একটা লাথি মারল, এ-সময়ও তার মুখে সেই একই বচন ছিল । তারপর অন্যান্য ভাঙা ঘর, খালি ঘর, সে-রুষ্ট মহিষের মত উর্দ্ধশ্বাসে খুঁজে বেড়ালে । সিঁড়ি দিয়ে নেমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীচে এল ।

বাড়ির এদিকে সঙ্কীর্ণ একটি রাস্তা, সে-পথ ধরে খানিকটা এসেই সে থমকে দাঁড়াল কেননা, নীচে, ভিজে নদীর তীরভূমি । চৈতী হাওয়ার মত বড় আলো ছোঁ মেরে চলে যায়, এবং ক্রমাগত লড়াইয়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়, নদীবক্ষে ভাসমান শবদেহ । করতার কামানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চীৎকার করলে, 'আই ল্যভ ইউ' । এহেন যুদ্ধক্ষেত্রে এরূপ দম্ভভরে কেউই এ কথাটা আজ পর্যন্ত বলেনি, এবং হঠাৎ সে পা পিছলে নীচে পড়ে গেল, হাতের কাদা দেখতে দেখতে ক্ষোভে আড়ষ্টস্বরে সে ক্রমে ক্রমে বলেছিল যে 'আই ল্যভ ইউ' ; হঠাৎ অপমানে সে জর্জ্জরিত হয়েছিল । কোনমতে উঠে লটপট করতে পুনর্ব্বার সে এই বাড়িতে ফিরে এল । সম্ভবত মনে হয়েছিল, ঘরগুলো ভাল করে দেখা হয়নি । মেয়েটি হয়ত সেখানেই আছে ।

আর যে সে নীচে এসে দাঁড়াল, সেই শবগন্ধ গৃহই বটে । উপরে গিয়ে সন্ধ্যার আলো যেমত এখানে সেখানে, বেচারী টর্চ্চ জ্বেলে ও হাত দিয়ে ফৌজ-ই বুদ্ধিতে খুঁজলে !

এ ঘর সেই ঘর, দাঁতে দাঁতে তার রাগ শাণিত হয়ে উঠছিল । বদরাগী নাম নম্বরওয়ালা ফৌজকে সে আর ধরে রাখতে পারল না । হাতের বন্দুক উঠে এল, খুট করে শব্দ হল, এবং দেওয়ালে মেয়েটির আলেখ্য ঝাঁঝরা হয়ে গেল ।

গুলির শব্দ যেমত শোনা গিয়েছিল তেমনই এও সত্য যে 'আই ল্যভ ইউ' কথায়, দিক সকল, যুদ্ধক্ষেত্র, এই প্রথম মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

—কৃত্তিবাস । শ্রবাণ ১৩৬৭

AMARBOI.COM

নিম অন্নপূর্ণা

যূথী বারান্দায় দাঁড়িয়ে সবুজ পাখীটির ঘোরাফেরা দেখছিল, এ সময় তার হাত-দুটি অদ্ভুতভাবে উঁচু করা ছিল, একারণ, যে-ফ্রকটি তার পরনে ছিল সেটিতে একটিও বোতাম নেই এবং বোতামের জায়গা থেকে সোজা শেষ পর্যন্ত ছিড়ে দু-হাট খোলা, ফলে বেচারীকে সর্ব্বক্ষণই সাধারণভাবে চলাফেরার সময় তার আপনকার হাত দুটিকে উঁচু করে রাখতেই হয়, এতে করে মনে হয় তার ভারী আনন্দ হয়েছে—সে খুসী, অন্যথা অর্থাৎ যদি ভুল হয়, যদি সে হাত নামায়, ঝটিতি ফ্রকটি গা বেয়ে ঝরে পড়ে, খুলে পড়ে ; তখন সে, যূথী, সখেদ একটি 'আরে' বলে, পুনরায় ঠোঁটে ঠোঁট চেপে জোর পটুত্বের সঙ্গে, ফ্রকটি আপনার কাঁধে তুলে দিয়ে থাকে ।

সম্মুখের টিয়া কেমন ঘাড় বাঁকায়, সম্মুখের টিয়া কেমন পক্ষবিস্তার করে—কেমনে পক্ষবিস্তার করত লাল ঠোঁটদ্বারা কি যেন বা পাখাতেই খোঁজে, এসবই তার নজরে পড়েছিল । কখনও বা টিয়াপাখিটি তেতো বিরক্তির সঙ্গে এক পাহাড় ছোলা থেকে শুধুমাত্র একটি তুলে ছাড়িয়ে ফেলে, খোসাটি মাটিতে পড়ে, যূথী তা লক্ষ্য করেছিল এবং সে, তখনই, একটি ঢোক গিলে আর আর দিকে দেখেছিল । এবার, আবার তার সামনে, সবুজ পাখী সাদা দেওয়াল, অতি মনোহর এক দৃশ্য রচিত হয়েছে—তবুও যূথীর চক্ষুদ্বয় দুর্বৃত্ত এবং সে মরিয়া হয়েই, কোনক্রমে, পাখীর বাটিতে আঘাত করে, ফলে দাঁড়টিতে দোলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগল, আর সেই সঙ্গেই দুচারটি ছোলাও ছিটকে পড়েছিল, সত্বর তৎপর ছোলাগুলি তুলতে গিয়ে ফ্রকটি তার খুলে যায়, ছোলাগুলি তুলে মুখে পুরেই তবে সে ফ্রকটি ঠিক করে ; এখন, সে দাঁড়ের কাছে এল, এক হাত দ্বারা অন্য হাতের কাঁধের কাছের জামার অংশটি ধরে, ডান হাতখানি জামায় মুছে মুছে আপনাকে প্রস্তুত করছিল, বোধহয় হাতে ঘাম জমেছিল, একথা প্রকাশ থাকে যে জামার একদা রঙীন অদ্য ম্লান ফুলগুলি মুচ্‌ড়ে মুষড়ে গিয়েছিল। আর পাখীটি ভারী অস্থির, পাখীটি ভারী তেরছা, নিজের দেহেতেই যেন বড় বেশী করে জোট পাকিয়ে গিয়েছে। অবশ্য সে পাখীটি একবারও আওয়াজ করে নি।

এসময়, যূথী একটু ভাবুক হয়েছিল। অন্যমনস্ক হয়েছিল, ভেবেছিল। ভেবেছিল—সে যদি পাখী হত—কেননা সে শুনেছে কোন কোন ময়রা দোকানের ঝাঁপ খুলেই রাস্তায় নামে, হাতে এক চ্যাংয়ারী খাবার, তাতে জিলিপী আছেই কচুরী নিমকি আর আর কি সব আছে, ময়রা 'চিলো চিলো' বলে চীৎকার করে, এবং তার ঘটিয়াল ভুঁড়িখানি নসরপসর, আকাশ চিলে চিলময়—আকাশটা যেমত বা গাড়ীর আড্ডা—ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়ার মত চিলগুলো চিঁহি চিঁহি করে উঠে ; তদনন্তর খাবারগুলি সে, ময়রা, ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় আর বলতে থাকে, 'আমরা বাসি খাবার বেচি না, কাউকে দিইও না' ; এখানে অনেক ভিখারীর ছেলেরা দাঁড়িয়ে, কেউ মার কোলে, সকালের সৌখীন রোদ এদের পাশ কাটিয়ে রাস্তায় ইতস্তত, এরা যেমন বা আচারের শিশি থেকে বার হয়ে এসেছে, তারা ময়রার মহানুভবতা দেখে, হাতখানি প্রসারিত করে চিলের খাওয়া দেখে !—এই সূত্রে যূথীর, 'ভিখারী' কথাটা মনে পড়তেই, মুখখানি সিঁটিয়ে উঠেছিল, কেননা সে শুনেছে অনেক পাপ, সাতজন্ম পাপ করলেই ভিখারী হয় ; ছেলেমানুষ যূথী একথা স্মরণেই ছোট একটা নমস্কারও করেছিল, অর্থ এই যে, তার অতি বড় শত্রুরও যেন এমন দশা না হয়। নমস্কার যেমন সে করেছিল, তেমন সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, চিলকে দেখলে তার বড় ভয়, সে চিল হতে চায় না, কেননা চিল যদি হয়, তাহলে হয়ত চিলই তার ভয়ঙ্কর ঠোঁট দিয়ে তাকে ছিঁড়ে ফেলবে। এইটুকু ভাববার পর, সে আর বেশী সময় নেয়নি, একারণে যে বেশী দেরী করলে, এ বাড়ির লোক—নিশ্চয়ই এসে পড়বে।

ইদানীং পাখীটি কিয়ৎপরিমাণে শান্ত, তার ঠিক কিছু নীচে যূথীর জ্বলজ্বলে মুখখানি, ছেঁড়া লাল পাড় দিয়ে বেড়া-বেণী করা, চোখদুটি পিঙ্গল, এলেবেলে, হিঙ্গুল, মারাত্মক ; মুখের ছোলাগুলি একান্তে ঠেলে দিয়ে, মাথাটা তার কি যেন লক্ষ্য করবার জন্য আনচান করছিল, পরক্ষণেই সে হাতটা তিন তিনবার কপালে আর বুকে ঠুকেই ধাঁ করে দাঁড়টায় যেই না ঠেলা দিতে গেল, পাখীটা তৎক্ষণাৎ তার লাল ঠোঁট দিয়ে যূথীর আঙুলে কামড়ে ধরেছে।

ছেলেমানুষ যূথীর চীৎকারে এই বাড়িখানি যেন বা 'শ্রীমধুসূদন' বলে উঠেছিল ; পাখীটা এখনও যূথীর আঙুল ছাড়েনি, দাঁড় নড়ছে, এবং কয়েকটি ছোলা যূথীর মাথা এবং গা বেয়ে ঝরে পড়ে। কোনক্রমে, ভাগ্যক্রমে সে আপনার হাতখানি ছাড়িয়ে আনতে পেরেছিল।

যূথী বোকার মতই আঙুলটির দিকে চেয়েছিল, কেননা, আঙুল বেয়ে খরধার রক্ত পড়ে, আর যে কোন কিছু করার মত দক্ষতা তার নেই। এবাড়ির বৌটি বয়সে নবীনা, সদ্যস্নাত মুখমণ্ডল, ব্লাউজটি পরা, সবেমাত্র সায়াটি পরে পরণের ভিজে গামছাখানি একহাতে খানিক টেনে যখন বার করছে তৎক্ষণাৎ এই ভয়াবহ চীৎকার তাকে বিদ্রাবিত করে, এবং পরক্ষণেই এই আতঙ্ককারী দৃশ্যে সে বক্ষোহীনা স্পন্দন-রহিত ; ফলে সায়া থেকে উঠা লাল গামছাখানি তার হাতে তেমনি সম্বদ্ধ ছিল, সুন্দর খঞ্জন নয়নযুগল—স্ফীত, স্বপ্নহীন, ভীত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্ত, উজ্জ্বল, রগছোঁয়া, ভ্রূদ্বয়ে বিদ্যুৎ ইঙ্গিত, দেহ বয়সোচিত ধর্ম্মে উষ্ণ, এখন, এতদ্দর্শনে আগুনগরম সুতরাং আপনার আলুলায়িত কেশরাশি—যা সিক্ত—তার ঘাড়ে সপ্‌সপে হিম সঞ্চার করে, তাই তার রোমহর্ষ হয়। এবং এ তরুণ মুখখানি কক্ষের আঁধার থেকে সকালের তীব্র আলোয় ক্ষণেকের জন্য এসেই পুনশ্চ কক্ষে ফিরে যায়।

যূথীর পালাবার কোনই পথ ছিল না। ভয়ে, বিশেষত যন্ত্রণায় এবং কিয়ৎ-পরিমাণে লজ্জায় তার আনন পিঙ্গল, চক্ষুদ্বয় জলে কালো, মুখখানি পার্শ্ববর্ত্তী শূন্যতায় আটকে জমে আড়ষ্ট এমত মনে হয়, আর যে, সে বিবিধ সুকৌশল ভঙ্গী সহকারে তা খুলে আনবার প্রাণান্ত চেষ্টা করে এবং ঠিক এই সময় ডান হাতের আঙুলটি চেপে ধরবার উচিতবুদ্ধি তার হয়েছিল, এতে করে গায়ের জামাটি, খুব আশ্চর্য্য যে, মাত্র এক পাশেই খুলে পড়েছিল। এবং যন্ত্রণায় আর একবার সে চীৎকার করেছিল! এই হৃদয়বিদারক শব্দে পরিচ্ছন্ন, শুভ্র, লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত বাড়িখানি বিড়ালের চোখের মত বড় হয়ে গিয়েছিল এবং তন্নিমিত্ত এ গৃহস্থিত চিনিপাতা জীবন মুহূর্ত্তকালের জন্য পাশার অক্ষের মত নিষ্পেষিত শব্দ করে উঠে।

দ্বিতীয় চীৎকারে এবাড়ির বিধবা গিন্নী খেতু মিত্তিরের মা ছুটে আসবার চেষ্টা করেছিলেন, কেননা তাঁর ভিজে কাপড়—ভিজে কাপড়েই তাঁকে অনেক শুদ্ধ কাজ করতে হয়—মুখে তাঁর, এ সময়োচিত অষ্টোত্তর শত নাম—'বিদুর রাখিল নাম কাঙাল ঈশ্বর' পদে এসে থেমেই, 'কি হল কি হল' বাক্য, ভিজে কাপড়ে এখনও কিছু ব্যস্ততার শব্দ ছিল, এ কারণে যে সম্মুখবর্ত্তী এ-দৃশ্যে কিরূপ ভঙ্গী যে করা উচিত তা ভাববার মত তাঁর অবকাশ ছিল না, হয় তিনি বেশী করে আলো অথবা বেশী করে ঝাপসা কিছু দেখেছিলেন তাঁর দেহটি কেবলমাত্র কর্ত্তব্যবশে সম্মুখে এবং শুচিবায়ুতার জন্যে পিছনে দুলে গিয়েছিল, আর মুখে বারম্বার একই কথা ধ্বনিত হয়েছিল, 'ওমা কি সর্ব্বনাশ গো, কি সব্বনাশ!' তাঁর স্বরের মধ্যে যথাযথ অসহায়তা ছিল। ইতঃমধ্যে নবীনা বৌটি কোনক্রমে এখানে এসেছিল, তখনও বাঁ হাতে সায়াটি আঁট করে ধরা, এবারে কাপড়টি গিট বেঁধেই যখন সে যূথীকে সাহায্য করতে যাবে তৎক্ষণাৎ থমকে গেল।

কেননা, খেতুর মা আপনার গায়গতর খেলিয়ে বলেছিলেন, 'বলি হ্যাঁগা, তুমি কি পাগল নাকি। বললে বড় অন্যায় হয়, সাধে কি তোমার ভাগাড়ে কোল....বলি চান করেছ না, ওকে ছুঁলে আবার কাপড় জুটবে.... ?' ইত্যাকার বাক্যে বুঝা গেল খেতু মিত্তিরের মা খানিক নিশ্চিন্ত খানিক সম্‌ঝে উঠতে পেরেছিলেন, এবং আপন পুত্রবধূকে নিবারণ করে এবার যূথীকে ধমক দিয়ে বললেন, 'নে নে চোষ না হারামজাদী আঙুলটা, মরণ! হ্যাঁরা কাটল কি করে ?'

যূথী চুপ, হয়ত তার মনে পড়েছিল যে, পাখীটা কথা বলতে পারে, ফলে আরও ভীত হয়ে সে দাঁড়িয়েছিল ; নবীনা বৌটি রক্তদর্শনে মুখখানিকে ঠেলে বাঁধা পুঁটলির মত করেছিল, অজস্র চুলকে ঘাড় থেকে একটু হাটাবার জন্য মাথা নাড়া দিয়ে বললে, 'পাখী।'

'পাখী! সাত সকালে কি অলুক্ষণে কাণ্ডরে বাবা' বলে খেতুর মা সাক্ষী-মানা কণ্ঠে বললেন, 'পাখী, আমার পাখীর ত অমন স্বভাব নয়' এবং পাছে দোষ পড়ে—একথা নিশ্চয়ই স্মরণ করত পুনরায় বলেছিলেন, 'তুই সাত সকালে মরতে আমাদের বাড়ি ঢুকেছিলি কেন ?....নে চোষ না আঙুলটা পোড়ারমুখী, আবার ধ্যানাপানা....নাও বৌমা, টক্ করে একটু চুন এনে দাও....'

বৌটি সত্বর চুন আনতে গেল।—যূথী, এখনও বুদ্ধিভ্রংশ, খেতুর মার কথায় খানিক হাঁ করে রক্তাক্ত আঙুলটি মুখে পুরবে কিনা ভাবতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ—এতাবৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার মুখে সযত্নে রক্ষিত ছোলাগুলি, যা সে মুখে পুরেই চিবোয় নি, একারণে যে চিবোলেই ত শেষ, তাই অতি কৃপণের মতই মুখের একান্তে রেখেছিল এবং হাঁ করে আঙুল মুখে পুরবে, না মুখটা আঙুলের কাছেই নিয়ে যাবে এই বিষম দ্বিধায় অদ্ভুত হাস্যকর অবস্থা তার হয়েছিল—হঠাৎ ঠিক এই মুহূর্তে তার মুখনিঃসৃত ছোলা কটি পড়ে, গড়িয়ে, খেতুর মার জল-সাদা হাজাদষ্ট পায়ের নিকটে লেগেছিল। বেচারী যূথী! উপরন্তু বেচারী যূথীর মুখ থেকে অল্প লালা তার নিজের হাতেই পড়েছিল এবং সে কম্পমানা!

অন্যপক্ষে, ছোলা পড়তেই, খেতুর মা ঝটিতি দু-এক পা সরে এসেছিলেন, মাটি থেকে চোখ ফিরিয়ে তিনি যূথীকে দেখে, রাগে রোষে আক্রোশে তাঁর গাত্রবস্ত্র যেমত বা শুষ্ক হয়েছিল; কি বলে যে গঞ্জনা সুরু করবেন তা সঠিকভাবে তাঁর ঠোঁটে গুছিয়ে নিতে পারছিলেন না, সহসা আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গেল, 'ওমা মেয়ের কি নোলা গো!....কোথা যাব গো...' এসময় আপনার গণ্ডস্থলে তর্জ্জনী ছিল, এর পরই দাঁতে দাঁতে ঘষে বলতে লাগলেন, 'বেশ হয়েচে, খুব হয়েচে, এবার নিজের রক্ত পেট ভরে খাও....'

যে যূথী এতক্ষণে কাঁদে নি, হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়ার দরুণ চীৎকার করে কেঁদে উঠল, তথাপি চোখ দুটি ভারী সজাগ ছিল, খেতুর মা আপনকার গা গতর ভিজে কাপড়ে ঘর্ষণ করত বললেন, 'একাঃ চড়ে তো....দাঁত কপাটি ভেঙে দেব, আবার কাঁদনা হচ্ছে, ছ্যাঁচড়া আক্কুটে ভিকিরীর মরণ! পাখীটা তোর টুঁটি ছিড়লে আমি হরিনুট দিতুম....হারামজাদী, ছোলাচুরি! ফের যদি এ বাড়ির ত্রিসীমানায় আসবি ত ঝেঁটিয়ে তোর খাল খেঁচে নেব....তাই বলি আমার পাখী কেষ্ট নাম ভেন্ন যে জানে না, সে কেন কামড়াবে....উঃ তোর বাপ মা কি কিছু খেতে দেয় না....চোষ না রক্তটা!'

এমন সময় বৌটি একটি গোটা পানে খানিক চুন নিয়ে এসে দাঁড়াতেই, খেতুর মা সত্যিই ক্ষিপ্ত তিরিক্ষি হয়ে উঠে ছোট একটা লাফ দিয়ে উঠেছিলেন, বললেন 'খুব যে দরদ দেখাতে এগিয়ে যাচ্ছিলে' বলেই, পরেই, হঠাৎ চুনসমেত পানটির দিকে নজর পড়তেই গায়ে যেন বিছুটি লাগল, খেঁকিয়ে উঠে বলেছিলেন, 'তোমার কি কোন আক্কেল নেই গা, বলি এই বাজারে একটা গোটা পান নষ্ট করলে, বলি....আকালের কথা কি তোমার অজানা....না....'

বৌটি তটস্থ, থ, জড়সড়, চকিতেই মেঝেতে পানটি রেখে দিলে, না পানটি হাত থেকে খসে মেজেতে পড়েছিল, তা বুঝা গেল না। রক্তের অজস্র ফোঁটার মধ্যে পানটি লক্ষ্য করেই খেতুর মা যূথীকে প্রচণ্ড কণ্ঠে বললেন, 'তোল বলছি, হাঁ করে রইলি যে হারামজাদী!'

এবম্প্রকার বাক্যে বেচারী যূথীর প্রকৃতপক্ষে কি যে করা শোভনীয় তা সে নিজেই কিনারা করতে পারছিল না, সে একবার মেজের দিকে অন্যবার খেতুর মার দিকে আড়ে আড়ে চেয়েছিল। খেতুর মা এইটুকু বিলম্বেই অস্থির। মুহূর্তের মধ্যেই সকালের আলোকে বাঁকা চোখে দেখেন এবং নিমেষেই পান তাঁর নিজের হাতে তুলে, একবারমাত্র চুনসমেত পানটির দিকে তাকিয়ে নিশ্চয়ই একথা ভেবেছিলেন যে তাঁকে এ কাজের পর আর একবার স্নান করতে হবে, ভেবে পরক্ষণেই যূথীর বেড়া-বেণীটা হেঁচকাটানে নামিয়ে বেশ জবর মুঠো করে ধরার পরে পানটা তার কাছে এগিয়ে দিতে—সে, যূথী, অতি সহজভাবে সেটা নিয়ে নিজের আঙুলের উপর চেপে ধরেছিল, এবং যুগপৎ আপনার দাঁত দ্বারা কাছের জামাটা কিঞ্চিৎ টান দিয়েছিল!

খেতুর মার ক্রোধ-উন্মত্ত বেণী আকর্ষণে যূথী বড় নিশ্চিন্ত হয়; ঝাঁটা লাথি—এ সবে তার যেমন বা সকল কিছু বোধগম্য পরিষ্কার লাগে, সুতরাং এই সে চেয়েছিল, যেহেতু সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনমতেই দুই চোখে দুইদিকে দুভাবে আর দেখতে পাচ্ছিল না, এ ছাড়া এত আলো থেকেও সব কিছুতেই যেমন বা সন্ধ্যা, তাই যূথী ইত্যাকার নির্ম্মম ব্যবহারেও অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিল ; এখন খেতুর মার সঙ্গে পা মিলিয়ে অক্লেশে চলতে পারবে। খেতুর মা আর কালবিলম্ব না করে তার চুলের মুঠি ধরে এক টান মেরেছিলেন !

খেতুর মা তাকে যখন নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন পাখীটার পাশ দিয়েই তাঁদের যেতে হয়, ফলে, এ সময়ে যূথী খেতুর মার কাছে ঘেঁষে এসেছিল, এবং চোরা-গোপ্তা চাহনিতে পাখীটার প্রতি সে দেখে, পিতলের চক্চকে দাঁড়ের উপরে নিশিত তীব্র সাংঘাতিক রুক্ষ পা দুটি, আর তার ঠিক উপরেই পাখীর সুডৌল উদর দেখা যায়,—শেষ রাতে চন্দ্রকিরণে প্রকাশমান শরৎকালীন মেঘ যেমন, হয়ত সবুজ কিম্বা পাণ্ডুর, কি নরম কি তুলতুলে ! সুওদর সুউমার—শুকউদর সুকুমার তথা কোমলতা, এরূপ যে প্রবচন, সেইটুকু প্রত্যক্ষের, দেখার মানসে মানুষ কি টিয়াপাখী পোষে !

যূথী আপনাকে নির্ব্বিকারভাবে, খেতুর মার বজ্রমুষ্টির মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিল। তাকে নিয়ে, রাস্তায় নেমে, এই পরিপ্রেক্ষিতহীন লাল গলিতে নেমেই, দুবার চিক্চিক্ করে থুতু ফেলে—মাথার কাপড়ে হাত দেবার কথা তাঁর মনেই হয়নি, একারণে যে গলি সুন্সান্—যূথীদের বাড়ির দরজার সুমুখে এসে দাঁড়ালেন। এবং দরজায় লাথি মারতেই, দরজাটা আপনা থেকে খুলে গেল, এটা তিনি, খেতুর মা, আশা করেননি, ফলে দোমনা হয়ে ছেলেমানুষের মত অহেতুক সর্দ্দি টেনেছিলেন।

দরজা খোলার পর, ভিতরের ঝাপসা অন্ধকার কাটার পর দেখা গেল, প্রীতিলতা।

প্রীতিলতা দেওয়ালে একটি পা ঠেস দিয়ে দণ্ডায়মান, হাতের আলগা মুঠোয় একগাদা, একথোকা চুল, যা অবহেলায় অনিয়মে মেহেদীপিচ্ছল, তবু সেখানে অন্ধকার ; সে জননী, তথাপি এ খেলা তার ভাল লাগে, অজস্র চুলে-চুলে পাচনতুল্য গন্ধ, এ-হেন গন্ধে আপনাকে বড় পুরাতন বলে বোধ হয়, গায়ের ন্যাপথলির আর তোরঙ্গের মরিচার গন্ধে—মিলেমিশে—দিনগুলিকে মেদুর বা সুদীর্ঘ করে, আর যে, তাকে, প্রীতিলতাকে, অযথাই, মন্দভাগ্যক্রমে, নিশ্চিহ্ন করেছে ; বস্তুত সে নিজেকে খুঁজে না পেলেও, আপনাকে বুঝে না পেলেও অদ্য সে নিশ্বাস নেয়, আজও সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। ভেবেছে হায় আমার থেকে আমার ছায়া সুখী। সে চোখ ছোট করে দিনমান দেখে, সে চোখ সুতীক্ষ্ণ করত অন্ধকার দেখে।

খেতু মিস্তিরের মা প্রীতিলতাকে দেখে থমকেছিলেন, তারপর নিজের বেণীধৃতমুষ্টি দেখেই যেন বা নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি ফিরে পেলেন, এবং অন্যহাতে ভিজে কাপড়ের খানিক দিয়ে ওষ্ঠদ্বয় আবৃত ছিল, এখন কথা বলার সময় মুখের কাপড় কিয়ৎ পরিমাণে সরানো হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, 'এই নাও বামুনের মেয়ে....' এই 'নাও' বাক্যের মধ্যে সত্যনিষ্ঠার গরব ছিল।

প্রীতিলতা, অল্প আয়াসেই মুখখানি বাঁকিয়ে তাদের দেখেছিল—ভাতে ব্যাঙ লাফিয়ে পড়লে চাষা যেমত লাফ দিয়ে উঠে—তেমন তেমন লাফ, তেমনি যেমন বা তার ভিতরে দিয়ে উঠল, কিন্তু দেহে কোন সাড় দেখা গেল না, কেবলমাত্র হস্তধৃত চুলসমূহ, এ দৃশ্য দেখেই, সে চকিতে মুঠো ছেড়ে দিয়েছিল।

অন্যপক্ষে, খেতুর মা যূথীর বেণীও ছেড়ে দিয়েছিলেন, দিয়েই বললেন, 'তোমার মেয়ে কি বলব বাবা, বললে পেত্যয় যাবে না, সাত সকাল লোকে শুনলে বলবে খেতু মিস্তিরের মা কি লোক গা....ভদ্দরনোকের মেয়ে ঘেন্না পিত্তি নেই একেবারে ভিকিরীর অদম গা....পাখীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোলা চুরি করতে গিয়ে কি কাণ্ড বাধালে....মুখ থেকে না পড়লে কি আমিই টের পেতুম....' এই টুকু বলেই খেতুর মা চারিদিকে চেয়েছিলেন, এ কারণে যে তাঁর মনে হয়েছিল, এখানে বারান্দায় কেউ নেই ; আর যে—তিনি একাই বকে মরছেন, খেতুর মা আশা করেছিলেন এইটুকু বলতেই যূথীর মা যূথীকে আর আস্ত রাখবে না, কিন্তু কই ? ফলে তাঁর বড় অসম্ভব রাগ হয়, কণ্ঠস্বর কর্কশ এবং দৃঢ় হল, বলেছিলেন, 'বলি তোমার কি মনে হয় আমি মিথ্যে বলেচি....সৎশাসনে না রাখলে মেয়ে কালে....বাতাসী ছেনতাল হবে, ঝরঝরে হবে পরকালে....'

প্রীতিলতা, আশ্চর্য্য, মনোযোগসহকারে সকল কথাই শুনছিল, যেহেতু খেতুর মার গলায়, কথার টানের মধ্যে, লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ার ধাঁচ ছিল, মিল ছিল ; বিশেষত যেখানে আছে, 'বন অধিষ্ঠাত্রী তুমি বনে বনে ।' যেখানে, 'গৃহলক্ষ্মীরূপে তুমি সকলের ঘরে । দীনজনে রাজ্য পায় তব কৃপা বলে ।' সে, প্রীতিলতা, যেমত বা করযোড়ে যূথী-সংবাদ শুনছিল, কিন্তু তা হলেও এ কথা সত্য যে, 'ভিকিরী' কথা তাকে রক্তের প্রাচুর্য্য দিয়েছিল—চুরির কথাটা এ তুলনায় মাটির—আচম্বিতে প্রীতিলতার স্বল্পতোয়াসদৃশ দেহখানি রুষ্ট সাপের মতই আলোড়িত হয়ে উঠে, আপনকার বরফ-দেওয়া চোখের দৃষ্টিকে, অমোঘভাবে ছোরা যেমন করে হাতে ধরে, তেমনি—সেইভাবে উদ্যত করে ধরেছিল । খেতুর মা কথা শেষ না করেই যেই তুড়ি দেওয়ার শব্দের মত তাচ্ছিল্যভরে 'হ্যাঁ' আওয়াজ করেছেন, তদ্দণ্ডেই প্রীতিলতা 'ইঃ' ধ্বনি করে উঠে, আর ঠিক এ হেন সময় এক ঝাঁক জঙ্গী-বিমান উড়ে গিয়েছিল । এখানকার সকলেই, এ বারান্দা প্রায়-ঢাকা-পাঁচিলের ওপরে, উপরে যে আকাশ, সেদিকে চাইল । তথাপি, প্রীতিলতা নিজেকে এখন, ইতঃমধ্যেই শাণ দেবার অবকাশ পেয়েছিল, সে মুখখানিতে ঈদৃশ ভঙ্গী করে যে যেমন মনে হয় সে কিছু খাচ্ছে অথবা তার জিহ্বা আঠায় জড়িয়ে গিয়েছে, এরপরই সে বিড়ালের মত ফ্যাস্ করে উঠেছিল, বললে, 'নিজে যে বগলে সাবান দাও বিধবা হয়ে, তা-বেলা কিছুটি হয় না....না ?' একবার নিজস্ব ভাষাটা অনুধাবন করেই পুনর্ব্বার বললে, 'সে-বেলা কিছু হয় না'....এই সঙ্গে অঢেল শোনা ইংরাজী বলার জন্য—অবশ্য এ সকল শব্দ বাক্য নয়, গ্যাট ম্যাট হুট ফাট জাতীয় ইংরাজীআত্মক—তার জিহ্বা যারপর-নাই কড়কে উঠল ।

প্রীতিলতার ঘোর বাক্যস্রোতে খেতুর মার মুখাবৃত কাপড়ের অংশ ঝরে পড়ল, কোন দিকে যে অজস্র আলো তথা কোন দিকে যে দরজা তা বেচারী খেতুর মা, বুড়োমানুষ, ঠিক ঠিক ঠাওর করতে পারলেন না, অবশ্য অবশেষে তিনি অদৃশ্য হন । প্রীতিলতার কাছে খেতুর মার এই চিত্তভ্রমবশত হাঁকপাক বড় মজার মনে হয়েছিল এবং বেচারী এই প্রসঙ্গে হাসতে গিয়ে আপনকার বিবর্ণ, আর্ত্ত বেদনাময় মুখখানিকে যন্ত্রণা দিয়েছিল ! তবু সে কাতর নয়, সে হেসেছিল ; তার শতচ্ছিন্ন কাপড়ের আঁচল তুলতে গিয়ে মাকড়সার পায়ের দক্ষতায় তার আঙুলগুলি পুনরায় চুলগুলিকে সংগ্রহ করে, এবং সে, প্রীতিলতা আপনকার অজস্র চুলের অঞ্জলিবদ্ধ অন্ধকারে মুখমণ্ডল ন্যস্ত করত বর-দেখা হাসি হাসল !

যূথী নিজের ব্যথাটাকে বড় করবার চেষ্টা করে তার মাকে হাতখানি দেখাচ্ছিল, তবু চুলের আঁধার এবং তার উপর ঘোরদর্শন রাত্রে বিদ্যুৎরেখাতুল্য হাসি, তাকে, যূথীকে, অনেকের কথা স্মরণ করিয়েছিল, যথা বাবা কোথায়, যথা লতি কই ? নিশ্চয়ই সে তাদের আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল, কেননা সে এক আপৎকালের সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছিল । সহসা, পলকেই তার মাথায় যেমত বা বাত্যাপ্রবাহ খেলে গেল, আর যে, সে কেবলমাত্র এক পা পিছনে সরে, ভীতত্রস্তস্বরে আঃ আঃ করে বলেছিল, 'তোমার পায়ে পড়ি আর করব না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আ....করব না' এবং তার অল্পবুদ্ধিতে রক্তাক্ত হাতটি ঈষৎ উঁচু করে দেখিয়ে মার, প্রীতিলতার, দৃষ্টি আকর্ষণ অথবা করুণা ভিক্ষা করতে চেয়েছিল এ কারণ প্রীতিলতা—সূক্ষ্ম, বিবশ, যদিও বিশীর্ণা যদিচ বহুদিবস হাভাতে তথাপি ইদানীং সরোষিত তীব্র ভয়ঙ্কর ফণা তুলে আসছিল—অজস্র ছেঁড়া-মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তার অঙ্গাংশ সকল লাল—মলিন ছিন্ন কাপড়ে ধরা-পড়া একটি ঝড় !

যূথীর গলায় আর কোন স্বর ছিল না, মুখমণ্ডল ভয়ে কালসিটে, তবু এটুকু ব্যবধান মধ্যে সে একটিমাত্র চোরা ঢোক গিলেছিল, যেহেতু প্রীতিলতা আর বেশী এগিয়ে আসতে পারেনি, যেহেতু গায়ে গতরে, তার নিজেরই, কোনই ক্ষমতা ছিল না, যেহেতু সে, প্রীতিলতা, যে যূথীর মুখে না-পাওয়ার দুর্দ্দৈব তৎসহ না-মাজা বাসনের মত ময়লা—এই 'না-মাজা' কথাটা তার আপনার ইজ্জতে লেগেছিল, যেহেতু 'না-মাজা' কথাটায় এই সংসার, এখনকার দিনের পরিচ্ছন্ন দৈন্য-উপহত চেহারাটা ছিল, যেরূপে বীজমধ্যে বৃক্ষের ছায়া পর্যন্ত নিহিত থাকে ; এবং দীনা প্রীতিলতার মধ্যে দিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস বয়ে গেল ; এখন সে থমকে দাঁড়াল ।

প্রীতিলতা অন্য আর একদিক থেকে নিশ্বাস নেবার জন্য ছোট বারান্দার আর আর দিকে চাইল ; এখানে সেখানে সাতবাস্‌টে অন্ধকার—বালতি আর টোল খাওয়া ডেকচির জল ছাড়া, আর কোথাও যে সকাল হয়েছে এ সত্যের উল্লেখ নেই ; প্রায়-ঢাকা বারান্দার উপর দিয়ে এক লুপ্ত আকাশ দেখা যায়, যাতে করে মনে হয়—তারা যেখানে আছে, সেটা পৃথিবী । অবশ্য, মেঘমন্দ্র প্লেনের শব্দ, কচিৎ মোটরের হর্ন, অথবা কখনও সাইরেন আছেই ; এতদ্ব্যতীত রাত্রে হরিধ্বনি থেকেও বীভৎস হয়ে উঠে মানুষের কণ্ঠস্বরের নামে উত্তাল উদ্দাম পোড়ার আওয়াজ, মনে হয় এক আপনাকেই কামড়ায়—ধনীরা সুখী কেননা এ-হেন মর্ম্মন্তুদ আওয়াজে তারা পাশবিক অত্যাচারীর সদর্প-মাভৈ ধ্বনি শুনে আপনার দ্বার অর্গলবদ্ধ করে ; সুতরাং তারা নিশ্চিন্তে ঘুমায় । অন্যপক্ষে, সামান্যা রমণী প্রীতিলতা তাদৃশ চর্ম্ম-লোল-কারী টঙ্কার শ্রবণে অন্নবস্ত্র নিমিত্ত নিশ্বাস স্থগিত রাখে, আপনার গৃহস্থালীর কতিপয় ফাঁকা বাসনপত্রে হাঁড়িতে, এ আওয়াজ নির্দ্দয়ভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে, তখন সে আত্মরক্ষাহেতু আপনার বক্ষদ্বয়ে হস্তস্থাপন করে, তবু বেচারীর শীর্ণ একটি হাত কপালে করাঘাত করতে ছুটে যেতে চায়, এবং সে কোনরূপে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে 'নারায়ণ-নারায়ণ' বলে কোনক্রমে হাতের তালু দেয়ালের গায়ে এঁটে ধরে, হাঁকায়, মনে হয় সে যেন বা পালাচ্ছে ; রুগ্ন শুষ্ক শক্ত হিম ওষ্ঠপুট জিহ্বা দ্বারা অল্প অল্প বুলাবার চেষ্টা করে এবং পাগল চোখে এদিক সেদিক তাকায়, মনে হয় এ রৌদ্রকর্ম্মা, সে-আওয়াজ তাকে যেন টানছে, ডাকছে । সে 'না, না' বলে উঠেছে তবু ঘাম হয় এবং ঝটিতে 'লতি-যূথী' বলে ডাক দিয়ে আপন কন্যাদ্বয়ের সাড়া নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনস্থ করে ঝুল ঝেড়ে ফেলবে, পয়সা পেলেই পরনের কাপড় ধোপ-দুরস্ত করতে হবে তাহলে এ-দুঃসহ আওয়াজ তাকে—তাদের তার চিনতে পারবে না ! কিন্তু অনেক শূন্যতা, অনেক পাগলা সেলাই তাকে, প্রীতিলতাকে অতিমাত্রায় ছোট করে ।

এখন, প্রীতিলতা আপন গর্ভজাত কন্যা যূথীর দুঃখময় সুখের দিকে চাইল, ফলে হঠাৎ-নিভে-যাওয়া মনটা দুর্দ্ধর্ষ লাল হয়ে উঠল, রক্তস্রোত স্ফীত তাতাথৈ, যদিও সে নিজে ভেবে পায়নি, এমনধারা এক বিচ্ছু খেউড়ে নিষ্ঠাবতী বিধবা খেতুর মাকে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য করতে পারে, যার ফলে তার পেটটা যেন বা ভরে গিয়েছিল, পরিধেয় বস্ত্রসকল নিরবচ্ছিন্ন, তা ছাড়া শুভ্র ; মুহূর্ত্তের জন্য সে রৌদ্রকর্ম্মা আওয়াজের ফাঁদ থেকে অনায়াসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অব্যাহতি পেয়েছিল—প্রীতিলতার দেহটা যেমত বা দেহ থেকে ছুটে বার হয়ে চলে গেছে, নিমেষের জন্য লজ্জাও তার হয়েছিল যেহেতু যূথী তার কথাটা, খেতুর মার প্রতি, নিশ্চয়ই শুনেছিল। তাদের মত ঘরে এমন কুৎসিত কথা শুনলেও পাপ হয়! এ-কারণেই রক্ত তার দিঙ্মণ্ডলকে প্লাবিত করে, উক্ত কথার স্মৃতি মেয়ের মন থেকে মুছে দেবার নিমিত্তই সে ক্ষিপ্রবেগে ছুটে গিয়েছিল, এবং এই আশাতীত দুর্বিভাব্য গতিবেগে যূথীকে পার হয়ে, ক্ষণেক থেমে, আশ্চর্য, পলকেই নিশ্চয় করে, অসম্ভব ঢঙে পুনশ্চ কন্যাকে প্রদক্ষিণ করে—বাজিকর যেমন মড়ার খুলিকে কেন্দ্র করে, সাপুড়ে যেমন সাপকে কেন্দ্র করে, পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে—এসময় নাবালিকা যূথী আপনার রক্তাক্ত হাতখানি অন্য কোন উপায় না দেখে তুলে ধরেছিল।

এখানকার, বারান্দার, ধূমসদৃশ আলোয় রক্তাক্ত হাতখানি দেখতে দেখতে প্রীতিলতার চিত্তবিভ্রম ঘটে; সহসা, তাই, সে নতজানু হয়ে বসেই যূথীকে জড়িয়ে ধরেছিল। সেই সেঁকো কদর্য্য অভাবের মধ্যেও—যে গভীরতা গীতের শুদ্ধ পর্দ্দায় থাকে, যে গভীরতা জলে প্রতিফলিত তারায়, যে গভীরতা শিশুর হাস্যের রহস্যের মাধুর্য্যের প্রাণধর্ম্ম—এ-গভীরতা সহজেই সে খুঁজে পেলে ঘুমজড়িত কণ্ঠে সে বলেছিল, 'খুব কেটেছে।'

যূথী এখন মার বাহুবন্ধনে, ঈষৎ সলজ্জ আপন হাতের প্রতি নজর রেখে, অতীব ধীরে মাথা নাড়িয়েছিল।

এখন তারা ঘরে। যূথীর আঙুলটি বাঁধা হয়েছিল, সে মার কোলে ঠেস দিয়ে আর লতি আর এক পাশে, তারা দুই বোন একটি কথাও বলেনি, এক তক্কে বুঝেছিল যে আমরা বড় নিঃসহায়। এবং মার দিকে বড় বেশী করে ঘেঁষে বসেছিল, প্রীতিলতা এইটুকু উষ্ণতার মধ্যে, এমন হতে পারে যে, সচেতন হয়ে উঠেছিল, কেননা সে যূথীর মাথার উপরে আপন গণ্ডস্থল স্থাপন করে, পরক্ষণেই তার নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে উঠল, যেহেতু গন্ধকের মত ঘৃতকুমারীর মত এক ধরণের গন্ধ তাকে বিপর্য্যস্ত করে, সুতরাং প্রীতিলতা, ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত উঠে বসে, আড়ে চাইল, সে এখন কঠিন! এ সময়ে তার মনে হয়, মনে পড়ে, কি অদ্ভুতভাবে দুইজনে পিঁপড়েকে অনুসরণ করেছিল, একজন হামাগুড়ি দিয়ে, আর একজন বেঁকে হাঁটুতে হাত দুটি রেখে, অল্পকাল পরে পরেই তাদের দ্রুতগতি দেখা যায়, মাটি থেকে মুখ সরিয়ে ঝটিতি যূথী লতিকে বলেছিল, 'এই, মা দেখছে কি না দেখ', এতে লতি যখন এদিকে চায়, তখন তার মাথাটা বই পড়ার মত করে নেড়েছিল, আর যূথী লতিকে লক্ষ্য করতে গিয়ে পিঁপড়েটিকে হারিয়েছিল! সারাটা মেজেতে চোখ বুলিয়ে যূথী সখেদে বলল, 'হ্যা!' লতি হঠাৎ চাপা গলায় বললে, 'দিদি এই যে!' আঃ সুন্দর, রুক্ষ, দিবালোক, লাল আনুগত্য, সবুজ যেমন বৃষ্টির অনুগত, বৃষ্টি যেমন মেঘের, মেঘ যেমন বাষ্পের, বাষ্প যেমন নীলাব্ধিবসনার। এরপর দুই বোন 'লাইন লাইন' বলে চেঁচিয়ে উঠল। এ লাইন বন্ধ জানালার ফুটো দিয়ে চলে যায়; দুই বোনই দেখেছিল, মধ্যে পগার তারপর যে বিরাট বাড়ি তারই খানিকটা, যে বাড়ি থেকে কালোয়াতি গান আসে, ফোড়নের গন্ধ আসে, বিড়ালের ঝগড়ার শব্দ আসে। বেচারী লতি বলেছিল, 'দিদি আমরা যদি পিঁপড়ে হতাম'—প্রীতিলতা জননী হয়েও এ দৃশ্য কোন এক অন্তরাল থেকে দেখেছিল, কোন এক মন দিয়ে শুনেছিল! এ কথা স্মরণে তার গায়ে যেন বা কাঁটা দিয়ে উঠল! প্রীতিলতা ভীতা।

ঠিক এমত সময়ে একটি কাশির আওয়াজ, সে আওয়াজে বটগাছের শিকড় পর্য্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্থায়ী হয়ে যায়, প্রীতিলতার প্রাণপুরুষ কেঁপে উঠল। প্রীতিলতা আপনার দৃষ্টিকে রূঢ় করে কব্জা করে রেখেছিল সম্মুখের অনেকটা সিমেন্ট করা ড্যাম্প সিক্ত দেওয়ালের দিকে, অথচ বিস্ময়কর এ কথা যে, কে যেন বা তার দৃষ্টি দেহ মন সব কিছুকে জানলার দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে, যে জানলায় দু একটা গরাদ নেই, সেখানে দড়ি দিয়ে বাঁধা। প্রীতিলতা অত্যন্ত শক্ত করে নিজেকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছিল, কেননা এসময় কাশির এবং লাঠির ঠক্ ঠক্ আওয়াজ ক্রমে নিকটস্থ হয়, স্বল্পালোকে অদ্ভুত একটু ছায়া পড়বে, এরপর গলির মাঝের নর্দ্দমার ঝাঁঝরিতে লাঠির আঘাতে ঠং করে একটা পাজি আওয়াজ সংঘটিত হবে, আর যে, তার পরক্ষণেই পৌঁছবে, তাদের সূক্ষ্ম গলিতে এবং তাদের রকে—ঐ জানালার পিছনে—ধপ করে গাঁঠরি রাখার শব্দ হবে, আর যে তখনই শ্বাসপ্রশ্বাস দীর্ঘনিশ্বাস সমস্ত কিছু মিলে সঘন অধীরতার শব্দ মিলে একটি পাতাহীন পৃথিবীর রুক্ষতার উদয় হবে। এই ভয়ঙ্কর নিশ্বাস সকলের শব্দ প্রীতিলতার ঘাড়ের অতীব নিকটে অনুভূত হয়, সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, কেননা ঘাড়ের এইটুকু গোপন-অতীব অল্পপরিসর স্থানেই কেবলমাত্র কাম, অভাবের দ্বারা তাড়িত হয়ে আশ্রয় করেছিল, কেননা দেহের মধ্যে অন্য কোথাও দেহ ছিল না, ফলে প্রীতিলতা বিমর্দ্দিত, ত্রাসিত, শঙ্কার, জড়তার, ক্লৈব্যের, শৈত্যের, জাড্যের, হিমবাহ স্বেদবিন্দুর সঞ্চার হল ; সে আপনাকে আর কোনক্রমে আর দৃঢ় করে ধরে রাখতে পারল না, ঝটিতি জানলার দিকে সে ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়েছিল।

জানালার পিছনেই রক, সেখানে, ইদানীং পথশ্রমে যারপরনাই ক্লান্ত—দ্রুত নিশ্বাসে ব্যস্ত হাড়ের খেলা, এ খেলার আশপাশ দিয়ে অন্ধকার সহস্র ছেঁড়া চুলের মত ভেসে ভেসে যায়। এবার ছোট ছোট স্বস্তির কাশির আওয়াজ, এবং অশীতিপর বৃদ্ধের সমস্ত মুখমণ্ডলে যেমত বা ছানিপড়া-মুখখানি, দুঃখময়, গ্রহকবলিত, মুমূর্ষু ঘাড়ের উপর নড়ছিল। অনেকটা কাঁচা সর্দ্দি গড়িয়ে পড়ে স্থির, বৃদ্ধ অদ্ভুতভাবে এদিক ওদিক চাইল, তারপরেই ভগ্নস্বরে গান আরম্ভ করল। গানটা টহলদারী, রেখাবের নিজস্ব বেদনা এ গানের সুরে বর্তমান ছিল।

প্রীতিলতা কখন যে এ গানে আত্মসকার বোধ হারিয়েছিল, তা সে জানত না ; গানটি শুনে শুনে, এই কয়দিনেই, তার ভাল লেগেছে এবং সে আপন মনে, অনেক সময়, গায়। এখন, সহসা সে বুঝতে পারল যে, সে অতিধীরে বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলিয়ে গানটি গাইছে, আর যে, ত্বরিতে লজ্জায়, কাঁধের পিছন থেকে কাপড় তুলে মাথায় দেবার কারণে তুলতে গিয়ে বুঝতে পারলে হাতে কাপড়ের পাড় মাত্র উঠে এসেছে, এবং আর কোন উপায় নেই বলে মেনে নিয়ে সেটাকেই যথাযথভাবে রাখল। কিছু পরে, যূথী-লতিকে বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে আপন দেহ থেকে মুক্ত করত প্রীতিলতা উঠে দাঁড়াল, কারণ এখন, সে ধীরে ধীরে জানলার এক পাশে এসে, জানলার পাট বন্ধ করে দিয়ে, আপাতত শায়িত বৃদ্ধকে এ কয়েক দিনের অভ্যাসবশত উঁকি মেরে দেখবে। এইভাবে দেখার সময়ে তার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল, অভুক্ত দেহ কি এক উত্তেজনায় রিমঝিম করে উঠেছিল। পলকেই স্থান পরিত্যাগ করে যে দেওয়ালে বহুকাল পূর্বে একটি আয়না ছিল, সেখানে এসেই থমকে দাঁড়াল, এখানে একমাত্র জায়গা যেখানে সে আপনাকে আবছায়া দেখতে পায় ! হায় ! সত্যিই যদি আয়না থাকত!

খানিক সেখানে কালক্ষয় করে, উন্মত্ত যেমত, চঞ্চল পদবিক্ষেপে মেয়েদের কাছে গিয়ে তাদের সজোরে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিল, এরা তিনজন কোন কিচ্ছু ভাববার পূর্ব্বেই প্রগল্ভ ভয়ঙ্কর কাশির আওয়াজ শুনতে পেলে। প্রীতিলতার কর্ত্তব্যবুদ্ধিভ্রংশ হয় নি ; সে অসম্ভব উল্টোপাল্টা কণ্ঠে বলে উঠেছিল, 'ওঠ না তোরা, বুড়ো কি মরবে ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই বোন বিশেষ সপ্রতিভ হয়ে উঠল, কর্ত্তব্যপালনে এদের অল্পক্ষণ দিক্‌ভ্রম ঘটেছিল, তারা খানিক সন্তর্পণে বারান্দায় এল, অন্ধকারে খুঁজল। এরপর একজন দরজা খুলে দিলে, ইতিমধ্যে মার গলা এল, 'দেখিস ছুঁস নি যেন।' অন্যজন জল নিয়ে এসে দাঁড়াল। বৃদ্ধ এখন উঠে বসে কাশছিল, ওদের দেখে আপনার টিনটা এগিয়ে দিলে।

বৃদ্ধ অদ্ভুতভাবে দুইহাতে টিনটা মুখের কাছে আনতেই, এ লোল-দেহে যেমত বা বিদ্যুৎ খেলে গেল, দ্রুত একটি হাত সরিয়ে পার্শ্বস্থিত জগদ্দল বালিশের উপর রাখতে যেই গেল, সে-মুহূর্ত্তে খানিক জল তার দেহের এখানে সেখানে পড়ে সাধারণ মনুষ্যদেহের হিম কল্পনা হয়ে দেখা দিল। বৃদ্ধ দু-একটা কাশি সহযোগে জল খায়...।

যূথী লতিকে খুব অল্প-স্বরে বলেছিল, 'কি বোকা, জল গিলে গিলে খাচ্ছে।

লতি গ্যাসের অন্তিম আলোর কিছুটা মুখে তুলে নিয়ে বললে, 'চিবিয়ে খাবে বুঝি!'

যূথী পাখীর মত মুখখানিকে উঠানামা করে বলেছিল, 'আমি ত করি', এবং পরে ইস্কুল মাষ্টারনীর মত করে স্পষ্ট বলেছিল, 'ওতে পেট ভরে যায়।'

লতি এ তত্ত্ব বুঝবার পূর্ব্বেই হঠাৎ ভৌতিক আওয়াজ শুনল, 'ঘরকে যাওনা, ঘরকে যাওনা।' তারা দুই বোন দেখল বৃদ্ধ আপনার বোঁচকাটি দুই হাতে আগলে তাদের ও কথা বলছে। এতে করে দুই বোন ঈষৎ ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু বৃদ্ধের রকম-সকম দেখে মুখটিপে হাসতে লাগল।

বোঝা গেল বৃদ্ধ এবার বেশ রাগ করেছে, যেহেতু, বলেছিল, 'খামাখা দাইড়ে আছ কেন, ঘরকে...ভাল জ্বালা', এ কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতিলতার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'লতি যূথী...'

প্রীতিলতা জানত, বৃদ্ধ কাউকে কাছে আসতে দেয় না কেন, প্রথম যেদিন সে তাদের এ গলিতে এসে আশ্রয় নেয় সেদিনই। তাদের বাড়িতে ঠিক দুদিন পর যৎকিঞ্চিৎ চোকর সিদ্ধ হয়েছিল। তারা সকলেই শুয়েছে, ইতিমধ্যে বৃদ্ধ ভাঙা গলায় গান গেয়ে উঠেছিল। ব্রজ ঘুমের জন্য তখন হাঁকপাঁক করছে, কেন না সে কোনক্রমেই অবশ্যম্ভাবী তথা ভবিতব্যের দিকে আর চাইতে পারছিল না, কেননা আগামী কালের সূর্য্য শুধুমাত্র যে সে জড়ভরত, তা প্রমাণ করার জন্য পুনর্ব্বার দেখা দেবে। কিন্তু এমত সময় প্রীতিলতার ধোঁয়াটে কণ্ঠস্বর তাকে, ব্রজকে, ইহকালের স্যাঁতসেঁতে পৃথিবীর মধ্যে এনে দিয়েছিল। প্রীতিলতা বললে, 'বুড়ো হলে কি হয়, খুব টনটনে জ্ঞান। যখনই যূথী-লতি যায় অমনি মারমুখো হয়ে উঠে...বোধ হয় জানো, বোঁচকায় অনেক টাকা আছে।'

'দূর'

'শুনেছি ভিখারীদের অনেক টাকা থাকে...'

'দূর, লড়াইয়ের বাজারে...টাকা করতেই লোকে...বলে...পয়সা দেবে কে...'

ব্রজর উত্তরের মধ্যে ঊর্ধ্বের সিলিঙের সমস্ত নগ্নতা ব্যক্ত হয়েছিল। ফলে প্রীতিলতা আপনার কব্জির একমাত্র লোহাটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, 'মজা দেখেছ, বুড়ো রোজ দাড়ি কামায়...'

ব্রজ এ-হেন এজাহারে চোখ দুটি খুলেছিল, সম্মুখের অন্ধকার দেখে নিয়ে পুনরায় চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে আপনার দাড়ি দিয়ে হাতের বাজুর কাছে ঘষলে এবং কথার মোড় ফিরোবার জন্য বললে, 'বস্তায় মানে বোঁচকায় চাল আছে...'

প্রীতিলতা ব্রজর কথা শুনে প্রথমে বলেছিল, 'তাই নাকি', তারপর বলেছিল, 'ও'—ছোট কথা অর্থাৎ উত্তর দুটি তার নিজের কাছে কেমন যেন বোকা বোকা ঠেকেছিল। ইতিমধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই যা আত্মনিগ্রহ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল, তা বৃদ্ধের গান, যা এখন সদ্য সদ্য শুনলেও মনে হয় বহুদিন পূর্ব্বে শুনেছি—কেননা এই গানটির মধ্যে আধিদৈবিক পূর্ণতা ছিল, বর্ষার নিশ্চিন্ত ঘুমের মোহ অথবা সুন্দর প্রভাতের সোহাগ এ গীতির ধমনী, এ জগতের মধ্যে পরিচ্ছন্ন গ্রাম, বাপ মা ভাইবোন আকাশ বাতাস, পুষ্করিণীতে হাঁসের সন্তরণ, সব কিছুই ছিল।

সকালবেলা, প্রীতিলতা একটু গুঁড়ো চায়ের পুরিয়া নিয়ে এসে, গতকালের যূথী-লতি সংগৃহীত কাঠ-কুটো দিয়ে উনোন জ্বালিয়ে জল চাপিয়ে দিয়েছিল। অদূরে ব্রজ উবু হয়ে বসে, দুটি হাত তার নিজেরই পায়ের তলায় চাপা, কেননা এ সময়ে তার দাড়ি বড় চুলকাচ্ছিল। চুলকালে পাছে প্রীতিলতার নজরে পড়ে, এবং তারই দুরদৃষ্ট অথবা হয়ত অকর্ম্মণ্যতা স্পষ্টতঃ ওতপ্রোত হয়ে উঠে। বেশীক্ষণ ব্রজকে এভাবে থাকতে হয়নি, যেহেতু তারা দুই বোন খাওয়া-খাওয়া খেলা করছিল।

তারা দুইবোন, যূথী এবং লতি, খাওয়া-খাওয়া খেলা করছিল, এ খেলার মধ্যে নিশ্চয়ই পেটভরা বা তৃপ্তির আনন্দ ছিল না, একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের দক্ষতার কারণে মা-বাবাকে গর্বিত করা। প্রীতিলতা অন্যমনস্কভাবে ধোঁয়া থেকে চোখ ফেরাবার অথবা সকালের আলোকে পড়ে নেবার জন্য কপালে একটি হাত রেখে এদিকে চেয়েছিল। যূথী-লতির ন্যাকা, কদর্য্য, অস্বাভাবিক, পৈশাচিক চর্ব্বণের চাকুম চাকুম শব্দ ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে বড় বিশ্রী লাগছিল ; প্রীতিলতার দেহে এ কারণে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল, সে আর যেন স্থির থাকতে পারল না, ত্বরিতে উঠে ওদের দিকে না গিয়ে সদর দরজার দিকে গিয়েই আপনাকে স্মরণ করার অর্থে আপনকার কেশদাম দুই হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করেই একবার ভেবে নিয়েছিল যে, পিছনের দর্শকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেনি যে, কেন সে বাইরের দিকে যেতে চাইছিল—থমকে দাঁড়াল। তার পরক্ষণেই, ঘুরে সেইভাবে দাঁড়িয়ে, কর্কশ তীক্ষ্ণ আনুনাসিক আওয়াজ করে বলল, 'বসে আছ, মারতে পারছ না ?' ব্রজর পৌরুষ এতাবৎ একগলা জলে নিমজ্জিত হয়েছিল, আপনার কন্যাদ্বয়ের এরূপ খেলা তার সকল কিছুকে অপহরণ করে, তথাপি নিজে থেকে কোন বিহিত করার মত মানসিক ক্ষমতা তার আয়ত্তের বাইরে ছিল, কেননা ভয় ছিল যে যদি করে তাহলে প্রীতিলতা তার প্রতি হয়ত অদ্ভুতভাবে তাকাতে পারে। এখন প্রীতিলতার হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই সে লাফ দিয়ে উঠল, এসময় তার ছেঁড়া কাপড়টা প্রায় খসে যাচ্ছিল, সেটা নিমেষেই ধরে, প্রচণ্ডভাবে অফুরন্ত কিল চড় ঘুষি মারতে লাগল। প্রীতিলতা নিশ্চয়ই আপনার ক্রোধ সম্বরণ করতে পারেনি সেও লতিকে নিয়ে পড়েছিল। দুজনেই, কন্যাদ্বয়, যখন ধরাশায়ী, তখন প্রীতিলতা তার নগ্ন বক্ষদ্বয় দেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে কাপড় সংযত করতে করতে ব্রজর দিকে চাইল, এবং যে ব্রজ তার প্রতি চেয়েছিল। এরপর স্বামী-স্ত্রী জোড়ে, ভূমিলুণ্ঠিত ব্যাকুল ক্রন্দনরত মেয়ে দুটির প্রতি পিছন ফিরে দেখেছিল যূথী উদম ল্যাংটা এ কারণে যে সমস্ত ফ্রকটা খুলে গুছিয়ে তার একান্তে, পাশে লতির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেহটি আভরণহীন, দুজনে মিলে মনে হয় এক মহতী কল্পনার সৃষ্টি করেছে, মনে হয় এরা দুজনেই মধ্যযুগীয় কোন স্থাপত্যের আহ্লাদিত ফ্রিজের (frieze) অংশ, বাপ মা ঐ দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবার কালে দুজনে মুখোমুখি হয়েছিল, দুজনেই অপূর্ব্বভাবে হেসেছিল, হয়ত আপন আপন চোখের জল রোধ করবার জন্যই হেসেছিল।

এদিকে উনুনের জল তখন ফুটন্ত। প্রীতিলতা তাড়াতাড়ি গুঁড়ো চায়ের পুরিয়া খুলে জলের উপর ফেলল এবং একটি ছোট চামচ দিয়ে গুলতে গুলতে ব্রজর দিকে চাইল। ব্রজর কাছে এ চাহনীর অর্থ অতীব সুস্পষ্ট সে অনন্য উপায়ে আপন মেয়েদের প্রতি দৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিক্ষেপ করে, এসময় এক ঝাঁক বোমারু বিমান উড়ে যাওয়ার মর্ম্মভেদী শব্দে তীক্ষ্ণ ক্রন্দনধ্বনি আর ছিল না, ছেলেমানুষ দুটির মুখে শুধুমাত্র ক্রন্দনের ভঙ্গীমাত্র ছিল। ক্রন্দনের অভিব্যক্তি কি অ-ছবিলা!

'আমার ইচ্ছে করে গলায় দড়ি দিতে, না লেখা না পড়া, খালি খাই...খাই....কোথাকার দুর্ভিক্ষ হাভাতের ঘর থেকে যে এসেছে ভগবান জানেন....' প্রীতিলতা বলেছিল।

এ কথায় ব্রজ ভেবেছিল পুনরায় মারবার হুকুম আছে, তাই তার দেহটা ঈষৎ উঠতে গিয়ে থেমে গেল, একারণ যে, এখন সে আর এক কথা ভাবছিল—ভাবছিল নয়ত, পাচ্ছিল—ভয়ঙ্কর দুঃসহ গলিত ঘৃণ্য কদর্য্য গন্ধ, অনেক মৃতদেহের গন্ধ—মানুষেরা কি আদতে মাছ—অভুক্ত তথা বুভুক্ষু জীবিতদের শবের গন্ধ নিশ্চয়ই এরূপই হয় ফলে এ কথায়, নিজের জন্য অবশ্যই ব্রজর যথেষ্ট লজ্জা হয়েছিল।

এখন প্রীতিলতা অনেক কথা বলে চলেছে, 'এই ধাড়িটাই ছোটটাকে পর্য্যন্ত নষ্ট করলে—কথা সব শুনলে গা জ্বলে যায়, সেদিন বলছে, ঘরে বসে শুনছি', বলে অসম্ভবভাবে যূথীর কণ্ঠস্বর নকল করে তথা ভেঙিয়ে বলেছিল, 'লতি মেঘ কি করে হয় জানিস—হাজার হাজার বাড়ির রান্নার ধোঁয়া মেঘ হয়, ওটা না রুই মাছের ঝোলের মেঘ—ওটা না সোনা মুগের ডালের মেঘ'....' এ কথা শেষ করেই অদ্ভুত করে ভেঙাতে গিয়েই, প্রীতিলতা ভয়ঙ্কর ত্রাসে কম্পিত, সে বড় অবাক হয়, কেননা নিমেষেই তার সম্যক উপলব্ধি হয়েছিল যে বহিরাগত ত্রাস তার দেহে সঞ্চারিত এবং রক্তকে যা হেতুহীন করেছে। এইপ্রকার জ্ঞানোদয়ে সে বুঝেছিল তার সুন্দর আয়ত নয়নযুগলের একটি ছোট যুগপৎ অন্যটি বড়, এবং বিশেষ পরিমাণে উষ্ণ। প্রীতিলতা, এমন মনে হয়, তার ইদানীং স্বভাবসিদ্ধ যন্ত্রণায় চীৎকার—কি আর্ত্তনাদ—করে উঠতে চেয়েছিল, এ কারণে যে তার মুখ চীৎকারকারীর ন্যায় ভাঙাচোরা অথচ কোন আওয়াজ নেই, পরক্ষণেই যেহেতু সে স্ত্রীলোক সেইহেতু আপনাকে সংযত করতে পেরেছিল। এ কথা যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি যে প্রীতিলতা সেই ত্রাসকে প্রতি-আক্রমণ করতে অথবা ত্রাসের ভাবনা থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছিল। গরম চায়ের খানিকটা চুমুক দিতেই সে বুঝতে পারলে, দেহে অজস্র শিরা-উপশিরা বর্ত্তমান, এবং সে আপনকার হাঁটুদ্বয় প্রজাপতির পাখার ন্যায় ধীরে বিভক্ত করল, ঝটিতি বন্ধ করে এবং পুনরায় এ কার্য্যে সে ব্যাপৃত হয়—কারণ তার গাত্র উত্তপ্ত, চোখে লজ্জা অথচ দেহ-প্রজ্বলন-হেতু বৃশ্চিক নিশ্বাস প্রবাহিত হয়নি অথচ তৃপ্তির পূর্ব্বেই অথ খণ্ডিতা লক্ষণনিচয় ওতঃপ্রোত ; মনে হয়, নিশ্চয় দেহগত ত্রাসকে দুষ্পূরণীয় কাম দ্বারা জর্জ্জরিত করতে চেয়েছিল, বলেছিল, 'ওই বুড়োটাকে আজ বলে দিও, বড় ভয় ভয় করে....কার মনে যে কি আছে...বলা যায় না' বলেই শায়িত উলঙ্গ মেয়ে দুটিকে বলেছিল, 'মরণ—ওঠ্ না বুড়োধাড়ি নির্লজ্জ বেহায়া', বলেই গলা নামিয়ে বলল, 'বুঝলে.....'

ব্রজ বুঝল, যদিও এ-হেন আপৎকালে দীন-ভিখারী-জনিত প্রীতিলতার ইঙ্গিতের পিছনে কোন সুস্পষ্ট ছবি সে দেখতে পায়নি অথবা আদৌ ছিল না। কেননা মন নির্জ্জনতা-অন্বেষী নয়, কেননা মন দ্বীপ-সন্ধানী নয়, তথাপি বলেছিল, 'পাগল!' ইস্। ভাত যদি থাকত তাহলে সে অনায়াসে এ-মিথ্যা ভয়ের, ত্বরিতেই, সুযোগ নিতে পারত।

'না না বড় ভয় করে'—এ কথায়, অন্য কিছু নয়, প্রীতিলতার আপন ত্রাসের উল্লেখ ছিল। আয়না থাকলে, দেখতে পেত যে সে, যারা এখন সমস্ত শহর-কলকাতায় ভূগর্ভের অন্ধকার ছড়িয়ে দিচ্ছে—তাদেরই মধ্যে একজন। কিন্তু সে হার মানবার মত দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। কেননা তার কাছে একটা পাড়ই যথেষ্ট—যূথী কাদের বাড়ি থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনোরম নয়ন-অভিরাম জরীর পাড় নিয়ে এসেছিল, সেটি প্রীতিলতা আপনার গায়ে জড়িয়ে দুই মেয়েকে দেখিয়েছিল, তারা মাকে এরূপ সজ্জায় দেখে চকিতে শিল্পী হয়ে যায়, তারা রহস্য যে কি তা বুঝেছিল, যে রহস্যে বলাকা-চিহ্নিত শ্যাম আকাশের বৈচিত্র্য, নীল সাগরের বারিরাশির মধ্যে সন্তরণবিলাসী আলোক, তারই পূর্ণ হেমকান্তি ধরেছিল। যূথী-লতি আর স্থির থাকতে পারেনি, এরই মধ্যে যূথী বুদ্ধি করে জানলাটা আরো ভাল করে খুলে দিয়েছিল যাতে মায়ের দেহ জুড়ে যে আলো, তা দূর শতাব্দীর স্মৃতির মধ্যে, তাকে কোলে নেওয়া যায়—এরপর দুজনেই মাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরেছিল, মনে হয় তারা যেমত বা অতিশয় ভীত, শঙ্কিত।(ভগবান! তুমি অন্তরে থাকতেও মানুষের এত ভয় কেন!) প্রীতিলতা অবশ্যই হার স্বীকার করবে না। সে কোনদিন মরা মাগুর মাছ খায়নি, কাউকে খেতেও দেয়নি। সে হাভাতের একজন হতে কোনক্রমেই পারবে না।

প্রীতিলতা মুখ ঘুরিয়ে বসে, এদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে পরক্ষণেই সে সেইদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বসে। পুনরায় সেদিক থেকে অন্যদিকে। কিন্তু এই মেয়ে দুটি! মনে হয় এরা বীভৎস, এরা ক্রমশঃ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। ব্রজর প্রতি রাগ করার কিছু নেই, এ কারণে যে ব্রজর প্লুরিসিই তার কাল, উপরন্তু তার অক্ষমতা—দুই মিলে তার সমস্ত স্বপ্ন শুধু নয়, জীবনকে বানচাল করেছে। এখন এ সময় একটা টিউশানি পর্য্যন্ত নেই, শহরে অনেকে নেই যারা আছে বোরখা-পরিহিত আলোয় ভৌতিক। তারা সকলেই পরমায়ুকে সব কিছু বলে ধরে নিয়েছে। প্রীতিলতাদের কণ্ঠস্বর ফাঁকা হাঁড়িতে প্রতিধ্বনিত হয়, এতে করে আর কারও না হোক প্রীতিলতার গা ছম্‌ছম্‌ করে। তখন এ ভয়কে ঠেকাবার জন্য বৃদ্ধের গীতটি প্রথমে গুনগুন করে গেয়ে যেন আরোগ্য-স্নান করে।

কিন্তু কতক্ষণের জন্য এ গীত! পলকেই প্রীতিলতার দৃষ্টিপথে উদয় হয় এখানে সেখানে জমে থাকা আবর্জ্জনা যেমত অযত্নের গৃহের মাকড়সার জালের মত শঙ্কাপ্রদ অন্ধকার! এ-অন্ধকার ফাংগাস-শীল। প্রীতিলতা মনকে ফেরাবার জন্য তৈজসপত্রের কিছুটা সংস্কার করতে মনস্থ করেছে কিন্তু বাড়িতে এক ফোঁটা ছাই নেই। ছাই নেই তাতে কি, যূথী-লতি ত আছে। যূথী-লতি ছাই নিয়ে এসে খবর দিল, 'মা আমরা মোড়ের পাঁশগাদায় গিয়ে ছাই তুলব, এমন সময় গিয়ে দেখি বুড়োটা....'

'বুড়োটা' শুনেই প্রীতিলতার গায়ে হিমপ্রবাহ খেলে গেল, আপনার শৃঙ্খলিত অস্থিসমূহের বিশৃঙ্খলতার শব্দ শোনা গেল, তবু আপনাকে সংযত করতে সে বলেছিল, 'ছিঃ, বুড়োটা বলতে নেই....আমাদের অমন করে কথাদ বলতে নেই....'

যূথী এতে, এখন, থেমেছিল ; ফলে লতি দিদির মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলতে লাগল, 'জানো মা, বুড়ো....মানে বুড়োমানুষ' বলে মার মুখের দিকে চেয়ে অল্প হাসবার চেষ্টা করেছিল, 'বুড়োমানুষ রাস্তায় বসে কাশছে, তার গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে....'

শুনে যেটুকু মন সাড়া দিয়েছিল সেইটুকু দিয়ে এদের মা বলেছিল, 'বলিস কি!' বলেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, যেহেতু এরূপ সমাচার তার মধ্যে ধূমায়িত হয়ে এক অভূতপূর্ব্ব বিদ্যুৎ-সম্ভূত রোশনাইয়ের সৃষ্টি করে, এমন কি দুটি হাত ছেলেমানুষের মত হাততালি দেবার জন্য খানিক অগ্রসর হয়েছিল ; সে সেইভাবে হাত দুটি রেখে কিম্ভূত এক প্রশ্ন করে ফেলল, 'আঃ কোথায় সে মর....' কথাটা 'মর'-এ এসেই থেমে গেল, 'বে' অক্ষর যোগে সম্পূর্ণ হয়নি। যূথী-লতি মার এহেন পদ রচনাটা যথাযথ বুঝে উঠতে পারেনি, তারা অবাক হবে কিনা এ কারণে দুজনে দুজনের দিকে চেয়েছিল, ইতিমধ্যে শুনল তার মা পুনর্ব্বার সংশোধন করে বলেছিল, 'বেচারাকে কোথায় দেখলি ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মোড়ে—কাশছে আর রক্ত পড়ছে....' এরপর তিনজনেই স্তব্ধ, তিনজনে তিন জনকে অদ্ভুত বিশেষ রূপে নিপট গম্ভীর দেখেছিল। প্রীতিলতা, এ কথা ঠিক যে, এই মুহূর্তের জন্য অন্ততঃ ছেলেমানুষ ভাবেনি। সহসা এই স্তব্ধতার মধ্যে থেকে, কচি কচি মুলো দিয়ে আধা সর্ষে বাটা দিয়ে ডেংও ডাঁটার চচ্চড়ি বেশ খানিকটা গুড় দেওয়া—স্বাদ পেল। এতে করে একটি ঢোক গিলেই, গলিত শবদর্শনজনিত ভীতি তাকে, প্রীতিলতাকে, অতিমাত্রায় কুক্ষিগত করল। কখন যে আপনকার ছিন্নভিন্ন অঞ্চলপ্রান্ত খসে পড়েছিল তা তার খেয়াল হয়নি এ কারণে যে এখন সে সেই প্রথম ভোরের মোহমুক্ত সজল গীতটি গুনগুন করছিল, কেননা এই গীতে অদ্য সকালের একটি দৃশ্যকে সে মুছে দিতে চেয়েছিল।

প্রীতিলতা, তখন, ছোট করে আগুন জ্বালিয়ে একটু চোকর সিদ্ধ করছিল ; যূথী আর লতি নিকটে বসে আনন্দে নিজেদের আর সামলে রাখতে পারছে না, তারা বাবু হয়ে বসে আপন আপন হাত কোঁচড়ে ঠেসে রেখেছিল, মাঝে মাঝে কাঁধ উঠছিল। এমত সময়ে লতি জানলার বসানের দিকে দেখে বললে, 'মা দুটো আমলকী ফেলে দাও না—বেশ টকটক হবে।' জানলার বসানে বহুদিন পূর্ব্বে আনা ত্রিফলা পড়েছিল। লতির কথায় প্রীতিলতা গোটাকয়েক আমলকী বেছে নিয়ে ফুটন্ত চোকরে ফেলে দিল।

লতি আহ্লাদে সমস্ত দেহকে কেমন একভাবে মুড়ে ফেলতে চাইল, অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়েছে সে, এই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে অর্থাৎ মাকে খুসী করবার মানসে বলেছিল, 'ভাতের থেকে আমার চোকর খুব ভাল লাগে।'

যূথী আপনার নীরবতার বোকামী থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য যোগ দিল, 'ভাতের থেকে চোকর একশগুণে ভাল, হাই ক্লাস...' মুখখানা এ সময় এমন বিসদৃশ করেছিল যে তার কানটা মলে দিতে ইচ্ছা করে।

প্রীতিলতা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠে বললে, 'থাক, থাক, আর চোকরের গুণ গাইতে হবে না...লোককে যেন বোলো না আমরা চোকর খাই।' এই শেষ উক্তিতে প্রীতিলতা আপনাদের ঘরগত চরিত্রের পরিচয় দিয়েছিল। এর পরেই সে চোকর পরিবেষণ শুরু করে।

লতি আপনার পাশতলা থেকে একটি চামচ বার করে বললে, 'আমি সাহেবদের মত খাই' এ কথা শেষ না হতেই যূথী সুকৌশলে চামচটা কেড়ে নিল, ফলে দুজনে মারপিট বেধে গেল। এ কারণে থালা উল্টে পড়েছিল, যূথী পা দিয়ে লতির থালাও উল্টে দিল। প্রীতিলতা খুব সহজেই দুজনকে প্রচণ্ড দুই চড়ে শান্ত করে পড়ে যাওয়া চোকরের দিকে চেয়ে অদ্ভুত এক দেহভঙ্গী করে মুখ ফিরিয়ে ঘরে যেতে যেতে বললে, 'তুলে খেয়ে ফেল' ; এই কথাটা বার হতেই এক ঝলক ত্রাস এসে তার দেহে প্রবেশ করেছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরের জানলার দিকে চেয়েছিল, খানিকটা নির্ঝঞ্ঝাট স্থান সেখানে বর্ত্তমান, খানিকটা অব্যক্ততা সেখানে ওতঃপ্রোত। এইটুকু দর্শনে প্রীতিলতা বলেছিল, 'বেচারা' আর যে, সে অন্যমনস্ক ভাবে কোন আপনজনের সঙ্গে প্রত্যহের আগন্তুক হাড়ের খেলাকে মিলিয়ে নিতে চেয়েছিল, ভেবেছিল 'বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, এমনই হতেন।' এ সব কথার কারণ এই যে, আপনজন হলে মানুষ অনায়াসেই নিগূঢ় বেদনা অনুভব করতে পারে।

ব্রজ আজ দুদিন কোন কিছু আনতে পারেনি, গতকাল সে বলেছিল, 'আজ এক অদ্ভুত জিনিস দেখলুম জানো—এক ভদ্রলোক লোঙ্গরখানায়....' আর কথা বার হয়নি, অনুক্ত কথার স্বর তার বিশ্রী দাড়িতে ঘোরাফেরা করতে লাগল, শায়িত প্রীতিলতা একটা চোখ খুলে ভয়ঙ্করভাবে চেয়ে থেকেই ঝটিতি উপুড় হয়ে শুয়েছিল, ব্রজ স্ত্রীর ব্যবহারে সত্যিই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্থিহীন হয়ে পড়লে। সে ধীরে ধীরে বসে পড়ল। অন্যপক্ষে, প্রীতিলতা, খানিক সামলে উঠে বসে হঠাৎ ব্রজর হাত ধরে, 'আমার বুকে হাত দিয়ে বল, কখনও এসব গল্প....আমার বড় ভয় করে', বলে আস্তে হাত সরিয়ে পুনরায় তড়িৎগতি স্বামীর হাতে হাত রেখেই ভীতভাবে বলে উঠল, 'আবার জ্বর—তাহলে....'

'একটু গা গরম....'

প্রীতিলতার কণ্ঠস্বরে ম্লান সন্ধ্যার মমত্ব ছিল, যে মমত্ব দীর্ঘশ্বাসের পরমার্থ, যে মমত্ব কিশোরীর লজ্জার লাল ; আপনকার ধমনীসমূহকে ত্বক বিদীর্ণ করত বাইরে আনতে ব্রজর ইচ্ছা হল কেননা প্রীতিলতার প্রশ্নে নয় আগ্রহে, আগ্রহ নয় অনুভূতির মধ্যে সময়ের বিবেচনা ছিল, পূর্ণতা ছিল, যে পূর্ণতা দ্বারা রমণীরা চিরকাল ভালবেসেছে। অতএব এরূপ প্রশ্নে ব্রজ কিছুটা ঘর্ম্মাক্ত হল।

অন্যপক্ষে প্রীতিলতা আপনার আঁচল দ্বারা স্থানটি সংস্কার করে, যূথীকে বলতে গিয়ে দেখল সে ঘুমিয়ে, লতির মুখে বুড়ো আঙুলটি, সে বলতে গিয়ে নিজেই উঠে দাঁড়াল। ব্রজ মাটিতেই শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল কিন্তু প্রীতিলতা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠে, 'ও কি মাথা খারাপ নাকি—আশ্চর্য্য আজ মাসখানেকও হয় নি ভুগে....' বলে মাদুরটা মাটিতে খানিকটা গড়িয়ে দিয়ে, একান্ত তখনও তার হস্তগত, অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে প্রথম ছোট একটি হাঁ করে ব্রজর প্রতি চোখ তুলে ধরেছিল বলেছিল, 'জানো বুড়ো মিনষের নাকি মুখ দিয়ে...'

ব্রজ নিজের অসুস্থতার কারণে অর্থাৎ সে নিজে ভুগছে, স্ত্রীর কথায় ভীত হবার পূর্ব্বেই বলেছিল, 'দূর...'

'আমারও তাই মনে হয়...দাঁত ফাঁত দিয়ে হয়ত পড়েছে থাকবে...' এই বলতে বলতে মাদুর পেতে দিয়ে বললে, 'ভেবেছিলাম তোমাকে বলব, ওকে এখান থেকে চলে যেতে, তোমার শরীর...'

'আঃ দূর'

'তা পয়ে ভাবলুম কিছু ত দিতে পারি না, অন্তত একটু জায়গা, কি বল...গরীবকে দিলে ভগবান মুখ তুলে...'

পুনরায় অভুক্ত স্তব্ধতা। ব্রজ জ্বর-উত্তপ্ত চোখেই ভাবছিল, খুব আশ্চর্য্য নয়, প্রীতিলতা গান গাইত, প্রীতিলতার কণ্ঠস্বরে লালিত্য ছিল। এখন, বিশেষত আজ তার—একদা মায়াবিনী প্রীতিলতার—কণ্ঠস্বরে ক্রমাগত বালি ঝরার ভয়াবহতা। কে মনে নেই, একদা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'জ্বলল আঁধার নিভল আলো' এর মানে কি, ব্রজ নির্ব্বোধের মত এই হেঁয়ালির দিকে চেয়েছিল। তেমনি এই কণ্ঠস্বরের দিকে চেয়েছিল, অর্থ করতে পারেনি, হেঁয়ালির অর্থ যে পেট তা ব্রজর বুদ্ধিতে আসেনি—উদর যখন জ্বলে তখন সকলই অন্ধকার, উদর প্রজ্বলন হেতু আলোক, হায় কি অন্ধকারময়ী ! তারাই ধন্য, যারা খাবার দেখলে সত্যি সত্যি যারপরনাই ভীত হয়।

অনেকক্ষণ পর অসম্ভবভাবে ঘুম ভেঙে গেল, দেখল ছিন্নভিন্ন বস্ত্রে ভূষিতা প্রীতিলতা, আপনকার হাঁটুতে মাথা রেখে নির্লজ্জভাবে ঘুমিয়ে ; অদূরে কন্যাদ্বয় দেওয়ালে—ভিজে ভিজে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কান্নার বীভৎসতা প্রকাশ করছে ; একারণে ব্রজ রোজগারি বাপের মত বিরক্ত, সে উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড চড় মারার জন্য কিঞ্চিৎমাত্র চেষ্টা করতেই, দেখল যে তার দুর্ব্বল দেহটা দেওয়ালের সঙ্গে গিয়ে আঘাত খেলে : ইচ্ছা দেহটা যুত করতে পারেনি। খানিক দেওয়ালের কাছে সেইভাবে সে দণ্ডায়মান ছিল।

যূথী-লতি কান্না থামিয়ে চোখ বড় করে, প্রীতিলতা চোখ খুলে তাকিয়েছিল—প্রীতিলতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু মাথা তোলে নি, ফলে যে দুঃখময় রেখা তার দেহ ভর করেছিল তা অদৃশ্য হয়ে যায়নি, কি দুগ্ধহীন-স্তনক্ষুব্ধ সে রেখা !

প্রীতিলতা বুঝেছিল, ব্রজ বার হচ্ছে, কেননা এখন সে অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে আপনার প্যান্টুলুনের ভাঁজ ঠিক করেছিল। প্রীতিলতা প্রশ্ন করল, 'কোথায় ?'

'বালিগঞ্জ।'

প্রীতিলতা দক্ষিণ দিকে চাইল, কেননা বালিগঞ্জ দক্ষিণে, মনে হল সেখানে কি মৃত্যু নেই...আর্ত্তনাদ নেই ! যে আর্ত্তনাদ আরও প্রবলতর হয়ে তাদের দরজায় ফিরিঙ্গি কায়দায় আঘাত করছে। প্রীতিলতা ভয়ে আপন মুখমণ্ডলে বস্ত্রপ্রদান করেছিল। সে ত্রস্ত শঙ্কিত। সমগ্র পৃথিবীটা যেন বা ডাক্তারবাবুর কম্পাউণ্ডার নিমাই জগমণির মত, অনেকটা ধুকুড়ীয়া বাগানের আখমাড়া ম'ম' করা রাঙ্গি যেন, যার হাস্যে সদ্য কাঁচা সর্দ্দির আদুরে আওয়াজ, পাটের রকমারি রঙে উদ্‌ব্যস্ত রুমালে বটবৃদ্ধ শরীরটা ঢেকে বসে আর যাই হোক এ দৃশ্য খুব সুন্দর নয়।

প্রীতিলতা মুখমণ্ডলের বস্ত্র সরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'ফিরতে ত...'

হ্যাঁ সাতটা আটটা...' ব্রজ এই উত্তর দিতে দিতে চলে গেল। প্রীতিলতার মনে হল কোথায় যেমন বা ব্রজ অদৃশ্য হয়ে গেল। কি দুর্দ্ধর্ষ রহস্য ! মানুষ যে দোমড়ান অনন্ত বৈ অন্য নয়, সে সত্য বুঝবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে প্রীতিলতা প্রীতিলতার মধ্যেই থেমেছে এবং গুনগুন করে সেই গীতধ্বনি করেছিল।

এখন সে শুয়ে, সে যখন ভাবছিল, ব্রজ দুটি ভাত না পেলে আর উঠতে পারবে না, ঠিক এমত সময়ে, যূথী প্রায় মার ঘাড়ের উপর পড়ে দ্রুত নিশ্বাসে বলেছিল, 'মা দেখ লতি কি কুড়িয়ে খাচ্ছে...'

অচিরাৎ জ্যা-মুক্ত ছিলার মতন প্রীতিলতা উঠে দাঁড়াল, সত্বর বারান্দায় গিয়ে লতির সম্মুখে দাঁড়াল। ক্ষণেকের জন্য মার মনে হয়েছিল, আমার কি যূথীর মত হিংসে হয়েছে ! সঙ্গে সঙ্গে একটি চড়ের আওয়াজ শোনা গেল—এ চড় লতির গালে প্রীতিলতাই মেরেছিল সঙ্গে সঙ্গে লতির মুখ থেকে কি যেন ছিটকে পড়ল। পলকেই প্রীতিলতা এবং যূথী ছুটে গিয়ে দেখে, জলসিক্ত হরীতকী...। ছোট একটা নিরেট নিপট আর্ত্তনাদ—আর্ত্তনাদের সঙ্গেই ধ্বনিত হয়েছিল বহু পূর্ব্বে সেনেটে উক্ত লাটিন ডায়লগ : 'এবং তুমিও !' এ দৃশ্যে পরক্ষণেই প্রীতিলতা জলদগম্ভীর রৌদ্রকর্ম্মা আওয়াজ শুনেছিল।

প্রীতিলতা সমাগত পবিত্র সন্ধ্যাকে কশ্চিৎ জলপ্রপাতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেরূপ সদাই বিষণ্ণভাবে শেষ হয়, তেমনি তার দক্ষিণ হস্ত থেকে ধ্যানপ্রসূত কতিপয় নকসা অদৃশ্য হল। সে সেই গীতটি ক্লান্তকণ্ঠে, ছোট ঘরের মধ্যে মন্থর গতিতে ঘুরে, ঘুরে, গাইছিল। ঘরে আর অন্য কারও নিশ্বাস ছিল না। এ কারণে যে যূথী-লতিকে বাপের জন্য অপেক্ষা করতে এই কিছুক্ষণ আগে মোড়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।

এখন অন্ধকারে কোথায় যে সে, এ কথা ভুলে গেল, সে সত্যই দেওয়ালে হস্তদ্বারা অনুভব করত 'এই যে বোধ হয় আমি' এরূপ মনে করবার চেষ্টা করেছিল, এবং তৎসহ সমস্ত স্থাপত্যের প্রতি তার বীতশ্রদ্ধা এসেছিল, সমস্ত আকাশের কিছুটা নিদ্রার বাস্তবতা এখানে যে, সে তা জানত না অথবা কেউ তাকে জানায় নি—অনেকবারই সে সেখানে, দেওয়ালে, মাথা খুঁড়েছিল। কিন্তু তবু প্রীতিলতা খুব আশ্চর্য্য সহকারে দেখেছিল যে এরূপ সংঘাতপ্রসূত বেদনা উক্তির 'উঃ'-কারের মধ্যে বৃদ্ধের প্রভাতী গীতের রেশ বর্ত্তমান।

ইতিমধ্যে, ইদানীং প্রত্যহের সময়মাফিক নর্দ্দমার লোহা আর লাঠির আওয়াজ, ভয়ঙ্কর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আওয়াজ, সমস্ত দিককে বিমর্দ্দিত করেছিল ; এবং অন্ধকার কক্ষমধ্যে একাকিনী প্রীতিলতা চকিত ভীতা, আপনকার শীর্ণ হাত দুটি দিয়ে কাকে যে সে রক্ষা করতে চাইল তা সঠিক বুঝা গেল না—যেহেতু এখানে অন্ধকার—সম্মুখের শূন্যতাকে অথবা নিজেকেই। (হায় প্রীতিলতা যদি বুদ্ধিমতী হত তাহলে সে দেখতে পেত, এই শূন্যতা ভেদ করে সে কখনও যায় নি !)

প্রীতিলতা ভীত হয়ে অদ্ভুতভাবে আপন আত্মরক্ষায় যত্নবান হয়েছিল। এবং একথাও ঠিক যে, সে সেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আপন বস্ত্র পরিত্যাগ করে। এবং এতে করে সে আর একটি অন্ধকারে পরিবর্ত্তিত হল।

আদতে আপনাকে ধরে রাখাই তার উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্যবস্থা অতীব সাধু কৌশল। ইত্যাকারে খানিক অসময় পার সত্যি হয়েছিল, কিন্তু আর পারা গেল না, কখন যে জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা তার খোঁজ ছিল না।

তির্য্যক গ্যাসের আলোয় বসে বৃদ্ধ খানিক শ্রান্তি দূর করে শূন্যতার সংঘাত হেতু কম্পিত হাতখানি দ্বারা আপন কপাল মুছছিল, এরপর অসম্ভব মায়াজড়িত কণ্ঠে বলেছিল, 'হরি বল'—অনন্তর এখন, যখন সে কিঞ্চিন্মাত্র সুস্থ বোধ করেছিল তখন সে গীতটির সুর ধরেছিল। অন্ধকার কক্ষমধ্যে ইদানীং অন্ধকারে পরিবর্ত্তিত একটি দেহে সে গীত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, এ কারণে যে প্রীতিলতা এখনও তেমনিভাবে দণ্ডায়মানা।

বৃদ্ধ গীতটি গাইতে গাইতে, খানিক স্খলিত পদে স্বভাব মত বাইরে যাবার নিমিত্ত এখান থেকে চলে গেল, শুধুমাত্র বস্তাটা সেখানে। প্রীতিলতা আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করে নি। খানিক বিবস্ত্রতা সত্ত্বেও ছুটে, থমকে, কাপড় সংগ্রহ করত কোনক্রমে জড়িয়ে, সদর দরজার নিকটে এসে স্থির, এমত সময় সে আপনার নিশ্বাসের সময় পেয়েছিল, শব্দও নিশ্চয়। কত রকমারি নিশ্বাস প্রীতিলতা ফেলেছে উষ্ণ, দীর্ঘ, হারমানা।

এখন, সে, সদর দরজার এপাশে, অল্প গ্যাসের আলোয় সেই ঘুমন্ত ভাল্লুকের মত বস্তাটা এবং সম্মুখেই অদ্ভুত এক ভঙ্গীসহকারে প্রীতিলতা, গৃহিণী, দণ্ডায়মান। মনে হয়, এক মুহূর্ত্তের জন্য মুখ ফিরিয়েছিল, এমন হতে পারে সে ছায়া দেখতে চেয়েছিল। আঃ পরোক্ষ অনুভূতি।

ঝটিতি প্রীতিলতা রাস্তায় নেমে, বস্তাটায় হাত দিতেই, হস্তদ্বয় তড়িৎবেগে ফিরে, কিছুক্ষণের নিমিত্ত, আকাশহীন শূন্যতায় কম্পিত হতে থাকল। পরক্ষণেই যখন সে বস্তাটা ধরে কায়দা করার চেষ্টা করে, তখন দেখে—বৃদ্ধ হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছে, একটু এসেই বৃদ্ধ কেমন যেন বা নেচে উঠল—বোধ হয় খোয়ার জন্য, তারপরই পাশের দেয়ালে হেলে পড়ে, দেওয়াল ঘষতে একটু এসেই সমগ্র জোর দিয়ে প্রীতিলতার দেহের উপর ঝুঁকে পড়ল। পুরুষের স্পর্শে গৃহিণী প্রীতিলতা অচিরাৎ এক নৈসর্গিক বয়স ফিরে পেলে, সে পিঠের ঝটকায় এমনভাবে বৃদ্ধকে আঘাত করেছিল যে বৃদ্ধ টাল সামলাতে না পেরে রকে মুখ থুবড়ে পড়ল ; কম্পিত, বিচলিত হাত দ্বারা কোনক্রমে রকের কিনারাটা ধরেছিল, চোখ দুটি চাইবার চেষ্টা করলে, মুখমণ্ডল যেন বা ফুলে উঠে, গ্যাসের আলো পেলে, মুখখানি এসময় অর্দ্ধ উন্মুক্ত ছিল ; হঠাৎ বোতল থেকে তরল পদার্থ যেরূপ নির্গত হয় তেমনই সশব্দে রক্ত পড়ল। এ দৃশ্যে, প্রীতিলতা মজ্জাগত মনুষ্যত্বের বশে তাকে সাহায্য করতে গিয়ে, থমকে, আপনকার উদ্যত হস্তদ্বয় দেখেই সেই হাতে বস্তাটা তুলতে গিয়ে পুনরায় দেখল যে, রকের কিনার থেকে জর্জ্জরিত হাত দুটি ধীরে নেমে গেল, ফলে সমস্ত শরীরটা তারই দিকে ঢলে পড়তেই একটু সরে গিয়ে—রকে বসে পড়েছিল। শুধু মনে হল, এখনও কি মানুষেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃদুস্বরে কথা কয়, ছোট করে হাসে।

প্রধূমিত কক্ষের মধ্যে প্রীতিলতা যেমত সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছিল, বহুবার সে জানলায় দাঁড়িয়েছে, গরাদ মুঠো করে পুনর্ব্বার ফিরে গেছে। এমত সময় শুনল, দুটি কচি পদধ্বনি, এখানে এসেই যেন নিভে গেল। জানলা থেকে প্রীতিলতা বললে, 'রক থেকে দেখ ত কি হল বুড়োর'—এ কণ্ঠস্বর আজও প্রতিধ্বনিত হয় নি। যূথী-লতি দেখার পূর্ব্বে—প্রীতিলতা বলেছিল, 'ঝট করে ক্লাবে খবর দে।'

কিছু পরে ক্লাবের ছেলেরা এল, এসে দেখে বললে, হ্যাঁ শাল্লা—চ বে ওঠা শালাকে...'

যূথী-লতি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, একবার বুড়োর বস্তার বা লাঠির বা মগের কথা তাদের মনে হল না। ইতিমধ্যে মার কণ্ঠস্বর শুনেই তারা ভিতরে চলে গেল।

হঠাৎ হাঁড়ি উনুনে চড়েছে, তলায় আগুন, এসব দেখে তারা যেন এক পরীর রাজ্যে চলে গেল। তারা হাসল, তারা স্বাভাবিকভাবে চলতে গিয়ে সর্পগতিতে এগিয়ে গিয়েছিল।

যদিও যূথী প্রশ্ন করতে গিয়ে চুপ, তারা দুই বোন বাবু হয়ে বসে, বাপের জন্যেও একটা জায়গা করেছে ; এমন সময় খানিক সুস্থ আওয়াজ। মেয়ে দুটি 'বাবা ! বাবা !' বলে উঠে গিয়েছিল।

'আজ খুব বরাত ভাল—চাল পেয়েছি,' বলে এক পকেট থেকে চাল বার করল। 'একি চাল কোথায়...'

'বলছি,—তোমার শরীর...'

'জ্বর নেই—পাঁচটা টাকাও পেয়েছি...'

'বেশ বেশ...আর দেরী কর না, বসে পড়।'

গরম ভাতের সামনে বসে ব্রজর নিজেকে মানুষের মত মনে হল, এবং প্রীতিলতাকে তারিফ করবার জন্য বলেছিল, 'হ্যাঁ কোথায় পেলে...'

এ কথার উত্তর প্রীতিলতা প্রস্তুত করবার জন্য ডালভাতের ন্যাকড়াটার গিঁট খুলবার জন্য একটু ঘুরে বসতেই...ব্রজ তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলে, 'ওমা তোমার পাছার কাছে রক্ত...'

এ কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতিলতা ঘুরে বসেই শুনলে, লতি বলছে, 'জানো বাবা বুড়োটা মরে গেছে...'

প্রীতিলতা যুগপৎ বলেছিল, 'কি যে অসভ্যতা কর এদের সামনে, জান না কিসের রক্ত—নোংরা' বলেই থেমে গিয়ে জিব কাটল।

ব্রজ দুবার 'ও ও' বলেই কেমন যেন থ হয়েছিল।

'নে খা-না তোরা', প্রীতিলতা দমকা আওয়াজ করে বলেছিল। অনন্তর গরম ভাত পাওয়ার জন্যই হোক, অথবা অন্য কোন কারণেই হোক, একটু সোহাগ-খোরাকী গলায় বলেছিল, 'বুড়োর জন্য মন খারাপ করছে...খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না...'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েদখানা

প্রায়ই উবোল ন্যাড়া টিলাদার জমি, কোথাও নিভে গেছে। খালি পেটের মত অসম্ভব ফাঁকি-পড়া প্রকৃতি ; অতিদূরে ভূমিষ্ঠ রুগ্ন আকাশ। মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে-উঠা চড়াই এবং পলাতক উৎরাইয়ের উপর তালবৃক্ষের ছোট ছোট ঝিলমিল। এ চরাচরে ওইটুকুতেই মাত্র কাপড়ে নক্সার বাতিক ছিল। সেই ঘোড়াটি এখন এখানেই।

ঘোড়াটির ঘাড় যেমন বা মাছ-পড়া ছিপ্, অতি সহজেই চকিতেই বাঁক হয়ে গেল ; অথবা ধনুকের মত দৃপ্ত তীক্ষ্ণ রমণীয় রেখা। এটি হয় একটি সুন্দর পিঙ্গল বলীয়ান আরবী-বংশজ ঘোড়া। ভুটে নয়। চড়াইয়ের নিম্নে উৎরাইয়ের নিঃসঙ্গতা যেখানে যেখানে ; যেখানেই কিছু ঘাসের ঝালা আখর, বর্ত্তমানে সেখানেই ঘোড়াটি ঘুরেফিরে ; খুরের ঠোকানিতে কিছু ধূলিকণা ইতস্তত বিথার। নীচে, কখন বা, যেখানে ছোট গোল রূপালী জলাশয়—যার কিনারে হলদেটে-সবুজ ক্রমাগত খাড়া খাড়া জলজ-ঘাস, সেখানেই, জলের উপর দিয়ে তার পিঙ্গল ছায়াটা জোর করে চলে যায়।এ জলাশয়ে কেবলমাত্র ট্যাবা শাঁখ মেঘের বিম্ব থাকার দস্তুর। ঘোড়ার পিছনে, উত্তরে বহুদূরে অনেক পাহাড়, এবং তালগাছের জোটের মধ্যে দিয়ে দিয়ে চড়াই-উৎরাইয়ের রেখা উদ্ধৃত। কোথাও সহসা খিচিয়ে উঠা রুক্ষ পলাশ, ডালে ডালে শুকনো পাতা এবং ফুল।এই মুহূর্ত্তে যারা যৌবন হারাল তাদের আর্ত্তনাদ এখানে ; আদপোড়া হাওয়া বইছিল। ঘোড়াটি ভিজে ভিজে সবুজ ঘাস থেকে আপনকার ঘাড় খেলিয়ে দুলিয়ে কখনও বা নামিয়ে নিলে। এখন নাক স্ফীত করে খররর আওয়াজ করে, ফলে ক্বচিৎ ঘাসফড়িং এবং ঝিঁঝিঁ লাফিয়ে সরে যায়।

যেহেতু সন্ধ্যা হয় ; আকাশ অনন্ত হয়েছে, টিলাগুলি সোনা হলুদ ; উর্দ্ধে বাদুড়ের টানা স্রোত, এখন পথভোলা পাখীর ডানা লুটে খায় ; এবং গঙ্গাচিল বিন্দু হতে বিশাল প্রতীয়মান। ঘোড়াটি এখনও নির্লিপ্ত হয়েই ঘুরেফিরে, জলে তার নিপট কালছায়া। এমতকালে, দূরে ডুকরে-উঠা টিলার সোনা হলুদ ভেদ করে ক্রমে কে একজনা বেঁকে উঠে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। পরিদৃশ্যমান চরাচর ঋজু কলেবরের গুণে ইদানীং ভরাট। লোকটি মুখের পাশে একটি হাত খাড়া রেখে হাঁকল, 'ও হো হালম রে।'

জলাশয়ে মুক্তকেশী অন্ধকার।

সুন্দর ভাট গাছ গড়িয়ে গড়িয়ে পড়া ডাল, সেখানে ঘোড়াটি—মাটির আধো সবুজ ঘোড়ার পিঙ্গলবর্ণ ভাটফুলের কমলালেবুর রঙ অটুট হয়ে উঠল। ঘোড়াটি মুখ তুলে, সুলক্ষণ কানদুটি খাড়া করে। ল্যাজটি নড়ল। কেশর স্থানচ্যুত হয়।

টিলার লোকটি তাকে দেখলে। লোকটি ঢ্যাঙ্গা, পুরুষকারে দৃপ্ত আড়া, কঠোর মুখের তলে অল্প হিসেবী তীরেলা দাড়ি। মাথায় ছোট গামছার ফেট্টি, তার গায়ে নক্সা করা ভারী কাঁথা হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলছে। সব থেকে সুন্দর তার পদদ্বয়, মনে হয় কাঠেই কোঁদা ; কড়া হাঁটু—তার পাশেই আঁটলি মাংসপেশী। পা দুটি অনেক তফাতে রক্ষিত, কাঁথা গোল হয়ে উঠে গেছে কাঁধে। হাতে হাত মিলান, লোকটি অবাক হয়ে ঘোড়াটিকে দেখল, সম্পূর্ণ ছবি। নিশ্চয়ই সে খুসী হয়েছিল। খানিক ধূলা ভেঙে টাল খেয়ে খেতে খেতে সে নেমে এল। দীর্ঘ চেহারাটি ঘোড়ার কাছে আরও দীর্ঘ হয়ে উঠল।

হাঃ করে একটি নাতিদীর্ঘ হাঁফ ছেড়ে সে বলেছিল, 'হা হি ! ঈ ডহরেকে ঘাস খাইছিস রে বটে, একা একা স্যাঙাবিনু হে হালম বাঃ জান'—বলে আদর করলে। লোকটির পাঁচটা আঙুল পিঙ্গল বর্ণনার উপর দিয়ে চলে গেল। এবং এই সময়েই আরও কিছু কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছিলই ; ফলে ঘোড়াটির গায়ে শিহরণ খেলে গেল। এই ঘোড়াটি তার, তার নাম শাজাদ।

শাজাদের গায়ে এখনও জ্বর। তবু রাত থাকতে খড়গ্রাম থানার শেরপুর থেকে, নিকটেই দাদাপীরের থানে মাথা ঠেকিয়ে, বাদশাহী সড়ক ধরে এখানে এসে পড়ছে। একুনে তিরিশ-বত্রিশ মাইল পার হতে হয়েছে। এদের কাছে এরূপ পদব্রজ খুব একটা গর্ব্বকথা নয়, এরা লোধাদের মত হাঁটে। তার জ্বর এই হেতু যা কষ্ট। তথাপি এমত অবস্থায় তাকে আসতেই হয়েছে পায়ের গুলে পর্য্যন্ত ধূলা।

কিছুদূরে ডাঁই করা উঁচু পাকা সড়ক উত্তরে পারোই ইষ্টিশান, দক্ষিণে তড়খা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সড়কের ঠিক পশ্চিমে এক-দৌড় ধান ক্ষেত, তারপরই সেঁজুতি ব্রত আলপনার মত রুনুখগী। পাঠানসদৃশ শাজাদ এসে উঠল সড়কে, ঘোড়াটি তার পিছনে। সে একবার সড়কটার উত্তর-দক্ষিণ নজর নিল—সুড়ঙ্গ যেমত, দুই ধারে অশ্বত্থ বট মহুয়া এবং আর আর গাছ। সড়ক পার হয়েই, ঢাল বেয়ে নামবার কালে চোখে পড়ল একটি চলমান শাড়ী, একটি মেয়ের। মেয়েটির কোমরে ঠেস দেওয়া একটি ঠেকা (ঝুড়ি)। এখান থেকে তাকে তাকে বেঁটে দেখায়, হাওয়ায় তার কাপড় উড়ে ; আর তারই ঠিক পিছনে বখরাকরা খরকাটা উদোম কোরা ধানক্ষেত। মেয়েটি হাতে তাল দিয়ে বুঝি বা কিছু গীত গায়। শাজাদ চোখ ছোট করে বড় করে ঠাওর করে নিয়ে হাঁকল, 'হে হি গো অমলি হে, অমলি কোতি ?'

সড়ক তথা রাস্তার ঢালের নিম্নে নালা, জলে টৈটম্বুর। তার উপর দিয়ে তালের গুঁড়ির সাঁকো, অমলি এখন সেখানে। শাজাদের ডাকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'রাঘবপুর ঠেন ঘরকে যাবু অ।'

'খাড়াও হে খাড়াও রে ধনি।'

এখন, যখন শাজাদ সাঁকোর কাছ বরাবর, তখন অমলি দাঁড়িয়ে আছে। তার বসন উড়ছে, বাঁ পায়ের উরুতখানি দেখতে ইচ্ছাসুখ হলে দেখা যায়। সুঠাম কালো হিমশিম নিটোল উরুতখানি। শাজাদ ক্লান্ত, ঘোড়ার ঘাড়ের শেষে কনুইটি রেখে, হাতের উপর মাথাটি হেলিয়ে দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে নিজের ঠোঁট শুকনো জিব দিয়ে ভিজাবার চেষ্টা করেছিল। অমলির মুখে বেফাঁস এলোচুলের ছেনতাই, সে যেমন বা উন্মাদিনী ভূতুড়ে।

'এ হি ডোমের ঘরনী, শুধাই রাঘবপুরের খাস বাড়িতে দিনমানে নাকি ভূত দেখায় ?'

'ভূত দেখায়'—ইহি করে হেসেই অমলি থমকে থেমে গেল। অমলি ডোম শাজাদের কথা বুঝবার চেষ্টা করলে সহজেই বুঝতে পারত। হাসি জন্য সে ত্রস্ত। এরপর এমনভাব করলে যে সে বুঝে নি, নাসাপুটে আঙুল ঘষলে, তারপর কানের বেলকুঁড়ি টিপতে টিপতে মাথা দুলিয়ে বললে, 'ভূত কুথাকে ! সে ঠেন কাজকে লাগলাম বটে, টাকা দরে মাহিনা হে, তোমার কথা সুজিনা গো, খড়ির আঁচড় বুঝি না গো।'

শাজাদা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কোমরে হাতদুটি রেখে বললে, 'কাজকে লাগলি তাইতো শুধাইরে।' এরপরই তার গলা যেন কার টুঁটি চেপে ধরেছে, বললে, 'ডগর বখনা, ভরা ভাদুরে যৈবন তোর লো, তিন তিন স্যাঙা করলি বটে, আর সাদা কথা আন জবাব দিস লো....আহে, মানুষের কথা বুঝিস না কেনে ? কানে কি বাঁশী শুনস্ বটে', আরও শক্ত করে বলেছিল, 'ভূত ভূত জীন ! শুনি বুনবিহারী লায়েব নাকি বহাল হইছে।'

অমলি এইবার পরিষ্কার বুঝলে, কিঞ্চিৎ ঘাড় বাঁকিয়ে ভ্রূ কপালে তুলে ঠোঁট উল্টে বললে, 'হোঃ ইঃ ইকথা।' এরপর মাথা নীচু করে ঠেকার কানা খুঁটতে খুঁটতে বললে, 'লায়বটো আইছে ডিহি জমিন জানপরচানি করাইতে গো, ছিট বুঝায়।' একটু যেন সরল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্বাসের শব্দ পেয়ে, ঈষৎ দুলে দুলে বলতে লাগল, 'লায়েবের একটা পাশ-দেওয়া চেংড়া ভাগনাই কাজ লিবেক বটে।' তার কথার শেষে ক্রন্দনের ধরতাইয়ের খুঁ-খুঁক শোনা গেল।

'বটেক' বলেই শাজাদ চোখ ছোট করে ঘোড়ার কেশরে আঙুল চালাতে চালাতে তার দিকে আড় চোখে চেয়ে বললে, 'কেমন মানুষ বটে ভূতটা রে ?'

অমলি তার নিজের মত করেই বুঝেছিল যে এ প্রশ্নের মধ্যে ধমকের আওয়াজ ছিল না। এ কারণে তাঁর ঠোঁট চঞ্চল হল, তবু থেমে সম্মুখের লোকটির দিকে আলগোচে চেয়ে নিয়ে, একটু হেসে দুলে দুলে বলতে লাগল, 'দেখলে মন লাচবে গো, ঘোর আমুদকে বটে, দশ-বিশ রাত-ইয়ার ঝুমুরলাচ পচুই পারবন', হঠাৎ কি যেন ভেবে বললে, 'বড্ড লোক কাজ পাবে গো, হাটে হাটে ধ্যাড়া দিইছে, মাড়ভাত পাব গো কাঙাল মানুষ মোরা হে—কচুপাতার অধম গো, পাইক বরকন্দাজ কতক লাগবে, তুমার কাজ মিলবিক'—মিলবেক স্থানে আড়ষ্টতায় 'বিক' হয়ে গিয়েছিল।

শাজাদ ছিলার মত টান হয়ে গেল, ঘোড়ার কেশর থেকে চোখ তুলে অমলির দিকে চেয়েছিল। চোয়াল দুটি নিষ্ঠুর হয়েছে, কেশরে একটি স্থিতিবান হাত ক্ষিপ্রগতিতে কেশর মুঠো করে ধরলে, গায়ের কাঁথা নড়ে উঠল। ঘোড়াটি ঘাড় আন্দোলিত করত হ্রেষাধ্বনি করেছিল। নালার কাল জলে অমলির ছায়া কেঁপে উঠেছিল, সে সহজ হবার চেষ্টা করে এক পা দিয়ে অন্য পা চুলকোল। শাজাদ লাফ দিল না কথা বললে, 'হে শালী শালার ঢুকিয়ে দুবো ওর...'

ভয়ে স্পষ্টতই অমলির চোখদুটি অদলবদল হয়ে গেল। সে নষ্ট হয়ে গেছে, সুতরাং ত্বরিতে মুখে কাপড় দিয়ে ঘাড় কাত করে, শঙ্কিত হয়েছে এমতভাবে দাঁড়িয়ে রইল। সাদা কাপড়ের উপরে ভীত দুটি চোখ আর মাঝে মাঝে চুলের ছেলেখেলা। শাজাদ আপনকার মাথার ফেট্টিতে ঠিক দিতে দিতে বললে, 'ঈষ্টি ভরে মরলি, বল ডুমনী মানুষ কেমন ? উমর কি বা ?'

গলাটা পরিষ্কার করে, মুখলগ্ন বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে থেকেই, সে যেন চোখ দিয়ে কথা কইল, 'দু কুড়ি মন লয়, গোরা গাট্টা ঢ্যাঙ্গা, ঠাকুর ঠাকুর আদল।' আবার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিল, 'বড্ড মানুষ গো, সব কোলে যায় সব কোলে আসে মন বুলে গঙ্গাজল...'

শোনার পরক্ষণেই শাজাদ গরুতাড়ানো শব্দ করে বলল, 'ই হি গঙ্গাজল। আঁচল বিছানী মাগী ক'বার...যা শালী ট্যারা সিঁথি কেটে হাঁসকল পাতগে যা সদরে' এই ঝাপটায় অমলি থরহরি, সে রোগা হয়ে গেল। এখন দুজনাই চুপ। রুনুখগাঁয়ের ছেলেমেয়েদের গোলমাল আসছে না। শুধুমাত্র ঝট্‌ঝট্‌ ক্বচিৎ ডানার শব্দ মধ্যে মধ্যে শেয়াল অথবা বোধ হয় খরগোসের অন্তর্দ্ধান। শাজাদের ঠোঁট নিঃশব্দে কাঁপছিল। স্তব্ধতা ভেঙে বললে, 'আমাদের গা লিয়ে কোন কথা শুনছিস ? আসছিল তারা...।'

'শুনি নাই...আসে নাই'

'মিছাই বলছিস'

'কেনে ? মিছাই বললে রক্ত উঠে...'

'দো দো হারামজাদী...যা ঘরকে যা।' তারপর অন্যমনা হয়ে বললে 'ঘরকে বলিস জলপস্তু (পোস্ত) করতে, প্যাঁজ পুড়াতে, একটু খোল (সরিষার) চমকাতে বলিস বটে।'

এবার কাল জলের উপর থেকে অমলির আতুর ছায়া সরে গিয়েছে। শাজাদ মুখ তুললে, জমে উঠা নিশ্বাস ছাড়ল, নিশ্বাস গরম—হাতে সে উষ্ণতা পরখ করে সিধে হয়ে দাঁড়াল। অমলিকে হারামজাদী গালপাড়া সূত্রে বললেও, শুধুমাত্র তার আওয়াজই হয়েছিল, এবং এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাই সত্য যে, তার বিরক্তিই প্রকাশ পেয়েছিল। যে বিরক্তি, গত পরশু ঠিক এমত সময়, তখন একটি তারার সন্ধ্যা—তখন থেকেই মনে চমকাচ্ছিল। অনেকবারই সে মুঠো শক্ত করে নিজের ক্ষমতার হিসেব নিয়েছে।

পরশুদিন এমতকালে, ঘোতাই মাণ্ডী বহু ডিহি ডহর পাঁচ-ছটা চুটাতে পার হয়ে খড়গ্রাম গিয়ে শাজাদকে খবর দিয়েছে যে, রাঘবপুরের খাস বাড়িতে পুনর্ব্বার হুজুর দেখা দিয়েছে। রাঘবপুর যে আবার পত্তন করছিল সে খবর সবাই জানত। নূতন হুজুর! হুজুর কথাটা শুনে শাজাদের ভ্রূদ্বয় হাইয়ে উঠল। সে জ্বরে কাঁপছিল, কাঁথার নক্সায় চোখ বড় বড় জনমানুষ পাখীগুলো হাস্যকর, তারা নড়ছিল। খপ্ করে মাথার ঢাকাটা খুলে সরিয়ে ঘোতাইয়ের দিকে তাকালে। ঘোতাই মাণ্ডী তখনও বসেনি, দাওয়ার উপর একটা পা রেখে এবং হাঁটুর উপর একটি হাত রেখে নাক খুঁটতে খুঁটতে আবার যেই বলেছে 'লুতুল হুজুর।'

শাজাদ বেয়াড়া-তাড়ানো গলায় হে হে করে বলে উঠল, 'থাম শালা পাখুরে হারামী শালা "হুজুর হুজুর" বলি হুজুরের বুকজোড়া ব্যাঙ্গমী-রাঢ়! হুজুর বলতে পরাণ তুয়ার লগবগাইছে রে...দাখিলা পরচা চিনলাম না...হুজুর কেনে?' শ্রান্ত ঘোতাই একটু টাল খেয়েছিল। শাজাদ আরবার কাঁথা মুড়ি দিলে, ঘোতাই কথা বলতে শুরু করেছে! কাঁথা মুড়ি দেওয়া পদদ্বয়, যা চেটাই ছাড়িয়ে বার হয়েছিল, তা নড়ছিল, কাঁপছিল, থামছিল।

ঘোতাইয়ের বক্তব্য এই যে তখন সকাল বেলা। বনবিহারী নায়েব কোমরে ময়াল কুণ্ডলী করে চাদর বাঁধা। এক হাঁটু ভেঙে অন্য হাঁটু উঁচু করে বসে, দূরে দূরে আঙুল দিয়ে নিশানা পয়চানি করায়। নায়েবের সম্মুখেই, মাটিতে নুড়ি চাপা দেওয়া ছিট (ম্যাপ); ঠিক তার পাশেই এক গাদা গুটান পাকান ছিটের বাণ্ডিল। এবং সেখানেই বিরাট একটি ছাতার শান্ত ছায়া। অনেক দূরে চড়াই আর উৎরাই, তালগাছের এলেক, অতীব দূরে অনেকটা আকাশ, লম্বা হাতে-গড়া মেঘরাশি। রোদে নায়েবের চোখ ছোট, বলছিল, 'হাই দূরে পুবে কুসুম গাছ উয়ার পাশেই বটে পতিত জমি,—উ যা উপরে শিরীষ উটা কেন্দ বটে তা'পর হল ড্যাঙ্গা ডিহি—ইধারে পশ্চিমে' বলেই চোখ ফেরাতেই নায়েবের চোখ পড়েছিল ঘোতাইয়ের দিকে। গায়ে কাদা মাখা হলে যেমত অস্বস্তি হয়, ঘোতাইয়ের শরীরময় নায়েবের নজর বাবদ তেমন তেমন অস্বস্তি। নায়েব তার কুলোঝাড়া আওয়াজ-ওয়ালা গলায়, 'ঘোতাই লয়, ঘোতাই কেতি! কত জনম দেখি লাইরে আয়', তারপর আর একটু সাহস করে বলেছিল, 'আয় আয়, লে লে সোনার মানুষ দেশকে এল রে' বলে নিকটে কে যেন ছিল তার দিকে মহাসম্ভ্রমে মহাগর্ব্বভরে তাকাল, এবং বলেছিল, 'আর ফিকির লাইরে ঘুতাই, আকাশ ভাঙ্গি জল বরখাবে গো এমন মানুষ আঁজলা ভরি জল পাবি, ডবল মিঠাই আখ' বলে একগাল হেসে বললে, 'লে লে ঝপ করে লে' বলেই পুনর্ব্বার নালঝরা চোখে বাবুর দিকে চাইল।

সম্মুখেই বাবুহুজুর। তাঁর মাথায় লাল পশমের বিরাট একটি ছাতা তার রূপার দণ্ডে ফিনফিনে নকাসীর কারুকার্য্য। দণ্ডটি ধরে দাঁড়িয়ে কয়েক দিনের তাজা একটি অভুক্ত মুখ, এর পাশেই আর একটি লাল চাপকান পরিহিত মুখমণ্ডল, তার নাকের ডগায় সাদা কাঁটা কাঁটা, এর হাতে টাঙ্গির মত মনোরম একটি পাখা, সে ঘুরায়। পাখার হাওয়ায় ছাতার রূপালী ঝালরে খাড়া স্রোত গোলাম হয়ে আছে। অথচ বাবুহুজুরের হাতে কোঁচার তোড়া চুনট করার ফলে ফুলয়াড়ি হয়েছিল, সেটাকেই নাড়িয়ে হয়ত বাবু হাওয়া খাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। নায়েব এমত দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না, এ কারণে তার আটাত্তর বছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বয়সের বঁড়শির মত ক্কচিৎ ভ্রূগুলি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল, মনে মনে ভাবলে, 'কোথাকার বুনো বে-আক্কেলে বাবু গো।' এবং দুম করে ধমক, পাল্কীবরদারকে, 'হেই বেটা আঁকাড়া মাকড়া ঢপ গাইছিস না হাওয়া—।' নায়েবের ধমকে বাবুহুজুর যৎপরোনাস্তি বেয়াকুব হয়ে কোঁচা ছেড়ে দিয়েছিলেন। পাখা নিশ্চিত জোরে চলতে থাকল।

নায়েব আহ্লাদ করে, ঘোতাইকে দেখিয়ে বললে, 'হুজুর আপনার প্রজাখাতক, লে লে তোকে আর ঠেঁটি টানতে হবে না।' নায়েব যদি একথা না বলত তাহলে ঘোতাইয়ের কোমর থেকে ঠেঁটি খসেই যেত, 'লে বড্ড কাঙাল মনিষ গো, উয়ারা সাঁওতাল, হাঁ হাঁ কথার মানুষ বটে বিষ-তঞ্চকতা নাই, ওই মৌজা রুনুখগাঁয়ে বাস, আপনি হুজুর এসেছেন শুনে ছুটতে ছুটতে এসেছে। লিকটে আয় ঘোতাই আর লিকটে আয় হা লে লে গড় কর তোর জন্মজন্মান্তরের দোষঘাট মকুব হবে—লে।'

ঘোতাই কিছু বুঝল, কিছু বুঝল না ; যদিচ এ কথা সত্য যে, সে কথার ফটকে পড়ে গিয়েছিল। কাঙাল চাষা তারা জন্মজন্মান্তর, তত্রাচ বাবুকে প্রণাম করতে আসেনি, এ কথা জজে মানবে, আকাশে যিনি আছেন তিনি সাক্ষী। ঘোতাই মাণ্ডীরা উত্তরে সাঁওতাল, বহু পুরুষ দেকোদের সঙ্গে বাস, তুড়ক শাজাদের সহচর তবু সেও ফেরে পড়ল।

নায়েব দুধ-তোলা গলায়, 'তোদের কত ভাগ্যি তোর বাপ জানত বুড়ো রাজাকে পুণ্যাত্মা লোক লাট কৌঁসুলের মেম্বার দরবার লিষ্টিতে নাম তারই লাতি রে' বলে নিজেই হাতজোড় করে বললে, 'কত পাপ করেছিলুম তাকে হারিয়ে এখনও বেঁচে আছি।'

ঘোতাই তখনও মাটিতে গড়-করা অবস্থায়। নায়েব বলেছিল, 'লে লে উঠ বেটা।' সে উঠতে উঠতে শুনেছিল, 'সব্বাইকে খপর দিবি হে চোখ কটা বেশী খাবি।' নায়েব থামল সম্ভবত। ঘোতাই উঠে দাঁড়াল। তার নাকে এবং কপালে এবং হাঁটুতে লাল মাটির দাগ, কিছু অতি ক্ষুদ্রকায় কাঁকর, সে একটু চুলকাতেই খসে ঝরে পড়ল। হাঁটু আর কনুই ঝাড়তে তার কেমন বাধ বাধ ঠেকল। সভয়ে এক ফাঁকে সে হুজুরের দিকে তাকিয়ে ফেললে। মাথায় ছত্র দু-এক স্থানের জরির ঝালর ছিঁড়ে ঝুলছে। পায়ের দিকে নজর পড়ল, পায়ে ভেলভেটের উপর রেশমের কাজ-করা পাম্প। সিল্কের মোজা, গোলাপী গার্টার, ঢাকাই কাপড়ের কোঁচার রোক, স্টিফবুক শার্ট, পাকানো উড়ানীর মধ্যে হীরের বোতাম জ্বলছে। তার ঠিক উপরে পরম রমণীয় সুন্দর বিহ্বল মুখমণ্ডল। আকর্ণবিস্তৃত দুটি লাল চোখ, কালো চুলে সিঁথি করে চুমকি ছুঁড়ি পাতাকাটা। ঘোতাই বিস্ময়ে হতবাক্ এ যেন কোন ঠাকুরদেবতা। একবার মাত্র তার নিজের ঠেঁটির কথা মনে হয়েছিল। ঘোতাই হঠাৎ চোখ ফিরাল।

অদূরে পাল্কি তার গায়ে নূতন রঙ। বারওয়ান থানার ছুতোরের করা নক্সা, সিধি আদিলপুরের পটুয়ার হাতে লেখা নিখুঁত লতাপাতার কেয়ারি এবং পরী চিত্তির করা। ঘোতাই এই পাল্কিটা চেনে, রাঘবপুরের আস্তাবলে পড়ে থাকত, বহুদিন পূর্ব্বে ওখানে ছাগল চরাতে গিয়েছিল সে আর শাজাদ। শাজাদ মস্করা করে ওই পরী-পাল্কির চটা-উঠা পরীর মুখে গোঁফ এঁকে দিয়েছিল। এখন, এই পিছনে, এখন বেশ কিছু দূরে দু-একটি ঘোড়া অনেক গরু চরছে, আরও দেখা যায় নেংটিপরা রাখাল বাঁশের লাঠি বগলে ঠেকো দিয়ে আড়বাঁশী বাজাচ্ছে, তার হাতের বালাটি এখান থেকে সুস্পষ্ট। ঘোতাই এখান থেকে ওখানে পালাতে মরিয়া হয়ে উঠল।

হুজুর এক রকম কেমন যেন অদ্ভুত প্রকৃতির বাংলায় বলেছিলেন, 'নায়েবমশাই ওদের আমার সঙ্গে দেখা করতে বলে দিন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাটা শোনা মাত্রই নায়েবমশাই হো হো করে উঠল, ক্ষণিকে, ত্বরিতে উঠেই তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'হুজুর এ সকল কথা উয়াদের সামনে বলবেন না, আদবকায়দা তা লয়, আড়ালে আমাকে হুকুম তলব করবেন উয়ারা লীচ কাঙাল আদপেটা আপনার জুতাচাটা প্রজা-খাতক উয়াদের সঙ্গে কথার লেগে আমরা আছি বটে।'

হুজুরের মুখটা পাক দিয়ে উঠল, অবশ্য সরমে নয় যেহেতু নায়েবের মুখে বেয়াড়া গন্ধ সেইহেতু। এবং লজ্জার জন্য বড় বড় চোখ দুটি অন্য কোন কিছুকে আশ্রয় করতে চেয়েছিল ; সুতরাং হুজুরের লাল ছাতার মধ্যে আপনার মুখখানি আড়াল করতে বাসনা হয়। আপনার অভিজাত গৌরবটা ভুলে যাওয়ার জন্য হাত ঘেমেছিল। বনবিহারী নায়েব হাঁটুর ধূলা ঝেড়ে পানক্লিষ্ট দাঁত বার করে বললে, 'যা রে ঘোতাই আমরা তোদের গাঁয়ে খবর দিলে যাস, সকলকে বলবি।'

ঘোতাই, এরপর ল্যাকপ্যাক করতে করতে তারপর জোরে পা চালিয়ে দিলে। ঢাল বেয়ে রাস্তায় উঠে, সাহস করে এদিকে বরাবর চেয়ে দেখেছিল। ছোট গোষ্ঠী, লাল ছত্র, পাল্কি, লোকলস্কর সব কিছু—আর দূরে গরু, ঘোড়া, কাঁড়া, তাদের গলার ঘণ্টি টুংটাং করে বাজছে। আর মেলা রোদ। তার মনে হয় এ দৃশ্য যাত্রার দৃশ্য যেমত। তার মনে হতে পারত এ সকল পোশাক জিলা আদালতের পিয়ন-আর্দালীর মত। যে, যা সে দেখেছে।

ঘোতাইকে কেউ যেমন তাড়া করেছে, যেহেতু সে দ্রুতপায় আলডহর পার হয়ে রুনুখগাঁয়ে এসে পৌঁছল। কোনদিকে যায় ? যে সে, কি সে করে ? একবার এদিক অন্যবার আর-দিক সে করেছিল। তার মতিচ্ছন্নতায় মুরগী ভীত হয়ে তার বাচ্চাটিকে নিয়ে অন্যত্র সরে পড়ল। ছোড়া মোরগগুলো কোঁ কোঁ করে পালাল। ছাগল একটা, ঝটিতি সরে দাঁড়াল মাটির দেওয়ালের গা ঘেঁষে, তার মাথাটা চীনে তুলির ঝটকা টানে পরিবর্ত্তিত হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল।

ঘোতাই ডুমুর গাছে মাথা গুঁতিয়ে, আতা গাছটায় দোলানি দিয়ে এক টানে এসে দাঁড়াল নিমাই হেলের বাড়ি।

'আহ আহ ঘুতাই ললদিনী পরাণ, সামাল দাও বুকের কাপড়ে হে খসি কোমরে গেল এমন ছুটলেক...।' বসন্তের দাগওয়ালা রসিক মুখখানি তুলে ইয়াসিন বলেছিল। এখানে আর অনেকে উপস্থিত।

অন্য সময় ঘোতাই ননদ কথাটা নিয়ে বাতবচসা করে, যখন করে, তখন অনেকে ঝুমুর গাইতে গাইতে লেটো ধরে অবশেষে ডিহি খেমটা ধরত। যেমন এখন শোনা গেল, 'ধনি মোর গঞ্জনায় গোঁয়ার, ও সে মানবে না কার কথা।'

অবশ্য ঘোতাই বাতবচসা না করে একটু গম্ভীর হতে চেয়েছিল। এত অল্প ছোট তার চোখ যে, সে গম্ভীর একথা কখনই মনে হয় না। সে শাজাদের অনুকরণ করলে, এবং রববানির মত করে যাত্রার দৃশ্যটির কথা বলেছিল। এই প্রথম নিজেকে কেউকেটা বলে ধারণা হয়েছে—অত্যন্ত। অসভ্যভাবে নাক ঝেড়ে ঠোঁটিতে আঙুল মুছে আরম্ভ করলে—ফলে সে যথাযথ করে ঘটনা গোছ করে বলতে পারেনি। দোষঘাট মকুব কথাটা মনে করবার চেষ্টা করেও মনে করতে পারেনি। সবকিছু বেগোড় করেছিল।

নিমাই হেলে এ যাবৎ চুপ করেই শুনছিল। ঘোতাই এক হাত্তায় কথা বলে নিয়ে, এখন থেমে থেমে ভেবে কিছু বলছে। নিমাই হাঁটু নাচিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'শা-আ গোলামের ঐঁড়ে পাথুরে, শালা আঁচল পেতে দিলি না কেনে ? গড় করলি রে ! হায় হায় পোয়াসত্ত্ব ভোগ না কি...হে হে একি একে বলত বটে...।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি বলি ললদের কোন দোষ নাই, উয়াকে একা বেস্যাঙা পাইছে ! ব্যাস !' ইয়াসিন গম্ভীরভাবে আরও বললে যে. 'লায়েবটাই "মীরাহা টিছুবি" (উল্টে নিলে বিছুটি-হারামী হয়) এক লম্বরের, উয়ার বাপ ওঃ !'

নিমাই হেলে ঘোতাইয়ের ঘাড় নাড়া দেখে ক্ষেপে উঠেছিল। বোধ হয় সে ভীত সে একা। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'সে ঠেন থিকে চলে আসতে পারতিস হে।... যাঃ শালা সাঁপিটো ভিজাই আন।'

নিমাইয়ের এহেন কথায় ঘোতাই বটে ছোট হয়। এখানকার রোদ তার গায়ে বড় কড়া হয়েই লাগল, যেহেতু অপমানে মন দেহগত হয়েছিল। তার রাগ প্রকাশ পেয়েছিল, সে নিমাই হেলের হাত থেকে সাঁপিটা নিয়ে চলে গেল। এই ফাঁকে নিমাই বলেছিল, 'তুমি বলছ বটে উয়ার দোষ লাই আমি বলি ও হুঁদো মাগীর হধম কোম্পানী শুনলে বুলবে কি ?'

কেউই এই তুরুপের জন্য খাড়া ছিল না। ইদানীং সকলেই ভীত হয়েছিল, কে একজনা অন্যমনস্কভাবে বলেছিল, 'ভারী শলো মায়ের দয়া হইছে, নিমঝোল খাব।'

ইতিমধ্যে ঘোতাই ভিজে সাঁপি বুড়ো আঙুলের চাপে নিঙড়োতে নিঙড়োতে ফিরে আসতেই নিমাই অতীব ঘেন্নায় বললে, 'যা শালা ছানা পেটে ধর গা...লীহ্যে শুগা।'

ঘোতাই নিজেকে সহজ করবার মানসে ক্রমাগত কফ টানছিল। গড় করার অপমানের থেকে সকলেই বেশী ভীত হয়েছিল। মনে মনে ভারী ভয় পেয়েছিল। ইয়াসিন সাত ছেলের বাপ, আকাশের প্রতি তার বড় মায়া, প্রতি জুম্মাবারে (শুক্রবারে) সে এগারো মাইল পথ ভেঙে কোরান শুনতে যায়। মাথা তার হিসাব জানে, খুব ঠাণ্ডা। কল্কে ধরে দু-একটি ফোকাই টান মেরে, এবার ঠোঁটিতে তালু ঘষে কল্কে ধরে দিলতোড় টান দিয়েছিল। মুখখানি তার লহরী তোলা জলে প্রতিফলিত যেন বা গঞ্জার ধবকে কুঁচকে কুঁকড়ে স্থির হল ! তারপর শুরু করলে, 'শ শ বছর বিতাল হে, এ মৌজা পতিত লিখা।' ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, 'কত জখমারি কষাকষি হল, বুড়া রাজা গো তার পাইকের হাত থেকেন শাজাদের বাপ বন্দুক কেড়ে নিলে, গুলির ঘায়ে আছাড়-পিছুড়ি খেলে ঠিন্‌কি গহিরার সৌতায়, শুনি মরণকালেও সে ঘা ছিল। তখন মানুষগুলো মরদ ছিল। সায়েব ম্যাজিস্টর রুনুখগাঁয়ের সব্বাইকে ডাকি খাজনা দিতে হুকুম দিলে সে—খাজনা লিতে কেউ এল না' বলে হাসল এবং বললে, 'এ লাটের মালিক ওই ঠেন আকাশে থাকে'।

এরপর বহুদিন গত হয়েছে। ছাগলের মুখের গাছ আজ ছায়া দেয়। রুনুখগাঁয়ের কথার আওয়াজ বহুদূর থেকেই কানে আসে। লোক বেড়েছে জমি একই আছে। কেমন যেন কমজোরই হয়েছে সকলে। তবু শাজাদ খুব জবরদস্ত, ফলে এ গায়ের কোম্পানী বলতে তাকেই বুঝায়, তাই সকলে মতলব ঠাওর করলে শাজাদকে একটা খবর দেওয়া হোক। এ কারণে ঘোতাই খড়গ্রাম যায়।

শাজাদ রাস্তার ঢালে এখনও দণ্ডায়মান, গত পরশু সন্ধ্যার কথা ভাবছিল। ঘোড়ার ন্যাজটা গায়ে পড়তেই সে যেন চমকে উঠল, ঘোড়াটাকে একটা যতনচাটি মেরেছিল।

অমলিকে দেখা যায়, খরপায়ে আল ধরে সে যাচ্ছিল। একটি বিজোড় যখন, ছাগল যেমত লাফ দিয়ে পার হয়—তেমনি সেও পার, তখন শাজাদের গলার স্বর তার কানে এল : 'হো অমলি দৌড়ে যা রে হে ঘরকে বল্লিস গো আলমের সাজ পাঠাইতে বল্লিস হে হে।' অমলি শাজাদের দিকে ঘাড় না ফিরিয়েই শুনেছিল। এবার সে ঘাড় ফিরালে, বেশ দূরে আবছায়া আবছায়া, একটি শাজাদ আর একটি তার ঘোড়া। অমলি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষমাণা। এখন আর কোনই হুকুম এল না, সে আবার পথ ধরলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাজাদ কিছুকাল সেইদিকে চেয়ে থাকার পর রাস্তার বটগাছ থেকে নেমে-আসা ডাল ধরে ঢাল বেয়ে, রাস্তায় খাড়া উঠে গেল। রাস্তায় উঠে সে বসেছিল, পিছনেই ঘোড়াটিও ছিল। শাজাদের আর দম ছিল না সত্য, কিন্তু তার এ বোধ ছিল যে তার আপনার মনের ভিতরে কি যেন আনচান করছে। অনেকক্ষণ পরে আলপথে খাড়া অন্ধকার দেখা গেল, তারপর তাদের কথার ভাঙা ভাঙা আওয়াজ, এরপর স্পষ্ট হল নিমাই হেলে আর শিবাই বামুন।

নিমাই ঘোড়ার সাজ রাখতে রাখতে বললে, 'শুনি তোমার নাকি জ্বর বটে' বলেই শাজাদের গায়ে হাত দিয়ে অনুভব করলে। শাজাদ ক্লান্ত না গম্ভীর বুঝা গেল না। দু-একটি পাতা খসে পড়ার শব্দ ছাড়া অন্য বৈচিত্র্য ছিল না। সুতরাং কেবল ঘর্ম্মাক্ত স্তব্ধতা ছিল।

শিবাই শাজাদের সমীপে বসে, গাঁজা টিপতে টিপতে কয়েকটা শীত-শীত কথা বলেছিল, শাজাদ হাঁটুর উপর কনুই ঠেকো দিয়ে মুখখানি হাতে ঢেকে রেখেছিল। সহসা পাতা খসে পড়ল, এবং তৎক্ষণাৎ শোনা গেল ঘোড়ার খররর শব্দ, ওরা দুইজন যেন নিঙড়ে উঠল, এবং অকারণে যে ভীত হয়েছে এ কথা স্মরণ করে দুজনে হাসির ঝিক দিল, শাজাদের পিঠটা চমকে উঠেছিল, ধীরভাবে পাশ ফিরে সে কিছু নজর করবার চেষ্টা করেছিল।

নিমাই বললে, 'লৌতুন মালিক খাস কুঠিতে আসছে, ডাগর দুটো ঘোড়া আনছে, বলে হোয়লর ঘোড়া শুনি পচুই খায়...' বলে ঘোড়ার গায়ে পাশাপাশি হাত চরাতে লাগল তাঁতির মতন।

'বটে', বলে শাজাদ আরও বলেছিল, 'আর সমাচার?' একথায় মনে হয়, এই প্রশ্নটি করবার জন্য সে মন বাঁধছিল। গর্ত্ত ছেড়ে যেন একটি ভীত ইঁদুর পালাল।

প্রশ্নের মধ্যে তবু বুঝি শ্লেষ ছিল। শিবাই নিমাইয়ের হয়ে উত্তর করলে, 'কোন খবর নাই...ওই যা শুনছ,' বলবার কালে সে নিজের জটা খামচে ছিল, অবশেষে বললে, 'ই ঠেন আসে নাই।'

'জমি নাকি শুনি মাপ জরিপ হয়', শাজাদ হাতের তালু দুটি ফাঁক করেছিল মুখের উপর থেকে।

'ভিন মৌজায় হয়', এরপর ভীত সাহসী গলায় বলেছিল, 'লিহো-হে, হি সে গোঁফতা আছেন, ই ঠাঁই আসবে...' তারপর রাল-রগড় করে বললে, 'লাও আর...চুলকায় কোথাকার রাজা মরেছে গো' নিমাই হেলে যেন অন্ধকারে মিশে গেল।

গম্ভীরভাবে শিবাই বললে, 'ঘুতাইকে বলেছে ই আপনার প্রজা-খাতক' বলেই সে খস্ করে দেশলাই জ্বালল। দড়ি ধরে উঠল। বামুনের জটাজূট আর দাড়ির মধ্যে রুগ্ন মুখটা প্রতীয়মান হয়েছিল। শাজাদ শক্ত করে আগুনের দিকে চেয়েছিল, এবার ঘোড়ার পিঠের উপর মাথা হেলিয়ে দিল। বৃক্ষের পত্রসমূহের মধ্যে মধ্যে আকাশ, শাজাদ একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেছিল। তার মন যেন বিন্দুবৎ হতে চাইছে। অথচ স্মরণে এমন কিছু নেই যাকে আঁকড়ে ডাক-ছেড়ে কাঁদতে পারে। যা আছে, তা নিঃসঙ্গতা মাত্র। তথাপি সে গলাটা কেমন যেন আড়ষ্ট করে বলেছিল, 'শিবাই মনে পড়ে আমরা সেই দাদাপীরের ঠেন গেছিলাম, মনে পড়ে? পৌষমাস শিং-কাঁপান ঠাণ্ডা। আমি, তুমি, কালিয়াচকের নিকেরে—সে বেটা বললে, আমরা আগা জ্বালি গোল হয়ে বসে সে বললে, লোকে বলে মাছের মত এমন হালাল জীব আর এই দুনিয়ায়ে নাই কিন্তুক আমার মন বলে, আমাদের মত মানুষের মত এমন হালাল জীব আর কেউ লয়', নিকেরের উক্তিটি বলে শাজাদ ক্রমে ক্রমে একটি ধূসর নিশ্বাস ছাড়ল, এবং বলেছিল 'আমার তাই মনে লয়।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিবাই কল্কেতে ফোকাই টান মারতে মারতে শাজাদের এহেন উল্লেখ করার হেতু কি তা বুঝবার চেষ্টা সম্ভবত করেছিল। নিমাই হেলে ঈষৎ হেসে, তারপর ছেছুড়ি দিয়ে একটু সরে এল। পুনর্ব্বার শাজাদের গলা শোনা গেল, 'শিবাই ভগবান কি সত্যিই আছে ?'

এ কথার উত্তরে একটি সাঁ সাঁ করে শব্দ হল, এবং পরক্ষণেই সক্ করে একটি শব্দ হওয়ার পরই শোনা গেল 'আছেঃ !' শিবাই কল্কেটি এগিয়ে দেবার সময় আপনার বাঁ হাতটি দিয়ে ডান হাতের কনুই স্পর্শ করেছিল।

কল্কেটি বেশ করে ধরবার সময়, শাজাদ রয়ে রয়ে বললে, 'বামুন মনে কি লয় তোমার ? আমার গতর তেমন তেমন লায়েক আর লয় না হে।'

এ কটি কথায় হিম ছিল, শিবাই কি যেন ঠাওর করবার কারণে চারিদিক চাইল, তারপর বললে, 'ই কথা কেনে ?'

'লয় কেনে বল ? ভারী হাঙ্গামার কথা মনে...'

কথাটা শেষ না হতেই নিমাই ঝলকে বলে গেল, 'আমারও তাই মনে লয়, ভারী হাঙ্গামা অর্শাবে' বলে থেমে লজ্জিত হল, ভীত হল।

একটু শান্ত। তারপর শোনা গেল, 'তাই বলি গতরের কথা।'

'ষাট ! কোন মরদ বুলবে ? তোমার গায়েকে দশ বন্দুকের বল হে। হিঃ দারগা ম্যাজিষ্টরের বল তুমার গায় ! মন করলে পাহাড় চষি আঁখ ফলাইতে পার—এক আখে আদ্ মন গুড় !' শিবাই মাটিতে চাঁটি মেরেছিল।

দু-একটা টান দেবার সঙ্গে সঙ্গে দেহ যেন বা আমলকী পাতার মত ; সে, শাজাদ, কল্কেটি হস্তান্তরিত করার পর বললে, এখন কি জান ঠাকুর, তুমি আমি বড় কাঙাল হইছি ; হাতমুখ ভাসুর ভাদ্দরবৌ, দু-একটা মেরে ধরি খাই...তাও জুটে না, দেখ না তড়খা পারোই এ হেন সড়ক দিনমানে লোক হাঁটে না ? লুটব কাকে ? তাছাড়া মাড়ভাত জুটা ভার তেজ তাকত নাই—তাই বড়...শালা ধর যদি হাঙ্গামা করে... ?' শাজাদের মত মারাটঠা লোক এমন অসহায়ভাবে এ সকল কথা বলেছিল।

শিবাই তার জটা খাম্চাতে খাম্চাতে চটকা-ভাঙা শব্দে বললে, 'কেনে শালা, আমরা কি মরিছি নাকি ?' নিমাই হেলে কল্কের ঠিক্‌রে ফেলতে গিয়ে থমকে চমকে গিয়েছিল, শিবাইয়ের শেষ কথাটি সে নিঃশব্দে উচ্চারণও করেছিল।

এ প্রকার হলপে শাজাদ নিশ্চিত ভারী খুসী হয়েছিল। এ সন্দেহ তার মনে ছিল যে, এরা সকলেই তার উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইছে, সে কথা অযথা ! এরা আজও তেমনি তারই পাশে আছে।

শাজাদ আরও জানতে চেয়েছিল যে, এই রাস্তার ঢালের নিম্নে যে ধানক্ষেত, তারপর রুনুখগাঁ—এখন যেখানে মিটমিটে আলো এবং ওপাশে ঠিনকি গহিরার সোঁতা আর সেপাশে মহুয়া গাছ অবধি যে সিঁড়ি-ভাঙা স্থাবর জমি, এখন অন্ধকারে যা ভয়ঙ্কর—মেলাখেলার লে-তরাবট তরমুজী রাঢ়ের মত, আঁট নেই আঠা নেই ; দেহে ঝুরি নামবে তত্রাচ পিরীত পাবে না। সেই জমিকে আপনার বলে, নিজের শির বলে মনে করে কি না !...এ কথার জবাব সে পেয়েছিল, ফলে তার শরীর দশ-মরদ হয়ে উঠল। একটি পা দিয়ে সে সজোরে লাথি মেরে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'লে রে নিমাই সাজ দে।'

শিবাই মুখখানি উঁচু করে বললে, 'কোতি যাবে হে ?'

'দেখিব সখি সে কেমন জনা, কেমনে বাঁশী বাজায়' কলিটি গীত করে গেয়ে সাদা গলায় বললে, 'ভূত দেখে আসি হে...চক্ষে দেখি তাকত কেমন কাঁটি কাঁটি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমে ঘোড়ার সাজ পরানো হল, শাজাদ ঘোড়াটির উপর উঠে বসে বললে, 'তুমরা ঘরকে যাও আমি এলাম বলে,' থেমে আবার বললে, 'এবার যতি জিতি ঠাকুর পীরের দরগায় আমার ছাগলটা—'

নিমাই হেলে সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, 'আমারও মানসিক আছে হে, টিলাতে আমি চিনি দিব গো'। তার গলার স্বরে ভীতি প্রকাশ হয়েছিল।

শাজাদ চকিতে যেন ক্ষেপে উঠল, বললে 'ভয়ে শালা' এবং থড় করে ভারী চপেটাঘাতের শব্দ প্রকাশিত হয়ে উঠল, 'ভয়ে সুক্‌সুক্‌ করছ'।

নিমাই চড় খেয়ে টালটা কোনমতে সামলে, ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠল। শিবাই তাকে নিয়ে মাঠে নেমে গেল। কান্নার আওয়াজ, ছেলেমানুষের স্তন-খোঁজার কান্নার আওয়াজ যেমত!

একমনে দূরাগত ক্রন্দনের শব্দ শুনতে শুনতে সহসা শাজাদ কেঁপে উঠল। লাগাম কষে ধরে, বললে, 'শালা হারামী কেঁদে খর মাঠ নোনা যতি করবি ত আবার...' তার কথা আপনা আপনি উল্‌টেপাল্‌টে যাচ্ছে একথা ভাবতে ভাবতে কখন যে থেমে গিয়েছিল তা সে জানতে পারেনি।

কান্নার শব্দ, এক্ষণে, আর নেই। কেবলমাত্র মাঠালি-হাওয়া সোঁ সোঁ করে উঠে নামে, বিরাট গাছের মাথাগুলি দুলে। রাস্তা আবছায়া মাঝে মাঝে জোনাকির ঝাঁক! পুতুল যেমত—শাজাদ নড়ে নড়ে চলে। এখানে তার ছায়া নেই এ কারণে যে সমগ্র দিকই অন্ধকার। খানিক পথ অতিক্রম করে, সে একটা ঝুমুর ধরলে, সুর ছিল না, গলায় ছোঁড়া মোরগের মত স্বর। সে নিজের গীত খানিক কান খাড়া করে শুনলে, ঠিক স্বর লাগানোর চেষ্টাও সে করেছিল, মধ্যরাতে ভীত পথিকের গানের মত উত্থিত হল, 'কাজল পরা চুক তোমার আঁচল পেতে লুব'।

অনেকটা পথ সে পার হয়ে এসেছে। সোজাই যদি যায়, তাহলে পারোই ইষ্টিশান। ডাইনে নটা-গোবিন্দপুর, বাঁয়ে রাঘবপুর। ক্রমে চাঁদ সুপষ্ট, শাজাদ রাঘবপুরের রাস্তায়। আর কিছু দূরে অনেক ভাঙা-ভাঙা ইমারত—প্রাচীন কোন বাড়ির, এখানে কখনও নীলের আড়ং ছিল। ঠিক এরপরই আড়ং-এর কুঠিবাড়ির প্রকাণ্ড ভাঙা লম্বা দালান। পর পর খিলান। খিলানের মধ্যে দিয়ে রূঢ় চাঁদের আলো রাস্তায় পড়েছে। পড়ে এক অদ্ভুত রহস্যের সৃষ্টি করেছে। শাজাদ একটির পর একটি চন্দ্রালোক পার হয়ে এসে দাঁড়াল, সম্মুখেই বিস্তীর্ণ মাঠ। এইখান থেকেই স্পষ্টতই দেখা যায়, দূরে জলের তলার স্বচ্ছতার মধ্যে একটি আশ্চর্য!

কাঁচকড়ার তৈরী বিরাট একটি বাড়ি, গ্রীক মন্দির যেমত। এর সঙ্গেই জোড় দেওয়া আর পদ্ধতির দালান, এই দালানের উঁচু দেওয়ালের মাঝে মাঝে ছোট ছোট জানলা, অবশেষে খোলা ছাদ—ছাদের একান্তে দেওয়াল—মনে হয় ঘর তুলবার বাসনা ছিল। অন্য পাশে নবরত্নের চূড়া দেখা যায়। এতকাল হাওয়া বাজত, নিঝুম ছিল। মন্দিরে ঠাকুর আছেন লক্ষ্মী-জনার্দ্দন যলে সূর্য্য চাটুজ্জে, বেশকার নীলাম্বর আর পচা মালাকার তিন বিঘে ভোগ করে সে, এবং টগর ঝাড়ুদারনী ॥৽ আনা মাহিনায় বহাল ছিল—সে, তা ব্যতীত রামছবিলা দুবে দরওয়ান এ বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করত—সে, এ ছাড়া আর কেউ ছিল না। আজ যেন বেশী লোক। শাজাদ খানিক নিরীক্ষণ করে আপনকার দেহটিকে খেলিয়ে সোজা হয়ে বসল।

এটা যেন বাড়ি নয়। বাণবিদ্ধ রাজহংস, অনড় প্রস্তর যেমত; তার অঢেল সৌখীন

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উড্ডীয়মান জীবনের পরমার্থ একভাবে এইখানে দেওয়ালেই খুঁজে পেয়েছে। ঘুরন্ত সিঁড়ির শেষ ধাপের অলৌকিকতা এখানে। তবু তথাপি কেন যেন মনে হয়, যেন বা কোথায় সমস্ত কিছুতে হাড়ের জঘন্যতা রুক্ষ হয়ে আছে। শুভ্রতার অন্তরীক্ষে সম্যকভাবে যা নেই ; যা এখানে স্মৃতি—ভৌতিক, নিপীড়িত, গোঙানিতে পূর্ণ। এ কথার ভাব শাজাদ পেয়েছিল, তার মনে অবশ্য হয়নি। শবদেহ যেন পুনর্ব্বার উঠে বসেছে, এবং এই সত্য তার মধ্যে হিম হয়ে দেখা দিল। সে কেঁপেছিল, তার মনে হল পাশে ত কেউ নেই, মনে হল কারা যেন আছে বা।

তার মত লোক কতটুকু ভাবতে পারে ? খুব জোর আলুর কল, আখের টিকলি, ধান যদি হয়। শাজাদ এখনও এখানে, তার পিছনে পাশে আলুলায়িত গজপিপুল লতা, আরও পিছনে ছককাটা আলো অন্ধকার তথা তেরচা চন্দ্রালোক এবং রহস্যময় পরিপ্রেক্ষিত। সহসা এই পরিপ্রেক্ষিত তার মধ্যে দুস্তর অভ্যন্তর সৃষ্টি করেছিল—সেখানে ঝিম্‌ঝিম্ শব্দ। এ শব্দে তার রোমহর্ষ হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে, সে উপর দিকে তাকাল, গাছে গাছে অন্ধকার, এবং বাদুড় দেখে সে হুস করতে গিয়ে থেমে, আবার পিছন দিকে চাইল, কোন উত্তর নেই—শুধু চাঁদের আলো। একবার তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হল, 'হা খুদা, আমায় ভূত করলে না কেনে' অতীব ভীত দারিদ্র্যের উক্তি।

সে দেখেছিল, অনেক লণ্ঠনের তৎপর যাওয়া-আসা, তাদের কথার আওয়াজ এখানে হাওয়ায় হাওয়ায়ে আসে পট্‌পট্ করে উঠে। কুয়ার লাট্‌টা উঠে নামে, বড় কুয়ার ঘিরনির শব্দ, জলে বালতি পড়ার দম করে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়। এই আবহাওয়া শাজাদকে সত্যই নাড়া দিয়েছিল, সে আলমের ঘাড়ে মাথা রেখে বিশ্রাম চাইল। তার যেন হার হয়েছে।

কখন যে সে নিজেকে ঘুরিয়ে নিয়েছে, আর যে কখন সে আলমের ঘাড়ে চাপড় মেরেছিল, এবং বাবুই দড়ির লাগাম টেনেছিল তা তার চোখ দেখেনি। সম্মুখে আরবার খিলানের রহস্য, ঘোড়া মন্থর গতি যায়, খিলান-ভেদী চাঁদের আলোয় তাদের ছায়া ত্যাওড় বেঁটে বেঁটে। শাজাদের মনে এখন আর ঝুমুর নেই, নিদেন একটা অশুদ্ধ খেমটাও নেই। আড়ং সে পার হয়েছে, ভারী কাঁথাটা দুই কাঁধে তুলে দেওয়া, জ্বর বহুক্ষণ ছিল না। এখন শুধু তার মনে হল, পেটে খিদে নাল ঠুকছে, ফলে শরীরটা তার পাক দিয়ে উঠেছিল। পেট নিঙড়ান খিদে। এমন খিদে তার কেনে ? ঘোড়াকে 'খাড়াও খাড়াও' বলে রেকাব থেকে পা বার করে ঝুলিয়ে দিলে, স্থির হয়ে ভাবল একি জলতৃষ্ণা না খিদে, দেখতে চাইল কোথা জল। এই দুস্তর ফাঁকা মাঠের মধ্যে সে জলচিহ্ন কোথাও নেই। বেশ কিছুকাল এইভাবে তাকাতে তাকাতে তার কি একটা কথা মনে হল ! মনে হল যে মাঠে মাঠে সে যেন ছড়িয়ে পড়েছে। কোনমতে নিজেকে পাঁজাকোলা করে ফিরিয়ে আনতে পারছে না, অনাথ অসহায় বালকের মত সে অপলক নয়নে সেই দিকে ঠায় চেয়ে আছে। তার মধ্য হতে একটি ছোট ক্ষণস্থায়ী শব্দ উত্থিত হল : ভারী ন্যাকা আঁ-আঁর মত। কিন্তু এ শব্দ সে নিজেই সম্ভবত শোনেনি।

এ ক্ষুধা বৈধব্যের অনেক শোকের পরের ক্ষুধা। এই সঙ্গে ঊর্ধ্বে উড়ার প্রথম ডানা ঝাপটানর তীব্রতা নিয়ে তার মনে উদয় হয়েছিল আর এক ছবি। সেই সাদা বাড়ি, মনে হল তাকে যেন বা তাড়া করে আসছে। ভয়ে সে জগদ্দল। তাহলে এটা খিদে নয়, এটা ভয়। তৎক্ষণাৎ শাজাদ কোন এক কাল্পনিক আক্রমণ থেকে, সত্যসত্যই নিজেকে সরিয়ে নিল। কে একজনা তাকে আঘাত করতে এসেছিল, সে নিজেকে বাঁচাতে চাইলে। ভয়ে, হাত দুটি দেহের সঙ্গে আঠা হয়ে গিয়েছে। কুয়োতলের শীত মাকড়সা যেমত, গায়ে চলাফেরা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাজাদ কাঁধে জড়ো-করা কাঁথা নামাতে গিয়ে, দৃঢ় হয়ে আবার উঠিয়ে রাখলে। তার চোয়াল যদি, অভ্যাসমত শক্ত না হত তাহলে সে মরতই নিশ্চয়। দাঁতে এখনও তার ঠোঁট কামড়ান, ট্যাঁক থেকে একটি দেশলাই এবং কানের পাশ থেকে আদপোড়া চুটা বার করে এখন দাঁতে চেপে ধরলে। দাঁত তার অযথা বেশী খেলছিল। চুটার ধোঁয়া গলায় যেতেই সে খুব করে কেশে উঠল। আদপোড়া চুটার ধ্বক ভারী বদরাগী, তথাপি তার বেশ আরাম লাগছিল, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে সাহস ভরে চতুর্দ্দিকে চাইল। ইদানীং যে পৃথিবী আলমের—তার ঘোড়ার পায়ের তলায় ঝটিতি তা সাবালক হয়ে বিরাট বেইমান খাড়া; পৃথিবীর থৈ নেই। সে ত্বরিতে চৌকিদারী গলায় 'হো-হো-হোই' দিলে; জলজ পানার যেমত ভয় আবার ভেসে উঠেছিল।

আর ভয় হয়েছিল শাজাদের নটা-গোবিন্দপুরের চাঁদের আলোয় ড্যাঙ্গা দেখে, দিনে যা নিত্য-সবুজ। অজস্র তচনচ হয়ে থাকা হাড়পাঁজরা, হাওয়া এখানে লাট খায়, সোঁ-খিপ্-খিক্ করে উঠে। এটি আধা ভাগাড়। শাজাদ এদিকে আর তাকাতে পারল না, ঘোড়ার উপর নিজেই দুলতে লাগল এমনভাবে যেন ঘোড়া ছুটছে খুব কদমে। অবশ্য অনেক পরে ঘোড়া ছুটল। আবার সেই সুড়ঙ্গ মলিন পথ।

ঘোড়সওয়ার জীবনে এই প্রথম ভাবতে চেষ্টা করলে, ভাবা তার কোনদিনই হয়নি। কত বিস্তর আকাল গেছে। ভাবনা তার কখনই হয়নি—মায়ের দয়া অথবা কুট গরম হলেও হয়নি। যা এ সকল ক্ষেত্রে করণীয় শাজাদ তাই নির্লিপ্তভাবে করেছে, গাছের মাথায় হলুদ ছোপান ন্যাকড়ার নিশেন টানিয়ে দিয়েছে। আর আর ভাবনা তা আকাশে যিনি আছেন তাকে অনায়াসে বকলমা দিয়েছে।

ঘোড়া মচকে মচকে চলেছে, শাজাদ দূর শতছিন্ন অন্ধকারের দিকে চেয়ে, সে মনস্থ করে এই যে, আর পশ্চাশ কদম পরে যদি পাকুড় অথবা শিমুল গাছ হয়, তাহলে 'ভূতে'র সঙ্গে কোন হুজ্জতহাঙ্গামা হবে না আর যদি আম বা মহুয়া হয় তাহলে ভারী খুনখারাবী হবে। 'খুনখারাবী' কথাটি মনে উঠতেই সে আপনার অজানিতে 'হো-হো-হোই' দিয়ে উঠে, গা তার রোমাঞ্চিত। ঘোড়ার কদম গোনা বারবার ভুল হয়। কতবার গাছ চেনা মিথ্যা হল। পুনর্ব্বার সে মনস্থ করেছিল।

খানিক পথ অতিক্রম করার পরই অতর্কিতে আলমকে দাঁড় করালে সে যেন-বা কিছু দেখতে পেলে। কান খাড়া করে রইল, এবার সে-ধ্বনি স্পষ্ট হল, এ তার রক্তের ধারা-স্রোতের ধ্বনি বটে, অসম্ভব দুর্দ্ধর্ষ গতি নিষ্ঠুর লাল। আপনার গায়ে সে আদরে হাত বুলাতে লাগল, সহসা সে-স্রোত চোখে সামনে, কে যেন ছোট ডোঙ্গা বেয়ে আসে। যাকে দেখতে পেলে, তাকে দেখে সে থমকে স্থির। এ যে তার বাপজান! এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলাদা হয়ে ছিটকে গেছে, একারণে সে কম্পিত ত্রস্ত। শুধু মুখে আল্লা নাম। অপরিচিত সাদা আর কালোয় ব্যক্ত রুগ্ন মানুষের চোখ যেমত অথচ বীভৎস! ইতিমধ্যে ডোঙ্গা আরও কাছে এল, সত্যই তার বাপজান, সুন্দর দৃপ্ত মুখখানি তাঁর নড়ছে, কবরের ধূলা খসে খসে পড়ছে।

শাজাদ আর্ত্ত ভীত, চেঁচিয়ে উঠল, 'বাজান বাজান।'

বাপজান চুপ, শুধু কবরের ধূলা ঝরার শব্দ। এবার তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'শাজাদ তুই মাইয়ের দুধ খাস নাই'।

শাজাদ মুখখানি উঁচু করে গাছের মাথার দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে।

'শাজাদ', সঙ্গে সঙ্গে সে কেঁপে উঠে শুনতে লাগল, 'তুই ডরাস, হেঃ তোর রক্তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ্‌জিও আমি নাও বাইরে।'

এ কথার পর শাজাদ আরও ভাল করে তাঁকে দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু দেখল পাতা পাতা আর চন্দ্রালোক। সে তারস্বরে হো হো করে বললে, 'বাজান বাজান' তারপর মুখখানি নীচু করে শুধু বলেছিল, 'আল্লা' এবং আপনার আঙুল ঘোড়ার কেশর মধ্যে চালাতে লাগল, মুখ তুলে অনেক অনেকবার সে চেয়ে দেখেছিল, কোথাও কিছু নেই। শুধু পাখীর অস্বস্তি, আর প্যাঁচার তিরিক্ষি ডাক। তার দেহ নিশ্চয়ই কাঁপছিল, কেননা একদা তার মনে হয়েছিল কোথাও পালাই। নিজে এলোমেলোভাবে সে চেঁচিয়েও উঠেছিল। ঘোড়াকে ঠোক্কর দিয়ে সে বেসামাল হয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল, কোনমতে সে নিজেকে ঠিক দিলে।

ঘোড়া অল্প কদমে ছুটছে, মুখে তার শুধু 'বাজান' আর 'বাজান'। এক্ষণে আর এক দৃশ্যের সঞ্চার হল, অনেকক্ষণ পূর্ব্বের সন্ধ্যার কালো জলে, অমলি ডোমের সরবতি উরুৎ এখন হি হি করে উঠছে। তার সরম হল, ইচ্ছা হল এক দৌড়ে বাড়ি যাই, ফুলসন ফুলসন। এখন শাজাদ ঘোড়ার ঘাড়ে মাথাটি এলিয়ে দিয়েছে, চোখগুলি থেকে থেকে বড় হয়ে উঠে, মুখ কখন বা স্পষ্ট কখন আঁধার। কিসের আতিশয্যে সে বিদঘুটে হয়েছিল তা তার জানা ছিল, সহসা মধুর জলতরঙ্গের শব্দে তার কান তার ঘোড়ার কান এককালেই খাড়া হয়ে উঠল।

অনেক দূরে দুটি লালচে আলো, মধুর ঠুং ঠাং শব্দ, অদ্ভুত লয়ে পড়ছে, এই সঙ্গে খট্ খড়রর মৃদু আওয়াজ, ক্রমান্বয় অক্ষর হয়ে উঠছে। তার নিজের ঘোড়ার শ্লথ পায়ের শব্দ সেই মাধুর্য্যের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। এখন উদ্ভাসিত হল, গাড়ীর আলোতে কালো উথলে-উঠা ঢেউ। জোনাকিগুলি ছিটকে আরও উঁচোতে, তৎসহ সেই বাজনা টহলদারের মন্দিরা যেমত ; ভেরোই চোখ এনে দেয়। শাজাদ এ সঙ্গীতে ক্ষণকাল কিছু ভুলেছিল। বালকের মত সে হাসল। পরক্ষণেই সে গম্ভীর হয়েছিল।

সম্মুখের অশ্বদ্বয় যেন কষ্টিপাথরে তৈয়ারী, তাদের কেশর ফেঁপে ফুলে উঠে গাড়ীর আলোকে ছিটকে ফেলে দিতে চাইছে। চাকাগুলি ফিনফিনে। গাড়ী রুখে দাঁড়াল এ কারণে যে, এই রাস্তার একপাশে, চাঁদের আলোতে স্পষ্টই প্রতীয়মান, যে ধ্বসে গিয়ে গড়ায় পরিণত হয়েছে আর সেখানে অন্ধকার বোঝাই। গাড়ীর আলোতে তা ভয়ঙ্কর। গাড়ী রুখে দাঁড়াতেই, নাজুক গানের কলি ভেসে এল, ঘোড়াদুটি এখন টগবগ। কচুয়ান হাঁকল 'এই ঘোড়াওয়ালা নীচুসে উৎরো, নীচুমে।'

শাজাদ এতাবৎ চমৎকার চোখে ঘোড়াদুটিকে দেখছিল। লোকটির কথায় ত্রস্ত এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, ভীষণ জোরে বাবুই দড়ির লাগাম কষে ধরল, হাত তার জ্বলে গেল তবু হাত তার দড়িতে কামড় দিয়েছিল। সকল্প চোয়ালে খেলতে লাগল। এবং মুখ তুলে তাকাল, গাড়ীর উপরে, আলোতে দেখা যায় তাসের ছবির মত পোশাকপরা একটি লোক, পাশে আর একজন। শাজাদ তাদের দিকে একটি চোখ ইচ্ছে করেই ছোট করে বললে, 'আঃ হো তুমার মর্জ্জি হয় তুমি লাম্ না কেনে ?' গলার স্বরে নিজেই কেঁপে উঠেছিল।

ঘোড়াদুটি এখন টগবগে, তাদের খুরের আওয়াজ ভেদ করে ব্রুহামে আসীন সকলকেই, শাজাদের কণ্ঠস্বর, চাপকে চঞ্চল করে তুলেছিল। গাড়ীতে এক টুকরো শুবনাম মসলিন পড়ে ছিল, তিনি নাতিহুজুর। তিনি সান্ধ্যভ্রমণে বার হয়েছিলেন, সঙ্গে দুইজন সঙ্গিনী, একটি তাঁর ইহুদী মেয়েমানুষ, অন্যটি বাইজী—যার গান শোনা যাচ্ছিল। এছাড়া বাবুর সামনের আসনে, তাঁর পেয়ারের মোসায়েব ভব, তার পাশে সারেঙ্গীবাদক, এবং ঠিক তার পাশে নায়েব বনবিহারী মাথায় কম্ফর্টার জড়ান (এখন ফাল্গুন মাস) এ গাড়ীর পিছনে আর একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্রটিং তাতে খাদ্য মদ্য পাইক বেহারা ঠাসা।

হুজুর মোহনগোপাল এমত কণ্ঠস্বরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁর ঘোর একটু ফরসা হয়েছিল। জিব নেড়ে কিছু বলবার চেষ্টা করতে গিয়ে সোজা হয়ে বসে আবার চেষ্টা করে বললেন, 'ভব টর্চ্চ'।

হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে ভব নায়েবের শরীরের উপর দিয়ে নিজের দেহ আঁকাবাঁকা করে টর্চ্চটা ফেললে। আলো লম্বা হয়ে পড়ল, পড়েছিল কঠিন একগুঁয়ে একটি মুখের উপর, এবং তা ব্যতীত আরও দূরে। হুজুর কোনরকমে প্রশ্ন করলেন, 'লোকটা কে ?'

নায়েব বুঝেছিল এ হুকুম তাকে করা হয়েছে, ফলে তৎক্ষণাৎ দুই হাতে গাড়ীর মলম ধরে মুখটা বার করে ঠাওর করবার চেষ্টা করলে, নায়েবের দেহে টর্চ্চ আড়াল পড়েছিল সুতরাং ভব আরও হাতটি বাড়িয়ে টর্চ্চ ঘুরিয়ে ধরেছিল। নায়েব দেখল, গামছার ফেট্টির তলায় জ্বলজ্বলে দুটি চোখ, এইমাত্র মুখখানি টর্চ্চের আলো থেকে চোখ সরিয়ে নিল। এবার আর একবার সে বিরক্তিত মুখখানি আলোর দিকে ফিরাল, তার কপিশ চোখদুটি নায়েবের মুখে গিয়ে লাগল।

শাজাদ আর সময়ক্ষেপ করলে না। কেবলমাত্র একবার বিরাট কালো জানোয়ার দুটির দিকে তাকাল, তারপর আস্তে আস্তে ক্রমে ঘোড়গুলির পাশ কাটিয়ে যতই এগিয়ে আসে নায়েবের মুখ সেই অনুপাতে গাড়ীর মধ্যে সরে সরে যায়। নায়েব এখন একেবারে নিজের আসনে স্থির। শাজাদ গাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময় অতি ভদ্রভাবেই টর্চ্চটা সরিয়ে ঘুরিয়ে দিলে। ভবতারণের হাতও ঘুরেছিল এবং এতে করে দেখা গেল অত্যন্ত সুন্দর একটি মুখমণ্ডল, পার্শ্ববর্তিনী ইহুদী মহিলার থেকেও রঙ অনেক গৌর। মাথায় সেই পাতাকাটা তেড়ি, অবশেষে আর একটি স্ত্রীলোক যার নাকের নথ অতি সূক্ষ্ম চুড়ির মতন। মন-জুড়ানো ফরাসী আতরের (?) গন্ধে স্থানটি উদ্বেলিত অথচ কেমন যেন তা জংলী পাশবিক! শাজাদ পার হয়ে গেল। এখন সে বেশ দূরে গেছে।

হুজুর হঠাৎ রেগে বললেন, 'এই ইস্টুপিড টর্চ্চ হাটা।' টর্চ্চ সরে গেল তিনি আবার প্রশ্ন করলেন 'কে ও ?'

নায়েবমশাই যে কিভাবে শুরু করবে তার ধাঁচ ঠিক করতে পারে নি, কম্ফর্টারে একটু ঠিক দিয়ে বললে, 'আজ্ঞে হুজুর ও বেটা রুনুখগাঁয়ের শাজাদ।'

'রুনুখগাঁ আগে বলেন নি কেন ?'

'জ্ঞে...' কি বলা উচিত ঠিক ভেবে না পেয়ে বললে, 'বেটা ভারী বদমাস্ খুনে ডাকাত...'

'খুনে ডাকাত...তা আগে...এই গাড়ী ঘুমাও', হুজুরের কথা যদিও জড়ান তথাপি তিনি যে রয়ে রয়ে জোর দিয়ে বলেছিলেন একথা সকলেই বুঝেছিল। নায়েব তটস্থ, সকলেই বিব্রত।

'ঘুমাও গাড়ী...'

'এই ঘুমাও গাড়ী' বলেই ভব বললে, 'কিন্তু ও ত ধানক্ষেতে নেমে গেল।'

'গাঁ জ্বালিয়ে দেব'

'বাবু হুজুর, ও যদি জানত যে খোদ মালিক হুজুর গাড়ীতে আছেন তাহলে ই হে হে...'

'হ্যা তা বটে, খোদ মালিক যদি...ওর তো আর পাঁচটা বাপ নয়...'

ইতিমধ্যে ইহুদী মেয়েমানুষটি বাবুহুজুরকে ছোট একটি গেলাসে পানীয় দিলে। মোহনগোপাল গেলাসটি তুলে নিয়ে বিড়বিড় করে কিছু বলেছিলেন। এ কথা ঠিক যে তাঁর, এহেন ব্যাপারটা গায়ে লেগেছিল, আর যে তিনি জখম হয়েছিলেন, মদের ঝোঁকে এক একবার তাঁর স্মরণে আসছিল, কিন্তু এখন কোন কিছুই করবার নেই। তাই তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছিলেন, 'ও বুঝতে পারে নি আমি আছি ?'

নায়েব আর ভব সমস্বরে বলেছিল, '...আজ্ঞে না না, জানলে, কখনও...হ্যাঁ'—এরপর নায়েব একই কথা একাই বললে। এবং আর একটু দম্ভ প্রকাশ—'হি আর কিছু বেগোড় করলে আমি জুতিয়ে...হেঁ', বলেই ভীত হল, কম্ফর্টার ঠিক করলে।

'কালই ওদের ডেকে পাঠান।'

'হ্যা হুজুর, কালই' বলে নায়েবের ভারী অস্বস্তি হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল রুনুখগা অতি কোড়, তারা আসবে কি ?

গাড়ী চলেছে মোহনগোপাল তাঁর হাতের হীরে-আংটির দিকে মনঃসংযোগ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি অন্যমনস্ক হয়েছিলেন। মনে রাগ নয় ক্ষোভ নয় অন্য কোন কিছু ছটফট করছিল ; এক চুমুকে ব্রাণ্ডি শেষ করার জন্য কপালে চোখের আশেপাশে সর্ব্বত্র ঘাম, কোঁচার খুপি দিয়ে মুখ থুবলেন। এবং বললে, 'ভবাই, মদ।'

হুজুর মোহনগোপাল, যথাযথ হুজুর আজ কয়েকদিন। সুতরাং প্রজাসাধারণের যে হঠকারিতায় পাগল হবার মত মন এখন তৈরী হয় নি,—অবশ্য একথা বলা প্রয়োজন যে, কিছু একটা বেগোড়, চুন খসলেই যে ঝটিতি ক্ষেপে উঠবে এমন অবস্থা হয় নি। এ কারণে যে মাত্র দুদিন অথবা তিন দিন হয়, তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তিনি নিজে অতীব প্রাচীন। বড় প্রাচীন। খুব আশ্চর্য্যও হয়েছিলেন, যেক্ষণে তিনি জানতে পারলেন, নিরবধি কাল তিনি জীবিত। আপনার অভ্যন্তরে কে একজন ভারী চোখ তুলে বারবার চাইতে চেষ্টা করছিল। আর সামনেই রতি পাইক কত কথা বলছিল।

তখন সম্মুখে লতাপাতার বাট করা আয়নায় আপনার চেহারা দেখবার চেষ্টা করলেন, দুটি চোখ জ্বলজ্বল করে উঠেছিল। খাঁড়ার গোদাই করা চোখের থেকে এ চোখ দুটি অতীব অঘোরচারী। শরীর এ মুহূর্ত্তে ছিল না, আবেগের মত মুখটা এপাশ করলেন। একটির পর একটি দৃশ্যকাব্যের সঙ্গে সংঘাত হল, ওপাশে মেহেগনির উপর, চালাসীর (চেলজি) পুতুল নৃত্যরত ; কখন বা ফরাসী ঘড়ি সোনায়,—দারুণ ষাঁড়ের উপর আলুলায়িত বসনে মেয়েটি সময় ধরে বসে। তালদার বাতিদানের রূপার দণ্ডে ফুলকারী করা। কভু বা ভিনিসীয় কাচের পাত্রের আয়তলোচনা মাতৃমূর্ত্তিতে। অথবা এবার উর্দ্ধে।

উলঙ্গ সুন্দর বারোক সৌখীনতা, মোহনগোপাল এখানেই স্থির ছিল, এখন ছিল। ভাল করে লোকটির দিকে একবার চাইলেন। এবং একবার প্রশ্ন করে ছিলেন 'তোরা কি জাত ?'

'বাউরী'

হাতের ছোট পুতুলটির দিকে চেয়েছিলেন, পুতুলের মুখের কাব্যধর্ম্মী সরলতা তাঁকে বেশীক্ষণ আকৃষ্ট করে রাখতে পারে নি। সহসা তাঁর, এক ফাঁকে, মনে হয়েছিল এই পুতুলটি কেনার কথা। কোন এক ধনী বেনেবাড়ির ছেলে, তখন প্রায় খড়ি-কাপ্তেন, আধো গ্যাসের তলায় দাঁড়িয়ে পুতুল দেখাল, মোহনগোপাল তাঁকে শ-পাঁচেক টাকা দিতেই সে চলে গেল। মোহনগোপাল আস্তে আস্তে পুতুলটি দেখেছিলেন, এক তিলের মধ্যে এত সৌন্দর্য্য জগতে অনেক আছে, এটি আরখানি। তিনি গভীরভাবে পুতুলের ঠোঁটে চুম্বন করেছিলেন। তাঁর ঠোঁট পুতুলের ঠোঁট ছাড়িয়ে শূন্যতায় স্তব্ধ হয়েছিল। তিনি সূক্ষ্ম হতে পারেন নি। এখন আবার হেসে সম্মুখের লোকটির দিকে চেয়ে বলেছিলেন, 'মুচি নোস তো ?'

'মুচি কেনে'...হুজুরের সরলতায় সে হেসেছিল।

হুজুর মোহনগোপালের মুচি মনে হওয়ার কারণ এই যে, লোকটি এতাবৎ যে কথা বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প বলেছিল সেগুলিতে পচা গলিত দেহের গন্ধ। সে অনর্গল বলে গিয়েছিল, আবার শুরু করলে, 'আমায় দশ ঘা জুতা মারুন হুজুর, যদি মিছাই কিছু বলি, দেখন হুজুর আপনার নুন খাই—গা আমার জরা, ফাটা ফাটা দশ গাঁ ফেলে এলাম, এ কেমন কথা আপনার নাম কেউ জানল না, পাঁহুরী মৌজার কুয়োতলা বসি কাঁদলাম, আমার মনিবের লাতি গো তাকে চিনল না, তারপর ভাবলাম না চেনা দিলে হে চিনবে কেমনে... ?' তার বলার ভঙ্গীতে কেমন নাচের ভঙ্গিমা ছিল। মাঝে মাঝে হাঁটু ভাঙে, কভু শূন্যে হাত আছড়ায়। এই লোকটি রতে পাইক। চোখে তার মনসাপাতার কাজল।

মোহনগোপাল শুধু এইটুকু ভেবেছিলেন, তা কি করা যাবে। এবং বুড়ো রতিকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, 'কি করে চিনবে !'

'চিনবে মানে, উয়াদের কাঁকের মাইধরা ছানা পর্য্যন্তকে টুঁটি ধরি আনব তোমায় আপনাকে চিনাতে গো...রাজা চিনবি না রাস্তা চিনবি না...'

'দুঃ'

'দুঃ কি বাবু...বহুত দিন নুন খাইলাম, তাদের তাদের অখণ্ড পরমায়ু, আজও যিনি আপনার মধ্যে ভোগ দখল করে গো' বলে লাঠিশুদ্ধ কান ধরে কুর্নিশ মত করলে। এবং বললে 'তাদের কি প্রেতাপ ছিল, ভয়ে তারসে লোকে কাপড়ে-চোপড়ে হত, প্রজাখাতক কি কথা এক সায়েব লালমুখো সদরঅলা, রাজার সঙ্গে বখেড়া করলে, সাহেব হাঁসিল হল, তার লালমুখোর অখণ্ড দোষ বল্‌লেক, তুয়ার রাজাকে আমি চিনি না, ব্যস খতম' বলেই বেসাট দাঁতগুলো বার করে হাসল। 'লাস তলাসী হল না কাক-শেয়ালে বহুত রক্ত খেলে, ওতলো চৌকিদার খানিক রক্ত মাখা মাটি লিয়ে দেখালে...'

'আঃ থাম থাম'

'আমি মিছাই বলি না হুজুর, হাঁ, দোর্দ্দণ্ড ছিলেন গো, বুনেদী কত বড় ঘর...কি হাঁকডাক !'

হুজুর মোহনগোপাল বুড়োর কাছ থেকে যেন পালাতে পারলে বাঁচেন, সনাতন যেখানে বসে বন্দুক সাফ করছিল, দ্রুতপদে হল ছেড়ে সেখানে, এটা ডাক-বারান্দা ; একপাশে পাথরের টেবিলে, লম্বা বাক্সর ডালা খোলা, লাল বালতি হা হা করে আছে। দামী সুন্দর বন্দুকটি এক্ষন ঘাট পরান হয়েছে, হঠাৎ বাবু-হুজুর বন্দুকটাকে তুলে নিলেন। নল কাঁপে বসতেই খাঙ্ করে শব্দ হল। তিনি বললেন, 'ভব, গেলাস দিতে বল', বলে গলার চেনহারটি একটি আঙুল দিয়ে কেবলমাত্র আলগা দিলেন।

অভিজাত গৌরবের প্রতি এ কথা সত্য তার লোভ ছিল। আকর্ষণ ছিল। কেননা যেহেতু আবাল্য তিনি সাহসের নামে অনেক নীচ গল্প শুনেছেন। ছেলেবেলায়, এইরূপ একজন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী লোককে সর্ব্বসময়ে খাটে শুয়ে থাকতে দেখেছেন। অভিজাত গৌরবের মধ্যে একটি রূপার গেলাস, আর একমাত্র প্রজা হিসাবে একটি বিড়াল। তারপর তাঁর পিতা অল্প বয়সে বেশ্যালয়ে ভবলীলা সম্বরণ করেন। এবং তাঁরা দুই-তিনটি প্রাণী আশা পোষণ করেছিলেন, পুনর্ব্বার জমিদারী ফিরিয়ে আনতে পারবেন। এবং মোহনগোপাল অবশেষে সক্ষম হয়েছিলেন। এমন কোন নীচ কাজ নেই যে তাকে করতে হয় নি, আর পাঁচটা প্রভূত ধনশালী যে পথে টাকা উপার্জ্জন করেন, তিনিও সেই পথ অবলম্বন করেছিলেন। এখন তিনি এখানে, রাঘবপুরে, সমস্ত প্রাচীন গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য নিশ্চয়ই বদ্ধপরিকর। সুতরাং রতে পাইকের কথা কেমন কেমন লাগলেও এ তার মনের কথা। কেননা এখানে এসেই প্রথম দিনেই তিনি কয়েদখানাটি পরিদর্শন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন।

ব্রাণ্ডি গ্লাসটি হাতে নিয়ে মোহনগোপাল বারান্দা ছেড়ে, হলে এসে চারদিকে কি যেন তাঁর চোখ খুঁজেছিল। পরে, একটি ললিতসুন্দর চেয়ারের হাতলে বসে পিঠদান হাতের উপর হাত রেখে মাথাটি ন্যস্ত করে বেশ কিছুকাল তাঁর কেটেছে, কখন তাঁর চোরা চাহনি এ সকল সৌন্দর্য্যের দিকে মানুষ যখন মানুষকে ভালবেসেছিল তার নিদর্শনের দিকে ঘুরেফিরে। কিন্তু দরজার আলো আটকে রতে পাইক এখন হাঁটু ভেঙ্গে মহা উল্লাসে কি যেন বলছিল।

ক্রমে গোলাপের স্বাদ এ সকল কিছুর মধ্যে থেকে অন্তর্হিত হল। রতে পাইককে হুজুর আর ছাড়লেন না। কেননা যেহেতু প্রজাশাসনের রীতি, চৌধুরীদের দর্পের কথা সে অনেক, অনেক জানে। নাতিহুজুর মোহনগোপালকে অতিসহজেই তার বংশের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার যত কিছু পথ আছে তার নিশানা সে দিতে পারে। রাত্রে মদ যখন মেয়েমানুষ হয়ে যায় সেইকালে তাঁকে জাগিয়ে রাখবে ইত্যাকার বিষধর গল্প কথা।

সেইদিন রাত্রেই তাঁর রূপান্তর ঘটল ; শুধু মনে হল, আমি অতীব অতীতের মাংসপিণ্ডের আর একজন। ক্রমে হৃদয়ের স্থানে পেট এসে দেখা দিলে, দাঁত তাঁর ভাবপ্রবণতা, নখে ক্ষুরধার হয়েছিল ভালবাসা। রতে পাইকের মুখে আলো ঠিক্‌রে পড়েছে, আলোর অস্থিরতা রতির মুখখানাকে নিড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে বারবার। 'ও ভজা লাপতে, কি কপাল লোকটার গো, জগা-তারা রুইদাস তার ফোঁড় কেটেছিল ; কারণ জগার বউ লাপতের সঙ্গে লষ্ট ছিল ! ব্যাস, কাল হল রাজাহুজুর তার আঙুল কেটে দিলেক !'

এরপর হুজুরের ঘুম কোথায় ? ঘুম সে তো রোমক সভ্যতার বাটলির যে অনায়াসে মাংসের উপর মনের উপর অনৈসর্গিক আলো খেলিয়ে দিয়ে থাকে। যাতে করে সৃষ্টি আরবার, শিশু যেমত, সেইরূপ মাই খোঁজে। ঘুম নেই, ওডিকোলনের ঝারি আর ফলদায়িনী নয়, শুধুমাত্র তিনি ইসলামীয় টিউলিপ অঙ্কিত ভিনিসীয় ঝারির দিকে অনিমেষে চেয়ে থাকেন। রূপার বাতিদান বিচ্ছুরিত আলোয় ঝারির তলায় তরলতায় আশ্চর্য্য সৃষ্টি করে, পূর্ব্বে হলে হয়ত মোহনগোপাল ভাবত, ওখানে যেন অনেক মৎস্যকন্যা ! কিন্তু এতে ইদানীং কোন বংশগৌরব নাই, মাথায় কোলনের জল, উপরে টানাপাখায় গোলাপসুন্দরী আঁকা হসহস করে যায় আসে। এতেক বৈভব, সুদীর্ঘ সৌন্দর্য্য ঘুড়ি ধাইয়ের গল্পের কাছে ম্লান। ঘুড়ি ধাই, দশ বিশ মৌজায় লাট খেয়ে ফিরত তাই তার নাম, ঘুড়ি কোন এক কাতরান মেয়ের নাড়ি কাটতে গিয়েছিল—তাকে ছেলে দিইয়ে লেথিয়ে...ছেলে বিয়োন করালে...হুজুরের রক্তের স্রোতে ভোদড় উঠানামা করেছে, অধিকন্তু এ কথা সত্য যে শঙ্কর মাছের রূপা বাঁধান চাবুক, জুতো বা লাথিঝাটার কি ঘুম হয় !

খোলা ছাদে, এ ছাদের একপাশে দেওয়াল তোলা, সেখানে অনেক কোন এক অতি সভ্যতার সাধনার মাধুর্য-মূর্ত্তি। চাঁদের আলোয়, এক্ষণে রসিলা হয়ে উঠেছে, ঠোঁটের ছায়া চিবুকে বিস্তৃত ! এতে করে মনে হয়, কাল তথা সময় দীনতম দীনের মতই এ-বাড়ির নিচের তলায় কিঞ্চিৎ ভিক্ষার আশায় অপেক্ষমাণ।

আরামকেদারায় ফুলের ছায়া-করা মখমলের উপর মোহনগোপাল তাঁর মুখখানি ঘষলেন, সেখানে হিম ছিল। নিকটে কার্পেটে তাঁর মেয়েমানুষরা ছিট্‌কে পড়ে ঘুমায়, বাইজীরা ঘুমে কাতর তথা মদে অচেতন। অদূরে বেহারারা ঢুলছে, পড়ছে। তিনি একাই জাগ্রত। কোনক্রমে বেসামাল পায় মোহনগোপাল ছাদের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত গেলেন, কার্নিশের উপরে একটি পা তুলে দাঁড়িয়ে, তাকালেন, কার্পেটে এক ঝলক স্মৃতি ; ওপাশে স্থিতিবান শাশ্বত মূর্ত্তিনিচয়, আর পিছনে পোড়া পৃথিবী ! সম্মুখে দুপুরের লাল সই দূরত্ব এখন আঁশখোয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধোঁয়াটে। তিনি একপাশের ঠোঁট ফাঁক করে বললেন, 'সব আমার—যা খুসী...'

অপ্রকৃত ঘুম, তথাপি জয়পুরী নাচওয়ালী, আগ্রাওয়ালী মেহেরউন্নিসার পা লেগে সোডার বোতল গড়িয়ে, ঘুঙুরের আওয়াজ আর রয়ে রয়ে সোডার বোতলের গুলি ছিপি গুলগুল করে উঠেছিল। হুজুর ঘুরে দাঁড়ালেন। যা কিছু চিকন, যা কিছু ফুরফুরে তা হাওয়ায় উড়ে যেতে চায়। মোহনগোপাল নিজের মুঠো খুলে কি যেন দেখতে চাইলেন ; বহুক্ষণ আগে এই দিগন্তকে পিছনে রেখে ঘুরে ঘুরে নাচছিল, বেহাগের লহেরা নিপট, ধানীও লাট লাট খেয়েছিল। মেহেরউন্নিসা হৌদলা ভেড়ুয়াকে দেখে তিনি কেমন যেন ভীত হয়েছিলেন, ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে ভেড়ুয়াকে ধরতে গিয়ে মেহেরকে ধরে ফেলেন। মেহের আই আই করে খানিক কুকুর কাঁদুনি দিয়ে সোহাগ কামড় দিয়েছিল হুজুরের হাতে, সে-কামড়টিকে বারবার খুঁজেছিলেন।

সত্যিই তিনি কি খুঁজেছিলেন ? হয়ত না। মদ ইদানীং তাকে আরও জাগ্রত করেছে, মদের রীতি তা না হলেও ধর্ম্ম তাই ; আর তাই যদি তবে তিনি অদ্ভুতভাবেই জাগ্রত। মোহনগোপাল সঙ্কল্প করেছেন হাওয়াকে দেখবই। দূর প্রাচীন অতীতের অমোঘ পাথুরে দেওয়ালে ক্রমাগত ঢুঁ মেরে চলেছেন অতীত আমার চাই, সাক্ষাৎ অতীত। ফলে অতি সহজেই তাঁর নিজের ভিতরে একটি হাঁকপাঁক ঢুকে পড়েছে, অতিকায় গোঁয়ার মাংসপিণ্ডবৎ দিন রাত এইটুকু মাত্র বিচার, কোন উষ্ণতা নেই।

খাঁচা ডানার পক্ষাঘাত আনে না। নানাবিধ মুখচোরা লাজুক সৌন্দর্য্য তাঁর কাছে নামমাত্র হয়েছিল, তাই এখন যখন তিনি সাহস করে অথবা অসাবধানতাবশত, মূর্ত্তিগুলির দিকে তাকালেন, দেখলেন, পরীগুলি অসম্ভব জীবন্ত। চন্দ্রালোকে নাতিসবুজ, এ পাথরের মায়া যেন বা তাঁর রক্তকে সত্যই লাল করে দিয়ে মনের মধ্যে শিশুর পরাধীনতা এনে দিতে চাইছে। ক্রমাগতই তাঁকেই কোন এক স্বপ্নলোকের দিকে আহ্বান করে, কিন্তু তিনি যেন কোথায়—টিট ন্যাড়া রক্ষার উপর দাঁড়িয়ে। একবার তাঁর মনে হয়েছিল এক ঝটকায় এ সকল সরলতাকে তিনি তছনছ করে দিতে পারেন। উত্তেজনায় মোহনগোপাল এখন শঙ্কর মাছের চাবুক অথবা ছেঁড়া জুতা।

AMARBOI.COM

পরক্ষণেই তিনি যেন শুনতে পেলেন, অগণন মৌজা মহাল থেকে, এই বিরাট লোক চরাচর গরুড়ের মত করজোড়ে প্রভু প্রভু বলে উঠেছে। অদূরবর্ত্তী কয়েদখানা থেকেও প্রাণান্ত আর্ত্তনাদ। সকলের বুকে তাঁর নাম—এরা কারা যাদের মেরে না ফেললে জীবিত ছিল বলে লেখা যায় না। মোহনগোপাল জানত না, ভয়ঙ্কর হওয়ার মধ্যে এমন এক মেজাজী আনন্দ আছে। সহজ মানুষের মত উঠেই তিনি বন্দুকটা তুলে নিয়েই, ভবকে দেখতে চেষ্টা করলেন। ভব উপুড় হয়ে শুয়েছিল, কাপড় তার এলোমেলো, সেখানেই এক লাথি মারতে ভব উঠে কাপড় সামলে, চোখ কচলাতে লাগল। ভব চোখ থেকে হাত সরিয়ে দেখলে, সামনে বন্দুকের নল, বোকার মত সরিয়ে দিতে গিয়ে শুনল তিনি কিছু বলছেন।

ভব নল দেখে ভয় পেয়েছিল। কারণ তখনও আলো দেওয়া হয়নি। মোহনগোপাল বন্দুক নিয়ে তাকে তাড়া করেছিল। বাইজী গান থামিয়ে চুপ। ভব হলঘরে ঢুকেছিল, হুজুরও এসে পড়লেন। একটি আয়নায় সহসা প্রতিফলিত ভবকে গুলি মেরেছিলেন, তারপর এক অট্টহাস্য। সেই থেকে ভব ভয়ে ভয়ে আছে। তবু এখন সাহস করে সে বন্দুকটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে, তাকে শুইয়ে দিতে গেল।

টিলার উপর দিয়ে আলো অনেকটা গড়িয়ে গিয়েছে, কুসুমের শীতলতা আর নেই, এখন খাক। তবু বেলেরাস্তা এখনও তপ্ত নয়। এমত সময়ে গেট পার হয়ে নাতিদীর্ঘ একটি ভীড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমে এই বিরাট বিরাট থামওয়ালা তিন-চার গাড়ী দাঁড়ানর মত প্রশস্ত গাড়ীবারান্দায় এসে ঠেক খেলে। নিমাই হেলের ছেলেটি মাথা উঁচু করে 'হোউ' বলে উঠেই নীচু করে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি সহকারে হাসতে লাগল, এর পূর্ব্বেই গম্ভীর প্রতিধ্বনি হয়েছিল। যারা যারা বয়সী তারা তাকে তাড়া দিয়েছিল।

প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই, চটির ফটফট আওয়াজ শোনা গেল। এবং দেখা গেল নায়েব যে কষি বাঁধতে আঁটতে, এসে উপস্থিত, একগাদা অভিবাদনের হাসির উপর দিয়ে নজর চালিয়ে নিজের কাঁধ মচকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঠিক করে বললেন, 'কোন্ হারামজাদা রে ?' বলেই দাঁতের ফাঁকে কি যেন আটকেছে, সেটাকে ছিক্‌ছিক্ শব্দ করে অদ্ভুতভাবে টানতে থাকলেন। সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন, 'হুজুর সবে উঠলেন, (বেলা এগারোটা) চাম তুলে লিবে...'

ইয়াসিন কার যেন কানে কানে বলেছিল, 'জাতে মুচি নাকি...'

নিমাই হেলের ছেলেটি বাপের নিকটে কাছ-ঘেঁষে আপনকার মাথায় হাত দুটি স্থাপন করতঃ দাঁড়াল। কিয়ৎক্ষণ চুপ, শুধুমাত্র পায়রা শব্দের বোল পড়ন নির্দ্দয় হয়ে উঠেছিল। পুনশ্চ নায়েব বললে, 'কুথাকার গেছ পাথুরে, বেহুড়ুলে (হোড়া মানুষ) গাঁ-মৌজা উজাড় করি আনছিস হে, কুকুরটাও লিয়ে এসছিস হে...'

রববানি কানের মধ্যে কড়ে আঙুলটা ঢুকিয়ে ঝাঁকি দিতে দিতে বললে—'ই কি গো, ছেইলা ছানা রাজদর্শন করবে বটে গো, তাই লিয়ে এলাম হে, কাঙাল মানুষ রাজা দেখি নাই—রাজা দেখুক।'

রাম সম্ভবত, একথা বলেছিল যে, 'তুমি ত বললে সব্বাইকে লিয়ে আসতে এখন...' রামের মত নিশ্চয় আর সকলেরই নায়েবের ব্যবহার বেশ অবাক লেগেছিল। গতকল্য সন্ধ্যার ব্যবহারে একটু হাত-কচলান ভাব ছিল।

রামের কথার উত্তর দেবার মত মন নায়েবের ছিল না, যেহেতু রববানির জবাব তার কাছে খুব লাগসই বলে মনে হয় এ কারণে যে এ সকল কথা সে নায়েব হুজুরকে বলতে পারবে এবং হুজুর এহেন কথায় বড় তুষ্ট হবেন। নায়েব বললে, 'লে তুরা বস, এখনই হুজুর লামবেন...হাঁ হাঁ চুটাফুটা খাস্ নাই ই ঠাঁইকে...সহবৎ সম্ভ্রম দেখাস...' বলেই চলে গেলেন, কেননা বেশীক্ষণ এখানে দাঁড়ানর মত তাঁর জোর ছিল না।

এখানে এইভাবে ভূঁয়ে বসাটা যদিচ খুঁতখুঁতে ব্যাপার, তথাপি বসতেই হল। যেহেতু সকলেই শলাপরামর্শ করে এসেছে, মনে সকলেই ভেবেছিল হাঙ্গামা আটকাতেই হবে, কার সময় সুযোগ পালটেছে। শাজাদ সেদিন কারো কথা কাউকে ভাঙে নি।

শাজাদ খুদাতালার নাম স্মরণ করেই এসেছে, আসবে না এমন ত হতে পারে না। এই বোধ হয় প্রথম রুনুখগাঁয়ের লোক রাঘবপুরের তলবে এল। এখানে ছাগল-গরু চরাতে অনেকবার এসেছে, কিন্তু এইভাবে কখনও আসে নি। সত্যই তাহলে প্রমাণ হয় যে রুনুখগাঁ কমজোরই হয়েছে। এ কথা বড় দুঃখের বটে। রুনুখগাঁয়ের রোগাপাতলা তগড়া মিলিয়ে জন পঞ্চাশেক যারা এসেছে তাদের মুখে একই ভাব ; এদের চোয়াল যেন নেই, চোখ ছোটবড় হবে না। সকলেই চুপচাপ করে বসে, গুনগুনানি যদি একটু বড় হয় তৎক্ষণাৎ একে অন্য গায়ককে 'হিঃ রে' বলে চোখ মটকে ধমক দেয় অবশ্য দু-এক দানা রস-রগড়ের কথা হয়েছে, এ ওর কানে ফিসফিস করেই বলেছে। কোন কোন শ্রোতার কাঁধে বক্তার দাড়ি লাগার জন্য, সুড়সুড়ি খেলে গিয়েছিল। শব্দ করে কেউ হাসে নি, অট্টহাস্যের মূক অভিনয় করেছিল। এক-একটা হাঁ যেন কলে খুলে নিভে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রববানিকে ইয়াসিন একটা ঢিল দিয়ে মাটি আঁচড় কাটতে কাটতে বলেছিল, 'চাচা তুমি বলেছিলে, রাজবাড়ি এলেই আগে চিঁড়ে গুড় দেয়, লাস্তাপানি দেয়—সে কেমন জলপান গো ? লায়েব যেমনি দিলেক ? সেই রকম না ধরে খেও মা ?' ইয়াসিনের গলা জোর হয়েছিল। ফলে অনেকগুলি রেখাঙ্কিত অট্টহাস্য দেখা গেল।

এমত সময়ে সিঁড়ির উপরে দরজার কাঁচে কে যেন প্রতীয়মান। সাদাটে লতাপাতার কেয়ারি করা লম্বা কাঁচের সার্শিতে একটি মুখমণ্ডল, এবং তার রেশমের চীনে কোটের অনেকটা অংশ। এই দরজার কিছু দূরে একটি বন্ধ খড়খড়ি হঠাৎ বন্ধ হল, সেখানে ছিল মোসায়েব ভব, সে বোধ হয় ইয়াসিনের মন্তব্যের কিছুটা শুনেছিল। তাকেও সার্শিতে দেখা গেল, হুজুরের ভ্রূদ্বয় কুঁচকে উঠল। তিনি নায়েবকে কি যেন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন। প্রশ্নকালে তাঁর মুখ ছিল নায়েবের দিকে, এবং আঙুল এদের দিকে সেই সময় উঁচান ছিল।

হুজুরের রাগতভাব, বেশী আঙুল চালাতে গিয়ে সার্শিতে অসাবধানতাবশত লেগেছিল, ফলে একবার আঙুলের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কেন কিছু দেন নি...'

নায়েব অতিমাত্রায় ভীত স্বরে বললে, 'জ্ঞে ভাঁড়ারীকে বলি নি, কারণ এরা ত ঠিক আমাদের প্রজা নয়।' একথা নায়েব বুদ্ধি করেই বলেছিল, যেহেতু এতেক লোকদের চিঁড়া যোগান দেওয়ার মত ব্যবস্থা এখনও হয় নি।

'থামুন,' বলেই বলে ফেললেন, 'হোক না হোক' অর্থাৎ ভাবটা এই যে আমি একজন বিরাট কিছু, রাজা। আর অন্য কোন অর্থে নয়। কিন্তু এই কথার পরই নায়েবের ধৃষ্ট উত্তর তাঁর কানে বাজল। বললেন 'প্রজা নয় মানে ?' যেন তিনি কামড়াতে প্রস্তুত।

'জ্ঞে, জ্ঞে, হুজুর, ওরা হুজুর...'

ওরা হুজুর মানে আমার প্রজা...মানতেই হবে বলেই চুপ করে থেকে কিয়ৎক্ষণ কিছু যেমন বা ভেবেছিলেন, ভাবলেন তাঁর বলা উচিত ছিল, 'ওদের... চৌদ্দপুরুষ মানবে' অন্তত ইত্যাকার উক্তিতে তাঁর বনেদিয়ানা স্পষ্টতর হত। নিজের কাছে ত বটেই, অধিকন্তু সমবেত সকলের কাছে। এরপর তিনি বললেন, 'মানাতে না জানলে কেউ মানে না' বলেই দরজা খুলতে হুকুম করলেন।

AMARBOI.COM

দরজাটা কিছু শব্দ করত খুলে গেল। সম্মুখে হুজুর এবং তার পিছনে রূপকথার ঐশ্বর্য্য। হলঘরের খানিক দেখা যায়। বেহারারা ব্যস্তসমস্ত হয়ে একটি রাজসিক চেয়ার এনেছিল, পাদানি এনে দিল, প্রকাণ্ড পাখা এল। সমবেত জনমণ্ডলী যারা এতাবৎ মাটিতে বসে ছিল তারা একে একে উঠে দাঁড়াল (সার্শির পিছনে আবির্ভাবের সময় কেউ ওঠে নি)। ইয়াসিন উঠতে গিয়ে তার কাঁধের ছেঁড়া নেতাটা (গামছা) পড়ে যাচ্ছিল। কে একজনা নাক ঝাড়তে গিয়ে স্থির হল। শুধুমাত্র শাজাদ দেহের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত উদ্ধত ভঙ্গি জোর করে খাড়া রেখেছিল, কেননা তার পেটে বুকে শীত চলে ফিরে, সে তার আপনার বাঁ হাতখানি কোমরে স্থগিত রেখেছিল।

পরীর মত মুখখানি দেখে সকলেই বিস্ময়ে হতবাক্, তারা 'পৃতিমা' তারা 'যাত্রার রানী' বলে তাঁকে ধরেছিল। কথঞ্চিৎ ঘোর কাটার পর, ছোট ছোট কুর্নিশ—কিছু গড় (আভূমি নয়) চঞ্চল হয়ে উঠল। হুজুর দয়াপরবশ হয়ে তাদের দিকে আবির নয়নে দেখেছিলেন। হসহস করে হাতপাখা আসে যায়, ফলে কিছু লোক যখন দেখে, অন্যেরা তখন বঞ্চিত হয়।

হুজুর চেয়ারে এখন যেন ঠিকভাবে বসতে পারেন নি। প্রজা দেখে ভারী খুসী, দু-একবার গলা পরিষ্কার করলেন, নানান অস্থিরতা প্রকাশ পেল। ইতোমধ্যে শুনলেন নায়েব তারস্বরে হাঁকছে, 'ওরে লে গড় কর, ঈশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা ব্রজগোপাল চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহাদুর হুজুরের নাতি...শ্রীল শ্রীযুত রাজা মোহনগোপাল চৌধুরী বাহাদুর তোদের বাপ-মা, সে লে' বলে নিজেই বিনয়ে পাপোশ সদৃশ হয়ে গিয়ে বললেন, 'গরীবের মা-বাপ...'

পৃথিবীর হুজুররা সকলে মা-বাপ দুই, ফলে ক্লীবলিঙ্গ ! হুজুর সলজ্জভাবে নায়েবের দিকে চেয়ে কখনও মুখ নিচু করে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। নায়েব ভুঁড়িটা যথাসম্ভব নাচিয়ে করজোড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুজুর দরবার ঘরে যদি...'

'না...দুমিনিটে সেরে নেব' বলেই তিনি সম্মুখের ভীড়ের দিকে বেনামা নজরে চাইলেন। ইতঃপূর্ব্বে এরূপ দুঃখময় ভীড় দেখেন নি। কতগুলি অনিশ্চিত শীতে কাঁপছে। নিজের অস্থিরতায় পাদান উল্টে গেল, তিনি নিজেই তুলতে যাচ্ছিলেন, সহসা কৈলাস এসে ঠিক করে দিলে। হুজুর নিজের ব্যবহারের জন্য মর্ম্মাহিত হয়েছিলেন। হুকা-বরদার এসে একটি বিচিত্র আলবোলা রাখল অনতিদূরে, কাটগেলাসের উপর সোনার কাজ করা বৈঠা ; তাতে দশ-বার নহর নল। মুখদানটা অত্যন্ত আদবকায়দায় হুজুরকে দিলে। হুজুর মোহনগোপাল যেন স্বস্তি পেয়েছিলেন। কস্তুরীর গন্ধ পরিব্যাপ্ত হল।

হুজুর অধিক নাটকীয়ভাবে বসে মুখদানটায় টান দিলেন, পুনঃপুনঃ দিয়েছিলেন কিন্তু কোথা ধোঁয়া ! তাকে কেমন যেন বা জীবন্ত রগড় বলেই বোধ হল। মুখদানটা সরাতে পারছেন না কারণ এটি অহঙ্কার, এটি অহঙ্কার। ত্বরিতে সকলের দিকে তাকিয়ে নিজেকে বড় বেয়াকুফ বলে বোধ হল। সকলেই তাঁকে যেমন অনুপযুক্ত ভাবছে। মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়েই নায়েবের কথাটা মনে হয়েছিল, সুতরাং আর আর কথা, যথা এদের সঙ্গে পুরাতন বিবাদ, যথা শাজাদের অবজ্ঞা করার কথা মনে হয়েছিল। কে যেন তাঁর ভিতরে 'মাঁভৈ মাঁভৈ' বলে একবার যেন বা হুকুম করেছিলেন, 'রতি পাইক', কিন্তু প্রকাশ্যে নানাবিধ স্বরে একটি রূঢ় পদ শোনা গেল 'কয়েদখানা দেখিয়ে নিয়ে আয়।'

এমন যে নায়েব সে পর্য্যন্ত এই উক্তিতে যেন ধাক্কা খেয়ে গেল। ভবও যারপরনাই স্তম্ভিত। হুজুর নিজেই তার অসতর্ক মুহূর্ত্তে পাখীরা যেমত ঘাড় কাত করে কথা শুনে, তেমনি শুনেছিলেন। মনে হয়েছিল এ গলা অনেক অন্ধকার পার হয়ে এল। তিনি বলে উঠলেন 'নিয়ে যা'। কোন কিছু ভেঙে পড়বে, ভয়ঙ্কর শব্দ যেন প্রকম্পিত হল।

ইদানীং জনসমাজ অস্পষ্ট হয়েছিল, হুজুরের বাক্যে কেবলমাত্র তাদের বুকটা ধক্ করে উঠে টিপ্। কে একটা বাচ্চা ছেলে সর্দ্দি টানতেই যেটুকু শব্দ হয়েছিল তাতে তারা কেঁপে উঠেছিল। এতক্ষণ কেউ কারও দিকে চায়নি। এমত সময় দুজন নীলকোর্ত্তা পরা তকমা-লাগান লোক এসেই বললে, 'চল হে।'

হাওয়া চালিত শুষ্ক পাতা যেমত চলে, তেমনি সকলেই। কিন্তু তবু ছোট বড় নানাপ্রকারের দীর্ঘনিশ্বাস শোনা গিয়েছিল। ঈশ্বরকে স্মরণ করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। সকলেরই মুখ নীচু, শবযাত্রায় যেরূপ দেখা যায়। গাড়ীবারান্দার অন্যদিক দিয়ে বার হয়ে, যখন তারা প্রথম লতানে গোলাপযুক্ত বাতিখাম্বা পার হয়েছে, এ সময় রববানি কিছু পাশ কাটিয়ে শাজাদের পাশে এসে অনুচ্চ কণ্ঠে বললে...'মন মানাও গো, আমরা ছোট হই নাই...আমরা আল্লার নামে আছি...'

শাজাদ এ কথায় হেঁট মুখটা তুলে, একবার তার দিকে, অন্যবার সারা প্রকৃতির দিকে চক্রাকারে তাকিয়ে নিয়ে মৃদু হাসল, মাথা নাড়ল।

অনেকটা আসার পর, সারি সারি গুমটিঘর। তারা সকলেই গুমটিঘরের বারান্দায় উঠল। অনেক ঘরে তালা দেওয়া, সর্ব্বশেষ ঘরটি বড় এবং এইটিই কয়েকখানা। কয়েদখানার সম্মুখে এক পিপে চুন ভিজান আর নানাবিধ কলিফেরানোর সরঞ্জাম ; কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালি, কিছু সুরকি বারান্দার নিচে মাঠে ডাঁই করা।

লোহার মোটা গরাদওয়ালা দরজা। হুড়কোতে মুঠোর মত দেখতে বেশ ভারী তালা লাগান। অসম্ভব একটা ঝাঁঝাল গন্ধ এরা সকলেই পেয়েছিল। সমস্ত ইজ্জত ভুলে সত্যই সকলেই কয়েদখানা দেখতে লাগল! গরাদে মুখ রেখে জটা খামচাতে খামচাতে শিবাই বামুন বললে, 'মেলা আঁচড় মোচড় দিলে গো মিএগা।'

কারু কথা কইবার মত মন নাই, যেমন লোকে ঐতিহাসিক ফাঁকা ঘরসমূহ দেখে, তেমনি এরা বড় চোখে দেখছিল। ছোট একটি নিশ্বাস ফেলবার চেষ্টা করে একজন যখন সরে আসে, অন্যজন তখন সলজ্জভাবে গরাদে মুখটা লাগিয়ে কিছু দেখবার চেষ্টা করে। ছোট ছেলে যে কজন ছিল, তারা হামাগুড়ি দিয়ে বড়দের হাঁটুর ফাঁকে ঢুকে দেখছিল, মজার কিছু দেখা যাবে বলে চারিদিকে চাইছিল।

কয়েদখানার ছাদ খুব নিচু, উপরে ছাদ গোল হয়ে ভাঙা। খিলানের ইঁট খোয়া মশলার স্তর কালো হয়ে আছে। কতক চামচিকে। ছোঁড়াদের মধ্যে কে একজন 'হুক' করে উঠতেই, চামচিকে ছুটে পালাল। ছাদের গোলা ফাটের আগাছা আর কালমেঘ এতাবৎ যা হাওয়ায় নড়ছিল, তা সকল চামচিকের চোটে দুলে উঠল। ঘরের উত্তরে একটি ছোট জানালা, দেওয়ালে দেওয়ালে ইকড়িমিকড়ি ফাটল, সেখানে ফার্ন গাছ।

শাজাদ শিবাই বামুনের হাত ধরে বললে, 'দেখছ গো দেখছ...।' শিবাই তার দিকে না তাকিয়ে চোখ দুটি যথেষ্ট বড় করে ছিল। শাজাদ পুনর্ব্বার বললে, 'ওগুলা হাতের ছাপ না বটে?'

দেওয়ালে ভৌতিক হাতের ছাপ, কখনও ফার্নের তলে, কখনও বা ফাটলের ধারে। মহাসাগরের নিমজ্জমানের শেষ চেষ্টাটুকু। শাজাদ ভীত হয়েছিল, দুধেল গলায় সে প্রশ্ন করলে, 'এতেক হাতের সই ছাপ কেনে গো বামুন, উটা কি লিখা বটে?'

শিবাই নিরীক্ষণ করত উত্তর দিলে, 'মনে লয় যারা ছিল ইখানে তাদের সই ছাপ হবে...উটা ভ-বা-লন্দ...কে জানে কোন শালা।'

শাজাদ কি একটা কথা বলতে চেয়েছিল, দু-একবার শিবাইয়ের দিকে মুখ তুলে বলি বলি করে বললে, 'তুমার কি মনে লয় উয়ার...মধ্যে' বলে থেমে মাথার ফেট্টিতে ঈষৎ ঠিক দিয়ে এক দমকে বলে গেল, 'উয়ার মধ্যে আমার তুমারও বাপদাদার ছাপ আছে নাকি বটে... ?' এরপর গরাদ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের হস্তদ্বয় একটির পর একটি প্রসারিত করে অতি ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল। এখন তার আয়ত চোখ দুটি হাইয়ে বড় হয়ে গিয়েছিল, সে শিবাইয়ের দিকে চেয়ে পুনর্ব্বার আপনার হাতের দিকে চেয়ে সহসা অকারণে শুঁকে দেখে বলেছিল, 'লাও দেখ না হে কি মনে লয় গো তুমার।'

শিবাই জটা খামচাতে খামচাতে দেওয়ালগুলির দিকে চেয়েছিল, এবং পরে শাজাদের হাতখানি অবহেলাভরে সরিয়ে বলেছিল, 'ই রে ক্ষ্যাপা হইছ নাকি?'

'দেখ।'

'আঃ কোন পালাগানের ক্ষ্যাপা তুমি বা।'

শাজাদের চোখ তখনও আপনকার উন্মুক্ত হস্তে নিবদ্ধ। হঠাৎ মাথাটা দুলিয়ে বড় অসহায় গলায় বলেছিল, 'ক্ষ্যাপা হই নাই, মন মরে গো, কে যেন বলে, কেউ না কেউ ছিল?' বলে ঠোঁট কামড়ে দেওয়ালের ছাপের দিকে তাকাল, তার মাথাটা অন্তরের দুঃখে কাঁপছিল। ইতিমধ্যে আর আর অনেকেই আপন আপন হাত দেখে কোনমতে উঁকি মেরে দেওয়ালের ছাপ দেখার চেষ্টা করে। শাজাদ দেওয়ালের দিকে চেয়ে বললে, 'বল হে কি

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বল বটে' তখনও তার হাত উন্মুক্ত।

সেই হাতের উপর একটি তড়কা চাঁটি মেরে, মিথ্যা কোপ সহকারে শিবাই বললে, 'লাও! ছিল ত ছিল, হা কপাড় এমন খ্যাপ্লা ত দেখি নাই, এক ছটাক আটকল নাই—বলি ছাপ যদি এখানেই থাকত তাহলে কি জমি কি ভোগসুখ করতাম হে? জমি পতিত বলে লিখা হত হে?'

ইত্যাকার উত্তর, আশাতীত বর্ষা আনলে, এরা থৈ পেয়েছিল। খানিক চুপের পর সকলেই যাত্রাই ঢঙে মাথা দুলিয়েছিল, কেউ হাতটা মুছে নিলে পরনের তেনাতে। শাজাদ বড় বড় চোখ করে হেসে ফেলেছিল, বললে, 'বটে বটেক হক কথা গো—আয় তোর...ধরে চুমু খাই' বলেই এতাবৎ প্রসারিত ডানহাতের উপর বাঁ হাতের শেষ-তেহাই মেরেই ছোট একটা লাফ দিল, এবং বলেছিল, 'বামুন আর জম্মে তুমি জজ ছিল গো, আল্লা করে তুমি একভাতারী ঘুসকী পাও।' বলেই নিমাইয়ের দিকে চেয়ে চোখ মটকে বললে, 'লে লে নিমাই, ছোট জাত দেখরে, ঠাওর কর তুর বাপদাদার ছাপ কোনটা হে।'

নিমাই তৎক্ষণাৎ উত্তর করলে, 'লাও! পুড়া কপাল হে, ঠাওর কি কারণ? উ ঠাঁই সে ছাপ লেই গো, ছিল বটে সে ত বুড়া রাজার গালে', বলেই আড়ে দেখলে পাইক কোথায়। দেখেই গম্ভীর। এ কারণে যে তার গলা একটু চড়া হয়েছিল।

নিমাইয়ের রগড় ঠমকে সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসতে গিয়ে, এক বল্গা হাস্যের ধোঁয়া ছেড়ে গলা নামিয়ে নিলে। ফলে সকলেরই গলা-কাত্রান শব্দ শোনা যায়।

শাজাদ এগিয়ে গিয়ে বললে, 'ওহে পারোইয়ের বাগদীর ছেইলা পাইক, ই কোঠা তেমন লায়েক সোমত্ত লয় হে—শালীর উমর পন্তান্ন' বলেই তার তকমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আ হে, আ হে পোশাকআশাক বড় ডাগর দেখি, বড় খাসা দিইছে হে, আ হে তকমা ত বড় জবর খুব খুব, মনে লয় আর্শি বা বটে', বলেই মাথাটা নিচু করে তকমা দেখতে লাগল।

পাইক দুজনেই একটু নড়বড়ে হয়, তারা পোশাকের গর্বে কথঞ্চিৎ ন্যাকা হয়েছিল। তারা কথার গায়কিতে একটু বুনো তামাসার ইঙ্গিত পেয়েও কিছু বলেনি, কেননা যেহেতু এদের সকলকেই তারা চেনে জানে। তারা কর্ত্তব্যর খাতিরে শুধুমাত্র নিজেদের সোজা সুঠাম রেখেছিল।

শাজাদ ইতিমধ্যে তকমায় আপনার প্রতিবিম্ব দেখে, মোচ চুমরে নিয়ে গুনগুন করে গান ধরলে—

'শাল বনে শাল পাঁউড়া
কদম্ব গাছে কলি রে
বঁধুর গায়ে লাল গামছা
তার ছটক দেখে মরি রে'

গানের সঙ্গে সঙ্গে সে এবং আর আর সকলেই হাঁটু ভাঙতে থাকল। মাথা দুলিয়ে অনুচ্চস্বরে গানটি ধরেছিল।

পাইক নিজের মেরুদণ্ডটি খাড়া করে বললে, 'ঝটপট লাও হে।'

'ই কি দিল্লীর দরবার যে ঝটজলদি দেখে লুব' কার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

'ই হু পাথর-চাপটি মেলার খেদা রাণ্ডীর দরবার' এটা অন্য চাপা গলা।

সকলেই তাকত ফিরে পেয়েছিল। শাজাদ তার দুই হাত দ্বারা দুই পেশী চাপড়াতে চাপড়াতে বললে, 'চল হে...'

আবার তারা গাড়ীবারান্দায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। খুব উবল নক্সাকরা পিঠদানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখখানি ঠেকিয়ে রেখে হুজুর তামাক খাচ্ছিলেন। এখন কিছু ধোঁয়া বার হয়। সম্মুখে ভীড় উপস্থিত। রববানি বুড়ো আগে এবং আর সকলে তার কাছাকাছি। হুজুর দুই আঙ্গুল দিয়ে ঠোঁট মুছে প্রশ্নমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে আলবোলার নল নাড়তে লাগলেন।

রববানি কুর্নিশ করত বলেছিল, 'দেখলাম বটে হুজুর।' তার ঠোঁটে হাসির রেখা ছিল, অন্যান্য সকলের ঠোঁটে অল্পবিস্তর ছিল। দুঃখ চেটে মুখের হাসি যেরূপ হোক, অন্তত তাচ্ছিল্য এ কথা হুজুর ভাবতে পারলেন না। অনেকেরই চোয়াল এখন নড়ছিল।

হুজুর মোহনগোপাল মুখদানটি দেখতে দেখতে, সহসা একবার শাজাদকে দেখে নিলেন, বেশ কিছুটা মূল্য দিয়ে এই মুখখানি মনে রাখতে হয়েছে। কিন্তু কয়েদখানা দেখানোর মধ্যে এমন এক সৌখীন আরাম ছিল যে, নিজেকে এই প্রথম তিনি অভিজাত বলে ভাবতে পারলেন, আনন্দে চেয়ারের উপর উবু হয়ে হাঁটুতে তার মন বাহু জড়িয়ে ধরে বসে দুলতে ইচ্ছে করল। এ কারণে যে এই প্রথম আল ডহর, নিগূঢ় অন্ধকার ভেঙে, অতীতের মধ্যে, স্থান লাভ করতে সক্ষম হল। আপনকার অন্তরের বোকা-ধড়ফড়ে অস্থিরতা এখন ডাঙ্গায় উঠেছে ; আপনার গোঁফের দুই পাশ একটু বিন্যস্ত করে অল্প করে মোচড় দিয়ে বললেন, 'তোরা সবাই জমির দাখিলা-পাট্টা নিয়ে কাল সকালে নায়েব মশাইয়ের সঙ্গে...'

'হুজুর, দাখিলা-পাট্টা আমাদের নাই, আমরা...' রববানি ধৈর্য্য সহকারে এ কথা বললে।

'দলিল নেই, দাখিলা নেই', বলেই নায়েবের দিকে ধনুকের মত ভ্রূ উঁচু করে চাইলেন ; এটা প্রশ্ন করার জন্য নয়, নিজের খুসী ঢাকবার জন্য। যেহেতু তিনি ভেবেই পাননি, যে তিনি এত চতুরভাবে কথা কইতে পারবেন, নিজের উপর বিশ্বাস বেড়েছিল। এবার মাথা ঝাঁকি দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'নেই কেন ?'

'জ্ঞে হুজুর', বলে স্কুলের ছাত্র মনে করবার জন্য যেমন উঁ উঁ শব্দ করে তেমনি করেছিল, কারণ হুজুরের চতুর অজ্ঞতা দেখে সে অবাক! সে এই সঙ্গে হাতও কচলাচ্ছিল।

'আজ্ঞে আমাদের ওই ছটাক ছটাক জমি', রববানি বলতে গিয়েছিল 'দলিলের থেকে জমি ছোট হুজুর—'

'ছোট হোক আর যা হোক আমি...ওর খাজনা...ধার্য্য করতে হবে। যাক নায়েব মশাই, ওদের যখন ওসব নেই, এই এক কাজ করুন কে কত জমি ভোগ দখল করছে তার একটা হিসেব নিন। মৌজায় সর্ব্বসমেত কত জমি আছে ?'

'জ্ঞে—জ্ঞে...' নায়েববাবু হুজুরকে সুবিধা দিলে।

'থামুন থামুন, দেড় হাজার বিঘে রুনুখগাঁ, ঠিনকি, টাবুই মিলিয়ে গাছপালা, সড়ক ডহর টিলা খর সৌতা বাদ দিলে তেরশো বিঘে দাঁড়ায়।'

রববানি বললে, 'হুজুর হিসাব যখন করছেন, তখন খয়রা গুমটো লপ্ত আছে হুজুর ?'

হুজুর এ-কথায় কান দেননি। মিষ্টি লাগা আঙ্গুল শিশু যেমত চুষে, তেমনি তিনি মুখদানটি চুষে চুষে টান দিচ্ছিলেন, মাঝে মাঝে উপর দিকে ধোঁয়া ছেড়ে নিজেকে ভারী মজার তৈরী করেছিলেন, পা তাঁর নড়ছিল। এরূপ আরাম তিনি জীবনে পান নি, রতি পাইক ঠিক কথা বলে। হঠাৎ বলে ফেললেন, 'দেখ বাপু তোমরাই আমার এক মাত্র প্রজা যারা...' বলেই তাঁর লজ্জা হল এরপর আড়ে নায়েব এবং এদের দেখে নিয়ে হুড় হুড় করে বলে গেলেন, 'তোমরা কস্মিনকালে খাজনা দাও নি, তোমাদের হয়ে আমরা দিয়েছি, ঠাকুরদাদা ভাল মানুষ ছিলেন। (নায়েব হাত দুটি কপালে ঠেকালে) তিনি বরাবর...'

বড় পাখার শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই। রববানি অন্যমনস্কভাবে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিল, তার চোখে পড়ল পাঙ্খাবরদার সনাতন আপনার কোমরের দাদ চুলকাচ্ছে, এ দৃশ্যে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খানিকটা সোজা সিধে হয়ে দাঁড়াল, বললে, 'গোস্তাকি মাপ করবেন হুজুর, আপনার জানতে আজ্ঞা হয়, হুজুর ও-লাট কোম্পানীর ঘরে হাজা শকুনবসা পতিত বলে লিখান...' আর বলতে সক্ষম হল না রোষে আবেগে উপরন্তু বিনয়ে তার হাড় খটখট করে উঠল ; প্রকাশ্যে কষ বয়ে জল আসছিল মুছে নিলে, ঘাড় তখনও নড়ে।

এ সকল লোক চোখের সামনে থাকলেও থাকার কথা নয়। দীন যারা তারা যে এতেক বিসদৃশ তাকে যেন ছিল। এরূপ ভয়ঙ্কর সত্য প্রকাশে হুজুর চেয়ারে হাস্যকরভাবে নড়েচড়ে উঠেছিলেন, গলার স্বর শুধুমাত্র লাফ দিয়ে উঠল, শুধু শোনা গেল, 'কি বললি রে'র—'ও-ল্লিরে'। তবু তার রাগ প্রকাশ পায় নি।

'জানতে আজ্ঞা হয়—হুজুরের গোলাম আমি', বলে একদা ডাকসাইটে মানী লোক—অদ্য বৃদ্ধ রববানি মাথাটা নিচু করলে। সরু ঘাড়ের উপর মাথাটি নড়ে, ঘড়ির ধুকধুকির মতই চাপদাড়ি এপাশ ওপাশ করছিল।

যদিচ নিমকখোর গোলামের কণ্ঠস্বর ছিল না, তথাপি রববানির কথা কইবার ধাঁচ, বাক্য ব্যবহার, যা তিনি থিয়েটারেই শুনেছেন তাঁর কানে যেন বা শিশিরের পয়ার ঢেলে দিলে। আপনার হাত দুটি দেহের সঙ্গে জুড়ে আঁট হয়েছিল, হাত ছাড়িয়ে কি যে কর্ত্তব্য তা এক পলকে ভেবে নিতে চেষ্টা করলেন। মনে হল তিনি যেন সাবালক হয়ে উঠেছেন, দুরন্ত জন্তুর মাংসপেশী দিয়ে সমস্ত অন্তরীক্ষটা গড়া। তিনি শুনতে পেলেন কে যেন বলে উঠল 'রাসকল যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, ফের যদি শুনি মেরে হাড় ভেঙে দেব' গলার আওয়াজ আঁশপাট, মোরগ-কোঁকানি ছিল। সম্মুখের স্তব্ধতা দেখে বুঝলেন, এ তাঁরই গলার স্বর। ভয় ভাঙল, দুঃখ হল, এ কারণে যে স্বরে তেমন তেমন দর্প ছিল না। মান্য লোক স্ত্রীর ছেঁড়া কাপড় দেখলে যেমত ছোট হয় তিনিও সেইরূপ আপনার অক্ষমতার জন্য হেঁট হয়েছিলেন। মন হায় হায় করে উঠল, উচিত ছিল, 'জুতিয়ে চামড়া তুলে নেব' 'অথবা চাবকে গতর ট্যারা করে দেব' বলা। সুতরাং কি যেন মনস্থও করেছিলেন।

সাড়া নেই, অনেক উপরে থামের ক্যাপিটাল আশ্রিত দুয়েকটা গোলা পায়রা উড়ে গেল, চামচিকে কড়িকাঠে স্থির। প্রকাণ্ড লাল নীল কাঁচের আলোটার দণ্ড লেগেছে গাড়ীবারান্দার ছত্রিতে, এইটুকু দেখে পুনর্ব্বার চোখ নামিয়ে হুজুর বললেন, 'আমি কোন কথা শুনতে চাই না, সব হিসেব দিয়ে যাবে—শিক্ষা-সেস রাস্তা-সেস সব দিতে হবে...'

রববানি লাঠির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললে, 'হুজুর বাবুমশায়, আপনি রাজা বটে, আপনার লাম লিলে দিন ভাল যায়', পেট ভরে গো...' এরপর আরও সরল মনে বললে, 'পতিত গুম্‌টো জমির খাজনা আবার কি হবে গো, আপনার এত আছে, ওটা পতিত লিস্কর থাক...'

রববানির কথার মধ্যে হুজুর সাপের মত মাথা আন্দোলিত করছিলেন, কোথায় তাঁর স্বরটা সুর ধরতে পারবেন, এই জন্যই বটে। গলা ফেটে পড়ল, 'ফের...মজাদা...জুতিয়ে মুখ...চাবকে চামড়া তু-তুলে নেব...' অবশেষে স্বরে বাষ্পীয় ফোঁস ছিল। এবং আপনার গলার স্বরে নিজেরই জলতেষ্টা পেয়ে গেল। নিজেই অত্যধিক ভীত, অন্ধকার ঘরে যেন বা তিনি একাকী। কখন যে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়েছিলেন তা তাঁর স্মরণ ছিল না। চেয়ারে বসে চীৎকার করা বেচারীর এখনও হাতসই হয়নি।

সমবেত সকলে প্রজাখাতকে রূপান্তরিত। কেউ, মানে খেলারাম ভেবেছিল এত সুন্দর মুখ এমন ভয়ঙ্কর হতে পারে কি করে!

ইংরাজ যেমন দুঃখী ভিখারীকে বুটের লাথি মেরে 'গড সেভ দি কিং' গান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে—তেমনি তারও চোরা মানসিক ভাব হয়েছে। আর কিছু পরে এখন ফুলের ইঙ্গিত না থাকলে ভ্রমরের গুঞ্জন ছিল, সেই কারণে আর কিছু পরে বাবরের সহ্য ক্ষমতা পাবে, মাজুন খাবে আর মানুষের মাথা গড়িয়ে পড়ছে দেখবে, রক্তস্রোতে মাছ ছেড়ে দেবে, তাঁবু সরে সরে যাবে। এইরূপে ভগবান থেকে অনেক দূরে সরে যাবে।

তাঁর গলার স্বর এখন প্রতিধ্বনিত হল, রুনুখগাঁয়ের বৌ-ঝিরাও যেন শুনতে পেল। ছোট বড় সকলেই অধৈর্য্য হয়েছিল, গা অনেকেরই শক্ত হয়ে উঠেছিল। কয়েদখানা দর্শনে ক্ষিপ্ত শাজাদ ত্বরিতে দৌড়ে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ ফেলেই ধীর হল, তার দেহ দুলেছিল। শিবাই বামুন তার জটায় বাঘনখ দ্বারা খামচালে। তার নখগুলি কি বড় বড়! ইয়াসিন পিছন থেকে দেখল, সেই নখ আর হুজুরের মুখমণ্ডল, নখগুলি যেন বাবুর মুখ ছিঁড়তে উদ্যত। আবার বড় পাখা এসে মুখ ঢাকল।

এমত সময় ছোট একটি রুপার পাত্রে একটি টিকলো গেলাস খানিক ঈগলের পিঙ্গল দৃষ্টি। আর এক রেকাবে স্ফটিকের মত কোতিলা। হুজুর সত্বর এক চামচ কোতিলা মুখে দিয়েই, গেলাসে একটি গোদা চুমুক দিলেন, মুখ নিঙড়ে উঠল, সাহস ঝনঝন শরীরে। মুখ দিয়ে ইশারা করতেই নায়েব কান বাড়িয়ে মুখটা ছুঁচোর মত করলে কারণ সদ্য মদের গন্ধ! হুজুর বললেন, 'দাদার আমার বড় ছাতি...(দুয়ারে বান্দিবেন হাতি, দাদা গো যত টাকা লাগে গুনগারি) এ গান এরাই বেঁধেছিল।

জিব কেটে না না বলে নায়েব বললে, 'এরা সে ঝুমুর বান্দে নাই, তারিণী ঘাটওয়ালের পরজারা—'

'ও', খুব একটা রাগ করা গেল না তবু রুক্ষ স্বরে বলেছিলেন, 'যতক্ষণ নাম দখল না দিচ্ছ কেউ এখান থেকে নড়তে পারবে না', বলেই তিনি উঠলেন, পেটেন্ট লেদারে আলো হেলদোল হয়, হুজুর নলটা হাতে নিয়ে দু-এক পা গেছেন এমত সময় ভব হন্তদন্ত হয়ে এসে নলটা নিল, চাকররাও অবশ্য শশব্যস্ত হয়েছিল। তারপর ভবই অত্যন্ত যত্ন সহকারে কোঁচাটা তুলে দিয়েছিল তাঁর হাতে।

বন্দুকওয়ালা পাইক ত ছিলই, এ ছাড়া সড়কিওয়ালারাও ছিল। নায়েব বললে, 'দুৎ তোরা বাপু কোন কম্মের নোস—তোদের মানুষ করতে লারব...ভাল করে ধরতে হয় রাজা মানুষ...'

কারও উত্তর দেবার মত মন ছিল না। শুধু শিবাই বলেছিল, 'লায়েববাবু, চ্যাংড়াগুলা ঘরকে যাক গোচগাছালি আছে।'

নায়েব বললে...'তোরা যা খড়াকালি মাটির মানুষটাকে, যাই দেখি' বলে সে অন্তর্দ্ধান হল।

সকলেই একের পর একজনা বসে পড়তে বাধ্য হল।

উপরে দোতলার ছোট বারান্দার লোহার কেয়ারি-করা রেলিঙের ভিতর দিয়ে দেখা যায় খোলা দরজা। হাসির শব্দ গমক খেয়ে উঠছে, এখন গানের আঁচলা শোনা যায়। বাগানদার নিখুঁত জংলা অধৈর্য্য স্তব্ধতায় চক্‌চকে হয়ে উঠে। তবলার তাড়নায় কোথায় যে সে গান থৈ পাবে তা যেন ভেবেই পায় না। আবার হো হো শব্দ এবার কাহারবা, 'না পাকড় হাত মনমোহন কালাই চুড়িয়া টুক্ যায়েগী' তৎসহ ঘুঙুরে ফুলকো কদম র‍্যালা! এবং বুকফাটা ওয় হোয় ওয় হোয় 'আয় কবুতর কি চুবুতর।' বাইয়ের ভেড়ুয়ার গলা, তারপর বা 'বোট্ট চমকী ঘটি।' এটা ভবর উক্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলেই অনেকবার মুখ উঁচু করে উপর দিকে তাকিয়েছে, যাদের গাম্ভীর্য্য কম তারা নোংরা প্রশংসায় হিক্ করে হেসেছে। ছোট ছেলেরা ঘুমিয়ে কাতর কেন না অনেক সময় হয়েছে। সকলেই রববানি বা শাজাদের গলার স্বর শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিল, কিন্তু চুপ। এখন সকলেই অস্থির ; এ মনোভাবের প্রকাশ ছিল, কেউ মাটিতে চাপড় মেরেছে, কোনজন অদ্ভুত সুর করে, ভগবানের নাম করে আলস্য ভেঙেছে। কে একজন দেহ হাতের উপর ভর করে বসেছিল, তার কনুই ভেঙেছে। কারা দুজন বাঘবন্দী খেলছিল। ইতিমধ্যে ঘোতাই বলে উঠল, 'খেমটাওলী শালীরা—হে হে'

পতিতপাবন আড়মোড়া দিয়ে আলস্য ভাঙতে ভাঙতে খেমটাওয়ালীদের উদ্দেশ্যে বললে, 'দুটি খেতে দিও, পায়ে পড়ে থাকব গো'। একথা অন্যত্র হলে, যদি হাটেমাঠে, যদি ঝুমুরের আসরে, তখন নিশ্চয়ই প্রত্যেকেই এঁড়ে বেচে হাসত। এখানে সবাই হাসি থেকে মুখ সরিয়ে নিল।

এমতকালে হুজুরকে দোতলার বারান্দায় দেখা গেল। এক হাতে গেলাস অন্য হাতে পিঙ্গল টুকরো। তিনি দেখলেন, গাড়ীবারান্দার আলোর প্যাঁচান দণ্ডের শেষে বিচিত্র কাঁচের আধার, তার পাশ দিয়ে দেখা যায় একটি বাচ্চা ছেলের, এখন সে জাগ্রত, তার বিবশ শুকনো মুখখানি, আর তার বড় বড় দুটি চোখ—একারণে যে সে উপর দিকে চেয়েছিল। এবং একই আশেপাশে অনেকে। বড় ইষ্টিশানের তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম চাতালে যেমনটি দেখা যায়। হুজুর ভারী খুসী হয়েছিলেন, হঠাৎ অসতর্ক মুহূর্ত্তে তার হাত থেকে পিঙ্গল টুকরো খসে, এখানে ভুঁয়ে পড়ল। এটি একটি অল্প-খাওয়া মাছভাজার টুকরো। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হুজুরের মুখখানি একটু হাঁ হয়েছিল। তবু নিচের এই দুঃখীদের দেখে তাঁর ভারী আমোদ হয়, তিনি নাচের ভঙ্গি করতে করতে এখান থেকে চলে গেলেন।

মাছভাজা টুকরোর দিকে অনেকেরই নজর পড়েছিল। চোখ ভারী হয়ে উঠেছে অনেকের। কেউ বা ঢোক গিলেছে, ঠোঁটে জিব বুলাতে গিয়ে কেউ থেমে গেছে। এদের কুকুরটা অবাক হয়ে দেখে, নাক কুঁচকে, উঠে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেই সেই টুকরোটায় মুখ দিতে গেছে, সেই মুহূর্ত্তে ঘোতাই তার ন্যাজ ধরে টান মেরেছিল, কেঁউ কেঁউ করে পিছু হাঁটতেই একটা লাঠির ঘা মাটিতে পড়ল, ভাগ্যে লাগে নি। রববানি লাঠিটা সরিয়ে নিলে! তাহলেও কুকুরটা আর্ত্তনাদ করে উঠল। মার শালাকে—শাল্লা...কাঙাল। বিভিন্ন গলার আওয়াজ হয়েছিল। এইটুকু অবজ্ঞা প্রকাশ করতে পারার জন্য সকলে সরলভাবে নিশ্বাস নিতে পারল।

হুজুর যেন দেখতে আরও সুন্দর হয়েছেন, রঙ যেন অঢের গৌর। রাত্রে দেখা পাঁশ পৃথিবী যেমন বা বর্ষার ধোয়ানি গেয়ে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। এ কথা ব্যতীত, আরও যে, নিরালম্ব অশরীরী ফোয়ারা যা এতাবৎ আকাশে আকাশে ঘুরেছে ক্ষণেকেই যেন বা মাটি পেলে, ক্রমাগতই উৎসারিত জলের নৃত্যময়ী ঝঙ্কার। এ বাড়ির স্থাপত্যপদ্ধতির সঙ্গে তার চেহারারও একটা রহস্যময় মিল সৃষ্টি হল। তিনি অনেকবার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলেন, অথবা সেই সূত্রে তিনি নিজেকে ভয় পেয়েছিলেন। হঠাৎ তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বলে উঠলেন, 'বুঝলি ভব, বেটারা খুব টিট হয়েছে—ভেবেছিল কোথাকার অগা এসেছে—ওরে বা রক্তে আমার জমিদারী খেলছে,' বলে নিজের হাতে টুক করে একটা চিমটি কেটে হিহি করে হাসলেন। 'আও পেয়ারে পঞ্জা লড় জমিদার' বলে হাসলেন।

'বাঃ হবে না, তুমি ত তবু কিছুই করলে না অন্য কেউ হলে মেরে দবনা ভেঙে দিত।'

ভবর কথাটা শুনেই হুজুর স্থির হলেন। পরক্ষণেই তার পা নাচতে লাগল গলার হার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু ঘুরিয়ে নিয়েই বললেন, 'আরে লো ভৈরবী ছোড়, দুসরা উড়াও।'

বাইজী মৃদু হেসে তার কড়ে আঙ্গুল কামড়ে অন্য সুর ধরলে। গারা ঠুংরী 'না মার কাটার নয়না বাণ' বলেই মহা আবেগ অনুরোধে ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিলে, রতনচূড়টি দেখা গেল, পরে হাতের আঙ্গুল দিয়ে আপনার বড় চোখের কাছে নিয়ে আকারইঙ্গিত ভাঁও করে বুঝাতে লাগল। বাইজীর মাথার ঝাপটা ঈষৎ স্থানচ্যুত হয়েছিল। হুজুর মোহনগোপাল গানে আর স্থির হতে পারলেন না।

আকাশ থেকে আমরা বহুদূরে থাকি এ কথা সত্য, কিন্তু আকাশ থেকে বহুদূরে যখন সরে যাই সে কথা ভয়ঙ্কর। এতক্ষণ বাইজীকে ডান হাতে আলিঙ্গন করেছিলেন, আধ-শোয়া রমণীর কণ্ঠে পিলু কিয়ৎপরিমাণে ফাঁকি পড়ছিল। বাধা সৃষ্টি করে বসে আছি নিজেই এ কথা মনে হতেই, তিনি হাত সরিয়ে নিলেন, রমণী পড়ে গিয়ে হাসতে লাগল। আলুলায়িত কোঁচায় পা পড়ে হুজুর কিঞ্চিৎ দুলে উঠেছিলেন ; ভব মহা তৎপরতার সঙ্গে কোঁচাটা তুলে, ঝেড়ে, তার হাতে তুলে দিয়েছিল। অসহিষ্ণুভাবে কোঁচাটা ফেলে দিয়ে হুজুর সোজা বারান্দার রেলিঙের নিকটে।

তাঁর দৃষ্টি বিরাট দুই থামের মধ্যে দিয়ে অনেক দূরে, একটি ওরকেরিয়ার তার পাশে রেলিঙ, সেখানে একটি স্থির, নিরীহ সুন্দর পিঙ্গল ঘোড়া। এখান থেকে বড় বাচ্চা দেখায়, এই সরল স্বভাব দেখতে তাঁর কিছু সময় নষ্ট হয়েছিল। পূর্ব্বে এ দৃশ্যটি চোখে পড়লেও, তাঁর মন যেন ফিরিঙ্গী হয়ে উঠল, সুন্দর মুখখানি ডাকিনীতন্ত্রের উপকরণ এরূপ। চোখ ছোট ছোট করে বলতে গিয়ে, থেমে গেলেন বিড়বিড় করে উঠল ঠোঁট দুটি। একটু আওয়াজ 'নায়েবকে ডাক'।

নায়েব চটি ফট্‌ফট্ করে উপরে এল, হুকুম মিলে, চলে গেল। হুজুর সিঁড়ির চাতালে রক্ষিত 'হিবনাস আক্রুপি' মূর্ত্তির সাদরে গালটি টিপতে গেলেন, আঙুল ফস্কে গিয়েছিল। তার মুখে খানিকটা অর্দ্ধভুক্ত (?) মদ্য ছুঁড়ে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে নিচে নেমে গেলেন।

গাড়ীবারান্দা যেখানে শেষ হয়েছে এবং গোল মাঠের শুরু ঠিক তারই উল্টো দিকেই একটি বেশ বড় জানলা। সেখানে হুজুর দণ্ডায়মান, হাতে তার সোনার কাজকরা বন্দুক। গুলি পুরে 'খাচ্ক' করে একটি শব্দ হল, কি জানি কেন তিনি তারস্বরে বলেছিলেন 'ব্রাণ্ডি'।

ভব থতমত খেয়ে ছোট হয়ে গিয়েছিল। ব্রাণ্ডি ঢালার শব্দর পর আর এক শব্দ হুজুরের চটি ফট্‌ফট্ শব্দ, এরপর পানীয় খাওয়ার শব্দ তারপর মৃদু খুরের শব্দ আর ক্বচিৎ হ্রেষাধ্বনি। ভব সোজা হতে পারল। ঘোড়াটাকে এনে নিকটের আলোর খাম্বার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

রুনুখগাঁয়ের লোকেরা ঘোড়ার আওয়াজ শুনেছিল। একজন হ্রেষাধ্বনি শুনে, উঠি উঠি করে উঠে দাঁড়িয়েছিল। থামের তালে খাড়া বেদী, হাত তিনেক চওড়া। শাজাদ তার ঘোড়া দেখতে পেলে না। একটি ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে খানিক এগিয়েই, চোখ বড় করে বললে, 'চাচা আলম।'

এ কথার সঙ্গেই মদের সোরাই মুখে ঢেলে এগিয়ে পিছিয়ে, তাক করলেন। ভবও তাড়াতাড়ি একটু মদ্যপান করেই কানে আঙুল দিয়ে রইল। খুট করে আওয়াজ হল। দিক প্রকম্পিত করে মেঘগর্জ্জন হল, সার্শির আলগা কাঁচে চিড় খেয়ে গেল। চামচিকে পায়রা ছত্রভঙ্গ হয়। এদের কুকুরটা ন্যাজ তুলে কাঁই কাঁই করে ছুটল। আর শাজাদ পাঁচিলের উপর যেন বা সাঁতার দিচ্ছে কোন দিকে যায়।

গুলির ঘায় বেচারী নিরীহ জানোয়ার লাফ দিয়ে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে উঠল, খাম্বা লগ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দড়ি ছিঁড়ে সাপ যেমত খেলে উঠে। মানুষের যন্ত্রণার মত আওয়াজ শোনা গেল। পুনর্ব্বার খুট করে শব্দ, এবার সুন্দর পিঙ্গল করুণ চোখ দুটির মাঝখানে নাসারন্ধ্র ভয়ঙ্করভাবে স্ফীত, অযুত রেখা স্পষ্ট হয়, রোমকূপ গভীর, একটি ভ্রমর এ ভয়াবহ রূপ দেখে হাওয়া। দাঁতের উপরে রেশমী রঙ যে এত হতশ্রী বিসদৃশ সে কথা লেখা নেই। সবুজ ঘাসের উপর বিশাল দেহটি লুটিয়ে পড়ল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জড়ো হল, এবার শ্লথ হয়ে গেল। শুধু বাতাসে তার কেশর নড়ে।

ভব কানে আঙুল দিয়েই 'হুররে' বলে লাফ দিয়ে উঠেছিল। এখন দাঁড়কাকের আর সেই কুকুরটার বিকট চীৎকার শোনা যায়। কিছু ঘুঙুরের আওয়াজ উপরের বারান্দায় স্তব্ধ হল। হুজুর নিবিষ্টতায় নিশ্বাস বন্ধ করেছিলেন, এখন বন্দুকের নল ভাঙতেই তিলিক্ করে টোটার খোল খুলে পড়ল। ভব ভয় পেয়েছিল, পরক্ষণেই টোটার খোল তুলে চুমু খেয়ে মাথায় নিয়ে খেমটা নাচ নাচতে লাগল।

বাইরে বন্দুকের ধোঁয়া স্তর ভেঙে গড়ে উঠে ; অনেকেই এখন বসে, বন্দুকের আওয়াজে অনেকেই চোখ বুজিয়ে বসে, ভয়ে জবুথবু। শাজাদ এখনও সেই অবস্থায় শেষ গুলির শব্দে কাটা ছাগলের মত তার দেহ চমকে উঠেছিল। এখন সে আলমের কাছে যাবার জন্যে হাঁকপাঁক করছে। কারা তাকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে নিলে। সে দৌড়ে যেতে গিয়ে কার গায়ে পা লেগে লাট খেয়ে পড়ে ধরাশায়ী। সে যেন ইচ্ছে করেই চিৎ হয়ে পড়ল। মুখে মুখে আল্লা নাম, ঠাকুর ঠাকুর জপ। শাজাদ চক্ষুদ্বয় বড় করে কি যেন দেখতে চেয়েছিলেন। এমত সময় নিমাই হেলের ছেলে তার বাপকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে, তখন শাজাদ 'হা আল্লা কোন পাপে আলম গেল হে' আর বুকে চাপড় পড়তে লাগল।

হুজুর বন্দুক হাতে এখানে দেখা দিলেন, কঠোর স্বরে বলতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'এটা গোকর্ণ নয় যে কে কার মেশো, এখানে আমি আছি...' আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার এখানে ঘোড়া কেউ চড়তে পারে না...ঘোড়া মাল বইবে...।'

শাজাদ উঠে বসে ডুকরে কাঁদবার চেষ্টা করলে, অনেকেরই চোখে দীঘিজলের মায়া ছিল। শাজাদ হাত দিয়ে সর্দ্দি অপসরণ করে একবার মাটি চাপড়ে, কাঁদবার চীৎকার করেছিল। হুজুর এতাবৎ আকাশের শান্ত মূর্ত্তির দিকে চেয়েছিলেন, চোখ ফেরাতেই রববানির দিকে দৃষ্টি পড়ল, কোথায় যেন ঠাকুরদাদার সঙ্গে মিল ছিল, বৃদ্ধরা প্রায় একই রূপ দেখতে হয় হয়ত। সহসা নিজেকে জাগ্রত করে বললেন, 'এটা কাঁদবার জায়গা নয়' বলেই হুড় হুড় করে বললেন, 'কাল সকালেই যেন দখল হিসাব সবাই দিয়ে যায়—না হলে কয়েদে পচতে হবে।'

গরীব যারা, তারা ভারী মজার হয়, তারা মেয়েমানুষের মত হুট বলতেই কাঁদতে পারে। কিন্তু এদের দারিদ্র্যের খেসারত দিতে-করতে চোখের জল ফুরিয়েছে। একমাত্র 'ও হো হো' শব্দ ছাড়া আর অন্য কিছু বড় একটা ছিল না। বারুদের গন্ধ শাজাদের স্মৃতিকে আটকে ছিল।

নায়েবের গলা উঠল, আড়ষ্টতা কাটল, 'ওরে ওর মুখে কেউ হাত দে না, নিয়ে যা ওকে বাড়িতে' বললেন।

সকলেরই বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, ইয়াসিন শাজাদের মুখে হাত দিতে গেল।

একমাত্র রববানি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'লায়েব আসমান আজজিও লীল গো।' সে 'বাবু' যোগ করেনি।

নায়েব এ-হেন সাঁইমুরশেদী কথায় ছেলেমানুষ হয়ে গিয়ে, হুজুরের দিকে চাইল, হুজুরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখখানি কেঁপে উঠেছিল।

সকলেই উঠল, শাজাদ ঘোতাইয়ের কাঁধে ঘাড় এলিয়ে দিয়েছে, ঘোতাই আর ইয়াসিন তাকে ধরে, এগিয়ে চলেছে ; কে একজন ত্বরিত পায়ে এসে একটা পড়ে-থাকা গামছা কুড়িয়ে নিয়ে গেল। শাজাদ ঘাড় কাত অবস্থাতেই আলমকে দেখে তার ঘাড়ে পড়তে যাচ্ছিল। সকলে তাকে ধরে ফেললে। 'হায় বাজান হায় বাজান' উক্তিতে অন্যান্য সকলে ম্রিয়মাণ। হঠাৎ সে মাঠে পড়ে চাপড় দিতে লাগল, আর মুখে ঘাস ছিঁড়তে লাগল, এখন সত্যিই তার চোখে জল এল।

এ সময়ও গোলাপ প্রস্ফুটিত। ঘোড়াটির চোখ কেন যে খোলা তা ভগবানই জানেন। রুনুখগাঁয়ের লোকেদের হাল্কা ছায়া ঘোড়াটির উপর দিয়ে বহমান রক্তধারার উপর দিয়ে রয়ে রয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেল।

জটপাকান ভীড় হুজুর দেখলেন গেট পার হল। হুজুরের যে কি এক বিকৃতি হল, হঠাৎ ঘুরেই দৌড়। হলঘরের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আপনকার ধুতির কোঁচা জড়িয়ে পড়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাথরের টেবিলে লেগে গুলির আওয়াজ হল, ও দেওয়ালের সেজের বাতি ঝনঝন করে ভেঙ্গে পড়ল। হুজুর যেন সাহস ফিরে পেলেন, পরক্ষণেই সেহু জার্দিনিয়ে-তে অঙ্কিত সুন্দর দৃশ্যে গুলি ছুঁড়লেন। দৃশ্যটি অদ্ভুত শব্দে রূপান্তরিত হল।

তিনি ভয়ঙ্করভাবে হাসতে গেলেন কিন্তু শব্দ হল না, শুধুমাত্র একটি ভৌতিক হাঁ-ই মুখে স্থির হয়ে রইল, কোন শব্দ নেই দেখে ভব দরজার পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল। হুজুর ঘোড়া তুলছেন, আর টিপছেন। ভব কাছে এসে তাঁকে তুলে ধরতেই তিনি বললেন, 'ভব আমি ঘুমাব' স্বর অতীব রুগ্ন। এইটুকু সময়ের মধ্যে রঙ যেন কালো হয়ে গেছে।

ভব খানিক মদ দিল, হুজুর মুখে দিতে গিয়ে গেলাসের দিকে চেয়ে বললেন, 'ব্রাণ্ডি এত লাল কেন।'

AMARBOI.COM

এখানটা বাথান মত, মহুয়া আর নিমে ঘেরা। সময়ের কিছু আগে মহুয়া ফুটেছে, তারই ভাতুই গন্ধ। হাওয়ায় কিছু কিছু খসে পড়ে। শাজাদ এখানে শুয়ে ঘুমায়। মাঝে মাঝে তার শরীর চমকে চমকে উঠেছে। এখন প্রায় সন্ধ্যা।

শিবাই বামুন এবং অন্যান্যরা মৃদুস্বরে একটি দেহেলা গান গায়, শবদাহের পোড়ার শব্দ এই গীতে বর্ত্তমান। শ্মশানে এ গান তারা গায় 'যবে এ দেহ তরণী ডুবে যাবে, ও তোর ডোবা খোপে নোনা লেগে রঙ খসে পড়িবে।' দেহেলা গানের সুরে মন বড় কেমন-কেমন করে। শাজাদের চোখে জল গড়াচ্ছিল, বুঝা গেল তার ঘুম ভেঙেছে। দু-একবার চোখ জোর করে চেপে ধরেছিল।

ঘোতাই কলসি থেকে কি যেন একটি খাবরিতে গড়িয়ে শিবাইকে দিল, শিবাই বললে, 'কোম্পানীকে দাও!'

চোখ বুজিয়ে শাজাদ বলেছিল, 'বামুন বারুদের গন্ধ পাও?'

'পাই।'

'কোতি এতেক শিয়াল ছিনাছিনি গো।'

'মনে লয় গোবেন্দপুর।'

গোবিন্দপুর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে শাজাদ দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছিল। মাথাও ঝাঁকানি দিলে, এ কারণে যে তার একটি দৃশ্য কল্পনায় এসেছিল। যথা—গোবিন্দপুরের আধা ভাগাড়, সেখানে নিশ্চয়ই আলমকে ফেলে দিয়েছে, নিশ্চয়ই মুচিরা তার চামড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়িয়ে নিয়েছে (কেন কে জানে) বালমচির নিয়েছে। অনেক সাদা হাড়ের মধ্যে সবুজ ড্যাঙ্গায় গোলাপী আলম পড়ে আছে, খুরগুলি কালো, নাক মুখ কালো। শাজাদ আর স্থির থাকতে পারল না, ভিতরটা যেন বাহিরে বার হয়ে আসতে চায়। চিক করে থুতু ফেলে, হাপরের মত কাঁপতে লাগল। ক্ষোভে রাগে অধীর। শুধু বলেছিল, 'আমার বুকে লাথি মেরে মেরে ফেল গো!'

ইয়াসিন বললে, 'ই হো, ই হো চেঁচাও কেনে, ক্ষ্যাপা হইছ হে? টান খাবে, না পাউরা...।'

'ক্ষ্যাপাই বটে রে মিয়া,' বলে উঠেই খুব নিচু একটা ডালে বসে বললে, 'আমি মানুষ নই মিয়া ভাই।'

ঘোতাইয়ের একটু খুকী নেশা হয়েছিল, সে চিক করে মদে-তিক্ত থুতু ফেলে বললে, 'আরে হে হে পরাণ তুমি আবার মানুষ ছিলে কবে হে? কোথা বুকে চাপড় মেরে হেঁতেল শাণ দিবে না, আঁচলে বান ডাকাচ্ছ।'

পাউরা মুখে ঢালতে ঢালতে হাত নাড়িয়ে বললে, 'আমার বহুত পাপে আলম গেছে...আমি...'

'আহে ডরে ডুকরাইছ বল...বিবাগী হবে বটে...' ইয়াসিন বললে, 'তুমি শালা লিজ্জেই জাহান্নাম, তুমি জন্মাও নাই, তুমি শালা তরমুজ্জী রাঁড়ীর পরণের তেনারও অধম।'

'কি বললি?' বলেই শাজাদ লাফ দিয়ে এল, খালি পেটে সদ্য পড়তেই পেট মোচড় দিয়ে উঠেছিল, ঝপ্ করে ঘোতাইয়ের ঘাড় আর ইয়াসিনের গামছা মত কাপড়টা ধরে ফেলেছিল। ঘোতাই এ ব্যাপারে বিশ-পঞ্চাশটি ছোট ছেলের মত কেঁদে কঁকিয়ে উঠল।

শিবাই উঠে ত্বরিতে শাজাদকে ছাড়িয়ে বললে, 'যে শালাকে মারার কথা তাকে মার গা' বলে ঠেলা দিল। শাজাদ পুনর্ব্বার ডালে বসে স্থির হয়েছিল। তার দুটি হাতের উপর মাথাটি ন্যস্ত।

এখন চাঁদের আলো এখানে সেলাইয়ের ফোঁড় কাটা। মদ খাওয়ার আরামের শব্দ, আর মহুয়া পড়ার শব্দ ছাড়া কিছু নেই। হঠাৎ শাজাদ বলে উঠল, 'একটা যদি বন্দুক পেতাম...'

নিমাই এবং ইয়াসিন তাকে ভেংচে, কান্নার সুরে, 'ও হু হু হু' করে উঠেছিল। ইয়াসিন বলেছিল, 'মরি কি পাটঠা মরদ, গায়ের দরদ...সাবাস!' তারপর খুব লাগসই আবদারে গলায় বলেছিল, 'কেনে হে ঘোড়া মারবে কি হে?'

শাজাদ পুনর্ব্বার চোট পেলে। তার অস্থিরতা শোনা গেল, হে হে করে লাফ দিয়ে উঠল শূন্যে, মাটিতে পড়েই উঠেই কার সঙ্গে যেন লড়তে লাগল, মাঝে মাঝে তারই হাপিস্-হাপিস্ শব্দ। কে একজনা মদের কলসি নিয়ে সরে গেল, যেখানে যেখানে সে আস্ফালন করে এগিয়ে যায় সেখান থেকেই লোক পাশ কাটায়। অবশেষে শোনা গেল দরদালান কাঁপান চীৎকার, 'দে শালা আমার হেঁতেল।'

'খাড়াও হে, যেতে যেতে ঘুমাই পড়বে বটে', শিবাই বলেছিল।

শাজাদ তৎক্ষণাৎ একটি ঘুঁষিতে তার প্রত্যুত্তর করেছিল, শিবাই মুখ সরিয়ে নিলেও অল্প লেগেছিল। যেখানে লেগেছিল, সেখানে একবার হাত বুলিয়ে বললে, 'আর একটু পাউরা খাও হে, জোর আসে নাই, ঘুঁষিতে ডর আছে, খোঁপা খোঁপা লাগে।

'মস্করা লয়, আমি যাব', শাজাদ বললে।

'রাত বাড়ুক বটে, এখন ত ঘোড়া মারার মোচ্ছব শুরু হবে,' ইয়াসিন বুদ্ধির কথা বললে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যই মহোৎসবের আয়োজন হয়েছিল। হুজুর গান শুনছিলেন। সমস্ত সৌখীনতার উপর দিয়ে কে যেন লাফ দিয়ে উঠেছিল। যে বুকখানি অনেক রেখা অযুত রঙ দিয়ে তৈরী এখন ঘোড়াটি সেখানে নাল ঠোকে। ঠুকে ঠুকে অভ্যন্তরের শিকড়লাগা ফোয়ারাটিকে ক্রমে ভেঙে ফেলতে চায়। এ দৃশ্য মদে স্থির, অসভ্য আলিঙ্গনেও মাথা তুলে উঠে। হুজুর অন্যমনস্কভাবে বন্দুকটা স্পর্শ করত চেপে ধরেছিলেন।

অন্য হাতে হুজুর বাইজীকে আকর্ষণ করে নিজের হাতের উপরেই রাখলেন, বাইজীর হাত থেকে একটি মেওয়া খেয়ে চোখ তুলে তাকালেন। কোথাকার এক অনন্ত রাস্তা তার মধ্যে সমস্ত কিছু বীভৎসতা নিয়ে খাড়া হয়ে আছে, কক্ষের পর কক্ষে এখানেও প্রতি ইঙ্গিতে প্রতিবিম্ব, বিচ্ছুরণ অমোঘ নিত্যতা সৃষ্টি করেছে, পূর্ব্বপুরুষদের প্রকাণ্ড সোনা-কেয়ারি ফ্রেমে, যেন বড় অন্ধকার।

বাইজীর গীতের মধ্যে কাঁধে ভাঙন দিয়ে তাল সমতা রাখতেই, হুজুরও চমকে উঠেই বললেন, 'কি মেহের, ডরতা...ডর কেয়া' বলে তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আমি আছি, হাম হ্যায়।'

আয়না আর ঝাড় কলসে ঠিকরান আলোর মধ্যে এরা অটুট। এখানে একটি মুহূর্ত্ত নেই যেখানে প্রকৃতি বর্ত্তমান, গোলাপ সত্যিই ত আর মানুষের হাতের খেলনা নয়। এখানে কোথায় হুজুর দাঁড়াতে পারেন। মনে হয়, ওই শাদা মৃদু পুতুলটাকে গিলে ফেলি। মনে হয় গান তার স্মৃতিকে ছাপিয়ে উঠুক। হঠাৎ বাহবা দেবার নামে অসম্ভব চীৎকার করে উঠলেন। গীত চমকে থেমে গিয়েছিল।

'ভব'।

ভব তাঁর কাছে এল।

'রতি পাইক!'

'কেন ?'

'ডাকাত...সে শালাকে আমি খুন করব।'

'সে কি!' বলে ঈষৎ হাসির ধমক দিল।

হুজুর বললেন, 'দুঃ শালা' বলে হেসে নিয়ে খুব মেয়েলী স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ট্রেন কখন রা' বলেই একটু বেশী সাহসী হয়ে বললেন, 'আজ ঘরটা কেমন যেন ম্যাদাটে ম্যাদাটে লাগছে না রে...জংলী চাকর-বাকর নিয়ে কোন কাজ হবে না, এই কদিন দেখি নি প্রত্যেকটা জিনিসে যেন সাঁজ লেগেছে।'

'তা বটে...তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করতে আর—'

'আচ্ছা ভব ঘোড়া ভূত হয় ?'

এ কথায় ভব কোন উত্তর দিতে পারল না, অথবা সে ইচ্ছা করেই উত্তর দেয় নি। গানের প্রশংসায় 'আহা' দিলে এবং এক চমক গানের কলিও সে ধরেছিল যথা—'আ কদর পিয়া রে'।

হুজুর একটি শ্বাস ত্যাগ করে পায়ের তেলোতে হাত বুলোতে লাগলেন। তিনি বোধ হয় কিছু ভাবছিলেন।

এখন অনেক রাত। সারেঙ্গীওয়ালা সারেঙ্গী জড়িয়ে শুয়ে, তার রূপার বোতামের ঝালর তাঁতে লেগে আওয়াজ তুলছিল। বাইজী তাকিয়ায় হাত রেখে, বাঙালী স্ত্রীলোকটি তাকিয়া গোট করে কালীঘাটের পটের মত। ভব শব হয়ে আছে ; একমাত্র হুজুরই জাগ্রত, তিনি তার হাতের হীরার আংটি ঘোরাচ্ছিলেন। বুনো হাওয়ায় কলসের দুবলি (ধুকধুকি)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নড়ছিল। তারই কোমল নিখাদ, খেলা করে বেড়াচ্ছিল।

হুজুরকে কে যেন জোর করে উঠিয়ে নিল। এ বোধ হয় কক্ষে রক্ষিত সৌখীনতার আত্মা। যা চির স্থিরতার মধ্যে এক একবার অধৈর্য্য হয়ে পড়ে। হুজুর নিজে কিন্তু বন্দুকটা তুলে নিলেন। একবার মাত্র থমকে ছিলেন, রঙিন ভাস উদ্‌ধৃত উড়োন-গোলাপ তাঁকে বাধা দিয়েছিল।

চাঁদের আলোতে বুড়ো মানুষেরা কি অসম্ভব ভৌতিক হয়, উপরন্তু যদি তার চোখ অৰ্দ্ধ উন্মিলিত থাকে। রতি পাইক বুকে হাত রেখে এখানে হুজুরের ঘরের সামনে ঘুমায়। হুজুর এসেই পা দিয়ে তাকে ঠেলা মারলেন।

রতি উঠেই দেখল, সামনে বন্দুকের নল। রতি পিছনের লোকের গাত্র-সুবাসে বুঝেছিল, ইনি কে।

'হুজুর' বলে মৃদু হাসবার চেষ্টা করলে।

'রতি, কোথায় তোকে মারব বল ?'

রতি উঠে সহবত দেখিয়ে মুখ তুলে চাইল, ঘরে আলোয় ঝোপঝাড়ের মত মুখ। শুধু ভ্রূদ্বয় উঠে নামে।

রতি পাইক তবু হাতজোড় করে বলেছিল, 'হুজুর এমন ভাগ্য কি আমার হবে।' কিন্তু বলে রতি আর দেরী করল না, কোমরের কষিটা একটু আঁট করেই দৌড়াল।

মাতৃস্তনের প্রতিদ্বন্দ্বী অযুত ঐশ্বর্য্য ; জিহ্বাহীন অন্ধকারের সম্মুখীন অজর ঝরনার মনোহারিত্বের পাশ দিয়ে কখনও ডাইনে কখনও বা বাঁয়ে রেখে ; বৃদ্ধ রতিকান্ত পাইক পলায়মান, পিছনে টাল-খাওয়া মদ্যপ নূতন হুজুর।

হুজুর বলেছিলেন, 'তুই আমার সর্ব্বনাশ করেছিস, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন...'

তাই রতি ছুটতে ছুটতে বলে চলেছে, 'আমি কি বলেছি, তাঁরা কেমন ছিলেন, তাঁদের দাপট, তাই বলে...এখন বলব—তাঁদের দাবে ভূত পালাত হাত বুনেদী খেতাবী' বলতে বলতে সে এখন সিঁড়ি দিয়ে নামল। গাড়ী-বারান্দা...তারপর রাস্তা, পিছনে বাবু। কে যেন তাঁকে দৌড় করাচ্ছিল, না হলে এ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। রতির পক্ষেও নয়।

রতি দাঁড়াল, বললে, 'একটা ঘোড়া মেরে এত ভয়, হা কপাল' এই সময় হুজুর যেই বন্দুক উঠিয়েছেন রতি আবার দৌড়, মুখে তার এক কথা, 'একটা ঘোড়া মেরে...জমিদারী করা' এ সময় গুমটি ঘরের পাশ নিয়ে যাচ্ছিল বললে, 'এইখানে যত বেটা মরেছে কেঁদেছে, সে শুনলে ত আঁতুড়ে মারা যেতেন, তারা ছিল মানুষ...কয়েদে যাও এখনও কান্না শুনতে পাবে—তাদের মুখে ত ভাত উঠত না, কত গাঁ জ্বালালে, কত ঠগ মেরে সাধু করলেক আর তার বংশে এমন।' রতি আর দৌড়তে পারছিল না তাই সে আর বলেছিল, 'না আমার মরাই ভাল বটে হুজুর তোমার গুলিতে আমায় মেরো না আমি গাছে ঝুলব···তোমার গুলিতে মরলে আমায় আবার জন্মাতে হবে...' হাঁপাতে হাঁপাতে বললে।

কয়েদখানার মধ্যে চাঁদের আলো ছিল। ফলে দরজার গরাদ মিলে, কোথায় যেন মড়ার খুলির মত। পরপর গরাদগুলি ভয়ঙ্কর দাঁত। হুজুর একবার রতির দিকে অন্যবার গরাদের দিকে চাইল। রতি কাপড় দিয়ে ঘাম মুছছে, হুজুর কয়েদখানার দিকে এগিয়ে গেলেন। ফার্নের পাতা নড়ছে। ভয়ে চীৎকার করতে গিয়েই ফিরে তাকিয়ে দেখলেন—দু-একজন পাইক। বললেন, 'রতি ওদের লণ্ঠন আনতে বল আমি নিজে কলি ফিরাব।'

একজন কলসি উপুড় করে মুখে ঢালবার চেষ্টা করলে দুয়েক ফোঁটা পড়ল। এখন রাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গভীর। দূরাগত চৌকিদারের 'হৈ' আসে, এবং মাদলের টিম্ টিম্ আওয়াজ। আর শুকনো পাতার কঙ্কালিক শব্দ। জন্মের আবেগ অসংখ্য বিচিত্রতায় ঢোপ গিলে আছে।

কীটের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান কমেছে, নিশ্বাসের উষ্ণতার মধ্যে সমস্ত চরাচর।

আর একজনের উষ্ণ নিশ্বাসে অন্যে ভীত, এ কারণে যে আসন্ন দাঙ্গার উৎসাহে সকলেই কিয়ৎ পরিমাণে দুর্ব্বল। এ ওকে ধাক্কা দেয়, অথচ পাতা খসার শব্দে, অথবা মহুয়া যখন বিচ্যুত তখন, প্রত্যেকেরই দৃষ্টি নিম্নে এবং গাছে যেখানে চন্দ্রালোক পুষ্পিত সেখানে চকিত হয়। এ দৃষ্টি সন্দেহবাচক। কেহ আরও ভীত, মহুয়া গায়ে যদি পড়ে তবেই ন্যাজ তুলে। কেউ এই সুযোগে কিছু সাহস দেখায়, দু-ঘা বসিয়ে দিয়েছিল।

শাজাদ আর এক ভূমিকায়, বাঘেলা দাপটে একবার এদিক অন্যবার আর-একদিক পদচারণা করে, সে কখন বা আলো-আঁধারের মধ্যবর্ত্তী, দুই হাত উপরে তুলে হো হো করে উঠে। এরূপ যে সে কাউকে আহ্বান করছিল। এর সঙ্গে শিবাইয়ের, আর এক তান্ত্রিক স্বরে, 'ওঁ হে লম্বোদর...মধুপ ব্যালোল গণ্ডস্থলংদণ্ডঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূর শোভাকরং, বন্দে—হৈ—শৈলসুতাসুতঃ গণপতিং সিদ্ধিপ্রদ কামদম। হৈ লম্বোদর।'

শিবাইয়ের চীৎকারে সকলেরই গা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। শাজাদ চুপ, উর্দ্ধে হাত দুটি জোড়া করে ঝাঁকি দিয়ে বললে 'বা জান বা জান' এমত সময় কে একজন ঘোড়া ছুটিয়ে এল। নেমেই খবর দিলে, সঙ্গে সঙ্গে হো হো, লম্বোদর ইত্যাদি নানা ডাকে আক্রমণের খেদানি দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল। এখান থেকে রাঘবপুর অনেকদূর, তবু কেন যে তারা ছুটছে তারাই জানে। এখনও তাদের ছত্রাকার দৌড় দেখা যায়, ধূলা উড়ে।

আর কিছু দূরে গ্রীক মন্দির যেমত। এখানে সকলেই থেমেছে, হেঁতেল শক্ত করে ধরে। অনেকেই টুকটুক মাটিকে নমস্কার করে নিয়েছিল, শাজাদ, 'মা মাগো' বলে হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে মাথা ঠেকাল...মাথা যেন উঠতে চায় না, একটু চোখ ফিরিয়ে দেখলে ইয়াসিন। তার সম্মুখে হাত দুটি গ্রন্থের মত খোলা, সে নিত্যকর্ম্ম আচার জানে না, তবু সে জানে ওরই মধ্যে মন থৈ পায়। আর এক কথা যে, সে যে অন্যায় তছরূপ করতে যাচ্ছে না, তার কৈফিয়ত তাকে দিতে হবে। শাজাদ ভীত হল, হাঁকলে, 'হৈ লুতফর বাপ্ !' কোথায় যেন সে নালিশ পাঠাচ্ছে অর্থাৎ ইয়াসিন তাই সে ধমক দিয়েছিল।

শাজাদ, খেলারাম, শিবাই এবং সঙ্গে ইয়াসিনও ছিল এরা পিছনের দিক দিয়ে উঠে এসেছে। এ ঘরে সকলেই নিদ্রিত, ঘুম মানুষকে কি অসভ্য করে তুলে, খেলারাম হাঁ করে চেয়েছিল। এমন সময় রতির পিছনে হুজুর বন্দুক নিয়ে তাড়া করেছিলেন।

শাজাদের চোখ বড় করে ইশারায় সকলেই সতর্ক হয়েছিল। শিবাই 'যাঃ' বলেই নিজের মুখ নিজে চেপে ধরল।

শাজাদ শুধু অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'ওরা কোথায় নীচে চারজন ত ?'

শিবাই শুধু মাত্র জোরে নিশ্বাস ফেলে সায় দিয়েছিল। এখানে তারা চুপ করে রইল। সামনের খোলা ছাদ, দেখলে একটি লণ্ঠন নিয়ে...দুজন কারা যায়।

লণ্ঠনে দেখা গেল, হুজুরের সাদা পাগড়ি। যারা লণ্ঠন নিয়ে গিয়েছিল, তারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। আলোটা গুমটি ঘরে উঠে গেল। খিলানের একটি স্তিমিত ছায়া। সেখানে একটি লোক।

তারা নিচে নামল, এসেই দেখে দুটি লোককে কারা যেন ঘায়েল করছে। তারা আর দাঁড়াল না, সোজা বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে যখন যায় তখন গুমটি থেকে কে একজন হাঁকল—'কে-হো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা প্রস্তুত হবার পূর্বে এরা বিদ্যুৎবেগে দৌড়িয়ে গিয়েছিল, মুঠো মুঠো বালি ছুড়ে দিল, রতিকে খেলারাম কব্জা করলে। আর আর যারা রুনুখগাঁয়ের লোক এখানে ওত পেতে ছিল তারা এসে পড়ল।

হুজুর পিপে থেকে চুন নিয়ে কয়েদখানার কলি ফেরাতে অধৈর্য। তাঁর নিজের নামে গান তিনি গাইছিলেন, 'দাদার আমার বড় ছাতি দুয়ারে বান্দিবেন হাতি। দাদা গো যত টাকা লাগে গুনগারি' বলেই না ফিরেই বললেন, 'আমি ভয় পাইনি'...বলে ফিরে দেখেন কে একটা লোক। 'ওরে একটু ব্রাণ্ডি নিয়ে আয়...'

'মুখ মাথায় চোট দিও না' ইয়াসিন একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শাজাদের হেঁতেল লাগল।

অস্ফুট চীৎকার শোনা গেল, হুজুর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পড়লেন। পা মাটিতে সরে সরে যেতে লাগল, রক্তাক্ত মাথাটা দেওয়ালের আগাছায় লেগে হাতের ছাপের উপর দিয়ে নামতে লাগল।

শাজাদ নিজের মুখ থেকে, চোখ থেকে, ছুটে-আসা রক্তটা মুছে! দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

ফার্ন গাছে যে রক্ত লেগেছিল তা টুপ টুপ করে পড়তে লাগল। হাতের ছাপ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

খেলারাম একটু উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে। বললে, 'হুজুর তোমার রেণ্ডীগুলো রাঁড় হল গো।'

শাজাদ বুকের কাছে কান পেতে দেখলে শ্বাস নেই। সে গম্ভীরভাবে উঠে গরাদ একটু ঠেলা দিলে। চোখ তুলে দেখলে, ইয়াসিন ঠোঁট পর্যন্ত খিলানের ঠিক মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে, হাত তার গ্রন্থের মত খোলা, কার কাছে যেন বা ক্ষমা চাইছে। যেন বলছে মানুষের বিশ্বাস হোক তিনি আছেন। ফলে মানুষের সঙ্গে ইতিহাসের ব্যবধান প্রান্তর প্রান্তর হোক।

—পরিচয়। পৌষ-মাঘ ১৩৬৬

AMARBOI.COM

রুক্মিণীকুমার

এখনও আপনাকে পুত্ররূপে অভিহিত করিবার, সম্যক, উদাত্ত কণ্ঠস্বর সৃষ্ট হয় নাই। অতএব উহারই, অন্ধকারের, অপ্রশস্ত, সহজ, ঋজু মধ্যবর্ত্তী স্থানে আপনকার অর্থাৎ প্রাকৃতজনের তপ্ত ব্যক্ত সদ্যঃ নিশ্বাসের মৃদু অভিমান তথা চক্রবৎ সত্যের যদিও শস্যের জীর্ণতা পরিণাম দৃষ্টিকে প্রখর ও যুক্তিকে সংহত করিলেও সন্ধ্যাকে ব্যাপক, যে কোন মুহূর্ত্তে স্মরণীয়, করিয়া তুলে নাই, শুধু অমোঘ সফলতা চিন্তায় বেপথুমান।

রুক্মিণীকুমার প্রত্যুষের এই বিরাট নগরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একটি সাধারণ লোকগীতি গাহিতে চেষ্টা করিল, দিকসকল তাহার সুন্দর শরীরের মধ্যে বহুদিন হইল পথ হারাইয়াছে, চন্দ্রসূর্য্য তাহাদের সমস্ত ঐশ্বর্য্য লইয়া মরিয়াছে, সে, রুক্মিণী, আপনকার স্বরচিত ?

অন্ধকারে সে আসা যাওয়া করে, অবশ্য এ কথা সত্য যে বিস্ময় নিয়ত স্রোতোধারা দর্শনে উদ্‌ভ্রান্ত তাহা অতীব শ্রীসম্পন্ন মসৃণ নবতম ললাটের সৌন্দর্য্য, সমীরণ উদ্‌ব্যস্ত প্রদীপশিখার ধীর স্বর্ণাভ আলোকে সম্পূর্ণ সুডৌল এবং অনেকগুণে অসহ্য পরাক্রমশালী সম্ভ্রান্ত তাহারই, বিস্ময়, সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং স্তব্ধ এবং নিশ্চিন্ত এবং সমাহিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহা ব্যতীত, নিশ্চয়, প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, যে বিহ্বলতা ঘুমের আধো জাগ্রত অবস্থায় কোন এক সাগরসৈকতে যাহা আশ্চর্য্য বিশুষ্ক ও সমকালীন সেই স্থানেই, দুর্য্যোগময়ী চন্দ্রালোকিত রাত্রে, আহতমর্ম্মা হইয়াছে, হায় সুপ্রাচীন লবণাক্ত গূঢ়তম স্বাদ ! যেক্ষণে দ্বন্দ্ব ও ঐকান্তিক রঙের অভিজ্ঞতা, কীটবিহীন শূন্যতায়, একীভূত হইয়া একক চরিত্র লাভ করত আপনকার অন্তরঙ্গতার পথ নির্ণীত দর্শনে সবে মাত্র, জানালার পরিকল্পনা ও সে-জানালায় ফুলের আধার রাখার দামী অধৈর্য্য ।

তখন সে ছাদে, নিম্নে সুসংবদ্ধ গম্ভীর স্নায়বিক অনন্ত কলিকাতা, শূন্যপথ অচিরাৎ বিচ্যুত কোন এক বিরহী যক্ষের আত্মা ভূমিলুণ্ঠিত শতধা হইয়া অগণন দাম্ভিক চতুষ্কোণ মণ্ডিত, উহা সুতীক্ষ্ণ ন্যায়ত পদ্ধতির নিশ্চয়তা এবং স্তব্ধ চেতনার, যদিও বাহুবন্ধনের প্রকৃত পূর্ণরূপ, পক্ষীশাবকের অসহায়তাই যাহার উপলব্ধির বীজ এমন নহে, সূক্ষ্ম চতুর ধনী অবয়ব ; যে চেতনা বজ্রের অহঙ্কারদৃপ্ত, প্রকৃতির লিখিত ও ওয়াজের বৈপরীত্যে স্থির এবং ধৃষ্ট বিধিলিপির করতলগত একটি নির্ভীক সচেতন পদার্থ ।

সে আপনার বীরত্বকে সুদীর্ঘ নিশ্বাসে জাগ্রত করত এখন সুন্দর বিস্তৃত চক্ষুদ্বয় তাহার আয়ত, দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, এরূপ স্পষ্ট করিয়া এ-শহরের বহুকাল দেখা হয় নাই, এতাবৎ যাহার রাস্তাঘাট, সমুদয় আশ্চর্য্যকে সে যন্ত্রের মত ব্যবহার করিয়াছে, ইহার এক পথ হইতে অন্যপথে পৌঁছিয়া প্রথমত স্বস্তির দ্বিতীয়ত বুদ্ধির নিশ্বাস ফেলিয়াছে, ফলে কলিকাতার বাতাস তদানীন্তনকালে ঈষৎ উত্তপ্ত হয় । বেচারী, শান্ত অবিকৃতভাবে পথ-চলার সংস্কার পূর্ব্বজন্মেই, হয়ত ভুলক্রমে, ফেলিয়া আসিয়াছে, পিছনে তাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে, আজও করে । তবু রুক্মিণীর আজ এই অপ্রশস্ত স্থানে, নিজেকে অসম্ভব অফুরন্ত, লঘু, ছেলেমানুষ বোধ হইতেছিল । এ হেন অনুভবে, এ কথাও, হয়ত ক্ষণেকের জন্যই অকারণেই তাহার মনে উদয় হয় যে সে ভারক্লিষ্ট, পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত ; প্রকাশ থাক যে, এ হেন ক্লান্তির কখনই তৃষ্ণা নাই যেহেতু তাহা ইন্দ্রিয়হীন ; সমীরণের অপেক্ষাও নাই এ কারণ যে ইন্দ্রিয় সকল অভিব্যক্তিশূন্য ; উহার অবশ্যম্ভাবী আরাম দূরতম কোনও শতাব্দীর সজীব প্রাচীর-চিত্রাবলী কিম্বা অতিদূর হেম উপত্যকার ক্ষীণদেহী, খর, রাশভারী, সুন্দর, নিশুতি রাত্রেও পরিচ্ছন্ন, গভীরতার ইঙ্গিত প্রদর্শনকারী সুদৃঢ় রেখা সমান, দারুণ, তীব্র স্রোতস্বিনী । কিন্তু ব্যঞ্জনা অক্ষর-বিরহিত অতি সনাতন লোকসঙ্গীত গুঞ্জন করিবার বাসনাই তাহার বিশেষ, সেজন্য ভ্রূযুগ চঞ্চল এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সুললিত ছন্দ তাহার ওষ্ঠেই ইদানীং লুপ্ত ।

গঙ্গামণির, তাহার মার, প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল ; গঙ্গামণি সকালের রাত্রবিজড়িত শরৎকালীন বিশেষ রক্তিম আলোয় দণ্ডায়মান অবস্থায় নিঃশঙ্ক চিত্তে মালা জপ করিতেছিলেন, এ মালা স্ফটিকের ; সর নাপতিনী পশুপতিনাথ কৈলাস মানসসরোবর তীর্থ করিয়া আসিয়া এই উৎকৃষ্ট মালা দিয়া প্রণাম করে, যেহেতু তাহারা ব্রাহ্মণ ; এখন এ-মালা, যাহা স্ফটিকের, তাহার মার হস্তেই ভ্রমণশীল, দর্শনের অর্থাৎ যোগসাধনার সত্য । রুক্মিণী অন্যমনে মালাখানির উঠানামা লক্ষ্য করিয়া পরে তাঁহার মুখমণ্ডলের, যাহা পৃথিবী পরিক্রমণের ফলে দিনের গর্ব্বে হৃষ্ট, তাহার শ্রী, ধী দেখিয়া অল্পকালের জন্য অবাক, বৃদ্ধার অঙ্গুলির ফাঁকে বিরাট নিরবয়বের অন্তঃকরণ স্পন্দিত হইতেছিল ।

এই সূত্রে, পুনরায় তাঁহার ওষ্ঠে গঙ্গোদকতুল্য পবিত্র শব্দরাজি ধ্বনিত হইতে থাকিল. 'অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্য সোক্তাঃ শরীরিণঃ অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ যুধ্যস্ব ভারত ; য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্, উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই শ্লোকদ্বয় তাহার সঙ্কল্পকে কেবল মাত্র দৃঢ়তর করিবার মানসেই নিত্যই উচ্চারিত হয়। সম্মুখে বিবৃত্তাঙ্গ কলিকাতা।

অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়, কৃষ্ণ হিম, নিঃসন্দেহে বলা যায় ঝিল্লিরব মুখরিত বনরাজি আবেষ্টন করিয়া আছে, চিমনীর লহর করা শিরস্ত্রাণ, প্রাসাদের শীর্ষ ত্রিভুজে জড়োয়া নক্সা, মাঝে মাঝে কপোতের ঝটিতি উড়ে চলা, নীলিম ধোঁয়ার ঊর্দ্ধগতি রেখা, আর অসংখ্য রাস্তা যাহাতে প্রতীকের কোন মেয়েলী দুঃস্বপ্ন নাই, এপাশে গম্ভীর মন্দিরের চূড়া, অন্যদিকে, প্রার্থনা স্থাপত্যে রূপান্তরিত, মসজিদ। কোথাও গঙ্গা-স্নানার্থী, কোথাও ব্যস্ত মানুষ, লাঞ্ছিত কুকুর, ফেরিওয়ালা সকল কিছু মিলিয়া স্বামী যে শয্যায় শয়ন করেন তাহাই যেমন মহিলাগণের সুখদায়িনী তেমনি এক পরম রমণীয় অধৈর্য্য বিছানার মায়া সৃষ্টি করিয়াছে।

এতদ্দর্শনে সম্মোহিত রুক্মিণী আপনার ক্ষোভপ্রসূত আক্রোশে মা ভৈ মন্ত্রে উদ্ধত পুরুষকারকে জাগ্রত করিয়া মহা আস্ফালনে, তাহার অজানিত ভীম প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্মুখসমরে আহ্বান করিল। আরবার বালকবৎ উৎসাহে, সে ঘোর রৌদ্রকর্ম্মা কণ্ঠে, নির্ঘাৎ বাক্য পরম্পরা ঘোষণা করে। তাহার এবম্প্রকার উক্তিতে সমগ্র ত্রিভুবন পাণ্ডুর শরতের বিমল আকাশ দূরে সরিয়া যায়।

গঙ্গামণি বক্রভাবে পুত্রের প্রতি তাকাইয়া কহিলেন, 'কি কুক্ষণে বললুম। সাত-সকালে ছাদে...'

রুক্মিণী মার কথার উত্তরে কেবল মাত্র মৃদু হাসিয়া, প্রাণ ভরিয়া কলিকাতাকে দেখিয়া, মার বস্ত্রখণ্ড যাহা উড়িয়া একটি পরিত্যক্ত ভাঙ্গা, মনসার আধার রূপে ব্যবহৃত, টিনের কানায় আটকাইয়া গিয়াছিল, তাহা খুলিয়া লইবার অভিপ্রায়ে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হয়।

সহসা রুক্মিণী বিদ্যুৎ-আহত হইল। ক্ষণেকের মধ্যেই আপনকার অস্তিত্ব শতচ্ছিন্ন, সে না তাহার অন্ধকার কোনটি এখন বাস্তব, তাহা সে বিচার করিবার কচিৎ অবসর লাভ করে নাই, নিশ্বাস দুরন্ত কীটপতঙ্গেরা শুষিয়া পরিতৃপ্ত, কর্দ্দমাক্ত বেলাভূমি হইতে নৌকা সবেগে প্রবাহমধ্যে অবতরণ করিতেছে, অপ্রত্যাশিত নৌকা আগমনে জলকেলিরত পক্ষীকুল কাতর আর্ত্ত কলস্বরে শূন্যে উড্ডীয়মান, কিছু বা ত্রাসে নক্ষত্রপথে ত্বরিতেই অদৃশ্য। স্বীয় চোখেতে গ্রহতারকার জ্যোতি লইয়া দুর্ব্বার বেদুইন, যেমত বা নিরতিশয় সহজভাবে, আপনার তর্জ্জনীর দ্বারা নিশীথের অয়স্কান্তিমান অম্বর প্রদর্শন করাইল, এবং আকাশ স্বচ্ছসলিলে অবগাহন করিয়া নূতন হইয়া উঠিল। যন্ত্র অচিরাৎ বিলম্বিত সর্প অপি রুষ্ট হইয়া কঠোর নিনাদ দ্বারা বহুবর্ষব্যাপিনী কীর্ত্তিকে সঙ্কুচিত করিল, যান্ত্রিকতা স্বগত চমকপ্রদ প্রভাব হারাইল; সংখ্যা আপনকার বুদ্বুদের ক্ষণিকতায় অন্তর্হিত; প্রজ্ঞা ক্ষীণ, নিষ্ঠা ধূলিশয্যাশায়িনী, ঝটিতি শর্করাকর্ষী প্রবল বায়ুর ভয়ঙ্কর ঘাতে হেমনির্ম্মিত তুলাদণ্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল; চপলমতি আদিবাসীরা করতালি দিল; প্রহর গণনায় ছেদ পড়িল; নিশ্চিত কাম উচাটনকারী ক্ষিপ্র অঙ্গদহনকারী শব্দ সকল সমুত্থিত হইয়াছে।

রুক্মিণীকুমার, অবশ্যই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, আত্মরক্ষানিবন্ধন সতর্ক হস্তযুগ ইদানীং শিথিলকৃত হওয়াতে তখনই স্থবির—ঈষৎ উত্তোলিত হইয়াছিল।

কেন না পার্শ্ববর্ত্তী প্রাচীর ঘেরা ছাদস্থিত সে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব বাস্তবতার সম্মুখীন, যাহা হঠাৎ প্রত্যক্ষে সে স্তম্ভিত, যাহা সৌন্দর্য্য যাহা বিভীষিকাপ্রায়। দেখিয়াছিল গোলাপ-ছাপ সংচ্ছন্ন নীলা লিনোলিয়মের উপর শায়িতা, বিবসনা, ইহার তুমুল কেশরাশি জলভারাক্রান্ত মেঘ ইব, সুগভীর গম্ভীর যৌবনা কেহ, যাহার অঙ্গ গোরোচনা, যাহা শারদ সূর্য্যালোকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঞ্চনবর্ণ।

যুগপৎ যাহা সুন্দর যাহা ত্রাসদায়ী।

তখনই রুক্মিণী যাহা অঙ্কিত প্রোচ্ছলিত রক্ততরঙ্গ এমন দেখে, কখনও যাহা অদূরে লণ্ঠনের আলোয়—কর্ত্তিত কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মতই ; আশ্চর্য্য কল্ট ৪৫-এর গুলির আওয়াজ এখনও দিকসকলে প্রকম্পিত, জানালার এপাশে দাঁড়াইয়া পলায়মান কুকুরের ও সদ্যঃ নিদ্রা-উত্থিত পক্ষীদের আর্ত্তস্বরের মধ্যে—তাহার, রুক্মিণীর, মনে হইয়াছিল, পিচকারী রক্তধারা দর্শনে, যে উপেনের রক্ত মানুষের মত ! মানুষের রক্ত লাল ? রুক্মিণী অপার্থিব কামভাব অনুভব করিল।

এমন সময় উচ্চরবে বলিতে চাহিল মানুষের রক্ত লাল ! এ হেন ভাবনায় রুক্মিণী সমাধিস্থ, সে এক পরিণত অন্ধকার ; এমত কালে অচিরাৎ কক্ষমধ্যে কোন অল্প স্পন্দন তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, দেখিল একটি পোস্ট কার্ড নিকটস্থ বেসামাল কেরোসিন কাঠের টেবিল হইতে চ্যুত হইয়াছে—এখন যে টেবিলের উপর উপেনের দেহ শেষ আশ্রয় লইয়াছে—ক্রমে রক্তধারার নিকট পড়িল।

নিশ্চয়ই এই বর্ত্তমানতা রুক্মিণীর অন্তরে চিরবহমানতার আভাস আনিয়াছিল। বিশ্বাস হয় যে, সে দূর হইতে উক্ত চিঠির পঙ্‌ক্তিগুলি পড়িতে পারে। শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং, অন্য পাশে গ্রামের নাম পোঃ জিলা চাঁদপুর, বাবা উপেন তুমি কেমন আছ, অনেক দিন হইল তোমার পত্র না পাইয়া বড়ই চিন্তায় আছি ; তোমাকে নন্দ মারফৎ যে চিঠি পাঠাইয়াছিলাম তাহাতে সবই অবগত হইয়াছ, চালা বদলাইবার জন্য চিন্তা না করিয়া...অথবা হয়ত রানীকে দ্বিতীয়পক্ষে দিবার আমাদের ইচ্ছা নাই...অথবা কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন তোমার বাবার আর আরোগ্যলাভের আশা নাই...

ইত্যাকার মোটা দুঃখের, বৈচিত্র্যহীনতার প্রতিবিম্ব তখন ঐ রক্তধারার মধ্যে ছিল, এবং অদ্ভুত নখের শব্দ উপজাত হয়। রুক্মিণী ঐ চেহারা সহ্য করিতে অপারগ, যদিও তাহার চোয়াল এখনও কঠোর শক্ত কিন্তু বিস্মিত, রিভলভারে ধোঁয়া ও গন্ধক মিশ্রিত গন্ধে সে নিঃশ্বাস লইয়াছিল। কক্ষ অভ্যন্তরের উপেন এখন চাঁদমারী আর নয়। আলোয় সমস্ত স্থান ধীরে বীভৎসায়িত হইতেছিল।

তবু চেয়ারের কঠিনতা তাহাকে এখন আলোর প্রতি গুলি ছুড়িতে প্রণোদিত করে, শিখা লক্ষ্যে সে রিভলভার ঈষৎ উত্তোলন করিয়া ট্রিগার টিপিল। নিমেষেই লণ্ঠন উৎপাটিত হইয়া পড়িয়া—কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ এখনও মধুর—এক অসভ্য আলো ব্যাপ্ত হইতেছিল। কেহ যেন আলো উদ্গীরণ করিতেছে।

এইরূপ আলোয় বিশ্বাসঘাতক উপেনের কলিকাতা নিষ্পেষিত শীর্ণ মুখখানি দৃশ্যমান, উপস্থিত যাহা অতীব গ্রাম্য।

ঐ ধিকিধিকি চিল্লিকার শব্দময় আলো বিস্ময়কর অন্ধকার সৃষ্টি করিতেছিল।

রুক্মিণী এমনই আলোর সম্মুখে ভয়বিহ্বল নেত্রে একদা দাঁড়াইয়াছিল।

ইতঃপূর্ব্বের কথা রুক্মিণী স্মরণ করিতে চাহিয়াছে, জানালা দিয়া সে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে, তাহার কানে অবাক জলপান ফেরিওয়ালার আর্ত্তস্বর আসিতে সে বোধ করে যে এখন সে যেখানে তাহা একটি দুঃস্থ জীর্ণ মেসবাড়ির ঘর। খানিক আগে রাখালদার পশ্চাতে একটি কাঠের পলকা নড়বড়ে সিঁড়ি, ইহা অন্ধকারাচ্ছন্ন, বহিয়া সন্তর্পণে উঠিয়াছে। প্রতি পদক্ষেপে রাখালদা বলিতেছিল, 'খুব সাবধান', আর সে ক্রমাগত শ্বাস লইয়াছে, তারপর একটি মারাত্মক কাশির আওয়াজ বামে রাখিয়া এই কক্ষে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ঘর নিজেই এক বিশাল মহামানব, এখানে স্থিতিবান হইয়া রুক্মিণীর অন্তরাত্মা এককালে হরষিত ও অবশ, এমন সময় রাখালদা বলিল, 'এনেছি...এসেছে...'

রুক্মিণী কোনমতে নিরীক্ষণ করিল, নিকটের তক্তপোশে চাদরে আপাদমস্তকাবৃত কাহাকে রাখালদা সম্বোধন করিয়াছিল। এবং রুক্মিণী ঘর্ম্মাক্ত হয়।

চাদরাবৃত কেহ কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, 'আলো জ্বাল...দেশলাই আমার মাথার কাছে...'

রাখালদার হাত তক্তপোশে শব্দ করিতে থাকিয়া অগ্রসর হয়, অন্বেষণের শব্দ কি বিস্ময়কর! এবার দেশলাই মিলিল, রাখালদার স্বস্তির নিশ্বাস এই কক্ষকে স্বাভাবিক করিল। এখন সমস্ত কিছু কিঞ্চিৎ আলোকময়।

রুক্মিণী সভয়ে চাদরাবৃত বিরাট একটি নামের দিকে চাহিয়াছিল। যদি রুক্মিণী সত্য স্বীকার করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিবে তাহার মনে হইয়াছিল যে সে পলায়ন করে। ভয়ে তাহার জিহ্বা শুকাইতেছিল, সে আপনার মাকে ডাকিতে চাহিয়াছে নিশ্চয়ই নৃশংস পুলিশের চেহারা, পাপাত্মা ইংরাজের বাঁদুরে লাল মুখমণ্ডল তাহার সম্মুখে ভাসিয়াছিল, মনে হয় তাহার হাতে হাতকড়া পড়িয়াছে, পদদ্বয়ে বেড়ীর অস্বাচ্ছন্দ্য।

রুক্মিণী!

এই কণ্ঠস্বর অজস্রবার পৃথিবী পরিক্রমণ করত অবশেষে তাহার নিকট আসিল। অবশ্যই সে কাঁপিয়া থাকে। এবং পরক্ষণেই সে যেন হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া উদ্বুদ্ধ। আরবার সে ঘর্ম্মাক্ত হইল। পলকেই তাহার সমক্ষে এক ঘটনা দেখা দিল।

চাদরাবৃত কেহ সম্প্রতি চাদর অপসারণ করিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন। রাখালদার আজ্ঞা তাহার কানে আসিল, 'রামানন্দবাবু, প্রণাম কর।'

রুক্মিণী বিমূঢ় বটে, সে প্রণাম করিয়াছিল, কিন্তু তাহার আড়ষ্টতা এখনও পূর্ব্ববৎ। সে যুগান্তকারী প্রচণ্ড গতিবেগের মুখোমুখী...মুক্তিকামী ভারতের প্রতীক এই সেই রামানন্দ বসু...ঠিক যেন আর এক বিবেকানন্দ।

রাখালদা বলিল, 'এখনও আপনার জ্বর আছে...'

'না তেমন কিছু নয়...' উত্তর দিয়া রামানন্দবাবু কহিলেন, '...তুমি রুক্মিণী...কেন আমার কাছে এসেছ জান...'

রুক্মিণী মৌন ছিল।

'আমরা যে পরাধীন একথা...আমরা যে শোষিত একথা...আমরা যে মৃতকল্প একথা...তা তুমি জান...' এসময় রামানন্দবাবুর সুদীর্ঘ চোখে অশ্রু আসে।

রুক্মিণী শুধুমাত্র তাঁহার প্রতি অসহায়ভাবে তাকাইয়াছিল।

'উপলব্ধি করতে পারবে...'

রুক্মিণী তখনও স্থির।

'রাখাল লণ্ঠনটা দাও ত...'

রাখাল মেজে হইতে লণ্ঠনটা তুলিয়াছে মাত্র এবং তখনই রামানন্দবাবু তক্তপোশ হইতে উঠিয়া মেজেতে দাঁড়াইয়া লণ্ঠনটি গ্রহণপূর্ব্বক উহার পলিতা অসম্ভব বাড়াইতে লণ্ঠন হা হা করিয়া জ্বলিতে থাকে, শিস্ ক্রমান্বয়ে উঠে, উহা অর্থাৎ লণ্ঠনটি প্রায় রুক্মিণীর মুখের নিকট ধরিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কখনও হস্তমৈথুন করেছ...'

রুক্মিণীর কণ্ঠশোষ আরম্ভ হইল। সে অদ্ভুত উপায়ে মস্তক আন্দোলনে জানাইল, 'না...'

'নারী সহবাস করতে ইচ্ছে হয়... ?'

'আজ্ঞে না... রুক্মিণী ভয়ঙ্কর আলোকশিখার দিকে চোখ রাখিয়া সত্য করিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভেরী গুড়...'

রাখালদা ধীরে যোগ দিল '...আজ্ঞে ওর দাদা (সৎভাই) সন্ন্যাসী... ওরা খুব ধার্ম্মিক...'

রুক্মিণী এত আলো একসঙ্গে কখনও দেখে নাই—।

'তুমি ভগবানে বিশ্বাস কর...তাহলে...'

'আজ্ঞে সব সময় ডাকি...'

'স্ত্রীলোকের থেকে দূরে থাকবে, গীতা পড়বে...বিদ্রোহীদের জীবনী পড়বে...বিবেকানন্দর...'

রুক্মিণী পুনরায় শিখা দেখিল। রামানন্দবাবু তাহাকে এক অশ্রুতপূর্ব্ব বীরত্বের সন্ধান দিলেন।

সে ফণিমনসা হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করিল। চকিতে তাহার মধ্যে এক দুরপনেয় কাম সর্ব্ব শরীরকে উষ্ণ করিয়া তুলিল। সে অধীর হইয়াছে, একবার ইতিমধ্যে সে নীচে মার প্রতি তাকাইল। এবং তৎক্ষণাৎ আবার পার্শ্বের ছাদের দিকে দেখিতে বাধ্য হয়।

এখনও লিনোলিয়মের উপর শায়িতা রমণীর কোন ভাবান্তর হয় নাই, শুধু দেখা গেল পার্শ্বস্থ একটি বিড়ালের গায়ে হাত বুলাইতেছে।

রুক্মিণীর মুখের চেহারা গঙ্গামণিকে বিশেষ উদ্বিগ্ন করে, তাই তিনি কহিলেন, 'আমি কি জন্যে তোকে উঠতে বললুম...'

গত রাত্রের ঝোড়ো বাতাসে গঙ্গামণির কাপড়খানি উড়িয়া এখন যেখানে রুক্মিণী, সেখানে, ছাদে, ফণিমনসায় দৈবাৎ আটকাইয়াছে। রুক্মিণী গঙ্গামণির কথা শুনিলেও নীচের দৃশ্যে সে আকৃষ্ট ; এখানে উঠার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে সে বিরক্ত হয়, কেননা তাহার মনে শঙ্কা কণ্টকিত হইয়াছিল, মাঝে মাঝে ৩৩ পিস্তলের শৈত্য তাহাকে ভয়ঙ্কর এক জগতে লইয়া যায়, যেখানে নিশ্বাস স্তব্ধ হওয়ার ক্ষণগুলি অপেক্ষমাণ... ।

সে সেই শৈত্যে হাত রাখিয়া বা সেফটি ক্যাচ, ম্যাগাজিন ইত্যাদি পরীক্ষা করিবার কালে দুন্দিভিনাদে

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥

এই পবিত্র শ্লোক আবৃত্তি করিয়া উত্তরোত্তর দ্বিধাগ্রস্তই হইয়াছে ; এক একবার পিস্তলের নল সে আপন কপালে বুলাইয়াছে, আর সে তখনই মা ভৈ বলিয়া উঠে।

উপেনের মৃত্যু, যাহা, রুক্মিণীর কেমন যেন সংস্কার, যে তাহা যেমন তাহার আপনকার হাতের তালুর উপরেই ঘটিয়াছে ; ফলে এই আজব বিকারে সে ত্রাহি করিয়াছে। তাহার গাত্র অভাবনীয় উত্তপ্ত হইয়াছিল, এ সত্য প্রথম বুঝিতে পারে, যখন গৌরমোহন খাবারের ঠোঙ্গা লইয়া উপস্থিত।

এই ঠোঙ্গায় পিস্তল ছিল, যাহা তাহার আত্মরক্ষার নিমিত্ত বা আত্মহত্যার নিমিত্ত পাঠান হয় (কল্ট লইয়া ঘোরা ফেরা যার পর নাই অস্বাচ্ছন্দ্যের)। এই ছোট যন্ত্র স্পর্শেই তাহার জ্ঞান হয় যে আপন দেহ অসম্ভব গরম।

অবশ্য এই কথাই তাহার মা যখন তাহাকে বলে তখন সে শুধু উত্তর দিয়াছে, 'ও কিছু নয়...

'ও কিছু নয় কিরে, আমার মনে হয় একশো চার কি পাঁচ হবে...'

'তুমি ভেব না... জ্বরই যদি তাহলে উঠতে পারতুম কি...'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা বটে তবু একবার ডাক্তার...'

এখন এখানে আপনার কষ্ট-অর্জ্জিত দাম্ভিক দুঃসাহস লইয়া দণ্ডায়মান, আপনাকে কল্পনা করে সম্পূর্ণ অভিনব বৃক্ষ আর চারিদিকে সমগ্র শহর তাহারই শিকড়, আপনাকে অবিশ্বাস্য হাল্কা অনুভব হয়। অতঃপর ঐ ছবি।

গঙ্গামণির কথায় সে প্রায় বলিতে উদ্যত হইয়াছে 'আঃ চুপ কর না' এ কারণ যে তাহার মনে হয়, ঐ কণ্ঠস্বরে নিম্নের সেই অগাধ সুবিশাল অপ্রমত্ত নয়নাভিরাম চিত্র ভাঙ্গিয়া কৌতুকপ্রদ লজ্জায় পরিণত হইতে পারে।

কিন্তু নিম্নের মহা পরাক্রমবিশিষ্ট অনন্ত অদম্য যৌবনার মধ্যে কিঞ্চিৎ মাত্র উদ্বেগ ছিল না, উহা নিরতিশয় উদাস, উহা নিরবধি, উহা শান্ত!

ইতঃপূর্ব্বে রুক্মিণীর চোখে বহু রমণী-দেহ পড়িয়াছে, বিশেষত কড়ি ঠাকুজ্জির বাড়ির ট্রাম ইন্সপেকটর গোবিন্দবাবুর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী সরলা, যে কলতলায় অনাবৃত দেহে স্নান করিত, লোকলজ্জার বালাই যাহার ছিল না, এবং যে এমন ঘটে, যে যৎপরোনাস্তি সতর্কতা সত্ত্বেও রুক্মিণী তাহার সম্মুখীন, স্ত্রী-দেহের কূটজ্ঞ বৈচিত্র্য, বিশেষত রোমরাজির পাশবিক বিদ্যমানতা, প্রত্যক্ষে সে আপন বয়সোচিত হ্রীজিত হয় সে, অবাঙ্মুখ সে এবং ঘৃণায় ক্রুদ্ধ, যে সে এখনও বালক, এমনকি স্কুলের পেচ্ছাপখানায় কুৎসিত লিখিত পদসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত যে পাপাত্মক ইহা তাহার জ্ঞান এবং ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করে যেহেতু ; অবশ্য তখনও তাহার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষালাভ হয় নাই।

অধুনা সে তেমনই অব্যবস্থিত চিত্তে সম্মোহে সে শ্যামীকৃত হইয়াছে, যে দেহকে সে সকল মুহূর্ত্তে শব্দ গন্ধ হইতে আড়াল করিতে পর্য্যন্ত তৎপর, সেই দেহ অনিবার্য্য বেগে ব্যক্ত হইতে চাহিল...এতাবৎ যে আমিত্বে সে নিষ্পেষিত তাহা উধাও—এক নবীন আশ্রয় সে বুঝিল নিম্নের রমণীদেহকে। কোন গুপ্তচর যাহার সন্ধান পাইবে না...এবং তাহার উৎকণ্ঠার এক অব্যর্থ আশ্বাস।

আরবার, তখনই, ইহা আভাসিত হইল উহা এক পুঞ্জীভূত স্থবির রক্তস্রোত...এবং ইহার অতলে যাইতে চাহিল।

এতক্ষণ পরে রুক্মিণী সিদ্ধান্ত করিল এই সেই রমণী।

গঙ্গামণির দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। কেন না এ সময় বহু ঊর্দ্ধে কালো আকাশে একটি তারা খসিয়াছিল, ফলে নিছক দীর্ঘশ্বাসদায়ী ইহা, এবং ত্রাসকারী অতীত সৃজিত হয়, আর যে ক্ষণিকের জন্য সদ্যঃ অপগত সন্ধ্যার সৌখীন বাতাস লাল, জবাফুল, ভয়ঙ্কর ; তাহার গাত্র চমকিত হইল ; অতি ধীরে, শ্রদ্ধার সহিত জপমালাখানি কপালে স্পর্শ করাইলেন ও অস্ফুট শব্দে ওষ্ঠকম্পনের নামান্তর ইহা, তিনজন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এই সূত্রে আপন পুত্র রুক্মিণীর উল্লেখ চিন্তায় আসে।

গঙ্গামণির নিকট যেহেতু এই বাসস্থান ক্রমশঃ ভীতিপ্রদ হইতেছিল, অবশ্য ইহা সত্য যে এই আশ্রয় তাহাকে যারপরনাই আনন্দ দেয়, কেননা এখানে বিরাট আকাশ মিলিয়াছে—ইতঃপূর্ব্বে শোভাবাজার অঞ্চলের কড়ি ঠাকুজ্জির বাড়ি স্মরণে এখনও তাহার দেহ বিকল হইয়া যায়।

কি ভয়ঙ্কর জীবনযাত্রা—গুমট স্যাঁতসেঁতে জঘন্য সর্পিল অনুভব, রাত্রে কুকুরের খেয়োখেয়ি, ইঁদুরের উপদ্রব, তৎসহ নর্দ্দমার কূট গলিত শকুনখুসী পচা ঘর্ম্মাক্ত গন্ধ, যেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুগ্না ভিন্ন সকল স্ত্রীলোকই কামুকী বিপথগামিনী, পুরুষরা লম্পট। বাড়িওয়ালী কড়ি ঠাকুজ্জির বাৎসল্যভাবে নগেনবাবুর ছেলে হরিকে, ১২ বৎসরের ছেলেকে, তেল মাখান দর্শনে গঙ্গামণি ঈষৎ মন্তব্য করেন। ফলে এই কড়ি ঠাকুজ্জিই পুলিশে খবর দেয় যে রুক্মিণী স্বদেশী করে।

ফলে যখনই পিছনের জানালা খুলিতেন তখনই দেখিতেন একটি মুখ। রুক্মিণী বলিয়াছিল, 'তুমি খামখা আঁতকাচ্ছ কেন, উঠতি বয়সের ছেলেদের পিছনে এমন টিকটিকি লেগে থাকেই...'

তারপরই ঝরাপাতার ঊর্ধ্বে এই আকাশ বড় ভাল লাগিয়াছিল গঙ্গামণির। এখন জপমালা হাতে যে আকাশ হঠাৎ অপরিচিত কেননা তাঁহার মনে আতঙ্ক ছিল, অদূরে তুলসীতলার ছোট প্রদীপ, ইহার থরথর আলোয় ছাদ কাঁপিতেছে। ছোট একটি নিশ্বাস লইয়া ছাদের শেষে যে টালির ঘর তাহার জানালা দিয়া কাহাকেও দেখা যায় কিনা এই মানসে ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া তাকাইলেন। অতঃপর দেখিলেন, আপনার মালা প্রদীপের শিখাকে শান্তভাবে পরিক্রমণ করে।

অন্যপক্ষে গঙ্গামণিকে রুক্মিণী ঘর হইতে নজর করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, প্রদীপের পক্ষীশাবকতুল্য স্পন্দিত আলোয় তাহার মা—গঙ্গামণির মুখখানি ইদানীং প্রতীয়মান এবং সেখানে, তুলসীর সবুজতা এবং মার ভক্তির পরাকাষ্ঠা তথা গঙ্গামণি নিজেই—দুইটি আশ্চর্য্য এক রূপে ভাস্বর ; এই বাস্তবতায় রুক্মিণী অতিমাত্রায় সচেতন, উহা আষাঢ়ের মেঘের নির্দ্দয় বিদ্যুতেরই সত্য ; তাহার মধ্যে যে অধৈর্য্য যে বিরক্তি এতক্ষণ থাকে, তাহা ইদানীং অসহায়তা...নিজেকে অপরাধী সনাক্ত করিতে উহা প্ররোচিত করে, পবিত্রতার যে সে নিজে ছাড়া অন্য প্রতীক নাই তাহা নবীভূত হয়।

রুক্মিণী দেখিল, সুহৃদ তাহার প্রতি মুগ্ধ চোখ রাখিয়া বলিয়াছিল, 'ফটিকদা (ওরফে রামানন্দ বসু) আমায় একদিন বলেছিলেন, শুকদেবের চেয়ে আমাদের দারুণ হতে হবে, কায়মনোবাক্যে সৎ। সেদিন গঙ্গার ধ্বনি কি ভাল লেগেছিল.. দেখ্ তোরা আমার...বিশেষত তুই আমার জীবিত স্বরূপ...চরিত্রে এতটুকু খারাপের ছায়া না লাগে. .দেখবি শরীরটা কি হাল্কা।'

এই সততার তেজেই সুহৃদ জানাইয়াছিল...'আমার মনে খেদ নেই...জানি আমার ফাঁসি অব্যর্থ...ব্যারিস্টার দাশ বলছিলেন অবশেষে কিংস মার্সি...শুনে যেন অপবিত্র হয়ে গেলুম...।' আর একদিন ব্যক্ত করে, 'হ্যাঁ জেল ফুঃ আমার কাছে...আলোর তারতম্য মাত্র...সৎ হওয়া ছাড়া আর গতি নেই...'

একদা দীননাথের ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল মনে হইল, স্বীকারোক্তির জন্য যাহার নৃশংসভাবে বীর্য্যপাত ঘটান হইয়াছে, এখন, মুমূর্ষু ; যাদবপুরের হাসপাতালের খাটের শুভ্রতার উপরে বালিশে মুখ রাখিয়া সে ক্রমে আপনকার নিপীড়ন কাহিনী বলিতে লাগিল। মেজর বিল সম্মুখে দণ্ডায়মান, তাঁহার হুকুমে মুরদাফরাস শুবার (নাম) দীননাথের...অঙ্গ লইয়া...'তারপর আমি অজ্ঞান' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন পাখীর ডাক আসিয়াছে, সন্ধ্যা সমাগত, রুক্মিণী অবলোকন করিল, রামানন্দবাবুর চক্ষু তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নিশ্চয় তাঁহার স্মরণে আসিয়াছিল যে এই মেজর বিলকে, দুরাত্মাকে—যে ব্যক্তি নানান অত্যাচার উদ্ভাবনের জন্য কর্ত্তৃপদবাচ্যদের উচ্চপ্রশংসিত, এই মেজর নাইটহুডে সম্মানিত হইবে, অথচ কোন ধৃতই আজ পর্য্যন্ত তাহার অত্যাচারে বিচ্যুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় নাই (অবশ্য অত্যাচারের নামে দুয়েক জন হইয়াছে) ইহাকে হাপিস করা বহুদিন যাবৎ ঘটিয়া উঠে নাই, অবিলম্বেই কর্ত্তব্য।

দীননাথকে দেখিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে রামানন্দবাবু বলিয়াছিলেন, 'মৃণাল তুমি...নির্ব্বাসিতের...পড়েছ...'

'হ্যাঁ ফটিকদা...'

'আমিও পড়েছি...' রুক্মিণী ঈষৎ অভিমানে কহিল।

'আমাকে বলত যে জায়গাটা ভাল লাগে...না না সারাংশ নয়...একেবারে উপেনবাবুর লেখা...?'

মৃণাল ও রুক্মিণী অল্প শীতকাতর বুঝায়।

রামানন্দবাবুর মৃদু ভর্ৎসনার কণ্ঠ শ্রুত হইল, 'ছিঃ ছিঃ...ওসব বই কি দীনেন রায় না পাঁচকড়িবাবুর লেখা...যারা স্বাধীনতার জন্যে...যাক্...মুখস্থ রাখবি, মন্ত্রের মত উচ্চারণ করবি...দেখ আমার কেমন মনে আছে...কেন বলছি বলত...বিলকে সাবাড় করতে হবে মুস্কিল সে বিরাট পাঁচিলের মধ্যে থাকে'।

ইহা শুনিয়া রুক্মিণীর অদ্ভুত চাঞ্চল্য ঘনায়মান হইয়া সিঞ্চিড়ায় পর্য্যবসিত, কেমন যেন অনুভব হয় যে সে ইলিসিয়াম রোড (ইদানীং লর্ড সিন্হা রোড) দিয়া যাইতেছে, সলজ্জ উৎকণ্ঠায় ভয়ে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া সে বিরাট সবুজ গেট দেখে, নীচে গেটের গায়েই এক দরজা, যাহা খোলা, সান্ত্রীর বুট প্রতীয়মান।

ইহার পর ভারী পদদ্বয়ে অনেক দূর অতিক্রম করে, এখন হল অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডার্সনের দোকান, ইহা দর্শনে সে রোমাঞ্চিত, সে সঙ্কল্প করিল, আজ আমি সেই স্থান স্পর্শ করিব, যেখানে গোপীনাথ সাহার লক্ষ্যভ্রষ্ট ব্যর্থ গুলির চিহ্ন আছে ; এবং নিজের হাত হইতে একটি পয়সা ফেলিয়া উহা কুড়াইবার ছলে, সে গুলিবিদ্ধ স্থান স্পর্শ করিতেই তাহার বালক শরীর চকিতে বিদ্যুৎ !...পুনরপি দীননাথের দুঃখময় মুখখানি তাহার নয়নে উদয় হয়।

রুক্মিণী একবারও প্রশ্ন করিল না যে, কেন ইত্যাকার স্মৃতি তাহাতে পুনর্জ্জীবিত হইল। অন্যপক্ষে যে রুক্মিণী আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছিল, কখন বা হাতের তালু চাদরে ঘর্ষণে কদাচ স্বীয় চোয়াল আলোড়নে মানসিক শৈথিল্যকে সটান তীব্র করণে প্রয়াস পাইল, এবং যে ইহার পর মাথার তেলচিটে বালিশের তল হইতে কাগজে মোড়া কাটারী অতি সন্তর্পণে বাহির করিয়া অনাবৃত এক অংশ সে দেখিল—ইহা তাহাদের কয়লা-ভাঙা-কাটারী, ভোঁতা হাতলহীন, তৎসত্ত্বেও কোথায় যেন ইহার রুষ্টতা ভয়ঙ্কর।

এযাবৎ এই অস্ত্রটি তাহাকে পীড়িত করিয়াছে, ইহা অনুপস্থিত কাহারও অবমাননায় ক্রূর, উপরন্তু আপন আত্মসচেতনাতে আঘাত হানিয়াছে, যে পুরুষকার ঊর্দ্ধমুখীন যাহাকে ইদানীং রক্ত উদ্গারের বিভীষিকার মধ্যে সবে মাত্র চিনিয়াছে—তাহাকেই যেমন বা বিদ্রূপ নিমিত্তে বর্ত্তমান। সে চোখের নিকট হইতে উহা সরাইয়া লইয়াছিল মাত্র একারণ যে উহার বিদ্যমানতা তাহার সহ্য হইতেছিল না।

অথচ ইহা সত্য যে তাহা অবহেলা করার মতন, অবজ্ঞাভাব বৃত্তি রুক্মিণীর নাই। বস্তুত, বালিশতলায় অনন্য উপায়ে রাখা ঐ কাটারীর মধ্যে—বহু জল ঝড় গড়খাই তমসা পার হওয়ত যে ভালবাসা অদ্যও অবিকল তাহারই একটি নিদর্শন ছিল।

উহা গঙ্গামণির ভালবাসা। যে গঙ্গামণির ইহা আকাঙ্ক্ষা, সুখ নয়, শান্তি নয়, রুক্মিণী শুধু বেঁচে থাক ! এখন গঙ্গামণি তুলসী তলার নিকট বসিয়া মালা জপিতেছিলেন। তাঁহার মালা জপা শেষ হইয়াছিল—মালা জপা কি শেষ হয়। এবার অনুচ্চস্বরে জয় রাধে মাধব ধ্বনিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইল, কিন্তু অন্য দিনের মতন হাঁটুতে হাতের ভর দিয়া তিনি উঠিয়া স্থান ত্যাগ করেন নাই। যেহেতু তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে যাবৎ এখানে ততক্ষণ রুক্মিণীর কোন ভয় নাই।

রুক্মিণী গঙ্গামণির 'মাধব' নাম শুনিয়াছে, উপস্থিত সে নিজেকে সৃষ্টি করিয়াছে: কৃতসঙ্কল্প ; নিশ্চয়ই অবহেলায় নহে—কাটারীর মোড়ক হাতে সে ছাদে আসিল, কিছুকাল একস্থানে স্থিতবান কেন না ইহাতে মার দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়া সম্ভব, অথবা তাহার দিক্‌ভ্রম ঘটে, পরক্ষণেই সে প্রথমে ঈষৎ শঙ্কিত, ক্রমে জড় পদক্ষেপে কয়লা যেখানে ডাঁই করা স্পষ্টতই সেখানে কাটারী নিক্ষেপ করার গতির হস্তে ধীরে রাখিল, অতএব অতীব অল্প শব্দ উত্থিত হইয়াছে। যুগপৎ শব্দে প্রদীপের শিখা উপদ্রুত, গঙ্গামণি ক্ষিপ্রতা সহকারে আপন হস্ত দ্বারা মৃতকল্প শিখা রক্ষা করিলেন, আপনার সন্তানের প্রতি চাহিলেন। ঈষৎ থমকান স্বরে কহিলেন, 'ওমা কি রাখলি রে...'

'ও কিছু নয়' উত্তর দিয়া সে একান্তের গঙ্গাজলের কল খুলিয়া অপ্রয়োজনেই হাত ধুইয়া ছাদের মাঝ বরাবর আসিয়া দাঁড়াইল। এখনও তাহার একটি কর্ত্তব্য আছে, তাই সে কোঁচার খুঁটটা গায়ে দিবার চেষ্টা করিল, এখনও সে সহজ নহে, আকাশ দেখিল, দীপিত গৃহসমূহ তাহার চোখে পড়িল, প্রাচীরের নিকট গিয়া রাস্তার প্রতি তাকাইল যে সন্দেহজনক কেহ আছে কিনা। এবং ঘুরিয়া সহজভাবে প্রকাশিল, 'তোমার যেমন মাথা খারাপ...কাটারীটা...'

গঙ্গামণি পুত্রের কথায় খানিক অপ্রতিভ, তিনি একাগ্র। এসময় দূরাগত গ্রামোফোনের সঙ্গীত ভাসিয়া আসে, তৎসহ স্বল্পায়ু মোটরের হর্ন, তবু গ্রাম্য সংস্কারে তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত, অভিমানে জানিতে চাহিলেন, 'দু দিন রইল...আজ বিকেলেও বালিশ উল্টে দেখলি...কই তখন ত কিছুটি বললি নি...'

এমত প্রকাশে ইহা নির্জ্জলা যে কোথাও যেন তাঁহার লাগিয়াছিল এবং তৎপরে তিনি খুব অসুখী গলায় বলেন, 'কি ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড, ঠিক সন্ধ্যে না উৎরোতেই...কি অলুক্ষুণে কাণ্ড...যা আমার কথা শোন...রেখে আয়...'

রুক্মিণী মার প্রথমোক্ত বাক্যে বিচলিত একারণে যে তদীয় কথার মধ্যে সত্য থাকে, যে সে বিকালে কাটারীটি আবিষ্কার করে ও তৎক্ষণাৎ মার দিকে সপ্রতিভ অন্তরে চাহিয়াছে, গঙ্গামণি একমনে সেলাই করিতেছিলেন—রুক্মিণী কিয়ৎক্ষণ ঐভাবে ছিল, সে অন্যমনস্ক, পরে মোড়ক হইতে হাত সরাইয়া লইতে, তাহার গাত্র চমকিত, একটি মুখমণ্ডল এখনই আভাসিত হইল।

সে লজ্জায় অবসন্ন। তাহাদের এই বাড়ি কাঠের সিঁড়ি যাহা উত্তরে—বাড়ির বাহিরে অবস্থিত—তিনতলা অবধি সংলগ্ন সিঁড়ি দেখিয়া সে ভাবিত হয় যে...মা বুড়ো মানুষ...যদি পা পিছলে যায়, এবং সে বলিয়াওছিল, 'তোমার আর রাত থাকতে গাঙ্গাচ্চানে গিয়ে কাজ নেই...' এই সিঁড়িই ইদানীং তাহার মানসিকতার নির্জ্জনতা, এখানকার অসংযম, বালখিল্যতা সংশয়হীন ; সে সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া দেওয়ালে কান পাতিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বালি খসে এবং সে যুবতীজনসুলভ উচ্চকিত হয় এবং কালো চশমা পরা কড়ি ঠাকুজ্জির চেহারা তাহার সম্মুখে ঝলক দিয়া উঠিল।

নিজেকে সে ধিক্কারিতে কঠিন হইয়াছে ; তাহার সংকল্পচ্যুতি ঘটিল ; মিনিট কিছু আগে সে যে একমনে উপেনের গতিবিধির সংবাদ পাইয়া দিন ধার্য্য করিতে বলিয়াছে তাহা যেন অপবিত্র হইয়া গেল, এই কয়দিন তাহার ধ্যানজপে সংযমে থাকার স্থিরীকরণ বৃথা হইল। আপনার কাছে আপনি নিমেষেই বড় ক্ষুদ্র রূপে দেখা দিল। অবশ্য একের মৃত্যু হত্যার ষড়যন্ত্রে তাহার দেহে চিল্লিকার শব্দ এককালে প্রতিধ্বনিত ও পুঞ্জীভূত হয়, কুলকুণ্ডলিনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু গুহ্য লিঙ্গ নাভিস্থল তথা মূলাধারেই, সে অসম্ভব উষ্ণ।

বহুদিন পূর্ব্বে, সেদিন দোলযাত্রা, ইনফরমার রাজেনকে সে যখন ছোরা মারিয়া মারিবার পরিকল্পনা করে তখন এরূপ হয় নাই, তখন কার্য্য সাধনে ভীষণ বিষম হাস্য উদ্রেক হয়...তখন পলায়মান ডাক্তারি গ্লাবস্ একস্থানে খুলিয়া পকেট হইতে আবির মাখে, দ্রুতপদে সচকিত নয়নে কেহ পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে কি না নির্ণয়ও তাহার দ্বারা হয়...একটি হুইসিলের শব্দ তদীয় কর্ণে পৌঁছায় নাই...কিন্তু ফকির চক্রবর্ত্তী লেনে ঘুরিতেই পুলিশ...এমন কি পনেরো আনা ডাউন মাতালও ছুটিতেছে, বেশ্যারা আতঙ্কিত, বেশ্যাপাড়ার বাচ্চা ছেলেমেয়ের কেহ ফরমাস খাটিত, কেহ বা খেলায় রত, একটি শিশুবয়সী যাহার মা ইদানীং রাস্তায় হটাইয়াছে, সে একটি কাগজের সাপ লইয়া খেলিতেছিল, উপস্থিত সেই শিশু থ, তাহার হস্তধৃত সর্প অদ্ভুতভাবে আন্দোলিত। দোকানীরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় —বয়সী খানকীরা নির্ভয়ে বিকট মুখখিস্তিতে প্রগল্‌ভ, তাহারা সরোষে হাতে বিড়ি বা সিগারেট ছুঁড়িতেছে...কেহ ক্রোধে অধীর হইয়া আবির মাখা মুখে আপন বসন তুলিয়া সবেগে মুতিতেছে, আর মুখে বলিতেছে ছ্যারা রারা...অন্য দিকে কেহ ছড়া কাটে দূর পাল্লার প্রস্রাব স্ফুরণ দর্শনে সাঁই রি রি রি, চড়াক ঝন ঝন, টুপ টাপ খিপ। লে শ্যালা হোলি হ্যায়!

এখানেই কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল, 'রুক্মিণী, রুক্মিণী...'

'আরে ফণী....'

'পালা পালা চট করে....হারামজাদা পুলিশ বো....চো....বা...শালা....এখানে উঠে পড়....'

রুক্মিণী রকে উঠিয়া দেখিল, স্যাঁতস্যোঁতে দেওয়াল ঘেঁষিয়া অনেক রমণী, তাহাদের ধূমপানে এ স্থান পরিপূর্ণ সেখানে, সে রুক্মিণী, চলৎশক্তি-রহিত, নিশ্চয়ই সে আরক্তিম হইয়াছে, এই রমণী পরিপ্রেক্ষিতে যে সে কুণ্ঠায় অন্যত্রে দৃষ্টিসংযোগের প্রয়াস পাইয়াছে এবং এখানে দরজার পাশে একটি কাটা ডাব ছিল। শতচ্ছিন্ন পর্দা ভেদে স্পষ্টতই দেখা যায় একটি উলঙ্গ রমণী সিক্ত গামছা দিয়া আপন অঙ্গ ও উরু মুছে, জলকণাগুলি প্রসিদ্ধ হয় যে তাহা কৌতূহলোদ্দীপক ইহা ব্যক্ত। রুক্মিণী দেহের মধ্যে অন্ধতা পরিব্যাপ্ত....।

কলিকাতা একটি নয়নাভিরাম মায়াময় গভীর নগর—ক্রমাগত শ্মশান ও যে কোন বৈরাগ্য জননী ভাববিগ্রহকে গলাধঃকরণ করে, চিবায়; অধুনা চারিদিকের রমণী সকল তাহারই শুভ্র উৎকৃষ্ট ঘোর দন্তপঙ্‌ক্তি। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে সে হত্যা করিয়াছে, যে সে আততায়ী....যে তাহার জন্য কোথাও এঁদো ঘরে স্পিরিট ল্যাম্পে দুধ ফুটিতেছে—যে, কোনও বিশেষ মোড়ে রেসিং সাইকেল (ইহার মাডগার্ড আছে যদিও) লইয়া কেহ অপেক্ষা করিতেছে। সবই সে বিস্মৃত....নিশ্চয়ই এখানকার ইতর পিচকারীর ব্যবহারে রঙদান যথাস্থানে তাহার সত্তা অপহৃত হয়। অবশ্য ইহাও সত্য যে সে আপন ব্রণবিরহিত ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ বিচ্যুত নহে।

ইতিমধ্যে সেই অঙ্গমার্জ্জনারত রমণী বাহিরে—রকে এবং আপন দরজায় কাটা ডাব দর্শনে ক্ষিপ্ত; তদীয় শরীর ফণায়িত হইল, বলিল, '....কোন বাপ ভাতারী তার....তে আমি ঢেঁকির সোনা পুরে দি....তার....রগড়ের জায়গা পায় না....আমার দোরে কাটা ডাব রাখা....তোদের গরমী হোক...যে শালী রেখেছে তার....আমার...মানুষ ভাঙান....'

সহসা তাহার কানে পুলিশ লইয়া কুৎসিত মন্তব্যে সে লব্ধচেতসা হওয়ত আশপাশ পর্য্যবেক্ষণ কারণে উত্তমাঙ্গ ফিরাইতে দেখে সহাস্যবদনা বিচিত্র অঙ্গাভরণে—কেন না নাকে সোনার নোলক ও সুডৌল নথ ও ইহার সুতলী বক্রভাবে গিয়া কানে গ্রথিত, ইঁয়ো পাতা কাটা কেশবিন্যাস, প্রতি পাতায় একটি একটি চুমকী বসান—এহেন রমণী অতীব বিদেশী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহাজীদের পছন্দ, ইহাই 'হিন্দু ফিমেল'—এই রমণীর আঁখিপক্ষ্ম এমত স্পন্দিত যে যে কোন পুরুষের উরু উচাটন হইয়া থাকে। এই রমণী তাহার নিকট আসিয়া এমত হাসিল, যে ইহার হাস্যধ্বনিতে আপন গতরের শব্দ আছে, কেলিরত শব্দ (উজ্জ্বল-নীল-মণি বা অন্যত্রে ইহার বর্ণনা আছে, যতদূর মনে পড়ে) এবং সে সুমিষ্ট কণ্ঠে কহিল, 'কঁড় বসইবি....'

যে সুচতুরা রমণী, যে উৎকল নিবাসী, ইহা রুক্মিণী বুঝে এবং তদীয় বাক্যে সে চমকিত ও যুগবৎ 'ফণী ফণী' ডাকে ব্যাকুল হইয়া এদিকে সেদিকে অন্বেষণে শিশু !

'ফণী কঁড় দলাল....' ভ্রূকুঞ্চনে রমণী জিজ্ঞাসিল।

কে একজন কহিল, '....তুই চিনবি না লো (কারণ উৎকলী সম্পূর্ণ নবাগত), বিনো বলে ভিতর মহলের এক মাগীর ছেলে....ও তো ফণের সঙ্গে ঢুকল, সে ছোঁড়া গেল কোথায়....' এবং সে 'অ, ফণে ফণে' বলিয়া ডাকিয়াছিল।

রুক্মিণী এতক্ষণ বাদে চারিদিকের গীত তবলার ফুটন্ত আওয়াজ শুনিল।....দরজার দিকে চাহিল, ইহা বন্ধ, একটি বিশেষ টোকা পড়িল, দরজা অল্প খুলিতে একটি কানা প্রবেশ করে....উড়ুনী চাপা বগল হইতে একটি পাঁইট ও একটি বোতল বাহির করিতে থাকিয়া বলিল, '....এখন খানকীর ছেলে....বোয়া চো-রা রাস্তা যাকে পারছে....ধচ্ছে....শুনছি বাড়ি তল্লাসী কচ্ছে, শালা আজ হোলির বাজার নৈনেৎতর করলে গা....এই লাও তোর মোদক আনতে ভুল হল....'

রুক্মিণী ভাবিল যে সে সত্যই নরকে, এতেক বৈচিত্র্য তাহাতে ঘটে যে গঙ্গাস্নানের কথা তাহার মনে হয় নাই ; ক্রমে ফণীর আজব ব্যবহারে সে জড়, একদা প্রশ্ন আসিল, ফণী উধাও হইল কেন ?....বহুদিন পূর্ব্বের থার্ড বেঞ্চের গম্ভীর মুখখানি সে দেখে—ক্লাসে যাহার কোন বন্ধু ছিল না....মুখখানি ম্লান, এইটুকু জানিত যে তাহার মা নাই....কাহার সহিত আমবারুণীর দিনে ফণীর....গঙ্গার ঘাটে সাক্ষাৎ হয়....সাঁতারে ব্যস্ত....এমত সময় সদ্যঃস্নাতা একজনা ডাকিল....'বলি হচ্ছেটা কি ওঠ শীগগির।' ফণী অসাবধানে উত্তর করে, 'যাই মা।'

'....সে কিরে, তুই না বলেছিস তোর মা নেই....'

গঙ্গায় বর্ত্তমান ফণী বলে, '....আমি কুড়নো ছেলে....মানে পালিত....ও আমার মা নয়।' ফণী কখনই স্বীকার করে নাই যে তাহার গর্ভধারিণী আছে। এখন রুক্মিণী ফণীর কাণ্ডজ্ঞানে একান্ত অসহায় কাতর নয়নে ইতস্তত তাকাইয়াছে, অবশ্যই অস্ফুট উচ্চারিল, 'এখন....'

'আশ্চজ্জ, ফণে ছোঁড়া গেল বা কোথায়....' কেহ মন্তব্য করিয়াছে।

কানা তৎক্ষণাৎ যাহাতে মোদক না-আনার কারণে রূঢ় খিস্তি গঞ্জনা থামে, তাই উত্তর করিল, '....দেখলুম সে ত বলাই উকিল (যে প্রত্যহ, কালো কোট পরনে, রসিকের পুরানো শিশি বোতলের দোকানের এক পাশে বসে, উহাই তাহার চেম্বার—তাহারই) সঙ্গে থানায় গেল রিসকায়।'

'হাঙ্গামা কিসের রে পোড়ারমুখো খাওগীর ছেলে....' একজনা বর্ষিয়সী, ইহার মাথায় ঝুঁটি করা খোঁপা, পরনে গামছা, হাতে সিগারেট, অন্য হাতে একটি গাড়ু, ইহার আকৃতি যেমন বা ডাক্তারবাবুর কম্পাউণ্ডার—অবশ্য ইহার স্তনদ্বয় পীন—জানিতে চাহিল।

তবু কিন্তু ইহাকে তদ্রূপ সাজে দেখিয়া রুক্মিণী এবার স্বাভাবিক, আপন নিশ্বাসের শব্দ সে শুনিয়াছে অর্থাৎ যে এখানকার ইহারা সকলেই যে মানুষ, যে যাহারা মরণশীল, যে যাহারা নির্ঘাত সুন্দর—এহেন সংস্কার উপজাত হইল।

কানা কহিল, '....মনে হয় ওমনি উকিলের সঙ্গে....বেলে কাউকে বোধহয় খালাস করতে....অনেককে ধরে নিয়ে গেছে....বেচারা ফুলওয়ালা পজ্জন্ত....কাল মিসট (মিস)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাইটের ঘরে....ডাঙ্গার বাবুদের ম্যানেজার এসেছেল....সে নাকি গুনতি দিতে পারে না, প'য়া কম হয়....তাই তার দোশালা (যদিও ফাল্গুন মাস) কেড়ে নিয়েছেল....ঘড়ি, ঘড়ির চেন....কেউ বলছে....মানে সুন্দর দালাল....* বলেছে মাগী নাকি টুপভুজঙ্গ ম্যানেজারের বুকে বসে মুখে....মু, তাই ম্যানেজার এক লরী গুণ্ডা পাড়ার ছোঁড়া এনেছে সেই খবরে পুলিশ....'

'....তাই বল, আমি ভাবি নিয়ম মাফিক হল্লা....ছ্যা ছ্যা মাগীর কি আক্কেল....মাগী ডোরা গুণ্ডাকে নাঙ করে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে....ছ্যা ছ্যা শুনলে পাপ হয়....'

রুক্মিণী ফণীর অন্তর্দ্ধানে বিমূঢ়, তথাপি এই স্থান অবিলম্বে ত্যাগ করা উচিত, এমত ভাবনার মধ্যেই শুনিল সদর দরজায় ভয়ঙ্কর সঘন আওয়াজ হইতেছে, কেহ যেন কিছু দিয়া পিটিতেছে....আর যে তৎসহ প্রচণ্ড নাদে কে বা কাহারা কহিতেছিল....'দরজা খোল, জলদি খোল....'

অন্দরে বিষম অবস্থা ঘটিল। বারবনিতাগণ যে যার আসন ফেলিয়া অদৃশ্য....কত পিঁড়ি কেনেসতারা জলচৌকি এখানে সেখানে, রুক্মিণী প্রায় হতচেতন তবু তাহার কানে বাহির হইতে আগত উচ্চৈঃস্বর ও পায়রার বকুম আসে, আপন বৈকল্য কোনক্রমে উৎপাটন করত, সে দৌড়াইবে মনস্থ করে, কেন না, কানা উত্তর করিল, 'খুলতা খুলতা হায়....' কানা তাহাকে বলিল, '....অন্দরের দিকে পালাও, কোন মাগীর ঘরে ঢুকে পড়....পালাও পালাও....'

দোলের দিন, রাজেনকে হত্যার পর, ঐ বাড়ি লাম্পট্য কামগন্ধ তাহাকে আশ্চর্য্য উষ্ণ করে কিনা এখন স্মরণে নাই। কিন্তু অদ্য উপেনকে বিনাশের পরামর্শে সে অবাক উষ্ণ হইয়াছে—অহো বধ করা খলু কি অনৈসর্গিক রমণপ্রক্রিয়া।

সে রুক্মিণী, এখনও তাহাদের বাড়ির সিঁড়িতেও তদ্রূপ উদ্‌গ্রীব—দেওয়ালে কান রাখায় ঈষৎ বালি খসিল ইহাতে সে চমৎকৃত, তখনই উপর দিকে লক্ষ্য করে এবং অন্যত্রে ; তাহার কণ্ঠ শুষ্ক সম্ভবত। সে কাহার অস্তিত্ব জানিতে চাহিয়াছে, সত্য সত্যই দেওয়ালের অপর পার্শ্বে কেহ আছে, না সবই স্বপ্ন যথা!

কেন না সে সময় মধ্য রাত্র, উপেনের সাংঘাতিক বিশ্বাসঘাতকতা তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে, সামান্য বৈষয়িক লাভের নিমিত্ত সে এই ঘৃণ্য কাজ করিবে, কি না সে বিলাত যাইবে এবং আই-সি-এস হইবেই ফেল করিবার তাহার কোনই দুর্বিপাক নাই ; নির্ঘাত। কেন না সে রাজসাক্ষী! ইতিমধ্যেই চমৎকার মাদ্রাজী সান্‌ডেলস্ আড়াই টাকা দিয়া কিনিয়াছে....এবং দুই চারিটি রেফারেন্স বই কিনিয়াছে....আণ্ডার উইয়ার কিনিয়াছে! বাড়িতে চাঁদপুরে এককালীন ৫০৲ টাকা মনিওডার করিয়াছে....এবং সে সিগারেট ধরিয়াছে....ইহাতে রুক্মিণী আরও ক্রুদ্ধ। উহারই সহিত কি এতদিন বন্দেমাতরম্ গাহিয়াছে, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি একই কণ্ঠে তুলিয়াছে মা ভৈ বলিয়াছে।

মার ঘর হইতে ঝিম্ টিনের দেওয়ালগিরির আলো যাহা এখানে অল্প ছিল তাহাতে তাহার উত্তেজনা ক্রমবর্দ্ধিত দেখা যায়, বারম্বার সে বালিশ ফিরাইয়াছে, এহেন সময় পাশের যে

* প্রকাশ থাক....জিদ বাড়ির....অবি....কবিরাজ নিবাসী সুন্দর দালালের—যে প্রত্যহ সকালে গরুকে ৷৷ জিলাপী খাওয়াইত নিজ পাপ খণ্ডন নিমিত্ত—সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়াল ঘেঁষিয়া তাহার তক্তপোশ, তাহার উপরি ভাগে এক জানলা বর্ত্তমান*, কেমন এক শব্দ হইল, জানালার কাঠের গরাদে দুই গৌর হাত দেখা যায়....এবং পলকেই আবছায়া মুখমণ্ডল, সবিশেষ দুইটি মৃগনয়ন।

যে রুক্মিণীর শরীরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া উপজাত হয়, এবম্ভূত বিদ্যমানতা অপ্রার্থিত এ কারণ যে, সে তখনই আপনার বস্ত্রাংশ যাহা এযাবৎ হয়ত বেসামাল বোধে যত্নবান হইল বিন্যস্তে ; কিন্তু সে চক্ষু ফিরাইয়া দৃশ্য হইতে লয় নাই। বরং এতাবৎকার উত্তেজনা অপ্রকট হইয়াছে, সে এবং জানিতই না যে ইতিমধ্যে সে ব্যক্ত করিয়াছে '...আঃ কি সুন্দর...!' জানালা বন্ধ হইল। সারা রাত তাহার দেহে দোরোখা উত্তেজনা তাথিয়া উঠিয়া ভয়ানক বৈলক্ষণ্য ঘটাইল। আশ্চর্য্য ইহা কোনক্রমে অশরীর তাহা বোধ হয় নাই। তবে ইহাও সত্য যে পরক্ষণেই—চেতলার গলি ভাসমান হইল ; তাহারা, সে আর নিকুঞ্জ, ফটিকদার আজ্ঞা অনুযায়ী বিজয় অ্যাপ্রুভারের খোঁজে গোপালনগর রোডের মাঝ বরাবর এক বিচিত্র গলিতে উপস্থিত, চরকড্যাঙ্গা বোম কেসের বিজয় অ্যাপ্রুভার এখানে আপন মাসীর বাড়ি লুকাইয়াছিল ; সে আর নিকুঞ্জ একটি খোলার চালের বাড়ির সম্মুখে, দরজায় লেখা—ভদ্রলোকের বাড়ী গৃহস্থের (!) বাড়ী (ইহার ঈ-কার অল্প মোছা ও আমাধরা ইঁটের টুকরায় কোন শয়তান অন্য একটি বর্ণ সংযোগ করিয়াছে), ইহাতে দুইজন যেমন বা অশুদ্ধ, ঊর্দ্ধে দৃষ্টি সঞ্চারণ করত মুখে বস্ত্র চাপা দিয়া ডাকিল, 'ব্যাজা ! ব্যাজা !' এবং তৎসহ দরজায় আঘাত করিতেই দরজা খুলিয়া গেল, চন্দ্রালোক কম্পিত মেটে উঠান, ওতপ্রোত হইল কোন ভদ্রমহিলা, স্পষ্ট যে তিনি বর্ষিয়সী বিধবা, ইহার পরনে থান, ওষ্ঠসংপুট বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত, বেশ খানিকক্ষণ স্থির থাকিয়া পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে প্রকাশ করিলেন '...সে এখন রাঁড়ের বাড়ি থাকে...।' এ পর্য্যন্ত চন্দ্রালোকে এতাবৎ মৌনতার পর এই দুষ্ট উত্তরে দুই বালব্রহ্মচারী শ্যামীকৃত অপবিত্র হইল। ভদ্রমহিলার মুখমণ্ডল দেখিতে তাহার বাসনা হয়। কেন যে হয় তাহার সদুত্তর নাই, নিকুঞ্জ কহিল, 'কি তোর কাণ্ডজ্ঞান...'

ইত্যাকার আশ্চর্য্য কয়েক দিন, এখনও যে রুক্মিণী প্রতীক্ষা করিয়াছে, এবং আপনাকে ধিক্কারে জর্জ্জরিত করে এবং মা এ ঘটনা জানেন কিনা তাহা সুচতুর প্রশ্নসকলে অবহিত হইয়াছিল। গঙ্গামণি শুধুমাত্র ম্লান মুখে বলিয়াছিলেন.... 'কেন যে এ বাড়ি ভাড়াটে থাকে না....তা...'

এবং প্রত্যহই রুক্মিণী বলিয়াছে, 'ইহা কি সুন্দর ! ইহা কি সুন্দর !'

কিন্তু এই অলৌকিক ব্যাপার কিরূপে ঘটে। যেহেতু অন্য পার্শ্বে একমাত্র পুরুত মশাই ব্যতীত কেহই ত থাকে না। অধীরতা ক্রমান্বয়ে উগ্র হইতেছিল, এ বাড়ির তিন পাশে হিন্দুস্থানীদের বিকট বস্তি, এক পাশের বাড়ি বেনেদের, যাহার আপাদমস্তক বন্ধ।

এ কৌতূহল অসংযত জানিয়াও সে একদিবস মনস্থ করে পুরুত মশাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, কিন্তু তাঁহার দেখা পাওয়া দুর্লভ। ভোর তিনটা হইতে তিনি প্রস্তুত—গঙ্গায় স্নানাদি, বসুদের বাড়িতে ঠাকুর শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দন জীউ-র সেবা, তোলা, ভোগরাগ, শীতল দেওয়া পর্য্যন্ত যাহার নাম-সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত ব্যস্ত। একমাত্র রাতে যখন তিনি গঙ্গার ঘাটে পুঁথি পাঠ করেন তখন দেখা হওয়া সম্ভব।

পুরুত মশাই কাশীনাথ ভট্ট পুঁথি পড়েন, গঙ্গার হাওয়া গ্যাসের আলো উপদ্রুত, সম্মুখে

---

* এই বাড়িটি অনেক অংশে তথাকথিত মুঘোল স্থাপত্য সম্মত অর্থাৎ প্রাচীন রীতির। অর্থাৎ যখন বিশ্বাস ছিল তিন পুরুষ না হইলে একটি গৃহ সম্পূর্ণ হয় না, ফলে পুরুষানুক্রমে ব্যবস্থার ভেদে বাড়ির অন্দর বিচিত্র হইয়া উঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রোতাসকল আর ইতস্তত দুর্ব্বৃত্তরা, ইহাদের বাবড়ী চুলে তেরী বাগান করা, কাহারও চোখে সুরমা, কেননা এখানে নানা বয়সী স্ত্রীলোক আছে, ইহার এক অংশ রসিক ভারী অল্পবয়সী তথা ডাগর বিধবা, ইহাদের হাতেও কুড়োজালী চোখ চমৎকার সচকিত, চুলে সাধারণ যত্ন। ইহারা মনকে আঁখি ঠারে। বৃদ্ধা বেশ্যাও দুয়েকজন নিশ্চয়ই আছে। রাত্রে গঙ্গার ঘাটের এহেন অভিজ্ঞতা বহুদিন রুক্মিণীর নাই, বছর পাঁচেক আগেও সে গঙ্গামণির সহিত এই স্থানে আসিয়াছে, তাহার পর শ্মশানে ও পরামর্শনিবন্ধন ছাড়া এখানে রাত্রের গঙ্গাতীরে আসা ঘটিয়া উঠে নাই।

পাঠ না শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। বালী বধ পাঠ হয়।

প্রথমেই তাহার মনে হয় এখানে নিশ্চিন্তে আত্মগোপন করা যায়, এখানে পুলিশ নাই, এখানে তাহার প্রতি কেহ তাকাইলে কোন সন্দেহ আসে না ; তখনই বেচারী আনন্দর কথা মনে পড়ে—যে জীবনে একদিনও স্বদেশী করে নাই, এমন কি তকলী পর্য্যন্ত কাটে নাই, সিল্ক টুইলের সার্ট ও ঢাকাই অতি সূক্ষ্ম ২০০ কাউন্টের সুতার বস্ত্র পরিত, তাহাদের বাড়ির দাসদাসীরা বিলাতী লাটুমার্কা (রেলি ব্রাদার্সের) কাপড় পরে, যে সে রাস্তা ঘাটে চলিতে, তাহার প্রতি কেহ নজর করামাত্রই, ক্ষিপ্ত, যে ঐ ব্যক্তি স্পাই! এবং যে আনন্দ তাহাকে এড়াইতে ব্যগ্র, এই ভাবে সে ইদানীং বদ্ধ পাগল হইয়াছে ; তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, তাহাকে রোজই দেখা যায় বারোক অথচ করিন্থীয়ান থামওয়ালা অট্টালিকার তেরী কাটা বারান্দায়, সিল্কের গেঞ্জী ও কোঁচান ধুতি পরনে দণ্ডায়মান, পাশেই তাহার আইরিশ সেটার জোড়া আর যে নিকটে এক চাকর ; রাস্তায় যে কেহ অবলীলাক্রমে তাহার দিকে চাহে, তখনই সে তারস্বরে বলিয়া উঠে, 'স্পাই! স্পাই!' তৎসহ তদীয় কুক্কুরদ্বয় চীৎকার দিতে থাকে, চাকরের, তাহাকে শান্ত করণে 'খোকাবাবু খোকাবাবু' ব্যাকুল কণ্ঠ শ্রুত হয়। এমনও যে শিশু, স্কুলগামিনী বালিকা, বৃদ্ধারাও অভিযুক্ত হইয়াছে অকারণ ত্রাসে, সে বিস্মৃত যে তাহার রূপ দেবতাতুল্য। তাই লোকে দেখে।

এই সেই গঙ্গা। ত্রিপথগামিনী পুণ্য দেবনদী গঙ্গা। সে এখন কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক লইয়া আপন দেহের সর্ব্বত্রে সিঞ্চন করিল, তখনই ইহা অসাধনে মুখনিঃসৃত হইল...'মা গো আমাকে পবিত্র কর...' সম্ভবত সংস্কার বশতঃ ইহা ব্যক্ত হয়, তথাপি ঐ উক্তি এক অপ্রার্থিত নব দীপ্তি লাভ করিল, দেখিল সে ছাদের বৃহৎ ট্যাঙ্কের পাশে অতীব গোপনীয় স্থানে বসিয়া 'পথের দাবী' পড়িতে পারিবার আগ্রহে 'চরিত্রহীন' পড়িতেছে। * সত্যই কি সে পবিত্র হইতে পারে! যুগপৎ দৃঢ় হইল, না পণ্ডিত মহাশয়কে কোন প্রশ্ন করিবে না। ঠিক এমত সময় তাহার কানে এক করুণ ক্রন্দনধ্বনি পৌঁছে।

ষ্টিমারের আলোকে প্রতীয়মান হইল কোন রোরুদ্যমানা বৃদ্ধা। সঙ্গে সঙ্গে একটি ধমক শোনা গেল, 'এই বুড়ী, ডাক ছেড়ে কাঁদবি না বলে দিচ্ছি...আরও ত লোকে কাঁদে কেউ ত তোমার মত ডাক ছাড়ে না...'

'ভুল হয়েছে বাবা...'

'যত শালার মরণ এখানে...'

---

* বইটি সোনাদার সদ্য বিবাহিত বৌর বিবাহের উপহার—ইনি, এই বধূ রুক্মিণীর কিছু বড়, ইহার অনেক ছোটখাট কাজ সে করিত, এমন কি ঝালচানা এটা সেটা কিনিয়া আনিত। ইনিই রুক্মিণীকে চরিত্রহীন এই শর্ত্তে দেন যে যদি সে উহা পড়ে, কোথায় ভাল লাগে বলে, তাহা হইলে পথের দাবী দিবেন। ...চরিত্রহীন পাঠের পর পথের দাবী দিতে তিনি ছাদে আসেন এবং আপন ব্লাউজের টিপকলগুলি খুলিয়া বইখানি বাহির করতে রুক্মিণীর দিকে অদ্ভুত ভাবে নেত্রপাত করিলেন। ইঁহার গৌর মুখমণ্ডলের নাসাপুট রক্তিম। রুক্মিণী অবাঙমুখ হইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেহ জপ করে কেহ ধ্যানে। কোন বৃদ্ধ শুষ্ক মুখে, চোখে অশ্রুধারা, কেহ রামপ্রসাদ গাহে, কেহ গাঁজা সেবনে ব্যস্ত, স্বল্পায়ু ষ্টিমারের আলোকে ভাস্বর হইয়াছে।

'...যত শালা বাড়িতে গিয়ে কাঁদ না...সেখানে বড় শক্ত ঠাঁই...কুকুর কাঁদন যত গঙ্গার ঘাটে...'

রুক্মিণী অতীব ব্যথিত হইল, ইহা তাহার কাছে নূতন নহে, ঘরে যাহাদের কাঁদিবার স্থান নাই, দিকে দিকে গঙ্গার তীরে অজস্র ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা কীর্ত্তনে যাহাদের কোন স্বাদ লাগে না... তাহারা এই মর্ত্ত্য জীবনের জন্য কাঁদে...কোথাও নিশ্চয়ই ইহা সৌন্দর্য্য, কোথাও অনিবার্য্য ইহা সুখ। ...রুক্মিণী অবশ্যই বলিতে চাহে, তোমরা যাহারা কান্দিবার স্থান পাও না, আইস আমার আমাদের নির্জ্জনতায় কাঁদ...

অধুনা কান্নার শব্দ ও সুরম্য হরিধ্বনি ও গঙ্গার রমণীয় বায়ু সংমিশ্রণ তাহাকে মুহূর্ত্তের মধ্যেই ব্রণবিরহিত করে, সে স্থির যে পুরুত মশাইকে কোন কথা প্রশ্ন করিবে না এবং সে ঘাট পরিত্যাগ নিমিত্ত সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল ; গ্যাসের আলোর দেওয়ালে পতিত অনেক ধর্ম্মকথা শ্রবণ ব্যাপৃতদের কম্পমান ছায়ার অন্ধকার পার হইতেই, শুনে সেই মহতী ঘোষণা যে, হে প্লবঙ্গ, আমি তোমার হৃদয়ের শুভাশুভ সব জানি...হৃদিস্থং সর্ব্বভূতানামাত্মা বেদ শুভাশুভম্। ইহা ভগবান রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন। রুক্মিণীর গাত্রে সিঞ্চিড়া-চমক লাগিল, সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, পুরুতমশাইয়ের গম্ভীর বদনমণ্ডল তাহাকে আকৃষ্ট করিল যে করযোড়ে সে গতিহীন হইবার, ইতিমধ্যে তিলেক নাসিকা কুঞ্চিত হয়—যে এই পুরুত মশাই অঘোরমণি নাম্নী বেশ্যাসক্ত এবং সেই অঘোরমণি পুরুত মশাইকে দানপত্র করে, ইতিমধ্যে আপনার কারণে সে ভাবে ঠাকুর বলেছেন মনের পাপ পাপ নয়। তুলসীদাসের দোঁহা—কলি কর এক পুনীত প্রতাপা। মানস পুণ্য হোই নহি পাপা।—গাহিয়াছে সম্ভবত, যে কলি যুগে মনের পাপ পাপ নহে অথচ মনের পুণ্য পুণ্য। ইতিমধ্যে সে মারাত্মক সর্ব্বগ্রাসী লেলিহান শিখা দেখিয়াছে, অঙ্গুলি শীষ উঠিতেছে অবলোকন হয়।

সে রাম-কথা শুনিতেছিল। সভা ভঙ্গ হইতেই পুরুত মশাই তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন, কিছু আগে তিনি তাহাকে দেখেন। কহিলেন...'হঠাৎ কি মনে করে...'

'আজ্ঞে তেমন মানে আজ্ঞে...এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম...আপনার রাম-কথা শুনব তাই...'

'...সে কি তোমরা আজকালের ছেলে...রাম-কথা... বটে...না না কি বলত...'

'...আজ্ঞে সত্যি কিছু নয়...'

জানালার সুন্দর আননখানি এবার তদীয় সমক্ষে উদ্ভাসিয়া উঠে, সত্য সে কি জানিতে আসিয়াছে, এক অপরিমেয় নির্ব্বুদ্ধিতা তাহাতে সংক্রামিত হইল।

পুরুত মশাই আপন কন্যার কণ্ঠস্বর শুনিলেন, 'বাবা তেতলায় কাউকে দাও, একলাটি একেবারে, তবু পায়ের শব্দ কথাবার্ত্তা শুনব।' এবং ইতঃপূর্ব্বের দুইটি ভাড়াটে * উঠিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ তিনি বিদিত। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন এ বাড়িতে বাসের পূর্ব্বে করিয়াছিলেন, পুনরায় শান্তি-স্বস্ত্যয়ন সম্পন্ন হইল ; ছাদের ঘরের চাবি তাহার নিকট। কিন্তু একদা রাত্রে কন্যাকে ছাদ হইতে নামিতে দেখিয়া সবই বোধগম্য হইল। এখন, গঙ্গাতীরে রুক্মিণীর আনত মুখ দর্শনে গ্যাসের চাবি ঘুরাইতেই হঠাৎ অন্ধকার, বলিলেন, '...আমার মেয়ে লবঙ্গ...' একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস গঙ্গার হাওয়ায় উধাও হইল। অতএব রাত্রে যে জানালা-বর্ত্তিনী হয়

* এই বাড়িখানি আজ প্রায় দুই বৎসর হইল তাহাকে অঘোরমণি দিয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে লবঙ্গলতা... !

রুক্মিণী কদাচ তর্ক তুলে নাই, মনেতে, যে লবঙ্গলতা একাকিনী কেন ! কেন সে সম্পূর্ণ অসূর্য্যম্পশ্যা।*

পুরুত মশাই আর তাহার অবহিতির জন্য নানান কিছু বলেন।

সে তখনই বাড়ি প্রত্যাগমন করিল না, গঙ্গার ঘাটে বসিল। ইদানীং ঘাট বেশ লোকবিরল, শুধু এখনও আর অন্য একটি অথবা সেই বৃদ্ধা গ্রাম্য সুরে কাঁদিতেছে, চারিদিকে দেহেলো সঙ্গীত পরিবর্ত্তিত হওয়ত উহা সঞ্চারিত হয়। আপন বৈলক্ষণ্য লইয়া সে এখানে অবসন্ন, কেন সে ঘাটে আসিয়া বসিল, কোন সংজ্ঞা তাহাকে বিকল করে, তাহা সে অনুধাবনে সহজ নহে ; কখনও আত্মগোপনের পন্থা চিন্তায়, আবিষ্কারে, বেসামাল তখনই চকিতে ইতস্তত দৃষ্টি নিরীক্ষণ করে, যখনই ষ্টিমারের আলোয় ওতপ্রোত ; ঘামিয়া উঠে, কেন না অনন্তর দিদি সুকুমারী তাহার ফোটো তুলিতে চাহিয়াছিলেন ; ইহার ঘোমটার ** হেয়ার পিনে—ঘোমটা যাতে আটকান থাকে—চমৎকার হিরোনডেল যাহা পান্নার, শুধু ডানাদ্বয় লাল চুনীর, এই উড্ডীয়মান মণিময়তা রুক্মিণীর কল্পনাকে বিমোহিত, ইহা এক বিশাল ক্রুসিসিজম্—সঙ্গে সঙ্গে রুক্মিণীর দেহ চক্রবৎ ঘুরিয়া বিহগ !—তাঁহার পার্শী শাড়ী সমন্বিত প্রোচ্ছলিত দেহলতা গাম্ভীর্য্য খেলাইয়া বলেন, † যে গাম্ভীর্য্য তাঁহার নিজের, অন্যান্য ইংরাজ কুমারী সহিত, গাউন পরিহিত অঙ্গে, তাঁহার মুখমণ্ডল কিছু সৌখীন ঈষৎ জাগতিক হইয়াছিল। রুক্মিণী অসম্মত হয়। কেন না ফোটো-তোলান তাহার পক্ষে অহিতকর, আয়না দেখা হইতেও মারাত্মক ; এমন কি শ্মশানবন্ধু হিসাবে কখনও সে ফোটো তুলায় নাই, গঙ্গামণির বড় সাধ ছিল সে অতীব সসম্মানে যখন বি-এ পাশ করে তখন ডিগ্রী-পত্র হস্তে গাউন পরা একটি ছবি...কিন্তু রুক্মিণী জাতক্রোধে কনভোকেশনে যায় নাই...কেন না, ছোটলাটের উপস্থিতি হওয়া তাহাকে বিকৃত করে।

এখন সে সওদাগরী জাহাজের মর্ম্মন্তুদ সকরুণ বাঁশরীর ধ্বনি শুনে, দূর বিসর্পী মণিময়তা তাহাকে আকর্ষণ করিল ; সে ঘাটের একান্তে এই বিরাট মায়াময় সুন্দরী শহরের প্রতি তাকাইল, নেড়ি কুত্তা হইতে ভিখারী, ঠগ বঞ্চক যেখানে সুন্দর, এখানে কেরানীর মত স্ত্রীর শাড়ী পরিয়া †† রবিবারে দুপুরের ঘুমে আচ্ছন্ন হইতেই চাহে, অন্য শহর তাহার নিকট ভীতিপ্রদ, এখানে রমণীর গোপনতা আছে ; রাজেনকে হত্যার পর শ্মশানে, তাহার পর গৌরের বাড়ি, তাহার মার সঙ্গে দেখা করিতে মাতুলালয়ে, কারণ ডলিদির বিবাহ সম্পন্ন হইবে, মাতুল জসটিস্ কিরণ এস মুখার্জ্জি কে-সি-এস-আই (যতদূর মনে পড়ে) নাইটহুডলোভী বিদ্যোৎসাহী, ইংরাজ-দাস, ইঁহার বাড়িতে ফ্লাগ মাষ্ট ও নানা আকারের ইউনিয়ন জ্যাক সযত্নে রক্ষিত আছে, কেন না ইনি স্বদেশী কেস সকল বিচার-অভিজ্ঞ, ইঁহার এজলাসে দাশ সাহবকে যাইতে দেখে, জুতার হিলে পাইপ ঠুকিয়া দরজায় হাত দিলেন, ক্ষণেকে অন্তর্হিত...ডকে আসামী এই সূত্রে দৃশ্যমান হইল ; সেও ভিতরে প্রবেশ করে ; বিচার চলিতেছে ; ডক সরিল, অদ্ভুত রহস্যময় আলোয় ঘুরন্ত সিঁড়ি, আর একজন আসামী উঠে ; রাত্রের উজ্জ্বল শহরের উপর বিদ্যুতের যে প্রভা সম্ভব হয়। রুক্মিণী ইঁহাকে ঘৃণা করিলেও মার জন্য সে মাতুলকে অসম্মান করে না। ...বিবাহবাড়িতে এক বিষম অবস্থা ;

* যদিও তখনকার সময় পর্দ্দানশীন ছিল।

** ১৯৩৫-৩৮ অবধি অবিবাহিত অরক্ষণীয়াদের ঘোমটা দেওয়া চলন ছিল।

† কেন না তিনি ইংরাজী স্কুল-কুম-কলেজের অধ্যাপিকা, তিনি বিলাতী ডিগ্রীপ্রাপ্তা।

†† তখনকার সময় প্রায় লোকে স্ত্রীর বা মহিলার শাড়ী পরিত, সম্ভবত অবস্থার হেতু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরাট প্যাণ্ডেল বাঁধা, ঝাড় লণ্ঠন, রসুনচৌকী, অজস্র পান সাজা, ট্রেতে উত্তম সিগারেটের টিন উল্টান, পদ্য সকল উড়িতেছে, দূরে নানা রকম মুখ (রেসিয়াল) অধোবদনে ঘোরাফেরা করিতেছে। 'টেলিগ্রাম' বলিয়া পিয়নের চীৎকার শোনা যায়। কেন না ডলিদি সাজিতে বসিতে বলে, বিবাহ করিবে না, এদিকে স্যার পি সি ব্যানার্জ্জির পুত্রের সহিত তার ঘণ্টা কয়েক পর বিবাহ। জসটিস কিরণ মুখার্জ্জি লজ্জায় উধাও। প্রথমেই মলির সহিত সাক্ষাৎ—মামীর ভগ্নীর কন্যা যে অল্প বয়সে মাতাপিতা হারাইয়াছে, এই বাড়িতে পালিতা...বলিল, 'কাল কোথায় ছিলে...কোথায় ঘুমিয়েছিলে...না' তারপর তাহার দিকে চাহিয়া '...বাড়ি চলে গিয়েছিলে'...ফোন আসিল। মলি উত্তর করিল, '...বাবা তুমি দেখছি পাগল হয়ে যাবে...কোথায় আছ বল, আমি...কেঁদ না...দিদি তাহলে আত্মহত্যা করবে...স্যার...ভাববে লেডী...সে নিজে কি...খবরের কাগজ...বার হত...তোমার বাড়িতে ৪০টা স্যর এসছিল এই ত...বড় সিলি' বলিয়াই সংযত ভাব ধারণ করিল ; কহিল... 'না না কোন কথা নয়, তুমি বাড়িতে চলে এস...স্যর পি সি নিজে আর লেডীও এসেছিলেন...কোন অপমান হয় নি...' এবার সে টেলিফোন রাখিল ; টেলিগ্রাম সই করে...তাহার সুন্দর হাতখানি ওনিক্সের উপর বড় মনোহর প্রতীয়মান হয় ; রাশীকৃত না-খোলা টেলিগ্রামের সমক্ষ হইতে মুখমণ্ডল তুলিয়া কহিল, '...এখুনি জানা যায় বাবা কোথায় কিন্তু...' এইখানে পুলিশের নাম শ্রবণে সে অবাক ছিন্নভিন্ন হয়, অথচ যাহারা গতকাল এখানে মোতায়েন হইতে আসে। মলি সামলাইয়াছে, এই বিবর্ণ বাড়িতে সে-ই একমাত্র কর্ত্তব্যশীলা ; তাহাকে থাকিতে ও পিসিমাকে না লইয়া যাইতে অর্থাৎ গঙ্গামণিকে অনুরোধ করে * এই সব দিন সে ইচ্ছায় এখন স্মরণ করে, মলি একদা বলে...'ও ডিয়ার তোমাকে কদাকার আগলি দেখতে হয়েছে, বেয়ার্ড...ইচ্ছে করে এখুনি বাবার রেজর এনে—' একদা প্রশ্ন করে...'তুমি কি ভাব বলত...'

যাহা এতদিন তাহার নিকট অপরাধ, রসিকতা করা, তাহা ঐ ভয়ঙ্কর আঁৎকানর মধ্যেও আসে। ও মলি।

ইত্যাকারে ভাবনা এই হেতু যে নিশ্চয়ই সে ভীত, আবার হত্যা করিতে হইবে, আবার এই সুন্দর কলিকাতায় আত্মগোপন করিতে হইবে ;...তাই সে ইহার রাস্তা সমুদয়ে বেশ কিছু পরিভ্রমণ করে, কোথাও স্কুলের পাঠের উচ্চৈঃস্বর, কোথাও সাইকেলের ঘণ্টি, ফুটপাতের ঘুম, বৃহৎ কলেজ স্কোয়ারের মৎস্যদল, উনুনের সর্পিল ধূম, বৃদ্ধের গমন, ভিখারীর ভগবানের নাম, ডাস্টবিনের নিকট পরিত্যক্ত ভ্রূণ, রাস্তার কলে ডাগর রমণীদেহের সরমে স্নান, ভিস্তির জল লইয়া তৎপরতা, ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি, গড়ের মাঠ হইতে চৌরঙ্গী ট্রামবাসের মধ্যে আলো উদ্ভাসিত চৌরঙ্গী ইত্যাদি অনেক মায়া তাহাকে দ্রবীভূত করিয়াছে! ক্রমশ সে যেন কোথায় বায়ুচালিত হইতেছে।

ফলে যাহা তাহার পরিত্যাজ্য ; কুৎসিত নিন্দনীয় এতকাল : যাহা দুশমনতা, তাহাই চক্র দিয়া উঠে, যৌবনাদের কথা, এখন ভাবে. সুকুমারীর গাম্ভীর্য্য মলি, কি পর্য্যন্ত সুচতরা, এমন যে...সমিতির বারোয়ারী সরস্বতী প্রতিমা তাহাকে বিমোহিত করে, তৎসহ মামাবাবুর মোজা পরার মধ্যেও কি এক আভিজাত্য !...কখনও জীবনের স্বচ্ছলতা, কখনও দরিদ্রতা, এবং

---

* তাহারা দীন : মাসীমা তাহাদের আসা যাওয়া পছন্দ করিতেন না—মা তাহা বুঝিতেন ;-কিন্তু মামা তাহাকে খুব ভালবাসিতেন, 'বিজয়া বা দরকারে আসিত। অনিচ্ছা সত্ত্বেও থাকিতে হয়—মলির সম্পর্কে তাহার আড়ষ্টতা তাহার অজানিতে নিশ্চিহ্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসপাতালের ম্লান মুখ, লৌহগরাদের অন্য পাশে চোখ, গরাদ-ধৃত হস্তের নখের ময়লা, বজ্র হানিয়াছে। লবঙ্গলতা নাম একদা উচ্চারণ করিয়াছে।

কাটারীটা লবঙ্গলতাকে অশরীর প্রমাণ করে, যা তাহার কাছে অসভ্যতা, অবশ্য চকিতে এতাবৎ জীবনধারা তাহাই বলিতে চাহে, যে লবঙ্গলতা নহে সকল রমণীই অশরীর ! তখনই আত্মগোপনের সময় এই ঘটনার উল্লেখ হয়। ব্রজ যোগিনী মেসে রাত্রের বাঁশীর শব্দ যখন শুনিতে থাকে সে তক্তপোশে শায়িত, সে সময় প্রসাদ বাবুর মুখে নিজ সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণে লজ্জা হয়, তিনি তাহার আননে খানিক হেজলিন স্নো * মাখাইয়া দেন এবং তিনি তাহাকে... ! তথাপি সে কাটারীটা কয়লার ডাঁইয়ের উপর ছুঁড়িয়া দেয়, গঙ্গামণি হাঁ হাঁ করিয়াছিলেন।

এখন সে চিলের ছাদে, চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকের নিম্নের রাস্তা দেখে ; এসময় ফ্লাইং ক্লাবের প্লেন নিম্ন আকাশে সঘোর আওয়াজে ; লবঙ্গলতা চোখ তুলিয়াছিল, দেখিয়াছিল অসহায় রুক্মিণীকুমার, যে মন্ত্রমুগ্ধ। রুক্মিণীকুমার বেশ খানিক পরে আপনার ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে। যুগপৎ সচেতন হয় যে, উপেনের মৃত্যুতে অনেক স্কুলবালকও ধৃত হইয়াছে, আর যে গোপনতাই তাহার নিশ্বাস। এবং তখনই এই বাড়ির গা-উদ্ভূত ঝামরান অশ্বত্থ গাছের পাতার ফাঁকে পগারের দৃশ্য...যেখানে প্রায়ই ভ্রূণ পড়িয়া থাকে, তাহার প্রতি নেত্রপাত করিল।...সেই রাত্রে মা তখন বাহিরে গিয়াছেন, জানালা খুলিয়া গেল, রুক্মিণী...পার্থিব শোভার সন্নিকট...। লবঙ্গলতা কহিলেন... 'আপনি কি ভীত...তবে কেন দুঃখিত মানস দেখি ?'

রুক্মিণীকুমার উত্তর দিয়াছিলেন, 'আমার আপনাকে বারংবার দেখিতে ইচ্ছা হয়।'

'সত্যই...আপনি ভীত নন...'

'না...আমি সবই শুনিয়াছি...দেখিয়াছি...' (অর্থাৎ লবঙ্গলতা কুষ্ঠরোগাক্রান্তা)।

নিশ্চয়ই রুক্মিণীর অবচেতনে ইহাই স্থিরীকৃত যে এই ভয়ঙ্কর, যদি সৌন্দর্য্য, তাহার দুশমনতা পাপকে বিধৌত করিবেক। (হায় উপেনের মৃত্যু যাহার গীতাপাঠে শুদ্ধতা লাভ ঘটিবে, একদা এইরূপ সংস্কার ছিল)।

তখন রাত্র দুই ঘটিকা। এই পাড়ার কুকুরের সঘন আওয়াজ উঠিল, মেথরদের সারেঙ্গীর রামধুন স্তব্ধ, পক্ষী কলরব করে, কেননা ভয়ঙ্কর বোমার আওয়াজ হয় ; মর্ম্মন্তুদ চীৎকার উত্থিত হয় ; আর্ম্ম পুলিশরা স্তম্ভিত—টর্চ্চের আলো চারিদিকে, রুক্মিণীকুমার নল বাহিয়া অশ্বত্থ গাছে, সেখানে দড়ি ছিল, ফেলিয়া নলের সাহায্যে নিম্নে পগারে...।

একদিন মরিয়া রুক্মিণী ঐ বাড়িতে উপস্থিত।

লবঙ্গলতাকে সে প্রশ্ন করে, 'আপনি যখন বোমার আওয়াজ...গুলির শব্দ শুনিলেন...তখন আপনার ভয় হইল না...'

'না ত, খুব ভাল লাগিয়াছিল, আমি পালঙ্কে শয়ান ছিলাম, আমি নিজেকে দেখিতে চাহিলাম, আমার দেহ নিরতিশয় শোভা ধারণ করিল ; মনে হইল কে যেন সমস্ত পৃথিবী

---

* অথচ তিনি অনুশীলন, বা যুগান্তর, পরে বিপিনবাবুর দলে যোগ দেন, ইদানীং ফটিকদার দলে ঘোর স্বদেশী ; হেজলীন ইংলন্ডে প্রস্তুত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইতে পলায়ন করিয়া আমার নিকট আশ্রয় লইতে আসিতেছে, আমি বোমার আওয়াজে আনন্দিত হইয়াছিলাম, আমার ঋতু আরম্ভ হইয়াছিল। বুঝিলাম আমি পুত্রসম্ভবা হইব...তুমি কি আমায়...'

'আমার বাসনা হয়, আপনার ঐ দুরারোগ্য রোগের গভীরে, যেখানে অদ্ভুত দিব্য নীলিমা বিদ্যমান, সেখানে চলিয়া যাই, মহা শান্তিতে ঘুমাই—'

'একথা কি সত্য'

'যেহেতু আপনি সশরীরে আমার সমক্ষে বর্ত্তমান অতএব এই মুহূর্ত্তে ইহা সত্য হইল।'

এতাবৎ লবঙ্গলতার স্বল্প স্থূল অবয়ব দণ্ডায়মান আছে, যাহার প্রতি বিন্দু রুক্মিণীকুমারকে শান্ত করিয়াছিল, ত্বকের তেজঃসম্পন্ন চিক্কণ উজ্জ্বলতা—তাহাকে কবিত্ব দিয়াছিল, সুবিশাল উরুদ্বয় তাহার বিজয়বার্ত্তা ঘোষিল—এতকাল সঞ্চিত গুপ্ত প্রেম উদ্ভিন্ন হওয়াতে সে কাঞ্চনবর্ণ।

একদা অন্ধকার কক্ষে সে বৃশ্চিকের সম্মুখে আপন হস্ত যাহা দেহের অংশ—যাহা ইন্দ্রিয়বান—তাহা আগাইয়া নিয়াছিল—কেন না সে আপনার অস্তিত্ব জানিতে চাহিয়াছিল।

অনেকদিন পর চেনা সকলের, দলীয় যাহারা তাহাদের, এড়ানতে সে আজ না কাল করিয়াছে, তথাপি কিন্তু ফাঁসীর সময় কালীন মৃদু স্মিত হাস্য তাহার নিকট ঐ রোগ হইতে মারাত্মক। সেদিন ইচ্ছা করিয়া চায়ের দোকানে প্রবেশ করিতেই সকলেই যেন আঁৎকাইল। সে আয়নায় দেখিতে সাহস করে নাই, প্রতি পানের দোকান ছাড়াইয়াছে...শো-কেসে ছেলেভুলানো খেলনায় সে বিভীষিকা প্রমাণিত হইল, সে কাঁচে নাসিকা তাহার নাই! লোক এখনই কি ভিক্ষা দিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিবে?

এই কি আমি!

নিজের করপল্লব কর্কশ হইয়াছে; সে আত্মসমর্পণ করিতে দৃঢ়।

জমাদার (অর্থাৎ মেথর) তাহাকে সার্চ্চ করিল। বিশ্রী গন্ধ তাহার নাকে আসে।

পুলিশ অফিসার: 'আপনি রুক্মিণীকুমার...তার প্রমাণ কি (ইহাতে একটি ইঙ্গিত ছিল—কিন্তু রুক্মিণী ওষ্ঠ দংশন করে) কোন কিছু মিলছে—হ্যাণ্ডরাইটিং মিলছে না...লেটারাল স্ট্রোক একেবারে আলাদা...একমাত্র কপালের দাগ...হাসুন...না টোল পড়ছে না...যদি...বুঝি... দরওয়াজা এই কুর্সী জমাদারকে লে জানে বল!'

ইহাতে তাহার মন ছিছি করিয়া উঠে, সে লবঙ্গকে ত্যাগ করিতে অগ্রসর! ধীরে ধীরে পথ অতিক্রমে, এখন সে লিণ্ডসে স্ট্রীটের রাস্তার প্রতি তাকাইল; তাহাকে সৌখীনতা আহ্বান জানাইল। নিউ মার্কেটে ফল কেক বস্ত্র ফুল ও চর্ম্ম মাখন চীজের গন্ধ, সে অবাকভাবে আপনাকে লাভ করিল, বারবার পরিক্রমণের পর এখন সে মধ্যবর্ত্তী স্থানের শো-কেসের সম্মুখে, যেখানে আয়না, আপন মুখমণ্ডলের সমস্তটাই পরিলক্ষিত হয়।

সে আপনাকে সৌখীনতার অন্তস্তলে নিরীক্ষণ করে, যে সে 'ভয়াবহ' তৎসত্ত্বেও সে হয় গর্ব্বিত।

যে সে এখন লবঙ্গলতার সহিত রোগজীবাণুতে রক্তে মাংসে সে এক অদ্ভুত ইনসেস্চুয়াস বোধে সে চমৎকৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ থাক, রুক্মিণীকুমারের এই কলিকাতার রাস্তায় রাইফেলের গুলিতেই মৃত্যু ঘটে !

—এক্ষণ। শারদীয় ১৩৭৫

লুপ্ত পূজাবিধি

শিশুমৃত্যু, এই পদ আমাতে, এই সঙ্গীনত্ব মুহূর্তেই এক বিলাসের, সাধারণ ভাবে এক মজার আকর হয় ; যাহার নিকট আলো অন্ধকার সমান, যাহা যে কোন জিনিসকে গোল বোধে আঁকড়িবে, যে সে চলকান রূপান্তরিত দুগ্ধ ! আদতে সেখানে পরিচ্ছন্ন হরফে লেখা ছিল 'শিশুমৃত্যুর হার'—যাহাকে যে পদকে এক মসৃণ দীর্ঘশ্বাস অন্তে, নিরুপায়েই কথার খেলাতে আনীত হয়—এবং উপরে ছিল বাঙলা দেশে, সংখ্যা ছিল এক এবং অনেক শূন্য, যে এবং নীচেতেই বেশ বড় টেবিলে, যাহা প্রায় দশ ফুট লম্বা কেন না তাহারা অনেকজন বালক সারি দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, চওড়ার দিকে দুই একজন বালিকা কম ছিল, ঐখানে অসংখ্য ছোট ছোট চীনে মাটির পুতুল, ইহারাই মৃত শিশু ! ব্যাখ্যাকারিণী ভদ্রমহিলা, বলিয়াছিলেন কিছু ইনটারেস্টিং করা মানসে অর্থাৎ তোমরা যাহাতে সহজে আন্দাজ করিতে পার ঐ ভয়াবহতা তাই পুতুল দিয়া বুঝান।

ভদ্রমহিলার চেহারা ইদানীং আর এক, এতক্ষণ যিনি বলিয়া চলিয়াছিলেন ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কথা, অসাবধানতার কথা, মধ্যে মধ্যে তিনি থামিতে আছেন, এখন তাঁহার মুখে আর রূপ চরিত্র খেলিয়া থাকে যাহার নাড়ী আছে ঐ বনস্থলীর অন্তরঙ্গ স্রোতের তলার যে কোন দুটি চকমকি যাহারা কখনও, কত ধারা বহিয়াছে, তথাপি, অগ্নিতত্ত্ব হারায় নাই ! ইহাই কহিতে যে, 'বালকেরা ছুঁইও না, বালিকারা ছুঁইও না।'

এই উক্তিতে যে বালক অনবরত গাল চুষিয়া থাকে, সে অদ্ভুত রকমে মস্তক ঘুরাইল, উহার নিম্নেই অনেক পুতুল ; কিছু বালিকাও বক্তার প্রতি চাহিয়াছিল তখনই, ইহাদের আহামরি কেশপ্রান্ত, কাহার বা কুঞ্চিত ঐ ঐ মৃতদের স্পর্শ করিয়াছিল ; এই সময়েতে কাহারও, উহাদের মধ্যে অতিমাত্রায় সতর্ক হইবার কারণে, অঙ্গুলি সকল ঐ পুতুলে লাগিয়াছে, যাহাতে এবং তৎকালেই কোন অচিন্তনীয় শব্দ ঘটিল, এখনও ইহা তন্ময়তা নহে। অল্পবয়সী চোখগুলি গভীর হইল, উদ্বেগ আসিল, এবং সুপরিকল্পিত চরিত্র লাভ করিল, অতএব ঐ শব্দ হয় অপরাধ ! কিন্তু আশ্চর্য্য যে ঝটিতি কেহই পশ্চাতের দিকে চাহিল না,—সেখানে কি অভিনব স্থাপত্য ! কলিকাতার আলোতে উহা পরম সমাজবন্ধন সজীব নৈতিকতা হইয়াছে, যেখানে, করগেটের বেড়ার পাশে, উন্মাদিনী চৌরঙ্গী, গ্রাণ্ডহোটেল, লিপটনের বিজ্ঞাপন, হোয়াইটওয়েজ—ছোট বেড়াবেণীর রিবনের ফুল (বো) গুলির যেমন চোখ আছে, তাহা সকলও ভয়েতে জড় হইয়াছে সমক্ষে—টেবিলের অন্য পার্শ্বের বালকদের দিকে তাকাইয়া ; কিন্তু আশ্চর্য্য যে ঐ শব্দ ইতিমধ্যেই, নিশ্চয়ই সকলের অতীতে; এখানের শূন্যতা এক অমোঘ কাঠামো যাহা অবলম্বনে উহা ঐ শব্দ চমৎকার সঙ্গীত পদে আভাসিত হইল, ছোট দেহগুলিতে চোরা মাধুর্য্য চলকাইয়া আছে ; পুনরায় ঐ শব্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আওয়াজ শুনিতে ঔৎসুক্য সমবেততে আসিল। মৃত শিশুদের দিকে তাকাইল।

ভদ্রমহিলা, কিন্তু স্বীয় মুখখানিকে, ঐ পারিপার্শ্বিকতাতে, সাবানের সূক্ষ্মতা ধরিয়া দক্ষতার সহিত পূর্ব্বাবস্থাতে আনয়ন করিতে সময়, সপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাকাইয়া, সপ্রতিভ হওয়ত নিজ বস্ত্র যাহা সুবিন্যস্ত আছে তাহাতেই ঠিক দিবার পরে, কণ্ঠ ঈষৎ সংস্কৃত করিয়া আরম্ভ করিলেন : ইহা অতীব দুঃখের যে প্রতি বৎসরে বঙ্গদেশে শিশুমৃত্যুর হার ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইতে আছে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে।

গ্রামাঞ্চল বলিতে ঐ বালকটি যাহার ভ্রূতে সুতীক্ষ্ণ দাগ, তাহার চোখের পাতা বারম্বার উঠানামা করিল—ইহাতে বুঝায় চিমনীর ধোঁয়া যাহা ক্রমে বিলীয়মান তাহা সে লক্ষ্য করিয়াছে ; এবং তখন সে আঁকিতে আছে নদীতে নৌকা, গ্রাম, একটি কুঁড়ে,কিছু গরু, সূর্য্য এখন আছে ; ড্রইং শিক্ষক এংলো ইন্ডিয়ান বলিয়াছিল, 'সংস্থান বেশ, নৌকাটা আরও কালচে কর'।

বালকটি যাহার ভ্রূতে দাগ আছে, মুখখানি তুলিয়াছে, কণ্ঠের রেখা ধনুকের ন্যায়, এই ভঙ্গীতে অতএব উহারে বড় গরীব লাগে, অথচ কি চমক শার্টে, ত্বক কি বা রম্য, সে প্রশ্ন করিল, মহাশয় ইহা কেমনে ঘটে যে, আমি বলিতে চাহি যে, যেখানে আমরা সূর্য্য আঁকি, মানে প্রত্যুষের সূর্য্য, অবিকল্ সেইখানটিতেই, একই স্থানে সন্ধ্যার সূর্য্য আঁকিয়া থাকি আমরা—শেষ পদটি তাহার অতি কোমল গীত প্রধান স্বর গঠিত হইয়াছে। ঐ বিরাট ক্লাশ রুমে যেমত কেহ নাই।

ইহাতে আর আর বালকগণ মাথা তুলিয়াছে আঁকা হইতে, যে এবং সকলের ওষ্ঠেই স্মিত হাস্য—যাহা সঠিক বিচারে নির্ব্বুদ্ধিতার, ও তাহারা সোৎসাহে উত্তরের প্রতীক্ষায় ছিল, ড্রইং শিক্ষক ঈদৃশ প্রশ্নে সোজা থাকা হইতে সহজ হইতে চাহিলেন, তাঁহার নজর সেই বালক আকৃষ্ট করিল, যে যাহার, এতাবৎ মাথা নীচু করত মনোযোগ সহকারে অঙ্কনের নিমিত্ত, ঘাড়ে অল্প বেদনা হওয়াতে এখন যে ঐ বেদনা আরামের জন্য ধীরে মস্তক সঞ্চালন করে ; যে শিক্ষকের নজরেই গ্রীবা আড় অবস্থায় থামাইল ; তবু আশ্চর্য্য শিক্ষক তেমনি একদৃষ্টে আছেন, সুতরাং এই বালক নিশ্চয়ই অস্বস্তিতে রহে ; নিশ্চয়ই ইত্যাকার স্থিতির উপমাতে, কখনও বলিয়াছে, আমি বৃক্ষ নই। যে এবং তাহার মনে হইল তাহার সুন্দর কপালে ঐ প্রশ্নের সূর্য্য বিষয়ক উত্তর লিখিত আছে লজেন্সওয়ালাকে কি অপরিমিত দেখিতে, যাহার ট্রে-র কোণে সোজা তারে বিদ্ধ আছে, অসংখ্য ছোট চৌকোনা কাগজ, স্লিপ, পয়সা দিয়া একটি স্লিপ ছিঁড়িতে হইবে, সাদা স্লিপ অন্য পার্শ্বে টিনে জল, স্লিপটি তাহাতে ফেলা হয়, কি তাজ্জব। যত নম্বর বা লেখা উঠিবে, যত নম্বর বা লেখা সেই অনুসারে জিনিস পাইবে। এখন ড্রইং শিক্ষক ঈষৎ ঠোঁট ফাঁক করিলেন, যে অবশ্যই এযাবৎ তাহাতে অবিনশ্বর ভ্রম হইতে, স্পষ্টতা আসিল, ইহা, কি মানে ঐ প্রশ্ন কি বৈজ্ঞানিক ছলনা!

ড্রয়িং শিক্ষক আপনকার ভ্রূ দ্বারা ধ্রুব যে কিছু বাছাই করিতে থাকেন, যাহা প্রথমত নিছক ঘটনা, যে তাহাদের মহল্লার বাঙালী পাদরী, নিয়মিত সন্ধ্যায় উহার অরগানে (টেবিল হারমোনিয়াম) গীত গাহে ; যে চমৎকার বিবাহের জমায়েত, কনের মাথার ভেইল যাহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লেসের, ইহার মধ্যে কুমারীর মুখমণ্ডল, যাহার চাহনি, পদক্ষেপ, লজ্জা সমস্তই শাস্ত্রীয়, অর্থাৎ ঐ রমণী বা রমণীই নিজেই সমগ্রভাবেই শাস্ত্রীয় বিধি ইহা প্রকাশিত ; যে পরক্ষণেই সার্ট-বাজারের কবরখানাতে, ট্রাম হইতে দেখা কত না সংস্থান, পাদরী গহ্বরে মাটি ফেলিতেছে! এই পর্য্যন্ততেই তিনি পরিশ্রান্ত, যে এবং স্বীয় কোটের বোতাম, খুলিতে গিয়া ইহা অশালীন, থমকাইলেন, কেন না প্রশ্নকারীর গলার লাইন তাঁহাকে, সম্পূর্ণ যদিও তাহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখে পড়ে না,—বিশেষ উৎচকিত করিয়াছে, যেহেতু উহা যারপর নাই ক্লাসিক। ভদ্রলোক ঐ প্রশ্নের সমক্ষে, সত্য এই বুঝিলেন যে আমি কলের পুতুল, যে তাই ভীত, তাহার মধ্যে আচার ব্যবহার আছে কিন্তু অনুভব নাই, বৃত্তি নাই, ক্রিয়াতেই তিনি ধর্ম্ম জানিয়াছেন আধ্যাত্মিকতা নাই, ফলে ঐ সূর্য্য একস্থানেই সন্ধ্যা ও প্রত্যুষ, তিনি টরনার-এর (বিখ্যাত ইংলণ্ডের ল্যাণ্ডস্কেপ পেইন্টার) ছবিগুলি মনে দেখিলেন ; তবু কোন বস্তু যুক্তি তাহারে স্থিরতা দিল না তিনি এইরূপে স্বীয় অজ্ঞাতসারে নাস্তিক হইতে ছিলেন, 'কিছুরই কিছুই মানে হয় না,' 'সো-হোয়াট' 'ভালমন্দ' !

ভ্রূতে দাগ যাহার আছে সেই বালক লক্ষ্য করিতে আছে এখন অগণিত মৃতদের অন্যদিকে যে বালিকাটিকে তাহাকে, যাহার ঠোঁটের নীচেতে চকলেটের ঈষৎ দাগ, যে খুব মনোযোগ সহকারে ভদ্রমহিলার কথা শুনিতে আছে, নিশ্চয়ই কোথাও বক্তার মধ্যে মজার কিছু উহার নজরে আসিবে যাহা লইয়া মানে অনুকরণে বন্ধুদের এবং বাড়ির বড়দের আনন্দ দেওয়া যাইবে ; মধ্যে মধ্যে তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইতেছে অর্থাৎ যেখানে তাহার অনভ্যস্ত একসেন্ট ভদ্রমহিলা হইতে আসিতেছে। ভদ্রমহিলা অতীব সহজ করিয়া স্বাস্থ্যকথা, প্রসূতি-পরিচর্যা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন যে কিছু চেতনা জাগে, কিছুটা অবহিত ইহারা হইতে পারে, কিন্তু অল্পবয়সীদের একমাত্র অবাক করিয়াছে—সংখ্যা ! এক অতিকায় সংখ্যা, ইহাদের মস্তক বৃত্ত ধরিয়া ঘুরিয়াছে ; এখনই পুনরায় চীনেমাটির মৃদু শব্দ উত্থিত হইল।

ওঃ কে সে যে পুতুলগুলি ছুঁইতেছে, শিশুরা, এস টেবিল হইতে দূরে থাক।

আমি তাজ্জব হই কে সে যে করিল ! ইহা বালিকাদের মিস আপন কব্জিস্থিত ঘড়ি দেখিতে কালে, সিকস্থ পিরিয়ডের ক্লান্তকণ্ঠে কর্ত্তব্য সম্পাদন করত, তৎক্ষণাৎ হোয়াইটওয়েজ-এর ঘড়ি দেখিলেন। আঃ হোয়াইটওয়েজ ! এক দারুণ গন্ধ ! মা বলিতেন লেইডল, আমাকে বলিতেন তুমি সেই লেডলদের বাড়ির নেভী সুট পরিবে ! আমি সমস্ত লেডল যেন পরিতাম—বর্ষীয়সীরা বলিতেন 'লেটলা' এইখানে বঙ্কিমবাবুকে একবার পাঁচুবাবু দেখিয়াছিলেন।

লাভ্‌লি আমি না ; প্রিটি, আমি না, আমি না, কি মিষ্টি আমি না।

না, কখনই তোমরা ঐরূপ করিবে না আমি বড় রাগান্বিত হইব ! ইহাও মিস ব্যক্ত করিলেন।

ছুঁইও না পুতুলগুলিকে ! ভদ্রমহিলা কহিলেন, এই স্বর ভারী দম্ভপূর্ণ কর্ত্তৃত্বব্যঞ্জক, অনেক বালিকা কেহ আপন জামার পিতলে স্কুলের ক্রেস্ট করা ব্রোচে কেহ চুলে হাত দিয়া, আপন স্বর শুধু চকলেট লাগা বালিকাটি নীচেকার ঠোঁট উল্টাইয়া কোন দাগ সেখানে আছে কি না জানিতে, দৃষ্টি সেখানে রাখিয়া ঐ কণ্ঠস্বরে আপন গলা মৃদুভাবে পরিষ্কার করিল।

ছুঁইও না ঐ সকল মৃত শিশুগুলি !

এখনও সকলের, অল্পবয়সীর, বেদনা দেহ মাংস অস্থিতে মনে হইতে সঠিক প্রবেশ করে না। এতক্ষণ পুতুল আখ্যায় সমবেত শিশুদের চোখ ছোট বড় হইয়াছে, আমরা জানি সুকুমারমতি বালিকাবৃন্দ প্রত্যেকেই পুতুল শ্রবণেই অনেক বিশেষ সহকারে অস্বীকার করিয়াছে শব্দ ঐ ব্যাপারেতে। বালকদের নিকট ঐ উক্তিতে যে এবং আদত মৃত্যুসংখ্যার অতিকায়তা বিনষ্ট হইয়াছে। যে বালকের উরুদ্বয় সুমহৎ সে পার্শ্বস্থিত সহপাঠীকে কহিল, এস ম্যান, যাই চল ঐ দিকে, এখানে আমি দেখি, কিছুই নাই যাহা খুব মজার...

মোটা কণ্ঠে আসিল, করিও না ত্যাগ ঐ স্থান, শোন, কি উনি বলেন, ভগবানকে ধন্যবাদ যে তুমি উহাদের হতভাগ্যদের মধ্যে একজন নও, মানে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যার একটি, ইহা কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় পরিষ্কার, এখন শোন!

কিন্তু মহাশয় উহা সকল পুতুল...। যে ইহা কহিল, অর্থাৎ ঐ সুমহৎ উরুবিশিষ্ট বালক, সে যদি বালিকা হইতে, ঐ কথা বলিতে তাহার লালা আসিত।

মৃত শিশু—মৃত শিশু!

এই বালক শিক্ষক কথিত পদে একাগ্র, যে নিশ্চয় তাহার মধ্যে ঐ রহস্যময় পদ শব্দিত হইতে আছে! কিন্তু তাহার অহঙ্কার মরিবার নহে, যে সে ঝটিতি প্রকাশিল, কেন মারা যায় তাহারা! চকিতেই বুঝে অসাবধানতা বশতঃ ঐ নির্ব্বুদ্ধিতা তখনই সে হন্যে হইয়া হাঁতড়াইল সঠিক পদ ও ডাক্তার! ডাক্তার! নার্স! আশ্চর্য্য কেহ কোথাও নাই, এ কি তাজ্জব স্থান, এখানে যেখানে প্রতিধ্বনি নাই! অবশেষে হতাশায় যে এবং এই সময়েতে পুতুলগুলির প্রতি নেহারিয়া মন্তব্য করিল, বেচারা! বেচারা!

ভগবানের ইচ্ছা! শিক্ষক উত্তর করিলেন।

ও ভগবান! উহার মুখনিঃসৃত হইয়াছে অথচ ভদ্রমহিলা বলিতে আছিলেন, আমরা যদি সজাগ হই, পরিষ্কার রাখি স্থান-সকল, ডাক্তারের সাহায্য লই, দেশী ধাত্রীরা নোংরা, তাহারা কিছু জানে না ডাক্তার ডাক্তারই সব। শিশু-মৃত্যুহার রোধ করা যায় এই সংযুক্তি সে শুনে নাই। কেননা ঐ দারুণ চরিত্র এই সময় ইহাও উপদেশ দিলেন, অবশ্যই 'মায়েরা এসব জানিবে' নিশ্চয় এবং আপনাকে সম্বরণ করিতে অক্ষম হওয়ত যোগ দিলেন, একদিন তোমরাও মা হইবে!

চপলমতি বালিকারা যাহারা পুতুল ভালবাসে, এই ইঙ্গিতে, অল্প ফিক্‌ফিক করিয়া হাসিল; অথচ কি বিস্ময়কর নিম্নে অগণিত মৃত যাহাদের কারণে উহারা সকলেই কত দুঃখের কত দুঃখের বলিয়াছে, সুষমামণ্ডিত মুখে বেদনা ছাইয়াছে যে নয়ন সজল হইয়াছে হায় এখন তাহারাই আর অন্য!

যে বালক মা দিদি, পিসীমা বা মহিলা আত্মীয়দের সংস্পর্শ লজ্জার অপৌরুষেয় মনে করে সে খুব প্রায় ঐ স্মিতহাস্য দর্শনে অনুহ্য স্বরে কহিল, 'কি এক গাব্‌বে হাউস' (জু-তে বাঁদর যেখানে থাকে সেই বাড়ির নাম) যে এবং তখনই শিক্ষকের উপস্থিতি বোধে দক্ষিণ দিকে আড়ে নজর লইল! মন্তব্য করিল 'সিলি।'

ভগবানের ইচ্ছা বাক্যে যে ছেলেটি মনে এখনও গুম্ হইয়া আছে, বেচারী সে ফিকে হাসির অর্থ নির্ণয় করিতে উৎসুক হয় না, বরং তাহার চোখে ইহা আভাসিত হইয়াছিল যে তদীয় পিতামহ স্যর ডি-টি সকালের কাগজে পড়িতে থাকিয়া মন্তব্য করেন, আশ্চর্য্য এখনও মানুষে তাহাদের ভালবাসার লোককে মনে করে মৃতদের ভুলে নাই—আঃ কেমন বড় দুঃখের কথা, ক্যর্নএল...প্রথমে জীবনে...আর্ম্মির, কাল হইয়াছে; সমক্ষের প্রাতঃরাশের সরঞ্জামে, এমনও যে খিদমৎগারের মস্তকস্থিত পাগে, কোমরবন্ধের পিতলের তকমাতে (!) বালক বাতির শীষের তুল্য হাইলাইট দেখিয়াছিল, যে হাইলাইটে ডৌলত্ব বাস্তব হয়, এই পৃথিবী মধু মধু মধু! ঐ সাদা হাইলাইট, এই স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী হইতে গিয়া মানেএই টেবিলের অসংখ্য মৃত শিশুদের যাহারা আনুভূমিক যাহারা সাদা তাহারা এক হইয়াছে; এক বয়সী প্রান্তর উহাকে, উহার দেহকে, কম্পিত করিল, সে জানিতে চাহিবে, 'আচ্ছা দাদু ইহাদের কথা কেহ কি কাগজে দিয়াছে' ও! নিজেই বিচার করিল কি বোকাম ঐ জানিতে চাওয়া! এবং এখনই সে সচকিত হয়, কোনও শব্দে! যাহা অসভ্য যাহা হয় নোংরা অথচ তখনই অর্থান্তর হইলে হইত ভাবুকতাতে যে ঐ অগণনরা কান্দিতে আছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে ঐ চীনেমাটির পুতুল নেহারিয়া তাহার বড় কষ্ট হয়, এবং এখন যখন সকলেই বালিকারাও অতীব ধীরে মুখমণ্ডল সঞ্চালনে, বলিতেছিল, 'কি পর্য্যন্ত দুঃখের, কি দুঃখের—' যথার্থ সে যেমত লেহন ক্ষমতা চাহিল ; এইক্ষণে এই বালক, দুঃখে বিদীর্ণ হইতে আছিল সেই বালকের নিমিত্ত যে হয় জড়, যে অদ্ভুত বিকলাঙ্গ ভঙ্গী সহকারে পার্কেতে ঘোরাঘুরি করিতেছিল, যাহার পোশাক লিয়ঁ সিল্কের। ইহার বেল্ট কুমীরের চামড়ার, পায়ে জুতা বাক্‌স্কিনের মনে হয় দারুণ খেলোয়াড় ! মুখশ্রীতে ও ত্বকে হাজার বৎসরের অভিজাত বংশমর্যাদা। ইহাকে এই বিকলাঙ্গকে ঐ বালক টিটকার দিল, ইহাতে তদীয় মুখ বিকৃত হয়, এই জাতীয় কাণ্ডর সঙ্গেই সুদীর্ঘ এক ভদ্রলোক আসিলেন, তাহার চোখে প্যাঁসনে, তিনি করুণস্বরে কহিলেন, খোকা, এই বালক যদি তোমার ভাই হইত ! ঐ স্বর ইদানীং ইহাকে ফারফোর করিল—সবেমাত্র দেহটি হায় হায়তে ভরিল ; নিমেষেই, এই বালক, কিছু চতুরতার ইহা নহে, উহার ভাইয়ের বোর্ডিঙের প্রত্যহ প্রাতে পাঠ্য লেখা স্মরণ করিল যাহা শুধু গম্ভীর স্বরমাত্রা হইয়া তাহাতে আসিয়াছে, 'অনেককেই অহিতকর অমঙ্গলের বিশ্রী যাহা তাহা আকৃষ্ট করে, আমি ব্যতিক্রম, যেহেতু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি আমি বিভ্রান্ত হইব না, সমস্ততে সৌন্দর্য্য আছে যেখানে আলো পড়িবে তাহাই সুন্দর ! তাহা ভগবান !' পুনরায় বালক পুতুলগুলি দেখিয়াছিল।

খুবই আলতো স্বরে পার্শ্বস্থিত ছেলেটি সদ্যঃপ্রসূত শিশুর ক্রন্দন নকল করিয়াছে, ইহা এইজন্য নিশ্চয়, যেহেতু বালিকাদের অনুচ্চ হাস্য উজ্জ্বল হয় ! অথচ ইহা যে বালিকাগণ টেবিলের প্রতি এমতভাবে দৃষ্টিপাত করে যাহাতে এই অর্থ হয় যে মহা করুণায়, অসংখ্য পুতুলকে তাহারা দেখিল উহাদের চোখ প্রকাশিল, বেচারী মৃত শিশু সকল।

বালিকারা তাজ্জব যে ঐ অসভ্যতা নিশ্চয় বুঝিল তৎপ্রযুক্ত তাহারা ঘৃণায় নাসিকাকুঞ্চনে মুখ ফিরাইয়াছে, কেননা এমন অভিব্যক্ত করাই শোভনীয় ভদ্রবংশদ্ভূতদের ধর্ম্ম ! তাহারা আবার সকলেই বক্তার দিকে মুখ ফিরাইয়া, এমতভাব দর্শাইয়াছে যে ঐ সদ্যঃপ্রসূত ক্রন্দন তাহারা শুনিতে পায় নাই, যে এবং তাহারা এতই উচ্চ অভিজাতশ্রেণীর যে ঐ ইতরতার তাহাদের স্পর্শ হওয়া, অসামাজিক, বিধেয় নহে ! অবশ্য যাহাদের মুখে লজেন্স ছিল তাহাদের পক্ষে ঐ ব্যাপার এড়ান ভারী সহজ হইল !

সদ্যঃপ্রসূত ক্রন্দনে প্রায় বালিকারা যেমত এক হইয়াছে ; অবিকল বিপরীত ভাব আসিয়াছে বালকগণের মধ্যে, ইহাদের ছোট দেহ সকল বিভিন্ন রূপে নড়িতে আছিল ; যে বালকটি সব কিছুতেই গ্রাণ্ড বলে, গ্রেট বলে, গুড শো বলে, তাহারে দেখ, সে কি কিম্ভূত ভাবে অস্বস্তি বোধ করে, সে তাহার বাজুর মাদুলিগুলি নাড়িতেছিল কেন না সকলই গম্ভীর, সকলের দায়িত্ব ছিল নিজ স্কুলের চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার, যে তাহাদের স্কুল কলিকাতার সেরা ; ফাদাররা, ইঁহারা তপশ্চারী, যেখানে নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্য আপ্রাণ ! কি ভয়ঙ্কর ভাবে—তাহাদের ক্লাসেই আসিয়া, যাহা অভাবনীয়—বেত মারিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহাতে, ঐ ফাদার তদীয় গললগ্ন ক্রুশটি আঙরাখা মধ্যে রাখিলেন, সেই বালকটিকে যে তাহার অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছে, যে ডাস্টবিনের নীচেতেই ছাই সেখানে, ঠিক রায়ে স্ট্রীট-এর পাশে দক্ষিণে যে রাস্তা আর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যে রাস্তা সেখানে প্রায় ল্যান্‌সডাউন রোড বরাবর সেখানে,...সেই ছাইগাদাতে কাপড় মোড়া গোলাপী রঙ ইন্দুরের বাচ্চার যেমন রঙ হয়, কি কালো চুল, কত লোক, সবাই বলিল কোন বড়লোক বাড়ির মেয়ের বা বিধবাই বলিয়া যে এবং প্রসবের অসভ্য সমার্থ শব্দ প্রয়োগ করে, ইহা ঐ শব্দ, সে ঐ রাস্তাতেই শুনিতে পায় ; যাহারা তামাসা করিতেছিল ইহারা সবাই বাঙালী, যাহারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিহিতে মত্ত ছিল ; আমাদের বেয়ারা যাহার সহিত সে স্কুলে আসে কহিল, তুমলোক কো সরম নেহি আতা হাস্‌তা। (হায় উহাদের কি নিষ্ঠুর কেহ বলে নাই !)

এখন সেই বালক মাদুলিতে অঙ্গুলি প্রদান করত ঐ টেবিলের প্রতি দেখিল, ইহাতে মানে করা যায় সেই পরিত্যক্ত গোলাপী রঙ কি এখানে একজন ! যে সে সভয়ে শিক্ষকের দিকে তাকাইল—যিনি হুইসিল লইয়া, এ অঙ্গুলি অন্য অঙ্গুলি করিতে আছেন। সেই গোলাপী রঙ এমত হয় যে একদা কান্দিয়াছিল, আর এবং যেরূপে উহা কান্দিতে থাকে তাহারই অনুকরণ ঐটি যাহা সেই বালক করিয়াছে, আমরা সকলেই কি ঐরূপ নকল করিতে পটু, সত্যিই আমরা কি আশ্চর্য্যের যে আমরা নকল করিতে পারি ; আঃ হা এস আমরা সকলে সমস্ত ক্লাস ঐরূপ নকল করি ! সত্যিই সে কি সকলকে ঐ অনুরোধ করিয়াছে, ইহা বেশ হয়, যে কাব-এর (cub) জমায়েতে ঐরূপ ইয়েল (yell) দিবে—খুব মজা হইবে ! তখনই বলিতে চাহিল, মনে করিও সেই বেতের ব্যাপার ! বালক বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের চিকণ সীমারেখায় উপস্থিত তাহার চোখ চাহিয়া থাকিলেও পরিদৃশ্যমান অনেক কিছু অবলোকন করে না।

ভদ্রমহিলা এখন অনুরোধ করিয়া বলিলেও যাহা আজ্ঞার মতন শুনাইল—'এস, আমরা যাই ঐ ঘেরাতে', ইহা শ্রুত হইবার সঙ্গেই শিক্ষক হুইসিল দিলেন, গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'বালকেরা প্রস্তুত !' এবং এই সময়তে কে একজন চীনা-মাটির পুতুলগুলিতে অদ্ভুতভাবে ঝটিতি অঙ্গুলি চালিত করিল, জলতরঙ্গ না পিয়ানোর শব্দের মত কতক পাশাপাশি পর্দ্দা বাজিয়া উঠিল, যে বকুনির ভয়ে সকলেই অন্যত্রে মুখ এবং হস্তদ্বয় সামলিয়া রাখিতেছে। একজন মাত্র বোকার মত মৃত শিশুদের প্রতি তির্য্যকে দেখে, দেখিল, একটি চমৎকার অভিজাত হাত, কোনও বালিকার, এক মৃত শিশু আঁকড়িয়াছে যে এবং ঐ শূন্যস্থানে অন্য মৃত শিশুরা কি অবাকভাবে পূরণ করিল।

যুগপৎ আতঙ্কে বালকের চক্ষু স্ফীত, ওষ্ঠদ্বয় বিভক্ত হইয়াছে, সে দারুভূত ! অভিজাত হাতের পিঠের চমৎকার ত্বক ভেদিয়া নীল শিরাসকল ওতপ্রোত হইয়াছে, মানসিকতা, সঙ্কল্প যে কি অবধি দৃঢ়, তোয়াক্কাহীন, তাহার দ্বারাই উহা ঘটিয়াছে যে এবং ঐ পারিপার্শ্বিকতা যে দেখিতে পায় তাহাতে দুস্তর ঘৃণার উদ্রেক করিল, যদিও তখনই প্রত্যক্ষদর্শীর চোখেতে উৎকৃষ্ট লেস ঘেরা রুমালের কিছুটা পড়িয়াছে কেন না রুমাল প্রথমে মৃতদেহ উপর পড়ে, তবু ঐ শান্ত সৌন্দর্য্য তাহারে নৈতিকতায় ক্ষমার আভাস দিল না, সম্প্রতি ঘৃণায় তদীয় নাসিকা কুঞ্চিত হইয়াছে—যেমন যে মৃতদের উৎকট গন্ধ তাহার ঘ্রাণকে আক্রমণিয়াছে, এমনও যে অন্য বালককে দেখ দেখ বলিয়া সজাগ করিবার মত সংজ্ঞা তাহাতে নাই ; শুধু তীব্র গন্ধ সে আলোড়িত হইতেছে যে সে স্থির ছিল, অতএব তাহার পরবর্ত্তী বালক যখন তাহাকে হঠাৎ ঠেলা দিয়া 'চল কি তুমি করিতেছ' বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করে, এখন সে মতিত্ব পাইল, যে এবং তৎক্ষণাৎ সে সম্মুখের ও পশ্চাতের বালকদ্বয়কে জানাইল, দেখ ঐ বালিকা হ্যাঁ ঐ মনে হয় ঐ বালিকা একটা পুতুল তুলিয়াছে…

কি তোমার তাহাতে….

মানে সে চুরি করিয়াছে।

তাই….ও ভগবান….তুমি বলিতে চাও ঐ মৃতদের মধ্যে একটি….

অবশ্যই ! কি চতুর প্রথমে রুমালটি ফেলে তাহার পর তুলিয়াছে আমি নিজের চোখে দেখিলাম ! চুরি, ম্যান !

অদ্ভুত ! কিন্তু ঐ….হে হে ….মৃত শিশু দিয়া কি করিবে….খেলা যাইবে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু মানে পুতুল কি মরে ? ছিঁড়িয়া যায় ভাঙ্গিয়া যায় আমার ভগ্নীর একটি ঘুমন্ত পুতুল ছিল—সেটা এখন যেটি আছে সেইটির হইতে ঢের....কিন্তু চুরি করিল কেন !

তুমি বলিতেছ ঐ বালিকাটি ঐ বালিকাটি....

হ্যা হ্যা মনে হয়

পাগল ! উহারা খুব বড় লোক জান উহাদের রোলস আছে।

কি করিয়া জানিলে। সে বালক সম্প্রতি রায়েটের (১৯২৫) পরই এই স্কুলে আসিয়াছে সে প্রশ্ন করিল।

আমি দেখিয়াছি।

কিন্তু সে চুরি করিয়াছে....জানি না কেন....

অসম্ভব....সে মৃত চুরি করিবে কেন !

এখন টিটেনাসের আড়া (বুথ) ; ভদ্রমহিলা হাতে এক ছড়ি লইয়া, একটি চার্টে উহা স্পর্শ করত আরম্ভিলেন, ইহাকে কহে 'হুক ওয়র্ম্' ইহা স্বভাবত ঘাসে, ঘোটকের ময়লাতে থাকে, ইহা ভয়ঙ্কর, বালকেরা তোমরা যাহারা খেলা কর মাঠে জানিয়া রাখ কাটা বা ছড়িয়া যাওয়ার স্থান দিয়া ইহা দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, বালিকারা শোন তোমরা ধনুষ্টঙ্কারের কথা বলিয়া ফিরিয়া দেখিলেন কোন বালিকাই নাই...মন্তব্য করিলেন, আশ্চর্য্য বালিকারা গেল কোথায়....

যে বালক মৃত শিশু চুরি দেখিয়াছিল, তাহার চোখ-মুখ দেখিলে বুঝায় যে উৎসাহিত হইয়াছে, তাহার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত, পাশের বালকের সম্মতি জানিতে চাহিল—বলিয়া দিব যে উহাদের একজন চুরি করিয়াছে

থাম—তাহাতে তোমার কি !

কিন্তু চুরি এবং চুরি করা পাপ ! বিবেক বলিয়া ত—এখন বিবেক শব্দ আরোপে, ইহা বড়দের নিকট হইতে শ্রুত, সে নিজেই উজ্জ্বল হইল।

ওঃ তুমি একেবারে সাধু !

খুব সাধুগিরি ফলাইতেছ, ইহা লালছেলে নামে বিদিত, স্কুলমহলে পরিচিত, বালক যোগ দিল।

সাধু সাধুতা নয় শুধু চুরি মানে....মানে সত্যই সাধুতার জন্য প্রত্যক্ষদর্শী কিছু লজ্জা পাইল, বারবার বলিতেছিল ঠিক সাধুতা নয় শুধু !

আমার লক্ষ্য ছিল সেই বাইবেলীয় উক্তিকে এই ব্যাপারে ঠারে খাটান, কিন্তু কোন সূত্রে পারিলাম না একবার মনে লয় প্যারডি হইবে, কখনও ভাবিয়াছি জোর করিয়া হইবে—আর কিছু লাইন বাকি, দেখিব পারা যায় কিনা, বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই ঠিক আছে—অথচ কেন যে হইতেছে না। ঐ উক্তি এইরূপ যে : মৃতরা মৃতদের কবর দিক !

মোটাকণ্ঠে আসিল, কে কথা কহিতেছে এইখানে কোন কথা নয় ! শোন।

এখন চারজন বালক ছুটিয়া আসিল একজনের মুখে জল। ইহারা ঈষৎ হাঁপাইতেছে। তবু কোনমতে হুক ওয়র্মের ছবির প্রতি নজর রাখিয়া শিক্ষককে আড়ে নেহারিতেছিল। উহাদের প্রতিটি মুখে চোখে দারুণ এক খবর ফুটিতে আছে শুধু একজন কোনমতে কহিল, আমরা মৃতশিশু চোরকে দেখিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আর তিনজন সায় দিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, যে মুখ উচ্চ করত উদগ্রীব হইয়া বক্তৃতা শোনার সময়তে ফিসফিস গলায় কহিতে লাগিল, যে আমরা যখন জল খাইতে যাই দেখিলাম, তিন চারটি মেয়ে এক কাট্টা হইয়া....।

বালিকারা পাখীদের মত গ্রীবা আন্দোলন করত কথাতে উন্মত্ত রহিয়াছে, একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুতুলটি নিবিড়ভাবে দেখিতে থাকিয়া চুম্বন সহকারে বলিল কি মিষ্টি ভাই, ইহার পর আপন হস্তের ফিকে রুমাল পুতুলকে পরাইয়া সকলকে প্রদর্শিয়া কহিল—দেখ এখন কেমন সুন্দর দেখাইতেছে ! আর আর মেয়েরা সকলে দেখিল কি সুন্দর, লাভলি, ঈস খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে কি মিষ্টি ! ইহা প্রায় নাচিতে থাকিয়া ঘোষণা করিল এবং যে ইহাও যে কি নিষ্ঠুর ইহাকে ঐ মৃতদের মধ্যে রাখিয়াছিল, কি নিষ্ঠুর ! কি ভাগ্যবতী তুই ভাই ! সত্য কি ভাগ্যবতী । আমি কখনও উহাদের মানে সকল সময়ে উহারে বুকে রাখিব, এক মুহূর্ত্ত ছাড়িব না, একটু বড় হইলে মানে পরে উহার বিবাহ দিব গায়ে-হলুদ লাঞ্চে তোমরা আসিবে । আমার মা না তাহার পুতুলের বিবাহ দিয়াছিলেন, খুব ছোট ছোট লুচি হয় পুতুলের বিবাহের লুচি, আমি কখনও উহাকে ছাড়িয়া থাকিব না—ইহাতে সকলে খুব উল্লসিত হইয়াছে এক চমৎকার সমাজবন্ধন খেলায় আহ্লাদিত ; আমরা বলিব যে ভাগ্যবতী তাহাতে এখন অন্যমনস্কতা আসা উচিত ছিল কিন্তু যেহেতু সে অল্পবয়সী তাই আসে নাই ; কালিম্পঙে পিতার সহিত ভ্রমণের সময় এক ভদ্রলোকের বাগানের অনেক ফুলের মধ্যে অপূর্ব্ব এক প্রস্ফুটিত ফুল দেখে ইহা ক্রিসেনথিমাম বা গোলাপ, বালিকা বড়ই আকৃষ্ট হইল, ফুলটি যাচ্ঞা করিল গৃহস্বামী বালিকাকে ফুলটি উপহার দিলেন । ফুলপ্রাপ্তিতে সে উন্মাদ হইল, পিতা এবং গৃহস্বামী দুইজনে স্বীকার করিলেন বালিকাটি ফুল ভালবাসে—যে এবং গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সে এ হাত অন্য হাত করিল, আরবার বলিল, কি সুন্দর, প্রায় পথই নৃত্যপদক্ষেপে চলিতেছিল, এক সময় কখনও যে উহা ভার হইল, ঐ রম্য বন্ধন জগদ্দল হইল তাহা সে অজ্ঞাত, সে ফুলটি উঁচু করিয়া ধরিয়া নাই, পিতাকে অনুরোধ করিল, ইহা তুমি রাখ ; পিতা উত্তর দিলেন আমার হাতে ছড়ি, পাইপ, দূরবীন, কুকুরের চেইন, তুমি রাখ, সুন্দর ফুল । কন্যা অনুত্তাতে কহিল আমি আর বহিতে পারি না । অন্যমনস্ক ভাবে পিতা বলিয়াছিলেন, আমি পারিব না । তাহা শ্রবণে কন্যা কহিল, তবে ফেলিয়া দি । পিতা উত্তর দিলেন, সে তোমার ইচ্ছা । তখনই বালিকা উহা ফেলিয়া দিল, নিশ্চয় ঐ ফুল বক্র বা সরলরেখা ধরিয়া পড়ে নাই, জিগজ্যাগ ভাবে পতিত হয়, অজস্র যুক্তির গায়ে আঘাতের দরুণই তাহা ঘটে । এবং সে ফুলটি ফেলিয়া দিয়াছিল, আমার ধারণায় বালিকা পরক্ষণে মরিয়াছিল, বাস্তবতায় তাহার অংশ নাই—কি অনাসক্ত ! এখন সে সগর্ব্বে কহিল আমি ম্যাজিক জানি ; সে বলিল মৃতশিশু আমার হাতের যাদু আছে এখন ইহা সজীব ইহার বিবাহ দিব—তোমরা সকলে প্রথম টারমিনালের পর আসিবে, আমি উহাদের (অন্য দলীয়দের) গায়ে হলুদ লাঞ্চে বলিব না····কি সুন্দর কি সুন্দর !

যে বালকের মুখে জল এখনও শুকায় নাই যে বালক বাবাকে, বাপী সম্বোধন করে, সে বলিল, মেয়েরা চুরি করে আমি জানিতাম না ! আশ্চর্য্য ! সেই চারজনের মধ্যে একজন কহিল, তুমি বলিলে না যে ইহারা পুতুলটির বিবাহ দিবে ?

তাহা আমি শুনি নাই—

বিবাহ ! তাহলে, ভাল বেশ ত, একজনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল ।

প্রত্যক্ষদর্শী, যে সাধু হইতে চাহে নাই সে মহাভ্রমে পড়িল, সেই ভ্রম নিশ্চয়ই যাহা এই সকল পদ প্রসূত যে মৃত্যুর হার, শিশু মৃতশিশুসকল পুতুল-বিবাহ ! সে নিশ্চয়ই যখন নাসিকা কুঞ্চিত করে গলিত গন্ধে তখন ধ্রুবজ্ঞান হয় যে উহারা মৃত উহারা ভূত হইতে পারে । যদি এই দৃশ্য, ঐ চারজন বালকদের দর্শনে সৌভাগ্য হইত, যাহা এই হয় যে ঐ বালিকারা অভাবনীয় এক ঘুমপাড়ানী গীত গাহিতে আছিল । যে গীত ইহা : আসিয়াছে পরীরা পাখাতে ভর করিয়া, আনন্দে পাতারা কাঁপিতেছে···· । এবং ইহা অতীব মৃদু কণ্ঠে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর যে বালিকা ঐটি অপহরণ করে তাহারই হাতে সেই পুতুল দোল খাইতেছিল, বালিকার ওষ্ঠে ইহা স্ফুট হয়, লক্ষ্মী ঘুমাও, সোনা ঘুমাও ! যেমন উহার কোলেতে মানে হাতে এক অশ্রুতপূর্ব্ব যুক্তি প্রতিষ্ঠিত, সেই পুতুল এখন যাহার ঘুমের জন্য ঐ গান হয় ; এইখানে যদি পার্ক হইত, বা মাঠে হইত তাহা হইলে সুনিশ্চিত যে বালিকারা ঐ মাকে বেড় করিয়া নাচিত, ফলে যে এবং ক্রমে নৃত্যরতদের ঐ স্কুলের ফ্রক্ হাল্কা সিল্ক ফলসা রঙে পরিবর্ত্তিত হইত, কিন্তু এখানে অনেক লোক ; আজ গভর্নর আসিবেন এখানে শালু সেখানে পাম, লোকের হাতে জলের ঝারী—অদ্য বেবী কম্পিটিশনের প্রাইজ দেওয়া হইবে এই কারণে, মাননীয় গভর্নরের স্ত্রী ঐ পুরস্কার দিবেন, একটি ছোট ওজন 'এ্যাভারী' লেখা টেবিলে আছে। এখন ঐ নৃত্যের ব্যাপার দেখিলেও উহা কহিলে সে আরও উৎক্ষিপ্ত হইত, একে চুরি তাহার উপর ইহা লইয়া সোহাগ, আনন্দ ! আরও মরীয়া হইত যদি শুনিত যে চোর যখন উত্তর করিল, মা যদি জিজ্ঞাসা করেন বলিব গভর্নর আমারে দিয়াছেন। অন্য বালিকা ত্রস্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে, জানিতে চাহিল, বল না কি বলবি ? বালিকা, পুতুলটি এখন যাহার, চোখ বুজাইয়া কহিল, বলিব তুই প্রেজেন্ট করিয়াছিস ! ভাগ্যে বালকেরা এই কথাবার্ত্তা শুনে নাই ! টিটেনাসের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পূর্ব্বে, হুইসিল বাজিল, এবং কড়া মেজাজে ঘোষণা হইল লাইন কর, যাহারা নিজের গাড়ীতে যাইবে, যাহারা ট্রাম ! ফলে ট্রামে মাত্র চার পাঁচজন, ইহাদের প্রায় তিনজন ট্রাম ভ্রমণের লোভে বাড়ির গাড়ী মানা করিয়াছে। শিক্ষক আজ্ঞা করিলেন, এখন লাইন ধরিয়া চল, যে এবং শিক্ষক, যাহারা গাড়ীতে যায়, তাহাদের ব্যবস্থা করিতে গিয়াছেন. এখানে তাহারা রহিল যাহারা ট্রামে যাইবে, সহসা এমত সময়ে যে বালক বালিকাদের আতিশয্য দেখিয়া থাকে, সে প্রকাশিল, ঐ যে সেই বালিকা ! যে পুতুল লইয়াছে।

ঐটি ত রোলস নহে, ডেমলার, হ্যাঁ ডেমলার ! বালিকা কি ফেলিল, দেখ দেখ ! চকলেট-মোড়ক !

তাহা ত উড়িত ; সাদা ! নিশ্চয় সেই পুতুল ! যাইব ? মহাশয় ত নাই, যাইব !

বালক তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিল, মুখচোখ রক্তবর্ণ এতবড় অপরাধ ঘটিতে পারে তাহা কল্পনাতে সে ভাবে নাই হাত খুলিয়া প্রদর্শিল কি অনুপস্থিতত্ব ! এক পুতুল। অন্যান্যরা পরস্পর বলিতে লাগিল, কি নোংরা, কি ঘৃণ্য, কি নিষ্ঠুর—সত্যি কি সুন্দর ! বেচারী ! অতঃপর হতাশায় এমনভাবে ভ্রূ-কুঞ্চিত হয় দু-একের যে বালিকা যেমন মরিয়া গিয়াছে। যে বালক রোজ স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নকথা বর্ণনা করিয়া থাকে যে সে বিকল হইয়া আছে।

শিক্ষক ফিরিতেই উহারা লাইন ভাঙ্গিয়া রুদ্ধশ্বাসে ভাঙা ভাঙা সব তত্ত্ব দিতে আরম্ভিল. প্রস্তাব ছিল—ঐটি মৃতদের মধ্যের একটিকে ফিরত দিয়া আসিব কিনা, শিক্ষক হাতে হাত মুড়িয়া সব শুনিবার পর, হুইসিল বাজাইলেন, লাইন কর, ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও মৃত শিশুকে....ত্বরা কর।

—কৃত্তিবাস। জানুয়ারি—মার্চ ১৯৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলার বিচার

মাধবায় নমঃ তারা ব্রহ্মময়ী মাগো, জয় রামকৃষ্ণ ! ঠাকুর করুন, যাহাতে আমরা অতীব গ্রাম্য—আমাদের নিজস্ব জীবনের ঘটনা সরলভাবে লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি ; ইহা ১৯৩০ এর আগেকার সময়ের কথা । ইহার স্থান, কলিকাতার দক্ষিণে ২৪ পরগণা অঞ্চলে, ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের দক্ষিণভাগের যে তিনটি শাখা বিস্তৃত, তাহারই একটির, সর্বশেষ ইষ্টিশানের কিছু মাইল দূরে অবস্থিত ।

বালকটি অটল রহিয়াছিল ; এই সময়তে সে গাত্রস্থিত সার্টটিকে আপন দেহেতে যথাযথ ভাবে বসাইয়া লইতে বিবিধ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা চেষ্টা করিতে আছিল ; তৎসহ সে দেখিতেছিল, ঐ সুবিশাল ফাঁকা জমি, কোথাও গ্রাম, পথ, বৃক্ষ, উড়ন্ত পাখীসকল, এ সমস্ত কিছু তাহার দেহ মধ্যে ছিল আর সে বিশেষ উত্যক্ত হওয়াতে ঐ সবকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে—কোথাও তাহার ঘাম, কোথাও তাহার গাত্রগন্ধ এখনও লাগিয়া আছে—অধুনা সে এই চরাচরের সহিত কোন সম্পর্ক আর রাখে নাই ।

ঐ লোকটি দুই হাতে লম্বাটে দুইটি কাপড়ের থলি লইয়া, বেসামাল পদক্ষেপে, কখনও হাঁপাইতে থাকিয়া, থপথপ করিয়া আসিতেছে সঙ্গে ঐ মেয়েটি এখন উহার ডাহিনে পরক্ষণেই বামে ছোটাছুটি করিতেছিল । বালকটির এতটুকু মায়া হয় নাই বরং ঐ দৃশ্যকে মহা তামাসার বলি বোধ হয় ! আশ্চর্য্য ইহার কারণে সে নিজেরে ধিক্কার পর্যন্ত দেয় নাই । একবারও মনে করে নাই ঐ লোকটি কে ? এরূপ বিজাতীয় ঘৃণায় তদীয় স্বাভাবিক বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে ।

বরং মা যদি যাহা সে দেখিতেছে তাহা প্রত্যক্ষিত তাহা হইলে, কুরুক্ষেত্র বাধাইতো, যদি মা ইহা শোনে, তবে নিশ্চয় বলিত, তুই উহাদের ফেলিয়া চলিয়া আসিলি না কেন ? এখন মা যেটুকু শুনিয়াছে তাহাতে এখনও শেলসম নিষ্ঠুর বচন সকল উচ্চারিতেছিল, তোমাকে কি ঠাকুর গরু ভেড়ার বুদ্ধিও দেন নাই, ফাঁসির আসামীও রয়ে বসে খায়, নোলা তোমার সুক্‌সুক্‌ করিতেছিল, হঠাৎ ইহার পরেই তিরিক্ষি কর্কশস্বরে—কেন না বাবা কি যেন বলিল—ঝাঁঝিয়া জবাব দিল, মরে যাই ! তিনি তোমায় সাতজন্ম পেটে ধরিয়াছিলেন, ছাড় ! উহারা বলিল আর তুমি গিলিতে বসিলে, তোমার লজ্জা করিল না, তুমি না বল, গীতায় ভগবান বলিয়াছেন পরিমিত আহার ! তোমার গীতা পড়ার মুখে ঝাড়ু । মনে পড়িল না যে আমার একটা মান মর্যাদা আছে ! ছাঁদা বহিলে ।

বাবা স্নান করিবার পর এখন একটু ভাল, গম্ভীরভাবে তক্তাপোষে বসিয়া আছে ; বোন শুইয়া ছিল । বালক মায়ের গঞ্জনা শুনিতেছিল । এই সময়ে বাবা মৃদু স্বরে কহিল, নে শুইয়া পড় তুই । হঠাৎ মেয়েটি কহিল, মা ঢের হইয়াছে এইবার উঠ ! উঠ !

ক্রমাগত মায়ের খেদোক্তি ঝিঁঝি রবের সহিত মিলিত হইয়া এক বড় করুণ ধ্বনি সূচিত হইতে আছে । একটি শব্দ বারংবার শ্রুত হয় যে আমরা গরীব ! এবং বালক প্রতিজ্ঞা করিল, বড়লোক হইতেই হইবে, এবং সে অঙ্গুলি মটকাইল । প্রতিজ্ঞা করিল ; কিন্তু সেই সাবরেজিস্ট্রী অফিসের কর্মচারী পুত্র বলিয়াছিল, তোমার ব্যারিস্টার হওয়া ঠিক নয়, আমাদের ডাক্তার হওয়া উচিত ইহাতে দেশের উপকার ! ইহাতে ধন্ধ লাগিল । অবশ্য ডাক্তারীতে পয়সা আছে । মাকে টায়রা সে কিনিয়া দিবে তৎসহ বোম্বাই বেঁকি চুড়ী—ইহাই চমৎকার । এবং সে সর্বসময় দিনের আতঙ্কদায়ী ঘটনা ঠেকাইতে বহু কিছু ভাবিতে চাহিল ।

লোকটি গায়ে আর কোট পর্যন্ত রাখিতে অস্থির হইল, ইতঃপূর্বে সে উড়নি লইয়া ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনই আতান্তরে পড়িয়াছিল, উড়নি লইয়া কি যে করিবে তাহা বুদ্ধিতে কুলায় নাই ; অবশেষে অল্পবয়সী কন্যা যাহার মুখে শ্রী হাস্যকর কিম্ভূত—চোখের কাজল এখানে সেখানে, পানের দাগ দুই কষময়, পিক্ বেসামালে ফ্রকে, কহিল, আমারে দাও !

লোকটি তৎক্ষণাৎ নালিশের ছাঁদে স্বীয় মনঃক্ষোভ প্রকাশিল, দেখ হতচ্ছাড়া দেখ, ছোট বোনকে দেখিয়া শিক্ষা কর। নির্লজ্জ বেহায়া ! ভাবিয়াছে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছি ত আর কি, আমার দায় দায়িত্ব আর নাই, সব ঋণ কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিলাম ! এই পর্যন্ত বেচারী মহা শ্বাসকষ্টের সহিত ভাঙা শব্দক্রমে উচ্চারিল।

ও বাবা তুমি কেমন করিতেছ...ছাঁদাটা...এই দাদা ! মরণ দশা ! ধরনা।

না না, তোমার দাদা কেন লইবে। তিনি লইলে তাঁহার মান যাইবেক ! এই পর্যন্ত কোন রকমে অভিনেতার ভঙ্গিতে বলিয়া লোকটি, বেশ বুঝাইল যে, শ্বাস কষ্টে চলিবার শক্তি হারাইল, ইহারই মধ্যে একবার কাতর দৃষ্টিতে আপন পুত্রকে দেখিতে কালে কন্যাকে বিশেষ আর্ত কণ্ঠে কহিল, একটু জল আনিতে পারিবি, মুখে চোখে দিব। কিসে করিয়া আনিবি মা !

কেন কচু পাতায়। বাবা তুমি কথা বলিও না।।এই দাদা লজ্জা করিতেছে না তোর ! ছোট লোক।

বালকটি রাগে অপমানে পুড়িতেছিল, পিতার কষ্টে সে ঈষৎ মাত্র নরম হইল না, বরং ইতরের মত ভগিনীকে উত্তর দিল, দেখ বেশী বাড়াবাড়ি করিবি না ! এবং ইহার সহিত নিজ ছোট দেহ কম্পিত করত মহাদুঃখের এক শ্বাস ফেলিয়াছে। মনে তাহার ইস ! শব্দটি কেবলই বারংবার ধোঁয়াইয়া উঠিতে আছিল ; সমস্ত নিমন্ত্রিতরা যদিও দেখিল লোকটিকে মহা আদরে গৃহিণীগণ খাওয়াইয়াছেন, তবু কত যে বিদ্রূপ করিল তাহা বলা যায় না, কেহ বলিল পোস্ট বক্স ! (যাহাতে কখনও চিঠিতে পূর্ণ হয় না) সকলেই তাহার দিকে তর্জ্জনী সঙ্কেতে ব্যক্ত করিল, এই ছেলেটি নিম্ন প্রাইমারীতে প্রথম হইয়াছে—ঐ ভদ্রলোক ইহারই পিতা ! ঐ বুদ্ধিদীপ্ত বালকই উহার পুত্র ! কেহ চিন্তার ভানে টিট্টিকার দিল, দেখ এখন তো খাইতেছে পরে কি ঘটে।

নিশ্চয় আমার জামা কাপড়ের কোথাও ছেঁড়া, এবং সে সপ্রতিভ হওয়ত খুঁজিল।

কেহ বিস্ময় প্রকাশিল, মাইরী এত সব কোন গহ্বরে যাইতেছে। লোকটি কি মরিবে ?

বালক মাটিতে যেমন মিশিয়া যাইতে চাহিল ; কখনও মনে ভাবিল আমার মূর্খ হওয়া লাস্টবয় হওয়া উচিত।

গৃহিণী কহিলেন, দিদি তখনই বলিয়াছিলাম, পাঁচ চোখের সমক্ষে ইহারে, মহাশয়কে খাইতে বসাইও না। দেখ গোমস্তা মহাশয় আর খাইতে নারাজ ! পাতা বদলাইতে দিবেন না, ও 'অমুকের মা', তুমি হাঁ করিয়া বাছা দাঁড়াইয়া রহিলে কেন ! দিদিকে ডাক দেখি।

এখন কেহ এই কথা বলিতেছে, এ সময় ব্রাহ্মণ এত খাইল যে, সে পঙ্‌ক্তির পাশেই শুইয়া পড়িল। লোকে, ঐ অবস্থা দর্শনে, মহা চিন্তিত হইল ; ভাবিল, ব্রাহ্মণ বুঝি মারা যায় ! পুণ্যাত্মা গৃহস্থ তখনই—এই পর্যন্ত বিশদিয়া বক্তা থামিলেন, কেন না পরিবেশনকারী মাছের কালিয়া হাঁকিতে আছে, সে প্রস্থান করিতেই—খেই ধরিলেন, গৃহস্থরা ডাক্তারকে খবর দিল ; ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া দুটি বড়ি খাইতে দিলেন। ব্রাহ্মণ সেই বড়ি কোন মতে চোখ চাহিয়া দর্শনে কহিল, রে মূঢ় ডাক্তার ঐ দুটি বড়ির মধ্যে একটিও যদি খাইবার জায়গা পেটে থাকিত ত আমি দুইটি লাড্ডু খাইয়া ফেলিতাম !

গৃহিণী চারিদিকে বিশেষ উদ্‌গ্রীব হওয়ত নেত্রপাতে স্বীয় স্বামীকে খুঁজিলেন, অথচ এক মুহূর্ত আগে তিনি, অবলোকনিয়াছিলেন যে,তাঁহার স্বামী জোড়হস্তে প্রতি নিমন্ত্রিতকে আদর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপ্যায়ন করিতে কালে নিবেদিতেছিলেন যে, লজ্জা করিয়া খাইও না—এইসব প্রায়ই পাঁচ বাড়ির গৃহিণী,—যাঁহারা আমার বড় শ্রদ্ধার পাত্রী, যাঁহারা আমার এ দায় স্বেচ্ছায় উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা হাত পুড়াইয়া রাঁধিয়াছেন।

এত আয়োজন! খাওয়া কি সোজা কথা! ইহা শুধু আমাদের শাস্তি দিতে! আমরা ত দ্বারকার দশ সেরী বিশ সেরী বামুন নহি! এত রকম মাছ! কোনটি ফেলিয়া কোনটি খাই!

নিম্ন কণ্ঠে পার্শ্ববর্তীকে একজন কহিল, উপরোধে ঢেঁকি গিলিতে হইবে! লোক কি করিতেছে।

মা গো তুমি শোন, সবই ঠাকুরের ইচ্ছা—উচ্চারিয়া বৃদ্ধ গায়ের উড়ানিতে চোখ মুছিলেন, পুনরায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে প্রকাশিলেন, আমার মা যাইবার আগের দিন, হিক্কা উঠে নাই—ঐ যাহা ভোর রাত্রিতে একবারই উঠে!—যাইবার আগের দিন কি কি রান্না হইবে, কাৎলার মুড়া আর রুই মুড়া মিশ্রিত যেন ডালে দেওয়া না হয়; মাছ ছয় হইতে বড় জোর সাত সেরই! এমনই কত কথা! কে কহিবে তাঁহার ছিয়ানব্বই বছর বয়স হইয়াছিল, যাইবার সময় হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ রাম নাম,...কি তোমার পাত যে খালি! পেট ভরিয়া খাও!

এমত ক্ষণে দিদি আসিলেন, গৃহিণীর নালিশ শুনিয়া ধমকিয়া উঠিলেন, দেখ, খেলা করিও না, আমার মা প্রায়ই বলিতেন, তুমি নিজ কানে শুনিয়াছ, যে তুমি পেট ভরিয়া খাইলে তিনি শান্তি পাইবেন। ধ্যান্‌পানা করিয়া আবার কোটের বোতাম দেওয়া হইয়াছে—খোল বোতাম! পেটের উপর অমনধারা আঁট রাখিলে মানুষে খাইতে পারে!

দিদি আপনার পা ছুঁইয়া শপথ করি! আর জায়গা নাই!

অথচ মাছ এখনও স্পর্শ করে নাই, ডাল পর্যন্তেই হাত গুটাইতেছ!

দিদি, বল কি আমি ঐ দিকে ব্যস্ত, সর্বনাশ, ডাল খাইবে না কেন, যেমন বলিয়াছিলে মা'কে—দালচিনিগুলি না বাটিয়া টুকরা করিয়া দিতে—ঠিক তেমনই হইয়াছে! তাই তুমি খাইলে! তুমি মরিতে ঐ দিয়াই অত ভাত খাইলে কেন! না দাদা ও বলিলে চলিবে না!

বৃদ্ধাকর্তা ভোজনের পূর্বাহ্ণে জানাইয়াছিলেন, যে আমরা পোলোয়া (পোলাও) করি নাই, কারণ ইতিপূর্বে আমাদের বাবুর কন্যার বিবাহতে যে ভিয়ানের বামুন আসিয়াছিল সে বাবুকে বলিতেছে, বলিতেছেই বা বলি কেন, বলা ভাল বুদ্ধি দিতেছে, পোলোয়া করুন উহাতে নিমন্ত্রিতদের মুখ মারিয়া দিবে, আর যাহা সব পদ হইবে তাহা খাইতে রুচি চলিয়া যাইবে—নেবু খাক্ আর যাই খাক্!

আপনারা জানেন, আমার বাবু যিনি আমার অন্নদাতা, তাঁহারা মুঘোল আমল হইতে জমিদার, দশশালা ব্যবস্থার কোম্পানীর তৈয়ারী উট্‌ক জমিদার নয়! ভিয়ানের বামুনের কথা শুনিয়া রাগে অপমানে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, এত বড় আস্পর্ধা আমাকে ঐ উঞ্ছ বুদ্ধি দেওয়া, বেটা ভাবিয়াছে কি!

ভিয়ানের বামুন আপন প্রমাদ বুঝিল, কহিল বাবু মহাশয়, কলিকাতায় সবাই জজ ব্যারিস্টারদের...।

তৎশ্রবণে বাবু আরও রাগিয়া উত্তর করিলেন, সেই হারামজাদাগণকে চাপকাইয়া সোজা করিতে হয়! যাহারা জ্ঞাতি আত্মীয়র প্রভেদ কি জানে না—দায় বিদায়ে সাহেব নিমন্ত্রণ করে, যাহারা নিজ সর্বস্ব ভাবে, শালারা স্বার্থপর—! সেই বেটাদের সঙ্গে আমাকে এক করা—দারওয়ান এই বেটাকে পাঁচ জুতি মারিয়া ফটকের বাহির কর!

পরে একটু ঠাণ্ডা হইতে আমাদের বাবু কহিলেন, ঐ হারামজাদাগণ শুনিয়াছি তোমাকে এক রেকাব খাবার দিল, তুমি কিছু ফেলিয়া রাখিলে; অমনই সেই রেকাবের খাদ্য অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগতকে দেয় ! ছি ছি । আর আমাদের !...তোমরা দেখিলে, জ্ঞাতি কুটুম্ব খাইবে, তাহাদের মুখ মারিয়া দিতে হইবে। কি কথার ছিরি। কলিকাতা নষ্ট হইয়া গেল। লোকে যদি টের পায় আমার সামনে ভিয়ানের পাচক বেটা ইহা বলিয়াছে, ছি ছি। অথচ দেখিয়াছে, যেক্ষেত্রে শুনিতেছে যে, লুচি দুধ-জলের বদলে দুধ দিয়া মাখা হইবে—যাহাকে লুচি বলিত তেমনই হইবে। কোথায় পাবনা হইতে গব্য ঘৃত আনাইতেছি—যশোহর খাটাল তেমন নহে। বলিয়া—পুনঃ রাগত প্রকাশিলেন বেটাকে কয়েদ করা উচিত ছিল ! 'মুখ মারিয়া দিব' শুনিয়া আমার গা কাঁটা দিয়া উঠিল। বাবুর নিকটে আমরা বিভিন্ন মহালের নায়েবরা মনুষ্য চরিত্রের বিকৃতি ঘটিয়াছে জানিয়া—তাহাও উচ্চশিক্ষিত ধনীদের মধ্যে জানিয়া ম্লান করিলাম !

বৃদ্ধকর্তা, নিজ জমিদারবাবুর মানসিকতা চমৎকারভাবে বিবৃতিয়া যোগ দিলেন, আমাকে ঠাকুর ! বাবুর কথা স্মরণ করাইয়া বাঁচাইয়াছেন, ইহা আমার মা'র কাজ, পিতৃদায়ের পর এইটি একটি পরম নিষ্ঠায় সম্পন্ন করিবার ক্রিয়াকর্ম—তাহার মধ্যে কপটতা করিব এ যেন আমার অধস্তন কোন পুরুষের কেহ না ভাবে !

পঙ্‌ক্তির সকলে ধন্য ধন্য করিলেন, বলিলেন, আপনি অতীব সততা ও সাধুতার পরিচয় অদ্যই নহে চিরকাল দিতেছেন, এই পরগণায় আপনার মত সজ্জন নায়েব কেহ কখনও দেখে নাই, অতি বেয়াড়া প্রজাও স্বীকার করে—মানুষ ত ঐ একটি ! অতএব আপনার পোলোয়া না করার কৈফিয়ৎ দিবার কোন অপেক্ষা রাখে না !

এখন তাহা হইলে বসিতে আজ্ঞা হউক ! বৃদ্ধকর্তা বলিলেন, আমি সর্বোত্তম টেবিল রাইস যাহা বড়লাট ছোটলাট আদি গণ্যমান্য ইংরাজ রাজপুরুষগণের, শুধু এখানেই নয় ইংলণ্ডে পর্যন্ত, অতীব প্রিয় সেই চাউল আমি সংগ্রহ করিলাম, যাহাতে আমার মায়ের নিয়মভঙ্গের কাজে ব্যবহার করিতে পারি। ইহা, এই চাউল, আরব আগত, বা পেশোয়ারী হইতে যারপরনাই উপাদেয়। অতঃসেই লুচিও করা হইয়াছে—তবে ময়দা এতৎদেশীয়—রুলের (এনড্রুইয়ুল। লোক মুখে, রুল), ইংলণ্ডের ময়দার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আপনারা জানেন এখন স্বদেশীর হাঙ্গামা ! গতকল্য ব্রাহ্মণগণ প্রীত হইয়াছেন অদ্য আপনারা হইলে আমার মা শান্তি লাভ করিবেন।

বালক তেমনই দাঁড়াইয়া গাছের পাতা ছিঁড়িতেছিল, এখন অসম্ভব রোদ, চারিদিক জনমানব শূন্য, সে দেখিল ছোট বোন কচু পাতা ছিঁড়িয়া রাস্তার ঢালুর নীচে খাল হইতে, যেখানে কিছু শালুক আছে তন্নিকটে জল আনিতে যাইতেছে, মেয়েটি ভয়ে আড়ষ্ট, হঠাৎ একবার মুখ ফিরাইয়া কহিল, দাঁড়াওনা বাড়ি চল আমি সব মাকে বলিয়া দিব ! ছোট লোক।

বেশ দিবি ত দিবি ! এবং ইহার সহিত আরও কতকগুলি অভব্য পদ সে উচ্চারণ করে যাহা তাহার নিজের কানে তুলিতে অর্থাৎ শুনিতে লজ্জা হয়। বেচারাতে হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞান, মান্য গুরুজন, শ্রদ্ধেয় আদি উচ্চবর্ণ উচিত মর্যাদা বোধ আর ছিল না—তাহা অপহৃত হইয়াছে, দেহ বিষাইয়া উঠিয়াছে, লাঞ্ছনাতে তাহার বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডলকে লাল করিয়াছে, কেন না খাওয়ার পর পুকুরে মুখ ধুইবার সময়ে, কয়েকটি অসভ্য বালকরা যখন মুখ প্রক্ষালনের জল লইয়া ইতর আমোদের একসা করিতে আছিল, তখন সে বেচারী ঘাটের উপরে বয়সীদের মধ্যে ছিল, এইবার ঐ খেলা শেষ হইল তখন একজনেতে কহিল, ঐ সব লোককে কিছুমিছু খাইতে দিতে হয়, তাহা হইলে টের পাইত। এহেন রসিকতা করিয়া সকলের মুখের প্রতি তাকাইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোর বিবাহতে উহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া কিছুমিছু খাওয়াইবি ত !

কিছুমিছু গল্পটি ভারী মজার, ইহা বহুদিনের, ইহার চরিত্রগুলির মধ্যে বিক্রেতা বাদে কোথাও মা শাশুরী, কোথাও দিদি ইত্যাদি এবং কোথাও জামাই বা পুত্র বা ভাই রূপে বদল হইয়াছে। মা পুত্রকে একটি টাকা দিয়া কহিল, বাছা শ্বশুড় বাড়ি যাইতেছ, পথ অনেক, যাইতে কালে যদি ক্ষুধা পায়, এই টাকা দিয়া কিছুমিছু কিনিয়া খাইও। পুত্র অনেক পথ অতিক্রম করিবার পর এক হাটে পৌঁছাইল। প্রায় প্রতি দোকানে খুঁজিল কিছুমিছু পাওয়া যায় কি না। কিন্তু কোথাও কিছুমিছু পাওয়া গেল না, ইহা হাট দূর হইতে নূতন পসরা আসিতেছে—সে পুনরায় নূতন পসরাতে খুঁজিল, এক হাটুরে পসারী একটি বুনো ওল দেখাইয়া কহিল, এই ত কিছুমিছু কতটা চাই ! পুত্র কহিল, এক টাকার ! হাটুরে পসারী তাকে বুনো ওলটি দিল। এবং সে ঐ ওল লইয়া এক বৃক্ষের তলে বসিয়া খানিক খাইতে বাপরে মারে করিয়া উঠিল ! ওলটিতে গলা বিষাইয়া উঠিল।

বিবাহের ঢের দেরী গোমস্তাবাবু ততদিন থাকে কি না...তাহা হইতে তোর ঠাকুরদাদার অবস্থা ত এখন তখন নাভিশ্বাস !

উহার ঠাকুরদাদার অবস্থা বছরে একবার করিয়া ঐরূপ হয়...মরিলেই হইল ?

যাহার ঠাকুরদাদা সে সত্বর কহিল, তোমাকে বলিয়াছে, বলিয়া আর তর্কে না গিয়া তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিল।

অন্যান্যরা হাসিল একজনে জ্ঞাত করিল, আমি সব জানি, উহার বাবা এক পয়সা খরচ করে না, বলে, বাবার অসুখ সারিবার নয়, টোটকাতে তবু ভাল কাজ করে। ডাক্তারের কর্ম নহে ! উহার বাপ ডবল কঞ্জুষ !

অথচ দেখিবি শ্রাদ্ধে খুব ঘটা করিতেছে, 'বাঁচলে দিবে না দানা পানি। মরলে দেবে ছানা চিনি ॥'

বলে না, 'জীয়লে দেবে না তুণ্ডে, মলে দেবে—বেনা গাছের মুণ্ডে ॥'

উহার বাপ সে পুত্র নহে—বরং সকলকেই কিছুমিছু খাওয়াইবে।

যে লোকটি খাইতেছে তাহাকে গিয়া বল না—উঠিবেন না কিছুমিছু আছে।

তাহাও হয়ত হজম করিবে !

বালকের মধ্যে, যে এখনও গাছের নিকটে আছিল, কি ভাবে যে মান চেতনা, সাধারণের তুলনায় একটু বেশী যাহা, গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ঠাকুরই জানেন ! শ্রাদ্ধ বাড়ির নিয়মভঙ্গের নিমন্ত্রিতদের বাক্যের শ্লেষ তাহারে কণ্টকিত করিয়াছিল ! ইহা সত্য তাহার মায়ের শাসন ও মর্যাদা জ্ঞান তাহাকে প্রভাবিয়াছে ; যদি কখনও খাওয়ার দেরীতে সে ক্ষুণ্নমনা হইল, তখনই তাহার মা বলিয়াছে, সব যেন বালুর ঘাট হইতে এখানে আসিয়াছে, (বালুর ঘাটে ১৯২৫/৩০-র মধ্যে দুর্ভিক্ষ হয়) আবার খাদ্য অপচ্ছন্দ তাহার হইলে মা কখনও কটাক্ষিয়াছে, এখানে সব মরিতে আসিলে কেন ? বড়লোকের ঘরে জন্মাইতে পারিলে না। গরীবের ঘরে যখন জন্মাইয়াছ, তখন সব সহিতে হইবে, ইহা ভাল লাগিতেছে না উহা মন্দ, ইহা বাসি, এইসব ভিরকুটি করিলে ভগবান রাগ করেন।

এই নিমন্ত্রণে আসিবার সময়ে মা পৈ পৈ করিয়া পড়াইয়াছিলেন, দেখ, এমন খাইবে না যাহাতে লোকে হাঘর হইতে আসিয়াছে বলিতে সাহস করে, যাহা দিবে তাহা খাইবে নষ্ট করিবে না, নষ্ট করিলে ঠাকুর অসন্তুষ্ট হন, মা লক্ষ্মী তাহাকে ছাড়িয়া যান—কখনও যত ভালই লাগুক্ দ্বিতীয়বার চাহিবে না, পান একটা খাইতে পার তবে দেখিও পিক না জামাতে পড়ে ! ভুলিও না তোমরা গরীব মানুষের ছেলেপিলে, এতটুকুতেই বদনাম হইবে ! প্রথমই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হও আর যাহাই হও !

বালকটির মনে এই সব কথা নিশ্চয়ই রেখাপাত করিতেছিল, ইহাও মন্তব্যিয়াছিল, কৈ বাবাকে ত একটা কথাও বলিল না ! নিজেই উত্তর করিতে, এইটুকু ভাবিয়া থামিয়া কহিল আমি একবার বাড়ি যাই না, বলিব আমাদের ত সাত সতেরো লেকচার দিলে, বাবাকে ত একটি কথাও বলিলে না, বরং বলিয়াছিল যে, এইটা খাইব না, উহা নহে ; দেখ যেন উঁহারা খুশী হয়েন, দুর্গা দুর্গা ! আর আমার জন্য কিছু দিতে চাহিলে কিছুতেই লইবে না । আমার দিব্যি রহিল, এমন কি সন্দেশ ইত্যাদি পর্যন্ত নহে ; উহাদের আত্মীয় জ্ঞাতি কুটম্ব বাড়ি পূর্ণ, আমি না যাইলে যে খাদ্যদ্রব্য সকল ফেলা যাইবে এমন নহে ! ছাঁদা লইয়া আসিলে মঙ্গল হয় না । লোকেই বা কি বলিবে, হাভাতের ঘর হইতে আসিয়াছে, না হইলে ছাঁদা বাঁধে !

ঐ ঢালু সবুজ ঘাসের প্রসারে বাবা পা ছড়াইয়া পশ্চাতের দিকে দুই হাতে ঠেস দিয়াছে এবং ঊর্ধ্বে মুখ তুলিয়া আঃ আঃ শব্দ করিতে আছে । আর ছোট বোন কাতর দৃষ্টিতে ঐ দশা দেখে ।

ঐ পর্যন্ত মননের শেষে, মর্মে নিপীড়িত বালক সুবিস্তৃত দিক চরাচরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, সর্ব স্থান তাহারই গাত্রদাহের উত্তাপে ঝলসাইয়া গিয়াছে, এমন যে পাখীর ডাকগুলি অবধি নিস্তার পায় নাই, মধুর গান সকল পুড়িয়া ফর্‌ফর করিয়া ফিরিতে আছে ; সে চোয়াল শক্ত করিয়া পুনঃ এইদিকে অর্থ রাস্তার দিকে নজর করিল, দেখিল, কোথা হইতে এক গোবর কুড়নী বুড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তর্দ্দশনে তাহার, বালকের, দেহে অদ্ভুত সিঞ্চিড়া লাগিল, ইহারই মধ্যে সে বিশেষভাবে তাহারে নিরখিল !

ঐ বৃদ্ধার চেহারা হাড়সার, পরণে মলিন ছিন্ন অপটু সেলাই করা কাপড়, যাহার আঁচল ভাগ, দড়ির মত ডান কোমরের আঁটন হইতে বাম স্কন্ধ পার হইয়াছে, বাম হস্তের কব্জি একটি বেশ বড় চ্যাঙারী-ঝুড়ী কাঁকে চাপিয়া আছে ; বৃদ্ধা প্রস্তরীভূত ; উহার দৃষ্টি ছিল, ঢালুর উপরে পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকা লোকটির দিকে, লোকটি দুই হস্ত পিছনে অনেকখানি প্রসারিত করিয়া জমি ঠেস দিয়া, মাথা যতদূর সম্ভব পশ্চাতের দিকে হেলান এবং সমস্ত মুখ উন্মোচিত আছে, যে এবং মহা যন্ত্রণার এক প্রকার শব্দ উহা হইতে নির্গত হইয়া থাকে !

লোকটির গাত্রস্থিত নকল আলপাকা-র (আলপাকা একরূপ জন্তু—উহার লোমের) কোট—তাহার সমস্ত বোতাম খোলা । একটি কচি মেয়ে কচু পাতা দিয়ে পাগলের ন্যায় হাওয়া করিতে সময় কি যেন বলিতে আছিল এবং কান্দিতেছে । সে বলিতেছিল, বাবা তুমি এইরূপ কেন করিতেছ ? তোমার কি হইল ।

গোবর কুড়নী বৃদ্ধা নিজের পিঙ্গল বর্ণের জটিল চুল খামচাইল, কত রকমারি ভাবভঙ্গি নিজ দেহে ঘটাইয়া জিজ্ঞাসিল, এই ছেলে, ঐটি তোমার বাবা ! কি হইয়াছে ? বালক অতিমাত্রায় বিদ্বেষ বিরক্তি অন্য দিকে মুখ ফিরাইল । এই ইচ্ছাকৃত অস্বীকারের অভিব্যক্তি তাহার নিজেরই বড়ই চোরা প্রীতির কারণ হয় ; তাহার মতি এইরূপ যে তাহাকে যেন মুখ আর ফিরাইতে না হয় ! অবশ্য তখনই নিজের ঐ মতিচ্ছন্নতা বোধের ব্যাপারে উত্তর দিয়াছিল, আমি মোটেই ইচ্ছা করিয়া মুখ ফিরাই নাই, বা কোন কথাই ভাবি নাই ! এবং এই সময়েতে সে আড়চোখে দেখিল গোবর কুড়নী আপন ঝুড়িটি এখানকার একস্থানে রাখিয়া, কহিল, ও ছেলে ঝুড়িটা দেখিও ত । বলিয়া তখনই ঐ লোকটির নিকট যাইল, এবং সস্নেহে মেয়েটিকে প্রশ্ন করিল, কি হইয়াছে । এই মানুষটি তোমার কে ? মেয়েটি উত্তরিল, আমার বাবা কি হইয়াছে জানি না ! এই দাদা ছোটলোক !

ঐটি তোমার দাদা ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুঁ দাদা

আপন মায়ের পেটের ভাই

ছি ছি

ইঁহার ছেলে

হ্যাঁগো

তুমি ঐ ছেলেটির বোন

মরণ দশা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

বল কি তুমি, অবাক কাণ্ড আর আমি ছোঁড়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম, উনি তোমার বাবা। আমাকে (গোবর কুড়নী) আর কিছু বলিতে হয় নাই যে তুমি (মেয়েটি) উহার দিকে লক্ষ্য করত দাদা বলিয়া সম্বোধনিতে ছিলে। কিন্তু ছোঁড়া ফ্যারাক দিল!

বালক ঐ বৃদ্ধার, গোবর কুড়নীর, বাক্যতে ঝটিতি ছেদ টানিল, নিশ্চয়ই তাহাতে আশঙ্কা উপজয়ে যে যদি ঐ বৃদ্ধা ঐখানে বসিয়াই কহে যে তাহার 'বাবা কি না' জানিতে চাওয়াতে, সে বালক ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল, অর্থই অস্বীকার করিয়াছে যে 'তাহা নহে'।

তাহা হইলে? তবে কি? কে যেমন ধিক্কার তাহারে দিয়া উঠিল। সে আর এক নিমেষও থাকে নাই। এখানে সে আসিয়া দাঁড়াইয়া কি করিবে তৎবিষয়ে ইতস্তত আছে!

মেয়েটি ব্যক্ত করিল, এই যে বাবু আসিয়াছে লজ্জা করে না তোর! তুই নরকে যাইবি তোর গাত্রে কি মানুষের চামড়া ছি ছি! গ্রাম্য অল্প বয়সী মেয়েরা এইরূপ বয়সীদের ন্যায় কথা বলিতে অতীব পটু! এখানেই সে থামে নাই, তিক্ত কণ্ঠে টিট্রিকারিল, তোকে না মা ঐ শ্লোক পড়িতে রোজ বলে, যে পিতা স্বর্গ! ঝাঁটা মারি। ঐ শ্লোকের উদ্দেশ্য মেয়েটির হৃদয়ে গ্রথিত হইয়াছে।

ইহাদের মাতা যেহেতু যে কিভাবে 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম' শ্লোকটি বালকের মনে যাহাতে বিশেষ সাঁধ করে তাহার জন্য নিশ্চয়ই বহুভাবে ব্যাখ্যা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়াছিল।

বাবা বলিয়াছে, তোমার যেমন খাইয়া দাইয়া কোন কর্ম নাই ঐ শ্লোক শিখাইতেছ—বরং না শিখান ভাল তাহাতে আপশোষ থাকিবে না. ঐ ত আর দুইজনকে ত শিখাইয়াছিলে। কি হইল নায়েব মশাইকে ধরিয়া বাবুর বাড়ি একজনকে, বাবুর বন্ধু পুণ্যশ্লোক জমিদার...বাহাদুরের বাড়ি রাখিয়া পড়িতে পাঠাইলাম। দেশমাতৃকা তাহাদের বড় হইল, বেশ হইয়াছে একজন যাবজ্জীবন, অন্যটি কে জানে কতদিন মেয়াদ খাটিবে বৃথা পরিশ্রম! আমরা দুঃখ পাইব না ত পাইবে কে! জানকীর ত ছেলেপিলে আমরা—রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হনুমান দুঃখের পর দুঃখ পাইয়া কথং জীবতি জানকী। আমার জানকী কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছেন। ঐ ব্যক্তি এমন ভাবে জানকী বলিয়া উঠিত যে সকলের বক্ষঃদেশ নিঙড়াইতে থাকিত।

বৃদ্ধা নিকটে উবু হইয়া বসিয়া কহিল, জুতা জোড়া খুলিয়া দাও না! এই বৃদ্ধার উপস্থিতি মেয়েটিতে এক অধিক বয়সী, জ্ঞানসম্পন্ন গৃহিণীর ভাব আনিয়াছিল এখন এই কথা নিজে যেন বুঝিয়া বলিল, এই দাদা হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছিস, জুতা জোড়া খুলিয়া দে না। নির্দয়!

এই ধমকানিতে বালক থতমত হইয়া তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা মান্য করত জুতা জোড়া খুলিয়া দিল।

বৃদ্ধা মন্তব্যিল, পা একেবারে লাল, জল ছিটে দাও বেশ করিয়া, দাও দাও।

অল্প বয়সী মেয়েটি বাবার পায়ের দিকে তাকাইয়া পোড় খাওয়া গিন্নীপনাতে খেদ উক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিল, জানি না কপালে কি আছে, কাহার মুখ দেখিয়া যে উঠিয়াছিলাম। ওকি অমন হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে, যাও না নিজের কোঁচার খুঁটটা সত্বর জলে ভিজাইয়া আনয়ন কর না কেন হাঁদা এবং হৃদয় মোচড়াইয়া ডাকিল, বাবা তোমার কি হইতেছে! এই শোষোক্তটিতে মেয়েটি তদীয় অসহায় বয়সে ফিরিয়াছিল, যে তির্যকে বৃদ্ধাকে নিরখিয়া যাহা সে হারাইল না। পুনঃ বুক ছাঁচা দরদে মায়ের মত শিশু যেমন, পিতাকে ঐতিহাসিক উদ্বিগ্নতাতে জানিতে চাহিল, বাবা তোমার কি কষ্ট হইতেছে। অমন অত্রাহি করিতেছ কেন, কি হইতে আছে এই ত আমি! ঐ ত দাদা জল জল আনিতেছে, তোমার পায়ে দিবে! আরাম হইবে!

বালক জলের কাছে আসিয়া কোঁচা খুলিয়া উহার খানিক অংশ জলে ডুবাইতে কালে, ইহা মনন করিল, যে যদি সত্যিই আমার কোন কিছু দোষ ত্রুটি অপরাধ হইয়া থাকিত ঠাকুর আমাকে বাবার পায়ে সর্বপ্রথম হাত দিতে দিতেন! এখানে সে থামিল, এ তাবৎ নিজ ব্যবহারকে কোন রকমেই সে বিচার করে না। এই সময় সহসা ঠাণ্ডা জলের স্পর্শতে তাহার ছোট দেহ তাজ্জব হইল, একদিকে শালুক ও পার্শ্বেই কমলীর আঁকাবাঁকা রেখা তাহাকে আকর্ষিয়াছে—ঐ রেখা সকল কিছু উজিয়া উঠিতে ছিল। আঃ সেই বৌটি যে গরুগাড়ি হইতে নামিল প্রায় সেখানে, ইহা খিড়কীর নিকট যেখানে পাঁঠা ছাড়ান হইতে আসিল।

আঃ সেইখানেতে ঐ বউটি আপন কাপড় জামাতে যত্ন দিতে আছিল, কপালে টায়রাতে (অলঙ্কার) গেলে মুখখানি ভারী খাসা দেখিতে হইয়াছিল, টায়রাটি কি চমৎকার দুই পাশে দুই পানের মতন টিকলি (চাকৃতি) মধ্যে সীঁথির সামনে আর একটি পাথর বসান তারা; পানের মতন টিকলির প্রতিটি অক্ষর উৎকীর্ণ; ও পাথর বসান বালক পড়িল, গোবর্ধন। পাথর বসান অক্ষর ঝলকিত এবং তখনই বধূটির পানে নেহারিল, গোবর্ধন লেখা টায়রা পরা গর্বিত মুখখানি তাহার বড় ভাল লাগিল গোবর্ধন নির্ঘাৎ ঐ মেয়েটির বর। মন্তব্যিল—ঐ টায়রা, টায়রার জন্যেই উহা ঐ বৌটি এত আকর্ষণীয়!

কেন যে লোকে আজকাল টায়রা পছন্দ করে না! বেশ ত! আমি মাকে অমন একটা টায়রা গড়াইয়া দিব, যখন বড় হইব! ঐরূপ টায়রা উহাতে বাবার নাম লেখা থাকিবে! কত টাকা লাগে। উচ্চ প্রাইমারীতে আমার সর্ব উচ্চ স্থান অধিকার করিতেই হইবে! ছয় টাকা বৃত্তি পাইব! ইস আমরা কি গরীব! শুধু টায়রা না মাকে চার গাছা করিয়া বোম্বাই বেঁকী প্যাটার্নের চুড়ীও গড়াইয়া দিব যেমন এ টায়রা পরা বৌটির হাতে আছে। ম্যালেরিয়া মাকে খাইয়াছে, ডি গুপ্ত বেহালার পাচন কিনিতে জেরবার না হইলে কি মা সুন্দর বাবার মত ফর্সা না হইলেও, উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের কিন্তু মুখখানি এত ভোগেও কি সুন্দর।

না বোম্বাই বেঁকী নহে, কারণ যে বৌটির ঐ প্যাটার্নের চুড়ী ছিল সে কি অসভ্য। বাবার (ভদ্র কথায় বালক ভাবিল) দেখিয়া একটি চপলমতি বধূ বছর পাঁচ ছয়ের ছেলেকে শিখাইতে আছিল যা ঐ লোকটা গাণ্ডেপিণ্ডে গিলছে তাহার সামনে গিয়া ডাক বাতাপি! বাতাপি, বলিয়া! দেখিবি পেট ফাটিয়া যাইবে! হিহি করিয়া হাসিল। বালকের সামনে সর্বত্রে ঐ হা ইতর হাস্য খেলিয়া বেড়াইতেছিল। ঐ ঐ ইল্বলের স্বরে বায়ু ঘূর্ণায়মানা হইল, তাহার চোখে জল আসিল; ইহা ব্যতীত তাহার আর কোন ক্ষমতা ছিল না, আর একটু বড় হইলে অর্থ, আর একটু অভিজ্ঞতা থাকিলে নিশ্চয়ই সে এমত বচনে ক্ষোভ প্রকাশিত যে হায় পৃথিবী কত নিষ্ঠুর।

বৃদ্ধা হাঁটুর উপর দুই কনুই স্থাপিয়া বিস্তীর্ণ হস্তদ্বয় দ্বারা একটি ত্রিকোণের দুই দিক যেমন, নির্মাণ করত করজোড় করি রাখিয়াছে, সে বন্ধুর মতন জিজ্ঞাসিল—মানুষটির কি হইয়াছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গা ।

কি করিয়া জানিব বল সুস্থ মানুষটি... ।

তবে হঠাৎ ! নিশ্চয়ই বোধহয় হাওয়া লাগিয়াছে ।

তোমার মুণ্ডু । যত অলক্ষণে কথা—। তুমি উঠত, গোবর তুলিতেছ তোল গিয়া ! যে এবং একই রুক্ষ কণ্ঠে ঝাঁঝিয়া উঠিল, আমার মরণ হয় না ! দাদা, বলি মরিয়াছ না কি, তোমার যে দেখি ভাব লাগিয়া গেল !

বৃদ্ধা মেয়েটির তাড়না গায়ে মাখে নাই বরং মন্তব্যিল, কি যে বল, বাবা বলিয়া কথা তাই আলা-ভোলা লাগিয়াছে এবার সস্নেহে, উচ্চারিল, আস্তে আস্তে আইস । এবং বালক আসিতে উপদেশিল, হাঁ দাও গোঁড়ালি ভিজাইয়া, হাঁ বাপ দাও আঙুলের ফাঁকে, নখে, বাঃ বেশ, বেশ সেবা জানে এইবার গোঁড়ালি আর গাঁটের পিছনে বাঃ এবং ইহার পরে ছেলেমানুষের মত উথ্থাপনিল, উঃ তখন যে বড় স্বীকার করিলে না যে এই মানুষটি তোমার বাবা হুঁ ।

এইরূপ প্রশ্ন নির্ঘাৎ সে আশা করিয়াছিল, কিন্তু উত্তর তৈয়ারী সম্ভব হয় নাই, সে প্রথমত মহা আতান্তরে থাকে, কোনক্রমে সে বৃদ্ধার প্রতি নেহারিল, এই সেই বুড়ী যে জলাতে থাকে, এবং রাতে আলেয়া রূপ ধরে নিশ্চয়ই ! অবশ্য ইহাতে আতঙ্ক আসে নাই । ইস এতক্ষণ বাদে অর্থাৎ নিমন্ত্রণ বাড়ি হইতে এত খানিক পথ অতিক্রমের পরে যখন সে বাবা বোন, অনুপস্থিত মা ঘরের দাওয়ার নিকটের লাউ গাছ, পুকুর ঘাটের খেজুর গাছের গুঁড়ি প্রভৃতির সহিত এক অভিন্ন হইয়াছিল । তথাপি তাহার নিজের মুখখানি নাড়ানোর ভঙ্গীতে ইহা আঁচ পাওয়া যায় যে সে কিছু সত্য লুকাইতে সচেষ্ট আছে । এক নিমেষ বাবার দিকে অসহায় (!) দৃষ্টিতে তাকাইল ! দেখিল বিরাট একটি হাঁ যাহা হইতে ক্রমান্বয়ে যন্ত্রণার আওয়াজ নির্গত হয়, তৎ পশ্চাতে নাশা গহ্বর এবং দূরে নিমীলিত চক্ষুদ্বয় !

আঃ সোনার টায়রার টিকলিতে, যাহা কপালে ধনুর আকারে সাজান, সেই টিকলির এক একটিতে তাহার বাবার নামের অক্ষর প্রতি অক্ষর মহামূল্যবান পাথর বসান ! এরূপ পাথর কেহ দেখে নাই । তখন আলোতে নাম ঝলমল করিতে আছে ।

বৃদ্ধার কথায় অথবা বাবার কষ্টে বালকের মধ্যেও নাকানি চুবানির ভাবান্তর উপস্থিত হইল, কিন্তু সে বুদ্ধি হারায় নাই, উত্তর করিল, তুমি কি পাগল নাকি ! যে এবং সে তির্যকে বোনকে দেখিল বটে যে সে ঈর্ষান্বিত হয় যে বোন বাবার কত কাছে ।

বৃদ্ধা এরূপ থাকিয়া সমগ্র দেহকে কিছুটা বাঁকাইয়া, পূর্ব স্থান নির্দেশে করজোড় দ্বারা ইঙ্গিতে জবাব দিল, উঃ ঐ ত এখানেতে ! তোমার বাবা তখন কাতরাইতেছে ! হুঁ ! স্বীকার করিল না, মুখ ঝটকা দিলে, আমি ত ভয়ে কেঁচো ! বলি, একি !

হেৎ

হেৎ ! হেৎ ! মিথ্যুক !

ইহাতে, ঐরূপ অসহ্য প্রাণান্ত শ্বাস-রোধ কষ্ট হইতে লোকটি বড় মায়াযুক্ত স্বরে, ক্রমে ভাঙিয়া আপত্তি করিল, না না তাহা কখনও হয়, তোমার বুঝিবার ভুল, পাগল !

বাবা তুমি আর কথা বলিও না ত, উঃ কি কষ্ট ! দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়, চুপ কর !

না, এই বোঝাটা উহারে লইতে দিই নাই বলিয়া উহার রাগ, পারিবে কেন বল ত ।

বৃদ্ধা এবার হাসিয়া কহিল, আমারে বুঝ দিতে গিয়া শেষে কি হিত বিপরীত হইবে ! ছাড় ! আমারে তুমি যাই বল না কেন আমি যা জানি তাহা জানি !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহা বেআক্কেলে তুমি ত, তিন কাল গিয়া এক কালে ঠেকিয়াছে উঠ এখান থেকে। মেয়েটি প্রকাশিল।

বাঃ উঠিব কেন, আমার কি জ্ঞানগম্য নাই লোকে শুনিলে কি বলিবে...হাড়ি-র মা ছি ছি ঐ মানুষটির এমন অবস্থা, দুটি দুধের বাচ্চার উপর ছাড়িয়া চলিয়া আসিলে বলিহারী যাই, তোমার কি ধর্ম্ম! চেঁচাইয়া লোক জড় করিবার লোকও মানুষের দরকার হয় না কি বল।

বটেই ত অন্যমনস্ক মেয়েটি সায় দিল—ইহা আশ্চর্য।

বাবা আমার ঘটে সে বুদ্ধি আছে আমি উচ্চ জাতির গা ছুঁইব না, ছুঁইয়াছি কি মরিল, ব্রহ্মহত্যা হইল ত! তবে সেই ঠাকুর মাঝে মাঝে আমায় দেখা দিয়া থাকে বলে, ওরে হাড়ি-র মা আমায় খুব বাঁচিয়েছিস, গরীব হয়ে বাঁচার মত পাপ আর নাই মহাপাপ! আমি অমুকহাড়ি-র নাতনীর অমুক হাড়ি-র কন্যে, আমি সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না।

গরীব শব্দে ভ্রাতা ভগিনীর কেমন যেন বাপের জন্য টান বাড়িয়া গেল, আশ্চর্য মেয়েটি হঠাৎ অন্য কথা পাড়িল, এতক্ষণ কোনকালে আমরা ঘরকে পৌঁছাইয়া যাইতাম।

আস্তে হাঁটলে দেরী হইবে না—তাহার পর নেবুর পাতা পাড়াতেই ঘণ্টা খানেক,

তোর মুণ্ড! ভেড়ির পাশ বরাবর যাইলে—কতক্ষণ পৌঁছাইয়া যাই!

বালক পিতার করুণায় অনেক চোখের জল কব্জি দিয়া মুছিয়াছে আপনকার মতিচ্ছন্নতার জন্য সে সত্যিই ডুকরাইয়াছে; সে এখন অন্য মানুষ, কর্তব্য বোধ তাহারে এতক্ষণ বাদে এখন অত্রাহি করিল, নিশ্চয় গরীব শব্দটি স্বীয় কান হইতে সরাইতেও বটে, কহিল, 'তুমি আমায় রাস্তা চিনাইও না' এই উক্তিতে কর্তব্যের 'ক' ছিল না বরং নিজের দোষকে ঢাকিবার কথা ছিল—যাহা কর্তব্যপরায়ণের বাচনভঙ্গিতে উক্ত হইল। এবম্প্রকার উত্তর মেয়েটির মান মর্যাদাতে আঘাতিল, তখনই বলিল, ঐ বুড়ী মানুষটাকে জিজ্ঞাসা কর না! ঐত খবর দিল!

হ্যাঁ বাপ এই রাস্তা বড় ঘুর, আমি যে এখানে সেখানে হাট কুড়াইতে, গোবর কুড়াইতে যাই!

বালক কহিল, বাবাও ত...

বাবা আবার কি বলিবে, তুই যা ইয়ে করিলি!

বালক ইহার কোন জবাব দিতে পারিল না, শুধু নিজ পক্ষ সমর্থনে মনেতে গুমরাইতে আছিল ইহা যে, হ্যাঁ ঐ পথে যাই, আর দুনিয়ার লোক এই ব্যাপার দর্শনে কৌতুক করুক। আমাদের বড় মান তাহাতে বাড়িত! আর তখন ত বাবার ইত্যাকার শোচনীয় অবস্থা হয় নাই! কেন যে, ভাবিয়াই থামিল আর কিছু এই অসম্পূর্ণ পদে যোগ দিতে, তাহাতে পীড়া হইল, আপশোষ হৃদয়ে ধোঁয়াইতে থাকিল, এবং খেদ করিল, অথচ মা! কত কথা আমাদেরই শুধু বলিল।

মা তুমি আবার উঠিয়া আসিলে কেন, কাঁথাটা গায় দাও, ইস এখনও বেশ জ্বর, এই সময় সে মায়ের কপালে হাত দিয়া বলিল, যে জ্বর, না বাবা আর ইয়ে যাক আমি যাইব না। তোমার কাছে থাকি।

থাম, যে কথা বলিতে উঠিয়া আসিলাম, হ্যাঁ মন দিয়া শুন, ধীরে সুস্থে খাইবে, হাঁক-পাক করত কোন কিছু গোগ্রাসে গিলিবে না, যেন কেহ না ভাবে হাঘর হইতে হাভাতে গরীব কাঙালের ঘর হইতে আসিয়াছে, এমন ভাবে আহার করিবে যেন লোকে নিমেষেই বুঝে মানী লোকের ছেলেপিলে, গরীব হইতে পারে তবে আত্মমর্যাদা আছে; মন দিয়া শুনিতেছ, আর তুমি (বালককে) আগে আগেই বলিও না, 'আর দিবেন না' বা 'থাক থাক'; ও! শুধু আঙুল

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে খাইবে—তিন চার আঙুলের, প্রথম কড় (মানে আঙুলের দাগ) পার যতটা না হয় মানে কড়ের নীচে না যায়—তাহা, দ্বারা খাইবে, কোন ক্রমেই হাতে তালুতে খাদ্যের দাগ না লাগে—যেন লোকে বুঝে ইহারা উচ্চ বংশের ভদ্র ঘরের, তোমাদের বাবার খাওয়া দেখিয়াছ ত কি পরিষ্কার, তিন আঙুলে কড়া পার হয় না।

বড়লোকদের মতন।

হাঁ মাছের কাঁটা ধীরে বাছিবে, লোভের জ্বালায় কাঁটা না ফুটে—জানিও লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। যদি অসাবধানতা বশতঃ একান্তই কাঁটা গলায় ফুটে তবে...

জানি মা! ভাত দলা পাকাইয়া গিলিব

লুচি হইলে তেমন দলা পাকাইয়া গিলিবে; কাঁটা ফুটিতেই অসহিষ্ণু হইয়া 'ওয়াক' শব্দ তুলিবে না, উহাতে অন্যের আহারের ব্যাঘাত ঘটে, 'ওয়াক' শব্দ নিম্ন শ্রেণীর লোকেতে করে—যতটা সম্ভব কাহারেও জানিতে দিবে না। কোন সূত্রেই হাত চাটিবে না, আঙুল চুষিবে না, কোন কিছু চটকাইবে না। দধি আদি খাইতে 'সুপ' শব্দ করিবে না। কেহ যেন না বলে, কোথাকার ভিখারী। মনে রাখিও আমরা গরীব হইতে পারি কিন্তু খুব উচ্চবংশ! আমাদের বংশ মর্যাদা কাক পক্ষী পর্যন্ত জানিত। ও ভাল কথা, খাওয়ার পর লবণ দ্বারা আঙুল মার্জনা করিও এবং যখন শুনিবে, 'উঠিতে আজ্ঞা হউক' তখন উঠিবে।

বাবা কি কোন মান মর্যাদা রাখিল।

বাপ পা ছাড়িয়া এক কাজ কর, কাপড়ের কষিটা খুলিয়া দাও, তাহাতে খুব আরাম হইবে, ঐ উপদেশ বৃদ্ধা দিতে মাত্র, বালক এমত তড়বড় করিয়া উঠিতে গেল যে বেকায়দাতে, নিজ কাপড়ের উপর পা পড়িয়া, সমস্ত কাপড় খুলিয়া পড়িল, ভাগ্যিস সার্ট ছিল!

গোবর কুড়নী হাসিয়া যেমন ভাঙিয়া পড়িল, মন্তব্যিল, ওমাঃ কি কাণ্ড! গিঁট দিয়া কাপড় পর না কেন, তুমি ছেলেমানুষ! কষির এলা বাঁধন রাখিতে কি পার!

দাদা কি যে করিতেছিস্ এইবার ন্যাংটো হইয়া নাচ।

চুপকর পোড়ার মুখী! যে এবং কোনরূপে নিজেরে সামাল দিয়া অতঃপর বাপের কাপড়ের কষি খুলিতে এখন প্রস্তুত হইল এবং তজ্জন্য যেক্ষণে তাঁহার পিতার, সার্টটি পেটের উপর হইতে তুলিল, এবং বাবার ঢাউস পেট ওতপ্রোত হয় তন্মুহূর্তে তাহার মাথা চক্র দিয়া উঠিল, সমগ্র দেহ চমকাইয়াছে; যে এবং বিশ্বাস হইল, ফাঁকা মাঠের সেই ঘূর্ণায়মান বায়ু তদীয় দেহ মধ্যে সাঁধ করত 'বাতাপি বাতাপি' ডাকে যারপরনাই ঘোর রব তুলিয়া তাহারে প্ররোচিত করিতেছে, যাহাতে সে যেন বা ইল্বল্—সেও অমনই ডাক দেয়—হায় সে এ পর্যন্ত জ্ঞানহীন যে, প্রায় নিষ্ঠুর ইল্বলের মতই 'বাতাপি' বলিয়া ডাকিতে উদ্যত হইল। আঃ ভগবান দয়াময় তিনি রক্ষা করিলেন।

কি হইল দাদা তোরে কি ভূতে পাইল নাকি!

এবং মেয়েটির সঙ্গেই বৃদ্ধা মহা তাজ্জবিয়া প্রকাশিল, বাপরে! পেটটা কি বা ফুলিয়াছে! এতক্ষণ গায়ের কোর্ত্তা ইত্যাদিতে এতটা ত বুঝায় নাই! ব্যাপার কি! রহ! রহ! নাড়ী দেখি! অথচ তদীয় হস্তদ্বয় তেমনই আছে,—নাড়ী দেখার কথায় ভ্রাতা ভগ্নী আতঙ্কিত মা যদি শুনিতে পায়! সে উহাদিগের প্রতি ইতঃমধ্যে নেত্র পাতিয়া ভারী খুন খারাবী আমোদে তাহার স্বভাব মত ছেলেমানুষী হাস্যে লতাইতে ছিল এবং এই কালে, শতছিন্ন আঁচলের কিছুটা এক হাতে লইয়া মুখে রাখে, এখন এই বস্ত্রখণ্ড মুখ হইতে সরাইতে থাকিয়া বিবৃতিল, তোমাদের ইসকুরুপ্ (স্ক্রু) ঢিলে তোমাদের! আমি অমুক হাড়ির নাতনী, আমার বাবার নাম অমুক হাড়ি, আমার জ্ঞানগম্য নেই। তোমাদের মতন আমি আলুকে আলু বলি পানাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পানা, সব ! তবে সে বার কি হইয়াছিল, সেই যে উপোসী বামুন, তাড়ি-খোলার কাছে পড়িয়া, হাতের কালোঠাকুর (শালগ্রাম) একদিকে, জিনিসপত্র রাস্তায়, ভাবিলাম মরিয়াছে, কোন রকমে ডোঙায় তুলিয়া বাড়ি পৌঁছাইয়া দিলাম, বাড়ির লোক বলিল, করিলি কি ! তুই হাড়ি ! সর্বনাশ ! নূতন হিমের দিন, বামুনকে তিনবার স্নান করাইয়া ঘরে তুলিল । জ্বর দেখে কে ! ব্যাস রাত না পোহাইতে শেষ—বৈকুণ্ঠে চলে গেল ! সেই হইতে পণ দেবদ্বিজ উঁচু জাতি স্পর্শ করিব না ! সেই থেকে পণ আর পাপ করিব না ।

এ পর্যন্ত কহিয়া বৃদ্ধা এখন পূর্বকার আসন ভঙ্গিতে বসিয়া বলিল, নাড়ী ! আমার হাতের নাড়ী উহার নাড়ী দেখা নহে, এবং করজোড় বিমুক্তিয়া স্বীয় অতীব শীর্ণ কব্জির শিরা দর্শাইয়া ঘোষিল, আমার নাড়ী দেখিলেই, উহারটিও দেখা হইল সব নাড়ীর ভাল মন্দ এই নাড়ীতে যদি না রহিবে তাহার মনুষ্যজন্ম না ছাই, নাড়ী তোমার কি হইয়াছে, এতেক তরাস কিসের ! পেট ফুলিয়াছে কেন বল ।

অতীব সম্ভ্রান্ত ভদ্র নিমন্ত্রিতরা মহা সঙ্কোচে সবিনয়ে লোকটির নিকট উঠিবার আজ্ঞা চাহিলেন, লোকটি অনুমতি দিল ।

এখন উঠিতে আজ্ঞা দেওয়া হউক ।

মহোদয়গণ আমারে অপরাধী করিবেন না, আপনাদের যদি পেট ভরিয়া থাকে সে অন্য কথা ; জানিনা অজ্ঞান বশত কত না দোষের ভাগী হইলাম । আমার মা যিনি অন্তরীক্ষে আছেন তিনি আমার হট্টকারিতায় অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন ।

মহাশয় আপনার কথার উত্তরে দেখুন পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে । এই যজ্ঞী বাড়ি সার্থক ।

মহোদয়গণ আপনারা যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, আহার্য সকল যদি আপনাদের মর্যাদা অনুযায়ী হইয়া থাকে, তৃপ্তিদায়ক রুচিকর হইয়া থাকে, তবে সত্যই যে আপনাদের সেবা করিতে পারিয়া আমার মায়ের কৃপা যাহা—আমি ধন্য মনে করি ।

সেই বাচাল লোকটি বলিয়া উঠিল, শুধু এইটুকু নিন্দার আছে, যে সত্যই বাঙালী সে বলিবে, দইটি আর একদিন থাকিলে বাসি হইয়া যাইত । তাহার এই বাঙলা তামাসাতে সকলেই সভয়ে হাস্য করিল ! কেন না লোকটি কিছুক্ষণ আগে মাত্রা লঙ্ঘনের পরিচয় দিল ; বলিল শাস্ত্রকাররা এবং অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষরা, শ্রাদ্ধে অন্ন খাইতে নিষেধ করেন কিন্তু বা আমি ভাত খাইতেছি । (অবশ্য ইহা নিয়মভঙ্গ অনুষ্ঠান । শ্রাদ্ধের অন্ন নিষেধের কারণ এই যে, পরলোকগত-র স্বভাব চরিত্র গ্রহীতাকে প্রভাবিত করে । এখানে প্রকাশ থাক, যিনি আজ ইহজগতে নাই তাঁহার ন্যায় পূজনীয়া মহীয়সী নিষ্ঠাবতী মহিলা দুর্লভ !) আশ্চর্য তখন উহার ব্যঙ্গ উক্তি ভোজন স্থান অতি মাত্রাতে নির্জন হইল ।

সম্ভ্রান্ত মহাশয়গণ পুনঃ ঐ লোকটিকে, যে খাইতেছিল, তাহার উদ্দেশে প্রায় জোড় হস্তে (এক হাত এঁটো) নিবেদন করিলেন, মহাশয় যদিও জানি আমাদের...

পায়ে ঝিঁঝি ধরিয়াছে

জানি আপনকার নিকট উঠিবার আজ্ঞা চাহিয়া আমরা ভারী কাণ্ডজ্ঞান রহিত বিবেকহীনের ন্যায় লোকাচার বিরুদ্ধ কাজ করিলাম, মহাশয় আপনি নিজগুণে ক্ষমা করিবেন !

লোকটির নিকটস্থ মহিলা দুইজন তাহারা সস্নেহে কহিলেন, কোন কিন্তু নাই আপনারা উঠুন !

মহিলাগণ লোকটিকে অপরিমেয় মাতৃবৎ যত্নে খাওয়াইতেছিলেন । দিদি যিনি, মধুর কণ্ঠে শাসাইলেন, মা তোমাকে যা ভালবাসিতেন, তিনি ছাড়িয়া যাইবার দিন তিনেক পূর্বে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অদ্যাও মনে আছে, '—' দিদি আলুশাক রাঁধিয়া পাঠাইলেন তখন বেলা প্রায় দুইটা এমনইতে যাহা ভাল হইয়াছে বুঝিত রান্না নামাইয়া তৎক্ষণাৎ আমাদের পাঠাইত—শুনি খুলনার লোক উহাদের সম্পর্কে ছড়া আছে নাতি খাতি বেলা গেল। শুতি পারলাম না। এই ছড়া কাটিয়া মৃদু হাসিলেন, আহা '—' দিদি ভারি ভালমানুষ, বেচারীর জন্য বড় কষ্ট হয়, উঁহার ছোট ছেলেটি টাইফয়েডে ভুগিতেছিল জানলা দিয়া আম গাছে পাকা আম দেখা যাইত, রুগ্ন ছেলেটি বায়না করিত আম খাইব '—' দিদি প্রত্যহ তাহারে প্রবোধ দিতেন, ভাল হইয়া উঠ। ঐ গাছের আম সব তোমার কেউ হাত অবধি দিবে না। ছেলেটি উহাদের মায়া ত্যাগ করত চলিয়া গেল, আর '—' দিদিও আম আর স্পর্শ করিলেন না! ও মা কি বলিতে কি বলিলাম মন না মতি হ্যাঁ সেই আলুশাক রান্না দেখিয়া মা বলিল, আমার —রে পাঠাইয়া দাও, শেষে দাদার সেরেস্তায় কে ছিল তাহারে সাইকেল করিয়া তোমার বাড়ি লইয়া যাইতে হুকুম! তুমি না খাইলে মা বড় কষ্ট পাইবেন না বলিও না! খাও!

বালক দেখিল ছায়া, সে মুখ তুলিয়াছে, প্রত্যক্ষ করে জনা তিনেক কাহারা যেন—ইহারাও যেন ধুঁকিতে আছে গায়ে জামা ইহাদের অধস্তন পাঁচদশ পুরুষ পারিতে পাইবে না ইহাদের মুখ সহানুভূতিতে আরও বদমাইশের মত হইয়াছে।

মাছ আনিয়াছি ভেটকী রুই।

রাখিয়া দাও! মা বলিতেন, কি কষ্ট করিয়াই না রোজ ভগবৎ পাঠ করিতে আসে। জাতে বামুন হইলে উহাতেই অনেক পয়সা পাইত। মজিলপুরের লোকেরা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছে এমন পাঠ তাহারা শুনে নাই।

ধীরে ধীরে খাও ইস তোমার বৌ বেচারী সে আসিলে কি আনন্দই না হইত!

ঘাটে যাহারা মুখ ধুইতেছিল, তাহারা আলোচনা করিতে থাকে, কি ভাবে চালাইতেছে! এত খাওয়া!

মনই খায়! মন যদি না খাইয়া থাকে তবে সে কিছু বোধ করে না...শ্রুতি আছে ব্যাসদেবকে গোপিনীরা যমুনা পার করাইয়া দিবার জন্য ধরিল ব্যাসদেব উহাদের নিকট কিছু খাদ্য চাহিলেন, বলিলেন, আমি ক্ষুধার্ত! গোপিনীরা ক্ষীর ননী দিল ব্যাস তাহা খাইয়া যমুনার নিকট যাইয়া দেখিলেন একটি নৌকা পর্যন্ত নাই, কহিলেন, হে যমুনে আমি যদি কিছু না খাইয়া থাকি তবে দুই ভাগ হইয়া যাও। যমুনা দুভাগ হইল! গোপিনীরা পার হইতে থাকিয়া ভাবিল বুড়ো বলে কি! কিছু না খাইয়া থাকি! (ইহা ঠাঁকুর রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন)

আছে হটযোগের খেলা!

কিরূপে, কোন পন্থায় কষি আলগা করা যায় এমত কিছু যে সে ভাবিতে আছে, ইহা অন্তত বালকের মুখের চেহারাতে বুঝায়! গোবর কুড়নী তাড়া দিল, অমন বসিয়া থাকিলে রাত পোহাইয়া যাইবে! হাত লাগাও!

বালক আপন আড়ষ্টতা কাটাইয়া গোবর কুড়নীর প্রতি নিরখিতে আছে, এখন নিশ্চয় করে যে বৃদ্ধা নাড়ী না ধরিয়া থাকিলেও, মুখেও কোন ভাবান্তর নাই ; ইস! যখন সে নাড়ী আপন শিকরের তুল্য অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শিল, তখন বৃদ্ধার চক্ষু শিব নেত্র (অর্ধ নিমীলিত যাহা) হইয়া আছে ; তখন বালকের বক্ষঃদেশ সিঁটাইয়া উঠিল, নিঙড়াইল! তখন তাহার দৃষ্টি তীর বেগে ছুটিতে আছে, হঠাৎ থমকাইল, তদীয় বুদ্ধি অদ্ভুত সংস্কার লভিয়াছে, বিশ্বাস যাহাতে করিল সমস্ত ত্রিভুবনের নাড়ীর খবর তাহাতে কিছু সে বিহিত জানে! এই কি সেই অনেক জন্মের সুকৃতির পুণ্যে বাবা বলিয়াছে যাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—ইহারা সত্যযুগের মানুষ ইহারা শালতমাল বৃক্ষ এবং কাক পক্ষীর ন্যায় (আর বিষ্ণু ব্যাস আদি নয় জন, আবার অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতে, শুধু সাত জন) বহুকাল এই পৃথিবীতে আছেন।

নিশ্চয় কৈ আমি ত আমার মায়ের জ্বর আমার নাড়ীতে টের পাইনা—অবশ্য এমন যে করা যায় ইহা আমি জানিতাম না। কি দারুণ ঐ বৃদ্ধা! গরীব ছেঁড়াছুটা উহার ছলনা—আমি উহার নিকট এই চমৎকার ম্যাজিক শিখিব।

তুমি জজ ব্যারিষ্টার হইবে, সি আর দাস হইবে পাঁচ মোহর তোমার ফি! (সি আর দাস অর্থে চিত্তরঞ্জন দাস; ইহা কি লজ্জার কথা, মাথা হেঁট হয়, যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে, আমাদের মত লোককে পাঠকের নিকট পরিচয় দিতে হইতেছে। আমরা শুনিয়াছি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে জানিনা ইহা সত্য কিনা! এতদ্ব্যতীত স্বাধীনতা লাভ ও স্বাধীন হওয়া অনেক প্রভেদ! তাই ওই নামটি ভুলিয়াছি!) বেচারী বালক জানে, ঐ আকাঙ্ক্ষায় সে নিজেকে ভবিষ্যতে শয়তান তৈয়ারী করিবে। অবশ্য ঠাকুর যদি উহাকে দয়া করেন—তবেই রক্ষা!

বৃদ্ধা নিশ্চয় বাবার কোন একটা বিহিত করিতে পারে! বাবা কেন মরিতে গৃহিণীদের কথা শুনিতে গেল! আঃ সেই ছেলেটি, যাহার একটি দাঁত পোক খাওয়া—কি অসভ্য ছোটলোক বলিল, এই সব লোক (তাহার বাবার উদ্দেশ্যে) পরের পয়সাতে টিনচারাইটিন খায়। (টিনচার আইওডিন) এখানেই সে থামে নাই; মন্তব্যিল, জাত ভিখারীরা এমন হয় না এবং সহানুভূতির ভান করত প্রকাশিল, বেচারা খাইয়া লউক, গরীব মানুষ এত ভাল আর কোথায় পাইবে! ইহাতে তাহার নিকটস্থ বালকগণ মহা চাপল্যে হাস্য করে।

বালকের চোখ ফাটিয়া জল আসিল, সাবরেজিস্ট্রী অফিসের কর্মচারীর পুত্র তাহারে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল; বালকের বিবৃতিতে সে সত্বর কুলকুচির জন্য এক মুখ জল লইয়া সেই ব্যাদরা বালকের মুখে কুলকুচি ছিটাইয়া কহিল, তোর মত ছোটলোকেরে হাত দিয়া মারিতে লজ্জা হয় শালা ছোটলোক, এক নম্বর চোর তোর বাপ্! (ইহার বাপ কোন প্রতিবেশীকে সোনার বোতাম বলিয়া ধার দেয়—প্রতিবেশী দুর্ভাগ্যবশত উহা হারাইয়া ফেলিল, ইহার বাপ শুনিয়া বলিল, উহা নিরেট সোনার ছিল, এবং দাম আদায় করিল, কিছুদিন পর ঐ বোতাম পাওয়া গেল, স্যাকরা কহিল, ইহা সোনার জল করা রূপার বোতাম) জালিয়াত! হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ডেভিডএজরা তোমাদের পত্তনিদার—গড়ের মাঠের জমিদার!

ব্যাদরা বালক ইত্যাকার আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাহার নিকটস্থ বালকরা পালাইয়া গেল এই ব্যাপার নিমিত্ত বটে উপরন্তু বয়সীরা এই সময় ঘাটে মুখ ধুইতে উপস্থিত হইলেন; একজন খড়কে দাঁতে দিতে থাকিয়া বলিলেন, তবে, এই মনে হয় আহার্য সব বড়ই গুরুপাক যেমন গরম মশলার ব্যবহার তেমনই সরিষা লঙ্কা ইত্যাদির তাহার পর তৈল ঘৃতের ছড়াছড়ি! পাঁচ/ছ রকম মাছ! হজম হওয়া দুষ্কর, এত উহার ঐ ব্যক্তির খাওয়া ঠিক নহে।

গুরুপাক মানিলাম; তবে গল্প আছে, এক একজনের সহ্য ক্ষমতা অবিশ্বাস্য; লর্ড ক্লাইব নবাব সিরাজদ্দৌলা যাহা খাইয়া থাকেন তাহাই খাইতে চাহিলেন; বাবুর্চি কহিল, মহাশয়, যেভাবে মাংস তৈয়ারী হয় শ্রবণ করুন, (জানি না কতদূর সত্য) গোখর সাপ একটি মুরগীকে ছোবল মারিয়া মারিল, ঐ মৃত মুরগী খণ্ড খণ্ড করিয়া অন্য একটি খাওয়ান হইল সেইটি মরিল, এই ভাবে পর পর কয়েকটি; সর্বশেষ যে মুরগীটি বেশ চলাফেরা করিবে, সেই মুরগীর মাংস নবাব খাইতেন। ক্লাইব তেমনই পাক করা মুরগী খাইলেন, খাওয়ার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে লাফালাফি, গরম। কোট সার্ট অন্তর্বাস খুলিয়া ক্লাইব পুকুরে পড়িলেন। যাহার পেটে যাহা সহে। নিশ্চয় ঐ ব্যক্তিরও অভ্যাস আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোবর কুড়নী বুড়ী কহিল, ও বাপ কষিটা খুলিয়া ফেল।

বালক পুনঃ সার্ট উঠাইল, পুনঃ সেই উদর সেই বিপুলত্ব ঢাউস স্ফীতি ! একদা বালক বিচারিল, তবে বাবা খাওয়া দাওয়ার পর মুখ প্রক্ষালনাদি কর্ম কিরূপে সম্পাদন করিল ! কেননা করিতে সম্মুখের দিকে দেহ অন্তত এক আধবার বাঁকাইতে হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া লইতে একাগ্র হওয়া মাত্র শুনিল বাতাপি !

ইহাতে এক যুবতীরমণী যাঁহার কানে উহা আসিল, যিনি ঐ টায়রা পরিহিতা বৌটির অসভ্য কাণ্ড দেখিলেন, তিনি বিশেষ মর্মাহত হইলেন, আঃ কি মহীয়সী কি পর্যন্ত শ্রদ্ধার ইহার ভাব গাম্ভীর্য, তিনি তৎক্ষণাৎ নিদারুণ চাবুক কণ্ঠে নিন্দিলেন, ছি ছি বউ তুমি কি চিমটি কাটিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় তোমার রক্ত মাংসের শরীর কিনা, এই সব অসভ্যরা শিখাইতেছ, লোকে তোমার বাপ শ্বশুরকে কি বলিবে ! ইতরের ঘর ! ছি ছি তুমি না আজ বাদে কাল বিয়াইবে। লজ্জা নাই। এবম্প্রকার ভর্ৎসনা কালে, তাঁহার রূপ কি অবাক সম্ভ্রান্ত শত শত লোক তাঁহারে কুর্নিশ করিতে আছে, যেন সম্রাজ্ঞী। নিশ্চয় গত জন্মে রাণীভবানী উনি ছিলেন, আঃ উহার হাতের টালি প্যাটার্ন-এর চুড়ি কি সুন্দর ! আমি জলপানির টাকা জমাইব মাকে গড়াইয়া দিব ! মাগো আমরা এত গরীব কেন ?

মা সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, কখনও বলিতে নাই, ভগবান অসন্তুষ্ট হন !

তুমি বাবা সবাই ত বল !

বলি, কিন্তু কখনও কেন জিজ্ঞাসা করি না। জিজ্ঞাসার মত পাপ নাই ! আর জানিবে নিশ্চয় গতজন্মে কোন পাপ হয় !

এই লোকটি কে ! নিশ্চয় ভিখারি, কাঁধে থলি, বাম হাতের অর্ধেক নাই, একটি পা ছোট শীর্ণ বাঁকাচোরা-শরীর ক্রাচে ভর দেওয়া লোকটি উচ্চিংড়ির মতন, ছোট লাফে তাহাদের পরিক্রমণ করিতেছিল।

আ খেলে যা ! অমন করিয়া চক্র দিচ্ছে আছিস কেন ! বৃদ্ধা ধমকাইল।

দেখিতেছি বেচারার বাবুর কি হইবে ! এই এক রত্তি ছেলে, উহার দ্বারা কষি খোলা কি সম্ভব। ওহে তোমরা এসনা, বৃদ্ধা ঐ যাহারা তিনজনা রাস্তার উপরে বসিয়াছিল তাহাদের কহিল। এবং পরক্ষণেই চোপ বেটা ভিখারী, ভিক্ষা চাইবার সময় বাবুমহাশয় এখন একেবারে মাথায় বাঃ।

ঘাট হইয়াছে !

ঐ তিনজন কহিল, আমরা উহাতে নাই, উঁচু জাত, যাই তাহার পর নালিশ ঠুকিবে আমার গেঁজে (লম্বা কাপড়ের থলি বেল্টের মত কোমরে বাঁধা হয়) বা ট্যাঁকে এক কুড়ি টাকা ছিল নাই ;

বৃদ্ধা কহিল, তুমি চেষ্টা কর।

ক্রাচের ভিখারী, উপদেশ দিল, বাবু আপনি পেটটা একটু যদি টানিতে পারেন তবে গয়রা হয় (গভীর) অনায়াসে কষি খুলিয়া ফেলা যায়।

তোর কি কোন জ্ঞানগম্য নাই। গয়রা করিতে পারিলে, এইকাণ্ড হয়। সর্। লও বাপ তুমি হাঁ করিয়া রহিলে যে, কোঁচার পরত আস্তে করে খুলে, একটির পর একটি। হ্যাঁ কষি জাঁকিয়া বসিয়াছে তাই ত মানুষটির প্রাণ ওষ্ঠাগত।

বালক বৃদ্ধার কথামত কোঁচা খুলিতেছিল, সে বেশ আড়ষ্ট কেন না ক্রাচের ভিখারীটা অনবরত সাবধানিতেছে, খুব ধীরে, খুব আস্তে। যেহেতু বাবা বেচারী এতটুকুতেই অর্থাৎ কোঁচা যাহা চাপিয়া বসিয়াছে, তাহা শিথিল কারণে যন্ত্রণাদায়ক যদি হইল তখনই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাবেদনাতে ডাক ছাড়িয়াছে। ক্রাচের ভিখারী একবার এইপাশে মুহূর্তে অন্য পার্শ্বে যায় আর মন্তব্য করিতে আছে।

আ খেলে যা! মা আতান্তরে পড়িলাম ত। কেন ঘাবড়াইয়া দিতেছ, যাও একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাক। এবং পরক্ষণেই লোকটিকে সস্নেহে বিরক্তি ভানে কহিল, একটু সহ্য করিতে হইবে, বটে ছোট ছেলে সহায় সম্বল নাই। তুমি হাওয়া কর থামিও না, মেয়েটিকে আদেশিল। এখন কোঁচার দিকে তাকাইয়া বলিল, বাঃ আর কয়েকটা পরত! বুঝিলে সব খুলিবার পর কাজ আছে বুঝিলে, তেল আর কোথায় পাইবে শুধু জল মালিশ করিতে হইবে। পেট ঢাউস।

লোভী।

ইনি আমার বাবা।

নোলা সর্বস্ব!

ইনি আমার বাবা।

পেটুক।

ইনি আমার বাবা।

বৃদ্ধা হাত তালি দিল লুঠেরা গলাতে ঘোষিল, যাক্ একটা গাঁট পার হইয়াছে ও বাবু কিছু আরাম পাইতেছ। এবং সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বালককে নির্দেশিল, এবার কাছার কাপড়টা খুলিতে পারিলে কেল্লা ফতে। তখন জল মালিশ!

এ নিশ্চয় অনিয়মে অমন ধারা হইয়াছে, বেটাইমে অবেলাতে খাওয়াতে যাহাদের গ্যাসের রোগ আছে। ইহা অদূরে যে কয়জন বসিয়াছিল তাহাদের একটি প্রকাশিল। তাহাদের এরূপ হয়। একটু নেবু দিয়া সোডা। শুধু সোডা থাকিলেও...

সোডার অভাব কি আমার কাছেই আছে—আমার যে অম্বল সোডা ব্যতিরেকে দুই পা চলিতে পারি না। সোডার অভাব নাই।

তাহা সেই গল্পটি কত চমৎকার, যথা এইরূপ, একজনা ব্যক্তি অতিমাত্রায় ভোজন করিল প্রাণ যায়। এমন সময় লোকে হাকিম ডাকিল। হাকিম হজমের দাওয়াই দিলেন। সকালবেলা লোকে উঠিয়া দেখিল, যে, যে ব্যক্তি দাওয়াই খাইয়া ছিল, সে বেমালুম সশরীরে হজম হইয়া গিয়াছে—পরণের জামা কাপড় তক্তাপোষে পড়িয়া আছে।

বৃদ্ধা ধমকাইল, মহা বেআক্কেলে দেখি! সোডা ইহার উপর, কোথাকার হাতুড়ে, সোডা দিলে বায়ু ঠেলিবে না! দেখিতেছ পেটটা উদরী রোগী (ড্রপসী) সমান হইয়াছে, তোমাদের কি মায়া দয়া নাই! এখন তেল জল, অভাবে শুধু জল! মালিশ। এই পোড়ার মুখো ঐখানে কেন—এই গঞ্জনা সে ক্রাচের ভিখারীকে দিল, পুনঃ অন্য কণ্ঠে লোকটিকে কহিল, একটু সিধা হইয়া বাবু বসিতে হইবে।

বাবার বড় কষ্ট হইবে।

তুমি থাম ত। হ্যাঁ আর একটু, সার্টটা আস্তে করিয়া টান, বাবু তুমি সার্টটা ছাড় দাও। টান। আবার তুমি অমন করিতেছ।

ইহা শ্রবণে ক্রাচের ভিখারী থতমত হইল, নিশ্চয় বেচারীর একটু উপকারে লাগিবার সাধ ছিল, তাই সে ঈষৎ অস্থির। এমত সময় বৃদ্ধা কহিল, কিছু যদি কাজে লাগারই মন ত একটা বড় কচু পাতা লইয়া রৌদ্রে আড়াল করিয়া মরণ দাঁড়াও না এবং বালককে জিজ্ঞাসিল, তুমি কাছাটা সব খুলিয়াছ। ব্যাস এবার দেখ দেখি কষিটা শিথিল করিতে পার কি না। এবং উদ্‌গ্রীব হওয়ত দেহ ও ঘাড় বাঁকাইয়া বৃদ্ধা তাকাইয়া রহিল; কয়েক মুহূর্তে বাদেই লোকটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ মরিয়া হইয়া যা থাকে কপালে সঙ্কল্পে, কোন উপায়ে আপন কষির একটি দিক খুলিয়া দিল, তদ্দর্শনে বৃদ্ধা জয় মা দুর্গা ! কাঙালের মা-গো দুখীজনের মাগো ! ফুকারিয়াছিল এবং বিশেষ গম্ভীর কণ্ঠে নির্দেশিল, লও খুব সন্তর্পণে আল্গা টান দিতে থাকিয়া ডান দিকেরটা খুল ; দেখিতেছ ত মানুষটা কেমন কাতরাইতে আছে, যে জ্বালায় কোমর জ্বলিতেছে। খুব সাবধান ! বাঃ ও মেয়ে তুমি বাপের কষির এখানে হাওয়া দাও কিম্বা ফুঁ দাও দেখি।

এইভাবে যখন কিছুটা সময় অতিবাহিত হইবার পর, লোকটি চীৎকারিল ওরে মা ওরে মা আমার কোমর জ্বলিয়া গেল ! আমিও গেলাম।

বালক বালিকা ক্রাচের ভিখারী কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না, বৃদ্ধা নির্বিকার এবার দারুণ রুক্ষ গলাতে উচ্চারিল, মরণ, হা দাও, ফুঁ দাও, যমের সঙ্গে লড়াই এমনই হইবে ! ভিজাকাপড় এখানে দিয়া ফুঁ দাও ; দেখ কেমন আরাম পাইতে আছে ; লও বাপ তুমি, একটা কিছুতে করিয়া জল আনিতে পারিলে ভাল হইত।

বালক ভগিনীকে অতীব নিম্ন স্বরে প্রশ্ন করিল, ছাঁদাগুলির মধ্যে সরা আছে না...

লোকটি ঐ অর্ধমৃত অবস্থা হইতে থাবাইয়া নিষেধিল না না উহাতে হাত দিবে না, সরা লইবে না, মরি সেও ভাল !

তাহা হইলে কচু পাতায় কতটা আর হইবে !

ক্রাচের ভিখারী সভয়ে কহিল—আমার নিকট একটা কৌট আছে। আনকোর আমাকে পত্তনিদার দিয়াছে।

লোকটি বলিল, উহাতে দোষ নাই। জলের ছিটা দিয়া লও।

দেখ এঁটো হাত ফাৎ লাগাস্ নাই ত। তুমি বাপ এটা একটা পাতা দ্বারা ধরিয়া লইয়া যাও বেটার পাপ না হয়।

মাইরী না। হাতফাৎ, আমার পাপের ভয় নাই।

আনিয়াছ, বেশ পেটে জল আছড়া দিয়া মালিশ কর। দেখ এখনই আরাম পাইবে কর ! কর ! তুই—ক্রাচের ভিখারীকে আজ্ঞা দিল, মাথার কাছে হাওয়া কর। ওগো তোমরা ঐ গাঁয়ের কাউকে ডাকিয়া পাও কি না। জিজ্ঞাসা কর সালতি কার।

উত্তর দিকের মাঠের মধ্যে ছোট একটি গ্রাম এই খাল হইতে সরু এক জল পথ ঐ দিকে গিয়াছে। ঐ লোকগুলি তারস্বরে চীৎকার করিয়া প্রথমে সাড়া লইল এবং পরে জিজ্ঞাসিল সালতি কার এইধার আইস !

বৃদ্ধা কহিল, ঘরে পৌঁছাইয়া অবগাহন ! বুঝিলে ভুলিও না।

সালতি উঠিয়া ভ্রাতা ভগনী বড় ছলছল চোখে গোবর কুড়নী ও ক্রাচের ভিখারীর দিকে, ভগনী ভ্রাতাকে, সে মস্তকে দুই হাত স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ঈষৎ ঠেলা দিয়া বলিল, দাদা আইস উহাদের আমাদিগের বাটি যাইতে কহি ! আশ্চর্য বালক ইহাতে নিমেষের জন্য উহাদের প্রত্যক্ষিল, একটি গোবর কুড়নী অন্যটি ভিখারী তৎক্ষণাৎ নিজেরে ধিক্কার দিবার বিবেক তাহার ছিল। এবং অন্যমনস্ক আছে, কাহারে সে ভাবিয়া ছিল, জলাতে থাকে, আলেয়া হয় ! তখন নিমন্ত্রণ করিল এ যাবৎ তাহারা তেমনই দাঁড়াইয়া ছিল।

এমত সময় লোকটি মেয়েকে বলিল, মা রে ছাঁদাগুলি ধরিয়া থাক, উল্টাইয়া না পড়ে, কোটটা, উড়ানি বিড়ে করিয়া দাও ! এক ছিট্টে উহার যদি পড়িয়া যায় আমার বড় কষ্ট হইবে।

বালকের মনে রওনা হইবার প্রথম পর্ব আভাসিত হইল। বাবার দুই হাতে লম্বাটে পাশ বালিশের ওয়াড়ের মত দুইটি পুরাতন কাপড়ের থলি ; ঐ থলিতে যে হাঁড়ি সকল আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহা কাপড়ের উপর হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়, বালক অসম্মানে লজ্জায় লোক সমাজের টিট্রিকার বিদ্রূপ—পুড়িতে আছিল ; এখানে ঈষৎ নির্জনতায় সে বিলম্বিত সর্পের ন্যায় বাবাকে আক্রমণ করিল। লঘুগুরু জ্ঞান তাহাতে ছিল না। উন্মাদ হওয়ত, প্রকাশিল লজ্জা করে না, সকল ব্যক্তি হাস্য করিতেছিল। গাণ্ডেপিণ্ডে সাত জনম যেন..., এখানে তোতলাইতে লাগিল ; এ সময় কানে আসিল 'দাদা কি হইতেছে' কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ করিল না পুনঃ কণ্ঠস্বর শানাইয়া ব্যক্ত করিল, লোকে হাততালি দিতে বাকি রাখিয়াছে, তাহার উপর এত লইয়া ছি ছি আমাদের ভিখারী বলিবে না ত কাহাকে বলিবে ছি ছি।

আমি কি চাহিয়াছি ? তুই কি আমাকে কি ভাবিস্ ? বলত মা...। আমি না তোর বাপ।

মেয়েটি বাপের কাতর উক্তিতে বড় পীড়িত হওয়ত কহিল, ও ছোট লোককে কি বলিবে।

আর অনেক নিন্দনীয় কথাই বালক মহাদম্ভে তাহার বাবাকে শুনাইল, যাহাতে লোকটির চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল এবং সেখানে বসিয়া কান্দিতে থাকিয়া আক্ষেপিল, তুই আমাকে শেষে এই বললি, তোর কি মনে হইল না আমরা এত ভালমন্দ খাইয়া যাইতেছি, তোর মা বেচারী একা পড়িয়াছে একটু যদি লইয়া থাকি তাহাতে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়। আর আমি চাহি নাই তাহারা আহ্লাদ করিয়া দিয়াছে।

বালক দমিবার পাত্র নহে কিন্তু বাবার চোখে জল তাহাকে একটু ভ্রমে ফেলিয়াছে কি বলিবে, ছেলেমানুষের বুদ্ধিতে কুলাইল না উত্তর দিল চাও নাই আবার ঐ পকেট ভর্তি নেবু নেবুর পাতা। ঝাড়া এক ঘণ্টা যাহার জন্য দেরী।

বাপ ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে লাগিল।

মেয়েটি এতেক ক্ষিপ্ত যে দৌড়াইয়া গিয়া বালককে এক ঠেলা মারিয়া গাল দিল, ছোটলোক শালা।

ইহা কি ! হ্যাঁ ! ছিঃ ! ক্রন্দিতে চোখে লোকটি কোনক্রমে সংস্কার বশত ব্যক্ত করে, ইহার সহিত যার পর নাই মায়িক স্বরে জানাইল, ঐ দুটি নেবুর পাতা তোর মায়ের জন্য, একটিই ত জিনিস ভালবাসে, কোন কিছুত জ্বরের জন্য মুখে পর্যন্ত দেয় না জ্বরে কালাইয়াছে মুখে তাহার তিক্ত লাগিয়া থাকে—তুমি জান না। তাই নেবুর পাতা তেঁতুল দিয়া একমাত্র খাইতে ভালবাসে তাই চাহিয়াছি তাহাতে কি আমার মান গেল ! এখানে তাহার বুক মহা অভিমানে ক্ষোভে আলোড়িতেছিল, সেই কারণে ইহার পরে উক্ত শব্দ বেশ জড়াইয়াছে যাহা এই, নেবুর পাতার জন্য ভিক্ষা করিতে হয় দূর ছাই শুনতে হয় তাহাও স্বীকার।

বাবা কান্দিতেছিল।

মা কোন মতে বিছানা ছাড়িয়া দুই হাতের ঐ বোঝা দেখিয়া অত্যধিক হেয় হইল, তদীয় চোখ ছিঁড়িয়া জল আসিল এবং দাওয়ার খুঁটিতে আপনকার কপাল নিদারুণ অবমাননা বোধে ঠুকিতে লাগিল ; মেয়েটি অদ্ভুত স্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া মা মা বলিয়া উহার হস্ত ধারণের চেষ্টা করিলে মা তখন তাহার স্বীয় হাত দিয়া দূরে সরাইতে অযুতে কোপে উচ্চারিল, খবর্দার আমায় মা বলবি না, আমার কপালে এত...আমার মরণ হয় না, ঠাকুর আমি কি এমন পাপ করিলাম যে আমাকে জন্মান্তরের শত্রুর হাতে তুলিয়া দিল,...পাত কুড়নীরাও এমন করে না। ছাঁদা বাঁধিয়া আনিলে—লক্ষ্মী আর কখনও এখানে আসিবেন।

মেয়েটি দাওয়াতে পা ছড়াইয়া ভয়ঙ্কর কাঁদে, ল্যাম্পোর আলো পিতা পুত্রের মুখে কম্পিত হইতেছিল, দুইজনে দুই জনকে নেহারিবার জন্য প্রয়াসিল। বালকের মুখ বাপের মত শুকাইয়াছে এবং সে বাপের জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতেছিল। কেননা বাপের মমত্ব বোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে কি তাহা কে জানে।

বাপ কহিল, মাগো, তোর মাকে বলিবি না যেন, তোর দাদার আমাদের কোন কথা! তোর মা বড় দুঃখু পাইবে।

না বাবা! হ্যারে দাদা কৈ মাছের পরেই ত রুই তারপর?

না মা কৈ এর পর চিংড়ীর মালাইকারী।

হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা তোর সব মনে আছে আয় মিলাইয়া লই। যদি ভুল হয় মা'র যে কি! সব বলিতে হইবে।

এখন ল্যাম্পোর আলোয় বাবার পেটের প্রতি দৃষ্টি পাতিয়া বালকের জিহ্বা শুকাইয়াছিল। তবু বিভ্রান্তিতে মায়ের খেদকে প্রশমিত করনে সহসা বলিয়া ছিল, বাবা যে ফিরিয়া আসিয়াছে ইহা ঢের! (ইহা গোবর কুড়নীর কথা)

ইহা মা'র কপাল ঠুকিতে থাকা ঈষৎ ধীরে হইতে আসিল। তদ্দর্শনে বালক মনোবল লভিয়া, যতখানি না বলিলে নয় তত অবধি বিশদিল।

ইহাতে মা স্থির মেয়েটি মাকে বুঝিয়া লইয়া কহিল সব দোষ তোমার তোর, তুই ত যাহা করিলি, এই অবধি বিস্তারিয়া শেষে যথেষ্ট বুক ফাটা অভিমানের গলা করিয়া প্রকাশিল, তোর খুরে খুরে দণ্ডবৎ বাব্বাঃ যাহা নীলা (লীলা) দেখাইলি।

বাপ তৎক্ষণাৎ যোগ দিয়াছে, তোর মাকে আর কষ্ট দিসনি মা।

মা গোবর কুড়নী পৈ পৈ করিয়া বলিয়াছে, অষ্টপ্রহর পরে হইবে তবে দুটি জলভাত নেবু দিয়া দিবে মা আমাদের এখানে কাঁজি কেউ করে

থাম থাম তোর দাদা কি করিয়াছিল বল?

উহাকে ছাড়া, আমিই বলিতেছি, আমার প্রতি তোমার বড় পুত্র রাগিয়া ছিল।

মা নেবুর পাতা,

আঃ

আমার খাওয়ার বহর দর্শনে লোকে

ইস আমার আমার...

নেবুর পাতাগুলি

ঝাঁটা মারি নেবুর পাতায়, আবার সোহাগ দেখাইবার জন্য দুইটা নেবুর পাতা, মরে যাই লোকে বলিবে, আহা অমুক বাবুর মতন মাগ পেরান, মাগ অন্ত পেরান লোক আর দুচারটি থাকিলে রামরাজ্য হইত। ছি ছি কোন লজ্জায় তুমি খাইলে, সারা যষ্ঠী বাড়ি তোমারে লইয়া রঙ্গ তামাসা করিল। মাগো আমায় আঁতুড়ে নুন দাও নাই কেন...উঃ। মার কণ্ঠ নিদারুণ অপমানে রুদ্ধ হইয়া আসিল, একে জ্বর তদুপরি এই মন যন্ত্রণা মা প্রায় উন্মাদ! অনবরত এক কথা আমার মরণ হয় না। এবং ভূমিতে শুইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাপের নিমিত্ত ব্যথিত কন্যা কহিল ঢের হইয়াছে উঠ কি যে কর।

ইহার পর বালক নিশ্চয়ই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ এখন ঘুম ভাঙিয়াছে এবং ছতরিতে বিরাট একটা হাতের ছায়া সে দেখিল শুনিল মা বাবাকে বলিতেছে, আর একটা খাও পারিবে না। তোমার কতটা খাইলে পেট ভরে আমি জানি না, উহাদের দিয়াছি, এ সন্দেশ থাকিবে না কাঁচা পাকের ত কাল খারাপ হইয়া যাইবে। লহ আর একটি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলার দৃশ্যাবলী

মাধবায় নমঃ তারা ব্রহ্মময়ী মা আমার। এখন, আমরা মহাপীঠস্থানের খেলার দৃশ্যাবলী নামক গল্প আরম্ভ করিতে আছি, সে এখনি, ঐ বিরাট জেলখানা হইতে বাহিরে আসিয়াছে, নিমেষখানেক আগে যে তুমুল মাত্রাতে কষায়িত যান্ত্রিক তালা হইতে, ও লৌহ দরজার হাঁসকলের, এবং শব্দ, ইহা এমনও যে খাকী পোষাকে রক্ষীর কর্তব্য সম্পাদনেতে দেহ মোচড়ের, যাহা বটে অঙ্গবক্র করিতে ঘটিবে, ও বুটের নাল হইতে যাহা, তৎ সমুদয়ই যন্ত্রের!—এ সকলের মিলিত শব্দ সে শুনিল।

প্রত্যেকটি ইহা সুবিদিত যে আর আলাদা বোধিত না ; যে এবং তদীয় পশ্চাতের যাহা, অতীতের যাহা কিছু সেই সকল ঐ শব্দর সহিত মিলিত হইয়াও ইদানীং সমাধিক প্রতিপন্ন হইল ; ইহা আতঙ্কের, না ; জড় করে এমন, না, অবশ্য একটি কিছুর শব্দ নির্ঘাৎ, যে সে আপনকার পৃষ্ঠদেশে হাত দ্বারা সেইটির তত্ত্ব করিতে ছাবাল হয়, পরক্ষণেই যে সে মহা হন্যে হওয়ত হাত দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল তল্লাসিয়া পাইয়া এখন উহা জ্ঞাত হইতেই যে মুখমণ্ডল আছে তারস্বরে বিঘোষিত ইচ্ছিয়াছিল যে, কোথায় সেই মানুষ যাহার কম্পন আছে!

ঐ শব্দর ভেদক্রমে লইয়া সে ভাল এই খোলা জায়গাতে বর্তাইতে আছে ; যে অনেকের মধ্যে সে একটি নহে আর, সে হয় এখন এক ; ইহা লিখিত এবং সে আপনারে সহায়হীন জানিবে ; আবার, তিলেক বাদে আঃ স্ফুট হইবে তাহার ওষ্ঠতে, কেন না এ পর্যন্ত দিনবহন জনিত ক্লেশ, ইহা ঘাড় হইতে অন্য প্রত্যঙ্গতেও ব্যাপিয়াছিল, যাহার রহিত এখন ঝটিতি ঘটিয়াছে।

আঃ...সে জেলছাড় লভিয়া অবশেষে মুক্তির গান। অতএব সে অত্র পীঠস্থানের এই তাগড় নগরের, যে কোন শো উইনডোর কাচে নিজে মুখ দেখিবার খুসী পাইবে, ইহাই সভ্যতার কথা। এই সেই স্থান যেখানে আসিয়া কত কয়েদী চীৎকারে ক্ষেপিয়াছে, কেহ কান্দিয়াছে, অট্টহাস্য কাহাকেও ভৃকম্পায়ী করিয়াছে, কেহ নিজ পদদ্বয়ের গুলে সজোরে ঘুষি মারিয়া শক্তি পাইয়া, বিল্লিচাল দৌড়িয়াছে এখান হইতে ; এই সেই জমি, যেখানেতে অনেক দুষমন লাথি মারিয়াছে মহা আকোচে, থুতু ফেলিয়া শাঃল্লে উদ্গারিয়াছে!

অন্যকোন দুয়ারের, বেশ্যার শাস্ত্রমতে মাটিতে পুণ্য আছে, কেননা পুণ্য ত্যজিয়া লোকে দুয়ারটি ভেদ করে ; ঐ তুলনাও অপ্রাসঙ্গিক। উপরন্তু এই নিমিত্ত ; যে, কতবারই না বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বঙ্কিমবাবুর সিদ্ধি এইখানে 'বন্দে মাতরম' পরিহসিত হইল, এবং কতভাবেই না ভগবৎ প্রেরিত মহাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ যাঁহার সাধনাতে মানুষের সহিত পিতৃলোকের, আকাশের, ভাব সম্পর্ক নির্মিত হইল, যাঁহার কারামুক্তি অনুষ্ঠানে অনুমানকরি ছোটলোক ইতর অনেক দিন যাহাদের দ্বারা, ইহারা স্বদেশী ব্যবসায়ী, কদর্য বিশ্রী হইল ; অতএব এইখানের মাটিতে যদিবা পুণ্য থাকিবার কথা—এই জন্যই যে দুষমণ সকল এখানেই পাপ রাখিয়াছে—তাহাও, বিনষ্ট হইল।

যে, কয়েদ সমাপ্ত হইয়াছে ইহা বিশ্বাসিয়া সে এতক্ষণ বাদেতে এখন মহা অপটুতাতে শ্বাস ত্যাগের হেতু চেষ্টা করিল ; যে এবং এই প্রচেষ্টা কাজে আসিল না ; বরং তখনই স্বীয় হৃদয় হইতে উৎসারিত বিবিধ আবেগ, এতাবৎ যাহাগুলি পেশীর জাঁতে চাপেছিল, দূর হইতে শঙ্খের ধ্বনি যদ্যপি আসিয়াছে—কিন্তু তবু সে দারুভূত—যাহা নিছক অপরিচিত, তাহা, তদীয় উপস্থিত অস্তিত্বকে স্বাভাবিক, সময়োপযোগী করণে যে বৃত্তি সমর্থ, তাহাই মাঙ্গিতে তাহাকে প্রবণতা দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর আশ্চর্যের ইহা যে, সে আপনকার সুপ্রশংসার উপমার দারুণ সুন্দর, কড়া নাই এমত, নরম করখানি উহা বশত মেলিয়াছিল ; সেইভাবেই যেমনে লোকে চরণামৃত লইয়া থাকে ; যে এবং তৎক্ষণাৎ তাহার এই হাতের কথা মনে বিশেষরূপে পড়িল, ইহাতেই বুঝিল যে সামনে কাহারও বিদ্যমানতা নাই, এবং বস্তুত নিজের ইত্যাকার অভিব্যক্তি নাই, নেহারিতেমাত্রই জড় রহিল ; যে সে কিছুই না, সে কোথাও কোন সময়েতেও নহে। সামনে পশ্চাতে কিছু নাই!

হা এতকাল পরে। এবং ইহা বটে যে কতদিন, ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড অবধি, তাহা তাহার নখদর্পণে আছিল ; যাহা এই মুহূর্তে, মানে ঐ কাল পরিমাণ, সে সুদীর্ঘ একঝিম বৈ, আদতে বাহিরে আসিবার দরুনই, আর অন্য ঘটনা নহে। অথচ যে সে কব্জি, বহুদিন পরে যাহা ব্যবহৃত হইবে, কিছুটা তুলিয়া, ঈষৎ থ আছে, আঃ ইহা মনুষ্য শরীর! এবার সে চোখ মুছিল, অশ্রুসিক্ত কব্জিখানি এখন সে প্রত্যক্ষিয়াছে ; যথার্থ যে সে অথৈ বিশাল ধূতরা রাত্র অতিক্রমিয়াছে।

এন্‌তার ঝিল্লির শব্দ, বুটের নাল ঠোকা, জাহাজের সিটি, বিদারিয়া মধ্য রাত্রে—জু হইতে বাঘ সিংহের গর্জনে গারদের লৌহ হিম হইল ও সে জানিল ঐ নাড়ীছাড়ান দাপট, কম্পনে পরিবর্তিয়া, ঐ দেওয়ালে যেটি ডিঙাইবার বহু মেয়েলী ফন্দী কয়েদীতে, অনেক ষড় শব্দ আছে কয়েদীতে পাগল ও ঐ ঘন্টিতেও প্রায় সারা বেলা অবধি রহিবে ; এখনও ঐ 'এ্যাক্ এ্যাক্' কামানের আওয়াজ—ইতঃমধ্যে কয়েক বছর শোনা যাইত—তাহা ঐ সুপ্রাচীন গৌয়ার অস্তিত্ব ঘুণাক্ষরে নির্ঘোষকে পরিণত করিতে কথা হইল ; যে ঐ নিরানন্দ কক্ষে, ঐতে এই বাক্য আভাসিল, ইস্ কত দূরপ্রসারী গম্ভীরতা! আমাতে কোথাও আমি, চন্দন গাছ যাহার বন্ধু! এবং তখনই এই কথাও...কাহারও বা খাদ্য সামগ্রী হই!

...আবার কোনদিন কেহ আমাকে খাইতে আছে ; খাইতে আছে অনাদিকাল যাবৎ, আমিও যাহাতে সে ভাল করিয়া খাইতে পারে তাই, কোন মতে, পাশ ফিরিয়াছিলাম, হায় কবে ইহার—এই খাওয়ার শেষ হইবে, উহা সুরু হইল এই জনমের আরও কত নাহি জানি আগে হইতে।

ততঃ, এই সূত্রে, পরম্পরা জনপদের ঠিকানা দেখাদিল কাশী, তাম্রলিপ্ত, বিদর্ভ, পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী, কৌশাম্বি, ইস কি বা মনোলোভা শেষোক্তটির সেই নিদর্শন, যেটি এখন জাদুঘরে, একটি মাটির গাড়ি কালখর্বিত চেহারা, কি দৈবী ঐ চক্ষুদ্বয় যাহা হয় মৃত্তিকার ষণ্ডের (কিম্বা অশ্বের!) এই সময়তে, অনেক মৃন্ময়ী এবং অন্যবিধ নিদর্শন কর্তৃক উক্ত হইল ; পরমানন্দে দেখ, ঐ গাড়ির চাকা তোমার নাক হইতে কত ক্ষুদ্রাকারের হয়! এবম্প্রকার বাক্যে তাহার চারিপাশ নিশুতি করিল ; যে এবং টাইতে ঠিক দিতে যেক্ষণে মুখ নীচু হইল ; তাহার এই ক্ষোভ নাই, কেন যে সে এই মিউজিয়ামেতে? ইহা সময়ের অপেক্ষায়, কিছু মিনিট অতিবাহিত জন্য আসে—তখনই ঐ নিদর্শনের সামনে তাহাতে স্ফুটমান এই যে আমরা সকলে তখন কি শিশু ছিলাম মানে শিশু হইতাম!

পুনশ্চ যে, ঐ মধ্যরাত্রে ব্যাপারে, এমনও নির্ঘণ্ট আছে, যখন ত্রিভুবন স্তব্ধ হইয়া নার্সের হিলের খুট (শব্দে) থামিয়া রহে, উজ্জ্বল বাম্বের কাছ পর্যন্ত অন্ধকার বিস্তারিয়াছে, ব্লাক আউট ঢাক'নাতে অধিক হইত ইহা। যথার্থই সেই সময়েতে নিশ্চিত বড়লাটের আবাস বেলভেডিয়ার হইতে, ঐখান হইতেই শীত ভাঙিয়া সুমধুর বাদ্যের তরঙ্গ দুষমনদের পেশীতে মোচড় দিল, ইহারা মাছের মতই চাগাড় দিয়াছে, ভুঁয়ে মহা হারিয়াছে মনে ঘুঁষি মারিয়াছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুকে চপেটাঘাত করত আপশোষিয়াছে, 'আই' ধ্বনি কেহ বা দিল, কেহ খেদোক্তি করে, আঃ দুনিয়া।

কিম্বা সেই জু হইতে হয় : ঐ স্থানে, কখনও, এই সংস্কার যে, (শঙ্খচূড় ?) নামক মহাকাল সর্পর 'হিস' ঐ নিগূঢ় নিঃসাড় সেঁদিয়া চারিদিক পরিব্যাপ্ত হইবার ; ক্বচিৎ কেহ ঐ শব্দ শুনিয়াছে। এখন, এই কয়েদী, যে কম্বল হইতে লোম সংগ্রহ অবাক কৌশলে দড়ি তৈয়ারী কায়দা জানে, তাহার আঁখিপদ্মে 'হিস', শব্দ খুলিবেই ; যে এবং ত্বরিতে আপন ঘুণীতে হস্তদ্বারা কোন কিছুর প্রথমেই হদিশ লইয়াছে নির্ঘাৎ চরস, পরক্ষণেই মেঝেতে কান পাতিল, কভু বা জগদ্দল দেওয়ালে আপন বাজু ঠেকাইয়াছে, এই হেতু যে পূর্ব উক্ত মারাত্মক সর্পের আওয়াজ ঐ সবেতে আছে, আর সেই সঙ্গে

হেঁ হেঁ খোঁকী রসগুল্লা খাবি
ঘুমনে খাতির ময়দানে মে যাবি
আরে বখেড়া না মাচাও
হেঁ খোঁকী ডর মৎ ডর মৎ হাম হায়
রোঁও মৎ রোঁও মৎ রসগুল্লা দেগা।

ইহা সে ঐ শব্দ হইতে অন্যমনস্ক হইবার জন্য গাহিবে হে।

এই অদ্ভুত মিশ্র বচনে, ছন্দ গ্রথিত গীত ইহা, কিম্বা যে ইহা, কোন আলেখ রহস্যে এই প্রচণ্ড প্রকাশ মানে মনুষ্য দেহ ক্ষণেকে শিশু ক্ষণেকে মরদ হয় তাহারই শব্দ ! ইহাতে কাওয়ালী বা গজলের রীতি থাকে না, যদি গীত তবে সর্ব্বৈব তাহা ঐ দুষমনের নিজ ছন্দধারণাতে, মাত্রাতে, আপ্লুত ব্যঞ্জনাতে প্রকাশিত হইল, ঠিক এবং এমত সময়ে ঐ জায়গা জু হতে আগত উল্লুকের কিক উকু উক সঘন ডাক উহারে ধমক দিয়াছে।

তৎপূর্বে যেহেতু এ যাবৎ স্তম্ভিত আছে আর সকল কিছু, সেই ক্ষেত্রে কাহারও মনেতে আসিবার যে গীতিটির সান্ধ্য মর্মার্থ : এই প্রথম, আমাদের গ্রামে, আমার ভগনীর বিবাহের পর, হাই মেঘ কালো করিল, আহোরে বৃষ্টি আসিল, হায় সে দেখিল না ! ঐ গীতে খর দুষমনদের মধ্যে কাহারও এমত স্মরণে আসিয়াছে : যে আঃ আমি সেই রোগের বাঘা ঔষধ জানি বেচারী বহুদিন ভুগিতেছে ! অথবা কাহারও ইহা : ঐ রূপ জবর গাঁঠরী বাঁধা আমি কখনও দেখি নাই ; হাওড়া স্টেশনে আর অনেক আছে—কিন্তু কিছুই তেমন বাঁধা গাঁঠরীর মনোজ্ঞ নহে।

এখন যাহারা বিষয়ে এই গল্প তাহতে, গীতটি আজব মানসিকতা সূত্রপাত সঙ্ঘটিয়াছে ; এমনিতে সে এখন নিদ্রিতাবস্থায় যে বিচরণ করে এরূপ, তাই সে কখনও কখনও গরদারে কাছে, কখনও বা দেওয়ালে করতল দ্বারা থাবাইতে আছে ; অনেক রক্ষীতে ইহা—তাহার এই বিভাব জানে, কেহ তাহারে উপদেশ দিয়াছে, সিদ্ধি একটু খাওয়া করা না হইলে এই রোগ অতীব রক্তক্ষয়ী।

ঐ গীতে এখন তদীয় সেই ঘোর ধীরে হ্রাস পাইতেছিল : অবশেষে আর যখন নাই, তদবস্থাতে সে বলিয়া উঠিল : বন্দিগণ যাহারা আমার প্রশস্তি গীত করে, তাহাদের আমি মুক্তি দিব।

এবং নিজেই বলিল, ইহা শ্রবণে, রক্ষীটি কহিল ; যাও শুইয়া পড় ! শুইয়া পড় !

তখনই সত্যই তাহার জাগ্রত অবস্থা, বিচারিল ইহা আমি কি বলিলাম, সম্ভবত মৌচাক বা শিশুসাথী, কোন একটিতে অথবা কোন গল্পের বইতে ঐরূপ কিছু কখনও পড়িয়া থাকিব ; আরও তৎসহ রক্ষী শব্দটি, নিশ্চিত যাহা সে ঐ ঘোরে ব্যবহার করিয়াছিল, বড় সম্মোহের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইল, এই চোখ চাওয়াতে মধ্যেতে, এখন চিকন হওয়াতে, অনুভূত ইস্ কত অবধি ক্লাসিক উহা, ঐটি। পুনরপি সে উচ্চারিয়াছে : রক্ষী।

এইভাবে সে বহুৎ ফাঁকার মধ্যে চলিয়া যায়। আঃ ঐ ক্লাসিসিজম কথাটি বটে তাহাতে সমাধিক প্রিয়স্পদ রূপে ভাস্বরিয়াছে। এখন সে ভারী খেদ তাই করিয়াছে, যে সত্যই ইদানীং সে কোন স্তরে রহে, যে কোন ঘাসও তাহা হইতে অনেক ব্যবধানে ; সে নিজে কয়েকটি দেহ সঞ্চালন ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু না, হায় কতদিন সে কুঁজো স্পর্শ করে নাই।

কিন্তু ঐ গীত যখন দিনমানে, দেখা যাইবে কয়েদীটি গায়ককে ঘিরিয়া আছে যে গাহে, ডান হস্তটি বাম পেশীর উপর স্থাপিয়াছে, বামটি দক্ষিণে, যে এমত ভঙ্গীতে যে বুক কপাট বদ্ধ রহে, এবং যে ডান অঙ্গুলি সকল উহার ঐখানে বাজিতে আছে ও গাহিল ; তাহাতে করিয়া যাহারা শুনিতেছে তাহাদের মধ্যে আই পি সি-র বিবিধ তুখড় মতান্তর মানে ব্যাখ্যা প্রায় সকলের জন্যই ঘটিল অপরাধ করিতে ক্ষেপিল। এখন ঐ গীতে এক ভাঙা স্বরে হোলিহায় ছাপাইয়াছিল—'হেঁ খোকী' পদটি ধূয়া হইল।

একে অন্যরে, একে নিজেকেই সাপটাইয়া জড়াইয়া ন্যক্কার হাঁকাই অভিব্যক্তিয়াছে, একটি অক্ষত কন্যার জন্যই! উহাদের স্থানভ্রান্তিতে এই জমি পিচ্ছিল যেমন হয়, যে কয়েদীটি কাঁধ বদলের মতন, যে একাধিকবার ফুসলাইয়া নারী হরণ করিয়াছে, যে সিঁদেল, যে ভ্রাতাকে খুন ও বহু দুষমনীতে হয় পোক্ত, সকলেই গোয়ার হইতেছে, এখনই শ্লীলতাহানি করিবেক। তাহারা অক্ষত গৌরীর জন্য কাঁদিবে।

একজন বৃদ্ধা বগল বাজাইয়া ইহাদের ভিড় বেড় করে কখনও প্রদক্ষিণ করিতে সময়তে হঠাৎ ভেদ করিয়াও যায় যে আপনার বাম মুষ্টিতে ডান আঙুলদ্বারা বাজাইতে থাকিয়া স্বীয় মোচ চুষিতেছে, সে কি অসহ্য!

যে কয়েদীর গলার স্বর হিজড়ের মতন—ফলে অন্যদের সংস্কার হয়, যে ঐ লোকটি তেমনি, তখন বেচারী প্রমাণ করে যে সে তাহা নহে—উহার অসভ্য হাততালিতে গা রি রি করিয়া উঠিবে ; এখন এখানে জঘন্য গাড়োয়ানী হিঙ্গুলিয়াছে ; ঐ সেই সকল—অক্ষত কন্যা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন শুদ্ধতা বুঝে না যে শ্রেণী।

এমন কি ঐ দলকে যদি সে আড়ে প্রত্যক্ষিয়াছে, তাহাতেই তাহার বিকট হিক্কাতে প্রত্যঙ্গগুলি ফুঁসিয়া উঠিল ; ঘৃণাতে ক্রোধেতে সে প্রচণ্ড হইয়াছে, তাহার ঠোঁট কম্পিত, নির্ঘাৎ সে বলিতে আছে,...যত শালা জারজ অজাত কুজাত, পাঞ্জাবী খোট্টা মিয়া নেপালী পাতি লেড়ে...ফের এক কলি গাহিয়া দেখ...এবং সে ইহাতে চোখা খিস্তি কাটিয়াছিল ; সেই আবাল্য ভদ্র আচার সম্পর্কে এতটুকু সমীহ তাহাতে আর রহিবার না, যে নিম্ন শ্রেণীর ছোটলোক যদি কাছে থাকে, তখন কোনরূপ, শালা তো দূরের কথা, অসংযত কথা বলা তাহার গর্হিত ; যে এবং সে হুঙ্কারিয়া উঠিলেক...শালা খবরদার। আমিও আই পি সী 'অমুক অমুক অমুক ধারার আসামী' (অর্থাৎ দুষমনী জানি) থমকাইল।

'আসামী' শব্দটি উক্ত করিতে না পারিয়া, এমন বুঝাইল যে কথাটি মনে আসে নাই, সে ব্যবহার করিল, ...খদ্দের...তোমার চটকা আমি কচলাইয়া দিব এক রদ্দায়।

যে ঐ উক্তিতে, তদীয় নধর···কণ্ঠস্বরে রকমারিভাবে পশু-পাখী স্বরে বিচলিত ছিল। কিন্তু দুঃখের এই যে গীত রুখিল না, ক্রমবর্ধমান হইতে আছে, ঐটির কুৎসিত গায়কী ; ঐ দুষমনগণ বাঙালিত্ব যাহা হিন্দুত্বই—ইহা হইতেই পবিত্র, পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা আদি শব্দগুলি নির্মিত হইয়াছে! তাহা লইয়া, মানে তাহারই যে প্রাণপ্রতিমা, অধিষ্ঠাত্রী, তাহা লইয়া, ঐ বেলেল্লা লাম্পট্যে, তাথৈয়াছে—কেন না 'খোঁকি' শব্দ! যে এবং বটেই তাই সে রোষানলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষার হইতে থাকে।

ইতঃমধ্যে তদীয় ঘাড় সিধা রহিয়াছে, তবু সে ঐ মত অবস্থাতে নিজ কান উন্নীত করিয়াছিল ; শুনিল : মি ল্যাঅর্ড ইহা তাহার প্রথমকৃত অপরাধ ! এবং কৌন্সলী আবার কণ্ঠস্বরকে জড় ও প্রাণী সমূহের ত্বক গ্রাহ্য করিলেন, মহাজ্ঞানী আপনারা, জুরিবৃন্দ ঐটি বালকমাত্র দেখুন ইহার চক্ষুদ্বয় দুষমনীর লেশমাত্র নাই, আমি ঐ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছি হেতুই যে বাক্যজাল বিস্তারিতে আছি—জানি আপনার মহা প্রবীণ তদ্রূপ ভাবিবেন না, এই বালককে এখনও আমি বালক নামেই নিশ্চয়ই উহারে আখ্যা দিতে প্রস্তুত, কয়খানি গ্রীষ্মই বা দেখিল, নাবালকত্বের মধ্যেই সে সর্বউচ্চ সম্মানে বি-এ ডিগ্রী লাভ করিয়াছে, প্রতিটি ক্রীড়ায় আমরা দেখিব তাহার নৈপুণ্য বর্তমান, এখানে ভাল এই বিবৃত করিব, যে এবং আমি হই বাধ্য, আপনারা ধর্মাবতারে ইহা স্মরণ রাখিবেন যে এই বালক আসিতেছে এমন এক সর্বজন বিদিত সর্বউচ্চ হিন্দু পরিবার হইতে (পোষ্যপুত্র নাই) যাহার প্রসিদ্ধি মহামান্য লর্ড হেস্টিংসর সময় হইতেই, ইংরাজের বন্ধু এবং যাহারা প্রত্যেকেই পরমধার্মিক, দেখা যাইবে যে সর্বদাই পরহিত ব্রত, গঙ্গার বহুঘাট হয় তাদের দ্বারা হয় নির্মিত না হয় সংস্কৃত, মন্দির ধর্মশালা বিভিন্ন তীর্থ নির্মাণ করিয়াছেন, অসংখ্য ব্রাহ্মণের কন্যাদায়, অনেক দরিদ্র বিধবার তীর্থব্যয় ভার বহন করিয়াছেন ; এবং ইহা ব্যতীত চিকিৎসালয়, হাসপাতালের ওয়ার্ড, বাড়ি, স্কুল রাস্তাঘাট পুষ্করিণী পত্তনিয়াছেন, যে আবক্ষ মর্মর মূর্তি উহার প্রপিতামহর অদ্যও...সোসাইটিতে আছে যে খানি নিখুঁত ভাবে ঐ বালকেরই কিছু বয়সী আদল।

এইভাবে মহামান্যবৃন্দকে আহ্বানিতে, তাঁহাদের পরচুলাতে কালোসাদার ফের ঘটিল, যে ততঃ মহাজ্ঞানী বিচারপতিগণ তাহার প্রতি নেত্রপাত করিলেন, তখনই এবং ক্রাউন পক্ষের বিজ্ঞ ব্যবহারজীবী কহিলেন, ভাবাবেগ ও আইন এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য দুস্তর যে এবং ঐ সুদীর্ঘ উপাখ্যান হই'তে যাহা উদ্ভূত হয়, যেমন ঐ বালক ভাস্কর্যসমান, যাহারে...বলিয়াই ব্যবহারজীবী আপনি শিরখানি এমত ভাবে বাঁকাইয়া যে যাহাতে, স্বীয় সহকারীর (!) উল্লিখিত কোন সূত্র, যাহাতে সহকারী কহিল, এই যে নিও ক্লাসিক, আকর্ণণ হয়।

পরক্ষণেই উহা আপন কথাতে এই ব্যবহারজীবী বিন্যাসিলেন : ঐ নিও ক্লাসিক ! চেহারা ! এবং ভিতরটিও পাথরের পরিবর্তিত হইয়াছে !

এই বাক্য উচ্চারিত সঙ্গেই এজলাস গুমরিয়াছে, যে অনেকের মুখমণ্ডল দ্যামিয়ে'র একজন চিত্রশিল্পী ইনি উকিল, কোর্ট কাছারীর অনেক শ্লেষাত্মক ছবি আঁকিয়াছেন বাস্তবিকতা ইহাতে প্রাপ্ত হইল।

এখন বিচারকের ঠক্ ঠক্ শোনা যায় ; একটি চড়াই পাখী এখানে বিভ্রান্ত হওয়ত, জলদি বাহির হইতে গেল ; যে, কাঠগড়াতে সে, যাহার বিচার চলিতে আছে ঐ কথাটাতে বড় অশক্ত এমন সংজ্ঞায়িত আছে ; অবশ্যই এই দীর্ঘসূত্র আইনের পাটের কারণে সে খুব ক্লান্ত থাকে তত্রাচ ঐটি ঐ উক্তি নিওক্লাসিক তাহার এতাদৃশ ব্রীড়াতে আনিল যে তাহারে খুবই—সপ্তাহ দ্বারা ঘটিবার ঈদৃশ দেখাইতে আছিল।

এখন, সে মা কালীর নির্মাল্যতে হস্ত স্পর্শ করিল চমৎকার মানসিকতার সংস্কার বশতই ; ইহা আনীত সেই তরুণী কর্তৃক, হায় বেচারী সেই জজা, যে দিবানিদ্রা ত্যজিয়া প্রত্যহ আইসে, যাহার অঞ্চলে নিত্যই জগৎমাতার ; আজ ˚ভবতারিণী, ˚কল্য ঠনঠনিয়ার ˚সিদ্ধেশ্বরী—পুণ্যের কথা এই ঠাকুর কেশবের আরোগ্য নিমিত্ত ইঁহার পদে ডাব চিনি মানত করিয়াছিলেন—যে এবং প্রতি শনিমঙ্গলবার সর্ব পাপহারিণী মাগো অম্বিকাকালী, কালীঘাট, যিনি এই কলিকাতার কলিকাতা, যাঁহার, তাঁহার চরণ প্রসাদ লইয়া উপস্থিত হইত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য এখানেও, ইহা হয় উচ্চ আদালত, বিচার কক্ষে না, পার্শ্বস্থিত বারান্দাতেও না—আমরি খিলান সকল দর্শনেতে, যে প্রত্যক্ষ করিল, তাহাতে ভাবুকতা বতাইবার—অধুনা আসিবার প্রসঙ্গ তাহারে তরুণীরে বানচাল করিল ; পুলিশ পদস্থ কর্মচারী অতীব সমীহে তৎসহ বিড়ম্বিত আছে এরূপ বিপদে মনেতে, রমণীর জ্ঞাতার্থে জানাইল, উহাতে অভিযুক্ত যে সে বিপদে পড়িবে !

ঐ তরুণী, যে বহু রাত্রি জাগিয়া এই কলিকাতার আনন্দবর্ধন করিতে আছে, এ ক্ষেত্রে সাধারণ সাপ্টা করা যায় এইরূপে—বিশেষ শহর না লিখিয়া, মরজগত, যে মরজগতের আনন্দ বর্ধন ঝরিতেছে—আর যে কলিকাতার বদলে নগর, তাহাতে বটে বিচিত্র চিরাচরিত আখ্যায়িত হইত, কিন্তু সম্প্রতি ঐ মীমাংসা হয় অকাজের ।

যে তন্বী এই বয়সে তিনখানি দারুণ শোকদায়ী নিদারুণ আত্মহত্যার ছবি ভারী সাহসে চোখে রাখিয়াছে ; একজনের মাথায় বেলকুঁড়ি কাটা, একের (পুঁটে পায়ের) অঙ্গুলির একের হস্তীদন্তের সোনার নাকসীকরা সিগারেট পাইপ ! এখন পুলিশ পদস্থর উপদেশে তদীয় অভিমানে মার দিল ; ভূতচালিত থাকে আবিষ্টর মধ্যে রমণীর ওষ্ঠে স্ফুটিল, ভাল !... কেন...মানে । আ আ !—যে এবং তরুণী আপনার বস্ত্রকে সঠিক দেওয়ার বোধ আসিল । এবার তাহার নাসাপুট স্ফীত হয় ; যে তথাপি কোনক্রমে কহিয়াছে ; লউন চকলেট, বেশ না...উহারে এইগুলি দিবেন ত, তবু খানিক আমেজ হইবে...বেচারা ! (ঐগুলি হয় একজাতের চ্যকলিট যাহাতে নেশার বস্তু থাকে, লোকে ঐগুলি ইউরোপ অন্তর্গত কনসটানটিনাপোল হইতে আসিত—সঠিক কিনা জানি না !—বাজারে নাম লিক্যরইস চ্যকলেট) ।

'যেদিন সে ঐ কাণ্ড করিল ! এই পদটি তরুণী, সুচারু দন্ত পঙক্তি দ্বারা উচ্চারিয়া অন্যমনস্ক রহিবে এহেন প্রস্তুতিতে দীর্ঘশ্বাস এখন ত্যজিল ; কেন না পরম বিবেচনার ক্ষণটি ঐ আত্মহত্যা তাহাতে আভাসিবে, ইহাতে এক সম্বন্ধ কি পর্যন্ত মানুষের যাহা তাহা গঠিত হইয়াছে, দূরত্বের বোধে বা বিচ্ছেদ যখন একে আধীর, ইহাতে অদর্শনে ঐ মানসিকতা যে এবং এই তন্বী কত খুসী থাকে, যে ইহা সাহসিকতা ইহা গৌরবের, তদীয় জীবন, যেখানে মোহিনীত্ব শুধুমাত্র বিষয় তাদৃশ লক্ষণের মধ্যেও তাহারে ঐটি ঐ মৃত্যু, ঐ দৈবীমায়া, চমৎকৃত করিল ; যখন কোন নবাব বা রাজা তাহারে, তাহার করুণা লাভ যাহাতে হয় তজ্জন্য উন্মাদ হইল । তখন সে স্থির !

এই সেই নবাব যাঁহার নিমিত্ত সম্মানে দ্বাদশ তোপ দাগা হয় তোমার দরজাতে, রমণী অতিবিনীতভাবে জ্ঞাত করিল : হ্যাঁ মহাশয়, আপনারা বৃথাই সুবিখ্যাত আর আসগার আলী মহম্মদ আলী (লক্ষ্ণৌ) কৃত প্রস্তুত দেবদুর্লভ আতর, শ্যামামা, সিঁড়ির সর্বত্রেই সিঞ্চান করিলেন, আমি অক্ষম, ঐ উৎকৃষ্ট জয়পুরী মিনাকৃত মহামূল্যবান পাথর বসান রতনচূর আর দর্শাইবেন না, উহা হাতে পরিয়ে আমি মহামান্যকে অভ্যর্থনা করিতে অসমর্থ !

এই ব্যাপারে তাহার দিন এমন কিছু বিপরীত হইল না ; কিন্তু যাহারে লইয়া এই বিবরণ সে হয় রমণীর নিকট বিস্ময়কর আশ্চর্য !

পুনরপি কৌন্সলী ব্যাখ্যা দিতেছিলেন ;... মহামান্য বিচারপতিগণ আত্মরক্ষা শব্দ কি এরূপ তৈলাক্ত হইয়াছে বা যে তাহার অভিধা এতেক হাসির যে, আমরা ঐটিকে ঈষৎ মান্য করিব না জানিবেন, উহা অবাক দায়িত্ব, ইহা প্রকৃতির ! ইহা আত্মরক্ষা করিতেই,...এই অভিযোগ যে, দুইজন তাহার হস্তে প্রাণ হারাইয়াছে... ; কিন্তু এখন যদি ।

ঐ কাঠগড়াতে যে অবস্থিত আছে, যাহার বিচার ! ঊর্ধ্বে অধঃ আইনের ভাবান্তর, যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং সর্বথা ঘটিতেছে, স্বীয় সৌন্দর্য হইতে কণাটুকুও আঁট খোওরাইবার না।

সে আপনার চোখে সামনেতে, ইতঃমধ্যে রক্তাক্ত বস্ত্রে নিজের বোধ করিল ; আর যে ইহাও শুনিল যে আপন গাত্র বিদারিয়া উৎকট গোঁয়ার শব্দ নির্গত হইতে ছিল ; তখনই নাসিকা ক্রমান্বয়ে কুঞ্চিত আছে যে এবং জবর বিশ্বাসে অভিজ্ঞাত নবধর অঙ্গ সুকঠিন হইল।

ততঃ সে ইহা বুঝিল যে তদীয় চক্ষু দুটি যারপরনাই সে ছোট করিয়াছে ; এখন ইহাতে নিশ্চয়ই আর তাহাতে সাড় রহে না ; সে, এই হাট দ্বিপ্রহরে, বিচিত্র গমক ধ্বনিত এবম্বিধ কক্ষে, বিচারপতির কাশির আওয়াজ, কৌন্সলীর কলার অঙ্গুলি স্পর্শ করা, মোকদ্দমায় কাজগপত্রের কম্বল, সামলা পরিহিত নিম্নপদস্থ ও চিকন পালিশের জৌলুস মধ্যে সে নিদ্রাচর।

সকলেই, বিপক্ষ মানে ক্রাউন পক্ষ, আপন কাগজপত্র কিছু নোট করিতে কলমখানি প্রায় কপালে ঠেকাইয়া (ওষ্ঠেই হইবে), উচ্চপদস্থ পুলিসের বুটেতে ভুঁয়ে রক্ষিত সোলাম টুপী (হেলমেট) কিছুটা সরিতেছে, সামলা পরিহিত নিয়ম আজ্ঞার অপেক্ষাতে আছের পূর্বে, বিচারপতিবৃন্দের মুখ অর্ধউন্মুক্ত থাকে। ইতিমধ্যে সে।

আঃ অলৌকিক। সে নিদ্রাচত্ব। যে সে ; বিপক্ষের অকসফোর্ড অনুমোদিত উচ্চারণে নিষ্ঠুর, বর্বরতা, অমানুষিক, নৈতিকাভ্রষ্ট, ইত্যাদি শব্দ যেগুলি হয়, সমুদয়কেই, বাস্তবিক ওতপ্রোত করিতে আছিল যাহার মানে শব্দগুলি তাহাতে ঘোর অবস্থাতে খেলিতেছে।

কখন সেই বক্তার নিকট যিনি, তাহার সান্নিধ্যতে, তাঁহার কপালের উপরেতে স্পিথিলিত চুলের কিছু, এমনও মনে কুইবার যে সন্দেহে, বিন্যস্তিয়াছেন ; এইরূপ অবস্থাতে সে মহামান্য বিচারপতিদের কাছে, যাহাদের হাত হাতুড়ীর নিকট যাইতে মাত্র চমকাইয়া স্থির, সকলের, ও। অর্থাৎ (বেচারী অর্থে, বলিলেন।) তখনও প্রতিজনের ভ্রূতে ঈদৃশ বিস্ময় ধ্রুব ফলিত আছে ; এইজন কে যে নিদ্রাচর! এখন ঐ ঐ প্রামাণিক সকল (এগজ্‌হিবিটস্‌) স্পর্শিতেছে, ঐ রক্তাক্ত বসনে মুখ রাখিয়া অদ্ভুত স্মিত হাস্য করে, উহার ঠোঁটে নিশ্চুপ সূচক অঙ্গুলি দেখা যায় ; বিচার যাহারা করিবেন তদীয় পরচুলার নীচে চমৎকার বাগিচা করা টেড়ী ছিল, এই অনুভবেই স্থির রহিতে তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প ; কেননা ঐ কেয়ারির পর আরও বিস্তৃতি তাঁহারা প্রত্যক্ষিয়া নির্ঘাৎ বৈচিত্ত্য উপক্রমে ঐ মতই করেন ; কিন্তু তাঁহাদের ডান অঙ্গুলির টিপ সকল বাম অঙ্গুলির টিপ পরস্পরাতে ছোঁওয়া অবস্থাতে স্পন্দিত আছে, যাহাতে ইহা পরিষ্কার যে দ্বিধা তাঁহাদের বিহ্বলিয়াছে ও আলোচ্যের যে, ঐ মত করিতে দৈহিক জোরই আকর্ষণীতে হয় ; এই মরদেহতেই ইত্যকার কল্পনা, যেমন যে, হে সুবিজ্ঞ মহামান্য ধর্মাবতার ঐ সত্যসন্ধ!—অসংখ্য শ্রদ্ধা স্বরে শব্দপদগুলি বিশাল হইয়াছে—রণিত হইতে আছে : যে এবং তাঁহারা আপনাদের জাগতিক করিলেন, ঈদৃশ পুনঃ উক্তিতে যে, কে ঐ জন।

অতঃপর আরও খাদে কে এই যুবা!
উত্তর বিঘোষিল : ঐ সেই হিংসা উন্মত্ত!
ইহা খণ্ডিতে শ্রুত হইল : অতি ক্লাসিকাল শব্দ
তাহাতে তখনই ; ঐ সেই প্রতিহিংস পরায়ণ!
শ্লেষে জবাব বিবৃতিল ; হা হা পৌরাণিকতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিত্যের দায়ভাগ

মাধবায় নমঃ। জয় রামকৃষ্ণ বর্গভীমা যিনি ঈশ্বরী, তাঁহার স্মরণে ! তাহারে সকলে যাহারা, খাম জুড়িতে জানে না, ভালভাবে করে কেমনে ; যে আপন জামা সহজেই কেমন ভাবে খোলা যায় ইহাও ; ঘরেতে যখন, যদি মেঘ ডাকে খুশী হইবেই, এখন, যে তাহারা সকলেই হস্ত প্রসারণ করত বিশেষ হর্ষান্বিত আছে—কেননা কিছু লভিবারে, হস্তরেখা পুষ্ট না, কিন্তু উষ্ণতায় জড়িত আছে, মনে লয় আমার বক্ষে যে ধুক্ তাহাই। ইহারা প্রকাশিল, কি ভাল। আপনি যে আসিয়াছেন ! আপনি আমাদের সঙ্গে বসিবেন কেমন, আমাদের ডর লাগিবার হেতু নাই, আমরা ভাগ্যহত। নিজেদের দিকে তাকাইয়া কহে, যে ইস্ আমরা ভীত বল ?

এই বিরাট স্কুল, আর্ক-বসানে ভিনিসিয়-চিক করা জানলা ; ঐ অর-কেরিয়ার, ঐ সিলভার-ওক কিম্বা খুরশের সাদা থোকা নিচয়, ঐ পামের জাতীয় গাত্রে 'বি' + 'ক' বহু পুরাতনের উপর, অথচ উহা ক্রমঃবর্ধমানতাই ; আমরা যাহারা কুয়াশার সময়েতে উর্ধ্ব আকাশে কালীপূজার সময়েতে ফানুস প্রত্যক্ষ বিষণ্ণ, কি একা উপস্থিত ক্রমঃবর্ধনতার উপর, সুমহৎ পামগাছ, বি প্লাস কে, অক্ষরে মুগ্ধ মাগো। এখন তাহারা ঐ ক্রমঃবর্ধনতাকে উপাছাইল, বি প্লাস কে একে অন্যের মধ্যে মিশিয়া, অথচ দৃষ্টিতে তাহা না।

বটে এমত সময়, জয় জয় মহাদেও সহ পেলব ঘণ্টাধ্বনি আসিল, উহা অদূরবর্তী রাস্তার বট বৃক্ষের নিম্নে যে দেবস্থান হইতে হয় আগত, দারওয়ান লিফটম্যান, পশ্চিমা ইহারা ধার্মিক্ পূজা করে। যৎক্ষণাৎ আমি, ও বুক বাঁধিয়া বন্দিলাম, প্রার্থনা করি যে : হে পাম বৃক্ষ তুমি, জানি, যদি সত্য হও, তবে বর্ণনা কর, অন্বয়ত্ব ত্যাগ করত, কহ, অক্ষরগুলি কোথায়, ন্যায়তত্ত্ব আমাদের প্রমাণ করিয়াছে, লুপ্ত ইতি অদৃশ্য ! আমি মধ্যরাত্রে যেমন, তখন তোমার ঐ প্রগাঢ় অন্বয়ত্বে ক্ষান্তি দাও, মধ্যরাত্রে অনন্ততা, আঃ আমি একা তবু মদারবে হৈ দিলাম প্রান্তরে সুদীর্ঘ হয়। ঐ অনন্ততা, আমাদের, একত্বে আনিল, আমি কাঁপিতেছি !

কেহ সবাইরে বলে, সম্প্রতি বৎসগণ, তোমাদের সরল স্বীকারোক্তিতে আমি হইতে আমাদের হইলাম। লহ টাফি লও, আর আমরা টফির কারণে সবাই একটি হই ! কিন্তু যে তাজ্জব এই হয় যে তাহারা ভাঙিয়াছে কোন হেতুতে, পরিণতি হইতে বিচ্যুত, ইস্ কেমনে ! তাহা খবর লই নাই ! আমরা জিজ্ঞাসি ঈদৃশ স্কুল কলিকাতায় আর নেই, ইহার নামের হরফে এমন এক স্বার্থকতা, যেমন যে ইহা যীশুই মদীয় মতি, সন্ন্যাসী ও প্রাচীন বৃক্ষ ইহার ধারা সঙ্গ, এই ধ্রুব ! হ্রণেশাঁস যেমন এখানে ; আঃ আমরা বিশ্বাস পাইব। ভালো এখন, প্রাতঃ অনুষ্ঠান সান্ধ্যানুষ্ঠানেই যাহা তাহা নয়, যেমন ধারা রেভারে ও চ্যাটার্জী যাহা বেদি হইতে বলেন, একটি বিশ্বাস ! বিশ্বাস ! আমরা গানের দলে ; গীত সংহিতার পাতা ; আমার চিত্ত দুঃখ পাইতেছে, সমস্তই কল্পিত।

তখন আমি বাঁখারির জাফরি মধ্য হইতে, ইহা চর্চা, খড় না গোল পাতার মোট চার্চ, বর্ষার ধান ক্ষেত দেখিলাম। আঃ আমি আমরা পতঙ্গ কীট অণু পরমাণু অবধি নিঃছাড় একটি বিশ্বাস ! ইহাতে, স্মরণে, ব্রহ্মময়ী, (আমি) আমার বিশ্বাস সম্বোধিতে পাংশু হইলাম কেন গো ! ও ঠাকুর আমরা কি শুষ্কতায়, শুধু বল আমাদের ভীতিতে কেন তৃষ্ণার্ততা বোধ দিলে, মায়া। হায় আমরা বায়ুপূর্ণ কিছু ন্যায় ভাসণান ! আমরা ! জিহ্বা উপড়াই ফেলিব অদ্য প্রতিজ্ঞা !—তোমরা চপল সতীত্ব ত্যাগ কর, ভীত কেন ?

যে একজন অন্যকে ভালবাস, এক বালক যাহার চুল এলোমেলো আর অন্যটি যাহারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখমণ্ডল দৌরাত্ম্যিতে ধুলা লাগে—উঃ সুন্দর ! পামবৃক্ষে তাহাদের নামের আদ্য অক্ষর !

তাহারা গুমরিয়া উঠিল : যখন, আমরা তোমাদের টফি গ্রহণ করিলাম, এখনও, তখনও কি বলিবে, তোমরা আমাদের ভীতির কারণ অবহিত নও। যে এবং তাহারা ভ্রূ কুঞ্চন করে, দোষ বুঝাইল এমন, পুনরাদি বিস্তারিল আমাদের পিতৃগণের জননীরা যাহারা সম্বোধিয়া বলিতেন ; এই গর্ভ হইতে তোমরা, তোমরা হাঁ করিলে বুঝি কি বলিতে চাও। আঃ তোমরাই না একদা যেখানে সেখানে দেওয়ালে লেখা,....বন্দুকের নল শক্তির উৎস—দেবতা যাদের মাওসে তুং স্বর্গ যাদের চায়না।—(চাহে-না) দেওয়ালের (absurdity) মারাত্মক যে, মানে যে, রন্ধ্র-না-থাকাত্ব, তাহার বা নস্যাতিয়াছে !

নেহাৎ মরমবাদতত্ত্ব সূত্রেই উল্লেখিত হয়, গুলির শব্দ হয়, অনেক বন্দী লইয়া সেই পথ যাও, হাণ্ডকাফের শব্দ হইল, তাহারা হাণ্ডকাফহস্ত তুলিয়া বাঁধা হাতেই চশমাতে ঠিক স্থাপত্য দিতেছিল—যে এবং পাহারলাদের হস্ত পুস্তক প্রুফরাশি ; ঐ সেই সকল যায়, যাহারা—যাহারা বেদষড়দর্শনে, মেঘদূত, দান্তে, সেক্সপীয়রের বহু শব্দ, লাইন, না উৎপ্রেক্ষা নিজ লেখাতে ঢুকাইয়াছে। এদিকে রাইফেল রেঞ্জের বাহিরে পথচারী, ভিড়, মধ্যে মাঝে হো দিতে ছিল : বিশ্বাসঘাতক ! ও ছাপোষার দুষমন, মানুষ কি দানব, আমাদের শিক্ষার দোষ নাই। সমস্বরে কহিল। কালো বসনে—কেহ শুনিলাম inky পরিচ্ছদকে লাল কল্পনা করে। যুবরাজ : জাঁহাপনা, কিছু বল ! দেখ দেখ ঘোর বিমর্ষতাই বিষণ্ণতাই আমাদিগের সৌখীনতা হইতে আছে। আর তোমরা কি চালাক পাশাইতেছ, আর তোমরা তোমাদের শঙ্কা বুঝিতেছ নাঃ লা লা.... ।

এবম্প্রকার অভিযোগে, আমরা পকেট অনুভব করি, ঈষৎ আশান্বিত যেমন বা ইহারা শিশিবোতলওয়ালা হাঁক পাড়িতে আছে। কিন্তু অল্পবয়সীরা তেমনই উহাদের ধনু তুল্য ভ্রূ টানা রাহ।

আমরা যে এবং অসহায় কণ্ঠে কহিলাম : প্রিয়, সত্যই আমরা অপারক ! যে এবং অতঃপর আমরা প্রার্থনাসূচক অভিধায়ে, এখানে আমা সবাদের স্বর অনুনাসিক শুধু না, খোনা হইল, আমরা নিশ্চয়ই শ্বাসগ্রহণেই আছি শুধুমাত্র, আর বৃত্তি সকল নাই, সুতরাং তাদৃশ হয়, নিবেদিলাম : আমরা তোমাদের ঐ স্বেদহীন ত্রাস যে কি কারণে তাহা, আন্দাজ করিতে পারি না ! অথচ তোমাদের রম্যচমকপ্রদ নয়নে প্রত্যক্ষতেছি, বটে যে ঐ হইল আমাদের মনস্তাপের যাহা, অন্যজাতীয় কম্পন, অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের কাঁটার, যাহা ছক সকল লিখে, তেমনি বেপথুতে ; হায় কি যন্ত্রণা তোমরা অজস্র কম্পন হারাইয়া মস্তকে অনুকরণ কর !—হায় সেই রমণীরা কোথায় যাহারা পাতার মত কাঁপিত ! তাদের গর্ভে কি তোমরা কি বৎসে জন্মগ্রহণ কর নাই, বল !

ইহাতে শিশুগণ ; সকলেই দিক সম্পর্কে, মানে স্থান যে এবং গিরিশবাবুর মতনই লিখি—কি সুন্দর। নিজ নিজ সুন্দর মুখমণ্ডল খানি নেহরিল আঃ যে কোন জন যিনি লিখেন....বালকের পদধূলি আমি গ্রহণ করিব...বালক আমার গোলাপ ফুল।—আমরা কি ঈদৃশ কবি প্রতিভার অধস্তন কেহ !

যা হাতে, সুহৃওদর সুখ্যদর। কোমল সকলেই চিকন হাতে ন্যস্ত করে, ক্রমে তাহারা এক পার্বত্যশ্বাস ত্যজিল, ক্রমে তাহারা কঠিন হইল, ক্রমে দন্ত ঘর্ষণ করিল, ও যে পৃথিবী ত্রাহিত হইল ইহাতে, যে যেক্ষণে বলিল। তোমাদের বধ লাগুক তোমাদের, ক্ষয় হোক তোমাদের, চাপা দিক বিরাট বাসগুলি জেবরা ওয়াকেতেই,....এবম্প্রকার রোষায়িত বচনে যে বা তাহারা হয় জঙ্গি বলদের মতই, ফলে ওতপ্রোত যে ঐ উষ্মার কারণ বড় পুরাতন, আর যে তাহারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশরীরী ; তবু ঐ দল এমত বন্ধনে, যেমন অর্ধচন্দ্রাকার, যে রম্যসৌন্দর্য সঞ্চার করে যাহা, রাসলীলার নৃত্যের অভিব্যঞ্জনার যথাবিহিত, যেমন আমরা এখনও কৃষ্ণপ্রাণাধিকারে বেড়িয়া—রাধা-থামবল স্না স্মরণে রাখিয়াছি—গোপিনীদের। আমরা প্রকাশ্যতে সৎ যে এখন মীমাংসা ঘটিল, যে এবং দক্ষিণায়নে সন্ধ্যাকালীন সূর্যকে আমাদের পশ্চাৎভাগে রাখিয়া আমরাও নির্মিত করিলাম এক বৈচিত্র্যময় অর্ধচন্দ্র, ছায়াবৎ উহাদের, অগ্রসর হইতে আছি—দুই অর্ধচন্দ্র মিলিত যখন এমনই এবং যে ইতঃমধ্যে একটি বক্ররেখা, রোমান 'এস' টানা যায়, আঃ গঙ্গা অবগাহনের পুণ্য।

যাহাতে ঠাকুর মঙ্গলময় কহিলেন, উহা তোমার, শরৎকালীন ; দেবী পক্ষে, শ্বেত মেঘ ভাসে তাদৃশ শোভা উজর ধান্যক্ষেত্রে যখন হইতে দেখিবে, তৎজনিত উহা, কম্পনরূপে তোমাতে তখনই

যোগ ঐশ্বর্য সম্পন্ন, সন্ন্যাসীর দৃষ্টিপথে যখন উহা আসিল, তৎপরবশ স্থৈর্য তাহাতে, তাহাতেই অশ্রুঃ ইহা মনোহারিত্ব অথবা অনার্য কিছু, ঈদৃশ বোধিত হইতে, তদীয় হস্তের এ যাবৎ যাহা উন্মুক্ত আছে ; ইহা শিশু হস্তাক্ষরে ক্ষুদ্র বিশ্বাসে-বহি ; এই গ্রন্থ বা পাঠের নহে, উহা কপোলে লাগাইবারই, স্পর্শিবার উহা অল্প শব্দে বন্ধ, প্রতিফলিত থাকিবে—ইহা লিখিত যে ঘটিত হইল, আদিম স্রোতস্বিনীগুলি নিস্তরঙ্গ ভাবাইল, যে বটেই, এ জাতীয় সংঘট্ট (ন) ক্বচিৎত্ব বড় মারাত্মক আলস্যদায়ী ;

আমি জিজ্ঞাসি, বড় পিসিমা আপনি কি গঙ্গাস্নানে যাইবেন ; এরূপ মনের বৈচিত্র্যময়, সাক্ষাৎ চৈতন্যে যাহা তখন আলোচ্যের থাকে মাত্র, অবশ্য কোন সঙ্কট ; সেন্টপল হইতে সেন্ট অগস্টিন হইতে, প্লেটো মতি আকুইনস এক প্রগাঢ় তোড়, স্থাপত্যে যাহা কিয়দংশে প্রসিদ্ধ হইল, সন্ন্যাস, অদ্য ঐ পামজাতীয়র বেদনা, এবং উপরে প্লাস চিহ্ন ; হতচকিত। প্রাতীচ্য দেশীয় সর্বত্যাগীদের কথা।

এখন সন্ন্যাসী, স্তোভ ছিলেন। বহু প্রাচীন ঐ তোড় তাহাতে বিভ্রম ঘটাইল তিনি একি একি বলিয়া উঠিলেন। আপন যে এবং ক্ষুদ্র গ্রন্থটিরে আপ্রাণ দুই করে, জাপটাইয়া বেপথুতে আছেন, যে যখনই তাহাতে তদীয় ওষ্ঠদ্বয়, নামে কম্পিত, ছিল. জপমালা ক্রুশ সবই তাহার, যদিও স্বীয় দেহই বা, তবু অশেষ পূর্বকালীন কোন ক্রন্দনে তাঁহাতে যে ধ্বনিত থাকিব, প্রভু একি প্রহেলিকা ! আতান্তর ! আমাকে এই ধন্ধে নিক্ষেপ করিলে কেন !

ক্রমে তদীয় নীলচক্ষু এমত সংশয় হইতে নিশ্চিতত্বে আসিল, তেমন অর্থ হয়, যে দুর্মতি শয়তান ইহা হইতে শ্রেয়ঃ, যে তাহা আমার গাত্রে ধূম্র, যাহা তোমার নামে উধাও হইবে, ইহা লিখিত সত্য, কিন্তু এহেন অদৃষ্টপূর্ব মায়া কেহ কখনও জানে নাই, যে ইহা আমার পরীক্ষা ! ইহাই অধুনা শয়তান !—আমার নৈতিকতা আমার সৌন্দর্য বোধের অহঙ্কার ; অর্থস্য শয়নে স্বপনে, বিবিধ রসবোধে, সুর বাঁধায়, স্বর্ণত্রিকোণে ; বহুবিদ গাথায়, কাঠে, ইটে, লৌহে, নক্ষত্র দর্শনে গতি অনুধাবনে, বিস্তারিয়া, প্রসারিত করিয়াছি...ইত্যাদি। তাহাতে অদ্য তুমি কটাক্ষপাত করিলে, আমার যুগপতত্বকে হে

হে ঠাকুর তুমি দাঁড়াইয়া দ্বিখণ্ডিত কর ! অর্থাৎ তুমি প্রকট হও, তখনই উহার অস্তিত্ব নাই ; যুগপতত্ব অর্থ এই যে, সন্ন্যাসী বৃক্ষের দুঃখে ইস্‌ ও যে প্লাস দর্শনে আর ! বলিবেন, তাহাতে যে তিনি মীমাংসা করিলেন, এই মন এখনও চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক হইতে দিন রাত্রি অনুপ্রাণিত সত্য হইতে ; যে বোধ যুগপতত্ব লয় প্রাপ্ত ঘটে নাই। নৈতিকতা আর সৌন্দর্য বিরাট প্রশস্ত মাঠে, যখন নিয়ম সমবেত ; একস্বরে জানাইল, প্রতিঃ প্রণাম হইলাম মহাশয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি প্রকাশিলেন : আমার কিশোর বন্ধুগণ প্রতিঃ প্রণাম। অদ্য আমি এক মহা আতান্তরে বটেই যে আমার বিশ্বাস ; তোমরা উহার ধ্রুব সমাধান করিতে পারিবে, সমস্যাটি হয় অতীব ভাবনার, অতীব সূক্ষ্ম ! নিশ্চয়ই তোমরা ভগবানে নিজেদের সমর্পণ কর।

করিয়া থাকি !

এখানে যখন ঐ স্বীকারোক্তি ভবিষ্যত কালের দিকে তরঙ্গায়িত হইল ; তখন পুনরায় তিনি স্তব্ধতা ভাঙিলেন : তোমরা জানো বৃক্ষের প্রাণ আছে...উদ্ভিদের প্রাণ আছে। তোমরা স্যর জগদীশের নাম শ্রবণ করিয়াছ তিনি প্রমাণ করিয়াছেন উদ্ভিদরা মানুষ (!) তাহারা তোমাকে ভালবাসে ! তোমরা বিশ্বাস কর যে প্রাণ আছে উদ্ভিদ সকলের...

বটেই যে ভালো...নিশ্চয় ও অবশ্যই একেকবার বিশ্বাস করি...

তাহা হইলে তাহারে আঘাত দিলে লাগিবে (প্রশ্নাতীত) ইদানীং স্তব্ধতায় খবর প্রমাণ নিশ্চিহ্ন হইল, ভাগ্য তাহার মিশ্রণ বুদ্ধি, অরবোহী ক্রমে সাম্ভাব্যতা—নিশ্চয়তাতে পৌঁছিল অঙ্গুলিতে অঙ্গুলি বদ্ধ হইল : তোমার বেদনা হইতে মানুষের কারণে যাহা, হে ঈশ্বরপুত্র ঐ শুষ্ক কাষ্ঠ প্রভাবিত হইল ! ইতিহাস ভক্তিতে অদৃশ্য হইল ফলে ইহা কাব্যাশ্রিত ! আমি যদি উহাতে ছুরি বসাই...

আহত শব্দ হইল আঃ মর্মান্তিক ঈদৃশ যেমন যে তাহারা সকলেই ছুরিকে রক্ত দেখিল ! যে এবং ইহা আপন বংশ মর্যাদা হইতে উৎপন্ন হইল, যে এখন ছোট পদ সকল উপ্ত হইতেছে ও না ! অমানুষিকতা। কেমন বড় দুঃখের। শটনঃ এবং সমস্ত কথাই নিঃসাড়ে লুপ্ত হয়।

এখন বল, তোমরা যদি দেখ, কেহ ঐরূপ বিকৃত অসভ্যতার কাজ ভাবে উদ্যত হও বা করিতে আছে—আশা যে তোমার তাহারে... এই পর্যন্ত প্রকাশিয়া একটু থমকাইলেন, কেননা একগাছা স্বর দেহের সর্বত্রে ঘর্ষণ করিল যাহা—তাহা হইল... ? (অর্থাৎ খাদ্যের ব্যবহৃত যে সকল ?) আমরা যাহারে বৃক্ষ বলিয়াছি তাহার বিষয় অন্য, যে তাজ্জব ইহারা, সন্ন্যাসী আপন করের প্রতি নেহারিতেই মুক্তি বলিব না, উত্তরেরই ক্ষীণজীবিত্বে তাঁহারঙ্গ দেহতঙ্গ আনিতে হইল,

শ্রোতৃবর্গ তদীয় মুখের দিকে নিষ্পলক অবলোকনিয়া, যে তাহারে নৈতিক, যে তাহারা অধীর ইত্যাবসরে তীরবেগামী গাড়ির আওয়াজ, টেলিফোন আসার ক্রিড়ীং শব্দ ; পাখীর উড়া কেহই শুনিয়াও শুনে নাই ! বক্তার কণ্ঠস্বরে, ঐ ইতস্ততঃ কারণে, অথচ ফের ঘটে নাই, এবং বালকদের ইদানীংকার বীরচিত্ততা (heroic) তাঁহারে, জাত কষিল ; যে এবং তিনি বৃক্ষদেহস্থিত ক্ষতের দিকে নেহারিলেন, ও যুগপৎ আর সবাই যাহার ঐ সারিবদ্ধ রহিয়া যাহাদের ধর্ম নাই এখন বেশ গরম সকলের দৃষ্টিপাত এতে ঘটিল আ কি বা সুন্দর উহাদের চক্ষু ! মাইরি কি সুন্দর !

তিনি এখন সুদীর্ঘ বালকদের সারির প্রতি তাকাইয়া ঈষৎ স্বচ্ছন্দ বোধ খোয়াইতেই যথার্থ বিমূঢ় হওয়ত অল্প কাশিলেন, গতকল্য মধ্যরাত্রে তাঁহাকে বৃক্ষদেহের সদ্য উৎকীর্ণ অক্ষর ভারী কষ্ট দিয়াছে ; তিনি ঐ দিকে চাহিতে পর্যন্ত বা শঙ্কিত আছিলেন ; ঐ দিকে কোন পাপকার্য ; ঐ দিকে জঘন্য কিছু এমনই ; সাধারণ যুক্তি যথা তাহা হইলে প্রেম শব্দটি কি এক বয়সের ?

ইস্কুলের বালকদের জন্য নয় !

ইহা সেই প্রেম নয় ; ইহা আরও কদর্যের ;

তখন সন্ন্যাসী, আপন দেবতাকে স্মরণ করেন, হাতের জপমালা ঘুরিতে আছে ; অথচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভ্রমে মন বড় অপরিণত, বিশেষ স্খলিত, বৃক্ষের জন্য দুঃখ তখন মানে ঐ অবস্থাতে আসিবার কথা নয়, খালি গঠনমান চরিত্র সকল বিষয়েতে শুধু ধিক্কারই...জানলার বাহিরে অন্ধকারে ঐ বিকৃতি আরও হইতে আছিল অসম্মানজনক ! ততঃ ইহা বিরাট সত্য যে মধ্যরাত্রে তাহার ঘুম ভাঙিল, চাঁদের আলোতে বিছানায় তিনি ; আপনা হইতেই তিনি উঠিয়া পড়িলেন ; এখন জানলাতে, সেই বৃক্ষের প্রতি তাহার দৃষ্টি আছে ; তিনি উহার ক্ষত লক্ষ্যিতে ছেলেমানুষ, কিছুই আঁচড় চোখে পড়িবার নহে, সেখানেতে আবছায়া—তিনি আপন টর্চ লইলেন আলোকপাত ঘটিল। সদ্য আঁচড় : টর্চ তেমন ভাবে ধরা ; তিনি দেখিতে আছেন, এই প্রশ্নে বাটিতেই পতন হইল ; অন্য পার্শ্বে হলে অজস্র ছেলেদের নিশ্বাসের শব্দে তিনি উচ্চকিত বা, এখন নিশ্বাস যেমন দ্রুত গতিতে পড়িতে আছে ; সন্ন্যাসী মানুষের শ্বাস তোমারে দেখিয়াছে।

হয়ত কেহ জাগ্রত আছে যে আমাকে দেখিয়াছে !

ঐ বালকগণ আঃ কি বা সৌন্দর্য হয় উহাদের নয়ন, কেননা হায় কেন উহাতে পক্ষ্ম দিলে ! যেহেতু উহা দ্বারাই আপন ইষ্টদেবতা দেখিবে, তিনি সত্য !

ছেলেদের আর একবার দেখিয়া কহিলেন, ওই নীরবতা কাপুরুষতা। এই সূত্রে তাহার বলিতে ইচ্ছা হইবার অবশ্যই যে যে প্রেমকে লোকসমাজে বলিতে তোমরা দ্বিধা কর—তাহারে জগৎ পাপ বলে ! কিন্তু তিনি বড় অসহায় হইলেন। ক্রমে নিয়ম অনুযায়ী কহিলেন, দুই জনের জন্য এতগুলি বালক আজ হা ভগবান, অবিশ্বাসের পাত্র হইল ! তোমরা তোমরা সেই...এমানে তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিয়া ছিল, সেই অভিশাপ শব্দে ভাইপারেজাত (ইহা অভিশাপ নয় সনাক্তকরণ) ছি ছি...তোমরা এই প্রতিষ্ঠানের অযোগ্য। যে এবং তদীয় স্বর বৈচিত্র্যে বৃক্ষস্থিত ক্ষত বা ক্ষত—কারণ ঐ বৃক্ষ একদা স্থাপত্য নিদর্শন হইল—ও তৎসূত্রেই ঐতিহাসিক, মানুষের কুসংস্কার ! রামচন্দ্র অশোকতরুকে আপন ভাবিলেন, মহাপ্রভু বৃক্ষকে স্পর্শকরতঃ বিদায় লইয়াছিলেন, ভগবান রামকৃষ্ণ ঘাসের বেদনাতে আকাশ বিদীর্ণ করেন ! আঃ ছেলেবেলায় ঐ সংস্কৃত লাইন কি আলস্যদায়ী ছিল মাগো ! অস্তিগোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলীতরু !

ঐ বৃক্ষ ! ঐ বৃক্ষ ! ঐ বৃক্ষ ! এমত সময়ে তাঁহার ইহা নিশ্চিত মনেতে আশা ভাল হইত, যে যদি গড ! এই শব্দ লিখিত ; সেই ক্ষেত্রে তিনি, জানি বলিতেনই, ভগবানের নাম লইয়া কাহারও কষ্টের কারণ হইওনা। সন্ন্যাসীর বাষ্পরুদ্ধ স্বর শ্রুত হইল ! আবার খানিক স্তব্ধতা ; রাস্তার গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ, সাইকেলের ক্রিং শব্দ আসিল। সে এবং ঠিক এমত সময়ে একটি অতি অল্প বয়সী বালক লাইন ভাঙিয়া ছুটিয়া আসিল তদীয় মঞ্চ প্রতি।যে এবং ঐ মঞ্চের কিনারে মাথা রাখিয়া যে রোদন করিতে আছে, সন্ন্যাসী অভূতপূর্ব বিস্ময়ে, তদীয় আপন চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া রহে ; আর এখন প্রমাণিত, তাঁহার শেখান ফলিত হইল ! বালক কান্দিতে আছে ! সন্ন্যাসী দেখিতে চাহিলেন সারিবদ্ধতার মধ্যে অন্য কেহ মস্তক হেঁট করিয়া আছে বা না !

ঘটনা এইভাবে, নাটকীয়তা লাভ করে, যে আদতে ঘটনা এই যে, বালক তাহার ঘরেতে যায়—তিনি তাহার ক্রন্দনে অভিভূত হওয়ত আলিঙ্গনে লইয়াছিলেন, কেন যে নাটকীয়তা ! এই বালক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, স্যর কেদার দাসকে তদীয় ভূমিষ্ঠকরণে ডাকা হয় ! বালক বেয়ারার কাছে থাকে ! সন্ন্যাসী তদীয় মস্তকে হাত বুলাইতে কালে কহিলেন, এ স্বর আনন্দ কম্পিত জলদ গম্ভীর, যে—ছেলেরা ক্লাসে যাও ! বালক তুমি কাঁদিও না, কাঁদিও না...এ পর্যন্ত বা তদীয় মনেতে অনুতাপ শব্দটি আসিল না যাহা গতরাত্রে অন্ধকারে খোয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল—এখন ঐ কথা দুন্দুভির শব্দ এমন যে ; বালক শুধুমাত্র বলিল আমি মিথ্যা বলিয়াছি। আমি মিথ্যা বলিয়াছি! চলমান ক্লাস অভিমুখী সারি দ্বারা চোরা ভাবে নেত্রপাত সম্ভাবিল—ভারী আকর্ষণীয় ঐ ব্যাপার।

সন্ন্যাসী বুঝিতে, মানে ক্রন্দিত বালকেরে, আত্রাহিং—মিথ্যা। অবশ্যই বালক যাহার চক্ষু রমণীয়, যাহার মেকানো খেলার সেট্ দারুণ ; তাহার শব্দভ্রম ঘটিয়াছে! যে এখন ঐ বালকের থুতনি ঐ মঞ্চে ন্যস্ত, যে সে উর্ধ্বে নেহারিয়া বিবৃতিল, যে মিথ্যা বলিয়াছে ; যে, সে তাহার পিতার সহিত একদা শিকারে যায়, ঘন বন মধ্যে তাহারা এক হরিণকে অনুসরণ করত ধাওয়াইতে থাকে—অবশেষে দেখিল সেই হরিণ এক পাথরের বুদ্ধমূর্তি নিকট বসিয়া আছে! তাহারা সকলে দেখিল বুদ্ধমূর্তির গাত্রে সান্ধ্য আলোতে চাকচিক্য তদীয় পিতা ঘোষিলেন,...অজস্র মণি-মাণিক্য হরিণ মারার প্রয়োজন নাই! থাম! তাহারা ঐ মূর্তির নিকটে যাইল—দেখিল উহা মণি-মাণিক্য নহে ঘাম।...ঘাম,

সন্ন্যাসী কহিলেন তোমরা মুছাইয়াছিলে।*

—আর্বত, আশ্বিন ১৩৮১

বাগান দৈববাণী

মাধবায় নমঃ, জগৎজননী মাগো! জয় রামকৃষ্ণ! ঠাকুর আমাকে এখন মতি দিন, যাহাতে আমি এই সকল মানুষের কথা, যেমন আমি সবিশেষ মীমাংসা করিয়া অনুভব করত বুঝিলাম, তাহাই লিখি।

শোকগাথা ॥ জানালা দিয়া বেশ আলো আসিয়াছে ; এমনই যে, নিকটস্থ ফুলদানির ধিমে ছায়া পড়িয়াছে ; এখানে শ্বেত ফুল, ঐ শ্বেত পাপড়িগুলিরও আলো আঁধার আছে, ক্রমাগত ধূপের ধোঁয়া হাওয়াতে একস্থানে যাইয়া, উর্ধ্বে ভাঙিয়া ধূসর স্তর গঠন করিতেছিল, এবং ঢিমে লয় গান হইতেছে ; গীত যখন উদাত্তে তখন রমণীগণের মুখমণ্ডল অদ্ভুত এক বক্র রেখা মানিয়া উঠিতেছে ; মানে উন্নীত হইতে আছে ; ঐ শোকগাথা যাহারা করে তাহারা প্রায় সদা দেওয়াল ঘেঁষিয়া আছে ; রমণীগণ মনে হয় সদ্যস্নাত, যে কোন পদ উচ্চারণে সকলেই একটিই মুখমণ্ডলের পৌনঃপুনিকতা।

সামনে খুব প্রশান্ত সৌখীন খাটে মৃতদেহ।

এই কক্ষের, পাশে যে কক্ষ সকল সেখানে, সম্ভ্রান্ত মানুষেরা ; তাঁহারা প্রত্যেকেই রহস্যময় বিভ্রান্তিতে আছেন ; কখনও টেলিফোন বাজিয়া উঠিয়া সকলকে, পরিষ্কার বুঝায় যে, বড় অপ্রস্তুতে ফেলিতেছিল ; যে তাঁহাদের মনে এমন দ্বিধাভেদ আনয়ন করিতে আছিল, যে তাঁহারা যে সত্যই শোকাভিভূত অত্যন্তই দুঃখিত যে নহেন—ইহা মিথ্যা! যেন তাহাই প্রতিফলিয়া উঠিতেছে ; ইতিমধ্যে নতুন আগত কেহ কেহ আসিতে আছেন, তাঁহাদের মুখের গ্রাম্যভাবাপন্ন সশ্রদ্ধ, সপ্রতিভ, শঙ্কিত মানসিকতা, যে এবং উহাদের—ঐ নবাগতদের বেয়ারাকে ফুল রাখার ইঙ্গিত অতীব মনোজ্ঞ। এবং ঐ আগত পরিচিতদের প্রতি মস্তক আন্দোলনে ইহাদের কাহারও সাড় লওয়া বিধায় অসীন সকলকে এখানকার সেই সচেতনতা হইতে কিয়ৎ ফুরসৎ দিয়াছিল ; পুনরায় সকলে গানের শব্দের বাধ্যবাধকতার মধ্যে ডুবিয়া যাইলেন।

---

* গল্পের নামটি মহৎ কবি সুধীনবাবুর (সুধীন দত্ত)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন পাখীর ডাককেও বড় বিরক্তের বোধ হয়, বড় অসভ্য। যাঁহারা গান করেন, তাঁহারা গানের শব্দগুলির মধ্যে নিশ্চিন্ত অনুভবে, বড় পরিচ্ছন্ন করিয়া পর্দা লাগাইতেছেন, গীতের অক্ষর ভেদিয়া কখনও কোমল কখনও শুদ্ধ স্বর দেখা যায়! মুখমণ্ডল এমনভাবে চালিত হয়, সেই সীমা অবধি—যেখানে সুরের শেষ হইয়া এক নিরবচ্ছিন্ন কিছু নাই! আঃ এখানে আর কেহ চুল বাঁধে না, এখানেই ইহাদের কেশরাশি কিছুটা স্থানচ্যুত হইল, কেহ সহবৎ বোধে চমকপ্রদ অঙ্গুলি সকল খেলাইয়াছিল। গীতকারিণীরা সীমাতে আছেন।

দূর, অন্যপার, শান্তি, বন্ধু, মায়া, গোপনতা। ভার, অনন্ত, বন্ধন, ভেলা।

গীতকারীগণ প্রতি কথাতে, বহু দিবসের না ব্যবহার করাতে, মানুষের যে অচেনাত্ব লাগিয়াছে তাহা অতি করুণায়, সুদারুণ যত্নে উজর করিতেছিলেন ; ইহাদের আঁখি পক্ষ্ম সুদীর্ঘ—যে এখন উঠিল, এখন নামিল, কাহারওবা সুঠাম সুচৈনিক মুখ রেখার পাশ দিয়া ধূপ বিচিত্র ধোঁয়া লাভ করিল, অথচ ঐ দুর্ঘট সীমাতে দাঁড়াইয়া সকলেই, তাঁহারা সন্ন্যাসিনী এমন।

গীতকারিণীরা আপন বেদনাকে সূক্ষ্ম অনুভূতিতে, ভারী দক্ষতায়, আপন সুন্দর শরীরের অভ্যন্তরের প্রতিটি স্থানে লইয়াছে ; ইহাতে পরিষ্কার যে, তাহাদের দিনগুলিতে, যাহা অতিবাহিত, আর কোন আপশোষ ছিল না, ক্লেদ কখনই নাই ; এখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া এক এবং অভিন্ন কাঠামো—যদিও দেখা যায়, একে আপন হাতের বালা দেখিলেন ; অন্যে কাপড়ের ভাঁজ ; কেহ বা ইহার মধ্যে ছোট হাই তুলিতে আছে ; এইরূপ অনেক সাধারণ ব্যবহার ফুট কাটিল!

কিন্তু তবু তাঁহারা একটিই ; ঐ মিশ্র রাগে, পুরিয়া ধানশ্রী, পথের এক পার্শ্বে রমণীরা দাঁড়াইয়া যাত্রী সকলকে পরম আশ্বাস দিতে আছিল। উপস্থিত সকলেই অতিমাত্রায় সুপ্রাচীন বিশ্বজনীন আপনা রূপ, যে সে যাহা, তাহাই দেখিয়াছিল ; এই দেখার মধ্যে, যে আমরা সকলেই চলিতে আছি যে এবং ইহা বিনা তর্কে মান্য করিয়াছি ; এই স্বীকার! কোন শতাব্দী প্রতিবাদ করে না যে, ইহা অন্যরূপ নহে কেন? গৃহের কি বৈপরীত্য চেহারা ইহা এবং ইহাকে, ঐ যাত্রা, সজ্ঞানে বুঝিয়া লইতে সমবেতরা অব্যর্থই আপনকার দেহে অভিব্যক্তি ঘটাইয়াছিল!

ঠিক এমত সময়ে গীতকারিণীরা পার্শ্ববর্তী কক্ষের প্রতি অবলোকনিল ; সেখানেতে কেমন একটি বাঙলা সপ্রতিভ—অবশ্য সপ্রতিভ শব্দ যদি এখানে ব্যবহার করা সমীচীন হয়—শব্দ সকল, গীত যে নীরবতার সৃষ্টি করিতে আছিল তাহা, যে এবং যদিও যাহাতে ধূপের ধোঁয়ার আওয়াজ! বিলক্ষণ শোনা যায়—যাহাতেই অথবা কাহারও ভব্য হওয়ার কারণে ঠিকভাবে বসাতে কৌচের মৃদু আওয়াজ হওয়া পর্যন্ত! এবং তৎসহ এক বর্ষীয়সী কণ্ঠস্বর ইদানীং শ্রুত হইল, আস্তে বেচারা...খুব কষ্ট হইল আঃ এসো এসো...আঃ কি ভালো ছেলে ও ডিয়ার।

আরে আরে তুমি

কি কেমন আছে...আঃ তোমার বাবা কেমন আছে...আঃ কি চমৎকার লাগছে তোমাকে...এইখানে, এমত পরিস্থিতে এহেন প্রশংসা বেমানান জানিতেই তিনি ঈষৎ সঙ্কুচিত হইলেন ; কেন না অদ্য একটি বোধকে সুমহৎ করিতে তাহারা পরিকর ; এই ল্যাণ্ডিং-এ তাঁহারা উহাই মূর্ত করিবার জন্য আছেন! এই মনোহর সম্ভ্রান্ত বালক, যে হয় খুব সৌখীন চেহারার, সে একবার নীচের দিকে তাকাইল, চারিদিকে ফুল ; যেখানে সে দাঁড়াইয়া, সেখানেও, দেওয়ালে ঠেস-দেওয়া গোল-করা ফুল-চক্র, কোথাও তাহাতে লট্‌কান ছোট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কার্ড।

এখন একজন উর্দ্দিপরা বেহারা উঠিল, হাতে ফুল-চক্র এবং খাম ; পার্শ্ববর্তিনী মহিলা ফুল-চক্র হইতে কয়েকটি পাপড়ি ছিঁড়িয়া চিঠি তিনি গ্রহণ করত ; তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়া সত্বর ঐ কক্ষে প্রবেশিয়া এক ব্যক্তির হাতে দিলেন, ইহার দাড়ি কামান নহে, গায়ে এখনও রাত্র-আঙরাখা ; মুখমণ্ডলে ঈষৎ অপরাধের ক্লেদ যদি বলা যায় !

আঙরাখা পরিহিত ব্যক্তি চিঠি খুলিয়া পড়িলেন, পার্শ্বস্থিতকে কহিলেন, স্যর...আঃ বৃদ্ধ ভদ্রজন। দেখ।

এই ভদ্রলোক অধিক সমীহতে ঐ পত্রখানি লইলেন মৃতের পশ্চাতে ঐ গায়িকাদের প্রতি নেত্রপাত করিলেন, অল্প গলা পরিষ্কার হইলে, ইহাতে জড়ত্ব ছিল, কহিলেন, আঃ লাইনটি সত্যিই মারাত্মক।

এখানে 'মারাত্মক' বলিতে হৃদয়গ্রাহী বা আন্তরিক জাতীয় কিছু যাহা স্পষ্টীকৃত হয় ; এখানে ইনি প্রকৃতই বাঙালী ! যেমন আমরা ভয়ঙ্কর ভীষণ ব্যবহার করি—, ইনি বাঙালী ! অন্তত এই শোক-সন্তপ্ত পরিবেশে—ঐ ত মৃতের শ্বেতচাদর ইতস্তত কম্পিত—তাহাকে নিরভিমান দেশীয় হইতে নিজ অজ্ঞাতেই হইয়াছিল।

চমৎকর চিঠি লিখিয়াছেন।

'...আমরা উচ্চ মার্গীয় এসথেটিকেস্ জানি, তাহা চকিতে নস্যাৎ হইয়া গেল। আর ঠিক এমনই এক মুহূর্তে সমস্ত বুঝি যাহা বাহিরের জগতের বিশেষত্ব তাহা আমাদের নিকট ভূয়ো বলিতেই হয় ; তৃষ্ণা ক্ষুধার মানুষটি বড় আপনার যে, সে যে আমাদের এইরূপ নির্মম টিট্‌কারী দিবে তাহা কে জানিত। এখন সন্দেহ হয় সত্যিই কি...' হাত নরম ছিল।

'আঃ হা হাত নরম ছিল' যদি হাত নরম ছিল ত আকাশে তারা ছিল, যদি হাত নরম ছিল ত মাটিতে ধূলা ছিল,...ছিল ত মেয়েদের আঁচল ছিল।

সত্যই এমন সান্ত্বনা আমাদের বড় স্নেহে চোখ মুছাইয়া দেয় !

'...উহার সুন্দর মুখখানি চিরদিন আমার মনে থাকিবে। আজও মনে অনেক কথা,...' এইখানে স্যর এই চিঠি লিখিতে কালো কলম থামাইয়া ছিলেন ; তিনি মনোরম টেবিলে, রৌদ্র ছটা পড়িয়াছে, তিনি কলমটি দিয়া ঐ ছটার উপর এলেক কাটিতেছিলেন ; ইস ভয়ঙ্কর সেই ব্যাপার-পরিস্থিতি নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল !

কি অতর্কিতে ঐ রমণী আক্রমণিত হয়েন, যে একটি থাপ্পড়ে রমণী চেয়ার হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িলেন, সেই লোকটি দাঁড়াইয়া, যে জন এখনই ঐ নীচ অভদ্র উচিত কাজ করিল, তাহার মুখমণ্ডল যারপরনাই উচ্চকিত ! যে এমনই সে দাঁড়াইয়া যে সে অপরাধী, যে সে বিবিধ ধর্ম নিষিদ্ধ পাপ সকল ধারণ করিয়াছে ; অজস্র নিন্দা হইতে আপনার দেহকে কোথাও বা সিঁদাইতে মন করে, অথবা আদতে সে নিজেকে আক্রমণ হইতে বাঁচাইতে প্রস্তুত রাখে। যে এবং সে আলো হইতে অল্প করিয়া একটু আঁধারে—যেহেতু প্রায় ক্লাবেরই আলো সাধারণ দিবসে বেশ কমজোরী থাকে মানে বাল্ব কিছু ধিমোন—সরিয়া যাইতে আছিল ; ক্রমে সেই জন দেওয়ালে পিঠ দিতে সমর্থ হইল, তাহার কপালে ঘাম আসিয়াছে। এবং অকথ্য গালাগাল তদীয় মুখ নিঃসৃত হয়।

এই প্রস্তুতিতে ঐ দীর্ঘাকৃত সুন্দর পুরুষটিকে আরও দিব্য মহা পুরুষালি মনে হইল, তদীয় সমগ্র শরীরেতে একটি পৌরাণিক নির্ভীকতা আর আর টেবিল ঘিরিয়া যাহারা সন্ধ্যা অতিবাহিত করিতে আসিয়াছিলেন, তাহারা সোজা হইয়া বসিলেন, এখানে এখন, ঈদৃশ ব্যাপারের জন্য কখনও কেহ আশা করে নাই—মানে অন্তত এই সন্ধ্যাবেলাতে—ফলে কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে করা উচিত, এমন কি দরওয়ান বা চাকরকে ডাকা তাহাও ঘটিল না ; তাঁহারা থ, তাঁহারা যেন নিশ্চিত জানিতেন ইহা অবধারিত ছিল, এই ক্ষণটির জন্য সকলেই অপেক্ষায় ছিলেন এখন তাঁহাদের ওষ্ঠ কম্পিত হয় এখন কেহ হাতে অন্য হাত ঘষিলেন। বেহারারা একস্থানে খাড়া ছিল। ঐ ব্যক্তি সংযত ছিল।

রমণী তখনও মেজেতে, কার্পেটের উপরে, একটি হাত পুরাতন শ্বেতপাথরে, কোন অবস্থাকে, সংস্থানকে, সুপ্রাচীন না করিয়া লইলে হায় আমাদের অনুভব নাই! রমণীর কান হইতে একটি কর্ণাভরণ ঐ প্রচণ্ড আঘাতে ছিটকাইয়া কিয়ৎ দূর পড়িয়া রহিয়া আছে ; রমণীর সহিত যে যুবকটি ছিল, সে অবশ্যই অপমানে বিভ্রান্তিয়াছিল ; তাহার বিমূঢ় হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ইহা নিমিষের জন্যই, কখন যে সে আপনকার কোট খুলিতে গিয়া ত্বরিতে ছুটিয়া যায় মুখে ইংরাজিতে অশ্রাব্য গালি ছিল, ঠিক এমত সময় এক বালক প্রায় ছুটিয়া আততায়ীর দিকে, ক্রন্দিত স্বরে আসে।

ইতিমধ্যেই আমি (এই বৃদ্ধ যিনি এখন চিঠি লিখিতেছেন তিনি বাধা দিয়াছিলেন) ঐ অসহিষ্ণু সুবেশী যুবককে স্থির থাকিতে বলি..., তবু যে এবং তিনি কোন ক্রমে শান্ত করণার্থে একটি চিরাচরিত নীতি কহিয়াছিলেন, কি করিতেছ ছি ছি তুমি আইন হাতে লইতে পার না। কিন্তু তাঁহার বাধার আগেই ঐ যুবক একটি গেলাস ছুঁড়িয়া ছিল। আততায়ী নিজেকে বাঁচাইবার কথা ভুলিয়া যুবককে ধরিতে আসিতেই ঐটি কপালে লাগিল, এবং রক্ত। এবং বালক অদ্ভুত খেদে ফুঁফাইয়া উঠিল, বাবা। যিনি চিঠি লিখিতেছেন, তিনি এখানে রুখিলেন, তখনও তাঁহার চোখে সেই ভূমি অবলুণ্ঠিত রমণী। অনন্ত কিবা প্রতিহিংসার মূর্তি—অথচ সুমহৎ অভিজাত।

যে রমণী এখন মৃত, ঐ কক্ষে শায়িতা।

পার্শ্বেই গীতকারিণী এখন এমন একটি পদ গাহিতেছিলেন, যে পদে 'ভেলা' শব্দটি ছিল, এখানে সকলেই কোন বিশেষ অহঙ্কারে চেঁচাইয়া উঠিতে আছে ; একমাত্র যে যুবতী অন্ধ সে-ই ঐ শব্দটি মধ্যে, স্বরের তারতম্য যুক্ত করত রম্যতা আনিতেছিল—কেন না উহার কোন গন্ধ, প্রকৃতির দুর্যোগ! ছাড়া ছিল না ; অবশ্য তাহার নিয়ত অন্তর্জ্বালা ছিল ; মিষ্টভাষকে সমবেদনাকে সে ঘৃণার চতুর প্রকাশ বলিয়া বিশ্বাস করে গীত মন্থর গতিতে, অন্ধ যুবতীর স্বরে নিটোল হইয়া উঠিতে আছিল।

ঐ যেখানে এক সুদৃশ্য কেবিনেটের (!) উপরে রকমারি চিঠি আসিয়াছে, খাম সহ সেইগুলি ভারী যত্নে মেলান রহিয়াছে, কোথাও পাখার হাওয়াতে তাহার কাগজের কিছু অংশ অনবরত কাঁপিতে আছিল ; পাঠরত কেহ—আঙুল দিয়া আপনার নিকট যে পদগুলি বড় মনোজ্ঞ বোধ হয় তাহা অন্যকে দর্শাইতেছে, দেখ এই লাইন...আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, যে আজ উহার জন্য হা ভগবান দুঃখ বোধের পরিচয় দিতে হইবে, এইটি হয় রহস্য!

আঃ এই চিঠিটা!

হায় কে গতকল্য ইহা ভাবিয়াছিল যে, এতকাল যাহাকে বিবিধ ফুল সকল পাঠাইয়াছি, আঃ কত কথাই মনে পড়ে। তাহাকে অদ্য এই কঠিন শ্বেত ফুল সকল পাঠাইতে হইবে, ইস্ কি অন্ধকার!...'

হা ভগবান! আমাদের হৃদয় বলিয়া কোন পদার্থ আছে কিম্বা নাই, দুঃখ বোধ আছে না নাই তাহার জন্য এই নিষ্ঠুর পরীক্ষা করিলে? প্রকৃতির নিয়ম এত বড় পৃথিবীতে, কতটুকু বেচাল হইতেছিল যে তাহারে লইলে?

এই কয়েকটি পাঠে তাহারা বারম্বার আশ্চর্য। আঃ! দারুণ এই সকল শব্দে আপনকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধগম্যতার হিসাব দিয়াছিল, এবং এহেন মুহূর্তে তাঁহারা যাঁহারাই পড়িয়া থাকেন ঐ চিঠি সকল অবশ্য সমষ্টিবদ্ধ ভাবে তাঁহারাই আর একতে পরম বন্ধু রূপে, অজানিতে, মিলিয়া যায় ; তাঁহারা একই সঙ্গে পদক্ষেপ পর্যন্ত করেন। যে তাঁহারা অনেকদিন পর্যন্ত এইরূপ রহিবে একাত্ম হইয়া !

কেহ চশমা মুছিল, এইজন নিজেকে প্রস্তুত করেন, ক্রমে বেশ বুঝা যায় যে নিজেকে চাগাইয়া তুলিতেছিল, এই ব্যক্তি একাই ঐ কম্পিত চিঠিগুলি পড়িতেছিলেন পাশে অন্য কেহ ছিল না, এইটুকু স্থানের মধ্যে কি অসম্ভব নির্জন ! আশ্চর্য যে ঝিল্লিরব ঘনাইতেছিল, কখনও অতীব দূরাগত গাড়ির হর্ণএর শব্দে ! এই ব্যক্তি ধূপের গন্ধ পাইতেছিল যে তিনি অন্যত্রে তাকাইলেন মধ্য টেবিলে রকমারি সিগারেটের টিন, কোনটি চ্যাপ্টা, এবং চুরুটের বাক্স—ইহার ডালাতে লাল মখমলের অস্তর, যাহার উপরে সোনার অক্ষরে নির্মাণকারীর নাম ; ছাইদান ; পশ্চাতে বিবিধ ভঙ্গীতে নীরবতা ; কেহ ঈষৎমাত্র নড়িবে না পাছে ঐ শান্ত অবস্থা নষ্ট হয় ; এবং যে এই গূঢ় তার শেষে দরজার মধ্য দিয়া ঐ শীতল ছবি ; যাহা বুঝিয়া লইতে আখ্যায়িতে মানুষ তীব্র শ্লেষাত্মক অভিধা, কখনও কাম্য, আবার হাঁপাইয়া বহু অলঙ্কার, মনোরমত্ব বুদ্ধি যাহা, টুঁড়িয়াছে ; চশমা পরিহিত ব্যক্তি যে এখনও একাই, তাহার ঠোঁট অনুচ্চস্বরে শব্দিত হইল, যে যাহা এই—এখন ইহা বোধিল যে এই পৃথিবী দীর্ঘশ্বাস ত্যজিবার জন্য ঈদৃশী বিরাট, ঐ পৃথিবী, সৌরলোক ঐ নক্ষত্রলোক !

ইহাতে বড় করুণ কণ্ঠে বিদায় বিদায় শ্রুত হইতেছিল।

এই পদে, আমরা দেখিব দুই বার বহুব্যবহৃত শব্দ আছে, সুস্থ বা স্বাভাবিক জগত (!) হইতে যাহাকে বেশী বা অপচয় বলা নিশ্চয়ই যায়, ইহাতে বাধা দিবার কেহ নাই ; এই সমালোচনা তখনই বিবেচ্য যখন লেখক লেখা ব্যবসায়ী ! এ ক্ষেত্রে তেমন নহে ; এখানে মান্য করিতে হইবে যে একজন ভাঙিয়া পড়িয়াছে, ঐ মর্মান্তিক খবরে সে যারপর-নাই সন্তর্পণে, পদক্ষেপ করিয়াছে, ওষ্ঠ দংশন করিয়াছে ! আপনার বেদনাকে প্রকাশিতে ছেলেমানুষের মত ক্ষিপ্ত হইয়াছে !

ঐ চশমা পরিহিত ব্যক্তি আপনকার এবম্বিধ আবেগ নিজেই অনুভবিয়া বেশ সঙ্কুচিত হয়েন, তাঁহার এই বিভ্রান্তির মধ্যে—শুনিলেন ! অদ্ভুত অল্পবয়সীর তাকলাগা স্বরে বাবা, বাবা দেখ, ঐখানে ঐখানে ; রোলস্-স্পোর্টস্ ; দেখ উহার একঝস্ট পাইপ ! রোলস-বাজী ! আমাকে দেখিতে দাও !

ঐ বাক্যরাজির এখানে সকলকে বড় জব্দ করিতে আছিল—ইহা কলঙ্ক ! সকল সশ্রদ্ধা অপরাধ মনে যখনই ঐ শায়িতা ঐ পরাজয়ের দিকে নেহারিয়াছে, ঠিক তখনই সেই আলার্মের শব্দ।

শোকাচ্ছন্ন যাঁহারা তাঁহারা দেহের কোনখান দিয়া তৎপর হওয়ত ঝটিতি যে বাহির হইয়া আসিতে হইবে, তাহাতে ধাঁধাপ্রাপ্ত তাহারা হইলেন ; ধ্বনিয়া উঠিল রহস্যময়। তৎসহ রকমারি গ্রামে, মেলাই সমার্থবোধক শব্দ উচ্চারিত হইল।

গীতকারিণীরা সকলেই হতবাক্ রহিল, তাঁহাদের প্রত্যেকের কণ্ঠে যেন কঠিন কিছু বিদ্ধ হইয়াছে ; বেচারীগণ একে অন্যের গা ঘেঁষিয়া বসিয়াছিলেন। ঠিক যে সময়ে তাঁহারা সেই মা'র প্রতি নজর করিয়াছিলেন, এখনও নিশ্চয়ই ইঁহারা উহারে, ঐ মাতাকে, মনেতে তাড়না করিতেছিলেন, মহা বিরক্তিতে ; কি বা প্রয়োজন ছিল উহাকে আনা ! ঐ শিশুকে !

হাঁঃ !

ছিঃ 'হাঁঃ' বলা উচিত নহে ! দেখ, দেখ, শিশুটির মাধুর্য। ছিঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাঃ কি ভাবে বলিয়াছি বলত ?

আমি জানি। দেখ, কি বা চোখ। কি মধুস্বর, মাগো সুন্দর দন্তপাতি ! ছিঃ !

ও না কখনই না, আমি বুঝিয়াছি তুমি কি ভাবিতে আছ ; জানিও আমি নিষ্ঠুর নই ! পাপ ! জন্মসূত্রর অঘটন আমি ভাবিলাম না।

যে মহিলার কোলে ঐ শিশুটি ; তদীয় ভ্রূযুগ উঃ চকিয়াছিল ; ভাবিত যে আমার সুখ সকলেরই ঈর্ষার কারণ ; ইহারা এতদূর পর্যন্ত গিয়াছে যে আমাকে ইহারা নেটিভ বলিয়া থাকে ; যেহেতু আমি জানি সেই গল্পটি, যাহা মদীয় পশ্চিমা আয়াটির নিজের জীবনের ঘটনা। যে সেই আয়া কি দুর্ধর্ষ হইয়াছিল ; যখন এই ভদ্রমহিলার, আগ্রহ দেখিয়া সেই আয়া স্বীয় হাতের রৌপ্য নির্মিত বালা ; যাহাতে যেখানে বলয় করিতে দুই অন্ত মিশিবে ঠিক ঐ দুই স্থানেতে, কোন জন্তুর মুখের আদল আছে, ভীষণ ব্যাঘ্র ! সেইগুলিতে হাত দিল, টানিল যাহাতে যে ঐ দুটি কোন অভিব্যক্তির অন্তরায় না হয় ! বা লজ্জায় !

ঐ আয়া তখন আপনকার অঞ্চল কোমরে আঁট করিয়া লইল ; যখন এই বিরাট সুসজ্জিত কক্ষের চারিদিকেতে নেত্রপাত করিল তৎক্ষণাৎ এইখানটার নিজস্ব সকল জৌলুস খোয়া গেল ; আয়া কহিল, ঘন কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি ; আমার শিশুপুত্র দাওয়াতে হঠাৎ একটা কান্না, আমি ছুটিয়া আসিলাম, হা কপাল ! হা আমার জনম ! আমি গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিলাম ; খানিক এই দিক ঐ দিক ছুটিলাম ; হাত-তালি দিলাম, মশাল জ্বালাইলাম, হা হা রবে বন বাদাড় দেখিলাম, কানে হাত দিলাম—ঝিল্লিরব শ্রুত হইল, আমি পাগলের তুল্য, আমার কান্নায় গ্রামবাসীরা আসিল ! যখন ফরসা প্রায় হয় তখন দেখি আমার ছেলেটি ফুটটুস গাছের ঝোপের তলায়। উহার দেহে শিয়ালের দাঁতের দাগ !

সকলে কহিল ; তোমার জন্যই। হা মা বটে।

এই শিশু ক্রোড়ে ভদ্রমহিলা ; অন্যত্রে যখন বলেন, তখন শ্রোতৃবর্গরা খুবই হতবাক রহিল ; কহিল কোথায় সেই আয়া ! ইহারা দেখিতে চাহিলেন ঐ আয়াকে ?

ওঃ ভারতবর্ষ কি জঙ্গল ! কি ভালই করিয়াছি ; যখন তাহাকে দূর আসামের সোদিয়াতে বদলী করা হয়, আমি যাই নাই '...'

ওঃ '...' (অমুক) এখানে নাই, সে ত মানে ত্রাসিত হইত, জান, আর কিছুদিনের মধ্যে তাহার পুত্র হইবে ! সত্যি লোকে কি ভাবে বাস করে।

এমত প্রসঙ্গে সকলেই, স্বস্তি ঠিক যেখানটিতে সেই নিপট সরলতা ব্যতীত কোন কিছু নয়, সেই স্থানে পৌঁছাইলেন, যে একের প্রতি একের মৃদু কুশলজ্ঞাপক মঙ্গলহাস্য খুবই, স্বাভাবিক হয় ! যে এবং এই শ্রোতৃবর্গের একজনই, এমনও হইতে পারে প্রত্যেকেই, ব্যক্ত করিলেন, সত্যই। এই উক্তি কেন যে, যে ইহা কি সিদ্ধান্ত, বা অর্থহীন মাত্রা !

এই 'সত্যই' বড় গম্ভীর।

এখনও ঐ গীতকারিণী সকলে, আহত হইয়া আছে, যে তাহারা মৃতার প্রতি ; মানে ঐ শুদ্ধ মুখমণ্ডল, নিষ্পলক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষিতে আছিল ; এমত যোগে, ইহা অবাকের হয় যে, এই গোষ্ঠীর প্রতিজনেরই অতীব, যাহার কিনারা করা যায় না, ঈদৃশ আস্তে মুখ নড়িতে আছে ; এইভাবে, তাহারা ধূপের ধোঁয়াকে নিশ্চয়ই হটাইতে থাকে ; যে তাহারা নির্ঘাৎ ঐ শান্ত অসহায় মুখমণ্ডল হইতেই এইটুকুন অধীনতা প্রকাশ করার খেই পাইয়াছিল, মনে কোন অবিশ্বাস নাই, যে ঐতে কোন সাড় নাই।

শব্দকে বড় নিকটের করিতেছিল, গীত গাহিতেছিল।

যে এতাবৎ, যাহারা কতক শব্দের মহিমাকে বিশেষ খেলাইতে মন করিয়াছিল ; আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিক দিয়া বলা যায়, এখানকার বিবিধ কিছুই : যাতায়াত, অবলোকন, দেহ চালনা কথা—অনেক বেঘাট ঠেলিয়া এখন প্রতিষ্ঠিত—সবই পূর্ণ সঙ্কেত হইয়া আছে ! মানুষ কি প্রহেলিকা আলাদা, আঃ কত না লুকাইয়া থাকিতে পারে। এই তত্ত্ব নিচয় ঐ শব্দ গভীরে প্রবেশিবার সুকৃতিই যাহারা নিঃসঙ্কোচে দেখিতেছিল ; বহু প্রাচীনকাল হইতে, মৃৎপাত্র কোন ছার, অস্ত্র অগ্নি উজ্জাইয়া অনেক দূরে—তখনকার হইতে, যখন প্রতি রোমকূপ দিয়া নিশ্বাস পড়িত বা নিশ্বাসই দেহ, আঃ ভগবান। ঐ কালস্তরেই তাহারা আছে ! এবং দেখে।

আশ্চর্য একটি শিশু কণ্ঠস্বর তাহাদের বিরক্ত করিল ; মাতৃক্রোড়ের ঐ আনন্দ বিষ ঢালিয়া দিল সে আপনকার জননীর সুঠাম থুতনিতে হাত দ্বারা স্পর্শে বারম্বার জিজ্ঞাসে, কোথায়...মারা গিয়েছে !

তদীয় মাতা যতবারই, মৃদু তাড়না ছলে ঈষৎ চাপা কঠিন স্বরে বলিলেন, ঐ ত...আঃ...উঃ তুমি বড় দুষ্ট হইতেছ...ছিঃ...ঐ ত '...'মাসী ঐ ত খাটে ...আঃ !

খাটে শব্দতেও শিশু বুঝে না, অথবা সে চেনা অচেনা মুখ সকল দেখিতে ছিল ; সে এদিকে সেদিকে কখনও বা গীতকারিণীদের প্রতি নিরখিল, ও যে তৎসহ প্রশ্ন করে, কোথায় ! ...ঐ যে ! ঐ টা (!) মরিয়া গিয়াছে ?... এমত সময়েতে শিশুর অঙ্গুলি নির্দেশিত ছিল ঐ শোকগান যাহারা করে তাহাদের প্রতি এবং,মাগো কি লজ্জার ! কহিল, ...ঐ উহারা মরিয়া গিয়াছে...উহারা ! আঃ বল না ! উহারা...ঐ যে ঐ যে।

শিশুর মাতা মহা আতান্তরে পড়িলেন, যে তাঁহারে যাহা নিছক অধোবদন করিল, তিনি বেচারী কোন মতে শিশুর মুখ হস্ত দ্বারা চাপিতে গেলেন, কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন, অজস্র লোক ভেদিয়া অন্যত্র যাইলেন : আর শিশুটি সারাক্ষণ বলিয়া চলিল ইহারা মরিয়া গিয়াছে !

ঐ প্রগল্‌ভ শিশু ঐ বিরাট শহরের তীক্ষ্ণতাকে চাতুর্যকে নস্যাতিয়াছিল ! সকলেই তখনই মৃতার দিকে, কখনও আসবাব, কখন দৃষ্টি নীচুকরত আপন ওষ্ঠ দেখিতে চাহিয়াছিলেন কেহ আপন কপোতাখ্যে বক্ষের প্রতি নেহারিয়াছেন দুঃখের আসার গ্রাম্য শব্দ শুনিতে আছিলেন একে, ঐ আধো কণ্ঠস্বরে বা ত্বরিতে অদৃশ্য হইতে পদক্ষেপ করিল এই কক্ষ হইতে—পাছে কেহ লজ্জা পায় যে সে শুনিয়াছে এরা মরিয়া গিয়াছে ?

অন্ধ যে, আপন দেহই যাঁহার ভাবনা ; সেই রমণী এখন যখন ভেলা রূপেতে সমাধিক মাতৃস্নেহের দ্বারা ত্বাচ্‌ প্রত্যক্ষ করণের কি যন্ত্রণার চেষ্টা করিতেছিলেন, ইনি সেই যিনি, প্রতি ফুল-চক্র বা তোড়া হইতে কিছু পাপড়ি সংগ্রহর কথা বলিলেন।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝাইয়া বল ত ; আমি মানে আমরা ঠিকভাবে বুঝিয়া উঠি, ফুল পাপড়ি এবং এই ব্যক্তি তখনই ভ্রূ কুঞ্চিতের ভাবনা করিলেন, যে তত্রাচ সুখেতে সপ্রতিভ লক্ষণ আছে—যে তিনি কিছু হাবা নহেন, যে তদীয় কাজের টেবিলে কাগজপত্র ফাইল হদিশ করেন ; এবং এমন যে মহা আতান্তরে এখানে এক ঘোর ছাইয়া রহিয়া আছিল ; দূরে ঐ কথিত শব্দ।

যে ঐ অন্ধ রমণী এখন অদ্ভুত হস্ত ভাঙনে আপনকার কল্পনাকে মনোরম পদ্ধতিতে উজ্জ্বর করিতেছিল ; যে ক্রমে ইহাই ব্যক্ত হইতে আছে যে মানুষ শালভঞ্জিকা নৃত্যকলা ভুলিয়া যায় নাই ; বিশ্বাস হয় এই জন্য যে ঈদৃশ ছন্দে ইহার অঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয় ! বলিতেছিলেন,...এবং মানে ঐ ফুলের পাপড়িগুলি... ।

এই ব্যক্তি শুধুমাত্র স্বীয় 'আঃ-কি-যে' বলিবার আন্দাজ মত কণ্ঠস্বরকে আশ্রয় করত দাঁড়াইয়াছিলেন ; অবশ্যই ইনি কিছুটা বিচলিত আনকালচর্ড প্রমাণিত হইবেন ! ইহার সম্মান মান বুঝি বা যায় ; যে ইতঃমধ্যে তিনি ব্যাখ্যাকারিণীকে দেখিলেন, যে যাঁহার পদদ্বয় খালি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাঁহার হাতের অঙ্গুলি একটি বড় কমনীয় গাছের (গুল্ম) পাতাতে খেলিতে আছে—অতএব ঐ কণ্ঠস্বরও এমত এক বর্তমানতার, মানে জগতের নিকট একেবারেই বাজে, যে তিনি সত্যই অস্বচ্ছন্দ বোধেতে থাকেন ; এই স্থান হট-হাউস, রকমারি উদ্ভিজ্জ এখানেতে রক্ষিত আছে আঃ কি বা লাজুক বুদ্ধিদীপ্ত পাতা সকল ! এখানে ঐ শোকসঙ্গীতের কিয়ৎ টুকরা ভাসিয়া আসিতেছে—যাহা ঐ ব্যক্তির একমাত্র জাগতিক চেতনা রূপে, যথার্থ ফিকে ভাবেই অবশ্য রহিয়াছে। যদিও তিনি কতক সংস্কার বশতই, মনেতে আঃ দারুণ বলিয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার অভ্যাস ইহা সহবত হিসাবেই হয়, অনুধাবন করেন ; কিন্তু কোন তাড়াতাড়ীয় বৃত্তি অনুভবিত হয় না ; এমন কি, ইচ্ছানুযায়ী (গ্রাহ্য বা ত্যজ্য করার কোন কথা অনেক ক্ষেত্রে আসে না) নস্যাৎ করিবার শ্রেণীগত রীতি ভুলিয়াছেন ! তবু কহিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ অর্থাৎ ঐ পাপড়ি...

এবং ইহা বলিতে কালে তিনি, এই ব্যক্তি, শোকসঙ্গীতে হাত দিয়া থাকিতে চাহেন, কেননা ঐ অন্ধ রমণী ধীরে অমোঘ হইতেছিলেন, ইহাতে সুতরাং তাঁহার এমনই বিশ্বাসে, যাহা সব সময়েরই, গাত্রে সিঞ্চিড়া লাগিল ! যেখানে, যে একের সবই পরীক্ষিত ভাবে ঠিক আছে—ইত্যাকার মীমাংসা যে কত বোকা চেতনা ! যে আমার বিছানা স্থির যৌবনা ! চাকচিক্যময় ! চেয়ার আরামপ্রদ ! সেলাম তেমনি আছে। গাড়ি বেগ দেয় না ! পড়শীরা সজ্জন !

আপ্ত বাক্য সকলে পরোক্ষভাবে যে অসুস্থতার কথা থাকে তাহাই ইদানীং তাঁহাতে ঘনাইতে আছে। এবং যে তিনি নিজ অজ্ঞাতেই এই হট-হাউসের দরজা দিয়া বাহিরের প্রতি নেহারিলেন ; সেখানে বাগান, আগ্রহ তাঁহার হইল, ঐ ঘাস কাটা যন্ত্রটি চালনা করিবেন ! আঃ কি চমকপ্রদ শব্দ উহাতে হয় !

আর ঐ (যান্ত্রিক) শব্দ, ঐ অন্ধ রমণীর বাক্য বিস্তার যাহা দুর্বোধ্য, যাহা মতিচ্ছন্ন ভয়প্রদ স্বর মাত্র, হইতে রক্ষা পাইতেন ; এবং এখন তিনি দ্রুতপদে বাহিরে ফুল গাছ হইতে সত্বর ফুল ছিঁড়িতে আছেন এমন সময় ঐ রমণী ডাকিলেন ; আঃ তুমি কোথায় !

ইত্যাকার প্রশ্ন সুদারুণ হইয়া, ঐ ব্যক্তিতে, একটি ধাক্কা হইতে পারিত, যদি সত্যই কিছুক্ষণ আগেকার ব্যবহার্য সকল কিছু এবং পারিপার্শ্বিকতা যে খুবই অর্থহীন, নিছক ভারতীয় জ্ঞান, মনে হইত, কিন্তু তবু ইহা ধ্রুব যে, এই ব্যক্তির ঐ ঐ বিষয়গুলি প্রসূত যে নিঃসন্দেহে যে নিশ্চয়—যে তাহা সকল আছে তাহাতেই ঘোর লাগিয়াছিল তাহা এক মুহূর্তেরই, আরও এই জন্য যে, ঐ রমণীর পদ্ধতি বুঝিয়া লইতে না পারার কারণেই, নিজেকে নির্বোধ মানিতে গিয়া, ঐ সকল কিছুকে জড়াইতে হইয়াছিল ; যেহেতু নিজ কথাটির ঐগুলি বিকিরণ ! অতএব, ঐ সুন্দর মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসার উত্তরে এই ব্যক্তি বলিল, এখানে...আসিতেছি এক মিনিট !

এখন, এই ব্যক্তি নির্মমভাবে ফুল সকল আহরিতে আছিলেন, ইহা করিতে তাঁহারে ভারী কৌতুকপ্রদ দেখায়, হায় অন্ধ রমণী এই দৃশ্য হইতে বঞ্চিত হইলেন ; এবং ফুল সকল সংগ্রহ হইতে ঐখানে যাইলেন, ও হাঁপ ছাড়িতে থাকিয়া উচ্চারিলেন, আঃ ঐ যে ফুল সকল ! এক সজীব আত্মবিশ্বাস ধ্বনিত হইল। ভাগ্যিস ইনি শিস্ দেন নাই ; যদিও শোক সঙ্গীতের সুরে তেমন মনোভব উপজাত হয় !

এখন এই ব্যক্তি যিনি ফুল ছিঁড়িলেন, তাঁহাতে—তাঁহার সর্বত্রেই, অন্ধ রমণীর কণ্ঠস্বর মোচড় দিতে আছিল, যাহা ঐ রমণী কথিত কোথায় শব্দ ঘটিত ; নিশ্চয় ঐ শোক সঙ্গীত ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানিতে চাওয়াকে আরও গভীর করিল ; ঐ ব্যক্তিকে উহা নিঙড়াইতে লাগিল ; ইনি দেখিলেন যে ইনি নিজে ঐ সবুজ মাঠে লাফাইয়া ফিরিতেছিলেন, আঃ একদা আমি ছেলেমানুষ ছিলাম ! কত সহজেই ইত্যাকার জিজ্ঞাসার যে তুমি কোথায়-এর উত্তর করিতে পারিতাম যে এই যে আমি !

এখন ইহার হাতে ফুলের রস কিছু লাগে, সেই জন্য সমস্ত দেহতে বেপট উসখুস ছিল ; কিন্তু সমক্ষে ঐ অন্ধ রমণী ! যে সূত্রে, প্রতিতেই নিখাদ কর্তব্যবোধকে সটান রাখিবে—এই ব্যক্তি ! যে বলিতে পারিত—এই যে । এবম্বিধ উত্তরে একে তুখড়ভাবে এই দেহ এক স্থান হইল ! এই সত্যের মধ্যে এক অদ্ভুত রহস্য, ক্রমে যে রহস্য মহা তরাসের ; কিন্তু এই ব্যক্তি সেই দিকে মনস্ক হয় নাই, সে অন্ধ রমণীর কাছে যাইতেছিল ; অন্ধদের বড় নিকটে যাইতে হয় !

অন্ধ যিনি, তিনি ঐ শোক সঙ্গীতের অর্থাৎ শোক সঙ্গীতের শব্দ সকলে—যাহা রমণীতে শব্দ তরঙ্গমাত্র—জায়গা দিতে চাহেন ; সেইগুলির শব্দতরঙ্গ না রঙীন চেহারাতে । ইনি ফুল পাপড়ির স্পর্শে এক গভীর শ্বাস লইলেন, এবং কহিলেন, পাপড়িগুলি ইতস্তত ছড়াইতে রহিয়া, আঃ আমরা যদি প্রতি রীদ্ হইতে কিছু কিছু পাপড়ি লইয়া উহার, মৃতের, চাদরের উপর ছড়াইতে থাকি ত বেশ হয় ? কি বল তুমি !

আঃ চমৎকার দারুণ হইবে ।

এহেন উত্তর শুনিতে কালে তদীয় মুখমণ্ডল খুব ধীরে যেন উড়িয়া যাওয়া ফুলের পাপড়ির গতি অনুসরণ করিতেছেন—নড়িতেছে ।

দারুণ !

অন্ধরমণী এমন এক ছবিত্ব সৃষ্টি করিলেন ঐ ফুল পাপড়ি ছড়ান—যে সকলেই বিস্ময়ে স্পন্দিত হইল । এই পাপড়ি অবকাশের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে পড়িতে থাকার যে রূপ—তাহা শোক সঙ্গীতের শব্দগুলিকে যাহা মানুষের দীর্ঘশ্বাসের দুঃখের সহিত আশ্চর্যভাবে একীভূত, যে এমনও প্রমাণ হয়, যে, ভেলা, বন্ধন, পরপার এই সব শব্দগুলি বড় পাঁজড়া ভাঙিয়া যাহা উচ্চারিত হইতেছে, তাহা গভীরতম দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ মাত্র ।—এখন এই সকল শব্দকে খুব পরিষ্কার ভাস্বরিত করিয়াছে !

ইত্যাকারে ইহারা—অর্থাৎ মনুষ্যবাচক কথাটি প্রহেলিকা হইল !

একটি ফুলচক্র হইতে, কিছু পাপড়ি ছিঁড়িয়া আনা, ঐ মৃতদেহকে এক সুমহান কিছুতে পরিবর্তিত করিতেছিল ; দেহটি কোথাও যেন জাগিয়া আছে । এখানে ছেলেটিকে, যে রোলসগাড়িতে আকৃষ্ট হয়, তাহারে আনা হইল ; সে পশ্চাতের দিকে দেখিল, ঐ ঘরে লোকে এমত ভাবে বসিয়া আছে যে এইমাত্র মস্ত একটা বাজীতে তাহারা হারিয়াছে, যাহাদের জুতা দাপাইলে অনেক ধুলা পড়িবে, সে অল্পবয়সী, রেসের মাঠে ইহা দেখিয়াছে ! ইহারা কিছুক্ষণ পূর্বে তুমুল চীৎকারে মাঠ প্রকম্পিত করিল । ইহাদের বাটন হোল হইতে সিল্কের ফিতাতে ঝুলান চাকতি ; রুমাল বাহির করিতে যাহা এদিক সেদিক যাইল, রুমাল মুখের অবসন্নতা তাহারা মুছিবার চেষ্টা করিল ।

অল্পবয়সী ধীরে মুখখানা ঘুরাইতে দেখিল, তাহার সামনে এক ভদ্রমহিলা ধরিয়াছেন রৌপ্য ছোট থালিতে একটি এ্যাটমাইজার । এই যন্ত্রটি খুব দামী, ক্রীস্টালের নিশ্চয় ! ভারী চমৎকার একটা খেলা, ঐ বলটি টিপিলে ধাঁ করিয়া খানিক সুগন্ধী ছুটিবে ; ইচ্ছা করে কাহারও চোখে ঐ ফোয়ারা দিতে । চোখে যাহার লাগিবে সে অতিমাত্রায় ছল বিরক্তিতে কহিবে, আঃ !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অল্পবয়সীর কাঁধ এখানে অধৈর্য হইল। তবু সে উহার সামনে অদ্ভুত কঠিন হইল ; নিশ্চয় তাহার মনে ইহা হয় তাহারে যেন বোকা বানাইবার জন্য এবম্বিধ আয়োজন। সে একটু সরিয়া আসিল।

ও কি!

অল্পবয়সী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া যিনি বহন করত ঐ থালি আনিয়াছেন তাহার দিকে অল্প চোখ তুলিয়া দেখিল!

তোমার মা!

অল্পবয়সী আর একটু চোখ ফিরাইলে ইহা বুঝিত যে অনেকজন তাহার দিকে নেহারিয়া গীত গাহিতে আছিল! সে ঐ দিকে তাকায় নাই। বরং সে এ্যাটমাইজারের দিকে চাহিল ; এবং সে অনুচ্চস্বরে, আঃ বলিয়া উঠিয়াছে।

এখানে এই মজার খেলার সামগ্রীটি নীচ হইতে আসা কুকুরের ডাকের সহিত মিশিতেছে—ঐ কুকুরটি নির্ঘাৎ চেনে আটকান। অল্পবয়সী ঐ যন্ত্র নজর করিতে কালে সমস্ত, যাহা কিছু ওতঃপ্রোত, তাহাকে অর্থহীন বলার যোগ পাট এখানে থাকে। বিশেষত যখন অল্পবয়সী এখানে এবং যাহার সহিত ঐ মৃতদেহের ইহকালের এক সম্পর্ক আছে! ফলে এতক্ষণ বাদে সকলে বিশ্বাস করিল যে, মৃত্যু ঘটিয়াছে।

এসময় যখন চিঠি পড়িয়া একে, দুঃখ বোধ নিমিত্ত, বাহিরের দিকে তাকাইল, ইলেকট্রীক তারে পাখী, আরও পিছনে নারিকেল গাছের পাতা দুলিতেছে, আরও দূর পাশুটে আকাশ ; এবং এইজন যে মুহূর্তে চিঠির বচন স্মরিয়াছে : হৃদয় কি শুধু মৃত্যুর জন্যই আছে। মৃত্যু আসিলে হৃদয় বিকল হইবে। ঠিক তখনই এক এলার্ম ঘড়ি বাজিয়া উঠিল!

এলার্ম বাজিয়া চলিয়াছে!

যাহারা শোক সঙ্গীত গাইতেছিল তাহারা ক্ষণেকের জন্য নিজ ওষ্ঠ উন্মুক্ত রাখে, যাহারা অবসন্ন হইয়া স্বীয় দেহকে নিরীহ করত বসিয়াছিল, তাহারা সটান হইল। গৃহের উর্দি পরিহিত চাকর ঈষৎ বোকা বনিয়া এ ঘর ও ঘর করিল।

এখন এলার্ম!

প্রত্যেকেই যতখানি থ হইয়া ছিল, অবিকল ততখানি আশ্চর্য একপ্রকার পরিপূর্ণতা (!) লাভ করিল ; আবার তখনই তাহাদের দৃষ্টি ঝাপসা হইল। ইহা কিসের সঙ্কেত! কোন ঘুমন্তকে জাগরাক করিতে কি ইহা। আশ্চর্য! প্রত্যেকেই এলার্ম বাজার কারণ না-জানা প্রকাশিতে ঘাড় নাড়াইল। গৃহস্বামী কারণ অনুসন্ধান-জন্য ঈষৎ জলদি পদক্ষেপে যাইতে হইল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি শুধু জানাইলেন, যে ইহা খুব আশ্চর্যের!

কেহ এলার্ম দেয় নাই!

ঘড়িটা বহুদিন অকেজো!

কিন্তু এলার্ম!

এখানে যে ভদ্রলোক হাতকাটা-সার্ট পরিহিত আপন চেটাল হাত কপালে বুলাইয়া অনুচ্চস্বরে কহিলেন, মিসটেরিয়াস। যে এবং আশপাশে ছেলেমানুষের ন্যায় চাহিলেন, প্রত্যক্ষিলেন যে জনাজাত আপন হতভম্ব স্থবির অবস্থা হইতে ঐ শব্দটিকে নিশানা করিয়া আসিতে আছে ; আঃ ইহারা তাহারা, যে সকলে হাত দিয়া কুজ্ঝটিকা সরাইতে পারে। ইহারা তর্জনীর দ্বারা যাহারে দর্শাইবে তাহাই অস্তিত্ব লাভ করিবে। তাহারা উচ্চারিল, মিসটেরিয়াস। তৎশ্রবণে হাতকাটা-সার্ট পরিহিত ব্যক্তি কেমন যেন কঠোর হইলেন, বেশ বুঝা যায় যে তিনি বিশেষ অসহিষ্ণু, কিছু যেন তাহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাম্ভিক ভাবে ঘোষণা করিলেন, যে, ইহা আমি যে মিসটেরিয়াস শব্দটি প্রথম বলে। আমি।

আর সকলে এবম্প্রকার উক্তিতে এতটুকু বুদ্ধি হারাইল না, তাহারা অতীব ধীরে মৃত্যুর ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দরজার নিকট এ্যাটমাইজার হাতে তখন ভদ্রমহিলা নিকটে ঐ অল্পবয়সী ; পাপড়ি ছাড়ান ; তাহাদের কানে এখনও এলার্ম-এর শব্দ ছিল, ইদানীংকার মিস্‌টেরিয়াস ! এই শব্দে সব কিছু এক হাঁপফেলার মত থৈ পাইয়াছে !

আমি ! আমি প্রথম বলি মিস্‌টেরিয়াস।

ইহার কণ্ঠে আবিষ্কারের উন্মাদনা আছে, যে এবং তিনি এই ব্যাপারে কাহারেও ভাগ দিতে রাজী নহেন ক্রমাগত তাহার গলা চড়িতেছে এবং তিনি সন্দেহের চোখে সকলের প্রতি নেত্রপাত করিলেন যে কেহ এই ব্যাপারে মাথা গলাইতে চাহিতেছে কি ; কিন্তু কেহ তাহারে শান্ত করিতে মন করিল না ; এমন বিবেচনাতে যে পাছে এইখানকার গাম্ভীর্য শান্তি বিনষ্ট তাহাতে হইতে পারে, যেহেতু ইহা বেশ স্পষ্ট, যে ঐ ব্যক্তি দাঁড়াইয়া উঠিলেন ; উঠিলেও বেশ স্বচ্ছ যে তিনি লাফাইতেছেন ; মুখে একটি কথা—আমি প্রথমে বলিয়াছি মিস্‌টেরিয়াস ! এবার তিনি ছুটিলেন, ঘুমন্ত গ্রাম ভেদ করিয়া—হাতে তাহার মশাল ; এবার তিনি বিরাট নগর উজাইয়া ; এবার তিনি বহু পুরাতন কালের এক ধূলিসাৎ এক নগরের ধ্বংসাবশেষ—যেখানে বাড়ির দেওয়াল রাস্তাকে—রাস্তাকে পয়ঃপ্রণালী বাধা দিয়া এক মহা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে—এখানে কখনও আলো কখনও অন্ধকার, অদূরে টিলাতে গাধার পিঠে গান গাহিতে থাকিয়া পথভ্রান্ত রাখাল ফিরিতেছে।

তিনি কহিলেন, আমি প্রথম মিস্‌টেরিয়াস বলিয়াছি।

নিকটস্থ সকলেই হঠাৎ অপ্রস্তুত হওয়াতে এমত ভাবে তাহার দিকে চাহিলেন যাহাতে বলা হইল, মহাশয় আপনি উত্তেজিত কেন, আমরা আপনার স্বত্বকে বেদখল করিতে কখনই ইচ্ছা করি নাই—আমরা ভদ্রলোক। আমরা অতীব সূক্ষ্ম এক পর্যায় পৌঁছাইয়াছি—ঐ বালক ঐ এ্যাটমাইজার ! যাহা দ্বারা আমরা সৌখীন যাহা দ্বারা খেলা হয়—তাহা শ্রদ্ধার ! শ্রদ্ধার কিছু লইয়া আমরা নিশ্বাসের তারতম্যে আনন্দ করি—আমরা সূক্ষ্ম ! ঐ সূক্ষ্মতা হইতে কিরূপে অপহরণ কার্য হইবে। আপনি নিশ্চিন্ত হউন আমরা মানী সজ্জন !

আমি ! বলিয়া সেই হাতকাটা-সার্ট পরিহিত ব্যক্তি রুক্ষস্বরে উচ্চারিলেন, তবু আমি বলিব, যে আমি প্রথম, তোমরা সকলেই জান, আমি একজন কেমব্রিজের ছাত্র, তাহা বাদে আমি গ্লাসগোর (?) ইঞ্জিনিয়ার, আমি ঘড়িটি দেখিব তাহার মধ্যে কি মিসট্রি আছে।

আপনি এত দেশ-বিদেশের লেখাপড়া করিয়া একি বলিলেন, ঘড়িতে আবার কি মিসট্রি থাকিবে, হ্যা !

সত্যি আমি যেন কি হইয়া গিয়াছি—আমার গলা শুকাইতেছে। আমার সর্ব শরীর এক অবসন্নতাতে ভরিতে আছে। আঃ আমি আর এখানে তিষ্ঠাইতে পারিতেছি না। আমার কব্জি সরু হইতেছে ! দেখ পত্র আসিয়াছে, সে এখানকার আচার মানিল, ঐ সে গম্ভীর, ভারী দক্ষতার সহিত এ্যাটমাইজার টিপিতেছে। কাহার শ্রদ্ধা নিবেদিত পাপড়ি সকল পাখার হাওয়া সত্ত্বেও অবকাশে স্থির ধূপের ধোঁয়া সকল স্থানচ্যুত হইতেছে না, খাটের তলে যে বরফের চাঁই আছে, তাহা হইতে অবাক লঘু বাষ্প উঠিয়া থমকাইয়া আছে—ঐ কেহ খাট সমেত অন্তিম যাত্রা করিয়াছে। তাই শুধু শোক সঙ্গীত শ্রুত হয়। আঃ মিস্‌ট্রি !

আপনি ধন্য আপনি প্রথমে হদিস দিয়াছেন !

দাম্ভিক ভদ্রলোক দেখিলেন যে, ইহারা যাহারা বলে, তাহারা ক্রমে চুপসাইতেছে, মুখমণ্ডল ছোট হইতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই আমারে টিট্‌কার দিল, এবং তিনি মহা আতান্তরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়িলেন।

এতাবৎ মৃতার নিশ্বাস ছিল না, ফলে ডাক্তারে সার্টিফিকেট দিল, যে তিনি মৃত। অতএব এই দেহকে দাহ করা যাইতে পারে। যাহারা খবর পাইয়া আসিয়াছিলেন সকলেই দুঃখিত। কিন্তু মৃত্যু—যাহা লইয়া অজস্র ক্রিয়াকলাপ, যে মানুষ এতটুকু, মৃত্যুতে নির্বোধ নহে—এত দর্শন যে মানুষ, মৃত্যু দর্শনে হাসিতে পারে ; এত কাব্য ছবি যে মানুষ তাহাকে, মৃত্যুকে, ভারী মনোজ্ঞ করিয়া সাজাইয়াছে, অর্থাৎ দীর্ঘশ্বাসকে ছন্দিত করিয়াছে—সে-ই এখানে স্ফুটমান হয় নাই। এখানে পুরুষদের দেহে যে খাড়া রেখাটি তাহাদের গতির মধ্যে, রমণীদের গাত্রে ধরিয়া যে আঁকাবাঁকা রেখা যাহা প্রথম দিকে ছিল। ক্রমে তাহা কেমন শ্লথ হইল, যখন এই প্রস্তাব আসিল, আমরা গান গাহিতে পারি। আত্মার শান্তির নিমিত্ত।

প্রত্যেকেই যে কত চোরা রেখার ঘর তাহা জানা ছিল না। এই রেখা আপনি দেহ হইতে ধরিয়া খেলিয়া উঠিতেছে, এবং যে যাহার গাতে ঐ ঐ ভাঙন দর্শনে তন্দ্রা ছাড়া হইতেছিল। এই সকল রেখায় জড়তা থাকিলেও সমীহ ছিল, আজ সভ্যতার ধাঁচ ছিল—যখন সমতলতা যারপরনাই অস্বস্তিকর।

সকলেরই গায়েতে ঐ এলার্ম ধ্বনি কন্টকিত করে, এইক্ষণে অন্যকে গীত সুললিত রাখিতে সজাগ করে। দুই একজনের এই হস্ত দ্বারা সজাগ হইতেই সকলে অল্পবয়সী পুত্রের দিকে নেহারিল—অথচ গীত আছে।

অল্পবয়সী বালক এলার্ম শুনিতেই, একটু থতমত হইয়াছে এবং সে চঞ্চল, আশ্চর্য তাদৃশ অবস্থাতেও তাহার চোয়াল শক্ত, কেহ যেন তাহাদের বেয়াকুফ বানাইবে এবং যাহা সে কিছুতেই দিবে না। সে তবে চক্ষুদ্বয় কচলাইতে গিয়া তখনই থমকিয়া একটু সচেতন হইল, এবং এ্যাটমাইজারটি সে হাতে লইতে চাহিল।

ইহাতেই এই বিদায়ের ছবিটি বড় বিষাদের হইয়া উঠিল।

এখনও শোনা যাইতেছিল, সেই ভদ্রলোকের মিস্‌টেরিয়াস বলার স্বর। এখান হইতে দেখা যাইবে, জনই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ মানুষ আর সকলের মাথারই হাড় করোটি এখনও তেমন পর্যায় আসে নাই যাহা রহস্য বিবিধ কিছুর আধার হইবে। সকলেই অন্যরা বড় ঈর্ষায় (!) উহার দিকে তাকাইতে আছিল। ঠিক যে সময় ঐ হাতকাটা সার্ট পরিহিত ব্যক্তি লম্বা পদক্ষেপে ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দাপাইয়া চলিতে লাগিল। এ সিঁড়ি কাঠের—এ সিঁড়িতে অনেক ফুলচক্র—কাঠের হওয়ার দরুন বড় শব্দ হইতে আছিল।

মিস্‌টেরিয়াস।

এই কক্ষের সকলেই প্রায় একসঙ্গে বলিল, নিশ্চয় ড্রাঙ্ক!

ঈদৃশ মন্তব্যে যাঁহার স্বর বিশেষ শোনা গেল, কর্তব্য বোধে গলার খাদ হইতে ঘুরাইয়া বলিলেন, আঃ মদ। সবাই একি!

শ্রোতৃবর্গ এখন যে দরজা দিয়া ঐ ব্যক্তি যাইলেন, এবং সেই দিকে তাকাইলেন, এই সুযোগে—যেহেতু ঐ ব্যক্তি নাই—সমস্বরে উচ্চারিত হইল, মিস্‌টেরিয়াস! যে এবং পরক্ষণেই ইহাদের দৃষ্টি অন্য দিকের দরজার প্রতি নিক্ষেপিত হয়, ঐ দিক পানে কেহ ছুটিয়া যায় ও এলার্ম বন্ধ হইল।

এখন একটি উর্দিপরা চাকরের, অতীব অসহায়, কান্দিতে আছে এমন যাহার, চেহারা প্রতীয়মান হইল। কক্ষস্থ যাহারা তাহারা এমতভাবে ঐ লোকটিকে দেখে যাহাতে, ইহা ভুল নয়, ইহা পরিষ্কার যে তাহারা উহার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিল। ইহাদের ঠোঁট হইতে নিঃশব্দে ঝরিল, কি হইয়াছে (হিন্দিতে)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ লোক প্রতি জনের চোখের দিকে, একের পর এক, অবলোকনিল ! অর্থাৎ উতলার কিছু নাই।

এই সাধারণ জবাব এখানে বড় ঘামের কারণ হইল, ইহারা নিজেদের বিরক্তি তথা রাগকে রুক্ষ হাস্যে মানাইতে আছে, যে এবং ইহা করিতে থাকিয়া একে অন্যের মুখমণ্ডল প্রত্যক্ষিয়া বুঝিল যে সকলের ইচ্ছা যে আবার একবার, হায় এলার্মটা যদি বাজিয়া উঠে। আঃ তবে কি দারুণ হয় আমরা নির্ভাবনায় বলিয়া উঠিতে পারি, মিস্‌টেরিয়াস।

আঃ আঃ।

কিন্তু কেন যে বলিতে চাহে, কেন যে এই আসক্তি তাহা জিজ্ঞাসিত হইলে কেহই উত্তর দিতে পারিবে না, 'মিস্‌টেরিয়াস' শব্দটি যে বিরাট অনন্তর সহিত জুড়িয়া আছে। সেই বিরাটত্বের কখনও কি ইহারা ছোঁয়া পাইয়াছে ; তাহা যদি, তাহা হইলে আমাদের উত্তর মিলিত ! হঠাৎ এলার্ম তাহাদের চেতনা দিলেও তাহারা ঐ চেতনা ধরিয়া আর আপন অভ্যন্তরে যাইতে প্রস্তুত নহে বা যাইতে যে হয় তাহা জানেই না। এবং এই সময় শোক সঙ্গীত ভেদিয়া নীচে হইতে ঐ মিস্‌টেরিয়াস কথাটা আসিল। সকলেই বেশ খানিকক্ষণ একাগ্র হওয়ত শুনিবার মধ্যে কেহ একজন কহিল, মফিসটোফিলিস।

মফিসটোফিলিস ! এমত ভাবে বলা হইল, যে এতাবৎ তাঁহারা কোন গথিক স্থাপত্যের অঙ্গীভূত মৃদু থামের শীর্ষকার আঙুরলতার ভিড় দেখিতেছিল, যাহা চুনে পাথরে করা, যাহার, পাথরের কণাগুলি বিশেষ স্পষ্ট—তথাপি ঈদৃশী বর্তমানতার অঙ্গ ধরিয়া যে প্রত্যহটি খেলিয়া উঠিয়া মানুষের ছন্দ প্রীতিকে ঐ লতা সকল, ওতঃপ্রোত করিয়াছে তাহারে কোন ক্রমে ব্যাহত করে না, ইহাতে তাহারা আকৃষ্ট থাকিতে রহিয়া ঐ শব্দ মফিসটোফিলিস-এর দিকে নেহারিয়াছে ও যুগপৎ কোথায় যে আছে জানিতে প্রতির চোখগুলি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে ; এবং মৃতাকে দেখিল এবং শোকগীতে কান রাখিল যে এবং তাহারা অবশ্যই সুর করত বলিতেছিল : আঃ আমরা সমুদ্রের ওপরদিকে ভালবাসিয়াছি, আঃ আমাদের পদদ্বয় বিবিধভাবে ছড়িয়াছে, আঃ আমাদের ক্লান্তি ঐ স্থাপত্য সকল গঠিত হইল, তবে কি আমরা এক অপ্রাকৃতিক ক্লান্তির মধ্যে বাস করি।

এখনও এখানে মিস্‌টেরিয়াস কথাটি আসিতেছিল ; একবার ইহা তৎশ্রবণে বিশ্বাস যাইবে যে, যে ঐ বলে নিশ্চয় সে শিশুপুত্রকে হারাইয়াছে, তৎক্ষণাৎ ধারণা হইবে উহা ভুল, কোন উপত্যকার রাখল—উপত্যকা এই নিমিত্ত যে, স্বর বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করে—যে গোবৎস হারাইয়াছে, আবার চকিতেই বিবেচিত হইবার যে তাহা নয়, নির্ঘাৎ ঐ জন ঠকিয়াছে। এখানকার সকলে বেশ পরিষ্কার যে নিজেদের টালসই (ব্যালেন্স) অবস্থায় আনিতে চাহিল, অর্থাৎ নিজেরা উহার সহিত একীভূত হইতে চাহে নাই—অথচ ইহারা মিস্‌টেরিয়াস বলিতে উদ্‌গ্রীব হয়, এবং মফিসটোফিলিসও বলিয়াছে।

সে আলাদা। আমরা এখানেই থাকি ঐ তো শোক সঙ্গীত হইতেছে। কিন্তু ধূপ বরফ শোক সঙ্গীতের বিবিধ কথা, ধূপ পুত্র পাপড়ি চিঠি, এলার্ম হঠাৎ ঐ করুণ কণ্ঠস্বরে মিলিবে ইহা কাহারও বুদ্ধিতে আসে নাই। সকলেরই বিবেকে এই রপ্তি আসিল, এখন আমাদের দণ্ডায়মান হওয়া দরকার। যেমন আমরা শোর শেষে গড সেভ দি কিঙে দাঁড়াই। এবারও বলিল আমরা আলাদা, সে মফিসটোফিলিস।

(আমাদের একটি নাটক আছে যাহাতে মফিসটোফিলিস ! ফাউস্টের নিকট হইতে তাহার সম্মোহ তুলিয়া পুনঃ তাহার আত্মা ফিরৎ দিতে চাহিতেছে, ইহার সহিত কোন যোগ নাই, শুধু নামেই)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিমধ্যে যাহারা শোক সঙ্গীত গাহিতে আছেন, তাহাদের মধ্যে একজনের চোখে অশ্রুধারা। তিনি হঠাৎ চমৎকৃত হওয়ত গীত ছাড়িয়া স্বীয় অঞ্চল খুঁজিলেন কখন যে তাহার লেশদার রেশম রুমাল হস্তচ্যুত হইল তাহা খেয়াল নাই! সৌখীন হাত ব্যাগ স্খলিত হইল, তাহাতে তাহার কিছু আসে যায় না, দেহের ভাঙনে ঘোষিত হইল, এ দেহ এক দশাসই torso (ধড়, ভাস্কর্যশব্দ) নহে ; গীত ছাড়িয়া তিনি একি অভিব্যক্তি করিলেন!

আঃ ডাক্তার দেখ তোমরা বলিয়াছিলে আমার চোখে কখনও জল পড়িবে না আমার চোখের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরা স্নায়ু শুকাইয়া গিয়াছে তাই আমি কোন সি অফে আপনার পরিচয় দিতে পারি নাই!

মৃতা হইতে এলার্ম তৎপরে যাহা তাহা আমার তন্ত্রী সকলে আঘাত করিয়াছে—আঃ আমি মৃত্যু উপলব্ধি করিলাম! সে মরিয়াছে!

আ আমরাও! আঃ এই সব উদ্ভাবিত ক্রিয়াকলাপ। আঃ এলার্ম।

এতাদৃশ আশ্চর্যের মধ্যে বেশ অনেকক্ষণ গিয়াছে তখনও দেখা যায় ঐ রমণীর অশ্রু ধারার ছাড় নাই! রমণী তখন মৃতার কক্ষ ত্যজিয়া এই পার্শ্ব কক্ষে! পুরুষের মধ্যে দু একজন ডাক্তার ছিলেন তাহারা পরামর্শ করিলেন যে রমণীকে এখনই পরীক্ষা করা দরকার!

না আমি আমার বাড়ি যাইব।

শেষে যদি কিছু।

আমার বুদ্ধিও বলে।

তাহা হইলে।

আমার প্রয়োজন আছে। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজেকে দেখিব। আমার আয়নাখানি দেখিয়াছ, ত। আজ আমার বড় দিন। চল আমার সহিত।

যখন তাহারা নীচে নামিলেন তখন তাহারা দেখিলেন, সেই হাতকাটা সার্ট পরিহিত হাতে রৌপ্য নির্মিত ফ্লাস্ক। (মদ পাত্র)

আঃ দেখ আমাকে। মিঃ····আমি মৃতাতে দেখিয়া কাঁদিয়াছি। ও আমি আমার দেহের মধ্য আর থাকিতে পারিতেছি না—আমার দেহ আরও দশাস' হওয়া উচিত ছিল।

মিস্‌টেরিয়াস।

চল আমার বাড়ি আমার গৃহে দারুণ মদ্য আছে—সেরা মদ্য—তোকে শামপেন হইতে বুরগন বিবিধ ওয়াইন। চল, আমি বাড়ি যাইব। আমি ছোটাছুটি করিব—দেখ আমার চোখে জল। আঃ কি দারুণ ব্যাপার হইবে।

মিস্‌টেরিয়াস।

এবং তিনি এ সকলেরে লইয়া গৃহে আসিলেন।

এবং তাহার চোখের জলে গাত্র বস্ত্র আর্দ্র হইল। ইহাতে গর্বিত হইলেন। কহিলেন, আমার চোখের জলে আমার ত্বক ভিজিয়া যাক। এই বস্ত্রখণ্ড আমি সুভেনীর (স্মারক) রাখিব।

এবং ইহার পর বড় অদ্ভুত কাণ্ড সংগঠিত হইল।

সকলেই সমস্বরে উচ্চারিল, আঃ মিস্‌টেরিয়াস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কঙ্কাল এলইজি

সুন্দরী অনেকলাবণ্যশালিনী হাস্যময়ী মৎস্যকুমারীদের এখনও দেখা যাইতেছিল ; যদিও চন্দ্রালোক অন্তর্হিত হইয়াছে, যদিও স্বপ্নজাল বিচ্ছিন্ন বহুধা, যদিও শিশিরকণা সকল শুকাইয়া মধ্যরাতে উপগত, কেননা এখন তীক্ষ্ণ রৌদ্র বিমর্দ্দিত সম্পূর্ণ সকাল। রাত্রে, যাহাদের—মৎস্যকুমারীজনের—বিনিদ্র সলজ্জ হরষিত কম্পমান রোমাঞ্চকর ছায়া এই কক্ষমধ্যে, নবজাত মুক্তার ক্রন্দন-ধ্বনি-উপহত অতলান্ত সমুদ্রের স্নেহময়ী মায়া প্রপঞ্চ রচনায় ব্যাপৃত ছিল, আর যে সে কারণে প্রত্যেক মুহূর্ত্ত শতাব্দী ও পরিবেশ মনোলোভা বিচিত্র শুভ মাল্যে রূপান্তরিত হয়।

মৎস্যকুমারীজনের লীলা আকর সুচতুর ছায়ার আন্দোলন, নিশা সমাগমে, সর্ব্বত্রেই পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে, যথা কক্ষস্থিত হতাশ্বাস শুভ্র শ্বেত প্রস্তরে যে পাথরে একদা রূপযৌবনের অনিবার্য্য ধ্রুবতারা ছিল ; যথা সায়াহ্ন উজ্জ্বল আয়নার স্বর্ণময় লতাপাতায় যে লতাপাতায় প্রাচীন কোন সকালের আলো বিদ্যমান এবং যাহা শুধুমাত্র প্রতীক্ষার উদ্বিগ্ন-নিশ্বাসের অস্থিরতায় প্রগলভশীল ; যথা দিব্য আভরণযুক্ত পালঙ্কের অমোঘ ফুলফাঁস কেয়ারীতে গভীরতা যেখানে আদরনীয় লেহন তরঙ্গায়িত রোমরাজি বিশিষ্ট হরিণ শাবকের গন্ধের তন্ময়তা এবং চাদরের লেশের আপেলে যে আপেল উচকিত স্তনস্পর্শহীন, গম্ভীর. নিষ্পাপ এবং যন্ত্রগর্ভা নয় ; এতদ্ব্যতীত একাধিকবার পঙ্কের দেওয়ালের অচলা গোলাপে যে গোলাপ সন্ধ্যা অভিমানিনী।

ফলতঃ এক নূতনতম ধরিত্রীর অবতারণা করে মুগ্ধতা সমুদয় বালিকার মত অধীর হইয়া উঠে, রেখা মনোবৃত্তি অনুসরণ করে আর যে আদিমতা ত্রিগুণাত্মক, পক্ষীর কলধ্বনিতে তাহা শান্ত মন্ত্রমুগ্ধ। এই রম্য প্রকৃতির আনন্দে দুঃখ ধর্ম্ম ইত্যাদি সমস্ত কিছুই তাহাদের, মৎস্যকুমারীজনের, রঙ্গবিলাসী বেপথুমান ছায়া সম্ভূত ; এখন যেহেতু ডাগর ব্যক্ত সকাল পুনরায় যাহারা সৌখীন দামী দেওয়ালগিরির কাঁচের—ধূম-সন্নিভ আকাশবৎস্থির ছবিমাত্র, ইহাদের পিছনেই অর্থাৎ দেওয়ালগিরির মধ্যে, এখনও শিখা জ্বলিতেছিল সুতরাং ইদানীং তাহাদের ছায়া সম্মুখ শূন্যতায় ক্লিশ্যমান।

এ হেন বাস্তবিক সৃষ্টি হইতে নিশ্বাস লইবার মত অশরীরী আমরা নই। আমাদের পক্ষে এই স্থল—যাহা রৌদ্রকিরণ সমন্বিত—দুষ্প্রবেশ্য, এ কারণে যে (হায় ! সাগরের কোন পরিপ্রেক্ষিত নাই) বৈদুর্য্য-মেঘ বন্ধ পথের পরিপ্রেক্ষিত, গোলাপের মনচোরা সুদূরপ্রসারী অভ্যন্তর এবং কল্যাণার্থিনী স্বচ্ছ উরুগুরু মাংসল রমণী, যে রমণী আপনার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন,—ইহারা সকলেই যে এক এবং অভিন্ন, এ শুদ্ধ সত্য, আখ্যায় নহে, কোনক্রমেই আমাদের গৃহস্থ করে নাই, কেননা, ফুল আমাদের বাধা, মেঘ আমাদের বিপত্তি, স্বপ্ন আমাদের সীসক মাত্র কেন না আমরা কাত্যায়নী ব্রত করি নাই, 'শ্মশান করেছি হৃদি' এই গীত গাহি নাই।

আমাদের কেন, ঐ স্থানে সুখে বিচরণ করিবার মত অনাসক্ত বোধ অনেকেরই নাই। যেহেতু এখানে আলিঙ্গন আছে, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা ভুজমৃণাল নাই ; সরস চুম্বন আছে, স্বেদবিন্দুসিক্ত দেহের কম্পিত ওষ্ঠদ্বয় নাই ; স্রোত-আম্বিকা মন্থর গতিশীলা ক্রীড়ারতিবিধিজ্ঞা সুভগমানিনী উদ্ভিন্ন যৌবনারা আছে, অথচ হায় ! পয়োধরের আওয়াজ নাই যে পয়োধর দুগ্ধভিক্ষার্থী ; এই জন্য যে এখানকার সকল কিছুই অবস্তু, প্রতিধ্বনিশূন্য,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কায়াহীন, বাস্তব।

এ রজকিনী জগত যাঁহার মনোবাক ও দেহ অনুকূল যিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে এখানে পর্য্যটন করিতে সক্ষম, আপন আত্মীয়জ্ঞানে সকলের কুশল প্রশ্ন করিবার মত যাঁহার পূর্ব্বজনমের সুকৃতি আছে, হস্ত যাঁহার শুভ রক্তিম আভাযুক্ত এবং শ্রীসম্পন্ন লক্ষ্মীমন্ত ভাগ্যরেখা বিমণ্ডিত, তিনি, অধুনা প্রশস্ত প্রকাণ্ড দিব্য মেহগনী পালঙ্কে বিরাজমান, শিশু যেমত, সহজ ঘুমে নিখোঁজ নক্ষত্র হইয়া গিয়াছেন।

যোগনাথ ঘুমাইতেছিলেন।

তাঁহার ধর্ম্মশীল মুঘোল কলমে অঙ্কিত মুখখানিতে, চিত্রগত ন্যায়পরায়ণ ছায়াআতপ ঘর বাঁধিয়া আছে, তদ্দর্শনে দৈনন্দিন আলোকরশ্মি ইহা হইতে দূরে আবর্ত্তিত হয়। এই জ্যোতিঃসম্পন্ন মুখমণ্ডলের চতুষ্পার্শে বালিশের লেশ, ত্রস্ত উর্ম্মিমালা সমুদ্ভূত ফেনরাশি যেমন, এখন সকালের পূর্ব্ব বাতাসে ক্বচিৎ বিরক্ত কম্ভুবা তির্য্যক হইয়া উঠিতেছিল। অন্যপক্ষে, কিছু ব্যবধানে, চাদরের পাড়ের লেশে, এলেবেলে আত্মতৃপ্ত অন্ধকার, যে অন্ধকার লইয়া বহুতর প্রবৃদ্ধ ভাস্কর খেলা করিয়াছেন, কখন এই অন্ধকারের পশ্চাৎ ধাবন করত অসংখ্য চমৎকার হর্ম্ম্য প্রাসাদ সকল, পুষ্পবর্ষী বনরাজিনীলা এবং অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া পার হইয়া গিয়াছেন, এবং তাহাদেরই, দুইজনের, পদধ্বনি বাক্যকে আশ্বাস ও কাব্যকে ব্যক্তিত্ব দানে অমর করিয়াছে। তাহারই অর্থাৎ চাদরের দুই পার্শ্ববর্ত্তী লেশের ইতঃমধ্যে কি পর্য্যন্ত, শব্দহীন স্পন্দনরহিত অন্তহীন ব্রণবিরহিত শুভ্রতা শুভ্রতার উপর মানুষ কি নিশ্চিন্তে ঘুমায় (আর আমরা চিরকালই কি শুভ্রতার উপর ঘুমাই!) যেমন যোগনাথ ইদানীং ঘুমাইতেছিলেন।

যোগনাথের সহজ ঘুমের রূপটি যাহা শিশুর সৌন্দর্য্য ও সাহস গর্ব্বিত যাহা অবশ্যই, নিঃসন্দেহে, অদ্যকার সকালের হাওয়াই সৃজন করিয়াছিল, কারণ এই কক্ষে নৈরাশ্যের চিহ্ন ছিল, কারণ এই কক্ষে সঠিক আত্মসচেতনতার উৎপ্রেক্ষা ছিল ; যে আত্মসচেতনতা দর্পণের উপরে আপনকার নিশ্বাস হেতু মলিনতা দর্শনে স্বভাবতই সম্ভব হয়। পালঙ্কের নিকটে তাসের টেবিলে, যেখানে, এখনও, পেসেন্স খেলার রীতি অনুযায়ী হাতে আঁকা গজদন্তনির্ম্মিত তাসগুলি বর্ত্তমান—তাহা দেখিলে ; একান্তে ব্যহেমীয় কাট গ্লাসের আধারে ও পানপাত্রে অবশিষ্ট মদ, অর্দ্ধদগ্ধ সিগারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এবং বায়ুতাড়িত-উদ্‌ভ্রান্ত পাতা সম্বলিত দিব্য কাব্যগ্রন্থ 'ডিভাইন ক্যমেডি' দেখিয়া, আয়নার স্থানচ্যুতিফলে বিকট সামঞ্জস্যহীন প্রতিবিম্ব, স্বর্ণময় ঘড়ি যাহা উদ্বেলিত তরঙ্গ বিভঙ্গ ঊর্ধ্বমুখী পরচুলার—যে পরচুলা ভাগ্য অন্বেষী অসংযত দুর্বৃত্ত জনগণদ্বারা পদদলিত—মধ্যে স্থিতিবান ; অথবা মায়োলিকা ফুলদানি হইতে জাফরাণ গোলাপগুলি যে দশায় মাটিতে পড়িয়া বিলুণ্ঠিত এবং উৎকৃষ্ট প্রাচীন স্যেহ্বু জারদিনিয়ের যাহা যেন কোন সালঙ্কারা নবোঢ়া রাজপুত রমণী দুই হাতে আপন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করত একটি চতুষ্কোণ সৃষ্টি করিয়া আসন্ন সন্ধ্যার মরুভূমি দর্শন করিতেছেন—তাহার স্থান পরিবর্ত্তন, ইত্যাদি কক্ষের নানাবিধ বিশৃঙ্খলা দর্শনে, ইহাই অনুমান হয় যে, শ্বাসপ্রশ্বাস যখন জীবন হইতে প্রেয় এবং জীবন যখন মর্ম্মরের আশ্রয় ছাড়িয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল কেননা বিগত রাত্র দুর্দ্ধর্ষ অন্ধকারময়ী ছিল। সেই হেতু জানালার নিকটস্থ নিম গাছের পক্ষীকুল, সারারাত্রব্যাপী আর্ত্তনাদ করে।

গত রাত্রের অন্ধকার রুষ্ট রৌদ্রকর্ম্মা রক্তশোষণকারী জোঁকে সোয়ার করত এই ঘরে—যে ঘর বিলাসব্যসনে কোমল সৌখীন—হরিত শষ্পে আস্তীর্ণ শেফালিকা যাহার উপমা—অপ্রতিহতভাবে লম্ফ দিয়া হুঙ্কার দিয়া ফিরিয়াছে। বৃক্ষস্থিত আহত পক্ষীর ক্ষত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইতে পতিত বিন্দু বিন্দু রক্তের শব্দে রাত্রে যেরূপ নির্ম্মম গূঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে ; শিথিলচর্ম্মা, লম্বোদরী দন্তপংক্তিশূন্য দারুণা বৃদ্ধার কাম উচাটন যেরূপ বীভৎস ; বিশ্রামরত ব্যাঘ্রগাত্রে অযাচিতভাবে কিংশুক, দোনা, কুর্চ্চি, শাল, পিয়াশাল আদি কুসুম নিচয় যখন ষোড়শীর স্তন আঘাতে সঙ্গীণ প্রমত্ত মন্মথ বসন্তকালীন বায়ু সঞ্চালনে ঝরিয়া পড়িয়া যেরূপ অশ্লীল কদর্য্য বিদ্রূপাত্মক তদনুরূপ অর্থাৎ সেই রূপ পরম্পরার সম্যক আভাস গতরাত্রের অন্ধকারে ছিল। মনে হয়, এলোকেশী শ্মশান ও ভীতিপ্রদ চৈত্যবৃক্ষ রাত্রটিকে কবলিত করিবার অভিপ্রায়ে একে অন্যের সহিত ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়।

সমাগত বৃষস্কন্ধ অন্ধকারকে যোগনাথ আপনার মৃগশাবকতুল্য নয়ন যুগল তুলিয়া নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত কখনও সম্মুখের হলঘরের প্রতি, কভু আলোবিশ্লেষণকারী ঝাড়ের কলমের দিকে কখনও ভয়ঙ্কর সমতল দেওয়ালের প্রতি আশ্চর্য্যভাবে তাকাইয়াছিলেন। এ সময়ে বার্দ্ধক্যে উপনীত মানুষের মত তাঁহার মস্তক নিশ্চয়ই অস্থির হয়। ইতিমধ্যে একবার ক্ষণিকের জন্যে, যে ক্ষণিকের মধ্য দিয়া একটি মাধবী পর্য্যন্ত ঝরিয়া পড়ে না—যোগনাথ যেন দেখিয়াছিলেন তাঁহারই নিকটে দণ্ডায়মানা কোন এক নবীনারসিলা কমলনয়না যুবতীজন, যিনি প্রসাধনরত সুতরাং হস্তে অন্ধকার-পরিচর্য্যাকারী চিরুণী লইয়াও বিশেষরূপে ত্রস্ত শঙ্কিত, ঐ অন্ধকার দর্শনে স্তম্ভিত ; আরও দেখিয়াছিলেন, যে অদৃশ্য শুভার্থী কৃতাঞ্জলিপুট অহর্নিশি এই কক্ষকে পূত শান্তিময় করিবার বাসনায়, স্বর্গের দেবতাগণকে নিরবচ্ছিন্ন ধারে গঙ্গোদক অর্ঘ্য দান করেন, তাহাও স্তব্ধ। যেন দেখিয়াছিলেন, এই কক্ষে বায়ুদেহী কন্যাকাগণের নিত্য প্রমোদক্রীড়া ব্যাহত হইয়াছে।

তাঁহাকে, যোগনাথকে, সম্মুখের ভ্রাম্যমান অন্ধকার সত্যই বিমূঢ় করে, সুদক্ষ স্মৃতি দুষ্ট হয়, ফলে উক্ত অমঙ্গলজনক লক্ষণসমূহ যে আপনার দৃষ্টিভ্রমজনিত এমত মনে করিয়া নিজেকে তিক্তকণ্ঠে 'ড্যাম্‌নেব্‌ল সুপ্যাঃসটিশাস্‌ নেয়টিভ' বলিয়া অভিশপ্ত করিতেও সক্ষম হন নাই ; অন্যপক্ষে অর্দ্ধ উন্মীলিত নেত্রে পার্শ্ববর্ত্তী হলঘরের প্রতি দৃষ্টিপাত কোনক্রমে করিয়াছিলেন।

AMARBOI.COM

হলঘরে, সুদৃশ্য বাগান-লেখা স্যাটিনে আচ্ছাদিত কানাপের (লতানে পিঠদান বিশিষ্ট সোফার মতন) উপরের একটি ট্রাঙ্ক দেখিয়াই তিনি সুদীর্ঘ শ্বাস, যাহা বহুক্ষণে সঞ্চিত, অত্যন্ত সন্তর্পণে ত্যাগ করিতে গিয়া পুনরায় থমকাইলেন, এ ঘর হইতে আলো, মৎস্যকুমারীজনের ছায়ামিশ্রিত, ট্রাঙ্কটির উপর পড়িয়াছিল ; তথাপি, একথা সত্য, তাহা মন্থর সমীরণে, যে সমীরণ, ফুলবহনক্ষম, ভাসিয়া বেড়াইবার সহজ স্বাভাবিকতা পর্য্যন্ত লাভ করে নাই। বরং তাহার চতুষ্কোণ সমন্বিত কঠিন রূপটি আলোতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া এখন দুস্তর সকল-গণনা-বিস্মৃতকারী প্রান্তরে পরিণত। এমনও মনে হয় যে, ট্রাঙ্কটি হইতে আর এক দিঙ্মণ্ডল যাহা বীজহীন যাহা বক্ষহীন, তাহা উচ্চ বর্ণের কন্যালোভী নীচকুলোদ্ভব ইতর জনের ন্যায়, লালায়িত হইয়া শূন্যতা চাহিতেছে, যে শূন্যতা বৃক্ষ রোপণের আগ্রহে, যে শূন্যতা দেবীর চরণাশ্রিত।

ট্রাঙ্কের মধ্যে নরকঙ্কাল ছিল। যে নরকঙ্কালকে, যে বীভৎস যে সুন্দরকে, অবলম্বন করিয়া প্রাণ বাঁচিয়া থাকে ; যাহা রাশপূর্ণিমার উচ্ছিষ্ট, যাহার মধ্যে নিদারুণ সমুদ্রকে ত্যাগের অহঙ্কার, অসংখ্য পথভ্রমণের দক্ষতা প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল। যে নরকঙ্কাল, কয়েকদিন পূর্ব্বেও যোগনাথের সময় বিনোদনের সামগ্রী ছিল ; এখন যে সত্য স্মরণেও রোমহর্ষ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগনাথ ঐন্দ্রজালিক নরকঙ্কালই ইন্দ্রজাল, এ গল্প সেই মুহূর্ত্তের যে মুহূর্ত্তে প্রথম, চম্পকদাম কাব্যকে নাস্তিক, মানুষকে অরণ্যপথিপ্রস্তু বলিয়া ধিক্কার দেয়। আজও নিশ্চয়ই মনে করা যায়, যোগনাথ প্রথম যেদিন, রাজসিক ভোজের পর, যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করে ; রৌপ্যতৈজসপাত্র আচ্ছন্ন এ-টেবিলের অনেক অনেক উজ্জ্বলতার উপর তাঁহার কৌশলসৃষ্টির চাতুর্য্য চমকিত হইয়া উঠিতেছিল, যোগনাথের ইহা লক্ষ্য বহির্ভূত হয় নাই।

যোগনাথের আপনকার ঐন্দ্রজালরত হাতের রূপার পাত্রের কিনারের উদ্ভট বিকৃত প্রতিবিম্ব দর্শনে ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক হইয়া যায়, আপনাকে অবিশ্বাস্যরকমে গলিত মনে হয়, সেইহেতু ঝটিতি উৎসাহ আবেগ যাহা এতাবৎ মথিত হইতেছিল তাহা বিপর্যস্ত ; প্রতীয়মান বাস্তবতাকে, নিশ্চয়ই, সরল নিশ্বাসে পরিবর্ত্তিত করিবার মানসে তিনি অন্যত্রে চাহিলেন—একটি ঘর, যে ঘরের হলুদ দেওয়ালের উপরে একটি কৃষ্ণসার মৃগর বাঁধান মস্তক ছিল—যে কৃষ্ণসার মৃগ একদা আর্য্যদের সীমারেখা নির্ণয়ের সাক্ষী—অবলীলাক্রমে যোগনাথ সীমারেখার সাক্ষী কৃষ্ণসার মৃগর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহার নয়নে শুষ্ক নদী গর্ভের বিষণ্ণ স্তব্ধতা ছিল এবং এই মস্তকটিকে কেন্দ্র করিয়া অদ্যও শ্যাম মাদকতাসকল মণ্ডলাকারে পরিক্রমণশীল এবং সেই গম্ভীর মণ্ডলে একটি জোনাকী বিভ্রান্ত ; তিনি স্পষ্ট দেখিলেন ঐ কৃষ্ণসার মৃগ সখেদে ধূসর নীলবর্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল, এতদ্দর্শনে তাঁহার কোমল পেলব দেহ শিহরিত হয় ফলে কোটে অনেক অসভ্য রুচিসম্পন্ন-রীতি বিরুদ্ধ ভাঁজ খেলিয়া যায়, নিমেষেই আপনার সম্বিৎ শুধু নয়, সংজ্ঞা লাভের জন্য পুনরায় আপনার কৌশলী হাতের দিকে লক্ষ্য করিতে গিয়া সার্টের হাতার চুণীর বোতামের প্রতি চাহিলেন, যাহা রূপকথার জরা স্বীয় অঙ্গে লইয়া নির্বোধ হইয়া আছে, অনন্তর যোগনাথের দৃষ্টি, টেবিলস্থিত রম্য উৎকৃষ্ট পলতোলা রূপার ফুলদানি আকর্ষণ করিল উর্ধ্বমুখিন ফুলগুলি হইতে একটি জেরেনিয়াম সন্নত : ইহা দেখিয়া তাঁহার সহজ অভ্যন্তর আবর্ত্তিত হইয়া উঠিল, যে অমোঘ অসম্ভবকে ক্ষেত্র করিয়া মানুষে আপনার কল্পনা, উষ্ণতাকে, আরোপিত করে, (কি ভাবে করে ?) যথা চিত্রের রেখা রঙ কাগজের 'সমতল-অসম্ভবকে' ক্ষেত্র করিয়া বর্ত্তমানবৎ হয়, এখানে ফুলদানির ফুলের সাজানর সংস্থানে সে-অসম্ভব যে কোথায় অশরীরী হইয়াছিল, তাহা যোগনাথ জানিতেন, সে কারণে তিনি স্খলিত শিথিল জেরেনিয়মকে পুনশ্চ সক্ষেত্রে রাখিবার লালসায় সমুৎসুক হন, এই দায়িত্বজ্ঞানে, সম্ভবত, কিছুক্ষণ পূর্ব্বের আপনার বিকলাঙ্গ প্রতিবিম্ব দর্শন ভুলিবার মত সুযোগ ছিল। কিন্তু ঔৎসুক্যপরতন্ত্র যোগনাথ এক মুহূর্ত্ত পরেই বিমর্ষ হইলেন এ কারণ যে জেরেনিয়মকে প্রকৃতি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, এখন সন্নত পরে জীর্ণ হইতে থাকিবে। তথাপি, বিমর্ষ যেমন তিনি হইয়াছিলেন তেমনি অচিরেই তিনি স্বাভাবিকত্ব ফিরিয়া পাইলেন, যেহেতু হেতুবাদ মানুষের, তাঁহার, অশ্রু, সস্নেহে মুছাইয়া দেয়।

সুতরাং যোগনাথ পুনরায় হস্তকৌশল দেখাইতে প্রবৃত্ত হন। দাস সাহেব আপনার বইখানির উপর হাত রাখিয়া, তাঁহার স্ত্রী আপনার বইখানি ধরিয়া এবং তাঁহাদের কন্যা মিনি ছোট পুস্তকের মধ্য আঙুল প্রদান করিয়া এই খেলা দেখিতেছিলেন। এ পরিবারের এরূপ বিধি-বহির্গত ব্যবহার যোগনাথকে কোন ক্রমেই অশ্রদ্ধাবান করে নাই, অন্যপক্ষে তিনি যোগনাথ, অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত যাদুবিদ্যা দেখাইয়াছিলেন। বালিকা বয়সী মিনি ভারী খুসী হয় ; যোগনাথের শেষ কৌশল দর্শনে মিনি তাহার ছোট দু'খানি হাতে, যারপরনাই আমোদ পাইয়া, হাততালি দিয়া উঠে। সন্নত জেরেনিয়মের ওপারে ফর্সা দু'খানি হাতের করতালি এখনও যোগনাথের স্মরণে আছে। যাদু বিদ্যা দেখান শেষ হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন, মিনি যখন হাততালি থামাইল, টেবিলের উপরিস্থ বইখানি লইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাহার হস্তদ্বয় কিছুক্ষণ নিমিত্ত স্থির হয়, তখন হাত দুইখানি বক্ষের নিকটেই ছিল ইহাদের ফাঁক দিয়া দেখা যায় সুন্দর কণ্ঠলগ্ন চিকণ হারের ছোট পানের মত লাপিলাজুলির পেনডেন্ট—অরুণাভা, পুরাতন হইয়া বিশেষরূপে গাঢ় হইয়া আছে। যোগনাথ, এই দুই হাতের মধ্যে, হৃদয় অনুরূপ লাপিলাজুলি দর্শনে, ভদ্র হইবার, সময়োপযোগী, চেষ্টা করিলেন পরক্ষণে শূন্যতা বহিয়া হস্তদ্বয় নামিয়া আসিল, যে শূন্যতা একদা নক্ষত্রপথ ছিল।

সিঁথিকাটা পর্দ্দার মধ্য দিয়া দেখা যায়, হলঘরের কানাপ এবং তাহার উপরে কালো ট্রাঙ্কটি জগদ্দল, হিম মহাজনের মত বসিয়া আছে। যোগনাথ আপনার বক্ষকে হঠাৎনিশ্বাসে সাহসী করিয়া সেই দিকে চাহিলেন। ট্রাঙ্কটির সমস্ত স্থান হইতে ধূম নির্গত হইতেছে, ধূম ক্লিষ্টকর্ম্মা স্বেচ্ছাচারী অন্ধকারে পরিণত হইতেছে, অন্ধকার ধ্যানলব্ধ চিন্তার ছায়া হইয়া, ইদানীং জোঁক সদৃশ, এখানে, পরিক্রমণ করিতেছে।

যোগনাথ, ঝটিতি আপনার দৃষ্টি ফিরাইয়া, মদের গেলাসটি ধরিয়া অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করিলেন, উচ্চশিক্ষার ফলে যে কোন বিষয় অথবা বস্তুর জন্য অনায়াসে জিহ্বাকে রসস্ত করিবার সিদ্ধি তাহার ছিল। তথাপি, মদ কোন নূতন সম্পর্ক লাভ করিল না। তিনি তির্য্যক ভাবে ট্রাঙ্কটির প্রতি লক্ষ্য করিলেন, তখন মদের অবশতায় তাঁহার যুবতী-চোখে প্রতিবিম্ব ছিল আর ট্রাঙ্কজাত নরকঙ্কালে দৃষ্টি ছিল।

এখন বিলম্বিত সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ অন্ধকার ঘূর্ণায়মান হইয়া ক্রমশঃ স্ফীত প্রগাঢ় হইয়াছিল, ইহা কক্ষস্থিত আলোকে অমান্য করে, হৃত সম্পদ উদ্ধার আশে আমরা যেমত ক্ষিপ্ত দিকভ্রান্ত হই, তদ্রূপ উন্মত্তের ন্যায় নরকঙ্কালের ট্রাঙ্ক প্রসূত স্থান বিদ্বেষী অন্ধকার, স্থানকে সময়ে বস্তুকে স্থানে, স্থানকে সময়ে পরিবর্ত্তিত করিতেছিল। এখানকার আসবাব পত্রের অহঙ্কার শ্রীহীন হয়, কাব্যগ্রন্থকে তাহার বিকট শক্তিতে পর্য্যুদস্ত করিতে চাহিয়াছে ; কেননা কাব্যলোকে অন্তর্যামী ওতপ্রোত, আধারের মদকে শোষণ করিতে চাহিয়াছে এ কারণে যে দূর বিসর্পী রূপ যৌবন সম্পন্না হংসগণের আকাশপন্থাই মদের তারল্য। এবং নানাবিধ শিল্পের কলা কৌশলকে ছোট করিবার অপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে যেহেতু শিল্প একমাত্র পথ যাহার মধ্য দিয়া মানুষে অক্লেশে বহুদিন পিছনে চলিয়া যাইতে পারে।

যোগনাথকে অন্ধকার ধরাশায়ী করিয়াছিল। তিনি সত্যই ভীত হইয়াছিলেন, অথচ পিছনে অথবা দরজার দিকে চাহিবার কিম্বা চাকরদের ডাকিবার মত বুদ্ধির আশ্রয় তিনি গ্রহণ করেন নাই, কেননা তখনও তাঁহার সত্যই বিচার ক্ষমতা অটুট এবং মন তখন জীবন ধারাকে স্মরণ করিয়া রাখিয়াছিল।

বাহিরে তেমন বাতাস নাই তবু আলোর শিখাকে কে যেন বা নিভাইয়া দিতে চাহে, যোগনাথ দেখিলেন জলস্তম্ভের মত সেই অন্ধকার পালঙ্কের আশে পাশে মহা দাপটে আনাগোনা করিয়া কক্ষের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আছড়াইয়া পড়িল। এই কাণ্ড দেখিয়া যোগনাথ 'আঃ' শব্দ করিয়া উঠিলেন, খানিক শূন্যে তাঁহার দেহ উঠিয়া গিয়াছিল এবং সে কারণে, গেলাস হইতে খানিক মদ তাঁহার আপনকার হস্তে উছলিয়া পড়ে, অন্যক্ষেত্র হইলে যোগনাথ অতীব, সহজে 'বিউক্যালীক' কাব্যের দু'এক লাইন ছিঁড়িয়া মদ সিক্ত দেহ মুছিয়া লইতেন কিন্তু ইদানীং সম্মুখের ট্রাঙ্কটি তাঁহাকে নির্বোধ আর্ত্ত বিশীর্ণ মনঃপীড়ায় ভারাক্রান্ত করিয়াছিল ফলে যোগনাথ মদ সিক্ত হস্তদ্বারা আপন গণ্ডদেশ স্পর্শ করিলেন।

আপনার স্পর্শের অনেক স্পর্শ সঞ্চিত হইয়াছিল, শুধুমাত্র পায়রাকে আদর করার খানিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়—সেখানে, আমরাও অনেক ছিলাম ; নিমেষের জন্য এই ঘোর ভৌতিক বিপর্য্যয়ের মধ্যেও যোগনাথ এ সত্য বুঝিয়াছিলেন যে তিনি অত্যন্ত মৃদু, ইহা শুধু নামরূপ নহে কেননা পিছনে নদী মাঠ ঘাট, এবং গ্রাম্য শিশুদের খেলা, ছাদে বালিকাদের ছুটোছুটি ছিল এবং আপনাকে পুনরায় স্পর্শ করেন।

তবু এই স্পর্শের মধ্যে একটি চোরা অবিশ্বাস ইতস্ততঃতা ছিল, এ কারণে যে এহেন অন্ধকারে নদী পর্য্যন্ত শুষ্ক হয়, বন্যজন্তু রুগ্ন হয়। তিনি 'সর্টেস দান্তে'য় করিবার মত তীক্ষ্ণতা খুঁজিয়া পাইলেন, কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থ খানির পাতাগুলি এখনও অধীর, ফলে গ্রন্থখানিকে তুলিয়া, দক্ষ অভিনেতার মত যেখানে কিছু বেশী আলো সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন অচিরাৎ তাঁহার মনে হইল তিনি আপনার অচেতনেই একটি সংস্থান সৃষ্টি করিয়াছেন, রেশমী দেওয়াল, উপরে দেওয়ালগিরির আলো এবং সম্মুখে তিনি। এই সংস্থান চিত্রকল্প যদি না হয় তাহা হইলেও অনুভবে নিশ্চয়ই থাকিবে। এই সূত্রে এক বিশ্বাস তিনি লাভ করিয়া ত্বরিতে তিনি ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন।

ঘরের মধ্যে শুধু অন্ধকার নয়, কে যেন বা দণ্ডায়মান রহিয়াছে এতদ্দর্শনে যোগনাথের কণ্ঠস্বর ভগ্ন হইল, পদতল এবং তালুতে স্বেদবিন্দু দ্রব করিল, তিনি কোনক্রমে, যে বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন সেই জোরে প্রশ্ন করিতে উদ্যোগী হইলেন। এসময়ে একটি হাত তাঁহার বক্ষদেশে ছিল, এবং অন্য হাতের আঙুল গ্রন্থের ফাঁকে ছিল, গ্রন্থসহ হস্ত উদ্যত করত প্রশ্ন করিয়াছিলেন। 'কে তুমি ? কে তুমি ?' আপনার স্বর শুনিয়া যোগনাথ সত্যিই শঙ্কিত। এ কারণে যে এই স্বরের মধ্যে বাক্য ছিল না শুধুমাত্র শব্দ তরঙ্গ ছিল।

যোগনাথ সভয়ে ঘরের এখানে সেখানে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেকবারই সভয়ে, নিশ্চয়ই দেখিয়াছিলেন, যে দাবা খেলার মন্ত্রী যেমন বিপক্ষের রাজাকে কালো সাদা ঘর লাফাইয়া কিস্তি দিয়া ফেরে তেমনি সেই অন্ধকার মুহুর্মুহু স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছিল। অন্য কোন কিছুই নাই। যোগনাথের, এ কথা সত্য, পিছন ফিরিয়া এ ঘর ত্যাগ করার অল্পবুদ্ধি অথবা সাহসও ছিল না। নিকটে, তিনি জানিতেন, কেহ নাই তথাপি তাঁহার চাকরকে ডাকিতে গিয়া তিনি রুদ্ধশ্বাসে দেওয়ালের পিঠ দিয়া দাঁড়াইলেন।

ভীত পর্য্যুদস্ত যোগনাথ সত্যই বলিতে চাহিলেন 'বাঁচাও বাঁচাও' বাঁচাও বাক্যটি তাঁহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হয় নাই, তাহা শুধুমাত্র কণ্ঠকে তীব্র উত্তাপে রক্তিম করিয়াছিল। এখনও তাঁহার, নিশ্চয়ই, কিছু অভিমান ছিল। তিনি তখন ভুলিয়া যান নাই 'তিনি কে' এখনও, কোথায় যেন মনের মধ্যে বিচার চলিতেছিল। ইহা কি সম্ভব যে ইহা, এই অন্ধকার দর্শন অত্যধিক মদ্যপানের ফল।

এখন যোগনাথ কোনক্রমে আপনার চক্ষুদ্বয় তুলিয়া হলঘরের দিকে তাকাইলেন, শীতকালীন মহিষের নিশ্বাস যেমন স্পষ্ট কুয়াশার মত নির্গত হইয়া উৎসারিত হয় তেমনই ট্রাঙ্কটি ধূম উদ্গীরণ করিতেছিল, এতদ্দর্শনে ঝটিতি যোগনাথের দেহের ভিতরে অজস্র ভীতস্বর একই সঙ্গে আলোড়ন করিতে লাগিল, তিনি আর আপনাকে কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না, হস্তের গ্রন্থ ফেলিয়া কোথাও কিছু না পাইয়া আয়নাকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। বৃহৎ আয়না স্থানচ্যুত হয়, ফলে কক্ষের সকল কিছু নিমেষেই বাঁকিয়া চুরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, জানালার পিছনে এতদিনকার সরল আকাশও বাঁকিয়া গেল, হায় মানুষের অনুভূতি সুদীর্ঘ দারুণ হইয়াছে কিন্তু অদ্যও তাহার প্রতীক কত অকিঞ্চিৎকর। যোগনাথ দুর্ব্বল হইলেন। আয়না হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ঘরের দিকে চাহিলেন, তাঁহার অনুমান হইল সকল সত্য কিছুই মাধ্যাকর্ষণ হারাইয়াছে, মধ্যে স্থির অন্ধকার এমত মনে হয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাব্যগ্রন্থের পত্র সমুদয়কে ফুৎকার দিতেছিল।

সুতরাং কোথাও না স্থান পাইয়া ঘড়িটি আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, সময় যেখানে এখন, সদ্যজাত শিশুর মত অসহায়, এবং সেখান হইতে মায়োলিকা ফুলদানির জাফরাণ গোলাপগুলিকে যাহা স্বগত উক্তির নির্জ্জনতা ; অন্যত্রে, সুখদ জারদিনিয়ের—পথকে যখন মানুষে আধার রূপে কল্পনা তাহারই বৈচিত্র্য যেখানে বর্ত্তমান, প্রত্যেকটিকে যোগনাথ শেষ সাহায্য হিসাবে অস্তমিত শূন্যমুষ্টি লইয়া আকর্ষণ করেন, সমস্ত প্রয়াশই নিষ্ফল হয়। কেন না প্রত্যেকটি সৌন্দর্য্যে তিনি ছিলেন, যেমন তিনি বিগত দিনেও ছিলেন।

অদূরে তখন, কালো ট্রাঙ্কটির পিছনে অথবা উহাকে পরিক্রমণ করত, কানাপের আচ্ছাদনের রঙীন ফুল বাহারকে লইয়া রজনী ও দিবসকে পরস্পর মৃত্যু ও জীবনের প্রতীকরূপে জানার যে অর্ব্বাচীন আক্ষেপ ঘোর হইয়া উঠিতেছেল। [এ কারণে যে ট্রাঙ্কটির মধ্যে, ক্ষিতির হরিতপ্রভা, সাগরের প্রাণ ক্ষমতা, অগ্নির গাম্ভীর্য্য, বায়ুর হৃদয়বৃত্তি, ও মহাব্যোমের বাস্তবতা একীভূত হইয়া নিত্যতার সাক্ষী হইয়াছিল যে সাক্ষীমধ্যে রজনীহীন দেশের তাৎপর্য্য যে তাৎপর্য্যে বন্ধন ঔৎসুক্য যে ঔৎসুক্যপরতন্ত্রতায় মেঘদর্শনে বিনিদ্রার অধৈর্য্য পরিস্রুত।]

হে আনন্দ কখন তুমি শিশুর মত করতালি হতে গণিকার মধ্যে চলে যাও !

পুনর্ব্বার সম্মুখের ট্রাঙ্কটির প্রতি চাহিয়া যোগনাথ আপনার ভারী মস্তকটি ক্রমে ক্রমে তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কে তুমি কে ?'

ট্রাঙ্কের নরকঙ্কাল সমাধির স্তব্ধতা লইয়া তেমনি রহিল, অন্যপক্ষে যোগনাথের গ্রন্থ আত্মিক কণ্ঠস্বরে, দূরস্থিত নৌকার মাঝির মোহময় ডাকে যাহা দলবদ্ধ-জোনাকিকে তাড়না করে, যেমত, এ বিরাট শূন্যতার অভিশপ্ত ভ্রাম্যমাণ স্তব্ধতাসকলকে আলোড়ন করিল মাত্র। ইদানীং এ প্রশ্ন অশরীরী আর এক মাতৃগর্ভ অন্বেষণে তৎপর।

অন্ধকার দর্শনে, যোগনাথ আপনার বিচার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলেন নাই, যে যোগনাথ অনেকরাত্রব্যাপী নানাবিধ মদ্য পানেও সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় মদ ও রমণীজনের মধ্যে পার্থক্য সহজরূপে বর্ণনা করিয়া যাইতে পারেন অত্যধিক মদ্যপ অবস্থাতেও নিমন্ত্রিদের অভ্যর্থনা ও বিদায় কালে তাঁহাদের অনুগমন করিয়া থাকেন। কেন না আপনার ধমনীতে ভদ্রতা নীল হইয়াছিল, এমন কি শরৎকালীন দ্বিপ্রহরের আকাশকে তিনি বহুবার প্রণাম করিয়াছেন, ভিখারী শিশুর খাদ্য গ্রহণের সময়কে দীর্ঘায়িত-করা দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছেন, পারাবত কেহ আপন ভগনী বলিয়া সম্বোধন করে সে কণ্ঠস্বর অদ্যও শুনিতে ঐতিহাসিক সত্যকে আপনার হস্তরেখায় প্রচ্ছন্ন দেখিয়া স্মিতহাস্যে কণ্ঠলগ্ন 'বো' কে মধ্যাকর্ষণ শক্তির বহির্ভূত করিয়াছেন।

তথাপি একথা প্রসঙ্গত সত্য, তিনি নরকঙ্কালজাত ট্রাঙ্ক হইতে আগত অন্ধকারে ভয় পাইয়াছিলেন, পথদ্বারে প্রিয়জন প্রতীক্ষারত যুবতী যেমত, বিজলী-রেখা বিভঙ্গ দর্শনে চমকিত হইয়া (আপনার অনিচ্ছাসত্ত্বেও) কিছুটা অভ্যন্তরে প্রত্যাগমন করে তদনুরূপ যোগনাথ কিছুটা পশ্চাদপসরণ করিয়াছিলেন।

তখন রাত্র অনেক, অবশেষে, যোগনাথ যখন পরাস্ত। তিনি ভয়ে বালিশটি সত্বর তুলিয়া আপনার মুখের উপর দিয়া কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়াছিলেন, অচিরাৎ তাঁহার মনে হইয়াছিল বালিশের তলে মুখখানি চলিয়া গিয়াছে, তথা মস্তকের তলে অর্থাৎ প্রগাঢ় নিদ্রার তলে তাঁহার মুখমণ্ডল উধাও হইয়াছে, এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর, তিনি পুনরায় অন্ধকারকে নিরীক্ষণ করিতে প্রস্তুত হইলেন, ক্রমে, ধীরে, হস্তধৃত বালিশটি মুখমণ্ডলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপর হইতে টানিয়া যেইমাত্র লেশের কাছে আসিতেই থামিল একটি মাত্র চোখের উপর হাওয়া-উদ্‌ভ্রান্ত লেশ এবং সেখানের আপেলের চঞ্চলতার মধ্য দিয়া তিনি এ ঘোর ভয়ঙ্কর জঘন্য অন্ধকারকে দেখিয়াছিলেন।

—এক্ষণ, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ১৩৬৮

দ্বাদশ মৃত্তিকা

জয় মা তারা, মাধবায় নম, জয় রামকৃষ্ণ ॥ ইহা সত্যের, ইহা প্রকৃতির সমস্ত কিছু জানে, যে ইহা সুখের ও সৌখীনতার যে মিঃ—এর এখন প্রায় কাগজে ছবি বাহির হয়, যে তিনি সলজ্জাতে সেগুলি প্রতি তাকাইয়াছেন ; ছবিখানি ছোট, টাই তীরের ফলা ন্যায় দর্শাইতে আছে—একদিনকার মারাত্মক অস্ত্র কিবা সরলতার ! উপরিভাগে গম্ভীর মুখমণ্ডল।

সিঙ্‌গল-করা স্ত্রীলোকটি আসিয়া গর্ব্বিত চোখে জ্ঞাপনিল : মহাশয়, নজরে পড়িয়াছে কি আপনার ?…টাইমস-এর ছবি কত যে ভাল, লোক কত যে সতর্ক ! আমাদের এখানকার….ও ভয়ঙ্কর ফুটকাটাতে ভর্ত্তি (স্ক্রীনের জন্য), কোন দিক দিয়া আমাদের গুলি সতর্ক নয় !

যে এবং ইহাতে শ্রবণে সমক্ষে দপ্তরী কাগজ ব্যতীত আর কিছু নাই, তিনি সেই প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন, পাইপধৃত দাঁত হইতে শব্দ আসিল : যথার্থই….তুমি….

তবু আপনার আলবামটা আমারে দেওয়া, দয়া করিয়া হউক, আমার ইচ্ছা যে আমি উহাটির একটি আলাদা পাতায় স্থান দিব….

ইহাতে মিঃ—স্ত্রীলোকটির প্রতি চোখ দিয়াছেন, যাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত বালিকাভাবাপন্ন ঐ কর্ম্মী কহিলেন : এইটিতে আপনার সম্পর্কে অনেকটা স্থান জোড়া করা হইয়াছে….অবশ্য আপনার ভাষায় প্রিটি ফাজলামি !….কারেজ, বোল্ডনিস্ না লিখিয়া প্লাক ইত্যাদি….আপনার সম্বন্ধে….আপনি যাহা শ্রীহীন, নিষ্প্রভ ভাবিয়া থাকেন….

তদীয় কণ্ঠে, ইহাকে কেহ কাশি কহিবে না, ইহা হয় আওয়াজ তদ্রূপের, আঃ কি মহৎ একটা পদ এমন ! ধ্বনিত হইল, এবং পরক্ষণেই হঠাৎ তিনি জনহীন হইলেন ; স্বভাবত যে, এবং যে মুহূর্ত্তে একটি শান্ত অবস্থা প্রায়শঃ ছাইয়া থাকে সেইখানেতে যে ছবি আছে, যাহা ইহা, জঙ্গলে রাস্তা হারান আরও একটি লোক ছেলে কোলে ; এখন ইহা তেমন রূপ না—শুধু ছেলেমানুষ শব্দগুলি তাঁহারে আঁচড়াইয়াছে ; ইহা, জগৎ সম্পর্কে দুর্ভাবনা বৈ আর কি, পরিপাটিত্ব যে কোথায় চলিয়াছে ! এখানে 'দূর' শব্দটি আসে—তাহা জানা থাক্—সেই ও নির্ব্বুদ্ধিতার তৎসম যেমন হয়, তাদৃশ 'দূর' শব্দটি তাঁহার অদ্ভুত স্বতন্ত্রতার, যাহার উচ্চারণের ফেরে, তদীয় ব্যক্তিত্বকে রকমারি আলোকসম্পাতের তারতম্যের মধ্যেতে আনিয়া থাকে—প্রায়ই প্রখর ! অথচ মনোরম যে এবং সবিশেষ দায়িত্বজ্ঞান তৎসহ বিলক্ষণই ভাসমান হইবে—অতএব তিনি যেমন সকলেরই, যাহারা উপস্থিত আছে ইংরাজগণ, তাহাদের জাত বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন ; এই মত সময়ে অবশ্য তাহারাও ঐ শব্দ ব্যবহারে পটু ; 'দূর' শব্দটি ব্যবহারে আর সকল কর্ম্মীরা চুপ হয়, আসলে সতর্কতা অবলম্বন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিলেন, আপাত মনে হয়, ইহা উহাদের ভব্য স্বভাব।

তখন মিঃ—পাইপের বাটি ধরিয়া আছে হাত যাঁহার, ও ঐটির মুখ-ভাগ দ্বারা কি যেমন সামনের ফাঁকে টান দিলেন ; এমত নেইটিভ অ-সহবৎ ইংরাজ জনেদের সমক্ষে ! অবশ্য ইংরাজরা সহবতের কিবা জানে ! যেটুকু, তাহাই ভারতীয়দের নিকট হইতে শিখিয়াছে যাহা ; এখন স্বীকৃতির যুগ, অনুতাপের না, টয়েনবী হইতে বহু, কি ফরাসী, দিনেমার, অজস্র জর্ম্মান স্বীকার করিতে আছে, ন্যায় অন্যায়—কিন্তু কেহই উইলবার ফোর্স বা ফরাসী পাদরী নহে।—ইহাতে সন্দেহ করিবার, জাতক যাহারা পড়ে, বিষ্ণু শর্ম্মার পর্য্যবেক্ষণ যাহারা মান্য করিয়া থাকে বিশেষত তাহাদেরই !

এই ইংরাজসহ কর্ম্মীগণ যখন মৃদু শাসনে থাকে, তখন তিনি প্রকাশিলেন, 'আমি ভাবিয়া দেখিব !' ইহাতে সমবেতরা রাজী হইবে। এমত যে জনা, সেই মিঃ—এখন, ঐ খুকুস্বভাবা স্ত্রীলোকটির দেহ প্রতি, যেখানে আক্ষেপ রহিয়াছে, অসহায় যেমন, নেহারিলেন ; তদীয় মনেতে এই, তিনি ছোট হইতে আছেন, এমন যে তিনি দ্রুতগতি ছুটিয়াছেন ট্রাম ধরিতে—মি-ডে ট্রাম (মি-ডে'তে ভাড়া ১ পয়সা কম)। আর মাদ্রাজী ভদ্রজন সাদা লুঙ্গী করিয়া বস্ত্র যাহার, উপরে কোট, টাইও (!) এবং কপালে শৈব তিলক, মস্তকে শুভ্র পাগ, ঐতে বাঁকা জরীর রেখা, তিনি সাহায্য করিলেন। তখন তাঁহার, মিঃ—এর ধন্যবাদ রপ্ত হয় নাই। এখনও সাধারণ কলিকাতা শিক্ষিতদের ন্যায় ভারতীয় কৃতজ্ঞতার স্মিত হাস্য আছিল। এখনও তিনি তাঁহাদের সকলের মতই প্রাচীনতার জন্য মুখমণ্ডলে ঈষৎ ব্যথিত হওনের রেশ আছে। অবশ্য ইহা বড় জাগতিক ব্যবহার—প্রতিটি প্রাচীনতার নিমিত্ত খেদ বহন করে।

ইদানীং স্ত্রীলোক কর্ম্মীর মন্তব্য তাঁহার কর্ণে তাঁহাতে তীক্ষ্ণাইল ; মিঃ—এর মুখমণ্ডল খানিক অবনত হয় ; এ সময়েতে স্ত্রীলোকটির কোমর তদীয় অবলোকনের মধ্যে, তিনি নজর অন্যত্রে ফিরাইলেন ; নিশ্চয়ই আমাদের মনে উপজিল, সেই বাক্যঘটা হইতে যাহা ঐ কোমর সম্পর্কে যাহা ছোকরা ইংরাজ সহকর্ম্মীর—অবশ্য ইংরাজরা এই শতাব্দীতে, পাঞ্চ বা শ থাকা সত্ত্বেও রসবোধ হারাইয়াছে (আমাদের বিশ্বাস)—রসিকতা যাহা স্ত্রীলোকটির আছে, তখনকার না,—যে কি নিষ্ঠুরতা করিতেছে বা তুমি কত নিষ্ঠুর যে তোমার কোমরের রেখা হারাইতেছ ! (আর সত্যিই কোমরের রেখাতে কি নোব্‌ল বিউকলিক ছন্দ !) ইহার কণ্ঠস্বরে কোন দর্জ্জিসুলভ পর্য্যবেক্ষণ-সৌকর্য্য নাই !....এখন দেখা যায় তাঁহারই স্বীয় অভ্যাস, ভালমন্দর বিচার বা স্বভাব তাঁহারেই বিশেষ জব্দাইতে আছে।

কিছু পরে, মানে দুপুরের পরে, রাখালবাবু, যিনি পাণ্ডুয়া হইতে ডেলী প্যাসেঞ্জারী করিয়া থাকেন, বয়সী কর্ম্মচারী যাঁহারে মিঃ—এর অহরহ ডাকিতেই হয় : 'রাখাল, এই কাজটার পর তোমার জামা বদল করিও ! ' মানে রাখালবাবুর খাকি সার্ট পরিয়া ট্রেনে যাওয়া আসা, অফিসে এক দণ্ডা কাপড় চোপড় থাকে। সে নির্ঘাৎ আসিবে, কহিবে,—'আপনি দেখিয়াছেন নিশ্চয়....ইংরাজীটা বেশ লিখিয়াছে....' মিঃ—কে তদুত্তরে বলিতেই হইবে,—'ও রাখাল ! রাখাল ! এহেন ভাবাবেগ, স্বর, অভিব্যক্তি সবতাতেই নিদারুণ বিজাতীয় অনুকরণ, নিন্দার নহে, তবে বয়োবৃদ্ধ রাখালবাবুকে 'রাখাল' ! ইহা ঘটিয়াছে পদোন্নতির সঙ্গে—গ্রীষ্মে সোলার টুপি, বাউলার অন্য সময়েতে ; কতক উচ্চারণ সংশোধিত হইল—ঐ রাখাল ভাবিবে সাহেব মিঃ—অত্যন্তই লাজুক !....'মহাশয়, প্লাক্‌ই শব্দটা বেশ....'

মিঃ—চারিদিকে চাহিবেন, যেমন কেহ শুনিয়াছে, বাঙালীভাবে গা কেমন করিয়া উঠিবে ; স্ত্রীলোকের ন্যায় কহিতে চাহিবেন,—'কি সিলি কথা তোমার !' তখনই তাঁহারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং কাজের কথা আনিতে হইবে,—'এখন দেখ....'

যদিও যে ইত্যাকার মতিচ্ছন্নতায় তাঁহাতে বিকার আসে, এহেন তিনি মানে যাহা জাপানী-প্রিয় পদ্ম ডোবা কাটাইয়া আসিল, এমনও যে সেই গল্প বেলহাব-এর জলার এখানে খুব হাঁস, কাছেতে যে ডাকবাংলা সেখানে শোনা, রাজা অব....নিজের সুবিস্তৃত হামাদান গালিচার পারে যাইতে পারিতেন না—উহার নক্‌শা তাঁহারে দাস করিয়াছে ; বহু ব্রাহ্মণের পদধূলি স্বস্ত্যয়ন, নির্ম্মাল্য ইহার রেহাই আনিতে পারিল না (কেহ উহাতে যে ছবু ঝড়ের বালির কণা ছিল তাহা লইয়া অনেক মরুভূমির গল্প করে) যে হাঁস ইহাসকল গুলিবিদ্ধ, মৃত মনে হয়, তাহার একটি এই গল্পের মধ্যে কিবা রূপ শব্দ করে, যাহা পরদুঃখহেতু কাতরতার !....এই সকল কমনীয় ভাবরাশিকে নস্যাতিয়াছে ; হাঁসের শব্দ না, আদতে ঐ গল্পগুলিকেই, তদীয়, মিঃ—, মন ছক । এইটি তাঁহার স্বকীয় যেমন নহে, যে ইহা কর্ম্মসূত্রে পাইয়াছেন, স্যর—, যিনি এই বৃহৎ কোম্পানীর সর্ব্বময় কর্ত্তা একদা এদেশে আসিয়াছিলেন, ইহা তদীয় ছুৎমার্গ, মোটা শব্দ বিষয়েতে । ইহা অনেকাংশে এই মন্তব্যের যে ইংরাজরা যেমন তামা মানে পয়সা স্পর্শ করিত না, তামা ভারতীয়দের নিমিত্ত ! বা ভারী ! অর্থাৎ নীচযোগ্য—ভাল মন্দ শব্দ বিচার ঈদৃশীতে মীমাংসিব না ; কেননা তাঁহার নাই যে মন ত্রাস ও দরদ, মানে উচ্চমার্গ শিল্পের, এখানে নাটকের জ্ঞান হইতে গঠিত—যাহা ইংরাজকেও মতি দেয়—এ পর্য্যন্ত যে শিখাইবার ছলও ছিল না—তাহা হইতে লব্ধ !

ইহাই তদীয় কাঠামো, যে এবং এই স্বভাবে তিনি অন্যের বকলম হইয়াছেন ; বটেই এবং তিনি আর ভিন্ন সত্তা কখনও না—মাত্র ইঙ্গিত করা যাইতে পারে, শ্লেষে নয় ; শুধু ব্যাখ্যাতে নিছক যে তিনি যাবতীয় ব্যবহার্য্যের প্রকৃতি যে ইহাই মানে যথার্থ করাতে, এমন ধারা বুঝায় না যে আমরা হই খুব অতীব সূক্ষ্মবুদ্ধির । কোন বিধান, নৈতিক যাহা, আর কাজ করে না !

তিনি আর রাখালবাবুর প্রশংসা ভাবিতে পারিলেন না । ইতিমধ্যেই অসংখ্য টাইপ করার আওয়াজের মধ্যে ঐ কদর্য্য শব্দটি এখন টেবিল হইতে খেলিত হইতে আছে—ইস্ ! পুনরায় ঐ স্ত্রীলোকের মাজার প্রতি লক্ষ্য গেল ; এখন সেই জন, তিনি যেমন কামড় দিতে চাহিলেন, ছিঃ, তাহাতে আসিল না । সহসা তিনি অতীব নরম দয়ামিশ্র কণ্ঠে কহিলেন : মিস্....তোমার অভিধানটা লইয়া এস.... । ওষ্ঠের মধ্যে বারবার উচ্চারিত হইল—ড্রন ! কিয়ৎ আভ্যন্তরে তাহার শিরা উপশিরা ভ্রূদ্বয় বেশ কুঞ্চিত । আর একটা যেন কি অর্থ আছে....বিমান গুঞ্জন করে, বিমানের শব্দ তাহা ব্যতীত । এখনও উজাইয়া যাইতে অসমর্থ আছেন....আঃ ধন্যবাদ....এই যে আলবাম ! এবার নিজের ছবিটি দেখিলেন, নিজের সহিত নিজের মিল অভূতপূর্ব্ব ! ইহার সপক্ষে, সম্যক ধারণা হয় যাহাতে—কোন বেগবতী স্রোতস্বিনীর তটে, সবুজ ঘাস বিস্তৃত এবং তদুপরি বিচাল্যমান শুষ্ক পত্র নাই, সন্ধ্যা নিষ্প্রয়োজন, প্রত্যূষ তখন সবেমাত্র শহরের বিছানাতে— ঐ হয় সত্য, কেহ মরিলে নিশ্চয় যেমন তারা হয় ! মিঃ—'ড্রন ড্রন' উচ্চারিয়াছিলেন । এখন সবিশেষ সৌরভেতে মথিত হইল । এই মুহূর্ত্ত কি পর্য্যন্ত স্নায়ুঘাতী....আঃ মিস, তুমি আনিয়াছ ভাল এক সেকেণ্ড ! এ যে....ঠিক তাই !

এ বুদ্ধের ছবির সহিত আমাদের কোন ভাব নাই—খুব অচেনা, দক্ষিণের এখানে প্রবেশের দরজা দিয়া—আলোতে, সন্ধ্যায় পিঙ্গল ইলেকট্রিক আলোতে ঐ ছবি, হলুদ সবুজ নীল মোটেই আকর্ষণের না । পাশেই একটা ক্যালেণ্ডারের পাতা মৃদু শব্দিত, কাঠের ব্লেডের কি চমৎকার তাহাতে বিলি কাটা ! পাখার হাওয়া ঐখানে, ঐ ছবি অবসন্ন ধোঁয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুণ্ডলীতে—ইহা তাহার বিড়ির যে পয়সা দিতে আছে, ক্যাশিয়ারকে, যাহার সম্মুখে কেকের জার—কেকের মাথা নাই, কেহ নিশ্চয় খাইয়াছে, সে ভাগ্যমন্ত। চেয়ার টানার শব্দ যে কতবার! ছাড়া ও দখল....'৪ খাপ সা ও তোষ'!

ইহা ফেবারিট কেবিন। যখন পেট্রিয়টিজম্ যখন ইন্টেলেকচুলিজম একই কথা ছিল তখনকার লোভনীয় স্থান....(আমি হেম কানুনগো—বাঙলায় বিপ্লববাদ, দীনেশবাবু, মাধবীরাতে মম মনবিতানে-র গীতিকার, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী—ইঁহাদের, এক পদ্যকারকে সেখানে দেখিয়াছিলাম)....তাঁহার মন তখন বাহিরের প্রতি আসিতে তীক্ষ্ণ অত্রাহি আছে। যে কোন বস্তু বটে কলেজ স্কোয়ারের রেলিঙে কত না সস পেন্টীং, কত দৃশ্য (বিক্রি হয়)—ঐ পুষ্করিণীর মাছরা এখন ঘাটে, কেহ মুড়ি দিবে, কিম্বা নার্স ডাক্তারের জুতার আওয়াজ, কুকুর অথবা পথচারী ইহাদের মুখ করিয়া তিনি সাধারণ জগতে আসিতে পারেন—উপস্থিত তদীয় মানসিকতা কেমন যেন ধমক খাইয়াছে ; বৃদ্ধার হাতের চাপ যখন বিদায় লয় ; উনি '—' পিসিমা বলিয়াছিলেন, 'আবার এসো।' এমন সময় ঘণ্টার, মেডিকেল কলেজের, শব্দ শ্রুত হইল। আশ্চর্য্য, তৎসহ দেহ হইতে তাঁহার একটি মস্ত ভার নামিল। অথচ একথা নিত্যতা যে উহার সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই, তবু কেন কর্ত্তব্যবোধ গায়ে জট হইয়াছে! ঘণ্টা মানে সাক্ষাতের সময় শেষ।

তখনই যুবাবয়সী মিঃ—যিনি ইদানীং বৃহৎ মাজাতে কামড় দিতে মনে হয় উগ্র, এখানে প্রতিবাদে, অথচ এতটা ভাল মানে যুক্তিসঙ্গত না, কেন না তিনি চতুষ্পদ ত নহেনই, যাহা ভাল লাগাতেও ঘটিয়া থাকে, এমন কি চরম মার্গের রুচিতাবোধ নাই—অর্থাৎ রাশিয়ার খ্যাতনামা কবি পুশকিন কামড় কাজটিকে অতীব সুউচ্চ পর্য্যায়ে লইয়াছেন—মরালগ্রীবা!

তিনি তখন কপালে বুকে হাত ছোঁয়াইলেন, সত্যই দেহ হইতে সারি-দেওয়া বিছানাগুলি বাষ্পিত হইতে আছে। তাহাকে কহিলেন : চল একটু জলের কাছে দাঁড়াই....। জিজ্ঞাসিত উত্তর করিল : পড়াইতে যাইতে হইবে....তাড়াতাড়ি চা খেয়ে....। ইহা, এইটুক পথ ঈষৎ মনঃক্ষুণ্ণের হয়! তথাপি মিঃ—প্রায় জলের ধারের সবুজের দিকে পরিষ্কার এই যে, বড়ই আপন দৃষ্টিতে নেহারিলেন। সেখানে অনেক দল—কেহ একা, বিড়ির গম্ভীর ধোঁয়া উঠিতেছে, কেহ চীনেবাদাম খায়, কেহ বা কথা কয়। (এ দৃশ্য কি তুমুল যে কেহ একা!) এখানেতে আহা কত বিরাট স্মৃতি—রাজনারায়ণ বসু ইহার রেলিঙ ডিঙাইয়াছিলেন! আমার নমস্কারবৃত্তি হয়!

তাহারা ক্রমে এখানে নিজের পরিচিত ছাড়া প্রতিকেই আর অন্যেরা ভাবে স্পাই! এখন সকলেই কেমন আড় চোখে দেখিল, গলার স্বর সকলেই সংযত করিতেছে এমন! মিঃ—'ত—' সঙ্গে ঘুরিতেছে যদি একটা ছেলে পড়ান পাওয়া যায়! অতএব ত—এর ভাবুকতা শুনিতেই হইবে। ইস্, আজ নিশ্চয়ই সেই কথা মনে করিতে তদীয় মস্তক অবনত ত দূরের কথা, মনে আসিতে দিবেন না, আর মনে আসিবার কোন উপায় নাই। এই শোনা যায় ত—সম্পর্কে যে সে কোন বাড়ীতে সুরমা বা মেহেদী, না সুরমাই, পরিয়া পড়াইতে গিয়াছিল। অবশ্য দুই ছেলে ও একটি বাচ্চা মেয়ের ভার ছিল এবং যে তজ্জন্য সে চাকুরী হারাইল, সে খুবই প্রেমিক হয় বটে। ইতিপূর্ব্বে সেই প্রসিদ্ধ রমণী ম্যাডান কোং'র কৃষ্ণকান্তের উইলের সীতা দেবীকে সে ভালবাসে....এই ত—।

যখন তাহারা সবে চা পাইয়াছে এমত সময়ে শুনিল : আশ্চর্য্য! উহাদের জীবন-যাত্রা শুনিলে অবাক হইতে হয়....কি সামাজিক তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে কুলাইবার নয়! আমরা কতটুকু দেখি....মেটারলিঙ্কও দারুণ লিখেছেন....উঃ রোমাঞ্চ হয়....একজন রাণী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে....মৌমাছি দেখেছি....। আর সকলে থ চোখে মস্তক দুলাইয়াছে—কেহ জানি না কামড়িলে হুকোর জল....

বক্তা তখন আফশোষের হাসিতে প্রকাশিল : আমার ভাইঝি এতকাল বোল্‌তাকে মৌমাছি বলিয়া জানিত....

: সে কি....

: কলিকাতায় কোন জ্ঞান হইবার নয়....প্রকৃতি সম্পর্কে কোন জ্ঞান হয় না....

: হ্যাঁ, বাবা বলিয়া থাকেন এখানে দশটা-ছ'টা জ্ঞান....

: কিন্তু আমাদের রাজাবাজারের দিকেতে মৌমাছি খুব....প্রজাপতি ও পাখীও আসে....নারকোলডাঙ্গা অঞ্চলের দিক হইতে....

: জগদানন্দ রায় পড়িলে প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায়....প্রবাসীতে....

: তারপর...

: এই রাণী সর্ব্বময় কর্ত্তা....যখন....ডিমের ইচ্ছা হয়....মানে বুঝিয়া লহ....তখন ড্রন !

সকলেই একনিষ্ঠ হইল। এমনও যে অদূরের টেবিলের ত—ও। যুবা মিঃ—ইহাদের জিহ্বা নির্ভুলভাবে ঐ ড্রন শব্দ উচ্চারণে খেলিয়াছে শুনিল, যে এবং—

: এইগুলি কোন কাজ করে না—হায় বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কিছুই নয়—খায় দায়, বল সঞ্চয় করে, তারপর একদিন ডাক পড়ে, মৌমাছির রাণী আকাশে উড়িল, অন্তত এইভাবে বলা যায়....রাণী উড়িল, ভাবিতে পার কি ঘটিল....

সকলের চোখে হলপে বলা যায়, নানাবিধ আভরণে ভূষিত হইয়া, সমুদ্রের তলার যতেক ঐশ্বর্য্য—যেমন মধুসূদনে আছে—তাহারা, রাণীরে আরও সুমহৎ করিয়াছে, যে উড়িতেছে, নামিতেছে, অগ্রে যাইতেছে, গন্ধলিপ্ত পক্ষ স্থানকে, বাতাসভরে, সুবাসিত করে। উড়িতে আছে।

: রাণী মহা চপলতায় লীলাতে ঊর্দ্ধে আছে....এমন সময় ড্রনগুলি উড়িল....

: কতগুলি ড্রন থাকে....

: আঃ

: ড্রনের শব্দ গন গন করিল....রাণী তাহাদের বেড় করিয়া নাচিতেছে...তাহাদের উৎসাহিত করিতে আছে—তাহার গুঞ্জনে নিম্নের বনকুসুম সকল আন্দোলিত....

এখানেই যুবা মিঃ—এর মধ্যে কি যেন ঘটিতে শুরু হয় ; গ্ল্যাডনেক সার্ট, তবু কণ্ঠ কি পর্য্যন্ত আড়ষ্ট, খুবই ফিকে সুলভ হায়া যাহা উদ্‌গ্রীবতাহেতু বুঝায় না—কি নিদারুণ ছন্দক্ষেপে এক চঞ্চলতা আসিতে আছে, যাহা দুর্ব্বার ! আপন চেহারা সহিত আপন সত্তার মিল অথবা আপন সত্তার সহিত স্বীয় চেহারার মিল হইতে থাকে।

: ঐ ড্রনগুলি যাহারা মারাত্মক ভয়ঙ্কর, একে অন্যের সহিত যুঝিতেছে মহা পরাক্রমে ! ব্যাস লিখিত খরতর যুদ্ধ চলিতেছে,....

এখন বক্তার মুখমণ্ডল আকাশ হইয়াছে, এই নীলের অন্ত নাই....তৎসমক্ষে ঐ কাপালিক ছবি, নির্ম্মম !

: মৌমাছিদের রাণী উহাদের, ঐ রক্তাক্ত (!) ব্যাপারকে ঘেরিয়া নৃত্য করে....গুঞ্জন তুলিতেছে ! প্রকৃতির আমরা কি জানি ! এতটুকু ছাড় নেই....অনেকাংশে ক্ষিপ্ত যণ্ডের ন্যায়....ক্রমে একজনের পক্ষ বিদীর্ণ, কর্ত্তিত হইল....সেই বেসামাল দেহে সে আশা করে সে হারাইবে....কিবা দুঃখের....তাহারে এখনও বলশালী সে আক্রমণ করে, ক্রমে ভঙ্গপক্ষ ভূমিতে পড়িল....বলশালী তখনও পরাজিতকে ছাড়িবারে চাহে না....সেখানেও ধাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে⋯পরাজিতর দেহ ধূলাতে কোনক্রমে অঙ্গ সঞ্চালন করিল, মোচড় দিল, রেখা অঙ্কিত হইল। জয়ী উর্ধ্বে উঠিল⋯রাণী⋯

এই বর্ণনা যুবা মিঃ—অবাক হইয়া শুনিল, শুধু 'জিত' শব্দটি বারম্বার তাঁহারে উচ্চকিত করিতে আছিল—আশ্চর্য্য !⋯ক্রমে তাঁহার সেই নৈতিক ছুৎমার্গ—মিন্‌স ও এগু লইয়া তর্কের মধ্যে দেশকালপাত্র বংশমর্য্যাদা দেশাচার ঐতিহ্য সকল কিছু হেয় হইবে ! হঠাৎ তিনি চমকাইলেন—

ত—জিজ্ঞাসিল : কি হে⋯

: ও কিছু নয়⋯

কিন্তু এতাবৎকার শব্দসকল অমরকোষ আদি যাহার বিভিন্ন অর্থ দেয় সব ছাপাইয়া সেই ড্রনের শব্দ—যেমন এক অতি নিরাপদ স্থানবাচক যেখানেতে এক মহামিলন হইতেছে⋯নিজের কর্ণে ঐ স্বীকার পুনঃ আসিল—সত্যিই আমরা প্রকৃতির কি অথবা কতটুকু জানি⋯রাণীর মত শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের চারিদিকে গুঞ্জন তুলিয়া নৃত্য করিয়া ফিরিতেছে। আশ্চর্য্য যে তখনও তাঁহার চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল হইত ! এখন তদীয় ভাব লাগা নজরে, অসম্ভব শাসনের চোখে অবলোকনিয়া রহে, মানে প্রকৃতিজ্ঞ যুবা হইতে সাবধান, নিশ্চয় এজেন্ট প্রোভকেটর, এবং এখনই ঐ জন যুবা মিঃ—এর প্রতি তাকাইয়া মৃদু বলিবে, 'ভাল ?'—তৎপরে কি হইবে তাহা সকলেই জানে ! যুবা মিঃ—কিঞ্চিৎ থতমত জড়ত্বে রহে, ত—সুরমার রেশ দেওয়া চোখ, অবিকল উহার ভাগনীর ন্যায়, আদতে সুরমা যাহার, মেয়েটি বেশ ভারী মজার !⋯

একটি ভিখারী আসিত উহাদের বাড়ী, সকলেই কহিত, ঐ গো '⋯'এর বর এয়েছে⋯মেয়েটি ছাদে পালাইত, অনেক অ-কথাতে আপনকার বিরক্তি প্রকাশিত করিয়াছে,⋯একদা গঙ্গাস্নান যাত্রাপথে দেখিল, সেই জন মরিয়াছে, পথে শায়িত ! তদ্দর্শনে অনেকে বহু পদ্য করিল ; সে শুধু বলিয়াছে⋯বেচারী ! এবং কপালে অদ্ভুতভাবে তিনবার অঙ্গুলি স্পর্শ করে !

AMARBOI.COM

ত—র চোখ দেখিলেও যুবা মিঃ—এখনও ঐ হারজিত সাক্ষাতিয়াছিলেন ! তাঁহার কাঁধ তৎপরবর্ত্তী সময় হইতে বেশ উচ্চতালাভ বর্ত্তহিল ! উদ্দেশ্য একেবারে আধুনিক ! (কিন্তু রামায়ণেও ঐরূপ রাম সীতাকে ভুলিয়াছিলেন !)

জীবনের ক্ষেত্রে এখনও কাঁধ স্ফীত হইয়া থাকে ; তখন ছোকরারা সাধারণ দশটা-ছ'টার জন্য গ্ল্যাডস্টোনের জীবনী, কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস, বুকার টি· ওয়াশিংটন, গ্যারিবল্ডীর জীবনী পড়িয়া আপনাকে প্রস্তুতিয়াছে ! মিঃ—আরও সূক্ষ্মতাতে আছেন। কোন গোঙানিতে নির্ঘাত তিনি উদ্বুদ্ধ ! সমস্ত প্রকৃতির আশ্চর্য্য নির্দ্দয়তা (?) তাহার কব্জির ক্ষমতা হইল ! এখন তিনি রা—বাবু হইতে অধস্তন, গেটের দরওয়ানের প্রতি বিমুখ হইলেন। নিজের সহিত নিজের চেহারার কি আশাতীত অদ্বিতীয়তা ! অবশ্যই দুপুরে দুটার সময় যখন নাবিবেন, তখন লিফ্‌টের আয়নায় নজর লইবেন। সকলেই ঐ শব্দ উচ্চারিয়া প্রশংসার নামে কুৎসিত হইয়াছে। ইংরাজী কথনভঙ্গী উহাদের স্বরে আরও সভ্যতা বহির্ভূত !⋯এখন জাহাজের ভোঁ বিস্তার হয়, অন্যমনস্কতা নাই, আপন টেবিলের সীমানাতে, যাহা ঐটুকু হইলেও অতিদূর অবধি আছে, তিনি হয়েন স্থির।

নিজেকে শান্ত করিতে তাঁহার সময় লাগিবার নহে, তখনই টেলিফোন লাইন পাইলেন, এই হয় মিঃ—

: সেলাম হুজুর⋯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: সেলাম মেমসাহেব…

: আরে কি খবর…তোমার রাঁধুনিকে ত পাঠাইতেছ…তোমার কি অসুবিধে, কত দুঃখের…

: এতটুকু নহে…কাল দুপুরে আমি…লেডী—র…

এখানে তদীয় স্বরভঙ্গ কিছু আহ্লাদযুক্ত।

: অবশ্য আমি কিছু বুঝি না…বিলিয়ার্ড টেবিল দেখিতে যাইতেছি…

ইহা কহিতে যেন এমন যে কত সৌভাগ্যবান!

: ও হ্যাঁ, স্যার হারল্‌ডকে অনুরোধ করি, তিনি দিবেন বলিলেন, সত্যি অমন অর্কিড তোমরা ভাল বুঝিয়া থাক!…হ্যাঁ, কি নাম, যেটি আফ্রিকা হইতে আনাইয়াছেন! (আমাদের কত অর্কিড ছিল, শেষ আমরা হিমালয় যাই ফার্ন ও অর্কিড খোঁজে, ক্যাটালিয়া ফিলনপ্‌সিস…কত রকমারি!)

এই ধরনের মনুষ্যোচিত কথা কহিতে এখন মিঃ—এর কি যে পছন্দ! তিনি আর এই গোষ্ঠীর অনেকের মতই পার্থিব বিষয়ে অবাক মাত্রায় বাৎসল্য জারিত আছেন। ফলে, ছোটখাট বাজার চল্‌তি কক্‌নি শব্দ (!) সকলে তাহার প্রয়োজন সিদ্ধ হওনের না। পানিপথের যুদ্ধে কিম্বা টড কোথাও ব্যবহার করিবেন কি? অথবা থারমপলির যুদ্ধে (ইহা গ্রীক নামক দেশের প্রাচীনকালে এক দুঃসাহসিক যুদ্ধ)—তেমনভাবে তিনি বটে গ্রহণিয়াছেন!

যে যুবক তদীয় অফিসে বছরখানেক হয় কর্ম্ম লাভ করিল, যে ইন্টারভিউতে ও-বি-ই বলিতে কি বুঝায় উত্তরিয়াছে, যাহার নাম ল—, যে এখন প্রায় এই শুভ্র খাটের সামনে, মুখমণ্ডলে পরিশীলিত, যে এবং তদীয় দেহ কীদৃশ্যপ্রোৎপদ দেহ চালনে রপ্ত—যেমন প্রত্যক্ষিয়াছি কুমারী (লাইসেরী) থামবল স্মা-কে মণিপুরী নাচে, যখন রাধা মনোরম ব্যঞ্জনাতে সরিয়া যাইতেছে, বটে, ইহাই দণ্ডায়মান অবস্থাতে, ইহাই সেই জন, যাহাকে জুট-ডিপার্ট-এর বড়বাবু আপন কন্যার সহিত বিবাহ দিতে রাজী—যে এবং যৌতুক হিসাবে হাওড়ার (বাঁধাঘাটের নিকট) বাড়ী, স্বর্ব স্বত্ব দিবেন—ইহা সেই যে, নিজেদের সজিনা গাছের গল্প এমনভাবে করিবে যে উত্তরপাড়ার কোতরঙের এক পাড়ায় এক বাড়ীতে যে গাছ আছে তাহা ব্রীড়ায় কুণ্ঠিত! আবার সেই এক স্বয়ং সে যখন আপনকার সমানবয়সী ছোকরাদের কহিবে 'বাপের পগমিল দেখিয়াছ'! ইহা আর—আবার সেই মানুষ যখন তাহার পিতার মানস সরোবর তীর্থের অভিজ্ঞতা বর্ণাইবে তাহা বড় মঙ্গলের, বড় পুণ্যের!…সোনার রথ এমন কিছু নহে বাবা বলেন, সমস্ত হাঁস সন্ধ্যায় যখন আকাশে উড়ে, সেই উৎপ্রেক্ষা! ইহাতে কেহ বড় অস্বস্তিতে, কেহ রাস্তার আওয়াজ, কেহ পুত্রের জ্বর ভাবিতে এমনও আবছায়া কিছুতে আচমকা উৎক্ষিপ্ত হইল, পরক্ষণেই তদীয় চেহারা অন্য গ্রহতে, জিহ্বা গালে ঠেলিয়া নিজেরে সংযত করত যে এবং আরম্ভ করিল সে যে কিবা তাহা আমাদের শুদ্ধ করিয়া থাকে—আর স্তব্ধতা! তীর্থযাত্রীরা হর মহাদেব জয় গৌরী জয় ভগবতী তনু…সোনার রথ, সোনার রথ, নানা স্তোত্র রণিয়া উঠিল, কেহ বা শুধু ক্রন্দন করে ভুঁয়ে পড়িয়া—

: ভুঁয়ে…

: আঃ…

: আমার বাবার চোখে জল…সত্যিই একেবারে সোনার; দূরে তুষার ঢাকা শৃঙ্গ, কোথায় দেবদারু! কোথাও রডডেনড্রন!…সেই রথ দেখিলে হরগৌরী দর্শন হইবেই…তাঁহারা সর্ব্বত্রে, নিশ্চয় ঐখানেও! ইহাতে এক দৈব অনুপ্রেরণা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই যুবাজনই প্রায় সকলের মধ্যে আছে, ওখানি সে পুরা দৃষ্টির সমক্ষে, যেহেতু তদীয় হস্তে ফুলের সাজি, গোলাপ উপছাইয়া পড়ে, উপরে ট্যাফেটার রিবন, ছাপা ক্রেপ্ কাগজ এখানে অন্যদিকে উদ্ধৃত। এক আদ্‌টা গোলাপে এখন আশ্চর্য্য জলবিন্দু...

: মহাশয়, স্তবক কুচো দিব !

: অ্যাঁ—

: মাইফেল বিবাহ বাড়ীতে চলে—

তখন তাহারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। র—বাবু বেচারীকে সকলেই জিজ্ঞাসিয়াছে, কেননা মিঃ—এর যে কি পছন্দ তাহা তিনি ভাল বুঝেন, যিনি এবং সপ্তাহদিনে ছোলার ডাল মশলার রান্নায় খেদ করিয়া থাকেন, এবং যিনি তাহা ভালবাসেন না।

এখন যিনি এই ফুলের দোকানের মধ্যে...কেহ যেমন বা আপনকার দেহ মধ্যে সাঁতার দিতেছিল, যে তিনি চমকাইলেন (!)—যে তিনি গত হপ্তায় তদীয় উপরওয়ালা মিঃ—কে দেখিয়া আসিয়াছেন ; যে বাড়ী দর্শনে নিজের ছাতার জন্য বড় আতান্তর ঘটে !

ইহা নার্সিং হোম এখন ! রাস্তার অপর পার্শ্বে একটি খৃষ্টীয় ভজনালয়। হেন ধনী পরিবেশে একমাত্র চেনা যে এবং এক ট্রেনের ছ-টা সাতান্নতে বাড়ী ফিরিয়া থাকি ; ফলে র—বাবু বেচারী সেইদিকে মহা মুখ চাহিয়া রহিলেন। ঐ ভজনালয় এমত যে তাহার সহগামী হইবে, ইতিমধ্যে হঠাৎ এক গাড়ীর হর্ন তাহাতে সাড় আনিল, দেখিলেন, দু'একজন অধোবদনে এখানে সিগারেট খায়। গাড়ী গেটের মুখেই থামিল, আরোহীরা নামিল, তখন পদক্ষেপ বেশ চতুর, যে কিন্তু যখনই অগ্রসর হয় গতি দারুণ শ্লথ ! ইহাতে র—বাবু কিছু, অসম্ভব নহে যে, অবধারনিয়াছেন, এই অঙ্গসৌষ্ঠবেনা ফুল ফল, দেওয়াল, ক্ষেত্র, সাঁকো এমন বহু কিছু ব্যবহার্য্য এমন যে পারিবারিক যাহা তাহা নস্যাতিয়া যাইবে ! তিনি স্বীয় পকেটের দেশলাইএর শব্দ পাইলেন, এবং কিয়ৎ সঙ্কুচিত থাকিয়া, ঢালাই লোহার রেলিং যাহার সবুজ প্রলেপ ইদানীং চটনাতে, যাহার ফাঁক দিয়া চোরা অবলোকিলেন, আঃ ! মন তদীয় থৈ লভিল। এখানে মৃত্যুর উল্লেখ ! কিবা চিরপরিচিত আপনকার, কি বা তরঙ্গ ! ঝটিতিই এতৎ বিশ্বাস তাঁহাতে উপজিল—ঐ খানেই আপনার জন্য কোন কিন্তু নাই, সঙ্কোচ নাই ! মধ্যের অরকেরিয়ার বহিয়া তদীয় দৃষ্টি ঊর্দ্ধে যাইতেই এই বাড়ীর বারান্দাতে আকৃষ্ট হয়...সেখানে নার্স, একতলা দুতলা তিনতলা সর্ব্বথা নার্স...কি অদ্ভুত বিজনতা ! কিন্তু আর কোন রহস্য...শুধু পাখীদের শব্দ হয় ! র—বাবুর মনস্থিরতা আসিল।

মিঃ—এখানে তাঁহার অত্যধিক ঘোড়ায় সওয়ার করা, গল্‌ফ খেলা, পাহাড় ভ্রমণের কারণে এপেনডিক্স বৃদ্ধি হওয়াতে, কাটাইতে আসিয়াছেন। প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার যে অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী আছে ইহা জানিতে পারিলেন। অতএব চেহারাটা তাঁহার অতিমাত্রায় মহান হইয়াছিল। 'এই যে র—' ; 'এস এস র—' কি পর্য্যন্ত যে গল্পের হইল, যাহা, আনন্দের।

: মহাশয় কেমন আছেন...

: কিছু ভাল...

: আমরা যে কি কিভাবে ভাবছি...আপনার কথা...

এ সময়েতে র—বাবু পর্য্যবেক্ষণিয়াছেন গোলাপের রাশি। যে খাস বিলাতী মানে ইংরাজ ভদ্রমহিলা ভদ্রলোক অজস্র উঃ আঃ গুডনাইট শব্দ করত নিক্রান্ত হইলেন—জড়তা কিছু যায়, কিন্তু এখন ইতস্তত ফুল বাহার নিমিত্ত ! মিঃ—যে কি পর্য্যায় ইংরাজ তাহা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

র-—বাবু বুঝিলেন, এ কারণ যে ফুলসাজির হাতলে ছোট কার্ডসকল হাওয়াতে দুলে, যে এবং এত সাত বিদেশীর আগমন, যাহা তিনি এ যাবৎ তদীয় মিঃ—নিয়মানুবর্ত্তিতা, এক নিরপেক্ষতা (!), মানদান ইত্যাদি নিজের বুদ্ধি মত বিচারে জানিয়াছিলেন। সেই হইতে তাঁহাতে অসম্ভব অনৈসর্গিক বুনো ভক্তিমিশ্রিত শ্রদ্ধামিশ্রিত ত্রাস ছিল···হগ্ সাহেবের বাজারে (নিউ মার্কেট) এই ফুলের মধ্যে দাঁড়াইয়া ঐ দিনকার অভিজ্ঞতা তাঁহার গায়েতে সাড় দিল, তিনি কহিলেন : না না, কুচো না!

একজন জাগ দিয়া কহিল : না মশাই, ইহা বিয়ে সাদি নহে···রুগী দেখিতে যাইতেছি···

অন্যতে আর একের কানের নিকট মুখ লইয়া প্রকাশিল : পরে পশ্চাতে সাহেব যদি বিবাহ করেন····তখন····কুচো না····এসব নেটিভ ব্যাপারে তাঁহার বড় মনঃক্ষুণ্ণ হইবার····

একজন ক্রন্দিত কণ্ঠে আপত্তি করিল : ও, নো কুচো····

আর একে মন্তব্যিল : রিমৌট (দূর)····

সঙ্গেই আর সকলে শাসনের চোখে ঐ উক্তিকারীর প্রতি দেখিল। এই বেচারী এতেক ফুলরাজী দর্শনে যারপরনাই, এবং যে ফুল লইয়া রুগী দেখিতে যাওয়া এক অভিনব যোগ, আপেল আঙুর নহে····ফুল! ফলে কিয়ৎ মতিত্ব—বিভ্রান্তিতে থাকে, যে উহাতে সকলই সংযত হইল।

এখানে কণ্ঠস্বর সকলেরই চূর্ণ হইয়াছে, অযাচিত সেলামে আরও বিশেষ অতলে যায় ; শ্বেত পাথরের উপরে যে যাহার ছায়া বালকের মত খুঁজিল—হায়! বেচারী! জানে কি গরীবদের ছায়া শ্বেতপাথরে পড়ে না! খুঁজিতে কালে তাহারা দরজার নিকটে, ভিজিটিং কার্ড দরজাতে আঁটা, কি বা বৈভবের ঠিকানা যে! দ্রুত শ্বাস····একজন লোক আর এক দরজার পিতলের হাতল মুছিতে আছে—এতদ্দর্শনে সকলেই যে এবং হাতলের পাশের দাগেও, অবাক দোষী বোধ করিল ; যে যাহার হাত ময়লা কিনা দেখিল ; একজন এমনভাবে সবাইয়ের প্রতি নজর বুলাইয়াছে, যাহার মানে, খুব সাবধানে কোন কিছুতে হাত না লাগে!

বেয়ারা আসিল, কহিল ; আসুন।

সকলেই যে যাহার বারম্বার বুকে কপালে হাত দিল, পায়েতে না, পরিচিত আওয়াজ হইল র—বাবুর আগুয়ানে, সকলেই কক্ষে প্রবেশিল ; এক মোমের জগৎ, না না, পদ্য করিয়া বলিলে···অর্কিডের ফুলের পাপড়ীতে··· ।

মিঃ—এর পাশেই যে ভদ্রমহিলা এখন তাঁহার মাথার ঘোমটা যথাযথ পরিতে আছেন, সেখানে এক হেলসিওন (পৌরাণিক বিহঙ্গ) নক্সা যাহা ক্ষুদ্র, তাঁহাকে বসিতে মানে যেখানে বসিয়া সেখানেই থাকিতে কহিলেন। অন্যদিকে প্রশস্ত জানলায় কাঁধছাঁটা কেশমণ্ডিত এক অপূর্ব্বদর্শনা যুবতী, তিনি আলবাম দেখিতে আছেন, তাঁহার উদ্দেশে : এই যে, ডিয়ার তোমায় কি একটি চেয়ার দিবে···

লেডী—আপনার বই দেওয়ার প্রয়োজন নাই···এখানেও অনেক···আমি সাপ্তাহিক মাসিক ছাড়া···

: ওঃ···না না এই ছোট ছবি, কিন্তু তোমার সহিত কি মিল···তুমি আছ···

যে সব দিক দিয়া মনে হয় যে মিঃ—এর তদীয় অধস্তন নিমিত্ত কিছু কিন্তু আছিল। উহারা সকলেই গভীর সমুদ্রবাসী, শ্যাওলান্বিত কুসংস্কার, তাহারা এমন বুঝায়, পদদ্বয়ের আড়ষ্টতা নিবারণে পা দাপাইতে আছে—মস্তক সকল উঁচুনীচু হয়। ক্রমে তাঁহার, মিঃ—এর ত বটেই, অন্যদের, যাহারা এখানে, হঠাৎ ফুলের সাজিতে দৃষ্টিপাত ঘটিল—যাহা না থাকিলে উহারা যে কি তাহা তর্কের হইত! এখন মাধুর্য্য আসে, তখন ন্যায়ত এই হয় যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উহা ছিল না। কর্মীদল অপ্রতিভ ত বটেই (যদিও তাহারা নির্দ্ধারিত দিনে আসিয়াছে) যে তবে এখন তাহাদেরও দৃষ্টি ফুলের দিকে যায়। একটু ক্রমে অধিকার বোধ (!) উপজিল ; মিঃ—মৃদু হাস্য সহকারে কহিলেন ; এস র—, আবার ফুল আনা কেন, ঐখানে তোমরা দাঁড়াইলে যে...পরক্ষণেই জানালাবর্ত্তিনী জিজ্ঞাসিলেন : ডিয়ার...তুমি কি, চকলেট নাও না, লেডী আপনাকে অনুরোধ করিব কি ?...

ইহাতে লেডী মৃদু হাসিতে জ্ঞাত করেন : আমি কিছু মনেতে লই না, যদি আমি করি...

তদীয়, মিঃ—অনুরোধ বাক্যগুলিতে এই অর্থ হইতে পারে যে, ঐ রমণীদের সমক্ষে অধস্তনদের সঙ্গে বাক্যালাপ বেশ রীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে ! সেই নিমিত্তেই, অথবা লেডীর খবরে যে সম্রাট পঞ্চম জর্জের এপেনডিসাইটিস হয় ইহার খুসীতে, যে এবং ততঃ উহার সহিত যুক্ত করিলেন : আমার মানে আমাদের কর্ম্মীরা...

এতাবৎ র—অনুমতি সত্ত্বেও ফুলের সাজির হাতল হাত বদল করিতে আছিলেন ! এখন অগ্রসর, ক্রমে প্রায় তাঁহার নিকটে। মিঃ—হাত দিয়া গোলাপগুলি দেখিতে কালে ডান হাত প্রসারিত করিলেন। র—বাবু প্রমাদ গুণিতে মধ্যে কোন উপায় হাতটি জামাতে এক ঢলা দিয়া মহা সন্তর্পণে শ্রদ্ধায় করমর্দ্দন করিলেন : এবার মিঃ—আর সবাইকে ইসারায় ডাকিলেন, পর পর তাহাদের সম্মাননা করিলেন। সকলেই চরিতার্থ ! এমন সময়তে মিঃ—: র—ফুলগুলি ঐখানে রাখ, আমি কি খুসী তোমরা আসিয়াছ, তোমরা যে কত ভাল...গোলাপগুলি...লেডী—এগুলি কি গোলাপ...

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া লেডী আবার দেখিয়াই আশ্চর্য্য শান্ত গলায় উত্তরিলেন : মিশ্রিত...কিছু লেডী হিলিংডন, কিন্তু পউল নিরো ও...ব্ল্যাক প্রিন্স ও আছে...

: এ ত চমৎকার...চমৎকার গোলাপ...

এবং জানালাবর্ত্তিনী ঐ প্রতি লক্ষ্য করে, তিনি এখন পাশের সাইড বোর্ড হইতে রূপার চকলেট বাক্স খুলিয়া একটি চকলেট লইতেছিলেন ; মিঃ—আবার বলিলেন : চমৎকার...

র—বাবু আবেগে জানাইলেন : আপনার ভাল লাগিয়াছে...তাহলেই...

মিঃ—: লেডী আপনি...

লেডী সজাগ হইয়া উচ্চারিলেন : ও রোজ...মানে আর কি কথা আছে।

কিন্তু তৎক্ষণাৎই ল—, সেই যুবক, এমন যেমন ফুটলাইটের দিকে বাড়িয়া মহা অস্বাভাবিক সহবতে, থিয়েটারীতে, কহিল : কিন্তু আপনি সিক্ মহাশয়...এবং বাঙালী সুলভ বা যে ঘর হইতে আসে সেই সুলভ, পুনরুক্তি করিল : সিক্...

তৎ বচনে যুবতী চকলেট হইতে রাঙতা খোলাতে থ, লেডী অদ্ভুত এক রেখা ধরিয়া মুখ উন্নীত করিলেন, হেলসিওন নাই...মিঃ—এর চাদরঢাকা পদদ্বয় অবিচল আছে...ইনি প্রায় উহাদের কোমরের দিকে তাকাইয়া, তদীয় চক্ষুদ্বয় অন্যমনস্ক হয়, ইতিমধ্যে যাহার হাতে প্রভাবতী দেবীর বই, সেই কর্ম্মী ভাবিল, তদীয় বইএর উপস্থিতিই মিঃ—কে নিশ্চয় বিরক্ত করিয়া থাকে, কেননা শুনিয়াছে তিনি বই পছন্দ করেন না...মানে সেজন ত্রাসিত হওত, গ্রন্থখানিকে লুকাইতে ইচ্ছায় ও তৎসহ বই পড়া, তাহাও বাঙলা, দোষক্ষালণের হেতু এই সকল বাক্য যে বাড়ীতে মেয়েরা পড়ে ইত্যাদি—দেহরে অতীব বেসামাল করিল ; ল—আপন কুণ্ঠা তেমনই জিহ্বার দ্বারা বাম গাল ঠেলিয়া রহে ; আর জন এই লেডী ও অতুলনীয় যুবতীর চাহনিতে এমত লিখিত যে সে মেরী ষ্টোপস (নারী পুরুষ সম্পর্ক লইয়া অনেক গ্রন্থ প্রণেতা) লইয়া আলোচনা করে ইহা জানিতে পারিয়াছে ; র—বাবু মাথা তুলিয়া তখনও কোন উপায়ে রহিয়া থাকেন ! ল—তখন ঐ নির্জ্জনতাতে বিশ্রী হইয়াছে ; সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জঙ্গলের কিছুর ন্যায় আনীত গোলাপগুলির প্রতি কাতর নয়নে চাহিয়া স্বগতে বলিল : অবশ্যাই সিক্...।

হে নীলবনরাজি—আমার যে এক কূটস্থ বিন্দু আছে তাহাতে আসিতে তুমি তোমার কোন দেশে শীত গ্রীষ্ম হারাও, হে সমুদ্র, তুমি অসীম, তুমি মদীয় ঐ বিন্দুতে আসিতে কোথায় সৌর নিয়ন্ত্রণ নস্যাৎ কর, হে পতঙ্গ সকল, তোমরা তোমাদের প্রারব্ধ ঐ বিন্দুতে আসিতে কোন পাওয়া পরিত্যাগ কর, হে নির্দ্দয় অনন্ত, যে সৌরলোক, যে গতি বহন কর তাহা ঐতে আসিতে কোথায় ক্ষয় কর...

এইখানকার উচ্চকিত শ্বাসেতে সমস্ত কক্ষটিতে বৈকল্য প্রভবিয়াছে, পাখাটির গতিশীলতা হ্রাস হইতে আছে, ব্ল্যাক আউট ঠোঙা দেওয়া আলো কম—এই দল যে কেমনভাবে সময় অতিবাহিত করিবে তাহা ঠাওর বহির্গত সম্ভবিল। এখন এবং তুমুল পাখীর শব্দ আইসে ; দল উৎকর্ণ হওয়ত তাহা শুনিতে ব্যগ্র আছে। তেমন যুত মত স্বরগ্রাম পাইলেই, তাহারা সকলেই বলিয়া উঠিবে : আমাদের প্রতি বিরূপ হইবেন না, মহাশয়, আমরাই সেই যাহারা গোলাপ সকল আনিয়াছে !

এখন হঠাৎ শালিকের আওয়াজে খেই লভিল ও তাহারা, মুখ সকল এমনই, মহাগরবে উচ্চারিয়াছে ; হ্যাঁ মা, আমরাই সেই যাহারা আনিয়াছে !

কিন্তু তেমনই বিজাতীয় সকলে প্রতীয়মান মিঃ—এর নিকট, যে তিনি ক্রমশঃ অশান্ত হয়েন, লেডী ও ঐ যুবতীর সমক্ষে নিজের অধস্তন দ্বারা ঈদৃশ অবজ্ঞার হইলেন, এখন তদীয় কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল ; আর দু একটি লও...

ঐ স্বরে র—বাবু স্বস্তি লভিয়া কোনক্রমে জ্ঞাত করিলেন : যাই মহাশয়,...আর বিরক্ত করব না...ভগবান আপনাকে সত্বর সুস্থ সবল করুন...

এ সব পদ যে তিনি বলিবেন তাহার বাসনা এতটুকু ছিল না, শুধু ছিল যাহা তাহা এই—আমরা যাই—তখনই নিশ্চয় আর আর সকলে বলিবে...মনে রাখিবেন আমরা তাহারা যাহারা গোলাপ আনে...ঐ জন কি বলিয়াছে আমরা জানি না...যাহাতে আপনি গম্ভীর হইলেন ! তথাপি আপনকার অস্তিত্ব হইতে আঃ শব্দ উত্থিত হয়, যাহাতে আমরা...

যে এবং দলটি বাহিরে আসিতেই সকলেই ল—কে ঘিরিতে গিয়া থমকিয়া ম্লানমুখে শ্লথ পদক্ষেপ ফেলিতে থাকিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিল, গেট পার হইতেই চাপাকণ্ঠে : কি বলিয়াছিলে...

: কতবার বলিয়াছি—উপরওয়ালা...

: বাচালতা...

এখানে গ্যাসের আলোর প্রতি নেহারিয়াছে কভু, অধোবদন বলিল : আমি সিক্ বলিয়াছি...কথাটা ত গর্হিত হয় না...

: উঁহার ত পছন্দ হয় নাই...

: জানিলে বলিতাম না...

: বছর ঘুরিয়া গেল, জান না, সিক্ কথায় উনি রাগান্বিত হন।...

: কিন্তু ঐ শব্দটি হয় মহা ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, আমি পড়িয়াছি...সব লাইন আমার স্মরণে নাই...আমাদের লাইব্রেরিয়ানকে প্রশ্ন করিব...হয় প্রমথবাবু, নয় মণীন্দ্রবাবু, নয় আশালতা সিংহ, নয় বুদ্ধদেব, নয় অচিন্ত্য, কিম্বা কোন নূতন লেখক প্রবাসী বা ভারতবর্ষে, বিচিত্রায়...

: বলিয়া যাও...ভারতীতে, মানসী মর্ম্মবাণীতে...

(মিঃ—জানিত ইংরাজ ও পরিচিত মহলে ক্লাবে ঐ sicknessএর কথা জিজ্ঞাসা করেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহাতে যে প্রসিদ্ধ দোকান হইতে (ডেপব্যাক) বানাইয়াছে, সে কহে : আমি একবার ফাঁকা মাঠে হাঁসের যাত্রা দেখিয়াছি, ওঃ কেমন যে আত্রাহি হই...

আর একে কহিল (?) : আমার চোখের সমক্ষে ঐ দুর্ঘটনা, কি ভৌতিক !

আর একে ঐ প্রশ্নে বাঘকে জল পান করিতে দেখি, সেফটির আওয়াজ শ্রবণে কি ডোয়াজ্ঞার রাণী অফ—বলিলেন : না....

আর ইংরাজরা ১৮৩০-এর পর যাহারা জন্মাইয়াছে তাহাদের মধ্যে ক্বচিৎ শিক্ষিত।

র—বাবু কহিলেন : জান এখনও তোমার চাকুরী পাকা হয় নাই....

: আমি পড়িয়াছি....গোলাপ ইস্ সিক্....

: তুমি অন্যায় করিয়াছ....ঐ সব রসিকতা ইয়ার মহলে চলে....তাই বলিয়া যে এত বড় কোম্পানীর....

কোডাইকানালের হোটেল। ছোট বারান্দাতে মিঃ—গরম গাউনে পদচালনা করিতেছেন। কখনও তিনি বিদেশী রেডিও খবরাখবর বাজারদর ছাড়া শুনিতেন না, বিরক্তই হইতেন, এখন তিনি উচ্চকিত....একটি কাব্য আলোচনা চলিতেছে, যাহাতে কাব্যধর্ম্মের তারিফ এখন সিক্ শব্দটি অদ্ভুত সূক্ষ্ম হয়....ইদানীংকার রীতিতে বলা যায়, অতীব তৈলাক্ত সিক্ সেই শব্দে (এ সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলার থাকে, তবে ইহা গল্প, ইহা তাহা আলোচনার স্থান নহে : লেখক)....এক অপূর্ব্ব কাব্যজগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহা বিস্ময়কর, সিক্ সিক্নেস-এর সহিত সাদার—বিরক্তির সম্বন্ধ। কিন্তু গোলাপের সহিত সম্পর্ক ঘটিবে কে জানিত !...

আশ্চর্য্য মন মানুষের মধ্যে কিছু নিশ্চয় আছে, অত্যদ্ভুত রাজনৈতিকতাতে সেই কিছু খোয়া যায় নাই...যাহা দেহীকে বড় জব্দ, বড় পিষ্ট করিবে—এইটুকু স্ত্রীলোক কথিত, সুন্দর আওয়াজেতে মুগ্ধ হওয়ত যাহা শুনিতেছিলেন, তাহাতেই তিনি হিম...তাঁহার নিকট, ছোট নোট শ্রুত হয়, আসে, কিন্তু র—বাবুর মুখখানি তাহাতে এমন যে, দুমড়াইল, বেতের টুকরীতে পড়িল (কেন না তিনি ঐটি আনিয়া থাকেন)...

হা ! কবে যে সেই অধিকার তিনি হারাইলেন তাহা মনে পড়ে না। ধোপদস্ত ইস্ত্রিতে, অথবা গ্যাসের আলোতে টাকার খতিয়া লইয়া বুঝিতে পারাতে, অথবা পেটরোলের গন্ধে যখন তদীয় অন্তরাত্মা সাড়া দিয়া উঠে...ক্লাসিকাল পাপের সহিত ভগবান ভগবৎকথা আছে...আঃ আমরা কি মহৎ ছিলাম...আমরা সমবেদনাতে, মানে জানাইতে, আপনি ম্লান হইতাম, সিক্নেস বহন করিতাম...কি বিশাল, কি সুন্দর ! মিঃ—এক গল্প দেখিলেন : এখন রাত, পথ হারাইয়াছেন, পারহীন মাঠ, মাঝে মাঝে জন্তুর আওয়াজ, হঠাৎ সেই আবছায়া অন্ধকার হইতে অনেকে তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিল...অথচ ইহারা বড় বিনীতভাবে ঘোষিল, আমাদের ভুল বুঝিবেন না, আমরা তাহারা যাহারা ঐ গোলাপ আনিয়াছে ! কি বিদ্রূপ বা ! তখনই বলিয়া উঠিলেন : আর এক মুহূর্ত্ত নহে, আমি সেই বিরাট শহরে যাইব !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিঙ্গলাবৎ

অতি গভীর মনের কথা কহিতে, চোখ নিজেই অক্ষরে পরিণত হয়। আঙুরীর দীর্ঘ আয়ত চক্ষুদ্বয় সেইরূপ হইয়াছিল। সে জানিত সে যদি বা খুব তাড়াতাড়ি আসে তবু দ্বিতীয়বার শিয়ালের ডাকে যখন চাঁদ, তখন সে আসিবে! তখন খস্ খস্ শব্দ শোনা যাইবে, দরজায় কাঁচা চামড়ার জুতার মত মশ মশিয়ে উঠিবে সে ধীরে ধীরে তুলসীমঞ্চের কাছে আসিবে। আঙুরীর গা ভারী হইয়া যাইবে। হাল্কা টাটু ঘোড়ার মত তাহার দেহ, এই দেহ নৃত্যের জন্যই সৃষ্টি। হাজার লোকের তৃপ্ত নিশ্বাসের উষ্ণতার মধ্যেও সে নিঃসঙ্কোচ নাচিয়াছে। দর্শকদের সমস্ত মায়া মমতা ভুলাইয়া দিয়াছে। শুষ্ক শালের পাতা তাহাদের কাহারও গায়ে আচমকা পড়িতেই বিদ্যুৎ খেলিয়া গিয়াছে, ফলেতে আবেগে রোমাঞ্চিত হইয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া এই খর জমির উপর শুইয়া পড়িয়া লুটপুটি খাইয়াছে। মরদেহের মধ্যে আকাশছোঁওয়া আনন্দ লাভ করে।

আঙুরীর দেহ এইরূপ, তাহার আগমনে সে অনড় জবুস্থবু। লণ্ঠনের আলোয় তুলসী ছায়া সে লোকটির গায়ে পড়িবে তাহাকে অসম্ভব চিত্রিত করিয়া দিবে। লোকটির মাথা কিঞ্চিৎ নড়িতেছে, যেন আঙুরী প্রশ্ন করিয়াছিল—কে তুমি?

—আমি?

আঙুরী মনে মনে দেখিতে পায়, লোকটির মাথা এখনও আন্দোলিত। সে বলিতেছে 'আমি'। এই 'আমি' বলার মধ্যে কোন হিংসা নাই। অহঙ্কার নিষ্ঠুরতা নাই। শুধু মাত্র স্থির বিশ্বাস। নিরবিচ্ছিন্ন মুখোত্থিত আমি। আঙুরীর নিজেকে বড় অবাক মনে হয়, সে কি এক নিবিষ্টে ভাবিতে পারে এ সত্য এমন ভাবে কখনও সে বুঝিতে পারে নাই।

সে কতটুকুই বা ভাবিতে পারিত। দূরত্বের দিক দিয়া তাহার ভাবনা কেরেট পাহাড় পর্যন্ত যায়, যে পাহাড় সকালে নীল দুপুরে লাল আবার সন্ধ্যায় নীল। দূরত্বের দিক দিয়া নেকড়াশোলের হাট পর্য্যন্ত, যে হাট এখান হইতে প্রায় পাঁচক্রোশের পথ। সময়ের দিক দিয়া তাহার ভাবনা কতদূর যায়; পাকা ধান যখন জমিতে পড়ে থাকে আর তাহাদের লইয়া ঝিঁঝিরা কাঁদে। পলাশ লাল এ পর্য্যন্ত। সেই আঙুরীর অবাক হওয়ার কথা। আঙুরী স্পষ্ট দেখিতে পায় কে যেন আসিয়াছে, চমকাইয়া দরজার দিকে চাহিল। কেহ নহে! হাওয়ায় একটি শুষ্ক পাতা দরজার চৌকাঠ অতিক্রম করিল। আঙুরী তাহার ভুলের জন্য হাসিতে পারিল না। সক্রোধে বলিতে পারিল না 'মর মিন্‌সে।' বরং তাহার সহিত এ পৃথিবীর আক্ষরিক পরিচয় হইল। সে ভাবিল মানুষের পায়ের আওয়াজ পাতার মধ্যে থাকে না, পাতার আওয়াজ মানুষের পায়ে থাকে! এইটুকু প্রশ্ন করিয়া সে হাতের হলুদের দিকে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার গা মাজিতে লাগিল। দিনের মধ্যে সে কতবারই যে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে! শ্বাসের মধ্যে ইষ্টিশনের গন্ধ পাইয়াছে। কারণ যে আসিবে রেলেই আসিবে। আশায় আশায় আঙুরীর গায়ে গা লাগিয়া যাইতেছে, ঈগল নখধৃত ইন্দুরের মতই সমস্ত গা ছিঁ ছিঁ শব্দ করিতেছে। সে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

কালের আগের দিন; সে যখন মাটিতে মুখ রাখিয়া উনুনে ফুঁ দিতেছিল ঠিক এমত সময়ই শুনিতে পাইল, বুলবুলির ডাক! পুরাতন সিম গাছটিতে বসিয়া বুলবুলি-পাখীর ন্যাজ নড়িয়াছিল ঝুঁটি ফুলিয়াছিল। তিনবার ডাকিল 'চিঠি আসবে চিঠি আসবে চিঠি আসবে।' মাটি হইতে মুখখানি তুলিয়া আঙুরী পাখীটির দিকে তাকাইল। পাখী পুনর্বার ডাকিল। আঙুরীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না, সে যেই অবস্থায় চারিদিকে চাহিল। উঠিয়া হাঁটু গাড়িয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসিয়া ঘাড় ফিরাইয়া নিজের ছোট ঘরখানির দিকে তাকাইল ; চুড়ির শিকলির বাহারের মধ্যে কুলুঙ্গীতে একটি কালীর ছবি, এ পাশের তক্তাপোষের ছত্রির কিছুটা, তক্তাপোষের নীচে ডুগিতবলা। নিজেই বলিয়া উঠিল—আমি কি ঘরের বৌ যে চিঠি আসবে ; হিঁ ! কিন্তু এইটুকু কথায় মনকে মানা গেল না। আঙুরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাপড়টি কোমরে জড়াইয়া দরজার পাশে যেখানে দেওয়ালে একটি আয়না গাঁথা ছিল সেখানে দাঁড়াইল।

আয়নাটি অদ্ভুত অল্প। তবু এখনও ইহা বেদান্তের উপমা, এখানি আঙুরী লাহাবাবুদের বাড়ীর উঠানে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয় খানিক নীল আকাশের চিহ্ন লইয়া পড়িয়াছিল। আঙুরী পাথুরে হরিদাসের কানে কানে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করে। হরিদাস এই ভাঙা টুকরাটি বেলাড়ির জঙ্গলের মধ্যে আঙুরীকে দেয়। জঙ্গলের অসংখ্য গাছলতা তাহার মধ্যে ঘুরিয়া গিয়াছিল। আয়নার মধ্যে এই দুর্ঘটনা, এলোমেলো হাওয়া তাহাকে অবাক করিল, আঙুরী ইহা বুঝিয়া লইবার জন্য আবার ঘুরাইল। আঙুরী এই জঙ্গলে দাঁড়াইয়া আপনার মুখ দেখিয়াছিল। সারারাত্রি ব্যাপী নাচের পর কি অদ্ভুত ক্লান্তি, তার নাচ দেখিয়া গান শুনিয়া হাজার হাজার পাশবিক চীৎকার এখনও কানে বাজিতেছে। হাওয়ায় গাছ পাতা যখন সর্ সর্ করে, তখনও আঙুরী সেই চীৎকার শুনিতে পায়। কি ভয়ঙ্কর চীৎকার!

রঘোর কাঁধে বাঁক ছিল বাঁক খুব হাল্কা তাহাকে হিমস্ হিমস্ আওয়াজ করিতে হইতেছিল না, যেমন ভারী বাঁক থাকিলে বাহকরা করিয়া থাকে। ফলে সে নানা কথা কহিবার সুযোগ পাইয়াছিল, রঘো লোকটি ডুগী বাজায়। এই আসরের মধ্যে তাহার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, প্রতিবারই হইয়া থাকে। আসরে সাধারণ দর্শকের অভিজ্ঞতা, দর্শকদের সম্পর্কে ইহাদের অভিজ্ঞতা। দর্শকরা আনন্দে ট্যাঁক খুলিয়া গায়িকাকে টিপ করিয়া যখন আধলা পয়সা ছোঁড়ে, কোন কোন দর্শকের পাগলামী কল্পনাকে ছাড়াইয়া যায়। রঘোর এইদিকে খেয়াল নাই, সে সব সময় লক্ষ্য করে অন্য দূর গ্রামের লোক আসিয়াছে কিনা। কোনো লোক ধানের ঠেকা লইয়া গান শুনিতে আসিয়াছে। কোনো লোক শিশি হাতে শুনিতে আসিয়াছে। কবে একজন লোক মড়া ফেলিয়া গান শুনিতে আসিয়াছিল। এই অভিজ্ঞতা লইয়া সে নিশ্চয়ই কিছু ভাবে, ইহা ব্যতীত তাহার ভূতে বিশ্বাস ছিল। সে মাঝে মাঝে এ সকল আঙুরীকে বলিত, 'রুকণী গাঁয়ের বিহারী দেখলাম গান শুনছে হে' ? আর একদিন বলিয়াছিল 'তখন একপো রাত বাঁকি বুঝলে, ভাঙা আসরে দেখি মাথায় পিঁড়ি দিয়ে সে শুয়ে ঘুমুচ্ছে বটে, আমি তাকে ঠাওর করলাম হে, একটা লালটিনের আলোতে, বললাম কি হে ডিরাহীর কৈলাস ঘরকে যাবে না ? কৈলাস ডাগর জোরে বললে 'ঘরকেই ত আছি'। তারপর হাটে শুনলাম দুহাট আগে কৈলাস পালাইছে ভিনগাঁ' বলে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল।

সেই রঘোই কথা বলিতেছিল। মাঝে মাঝে তার গলা সপ্তমে ওঠা নামা করে ! এমন সময়ে এক ব্যাধের ছেলে এসে ইসারায় চুপ করিতে বলিল।

হরিদাস বলিল—কেনে সর····ছুঁড়ী,

'ওগো তোমরা ডিকোড় দিলে আমরা পাখী ধরতে লারবো গো মহাজন—আমরা পাখ্‌মারা রোজকি আমরা নিদুটি (ঘুম খাবো')

আঙুরী এই ছেলে মানুষটির কথায় বাঁকিয়া গেল। মন কেমন করিয়া উঠিল। সুন্দর ক্লান্ত মুখখানি কাঁপিয়া উঠিল। একবার সে হস্তধৃত আয়নার দিকে দেখিল অন্যবার শালগাছ তলায় বালকটিকে দেখিল, তাহার হাতে একটি চিত্রবিচিত্র বাঁশী। বালক এইটুকু অনুরোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়া চলিয়া গেল।

আঙুরীর স্মৃতিপটে এ ঘটনা ছক লাভ করিয়াছে। তাহার কাছে গল্পবৎ হইয়া গিয়াছে। এ ঘটনার এতটুকু মনে হইলে আপনা হইতে সকল কথাই মনে হয়। আঙুরী আয়নার সামনে দাঁড়াইয়াছিল। ঘাড় ফিরাইয়া আবার সিম গাছটির দিকে চাহিল, সে-ঠাঁই আর বুলবুলিটি নাই শুধু কাল্পনিক নক্সার মত লতা পাতা, শুষ্কপাতা নড়িতেছে।

এমন সময় দরজাটা খুট করিয়া উঠিল, বিরাজী কোড়াদের বৌ ঢুকিল। সূতিকা রোগাক্রান্ত রুগ্ন শিথিল মেয়েটি, আঙুরীকে দেখিয়া মুচকি হাসিল।এমনই সে প্রত্যহ হাসে, ইহাদের মধ্যে আর কোনো কথা হয় না ; বিরাজী সোজা আঙুরীর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া শুইয়া পড়ে। সে ঘুমায়। কেননা ঘরে তার বড় হজো পজো কাজ। যখন লোকে তাহাকে খুঁজিতে বাহির হয় তখন সে উঠিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

আঙুরী ভাবিল তাহাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিবে, কিন্তু প্রশ্ন করিতে গিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইল। কারণ সে জানিত মাত্র গোনা কথা, জানে সর্ব সমেত ১৮/১৯টি হইবে। ইহা ছাড়া হাসি দিয়া অন্য সকল কথা বলে। তথাপি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'হ্যাঁ গো তোমার বর কখন চিঠি লিখেছে'—

বিরাজী একথায় বিস্মিত হইল, তাহার যে চক্ষু আছে এবং তাহা স্ফীত হয়, এখন তাহা বুঝা গেল। তাহার দেহ হইতে নিদ্রার ভূত ছাড়িয়া গেল। সে নিজের বিশীর্ণ বক্ষদ্বয় চাপিয়া ধরিল। জীবনের পরিহাস কাহার জন্য কোথায় লুকাইয়া আছে, তাহা কে জানে, বিরাজীর বুকের মধ্যে বাছুর ছোটাছুটি করিতে লাগিল, তাহার শুষ্ক রুক্ষ সন্ন্যাসীর জটার মত চক্ষু বাহিয়া জল গড়াইয়া আসিল।

আঙুরী ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না, কি যে করা কর্তব্য তাহা ভাবিয়া না পাইয়া এদিক সেদিক দৃষ্টি ফিরাইল কাপড়ে ঠিক দিতে চাহিল। তাহার পর কি জানি কেন গৃহপালিত পশুকে যেমন মানুষে আদরের ছল করে আঃ চু চু বলে আঙুরীর মুখ দিয়া তেমনি শব্দ ধ্বনিত হইল। সে শব্দ কানে পৌঁছাইতেই চুপ করিয়া আঁচল কামড়াইতে লাগিল।

বিরাজী শতচ্ছিন্ন আঁচলটি তুলিয়া চোখের জল মুছিতে গিয়া স্থির হইয়া কহিল—'আমরা বিটি ছানা গো' তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল তাহার দৃষ্টিস্থির নিশ্বাস রুদ্ধ হইল সে সুষুপ্তি অন্তর্হিত হইল।

আঙুরী যেনবা তাহার সহিত গলা মিলাইয়া সেই কথা বলিয়াছিল। সত্যই মেয়েরা অসহায়। কে তাহাদের খবর করিবে ? জন্তুটা যখন জন্তু তাহারও তো রক্ত আছে ? সে যখন খায়। স্ত্রীলোক যখন বিছানায়। তাহাদের কে আপনার ভাবিবে ? এক রোগ ছাড়া। আঙুরী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। ক্ষোভে দুঃখে নিজের পেটে একটি ঘুঁসি মারিল। বিরাজী যেন নিজেকে সামলাইতে পারিতেছিল না, সে কোন মতে দ্রুত পদে ঘরখানিতে ঢুকিয়া একটি গভীর নিশ্বাস লইল। সে এখানকার নিশ্বাস লইয়া এখানে ঘুমায়।

আজ আর কিছু রাঁধিতে মন চাহিল না। দুই চারিটি বুল পুড়াইয়া লইল, মাছ সেঁকিয়া লইল, মাছ নয়, চুনোচানা। ভাত খাইতে যখন বসিবে এমন সময় দশমহাবিদ্যার নাম শুনিতে পাইল, হঠাৎ শ্লোকটি থামিয়া গেল। শ্লোকের গলা প্রশ্ন করিল, 'কি হে কুথাকে' ?

—'চারম্যানের ঘরকে গো…তুমি কুথাকে' ?

—'আমি কুথাকে কি হে আমি ত সব্বত্রে'।

আর একজন এই বৈদিক রসিকতায় হাসিল। আঙুরী উঁচু হইয়া কিছুই দেখিতে পাইল না। জনমনুষ্য কিছুই তাহার গোচরীভূত হইল না। শুধু দেখিল অদূরে সিমগাছটি হাওয়ায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোল খাইতেছে, পাখীটি নাই। বুলবুলিটি সেই কবে উড়িয়া গিয়াছে আবার কবে ফিরিয়া আসিবে। আঙুরীর ভারী শ্বাস পড়িল। এতক্ষণ যাহা সে সজোরে আপনার বক্ষে চাপিয়াছিল এখন তাহা কপোল বাহিয়া জলে ঝরিয়া পড়িল।

আঙুরী এখন নিজেকে সামলাইতে ব্যস্ত হয়, সে তাহার এলোমেলো চুলগুলি লইয়া টানাটানি করিল। চুলগুলির ডগায় ছোট্ট একটি গিঁট দিয়া সেটিকে লইয়া খেলার ছলে শূন্যে ছুঁড়িয়া দিল। পরক্ষণেই সে ধীর হইয়া গিয়াছিল। মুখখানি তাহার ম্লান, আয়ত চোখ দুটি স্থির। সে কি ভাবিতে গিয়া স্মৃতিপটে যাহা আভাসিল তাহাতে কি যেন বা দেখিল, কি বা সে শুনিল কি সে যেন ফিরিয়া পাইল। পলকেই আঙুরী লাজুক হইয়া উঠিল। মনে মনে সে দেখিতে পায়...নীল আকাশে সন্ধ্যা যখন স্থির, তুলসী মঞ্চে প্রদীপগুলি জখন জ্বলিয়া ওঠে, ঘরে ঘরে বৌ ঝিয়েরা তুলসী তলায় মাথা পাতিয়া প্রণাম করে, স্বামী সন্তানের কল্যাণ কামনায় অধীর আবেগে তাহারা যখনবা সোহাগী হইয়া ওঠে, তাহাদের মধ্যে আঙুরী নিজেকে দেখিতে পায়। নবোঢ়া মায়ার সঘন কামনায় অপলকে সে নিজেকে দেখিয়াছে। নিগড় অনুভূতিতে সে তথায় আপনাকে কখনবা ডাগর করিয়া তুলিয়াছে। এ সত্য এমনভাবে আর কখন সে বুঝিতে পারে নাই, আজ যাহা বুঝিল! আঙুরী শিহরিয়া উঠিল, সহসা এমতবা আপনাকে সে বধূরূপে ভাবিতে পারিয়া একটি স্থির বিশ্বাসে নিটোল হইয়া গেল। আবেগে সে চক্ষু বুজিল, আপন মনেই বলিয়া উঠিল, 'চিঠি আসবেই'।

আঙুরীর দীর্ঘ আয়ত পিঙ্গলাবৎ চক্ষু দুইটি, এখন তাহা অক্ষরে পরিণত হয়। আকাশে বাতাসে মাটিতে মহাশূন্যে সে তাহার আপনকার সর্ব্বত্রে বিরাজমানতাকে আবার খুঁজিতে চাহিল।...

—এক্ষণ, আশ্বিন ১৩৮১

AMARBOI.COM

খেলার আরম্ভ

মাধবায় নমঃ, তারা ব্রহ্মময়ী মাগো ; জয় রামকৃষ্ণ ! ঠাকুর, আমি বেশ বুঝিতে পারি তুমি ইহাদের পরিত্যাগ করিয়াছ ; যাহাদের কথা আমি বলিব। ঠাকুর আপনি এই করুন, যেন আমার বিবৃতির মধ্যে কোথাও শ্লেষ তামাসা না থাকে ; আমি সত্যই, এই প্রসঙ্গে বিশেষ মরণাপন্ন গোঙানি শুনিতে পাইয়াছি ; এখানে ভগবান নাই, পতঙ্গ নাই, জলকাদা কিছু নাই, শুধুমাত্র শুষ্কতা ; তবে গ্রাহ্য করিবার এই আছে যে, এখনও নিঃশ্বাস বহিতেছে, এখনও জন্মমৃত্যু আছে !

অহো, ইহা হয় কি বা খেদের যে বালকটি যে সবে মাত্র পৌগণ্ড সীমা অতিক্রমিতেছে, সে অন্ধকারকে বিকশিয়া তুলিবে ! সে নিশ্চয় অন্ধকারকে স্মরিয়া লইবে ; এমত কার্য্যে আশ্চর্য্য যে, তাহারে স্বীয় সুন্দর চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিবার প্রয়োজন হয় না ; সে নিজ অঙ্গভঙ্গীর চালনাতে এখনই অন্ধকার ঘটাইবে ; সে যাদু জানে।

এই অন্ধকার প্রাকৃতিক অন্ধকার নহে, সে অন্ধকার ঐ অন্ধকারের নিকট ছেলেমানুষ—নদী, বিহঙ্গ, চতুষ্পদ অনেক কিছু সেইটি নস্যাতিয়াছে ! কিন্তু এই অন্ধকার, '৭০ এর ৮ই নভেম্বর-এর মারাত্মক অন্ধকার, শুধু বুলেট যাইতে পারে ; অবশ্য তৎপূর্ব্বে টর্চ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোকপাত করিবে ; পায়ের জলদি তৎপরতার শব্দ হইবে ! চীৎকার উঠিবে ; শেষ ! সেই নিগূঢ় অন্ধকার ! বোমার শব্দ যাহাকে নিরেট করিতেছিল ।

বালক কুৎসিত সিটি মারিল । উহার চোখের সুদীর্ঘ পক্ষ্মগুলি অদ্ভুত এক খেলায় চক্র দিয়া উঠিয়া এখন কক্ষময় উড়িয়া বেড়াইতেছে ; পেডেষ্টাল পাখা, উপরের পাখার হাওয়াতে সেইগুলি বিচাল্যমান, অনেক সৌখীন মেয়েছেলেদের গাত্রে মুখে উহা স্পর্শিতে আছিল, কিন্তু কোন রোমাঞ্চ প্রকাশিত হইবার এ সময় নহে ; শুধু এই মেয়েছেলেরা আড়দৃষ্টিতে, ঘুরিতে থাকা—কম্পিত আছে, বেলুন এবং লতা কেয়ারি নেহারিয়াছিল । পপ গীত শুনিল ।

কক্ষ স্তব্ধ ! কেবল একটি শিশুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা শ্রুত হইল, ও কি করিতেছে !

বালক সুদীর্ঘ পক্ষ্ম মেলিয়া চক্ষুদ্বয় ঘুরান বন্ধ করিয়াছে ; এখন সে তাহার জামার বোতাম মহা চালিয়াতিতে খুলিয়াছে, এবার সে আপন বক্ষঃদেশ পাকা রম্য কায়দায় চালনা করত এখানকার সম্মুখের আকাশকে মহা কৌশলে হানা দিল ।

ছোট্ট বক্ষঃদেশ চকিতেই এক পূর্ণ নাটকীয়তা লাভ করিয়াছিল ; বক্ষঃদেশ সে আরও বার দুয়েক রহস্যময় দক্ষতায় ঠেল মারিল, যে এবং তন্মুহূর্ত্তে এক শুষ্ক অন্ধকার সমস্ত স্থানে ব্যাপ্ত আছে ; এমনও যে ঐ জন্মদিনের উপহার সামগ্রীকে, সামগ্রীর বিবিধ ফিতাকে অদৃশ্য করিল ; মেয়েছেলেদের শাম্পুকৃত কেশরাজি বরং অধিক কালোবর্ণের হয় ।

শুধু সেই স্ত্রীলোকটির নহে, যে চেনা পরিচিত অনেকেরেই টেলিফোনে সংবাদ দিল, দেখিয়াছ, আমাদের বাড়ির পাশে যে গ্যাসের মাঠ আছে, গতকাল দুইটি ছেলে, দুইজনেই আমার বড় ছেলের বয়সী, তখন রাত আটটা, এমন সময় পেটরল বোমার শব্দ, মারাত্মক ! দুইজনেই মরিয়াছে, খবরের কাগজ বেশ লিখিয়াছে, 'কাগজের বাঘের তলায় দুইটি হত্যা !' যাক, এতদিন পরে আমাদের খবর, মানে বাড়ীর পাশেই ত ঐ মাঠ, কাগজে বাহির হইল । আমি খুব খুসী হইলাম । ইহার, এই স্ত্রীলোকের চুল বেশ এমনিতেই কালো আর যে শাম্পুকরা নহে বটে—কতখানি কালো করিল, বুঝাইল না ।

অন্ধকার ছাইয়া আসিতেই কক্ষময় এক প্রতিক্রিয়া ঘটিয়া উঠিল, ইহা বালককে উৎসাহিত করিবার জন্য খানিক ; সকলেই আঃ ফুৎকারিয়াছিল ।

তখনই একটি, যে ঐরূপ করা নিষেধিয়া, হিস্ শব্দ হইল ।

এখন, কেমনভাবে ভি আই পি রোড ধরিয়া হেডলাইট ফেলিতে থাকিয়া গাড়ী আসিতেছে তাহা, সে আপন সুন্দর চক্ষুদ্বয় হাঁইয়া এবং পদদ্বয়ে কিছুটা ছুটিবার তৎপরতাতে ও যে উলঙ্গ অথবা এবং ছেপটি পরা কতিপয় ছোঁড়া, কি দুর্দ্ধর্ষ ইহারা, ইঁট ছুঁড়িয়া গাড়ী থামাইল ; শুধু ইহাই নহে, ড্রাইভার আরোহীরা, যে গাড়ীর ভিতরকার আলো জ্বালিবার কারণে ঐ ছোঁড়াদের ধমক খাইয়া মুখ কেমন ম্লান করে, কেমন জোড় হস্তে ক্ষমা চাহে, আবার অন্যক্ষেত্রে কখনও কোন ড্রাইভারকে চড় মারা যে এবং ঐ উলঙ্গ ছোঁড়াসকলের ছায়া ঐ জ্বলিয়া থাকা হেডলাইটে কালো পিচের রাস্তায় পড়িয়াছিল, সকল কিছুই সে অভিব্যক্তি করিয়া দেখাইল ।

তাজ্জব যে বালক নিজ দেহের, ট্যালক পাউডারের গন্ধ—হায় পাশ্চাত্ত্যদেশীয় সেই চমৎকার 'পুদর দ্য রি' চালের গুঁড়ার পাউডার আসা বন্ধ হইয়াছে । যে এবং ভারতীয় অপ্সরা পারফিউম, যাহাতে দারুচিনির সুবাস—তরু দত্তর যতদূর মনে পড়ে একটি কবিতা আছে—শুধু এই স্মৃতিতেই আমি এই পারফিউম সকল সহ্য করি ! এই সকল গন্ধদ্রব্য

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইতে মাথা তুলিয়া পুনঃ অন্ধকারকে স্বীয় বক্ষঃদেশের কসরতে এখানে বিস্তারিত করে। হিস্ শব্দে তাবতেই একাগ্র। বালক প্রত্যক্ষ অন্ধকার সর্ব্বথা ব্যাপিল!

মেয়েছেলেরা লোকসকল ও অল্পবয়সীরা, তাহারা কেহই, ধ্রুব যে, ঐ চৌখস বালককে আর সামনাসামনি তাকাইয়া দেখিতে পারে নাই, তাহাদের নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল আল্‌গা হইয়াছিল ঐ সুদারুণ উদ্ঘাটন দেখিয়া। প্রায় প্রতিটিই একপার্শ্বে মুখ ফিরাইয়া, এক চোখে ঐ দিকে তির্য্যকে নিরখিয়া রহিল।

ইহাদের মধ্যে দু'চারজন কেন, প্রত্যেক মেয়েছেলে, যাহাদের চোখে, উলঙ্গ ছোঁড়াদের—এই ছোঁড়া অভিব্যক্তিতে, বালক সে প্রথমে আঙুল চুষিতে থাকে পরক্ষণে সকলের দৃষ্টি নিজ উরুর ইতঃমধ্যে চালিত করিবার সঙ্গে, পায়ে পায়ে জড়াইয়া ঝটিতি এক হস্ত লজ্জার কিছুকে ঢাকা দিয়া তাহার পরেই লাফাইয়া উঠিল—অবাক চাতুর্য্য বটে! হা্মলা গাড়ীর আলো নিভাইতে, এখনও দৃষ্টিতে ছিল।

ইহাও ছিল তাদের চোখের সামনে ঐ হেডলাইট-সম্পাতে রাস্তায় এটা সেটা, ঠোঙার পাতা, সিগারেট বাক্স এবং দেওয়ালে যখনই পড়িল, দেওয়ালকে বিখ্যাত ফরাসী আর্ট সমালোচক বলিয়াছেন পদবন্ধ বা বাক্যাংশ অর্থাৎ ফ্রেজ যেমন বা—তখনই ওতপ্রোত হইল, 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' যে এবং সেই জানা সিলিউট!

এইটুকুন শিশু মহানৈপুণ্যে, দেওয়ালে নিজেকে আরোপিত করিল, এবং পটুতায় কাউন্টি টুপীটা মাথায় টানিল, ঘাড় একটু নামাইল, মুখ ফুলাইল। মুখে একটু হাস্য আনিল। ইহাতে ইদানীংকার জগতে, ভবানীবাবু বলিয়াছিলেন দারুণ বিপ্লবী, ইনি চীনদেশকে তৈয়ারী করিয়াছেন—তাঁহার ছবি পরিস্ফুট হইল।

ও কি করিতেছে।

দেখ না কি মজা হয়।

ঐ রাস্তা এবং এই ছবি এমনই দৃষ্টি খিরিয়া ছিল যে বালক প্রেরিত এই নূতন অন্ধকারের জন্য দর্শকরা কেহই প্রস্তুত আছিল না। যদিও সমবেতদের মুখ বালক হইতে অন্যদিকে আছে। এহেন ভীত, ভাণ যাহা, অবস্থায় যখন, তখন এক কাণ্ড ঘটিল, রিসেপশানইষ্ট মেয়েছেলেটি, যে প্রায় ছোট পায়জামা পরিহিতা, তাহার উরুতে হাঁটুর পার্শ্বস্থিত লোকটির, যে কেমিকাল কোম্পানীর বড় কর্ম্মচারী, অন্যমনস্কভাবে তাহার হস্তস্থিত সিগারেট লাগিয়া যায়!

আশ্চর্য্য মেয়েছেলেটি মৃদ যন্ত্রণার শব্দ করত ধীরভাবে হাত বুলাইতে লাগিল, লোকটি থতমত হওয়ত ক্ষমা চাহিল; কিন্তু কেহই একারণ বেশী সময় নষ্ট করিল না। ঐ পার্শ্বে ৮ মিলিমিটার সাদা পর্দ্দাতে, ঢালা সমতলে, ইহা কাঁপিতেছে, ঐ বিপ্লবীর সিলিউট মুদ্রিত আছে এখনও!

আমি বিপ্লব কথাটা কত না ভালবাসি, কেমন দারুণ মিষ্টি!

ও সত্যই, বাস্তবতই, মিসেস···আপনি যাহা বলিলেন, ঐ শব্দটি আমারে বহুৎ গোছাল করে এবং ভারী খুসী করে, শুনুন আমি যেরূপ ভাবিয়া থাকি, যে উহা আমারে গতি দিয়া থাকে, নায়কত্ব আমাকে উদ্বুদ্ধ করিল। যে এইভাবে প্রকাশিল সে লোকটি খুব সফলতা লাভ জীবনে করিয়াছে, তাহারা আঙুল-হাড়াকে সেলুলাইটিস বলে, চিকিৎসার জন্য আমেরিকা যায় (অবশ্য ইহাদের শ্রেণীর সকলেই এই একটিমাত্র সুচিন্তিত কাজ করে—কারণ ভারতের ডাক্তার-রা শালারা সব হাতুড়ে, চশমখোর!) যে এবং প্রতি কথায় বলিয়া থাকে, 'ফাইট ইট আউট' সামান্য কিছু কাজের কথাতে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ব্বকার মেয়েছেলেটির কথাতে, এখানকার কি মেয়েছেলে কি লোকেরা, যেমন এক অভিনব তাৎপর্য্য লভিল, মিষ্টি সত্যই বিপ্লব ! গেলাসের সহিত গেলাসে আঘাতিত আছে ! যে এবং বিপ্লব বলিতেই বিপ্লবীর সঙ্কেত হইল ! অনেক মেয়েছেলে কহিল উহার সহিত রাত কাটাইবে, যুগ্ম ফোট তুলাইবে ।

ঠাকুর জানেন, আমি কখনওই ইহাদের লইয়া রঙ্গ করিলাম না, মেয়েছেলেদের স্বর ইহাদের শিশুর মতন ; লোকেদের কণ্ঠস্বর খাদে ; ইহারা একজনের জন্য অন্যে নিদারুণ ভাবুক ; স্ত্রী-পুরুষ, দুই তিন ঘরে একে অন্যকে খুঁজিয়া থাকে, 'আমি পাগলের ন্যায় তোমারে খুঁজিতেছিলাম'—ইহা যাহা লিখিলাম তাহা নেহাৎ ঘটনা, নৃতত্ত্ব স্বাধ্যায় বৈ অন্য কিছু নয় ।

আঃ এই আমি হাততালি দিলাম, ঐ অন্ধকারের এক রত্তি তারতম্য হইল না । কি সর্ব্বনেশে ! কি বা শ্বাস রোধকারী !

ঐ অন্ধকারে কিবা সর্পিল, মাগো আমরা সকলে যেমন বা পিশু হইতেছি, মাগো, কোথাও এরোপ্লেন সুখী যাত্রী লইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, উহা হেডলাইন মাত্র ! ক্যানসার রোগীর খাট ভর্ত্তি হলে আর্ত্তনাদ, আমার মন হইতে এক তুড়িতে উধাও হইল ! কোথাও খরা—এই সব লিখিলে বেশ হয় !

ঐ অন্ধকারে আমার বোধকে নষ্ট করিতে পারে না, আমি গঙ্গাস্নান করি, আমি ভগবানকে ডাকি ; আমার সহিত ঐ সব বিকট মায়িক জগতের সম্পর্ক নাই ; আমি এই জানিয়াছি, কর্ম্মই সব ! আমার এবং উচ্চবর্ণ ও শ্রেণীতে যাহাদের জন্মের সৌভাগ্য তাহারা উক্ত বিস্তারকে অন্য রূপে দেখিব ; ইস এখানে কি স্পষ্ট নিয়তির খেলা করিতেছে । ঠাকুর কবে এই সকল রাজনীতিতে বজ্রাঘাত হানিবে !

পূর্ব্বতন অন্ধকার যাহা অনুভবে সমবেতরা মুগ্ধ হওয়ত বিবিধ প্রকারে ইংরাজী সাধুবাদ দ্বারা কক্ষ ফাটাইল, হাততালি দিল ; ফ্রেমে যা তখন, ব্রেক করা, ষ্টীয়ারিং ঘুরান, হেডলাইট জ্বালা, নিভিয়া যাওয়া, পুলিশের ভ্যান ইত্যাদি ছিল, অতএব উহা ঐ অন্ধকার খুব অপরিচিত নহে । অনেকেই তাহার তুলনা নিজ জীবনযাত্রাতে পাইয়াছে—যেখানে অবৈধ কিছু ঘটিয়াছে ।

অন্ধকার ইহারা ঐ মেয়েছেলে ও লোকেরা বিশেষ ভালবাসে, ইহাই উহাদের নৈতিক চেতনার বড় স্নেহের দিক—শেষ সম্বল ; সাদাকে আলোকে ঐ ভাবে মান্য করে ; যে সব মেয়েছেলেরা ঐ বালকের আঁখিপক্ষ্মে অতীব আসক্ত হয় ; তাহাকে, মন বাসনা এই যে, দারুণ চুম্বনে উত্যক্ত করিবে ।

কিন্তু এই নবতম, দ্বিতীয়বারের, অন্ধকার বালক যে কি তরিখায় ঘটাইয়া তুলিল, তাহাতে ভ্রূকুঞ্চিত হইবে ; অভিব্যক্তির সূত্র সে কেমন করিয়া পাইল, ইহার নিকটে যাইতে যে কোন ভদ্রলোকের কুণ্ঠা আসিবে যদি জানেন যে সে কত হাতযশের অধিকারী ! যে এমত মীমাংসা হইবে যে, এহেন প্রতিভা লইয়াই তাহার জন্ম ; সমস্ত স্থাবর জঙ্গম ঐ বালকের নিকট খুব মজার !

দর্শকেরা বালকের দক্ষতাতে থ হইয়াছে । এখনকারটিতে, নিশ্চয় সেই ডিটেণ্ড হইবার ফলে যে মানসিকতা তাহাতে থাকে—সে ঐ বয়সে কিছু অশ্লীল চিত্র অঙ্কন করিয়াছিল ; ফাদার তাহার গার্জেন অর্থাৎ যাহার সহিত তাহার মায়ের পুনঃ-বিবাহ হইয়াছে তাহারে খবর দিলেন যে এখন হইতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে আসিয়া লইয়া যাইতে ।

করিডোরের একান্তে সে আছে, ইহা কতক্ষণের জন্যই বা, তথাপি কি প্রচণ্ড শান্তি ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লাসের প্রত্যেক বালককে বলা হইয়াছে, একমাস কেহ উহার সহিত বাক্যালাপ করিবে না। এই একাকিত্ব, যাহা এখন হইতে শুরু, যে কি বিশ্রী তাহা সে জানে, সে আর তাহার চিরসঙ্গী ঘৃণা দুজনেই ধরা পড়িয়াছে ; আর কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিলে সে তাহার ঐ বৃত্তিটিও হারাইবে !

তখন সে কোথায় দাঁড়াইবে ? সম্মুখে মাঠে ঝাঁটা দেওয়ার আওয়াজ তাহার সার্ট ভেদিয়া গায়ে লাগিতেছিল মাত্র—কিন্তু কোন এক অন্ধকারে তাহার সর্ব্বদিক ঢাকা—তাহাকে সমস্ত কিছু হইতে আলাদা করিল। সে ক্রন্দিত চোখে নিরখিল যে বেশদূরে করিডোরের অন্য প্রান্তে, সাদা আঙরাখা পরিহিত ভদ্রলোক, গলায় ক্রুশ ঝুলিতে আছে, হাতে ছোট্ট একটি বাইবেল, উনি অতীব শক্ত মানুষ ; প্রায়ই কথার মধ্যে বলিয়া থাকেন, এমন করিলে ভগবান তোমায় ভালবাসিবেন না ; উহা পাপ, করিবে না।

এবং সে কান্দিয়াছিল, অবশ্যই এই ক্রন্দনের কোথাও পাপবোধের সেই পুরাতন ফোয়ারা অনুতাপ নাই, বৃক্ষলতা কিছুই একটি পাতাও ফেলে নাই—এ ক্রন্দনে এই আছে, আমার বাবা থাকিয়াও নাই ! তবু এখন তাহার চোখে, শ্বেত বসনে ঐ ভদ্রলোক সাংঘাতিক-অজ্ঞেয় দুর্ব্বোধ্যতা, বিশেষত ইনি সেদিন ক্লাসে বলিলেন, এই জগতে চেতন ও অচেতন দুই বস্তু আছে।

তাহারা সকলে টেবিল মৃদু স্পর্শিতে থাকিয়া, এবার বই খাতা, পরণের কিছুকে হাত দ্বারা ছুঁইয়া জানিল এক তুমুল ভয়ঙ্কর অন্ধকার তাহার বা তাহাদের চারিদিকে কি ভয়ঙ্কর এই স্থান ; তবে স্মরণ হইল, সে দরজাকে সিঁড়ির সহিত কথা বলে, স্কেলটি তাহার বন্ধু—তবে ! ইস কি অন্ধকার। সে নিছক একা হইল, শুনিল, নিশ্চয় বাথরুমে কলের জল পড়িয়া যাইতেছে।

এখন সে ঐ ডিটেণ্ড-জড়িত অন্ধকার ছড়াইয়া দিল।

মেয়েছেলেদিগের উহার আঁখিপক্ষ্মের দিকে, এই অবস্থায়, ভাব করে, আর টান ছিল না। সকলেই মেয়েছেলে ও লোকেরা, একপাশের দিকে চাহিয়া তাহাদের নিজ ভীতি প্রদর্শিলেও, তাহারা বিশেষরূপে আপনকার দেহকে সূক্ষ্ম করিল ; নিশ্চয় এই অন্ধকারকে জানিতে, এই সময় নির্ঘাৎ তাহাদের দারুণ কোন স্ফূর্ত্তি আমাদের বুদ্ধি দিবে যাহাতে দেহমন খুনখারাপী তৃপ্তি লাভ করিল। অথচ ইহাদের নাসাপুট স্ফীত হয় না, অথচ ইহাদের উষ্ণ নিঃশ্বাস নাই তথাপি কামান্ধ।

ইহারা যাহারা নিতম্বের জন্য গর্ব্বিতা, যাহারা পয়োধরের জন্য উন্নাসিক, যে এবং তলপেটের সুশ্রী বিজাপুরী লক্ষণের জন্য (দক্ষিণ ভারতীয় ব্রঞ্জ) যাহাদের নিজেদেরই মতিভ্রম ঘটিয়াছে ; আর যে ঐ লোকেরা যাহাদের চিন্তা স্ত্রীলোকঘটিত, কে কেমনভাবে উহাদের সুখী করিবে তাহার ঘোষণা দেয়, ইহারা বালক প্রেরিত উপস্থিত অন্ধকারকে শুষিতে আছিল।

ভগবান করুন তোমাদের ওলাউটা হউক, তোমাদের মৃতদেহে শকুনও বসিবে না !

পোর্টেবল মাইক যাহা লোকটির স্কন্ধ হইতে ঝুলিতে আছে, সে এবার ঘোষণা করিল এখন আমরা সেই দুর্যোগময় অন্ধকারে আছি, ইস কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার, আমরা একে অন্যকে দেখিতে পাই না।

চমৎকার অপূর্ব্ব ! এবং মৃদু করতালি।

কিন্তু আততায়ী আমাদের দেখিতে পায় !

আঃ দারুণ কি কাব্যময় যথার্থ !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌন্দর্য্য…

এই অন্ধকার !

অহো কি আধ্যাত্মিক, কেমন দারুণ মধুর। এবং হাততালি।

এখন মাষ্টার অমুক যে ঘটনা আপনাদের সামনে ঘটাইয়া তুলিবে, ঐ অন্ধকারের কথা, আমি জানি তাহা খবরের কাগজ বহিয়া আপনার প্রাতরাশ টেবিলকে বোকা করিল !

কেমন বিজ্ঞানসম্মত—

দারুণ, শুনুন শুনুন !

খুব বিষাদযুক্ত ব্যাপার, আমি বলি ট্রাজেডী, আমার সহিত এমন একটি দিনে অমুক কোম্পানীর নম্বর ওয়ানের সঙ্গে কথা হয় দমদমে এয়ার পোর্ট রাস্তা উঞ্ছ খুনী অধ্যুষিত, পাঁচ কোটি টাকার কন্ট্রাক্ট আমাদের…ও দুঃখিত ইহা ব্যক্তিগত, হ্যাঁ মাষ্টার দেখাইবে নকশাল তৎপরতা ; বালক তাহার মা ও বাবার সহিত (এই কথাটি বালক ঠিক লক্ষ্য করিল না) ঐ অঞ্চলে, কোম্পানীর বাড়ীতে থাকে। সে অনেক কিছু জানে ! এখন ভগবানকে ধন্যবাদ নকশাল হাঙ্গামা (!) কম, এয়ার পোর্টের রাস্তাতে ভয় নাই ! এখন, মাষ্টার… !

মৃদু হাততালি।

নকশাল সম্পর্কে আমরা জানি, তাহারা বলে, জোতদার খতম কর ! এখানে বালক অভিব্যক্তি করিয়া দেখাইল, একটি রুগ্ন লাঠিতে ভর দিয়া আসে অনেক কাকুতি মিনতি করিল এবং একটি লোক—ইহাতে সে স্থান পরিবর্ত্তন করিল—সেই রুগ্ন লোকটিকে (এমন একটি অশীতিতম শতচ্ছিন্ন লুঙ্গি পরা ভিখারীকে বালক অনুকরণ করিল যাহার চক্ষু বহিয়া জল পড়ে) গলা টিপিয়া ধরিল ; যে এবং রুগ্ন লোকটি পিছু হটিল, হঠাৎ একসময় রুগ্নটি মাটিতে পড়িল, পরক্ষণে মাটি আঘ্রানিল, উঠিল, ঐ লোকটি উন্মাদের ন্যায় মারিল।

আঃ দারুণ কি পরিমাণ কমিক ! প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা, চমৎকার আমি উহারে ভালবাসি।

কি বস্তিবাসীদের অনুকরণ।

বালক খুব বুদ্ধিমান, এখনই যেমনটি মুভিতে উহার ন্যাংটো নাচ—এখানে উহার বলিতে প্রকাশ থাক যাহার জন্মদিন তাহার সম্পর্কে—কল খুলিয়া দিয়া, তেমনই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খেলাইল ! ইস ইঁহারা ছেলেকে, বালকটি, কত ভালবাসেন, এখন দার্জ্জিলিঙে পাঠাইয়াছেন, কি ভালবাসেন (বালকের উলঙ্গ ছোঁড়া অনুকরণ বিধায়ে আদতে বলিতে চাহিয়াছিল) ছেলের সহিত উহারা যখন উহার সাক্ষাতে যায় তখন…হোটেলে উঠেন ; ঐখানে কত কোর্সে যেন ডিনার দেয়।

কোয়াএট !

চমৎকার অপরূপ কমিক !

এতাবৎ আমাদের বিশ্লেষণ ভুল, বিশ্লেষণ কহি না, বিবৃতি আখ্যায়িত করাই যথার্থ, কিন্তু বালক অন্ধকার আরোপিয়াছিল—ইহাতে ত আমাদের বিভ্রান্তি নাই ; ইহা একশোবার ঠিক।

মাইক ; বুর্জুয়ার হাত হইতে বন্দুক ছিনাইয়া লহ !

এখানে সে শীল মহাশয়ের ক্লাবে গার্জেনের সহিত বক্সিং প্রতিযোগিতা দেখিতে যায়, তখন আমাদের সময়কার শ্রদ্ধেয় পি এল রায়, বিখ্যাত বক্সার, উপস্থিত থাকিতেন, একবার ওয়াই এম সি এ-তে আসিলেন (ভবানীপুরে), আমি বালির বস্তায় প্রাকটিস করিতেছিলাম, তিনি দূর হইতে আসিয়া কহিলেন, ভুল, বাকওয়ার্ড মুভমেন্ট, চার্জএর সময় আমার কাঁধে বেশ জোর চাপড় মারিয়া কহিলেন, ষ্ট্রোক ! খালি প্রাকটিস !—লেখক কহিল, এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ীতে কেমনে সম্ভব ! তিনি বলিলেন, ব্যবস্থা করিয়া লইবে। প্রকাশ থাক, শ্রদ্ধেয় পি এল রায় বাঙলার বিরাট নামকরা বংশের ছেলে, ইঁহার দাদামহাশয়, শ্রদ্ধেয় গুডিভ চক্রবর্ত্তী, যাঁহাকে প্রিন্স দ্বারিকানাথ ঠাকুর বিলাত পাঠান।

বালক এখন ঐ বুর্জুয়ার হাত হইতে বন্দুক ছিনতাই ব্যাপারে, খালি বক্সিং খেলা দেখাইল, পরিশ্রান্ত হইল, এবং বন্দুক কাড়িয়া হাঁপাইতে থাকিল, এবার হাতের মুদ্রায় রিভলবারের চেহারা ফুটাইয়া বুর্জুয়াকে লক্ষ্য করিয়া আপন মুখব্যাদান করত কামড়াইল ও যুগপৎ গুলি ছুঁড়িল। বুর্জুয়া জিহ্বা বাহির করত মরিল,—ইহা বাঙলা অভিব্যক্তি—এবার কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড করিল, বালক বুর্জুয়ার গায়ে হাত দিয়া রক্তর খানিক আঙুলে লইয়া জিহ্বায় দিল।

ঘন ঘন করতালি ! ও সাধুবাদ। কি মজার উঃ পেটে খিল ধরিল।

মাইক : এখন 'বন্দুকের নল শক্তির উৎস'—

এখন বালক, স্কুলে দুর্ব্বল সহপাঠীদের নিকট হইতে প্রবলরা যেভাবে টিফিন কাড়িয়া লয়, যে এবং সে চিলকে যখন ছোঁ মারিতে দেখে,—ইহা তাহারা যখন স্বীয় কুকুরের জন্য মাংস কিনিতে গেল তখন, চাঁদনির বাজারে গোমাংসের দোকান, সে গাড়ীতে বসিয়াছিল, এমত সময় একটি রোগা ছেলের হাত হইতে চিল ছোঁ মারিয়া লইতেই, সেই বেচারী ছেলেটি রাস্তায় বসিয়া ভূঁয়েতে চাপড় মারিয়া কাঁদিতে আছিল ; যাহারা ছেঁড়া ময়লা জামা লুঙ্গি পরিহিত তাহারা উহার জন্য হাসিল ও ব্যথিত হইল, সান্ত্বনা দিল !—বালক সবই মজার ব্যাপার রূপে লইলেও, ক্ষণেক ঐ কদর্য্য বালকের কান্নাতে স্থির হয়—নিশ্চয়ই এখন ইহার মনে হইলেও সে তাহার নিজের বাবার জন্য কান্দিয়া থাকে এবং ইহা দরজার পাল্লার পার্শ্বে !—তবু সে নিজেকে এড়াইয়া, ঐতে মজার কিছু ঐ কদর্য্য ব্যাপার দেখিতেছিল !

যখন এইভাবে সে এক মনে, তখন এই ক্রন্দনে আর একটি আর্ত্তনাদ মিশ্রিত হইল। ইহা খেলনার দোকানে, বিক্রেতা ছোকরা এক একটি খেলনা দেখাইয়া নিজেই আনন্দে উচ্ছলিত হইল ; শিশুরা ভারী খুসী, যখন কোনটাই পছন্দ নয়, অর্থাৎ শিশুর আছে, এই ক্ষেত্রে ছোকরা জিহ্বা বাহির করে, সু শব্দ করিল, ঠোঁটে মহা সমীহতে আঙুল রাখিল, এবার এমন কেমন এক তরিখায়, ঠোঁটদ্বয়কে জোড়া করিয়া মুখের ভিতরের দিকে টানিল, চোখ দুটিকে অবাক্ গোলাকার করিল, অতঃপর কাউন্টার ছাড়িয়া জুতার মুখে পা টিপিয়া হাত দুইখানি আগে পাছে অতীব সন্তর্পণে চালাইতে থাকিয়া, যেন চুরি করিয়া কিছু আনিতে গেল।

ওয়াকি টকি, টেডি বিয়ার, মিঃ ডোনাল্ড ডাক, রেসিং মারসিডি (ইহাতে হেডলাইট দেওয়া !) এবং বালক, মার খুব সর্দ্দি হইয়াছিল, তিনি তাই লইয়া ব্যস্ত, তবু সেই মেয়েছেলেটিও সকলে দেখিতেছিল ছোকরা কি ভাবে যায়, কি করে। ছোকরাটি একটি বাক্স উঠাইল, যেন কত ভারী এমনভাবে কয়েক পা আসিয়া, মহা তারস্বরে চীৎকারিয়া উঠিল, ইহারা—মা ও ছেলের প্রথমে থতমত লাগিল, অবিলম্বেই বুঝে, যে ঐ ধমকানি অন্য কাহারও ক্ষেত্রে।

তোমাকে কতবার বলিলাম, এখন দেখা হইবে না। বিকালে হিসাব লইও।

ছেলেটা জ্বরে বেহুঁশ।

তাই বুঝি, খেলনা চাহিতে আছে—

বেহুঁশ ছিল।

এই সময় সেই শিশুটি বায়না করিল এবং নিকটের এক খেলনা ধরিতেই ছোকরা দৌড়িয়া আসিয়া উপস্থিত, শিশুটির বাপ খেলনাটি লইয়া শিশুকে এক চাপড় মারিল এবং নিজ ময়লা কাপড় দিয়া সেই খেলনাটি যখন মুছিতেছে, তখন ছোকরা উহা লইয়া কহিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাক তোমার কাপড়ে মুছিলে রঙ চটিয়া যাইবে। যে এবং দোকান হইতে তাহাদের বাহির করণের পর, ঐ মেয়েছেলেটিকে ত বটেই বালককেও জানাইল, লোকটি আমাদের কারখানার মিস্ত্রী আমাদের মালিক সিন্ধী ভদ্রলোক উহারে প্রায় তিন চারশো টাকা আগাম দিয়াছেন, এখন সে আরও চাহে, অথচ কাজে আসিবে না, অনবরত জুয়া খেলিয়া থাকে। ইহারা তখন ঐ মিস্ত্রীর দিকে তাকাইয়াছিল, যে নিষ্ঠুরভাবে শিশুটিকে মারিতে আছিল !

অজস্র খেলনার পারিপার্শ্বিকতা হইতে, অথবা কিভাবে আমি আমোদ পাইব, ইহা দুনিয়ার এই বিশেষ মাথা ঘামানোর মধ্য হইতে, অর্থাৎ সে একটু খুসী হউক, এই ভাবনার মধ্য হইতে সে, বালক, ঐ প্রহার দেখিতেছিল ; শিশুর ক্রন্দন তাহার গাত্রে আঁচড়াইতে ছিল ; ইহার পিতা ত ঐ যে মারিতে আছিল ! ঐ দৃশ্য দেখিতে অনেকবারই তাহার চোখের পাতা পড়িয়াছিল। এখন শিশুর এই ক্রন্দনের উঠানামা, চাঁদনির মাংসর দোকানের ক্রন্দন মধ্যে ছিল, কিন্তু মজার !

যে এবং সে উর্দ্ধে চিলকে দেখিল। এখানে জোর বা শক্তি অভিব্যক্ত করিতে অদ্ভুত ঘটনা ক্রিয়া করিল, আশ্চর্য্য সূক্ষ্মতায় সে শক্তির অর্থ করিল, অথচ সিংহ সে দেখিয়াছে ; হঠাৎ চিল, আঃ নিশ্চয় যে সে পাশ্চাত্ত্য কোন রাজার (সম্রাট) হাতে ঐ ছবি দেখিয়াছিল ! শক্তির মূর্ত্তি বটে ! নিশ্চয় যাহা কোন কমিক বইতে প্রত্যক্ষ করে। এবং গলফ খেলার মার ও ফুটবলের কায়দা আনিল না !

কিন্তু সে বন্দুক লইয়া যে উন্মাদনা খেলাইল, সেই কথা ভয়াবহ, যতই দর্শকবৃন্দ ইহাকে মজার বলুক, ইহাতে তাণ্ডব ধারণা আছে। তাহারে যদি জিজ্ঞাসা করি কাহাকে তুমি মারিলে !

সকলকে, খেলনাওয়ালাকে সে যখনই যাই তখনই বলে, আগামী মাসে তোমার বন্দুক আসিবে !

নিশ্চয় সেই বইটি হইতে শিখিয়াছে—যাহা চীনে প্রকাশিত।

ও কি মজার !

সে থ হইল, অন্য ব্যাপারগুলিতে মজার কিছু থাকিলেও এখানে ছিল না, যে সে কিয়ৎ পরিমাণে বুদ্ধিভ্রংশ হইল, আর যে তাহার আস্ফালন, আক্রমণ, নির্ভীকতা (!) ভ্যানডাল প্রকৃতি, সেমেটিকভাব, নেষ্টরিয়ান ক্রিশ্চান নৃশংস মানসিকতা অবশ্য সে গোড়াতে মজার করিয়াছে, কিন্তু খেলনাওয়ালা ব্যাপারে তাহার রাগ ছিল।

যে বাচ্চা মেয়েটি, 'আণ্ডার দ্য মালবেরী ট্রি' এবং 'বাবা ব্ল্যাক শিপ হাভ য়ু এনঈ য়ুয়ল' আবৃত্তি করিয়াছিল, সে ত হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। এবং যে এইবার, দারুণ ভাল করিল পরীক্ষাতে, সেই বালক সে, কাটিং চপিং টিয়ারিং...ডিভাইডিং জয়েনিং ক্লিনিং ডাসটিং প্লেনিং স্প্রেডিং ইত্যাদিতে সুপারে একসিলেন্ট পাইয়া তদীয় মা ও বাবার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে ; রঙ সম্পর্কে ধারণায় বাচ্চাটি যে কোন অঙ্কনবিদকে বোকা বানাইতে পারে ; তাহাও উহার রিপোর্টে লিখিত আছে ; সে ঐ বালকের কিছু কাজ দর্শনে এতই উদ্বুদ্ধ যে, তেমন ভাবভঙ্গী করিয়া দেখাইল ; নিষ্ঠুরতা প্রদর্শিতে সে খেলনার ভাঙ্গার অভিব্যক্তি করে, অতঃপর আঁচড়াইবার কামড়াইবার উৎকট ভঙ্গিমা করিল। এবং খুব খুসীতে পার্শ্বস্থিত চেয়ারে যে শিশু বসিয়াছিল, যে সঙ্গীতসহ-চেয়ারে জিতিল, তাহারে আক্রমণ করিল !

ইহার পিতা (!) তখন উহারে যে আক্রমনিল, ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, তুমি নিষ্ঠুর অসভ্য ছিছি !

শিশু হাতে হাতে আঘাতিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া কহিতেছিল, আমি ত এমনি এমনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন, আমরা জানি না, নকশালরা কি চাহে, শুনিয়াছি আমাদের দেশে, অর্থাৎ বাঙলায় অনেক গরীব আছে, তাহারা অনেক কষ্টে দিন কাটায় !

তৎক্ষণাৎ একজন ভারী ভারিক্কি মুখে বলিয়া উঠিল, অনাহারে ! কাগজ বলে !

কক্ষময় মেয়েছেলে ও লোকেদের বিবিধ কণ্ঠস্বরে, এমনও যে শিশুদের গলায়ও 'অনাহারে' শব্দটি খেলিয়া উঠিল ; ভারিক্কি লোকটি ইহাতে অযুত বল পাইল, আর সে বিশেষ সততার জন্য কাঁধ দু'টিকে আগুপাছু করিয়া উচ্চারিল, একের উচিত কোদালকে কোদাল বলা, ইহার কি বা অর্থ হয় সত্যকে ঢাকা দিবার। কাগজ বলে !

ব্র্যাভো !

ক্রাইম !

ক্রাইম ডাষয়ন্ট পে !

(হায় মাকড়াগণ যদি জানিত, স্যার চার্লস চাপলিন বলিয়াছেন, ক্রাইম ডাষয়ন্ট পে ইন এ স্মল ওয়ে !)

কোয়া-য়েট ! বেশ, আমার মনে হয় যিনি আমার প্রতিবাদ করিলেন, তিনি পানের মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছেন !

চলুক ! ভারিক্কি লোকটি কহিল।

এখন এই নকশালরা সেই দরিদ্র মরণাপন্ন লোকের মঙ্গল সাধন করিতে চাহে, ইহারাও সাম্যবাদী—তবে কাগজ বলে প্রচলিত সাম্যবাদীদের সহিত তাহাদের মতের অনেক অমিল আছে। ইহারা চাহে এখনই বিপ্লব !

বাবা বাড়ী চল !

দেখ না কত মজা হইবে।

সশস্ত্র বিপ্লব। যে এবং ইহার স্বর কম্পন বিথারিয়া সকলের গাত্রে এক অভিনব রোমাঞ্চ সিঞ্চিড়াইল !

আমি একস্থানে পড়িলাম, যে ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক যখন নোবেল প্রাইজ লইতে যান, তখন ধন্যবাদজ্ঞাপন সূত্রে নিজ বক্তৃতাতে, বিখ্যাত লেখক আন্দ্রে মারলো হইতে উদ্ধৃতি দিলেন, 'ইদানীং বিপ্লব সুপ্রাচীন অনন্ত জীবনের জায়গা অধিকার করিয়াছে'—(অনন্ত জীবন অর্থ ক্রিশ্চিয়ান ধার্ম্মিকের জীবনের উদ্দেশ্য)।

বালক অদ্ভুতভাবে বয়সীদের ন্যায় কাশিল, একদা যে নিজের পশ্চাতের দিকে নেহারিল ; এই পৃথিবীর শেষ এইখান হইতে বিকট এক হাঁ, এক ফাঁকা বিস্তৃতি, একটা চড়াই পাখী পর্য্যন্ত নাই, লতাগুল্ম এখান হইতে বহুদূরে, টেলিগ্রাফের তার পর্য্যন্ত নাই। সে বাজিতে থাকা পপ গানে কান রাখিল।

এখানে দাঁড়াইয়া সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, কাহারে 'বাবা' বলিয়া ডাকিলে যে, ভ্যাঙাইবার বৃত্তি তাহাও নাই ; সে একটু ঠাণ্ডা পানীয় চাহিল।

এখন বালক দেখাইবে, সেই দেওয়াল, যেখানে লেখা বিপ্লব সূচীশিল্প নহে ইত্যাদি, সেখানে বদলা লওয়া।

বালক তাজ্জব ঘৃণার চোখে সমবেতদের নেহারিল ; এই ঘৃণা দেখিলেই বোধিত হওয়া যাইবে যে তদীয় মনের সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না ! সে যেমন সহপাঠীদের একটুতেই বলিবে, তুমি কিছু লিলি পিওর নহ ! (লিলি পিওর অর্থ সে জানে বলিয়া বিশ্বাস হয় না, যে বয়স !) এখানে ঘৃণা থাকে। অবশ্য ঘৃণার জন্য যে নৈতিকতা সে পাইবে কেমনে—ঘৃণা দারুণ ঐতিহাসিক ব্যাপার—ইস এখানে মানুষের অহং কি বন্য—ইহা হিংসার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমার্থবোধক।

বালকের ঘৃণা এখানকার মেয়েছেলেদের প্রতি, সে যেমন ঘৃণা করে তাহার গর্ভধারিণী মাকে, যখন এই মেয়েছেলেটি ব্রা ও প্রায় জাঙ্গীয়া অথবা এবং সায়া পরিহিত হইয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া সিগারেট খায় তখন ঘৃণায় সে উচ্চকিত হইয়া থাকে। তেমনই এখন। এখন সত্যই যদি কোন মেয়েছেলে যদি তাহার আঁখিপক্ষ্ম প্রলুব্ধ হওয়ত অধীর হইয়া, তাহার বাধা সত্ত্বেও তাহাকে চুম্বন করিত তাহা হইলে, সে ঘৃণায় কান্দিয়া উঠিত নিশ্চয়, এবং যে সে বীভৎস রকমের জঙ্গলি হইয়া থু থু করিয়া থুতু সেখানে না ফেলিতে পারিবার আকোচে যত্রতত্র নিক্ষেপিত, দৌড়াইয়া বেসিনে যাইয়া মুখ ধুইত অবশ্যই।

মাইরি, আমি কোনক্রমেই বালককে বুঝিতে পারিতেছি না। যে অন্ধকার সে রহস্যজনক মন্তরে এই কক্ষে বিস্তারিল, তাহার তুলনা কোন সৎ সাহিত্যে, কোন সঙ্গীতের ছাড় মৌনতাতে (pause) নাই, বা না আছে মহৎ চিত্রকরের রঙ না-দেওয়া জায়গার সাদাতে—ইহা সেজান-এ —এমন অন্ধকার নেহারিলে পিথাগোরাস অত্রাহি হইয়া বলি মানত করিতেন। মোজেস এই অন্ধকার দেখিলে, করজোড় নিমিত্ত দুই হাত খুঁজিয়া পাইতেন না।

এমন অন্ধকার মধ্যে সেই বালক!

মাইক: এখন বদলার কথাটা আপনাদের, ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়াগণ, আমি জানাইতে ইচ্ছা করি, আপনাদের উহা বিশেষ ঔৎসুক্যের বিষয় বলিয়া নির্ঘাৎ বোধ হইবে। এয়ারপোর্টের রাস্তাতে, এক স্থানে, ভাঙা পাঁচিলের পাশে ডুমুর গাছের নিকটে, কয়েকটি ছেলে আসিয়া দাঁড়াইল। পাঁচিল ঘেরা বাড়ীর রকে এক ভদ্রলোক কাগজ পড়িতেছিল, হঠাৎ ডুমুর গাছের প্রতি নজর হয় যে এবং তিনি বলিয়া উঠিলেন, ঐখানে কি করিতেছ!

সিটির শব্দ হইল। এই দল বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিয়া, উর্দ্ধে একটি পাইপ গান ছুঁড়িল! হুঙ্কার দিল, অমুককে বাহির করিয়া দাও: চীৎকারিল, গ্রেনেড, বোম, বন্দুক ছুঁড়িব—আমরা কাহাকেও আস্ত রাখিব না!

সে নাই।

সে নাই বলিলে শুনিব না, বাহির কর।

একজন আসিয়া দেখ।

একজন না আমরা পাঁচজন যাইব! তোমরা সকলে রকে দাঁড়াও।

বেশ, তবে একজনের জ্বর সে আসিতে ত পারিবে না! বিশ্বাস হয় না, দেখ এই জানলা দিয়া।

আচ্ছা আমাদের একজন জানলায় খাড়া থাকিবে।

যে রুগ্ন সে শুইয়া লাল বহি পড়িতেছিল, ইহার ভাইকে ইহারা, এই মারাত্মক দল খুঁজিতেছে—তাহারা এই কিশোরকে (!) নিরখিল; কহিল শালাকে টানিয়া আন, রকে!

কেন যে বালকের এতেক ঘৃণার প্রয়োজন হইল, বিপ্লব সূচীশিল্প নয়…লেখা দেওয়াল প্রকট করিতে তাহা সেই জানে! সে চুল ছাঁটা সেলুনে কাঁচির শব্দ শুনিতেছে! ঘাড় ফিরাইল। এখন তাহারে দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে ছোট ছেলেরা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করত, বিদেশীয়দের পশ্চাতে ছুটিয়াছে, তাহাদের দেখিয়া যেমনটি মুখ হইয়াছিল যথার্থ তেমনটি হইল।

সে আসলে কি ফুটাইয়া তুলিবে, দেওয়াল, দেওয়ালের নিকট ঘটনা, অথবা ঐ উক্তি যে বিপ্লব…তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে এবার সেই বিকলাঙ্গ ভিখারী যে, দু পক্ষের বোমার লড়াইয়ের মধ্য হইতে কোনরূপে পালাইয়া ঐ গাছের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কাঁপতেছিল, তাহার হাবভাব আরোপ করিল, ইহা ঐ দেওয়ালটি ; এইবার পদদ্বয় বেশ দূরে স্থাপিয়া, বক্ষঃদেশে করাঘাত করিল, তাহার পর মুখখানিকে বাঘের মত ব্যাদান করত বিরাট তুমুল শব্দহীন চীৎকারে সমস্ত দিক মথিত করিল ; পরক্ষণেই রেস গ্রাউণ্ডের ব্যস্ততা অভিব্যক্ত করিল। কত লোককে সে আহ্বানিল, বোমা ছুঁড়িল, বন্দুক কাড়িল। (আমি একদিন দেখি এক ক্লান্ত পুলিশের হাতে রাইফেল, সেটি সাধারণ চেইন দিয়া উহার বেল্টের সহিত বাঁধা, সেই অবস্থায় সে ঘুমাইতেছে। আমার বেচারার জন্য বড় কষ্ট হইল) এইভাবে বিপ্লব কি সে অত্যন্ত পারদর্শিতার সহিত প্রদর্শন করিল।

সমবেত দর্শকরা ইহাতে যে কত খুশী হইল তাহা ভাবা যায় না, প্রত্যেকেই একবাক্যে স্বীকার করিল, কেমন আশ্চর্য্য মজার !

আমার খাইয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইতেছে।

কি বা দারুণ, ঐ যে ঐখানটা...

উহা আমাদের পাশের বাড়ীতে একটা টিন লইয়া ছেলে আসিত, বলিত, কিছু খেতে পাই নি মা, তাহার হাব ভাব !

দারুণ তুমি মহা বড় অভিনেতা হইবে ! চমৎকার !

অভিনয় লাইনে পয়সা তেমন নাই।

কি বল তুমি সর্ব্বসময় সর্ব্বউচ্চে যে ঘর তাহাতে অগাধ স্থান ! উহাকে লড়াই করিয়া উঠিতে হইবে ! আমার খুব ভাল লাগিয়াছে, লড়াই আমার মোট সারভাইভাল অফ দি ফিটেষ্ট, একজন কোথা হইতে শোনা যুক্তি দিলেন।

বড় ব্যক্তিগত কথা আমি বলিতে চাহি, কি বা প্রয়োজন, ভাগ্য যাহা আছে !—একটু নৈরাশ্যের ভাণ করিল !

সে তুমি যাহাই বল, 'ফাইট আউট' আমার অফিসের ক্লার্কদের সব সময় বলি।

কিন্তু ঐ বই পড়াটা—মানে লাল বই—যতটা মজার হইয়াছিল ততটা ছেলেটিকে টানিয়া লওয়াটা হয় নাই। অথচ বালক এখানে, বিপক্ষীয়দের হামলা করা বেশ ভাঙ্গড়া নাচের মত পদক্ষেপ করিল, এবং পাঠরত ছেলেটির হাত হইতে, ছোট বইটি বস্তির ছেলেদের ঘুড়ি লইয়া যেরূপ ছেঁড়াছিড়ি হয় তেমন ভাবে ছিঁড়িয়া উড়াইয়া দিল, নাচিল, এবার তাহাকে অমানুষিক ভাবে ঘাড় ধরিয়া উঠাইল। কুকুর যেমন টানিয়া লইতে গেলে পিছু হটিয়া অমান্য করে তেমন বালকটি করে।

এখানে মা যে অনুনয় বিনয় করিল তাহা তেমন মজার হয় নাই !

পড়িয়া গিয়া কাঁদিল ত বেশ ভাল হইয়াছে।

একথা ঠিক নয়, নিশ্চয়ই তোমরা মিস করিলে, দারুণ জবর হয়, আমি ত ঐ দেখিয়া হাসিয়াছি। মা-টি যখন ছেলের কপালে হাত দিয়া জ্বর অনুভব করত উহাদেরও দেখিতে বলিল, মা-র মুখখানা কান্নায় ঠিক হিপোর মত ! এবং মেয়েছেলেটি হি হি করিয়া হাসিল—হাস্যে চক্ষু দিয়া জল পড়ে।

অবশ্য এখানে বালক সত্যিই মাতার জ্বর অনুভব প্রকাশিতে অতীব মমতাপূর্ণ ভাব সকল অভিব্যক্ত করিল, এমনও যে তাহার সুন্দর চক্ষুদ্বয় ধ্যানী বুদ্ধের মত হইল—যাহাতে করুণা অনুকম্পা ইত্যাদি সহজ গুণ সকল পরিস্ফুট ; ইহাও মীমাংসা করা যায় যে উহা দৈবাৎই ঘটিল—তবু ঘটিয়াছিল। অথচ কিন্তু কখনই সে বড়লোক যাহাদের ড্রাইভার উর্দ্দি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরা—তাহাদের নকল করে না।

সব থেকে দারুণ আমার লাগিল—ছেলেটিকে যখন ঠ্যাঙাইতে থাকিয়া ঐ 'বিপ্লব সূচীশিল্প' দেওয়ালের নিকট আসিল।

কেন, রকে বসিয়া থাকা, বাপকে চড় মারা দারুণ!

কেন, মা ও ঠাকুমা যখন রাস্তায় আছাড় খাইয়া পড়িল, একজনের পা ধরিল। উঃ পেটে হাসিতে ব্যথা ধরিয়া যায়।

অবশ্য তাহা বলিতে পারেন, কিন্তু সমস্তটা যেন খুব, মানে মোট এফেক্ট তেমন কি খোলতাই হইল! যথার্থ—হাঁ খুনের জায়গাটা ওর ক্লাসিক!

আমি 'কোজাগর কোজাগর' বলিয়া ফুকারিলাম। আমার কণ্ঠস্বর সাগরতরঙ্গে হেলিতে দুলিতে নিখোঁজ হইল। কে জাগে—এই আহ্বানের সঙ্গেই, সিটি ধ্বনিল, রাস্তা অন্ধকার—জানলা বন্ধ হইল। কেহ কোথাও নাই—আমি তারস্বরে কহিলাম, দেখ, ইহারা কাব্যিক, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য বিজ্ঞানসম্মত—ক্লাসিক শব্দর অপব্যবহার করিতে আছে—কে আছ, কে জাগে সত্বর আইস, বাধা দাও—শব্দগুলি কাড়িয়া লও!

বুড়ীটার ঠাকুমা অনুকরণ চমৎকার, সে যখন অভিশাপ দিতেছিল। কি কেরিকেচার! ইহাতে সেই বালক ভিনটেজ-কার র‍্যালীর দিন, সে গাড়ীতে আছে ; কলিকাতার উঠতি পয়সাওয়ালাদের ভীড়, মেয়েছেলেরা দারুণ সজ্জিত, হাতে ব্যাগের আয়নাটি মুখের নিকট ধৃত ; এখন লিপষ্টিক দেয়, তখন পাউডার থোপায় ; কেহ বা সান্‌ড্যাইচ খাইতেছিল ; ফ্লাস্ক হইতে চা বা কফি ঢালিবার শব্দ আছে। এমন সময় গাড়ীর বহর। উ, আহা ই, মাগো, দারুণ! প্যাকার্ড, রেনো, ফোর্ড, আঃ রোলস! ঐ মরিস, ঐ ক্যাডি (কাডিলাক), ডেমলার, আগেকার গাড়ীতে ফুট বোর্ড দেখ এবং এই সময় কত রকমারি শব্দ বয়সী মেয়েছেলেরাই—স্কুলের মেয়েদের তুল্য, করিল—হি উ ই! আঃ। এই ভিখারীগুলি ত বড় জ্বালাতন করিল। এমত সময় একটি বুড়ী ভিখারী এক ভদ্রমহিলার স্কার্ফ সরাইতেছিল—তখনই পুলিশ আসিল।

ভিখারী আর এক রূপ ধরিল, মিথ্যাবাদী, চোর তোর বাবা চোর। নিয়াছি কোথায় দেখা—এবং অভিশাপ বর্ষণ করিল—তিনদিনের মধ্যে গলায় রক্ত উঠিয়া মরিবে। এই ভিখারীর ফুঁসিয়া উঠা বালককে চকিত করিল, বুড়ীটি যেন পায়ের বুড়ো আঙুলে নাচিয়া উঠিতেছে।

এখানে বৃদ্ধা যিনি নিজ চোখের সামনে নাতিকে হত্যা করার সবটাই প্রত্যক্ষিলেন, লাল বই-এর পাতা এখানে সেখানে উড়িতেছে, তন্মধ্যে দাঁড়াইয়া অভিশাপ দিতে তিনি উন্মাদ। কাকরা তখনও মহা কোলাহল করিতেছে। পুলিশের ভ্যান, ইঁহার সামনে ঈষৎ গতি কমাইয়া পুনঃ গতিবেগ বাড়াইয়া দিল।

অতএব বালকের কাজটা অর্থাৎ প্রকাশভঙ্গি মানে কমিক ত ঐ বয়সের পক্ষে নিখুঁত, বাচ্চারা যাহাই করে বড়দের অনুকরণ—তাহাই ত খুবই কৌতুকের হইয়া থাকে। মা-র জায়গাটা অবশ্য খুব কিছু করার নাই, কেন না, ঐ রমণী তখন রাস্তায় অচৈতন্য হইয়া পড়িল। তবু বালক ত পুত্রশোকে মায়ের লাট খাইয়া পড়াটা দেখিয়া আপনারা হাততালি দিলেন, একসিলেন্ট বলিলেন।

বালক আপনার নির্ম্মিত অন্ধকারে পুলিশের মত নির্ব্বিকারচিত্তে দাঁড়াইয়াছিল। এইরূপ ওতপ্রোত হইলেও—আমার মন বলে, বালক কিঞ্চিৎ ম্যাদাটে হইয়াছে ; কেন না সে মায়ের ভূমিকায় কতরকমভাবে নাক, সর্দ্দি, টানিয়াছে, চোয়াল এদিক ঐদিক করিল, অদ্ভুতভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপন কেশাকর্ষণ ও তৎসহ ক্রন্দনে দেহ চমকানি এইসবে অতীব ইতরচিত্তে রগড়প্রদ ঘটাইল তবু ইহারা খুব আনন্দ পায় নাই।

যত ঘৃণা থাক, তবু তাহার দেমাকে লাগিল সে এই কারণে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যজিল। ঠোঁট ফুলাইয়া ভাবিল, আমি ত সেদিনকার মোটর এক্‌সিডেণ্ট বেশ ভাল ভাবে দেখাইয়াছি। কেমনভাবে লোকটি মাডগার্ডের ধাক্কায় দূরে নিক্ষিপ্ত হইল! বালকের রোক বর্দ্ধিত হইল। সে ঘোষকের কানে কি যেন কহিল, ঘোষক তৎশ্রবণে উত্তর করিল, বাঃ চমৎকার হইবে। মহাশয় ও মহাশয়াগণ, আপনারা আমার বিশ্বাস এই ঘটনাটি দেখিলে খুব আনন্দিত হইবেন। ইহাদের বাড়ীতে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহার সবটা দেখাইবে।

খুন জখন খতম আছে।

নিশ্চয়, সেইটাই ত সব।

সেদিন, বালকের বাবা মা বিশেষ একটি নিমন্ত্রণে বাড়ীতে ছিলেন না। বালকের পিতৃবন্ধু একজন সেনাবাহিনীর লেঃ কর্নেল, তিনি উত্তর প্রদেশের লোক, আসিয়াছিলেন। ব্যাঘ্র শীকার করিতে আসামে যাইবার পূর্ব্বে এখানে কিছু কেনাকাটার জন্য ছিলেন। তখন রাত ৯টা হইবে। রাস্তায় আলো নাই এবং কুয়াশায় পথ ঝাপসা হইয়া আছে। লেঃ কর্নেল খবরের কাগজ দেখিতে কালে, বালকের কথার উত্তর দিতেছিলেন। হঠাৎ অন্ধকার হইল।

টর্চ পড়িল।

হ্যাণ্ডস আপ। আপনার বন্দুক দুইটি দিন।

বন্দুক! আঃ আমি তোমাদের রসিদ দিতে পারি।

রসিকতা!

এই রসিদ! গুলি পর্য্যন্ত নাই যাহা দিয়া সাহায্য করিতে পারি। এই লাইসেন্স!

এমত কালে বাড়ীর চারিদিকে বোমার শব্দ শ্রুত হইল। স্বর আসিল, এই বাড়ীতে ঢুকিয়াছে! সাবধান, মিলিটারিটার বন্দুক আছে। না বন্দুক মেরামতে দিয়াছে। ঠিক জান। ঠিক জানি দরজা খুলিতেছে না যে...। খোল্ দরজা। দরজা খুলিয়া দিল।

বালক যে প্রথম উক্ত দুই ছোকরার মুখ কেমন ফ্যাকাশে হইল তাহা, রেস গ্রাউণ্ডে সেই লোকটি যে অনেক টাকা বাজী ধরিল সে যাহা করিয়াছিল, তাহা নকল করিল, কাঁপিতে লাগিল, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। এবার বিপক্ষীয়রা আসিয়া লেঃ কর্নেল এবং বালককে টর্চ জ্বালিয়া নীচে লইয়া গেল, ইহাদের হাতে স্টেন, নীচে একটি ছেলে তাহার হাতে ভারী একটি বন্দুক, বালক তাহার নিকটে ছিল। এই বন্দুক দেখিয়া সে ভারী ঈর্ষান্বিত হইল। খেলনাওয়ালাকে অভিশাপ দিল। এক সময় হঠাৎ সে বন্দুকের নলে হাত দিতেই—বন্দুকধারী রুখিয়া উঠিল। বালক ভীত না হইয়া জিজ্ঞাসিল, এইটি কি বন্দুক! শুনিল, লুইস গান।

ঐগুলি!

উত্তর আসিল অটোমেটিক।

বালক, কুকুরের মত মুখ ব্যাদান করিল এবং ঝাপটাইল, মোরগেরা যেমন সতর্ক হওয়ত মাথা তুলে তেমনি তুলিয়া এদিক সেদিক চাহিল, পায়ের উপরে নাচিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে আমাদের না-জানা অনেক অনুকরণ ছিল। এপাশ সেপাশ দুলিল। টর্চ ফেলিল, চোখ বড় করিয়া দেখিল, চোখ মুছিয়া নেত্রপাত করিল, আঃ-তে মুখ হাঁ করিল, আহ্লাদে বন্দুকের উপর চাপড় মারিল!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন না ঐ দুই নকশাল ছোকরাদের আনা হইতেছে।

অটোমেটিক-ধারীদের মত বালক পাছা দোলাইয়া ভাষাণ-নৃত্য করিল, নকশাল ছোকরাদের অভিব্যক্তিতে দু'জনেই রোগজীর্ণ—বৃদ্ধ যেমন সে কলিকাতার রাস্তায় দেখিয়াছে—মাথা কম্পিত চক্ষু উল্টাইয়া যায়, এমনটি খেলাইয়া তুলিল।

এখানটা দারুণ, দারুণ, এরপরই মার্ডার নিশ্চয়। কি ভয় করিতেছে।

বালক একাই বিভিন্ন বন্দুকধারীর ভাব ঘটাইয়া তুলিল, এখানে সে রাস্তার ম্যাজিকওয়ালার মত মড়ার মুগুর পাশে চক্র অনুকরণ করিয়াছে, এখানে লড়াই-নিযুক্ত ষাঁড়ের মত পা ঘষিল, হঠাৎ কপাল চাপড়াইয়া তীব্র বেদনায় বুকে মোচড় দিয়া ক্রন্দনের ভাব আনিল। এবার নাপিত যেমন করিয়া খুর শানাইয়া থাকে তেমনই হাতের উপর হাত শানাইতে আছে, এবং আশানুযায়ী ধার হইল কিনা পরখ করে, এবং পুনঃ খুরে শান্ দিল—অবিলম্বে পার্ক ষ্ট্রীটে এক চায়ের দোকানে বেয়ারার হাত হইতে এক পয়সাওয়ালা লোকের সহিত আচমকা ধাক্কা লাগাতে যে কাণ্ড সংঘটিত হইল, যে, সেই লোকটি বেয়ারাকে খুব মারিতে লাগিল, বেয়ারার মুখ দিয়া রক্ত, তাহারই মধ্যে সে হুজুর হুজুর করিল, ক্ষমা চাহিল—তাহা বালক, কেরিকেচার চিত্রিত করিল। পরক্ষণেই রাক্ষসের ন্যায় মুখব্যাদানি, ইহার বিপরীতে গাড়ীতে চাপা পড়িয়া পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত কুকুরের ন্যায় চলিতে ও চীৎকারের ভঙ্গি করিল।

এতক্ষণে ইহারা, বিপক্ষীয়রা, ঐ দুই ছোকরাকে দরজা দিয়া সামনের বাগানে লইয়া গেল। এ সময়ে দূরে প্রজ্বলিত হেডলাইট প্রত্যক্ষ হইল—কুয়াশায় আলো পিঙ্গল—এনতার সিটি শব্দ শোনা গেল। গাড়ী দ্রুত গতিতে রাস্তা ধরিয়া চলিয়া গেল।

ছোকরা দুইজনের মিনতি—সে ফুচকাওয়ালার নিকট যেমন নুনঝাল অথবা খাট্টা চাহে অনেকটা তেমনভাবেই সম্পন্নিল। ইহা সে ধোপা যেমন করিয়া কাপড় আছড়ায়, যেমনভাবে সেই গাড়ীর অ্যাক্সিডেন্টে অচৈতন্য ব্যক্তিকে সাহায্যে নামে, অনেক লোক, ঐ ব্যক্তির সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল তেমনই ভাব করিল।

ছোকরারা আক্রমণিল, সে দৃশ্য বড় নির্ম্মম, বালক আদিম কোন মানুষদের নৃত্য পদবিক্ষেপে আসিল, হঠাৎ নিশ্চয় তাহার স্মরণে আসিল, সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ সে একাই একটি ব্যাটেলিয়ান, কখনও কেটলড্রাম বাজাইল! এবার আবার আমোদ দ্বিগুণিত করার জন্য এলোপাতাড়ি হাত পা ছুঁড়িল—এবার সে শাবল তুলিল, সে ছোরা মারিল, সে বক্সিং দেখাইল, সে সাইকেলের চেইন আছড়াইল।

ছোকরারা হস্তদ্বারা আত্মরক্ষার সংস্কারবশত চেষ্টা করিল। ইহা সে কোমর বাঁকাইয়া জোড়া পায়ে লাফ দিয়া এধার ঐধার করিল! হাত ঘুরাইয়া কদর্য্য এক আলেখ্য রচিয়াছিল।

দর্শকগণ হাসিয়া লুটপুটি খাইতেছে—পপ গীত মিশিয়া এক দারুণ কাণ্ড সংঘটিল। এহেন বিমোহ মিলাইতে কাটিয়া যাইতে বেশ সময় গিয়াছিল।

সত্যি একেই বলে পর্য্যবেক্ষণ—সুপার একসিলেন্ট!

আমাদের বাড়ীতে একদিন করিতে হইবে।

ক্লাবে একদিন!

যথার্থ। খুব মজা হইবে!

বালক বিপক্ষীয়রা চলিয়া যাইবার পর, বাগানে নামিয়া ঐ দুই বেচারীর ছেঁচাকোটা দেহের কাছে ঘুরিতেছিল। লেঃ কর্নেল টর্চ ফেলিয়া বলিলেন, ঐখানে কি করিতেছ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টর্চটা এখানে ফেলুন।

নিশ্চয় ঐ দুইটি বিকৃত মুখমণ্ডলেতে বালক কমিক কিছু খুঁজিতেছিল।

—এক্ষণ, শারদীয় ১৩৮৫

বাগান কেয়ারি

মাধবায় নমঃ তারা ব্রহ্মময়ী জয় রামকৃষ্ণ! এখানেতে আমরা সেই খবর বলিব যাহা আমাদের মনেতে শুধু কম্পনমাত্র—যাহাতে আমাদের শোক মোহ বিকার নাই, বিষাদও নাই; এক দৃষ্টে তাকান হইতে, চিন্তা হইতে, আলিঙ্গন হইতে এমনও যে স্থান হইতেও প্রতিনিয়ত আমরা উৎখাত হইতে আছি—তাই ঐ ঐ বৃত্তি নাই।

এখানে, এই বিপুল কর্ম্ম উদ্যোগে লোকের মনে ধন্ধ উপস্থিত হইবে, যতদূর দৃষ্টি যায় সব স্থানেই ভারী হইতে লঘু কারখানার পত্তন চলিতেছে, বনঃস্থলীর উচ্ছেদ এক বিরাট পর্ব্ব! অন্যত্রে টিলাসমান কার্য্য—আর একটি মহা নিনাদকারী ব্যাপার!

এক বিশাল শিল্প নগরীর গোড়া লাগিতেছে।

এখানে একটিতে মরিয়াছে!

এই তুমুল অতিকায়, দারুণ ক্ষিপ্র কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে ঐ দেহখানি পড়িয়া আছে; ইহা ঠিক যে, এহেন বৃহৎ পত্তনের, যাহা আড়ে বহরে কয়েক মাইল, যথার্থ মধ্যস্থলে নহে বটে, তবু ইহাই ঐ স্থান; আরও যে বিচারিলে একথা আসে, যে, ঐ দেহ মহা কোন রহস্যভরে, এক স্থানে স্থিত হইয়াও সর্ব্বত্র বায়ু তাড়িত যত্রতত্র চালিত আছিল; এবং ইহাতে পত্তনকার্য্যে যত প্রকারের একানে যন্ত্র—জল টানিবার ইলেকট্রিক যোগাইবার ইত্যাদি—যাহা প্রায়স্থানে চলিতেছে, বিকট শব্দ ইহার; এই শব্দ, অজস্র ট্রাকের ও ঐদিকে রেলের, ড্রিলের বুলডোঝার-এর ইত্যাদির আওয়াজ সকল কিছু সূত্রপাতেই স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া একটি মাত্র ধাতব ধ্বনিতে পরিণত হইল। যে এবং ইহার রেশ অনেক দূর অবধি ব্যাপ্ত আছে, যেহেতু দেহটি ভাসমান আছে। যাহার তাল লয় রাখিয়া ঐ ধাতব ধ্বনি শ্রুত হয়।

ঐ বেচারার মরদেহ পত্তনটির একান্তে পড়িয়াছিল—যাহার প্রতি ছটাক জমিতে কর্ম্মকুশলতা গৌয়ার।

ঐ সাড়হীন দেহের পাশ দিয়া লৌহ শিকল দ্রুতবেগে চলিয়াছে—আর কিছু দূরে ত খুব স্ফীত রবার বা অন্য পদার্থের জলের পাইপ কম্পিত দেখা যায়, আরও যে ঐ পাইপের গাত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্র ভেদিয়া ফিনকী দিয়া জল ঠিক্‌রাইয়া উঠিয়াছে—তাহাও; এবং এই সংস্থানের কয়েক রশি দূরে বন হাঁসিল করার শব্দ ক্রমাগত হইতেছিল। কখনও কুঠার কখনও বা করাতের শব্দ।

এই ব্যক্তি হঠাৎ পিছলাইয়া পড়িল, অথবা সে আপনকার দেহের ভার বহনে অসমর্থ হওয়াতে, অবাকভাবে বেসামাল তদীয় শরীর, দুলিয়া উঠিল এবং সে প্রথমে বসিয়া পড়িয়াছিল, ক্রমে নেতাইয়া শুইয়া পড়িল, এবং সে নিশ্চয় হা রাম বলিল! এই বেচারীর অতীব নিকটে যে কয়জন ছিল, তাহারা আশ্চর্য্য, সঠিক হলপ কাটিতে পারিল না যে কেমনভাবে ঐ ব্যক্তি মাটিতে এলাইয়া পড়িল, ইহাদিগের চিত্তে বিচিত্র ধন্ধ উপস্থিত হইল; এবং কে যে সত্য তাহা লইয়া তর্ক ছুটিয়াছিল!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি স্পষ্ট দেখিলাম, আমি শুনিলাম ঐ ব্যক্তিটি মা গো বলিয়া উঠিল। এবং এইভাবে পড়িল।

উহা তোমার মনগড়া ! আমার নিকটেই ঐ জন, আমি দেখি, এই বলিয়া ঐ পতিত ব্যক্তি ঠিক এই স্থানের পূর্ব্বে যেখানে ছিল, সেই স্থানটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে, হঠাৎ চমকিয়া উঠিল, কিছু চোখ বড় করিল, হায় কোথায় সেই স্থান, সমক্ষের পায়ে চলা জমির মধ্যে কোথাও ঐটির চিহ্ন অবধি নাই ; এখন এই তার্কিক সবিশেষ আতান্তরে পড়িল ! ক্রমে মুখমণ্ডল বিকটরূপ ধারণ করিল, যাহা বটে পরাজয়ের লজ্জায়, এবং সেইভাবে সে নিকটস্থদের প্রতি এমনভাবে, অসহায়ভাবে চাহিল, যাহাতে বুঝায় সে কহিল, আইস, বেলচা, কোদাল লইয়া আইস, আমরা সেই-স্থানটিকে খুঁজিয়া বাহির করি, আমার কথা যে ঐ ব্যক্তি এইভাবে ভূমিতে লুঠাইয়া হা ভগবান হা ভগবান বলে, এবং নেতাইয়া পড়ে ! একটি সত্য এখানে উহ্য ছিল, সকলেই স্বীকার করিবে যে ঐ ব্যক্তির মাটিতে পা থাকিলেও আমরা অনুভব করিলাম আমাদের দেহ হইতে সে খসিয়া পড়িল।

কি আশ্চর্য্য সেই যথার্থ স্থানটি কি রূপে খোয়া গেল !

কিছু দূর হইতে ঠিকাদার-এর কুলীজনদের কিঞ্চিৎ মাত্র গড়িমসি যাহাতে না আসে তজ্জন্য তারস্বরে, মুখ খারাপ ভাসিয়া আসিতে আছে, বহীনি···শালে, খেল পাইয়াছ, খেল ! এই খেল শব্দের প্রতি সকলের ভারী জাতক্রোধ ; ইহাতে বলা হয়, যে তাহারা চোর বাটপাড় ! ইহাতে তাহাদের পরনের কাপড়ে টান পড়ে ! এবং শ্রোতৃবর্গের, কুলীজনদের, মুখ বক্র হইল, হা হা খেল ! উহার হস্ত আন্দোলিত হইতেছিল। পরক্ষণেই ঐ কর্ত্তৃপক্ষের গলাভাঙা স্বরে বচন আসিল, যাহা স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধ ঘটিত অনেকবিধ অশালীন উক্তি, অর্থাৎ পাশবিক বলশক্তি মথিয়া তুল, ধর, কাট, লোট, হটাও ! মৈথুনে সকল বাধা নষ্ট কর, তুমি যে কিরূপ মরদ তাহা বুঝাইয়া দাও ! এহেন বৈখরীতে কুলীজন ঝামরিয়া উঠিল, কেহ এক পঙ্‌ক্তি গীত ছন্দিয়াছিল, 'পরদেশী সজনিয়া শ্রাবণ যে কুঠীবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায় !' এবং ঈকার উকার ঐকারে অন্যে যাহা দুর্লভ শব্দসকল করিয়া থাকে !

এখানকার যাহারা ঐ পতিত লোকটির কাছে, তাহারা ঠিকাদার-এর কাম উত্তেজিত কথাতে আপনাদের স্কন্ধে নিঃশ্বাস ত্যজিয়াছিল, এবং পুনঃ নিজেদের কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে উদ্যোগী হইল ; একটি স্থান তাহাদের নিমেষের সামনে হইতে আশ্চর্য্য অদৃশ্য হইল, এখন যে স্থানে সেই ব্যক্তি আছে, যে স্থানের ধূলা তাহারই লাট খাওয়া লোকটির মুখেতে সেই স্থানটিও না খোয়া যায়—এমত ছেলেমানুষী ভাবনা আসিতেই তাহারা পুনঃ আপনাদিগের স্কন্ধে উষ্ণ শ্বাস ত্যাগিল, এবং তাহারা শ্বাপদের চরিত্রে মুখব্যাদান করিল, ধর্ষণমদে তাগড়া হইয়া উঠিল ঠিকাদার-এর সেই ব্যভিচার উৎসাহজনক শব্দ সকল ক্রমাগত আসে—এবং তাহারা শপথ করিয়াছে যে ঐ স্থানটি পায়ের দ্বারা চাপিয়া রাখিবে ! কেননা সেই লোধা রমণী যাহার চক্ষু লাল হইয়া আছে, যে টলিতে থাকিয়া ঘোষিল, মায়া কাটাইয়াছে ! সৎকারের ব্যবস্থা কর ! এই ঘোষণা তাহাদের মধ্যে অদ্ভুতভাবে ক্রিয়া করিল।

ইত্যাকার দুর্দ্দৈব যেখানেতে, তাহারই দক্ষিণে ও পূর্ব্ব ইউরোপীয় কোন যৌথ (ভারতীয়ের সহিত) সংস্থার জমির মধ্যে যে বিরাট জায়গা তাহারই কাঁটা তারের বেড়ার ধারে, ইদানীং এখন এক বিদ্যুৎ খেলিয়া উঠিল, প্রতীয়মান যে, চারিজন বিবিধ বয়সী অতীব সম্ভ্রান্ত অভিজাত ঘরের মহিলা দণ্ডায়মানা ; ইঁহাদের হস্তে পূজা উপচারের রৌপ্য থালি, ইঁহারা ধান দুর্ব্বা ছড়াইতে (?) থাকিয়া এখানে ঐ দৃশ্যে আকর্ষিত হইলেন। তখনই বিকৃত যান্ত্রিক শব্দ কমিল ও বন কাটিবার শব্দ শোনা গেল ; ইঁহারা ঐ বিস্তীর্ণ জায়গায় দৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঞ্চালিত করিবার পর, পুনঃ সেই অল্প ভূখণ্ডের প্রতি নেহারিয়া—দক্ষিণ বাহু প্রসারিয়া—এসময় তাঁহাদের হস্তের বহু মূল্যবান রত্নখচিত প্লাটিনাম ও স্বর্ণালঙ্কার সমুদয় ওতপ্রোত আছে—স্থানটি নির্দ্দেশিয়াছিলেন। এবং নিকটস্থ দাসীবর্গকে কিছু আদেশ দিলেন।

বন কাটিবার শব্দ ধরিয়া দাসীবর্গ এই সামিয়ানার নিকটে দাঁড়াইয়া খবর দিল ; সামিয়ানার মাঝখানে বিচিত্র খাটে তাকিয়াতে ঠেস দিয়া আছেন মহাপ্রাচীন ব্যক্তি—ইঁহার নিকটে টেলিফোন, এবং পুত্র প্রপৌত্রাদি ; ঐ খবরে ইঁহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া তৎক্ষণাৎই নিজেদের ডাক্তারকে প্রেরণ করিলেন ; মহাপ্রাচীন যিনি, যাঁহার করজোড় বক্ষের নিকটে আছে সর্ব্বদাই, তিনি উচ্চারণ করিলেন, হা ভগবান ! চল ভাই, আমিও যাইব, না তোমরা মানা করিবে না, আমার গাড়ী তৈয়ারী রাখ যদি প্রয়োজন হয় ! ডাক্তার, বেচারাকে দেখ, হা ভগবান ! আমি যদি না যাই তাহা হইলে আমার পাপ হইবে ! এবং এই মনোভাব প্রকাশ করিয়া তিনি স্বীয় বংশ পরম্পরা দিকে যারপরনাই স্নেহ ও ব্যাকুলতাতে নিরখিলেন, এখন তিনি প্রপৌত্রর স্কন্ধে ভার ন্যস্ত করত আছেন ; যে এবং খুব ভারী দীর্ঘশ্বাস ত্যজিতে থাকিয়া অস্বস্তি ব্যক্ত করিলেন, বেচারা ! কি কপাল ! এই সময় যদি না যাই তবে কবে যাইব, কাছে মানুষ উপস্থিত না থাকিলে ঐ দেহ শিয়াল কুকুরে টানা ছেঁড়া করিবে ! আমি উপস্থিত থাকিব !

মৃতকে অবলোকনিতে থাকিয়া ঐ লাস্যময়ী খেমটাওয়ালী কহিল, ইহারা এই নগর না লাগিতেই খাঁচা-ছাড়া ভূতগুলি হইতে (কয়লাখনিতে কাজ যাহারা করে) দশ কাঠি সরেস ! যেন সাপের পাঁচ পা দেখিয়াছে, কাহার যে পাছখান আছে বলিয়া বোধ হয় না, আপনি দেখিবেন হুজুর এই পাপ যখন ফণা চিতাইবে তখন দেখিবেন ! আজব জায়গা হইবে ! থু থু !

আঃ পুরাতত্ত্বের একাধিক অভিশপ্ত নগর এখানে ধূলায় ফুট কাটিতেছে ; এখানে বিচিত্র রূপে সমস্ত মিলিয়া একটিতে ঘটিয়া উঠিবে ; চমৎকার সাবানের গন্ধ-ছড়ান সন্ধ্যায় নিশ্চয়ই বৃদ্ধরা অব্যক্ত লইয়া আলোচনা করিবে না, বহুদিন পূর্ব্বে যেমন তাহারা করিত—এবং যাহা বেশ্যাদের হাত তালি দিয়া গীতধ্বনে, যাহা, বিকার প্রাপ্ত হইল !—বৃদ্ধ সকলের সমক্ষে যে ধুনি প্রজ্জ্বলিত আছে তাহার প্রতি বোকা চোখে চাহিয়া থাকিবে ; অথচ তাহারা পতঙ্গকে মহান শিখা প্রযুক্ত অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইতে দেখিল অথচ তাহারা ঐ ব্যাপার হইতে অতি সহজই একটি ভীমকর্ম্মা অভিশাপ রচনা করিতে পারিল না এবং এই বৃদ্ধদের বক্ষ চাড়া দিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহিরিয়াছে।

ইদানীংকার বৃদ্ধরা তেমন নহে, ইহারা দর্জ্জিকে গাল পাড়ে বলিবে ঐ দর্জ্জি বড্ড কাপড় চুরি করে, আবার কখনও স্বাধীনতাকে গাল পাড়ে !

আমাদের প্রত্যেককেই কিছু না কিছু আত্মত্যাগ করিতে হইবে, এ দেশ বিরাট, স্বাধীনতা !

যাঃ শালার স্বাধীনতা, আমরা দেশগাঁ স্ত্রীপুত্র-পরিবার ছাড়িয়া আসিলাম, কি সেই একই অবস্থাতে থাকিবার জন্য, এখানকার ব্যাপার দেখিয়া এই সার বুঝিলাম নাতি নাতনী লইয়া শীতের সকালে দাওয়াতে বসিব তাহাতে বালি পড়িল ! এখন আমরা নিজেদের লইয়া ব্ল্যাক করিব ! ব্ল্যাক !

অথচ এই নগরের দিকে, ইষ্টিশান হইতে অনেক দূরস্থিত ইহা, বড় অসহায়ভাবে তাহারা চাহিয়াছিল, তখন সবে পত্তন হইতেছে। কয়েকজন কান্দিয়া ফেলিয়াছিল। যে তাহারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনিয়াছে, এইরূপ এক একটা জিনিষ গড়া হয়, যেমন সেতু, রেললাইন, চা বাগিচা, কয়লাখনি অসংখ্য ছোটলোক বলি পড়ে,—উইলিংডন সেতু যখন তৈয়ারী হয়, কলিকাতা হইতে সব মুচি দেশে চলিয়া যাইতে লাগিল, খবর চাউর হইল, দু হাজার মুচির মুণ্ডের উপর ঐ সেতুর ভিৎ গাঁথিতে হইবে—প্রথমকার গাঁথনি জলে ধবসিয়া যায় ! মুচিদের চাই ! না জানি এ নগর কত নিম্নশ্রেণীর লোক চাহিবে !

ঠিকাদার কহিল, ঐ-সব মেয়েলী বুজরুকি ! তোমাদের যদি তাই মনে হয়, কাজ সারিয়া তোমরা যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও ; কাজ না উঠাইলে কোন হিসাব মিলিবে না ! সাফ কথা !

মহাপ্রাচীন কহিলেন, ডাক্তার সত্বর যাও, উহারে বাঁচাও, যত্ন কর, হা ভগবান, বেচারা ! এই শুভ পত্তনকার্য্যে কি ব্যাঘাত !

ইঁহার সহধর্ম্মিনী বিলাপ করিলেন, বেচারা ! আমি সাপটিকে মারিতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিলাম, সেই আমি—আমার কথাকে ঠেলিও না, হে ভগবান ! উহারে এমনভাবে মারিও না, হা কপাল ! নিশ্চয় ইহা এই স্থান উহার বিদেশ, যাহা উহার পড়িয়া থাকার ভঙ্গিতে বুঝা যায় ! হায় এখানে ঐ লোকের মুখে জল দিবার কেহ নাই ! আমার অতিবড় শত্রুরও যেন এরূপ না ঘটে !

হায় এই ঘোর বিদেশে কি দুর্ভাগ্য ! না জানি উহার দেশ কোথায়, একশা হইতে আছে আমাদিগের চিন্তা—হায় উহার বৌ কোথায়, না জানি উহার ছেলেপিলেদের কি দশা হইবে ? যিনি এই খেদ করিলেন তিনি মহাপ্রাচীনের পুত্রবধূ ইঁহার হস্ত মৃতর দিকে নির্দ্দেশিত আছে।

ইঁহার পুত্রবধূ আক্ষেপ করিয়াছিলেন, হায় বড় দুঃখময় তাহার জীবন, যে আপনার কাহারও কোলে মাথা না রাখিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ! আরও মন কামড়ায় যখন বিভূঁয়ে কেহ কালহত হয়, বেচারার কি বা কপাল ! এবং আপনার নির্দ্দেশিত অঙ্গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

প্রপৌত্রের অল্পবয়সী বধূতে বর্ষীয়সীদের মতন স্বরভঙ্গ দেখা দিল, শ্রুত হয়, হায় যে হাম্বারবের উপর দেহ রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিল না, যে জন মায়া লইয়া যাইল না—সে জন বড় দুখীয়াড়ি ! সে সকল পথ (এখানে প্রত্যাবর্ত্তনের) ভুলিয়া যাইবে, হায় নিরালম্ব হইবে ! এবং এখন উনি একবার তির্য্যকভাবে আকাশ নেহারিলেন। অতঃপর নির্ভুল নির্দ্দেশের কারণে উনি অঙ্গুলিতে মৃদু টান দিলেন।

এবং ইঁহারা প্রত্যেকেই সমস্বরে ব্যক্ত করিলেন, হা কাহারও কি মনে আইসে না, পতিত ব্যক্তির একটু ছায়া দরকার ! অত যে স্ত্রীলোক তাহারা কামীনগিরিতে সব ভুলিল, ইস কি রৌদ্র !

কুলীজনরা ঐ স্থানটি, যেখানে সেই ব্যক্তি আছে, তাহাদের চোখের দৃষ্টিতে ও হাতের ভাঙ্গনে এমন কৌশলে জাপ্টাইয়া আছে যাহা দেখিলে অতীব কুৎসিত কিছু মনে হইবে, ঐ স্থানটিই মহা ব্যাপার নির্ঘাৎ ! ইহাদের নাসিকা আঘ্রানিতে থাকা কার্য্যতে ব্যস্ত রহিয়াছিল, এবং এই প্রকার স্ফীত হওয়া ঠিকাদার-এর উদাত্ত স্বরে ধর্ষণজনিত বচনে কমিতে বাড়িতে ছিল !

এই পরিস্থিতি যখন, তখন একজন ঠিকাদার-এর নিকটে আসিল ; ঠিকাদার অকেজো পরিত্যক্ত লৌহ সরঞ্জাম—ইদানীংকার যুদ্ধের উদ্বৃত্ত—অনেক যন্ত্রাংশের উপর দাঁড়াইয়া কাজ দেখিতেছে ; আঃ কর্ম্ম শেষে সে যখন আপন স্বাভাবিক স্বর ফিরিয়া পায় তখন সে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় আশ্চর্য্যের ! এখনকার যন্ত্রাংশ সরাইয়া জায়গা পরিষ্কার করার কাজ তাহার, সে অনেক কুলীজন খাটাইতে আছে ! যে লোকটি ইহাদের নিকট দৌড়াইয়া আসিল, তাহার বাহু প্রসারিত ও তর্জ্জনীতে নির্দ্দেশ ছিল ; এই ব্যক্তি সেই বিশেষ স্থানটি নির্দ্দেশিতে, খুব কুহকজনক তরিখায় অদ্ভুতভাবে আপনকার সারা দেহে এক ঘূর্ণিত প্যাঁচ খেলাইল, এইক্ষণে তদীয় হাত তেমনই আছে—যাহা নির্দ্দেশিত ছিল।

ঠিকাদার ইহাতে ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করিল, প্রত্যক্ষিল যে বেশ কিছু দূরে ব্যস্ততার কিছু শিথিলতা দেখা দিয়াছে ; তখনই সে আপনাকে চাগাইতে স্বীয় দন্তসকল বাহির করিল, এবার সে তারস্বরে মুখ খারাপ করিবে ;

মনে হয় মৃত !

মৃত ! আঃ···হা আঃ !

মৃত ! এই শব্দ সম্পর্কে যে জ্ঞান তাহা এই বিশাল কর্ম্মযজ্ঞ হইতে সাত আট দিনের উজান পথে ঠেলিয়া যাইলে তবে মিলিয়া থাকে ; ঠিকাদার রুষ্ট মুখে কিছু চিবাইয়া, শেষে, বাহুমূলে, কাঁধের দিকে সার্ট যেখানে ফাটা সেই দিকে নিরখিল ; ঐ ফাটা জীর্ণতার মধ্য দিয়া তাহার গ্রাম দেখা যায়। এবং সে এখন সেই গ্রাম দেখে ! এসময় তদীয় কপাল কুঞ্চিত হইল, কেননা এখনও মৃত শব্দটি তাহার মনেতে ফুট কাটিতেছিল ! তাহার সর্ব্বাঙ্গে এমনই এক অভিব্যক্তি যাহা অবলোকনে বিশ্বাস হয় যে, সে এখানে, এই বুলডোঝার, ক্রেন, ইলেকট্রিক ড্রিল, ডিজেল ইঞ্জিন অসংখ্য ট্রাক, কলকব্জার বাক্স ইত্যাদির মধ্যে মৃত্যু আসিল কেমনভাবে তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না, সে বরং বিস্মিত হইয়াছে ! এবং ইহাও সত্য যে সে, ঐ ঠিকাদার, অতীব ঘৃণা উদ্রেক হয় এমন জঘন্য নোংরা কথা বলিল, যাহাতে আভাসিত হইল কোন এক রমণী এবং এক পলকা, আধ পোয়া আটা হজমে অক্ষম লোক ঐটিকে পরিক্রমণ করত কুকুরশাবকের ন্যায় কুঁ-কুঁ আর্ত্তনাদ করে—সেই জন মরিবে না ত কে মরিবে ! এবং দূরস্থিত অন্য দোপাল্লীটুপী-পরিহিত ঠিকাদার যে লোক পরম্পরা ঐ সিদ্ধান্ত শুনিল, সে মরদের বদনাম বেঘোরে মরুক ! যাও শালা আকাশে ওভারটাইম করিতে।

এই ঠিকাদার এখন রুক্ষ কণ্ঠে কহিল, খেল, শালা বুঝিয়াছি আমার ফুরণ-এর কাজকে বানচাল করিবার ষড়যন্ত্র। কামচোট্টা সকল···খেল পাইয়াছ ! বুঝ, আমার চুল রোদ লাগিয়া পাকিতেছে না, শালা হিসাবের বেলায় দেখা যাইবে ! এবং সে ঠোঁট কম্পিত করিল, তদীয় মস্তক নিকটস্থ ওয়েলডিংকারীর হস্তস্থিত যন্ত্রটিকে অনুকরণ করিয়া, এখন খোলা এখন বন্ধ, উঠানামা করিল। অতঃপর উন্মত্তের ন্যায় হাঁক পাড়িল, সরকার ! সরকার !

ধূলা উড়াইয়া বহুবিধ গাড়ী—অনেক যুদ্ধ জন্য নির্ম্মিত গাড়ী সকল ধোঁয়া ছাড়িয়া যাইতেছে এবং যে বাস থামার জায়গা হইতে বিবিধ দিকের বাস গন্তব্যস্থানের নাম তারস্বরে বলিতেছে। এখানে এই ধরাশায়ী কুলীজনের দ্বারা দখলকৃত স্থানটি যাহারা নজরে কব্জা করিয়া আছিল, তাহারা খানিকটা এখন পরিশ্রান্ত ; একে অন্যরে তীব্র চোখে শাসনে রাখিয়াছে যাহাতে, কর্ত্তব্যে না অবহেলা হয়—স্থান যেন খোয়া না যায়। চলিত গাড়ীর ধূলা যতই চোখে পড়ুক ; যাত্রীবাহী বাসওয়ালাদের ডাক যতই কেননা মনকে উদগ্রীব করুক। আমরা আর কিছু এই ব্যাপারে করিতে না পারি—দেশাচার ভেদে কত না লৌকিকতা আছে—কোথাও কড়ি দেয়, কোথাও হস্ত-প্রমাণ বৃক্ষশাখা লইয়া শ্মশান অনুগমন করিয়া থাকে—এখানে সেই সকলের কথা উঠে না, ইহা দেশ গ্রাম নহে, ইহা পত্তনমুখীনগর !

সত্য বটে ! বলিয়া আরম্ভিল সেই কুলীজনটি যাহার নিকট ঐ নগর অনিবার্য্য ; যে স্বেচ্ছায় কিছুদিন পরে বাড়ীঘরদোর ভুলিবে এবং ঐ নগর দ্বারা সীমিত হইতে চাহিবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কহিল, হা হা পত্তনেই যখনই এইরূপ, তখন ঝামরান অবস্থাতে তৃষ্ণার্ত্তকে জল পর্য্যন্ত দিবে না ! ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ! যে এই উক্তি সে কপট সরলতাতে প্রকাশিল ! এই সঙ্গে প্রায় সমস্বরে সকলে স্বীয় বক্ষঃস্থিত কষ্ট ব্যক্ত করিল যাহার অর্থ হায় কি নির্ম্মম এই স্থান।

তখনই, হায় একা আসিয়াছ একাই যাইবে। এই কথাগুলি কে ব্যক্ত করিল তাহা ঠাওর করা গেল না, তবে এই কথাটির সারমর্ম্ম গ্রহণ করিবার কারণে একে অন্যজনের মুখপানে অনুমতি আশে নিরখিয়াছে, যেভাবে তাহারা মোড়ল বা সর্দ্দারের দিকে চাহে কোন কিছু বিশেষ গুরুত্ব ব্যাপারে, উহাদের আজ্ঞার অপেক্ষায় থাকে অনেকটা সেই সেইভাবে।

এখন ইহাদিগের একজনা খুব বিচক্ষণতার হাসি আপন ঠোঁটে খেলাইল, যাহাতে এমন স্পষ্ট হয় যে ঐ ভয়ঙ্কর সত্যের পর—সে দারুণ কোন সূত্র জানে ! সে বারম্বার স্মিতহাস্যে ঐ পদ 'একা আসিয়াছে'··· ইত্যাদি উচ্চারিয়াছিল। ঐ পদটি কোনক্রমেই আর নিজস্ব তাৎপর্য্যে অতএব ছিল না, বরং তাহা এক অদ্ভুত সান্ত্বনা হইয়াছিল। এক রমণী অন্যটির কবরী শুঁকিতে আছিল। সমক্ষে একটি হস্বারবের উপরে ঐ মৃত ব্যক্তি শায়িত !

ঠিকাদার যে ঐ খবরে আউরাইয়া উঠিল, এবং ডাকিয়াছিল, নিজ সরকারকে, আজ্ঞা দিল, যাও ঐ কুলীজনের নামে চৌদ্দ আনা রোজ কাটিয়া লও ! উহার খেল দুরমুশ করিয়া দাও, এবং যাও দেখ লোকটা কতদূর বজ্জাতি জানে, মানুষে এমন বজ্জাতি করিলে পাখীর পাখনা ঢিল হইয়া যাইবে !

সরকার বিনীত স্বরে জ্ঞাত করিল, যে ঐ কুলীজন মরিয়াছে !

আরে মরিয়াছে কথা ত অনেকক্ষণ যাবৎ শুনিতেছি ! যাও যাও নেশাতে বেহুঁস হইয়াছে ! কিম্বা ক্ষুধাতে অচৈতন্য হইতে পারে, শালারা নিজেরা না খাইয়া খালি ঘরে টাকা ভেজিবে, ইহা তাহার ফল ! যাও দেখ, আমার একটা কুলী বসিয়া যাওয়া মানে শত শত টাকা লোকসান ! সরকার কথা কাটিও না যাও !

যে ওভার টাইম করিতে গেল, জানি, তাহার সাধ ছিল কুস্তীগীর হইবে, খাদ্য সম্পর্কে রসিকতা করিবে, উচ্ছলিত হইবে, আমি এক পোয়া বাদামের সরবৎ হজম করি, রোজ আধ পোয়া ঘি খাই—পাঁচ সের দুধ আমার কাছে কিছু নয়—এমন দিন আসিবে যখন বলিবে আর হাসিবে ! তাহার হাসিতে স্পষ্ট বুঝাইবে যে অতি শিশু এবং বোকা ! মোচে সর মাখাইবে !

এই কুলীজন যে এখন মাটিতে অনড় হইয়া আছে ! তদ্দর্শনে অন্যেরা গরমে অতিষ্ঠ হওয়ত কহিল, হা আমরা ঘামে মরিলাম, কিন্তু ইহার এক বিন্দু ঘাম নাই, পাতালের ঠাণ্ডা উহার গায়ে !

পুকুরের নীচে বহুকালের পুরাতন পাঁকও এত শীতল নয় !

তবে কি হইল উহার !

ভগবান না করুন···কি জানি, আমাদের মধ্যে পাকা কেহ নাই যে বলিতে পারে।

ঐ ত ঐ লোধা রমণী, কৈ হে দেখ না ইহার কি হইল, শুনিয়াছি তোমার গুরুর দিব্যি আছে আমরা জানি ! হে লোধা রমণী তোমরা অনেক কিছু জড়ি জড়া বাজীকরণ জান—এক্ষেত্রে তোমার কিছু করার আছে, আমরা জল সিঞ্চন করিলাম কিন্তু বৃথা হইল ! তুমি বসিয়া থাকিও না !

আহা বেচারীর বয়সই বা কত হইবে, খুব জোর চব্বিশ পঁচিশ ! এক একবার মনে হয়, এই সেই, যাহাকে আমি একদা দেখি ! অন্তত ইহার মুখের মধ্যে অল্প মানে নেহাৎ বালক বয়সী মুখখানির আদল বেশ পরিস্ফুট রহিয়াছে ; সেই বালককে দেখি এলোমেলো বাঁশী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজাইতে থাকিয়া বরষার ক্ষেতের আলের উপর দিয়া আসিতেছে, পরনে এক হলুদ ছোপান কাপড়, গলায় ও হাতে অনেক লাল সুতা, এবং তাহার পিছনে এক প্রৌঢ়ের কোলে লাল পাটের সাড়ী জড়ানো একটি বছর চারেকের মেয়ে—বুঝিলাম বিবাহ করিয়া ফিরিতেছে ; নিশ্চয়ই সেই বালকই এই যুবা—তাহা যদি নাই হয় তবে হঠাৎ আমার মনে সেই কথা আসিবে কেন ?

এই বিবৃতিতে অন্যেরা ছন্নছাড়া নিরাশ্রয় বোধ করিল ; ইহারা দাবাইয়া রাখা স্থানটির প্রতি সভয়ে নজর দিল এবং ঐ সময়েতে আপনাদের নামঠিকানা—গ্রাম পোষ্ট অফিস জিলা রেল ষ্টেশন পর্য্যন্ত স্মরণ শুধু করে নাই অনুচ্চ স্বরে একই সঙ্গে পাঠ করিল, হঠাৎ ইহার কি যে প্রয়োজন তাহার কিছুটাও ঐ কুলীজনদের নিকট স্পষ্ট হয় নাই ! তবে বিশ্বাস হয়, যে, নিজেকে খেয়ালে রাখা যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য !—ঐ পাঠের শেষে একজন বলিল, হে লোধা বৃদ্ধা ! তুমি হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিও না, তুমি নিশ্চয় গুরু মান, গুরুর কোপ অভিশাপ লইও না ! দেখ এই মানুষটির কি দশা হইল বা !

ইহা শ্রবণে সেই বৃদ্ধা দণ্ডায়মান হওয়ত কোন নেশাতে টলিতে লাগিল, এখন সে আপনার ক্কচিৎ-সাদা পাকা চুলের খোপা খুলিয়া দিল এবং তৎক্ষণাৎই এক বিকট তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছাড়িল ! অতঃপর সে যেখানে কাঠ কাটা হয়, বনস্থলীতে, ছুটিয়া গেল । কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐ বৃদ্ধা অনেক লতা গুল্ম লইয়া আসিল, আপনার বস্ত্র ছাড়িয়া সামান্য গামছা-খণ্ডে লজ্জা নিবারণ যাহাতে হয় তেমন করিয়া পরিল, লতা কোমরে জড়াইল, পৈতার মত করিয়া লতা দেহে স্থাপন করিল, এবার সে ছোট একটু আগুন করিতে আদেশ দিল ।

আগুন জ্বলিল । বৃদ্ধা ঐ বিচিত্র সজ্জায় শিখার উপরে—শিখা কতটুকুই বা—হস্ত প্রসারিত করিল, চোখে বিদ্যুৎ খেলিল, দন্তপাতি দেখা গেল (আদিবাসীদের দেহসৌষ্ঠব অধিক বয়সেও নষ্ট প্রায় হয় না) বক্ষপ্রদেশ কম্পিত হইল ! এবং সে মহা হুঙ্কার ছাড়িল—ইহাতে দিক জনপ্রাণী সবই রোমাঞ্চিয়া উঠিল ! বৃদ্ধা ছড়া কাটিল, মানুষ আগুনে হাঁটিয়া থাকে ! তাহাকে মারণ উচাটন করে—কোন অপদেবতার সাধ্য নাই তুমি জান না তুমি আগুনে হাঁটার লোক তুমি উঠ !

এই সময় তিনজন রমণী মাথার নিকট বসিয়া মাথা দুলাইতে লাগিল, এবং বৃদ্ধা শায়িত ব্যক্তিকে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া প্রদক্ষিণ করিল, এবং শেষে ব্যক্তিটির মুখের নিকট ফুঁ দিতে থাকিল, ইহার পরে উহার তালু স্পর্শ করত চমকিয়া লাফাইয়া উঠিয়া, ধূলালুণ্ঠিত ব্যক্তির দিকে চাহিয়া সলজ্জায় কহিল, পাখী উড়িয়া গিয়াছে !

এই বাক্য সমবেতদের মধ্যে চাঙ্গার সঞ্চার করিল, প্রতি জনে এই বাক্য আপনার মত করিয়া উচ্চারণে একে অন্যকে জানাইতেছিল, ইহাতে হতাশার রেশ ছিল, এবং এই মানসিকতা সকলেরই বড় চমকপ্রদ লাগে । এরূপ বাক্য যে তাহারা হাটে মাঠে শুনে নাই তাহা নহে—কিন্তু এমত ভাব দেখাইল যে এইমাত্র, এই প্রথম, ঐ রূপকটি শুনিল । তাহাদিগের বলিবার ভঙ্গিতে গৌরব পরিস্ফুট আছিল ।

এখন ঐ বৃদ্ধা রমণী আপনকার দেহ হইতে লতা গুল্ম উন্মোচন করিতে থাকিয়া এবং একটির পর একটি আগুনে নিক্ষেপিতে আছে অবস্থায় ঐ বাক্য আর দুইবার ঘোষণার পর মন্তব্যিল, রাত্রচর ডাইনীরা আমার কথায়, গুরুর কৃপায় যাহা অনুভব করিলাম, তাহাতে সায় দিবে ! ঐ ব্যক্তি মায়া কাটাইয়াছে—এই ব্রাহ্মণ্য বাক্যও সে প্রয়োগিল ।

সমবেতেরা মৃতের মুখের প্রতি নেহারিল, হায় কিছুক্ষণ আগে ঐ বৃদ্ধা উহাকে চেতনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনিতে কহিয়াছিল, তুমি না সেই যে সাপের মাথায় ভেককে নাচাইয়া থাকে।

সকলে আশান্বিত হইল, এখনই 'জয় রাম' বলিয়া সে জাগিবে।

বৃদ্ধা রমণী পুনঃ কহিল, তুমি না শূন্যে রশি খাড়া করিয়া রশি ধরিয়া উঠিয়া যাও !

আবার নীরবতা। শুধু বহুবিধ যন্ত্রের শব্দ ও তীব্র কুৎসিত পদ সকল শ্রুত হইতেছিল। কোন একজনের চকিতে মনে পড়িল, ঐ ব্যক্তি সেই রেলের সিটি শুনিলে অস্থির হইত, এবং পানি-পাঁড়ে ডাকটি অবাক নকল করিতে পারিত। (ইস্টিশানে যাহারা পানীয় জল সরবরাহ করে তাহাদের ডাক)

পুনঃ বৃদ্ধা কহিল, হে আগুনে-হাঁটার লোক ! উঠ !

এখন সকলে বৃদ্ধার প্রতি ছেলেমানুষের মত জিজ্ঞাসু চোখে দেখিতে লাগিল। 'পাখী উড়িয়া যাওয়া' কথাটি কেহই শেষ ঘোষণা বলিয়া লইতে যেন অপারগ হইল ; বৃদ্ধা কহিল, তিনজন স্ত্রীলোক উহাকে স্পর্শ করাতেও সে ফিরিল না, সে মৃত ! সে মৃত ! সে মৃত !

এই শব্দে, সৈন্যের পোষাক পরিহিত এক নেপালী ; যে কোন সংস্থার দরওয়ান (এখানে অবসরপ্রাপ্ত অনেক সৈনিক রকমারি কাজে নিয়োজিত আছে) সে স্থির হইল ; হাত জোর করিয়া কপালে ঠেকাইল, এবং বলিল, যাহারা ভাল, যাহারা কাহারও সহিত বাক্‌বখেড়া করে না, যাহারা নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া গাছে হাত দেয় না, যাহারা গরীবকে আপন ক্ষমতা অনুযায়ী দান করে তাহাদের ভগবান তাড়াতাড়ি লইয়া থাকেন, তাহারা ভাল !

রাম নাম সৎ হ্যায় !

সে ভগবানের অতি প্রিয়, যেটুকু ভোগ ছিল শেষ হইতেই চলিয়া গেল !

সে এখন প্রশ্নও নহে বা কোন উত্তরও নহে। যম তাহাকে ঐ লইয়া যায় !—বৃদ্ধা জ্ঞাত করিল।

এখানে বিবিধ কর্ম্মতৎপর যন্ত্রাদির ইতস্ততঃ দিয়া এখানে সেখানে, বিভিন্ন সংস্থার চৌহদ্দীতে চমৎকার পোষাকে, মনোহর দর্শন অতীব উচ্চপদস্থ কর্ম্মীগণ, ইহাদের মুখের চাপা নিঃসংশয় উচ্চারণে প্রায় ইত্যাকার শব্দ ফুট কাটিতে আছে : লেবার, পৃশিসন হউলেজ, ডিসম্যান্টল, হয়েট, প্লান, সাইট, আউট পুট, ইনস্টল, প্লান্ট, কমপ্লেক্স। রাফলি ! দূর হইতে ইহাদের ছোট দলকে প্রত্যক্ষিতে বড় কৌতুকপ্রদ—কত রকমারি ইহাদের অভিব্যক্তি। ইহারা ভারতকে সমৃদ্ধিশালী করিবার ভার লইয়াছে—অবশ্য পরোক্ষে ! এই বেচারাদের মধ্যে ঐ খবর প্রচারিত হইল। ইহারা ছোট করিয়া কাশিল।

ইহাদের নিকট, মৃত হইতে মৃত্যু শব্দটি খুব বেশী নিকটের, সমধিক পরিচিত-—কেন না, ইহারা দেশ বিদেশের বহু তপস্বী সন্ন্যাসী ঋষিগণের ক্রমে দার্শনিকদের অন্ধকার লইয়া তর্কবিতর্কের ধারা বহন করিতে আছে ! এখন রাম নাম সৎ হ্যায়-এর রেশ এখানে সেখানে ভাঙ্গাচোরা শ্রুত হয়, তাই ঐ বিশেষজ্ঞ দল অল্প মুহূর্তের জন্য মৌন থাকিল। বেশ বুঝা যায়, তাহারা মৃত্যু শব্দটিকে পরিষ্কার উচ্চারণের নিমিত্ত এই সুদীর্ঘ বিরাট নগর পত্তনের এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করিল।

তাহাদের চোখ বিশাল আকারের প্যাকিং বাক্স, ক্রেট সকলে যে দূর দেশের নাম মুদ্রিত আছে তাহাতে ঠেক খাইল ; এবার তাহারা কেহ মাটির দিকে তাকাইল, যেখানে একটু জল দাঁড়াইয়া আছে কিছু অনাদৃত ধান গাছ—একদা এখানে ক্ষেত ছিল। সেখানে এখনও শান্ত নির্জ্জনতা আছে—এখানে দাঁড়াইয়া ঘোলাজলের দিকে নিরখিয়া বহু পুরাতন প্রশ্নটিকে পুনঃ তোলা যায়—মৃত্যু কি ?

সত্যি মৃত্যু কি ইহাই আমরা জানিবার চেষ্টা করি না অথচ সেইটাই মানুষের আদত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ !

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আপনি…অমুক বইটা পড়িয়াছেন কি খুব যুক্তিসঙ্গত লেখা ! নিছক মৃত্যু লইয়া পাতার পর পাতা আলোচনা ! ইংরাজীটিও ভারী পরিচ্ছন্ন !

আমি ভাবিয়াছি আমার ছেলেমেয়েকে কোন সূত্রে ইহা আলোচনা করিতে দিব না !

ঐ অভিজাত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ঘরণীদের অঙ্গুলি নির্দ্দেশ এখানকার জনমণ্ডলীর মনে ছবি হইয়া বসিয়াছিল : অধুনা ছবিটি একের বুদ্ধিকে কোন এক কুহকময় অবস্থায় লইয়া যাইতে আছিল, এবং দেহে সিঙ্ঘিড়া দেখা দিল ফলে তাহারা বিশেষ অস্থিরমতি হইতেছিল ! বারম্বার বলিয়া উঠিয়াছে, একি ব্যাপার, এ কি রহস্য ! যে নিশ্চয় একটু শুষ্ক গোবর অর্থ ঘুঁটে পাইলে, নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিত, পথে কোথাও এক খণ্ড শুষ্ক বৃক্ষশাখা পাইলে, ভগবান আছেন বলিয়া নিশ্চয় বিশ্বাস করিত—সে এরূপ বিস্ময়কর রহস্য হইল কেমনে ! কবে হইতে সে এমত রহস্য হইল ?

আমরা ভয় পাইতেছি, যে স্থান আমরা কব্জা করিয়া রাখিয়াছি তাহা বুঝি যায় ! আমাদের মধ্যে কেহ এমন নাই, যে কিছুদিন পর আমাদের সর্দ্দার হইবে—ঠিকাদারের নিকট হইতে দলের প্রত্যেকের হিসাব—কানা কড়ি পর্য্যন্ত বুঝিয়া লইবে, যে হাসিলে আমরা হাসিব ; সে এই ব্যাপার রুখিয়া, যাহাতে রহস্য না হইতে পারে, বীরদর্পে বাপের ব্যাটার মতন দাঁড়াইতে পারে !

আঃ কলিকাল !

যে তুমি আমাদেরই মত কুমড়া লতাতে ফুল ধরিলে সপ্রশংস নেত্রে দাঁড়াইয়াছ, সেই তুমি এখন এরূপ প্রেতভাব লইয়া আমাদের বিচলিত কর ! এই কি ধর্ম্ম, তোমার ঐ রহস্যের ঘোরে আমরা একের ঘাড়ে অন্যে পড়িতেছি !

AMARBOI.COM

এখানে এই নগর পত্তনের প্রায় মাঝখানে যেখানে প্রায় বাস ট্রাক সকল দাঁড়াইয়া থাকে, এখানে সরাইখানা অর্থাৎ চা ভাত রুটির দোকান আছে ! কিছুক্ষণ আগে দুই ভিন্নমুখী ট্রাক হইতে দুই শিখ ড্রাইভার দুইজনে দুইজনকে দর্শনে অনবরত হর্ণ দিতে লাগিল, একে অন্যকে কপট গালি দিতে থাকিল, পরক্ষণেই দুইজনে ষ্টার্ট দিবার হ্যাণ্ডেল উঁচাইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া একে অন্যের দিকে ধাওয়া করিল, অনেক গঞ্জনা শ্রুত হইল ; ইতিমধ্যে তাহারা ষ্টার্ট দিবার হ্যাণ্ডেল দূরে নিক্ষেপিয়া, দুজনে, মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ; দুইজনের পাগড়ী খুলিয়া মাটিতে পড়িল, এই একজন অন্যকে ধরাশায়ী করে, এই একে অন্যকে চাগাইয়া ধরে—মহা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে আছিল। দর্শকগণ মহা উল্লাসে হৈ দিতেছিল, কাম উত্তেজক পদ উড়িতেছিল।

'রাম নাম সৎ হায়'-এর রেশ যদিও এখানকর উৎসুক দর্শকদের কানে, নানান যান্ত্রিক আওয়াজ ভেদ করিয়া আসিতেছিল, তথাপি তাহাদের মন টানিতে পারে নাই, অবশ্য এমনইতে অপরিচিতদের মনস্থির না হইবার কথা ! তবু বিচার বুদ্ধি বলে, এই নগর পত্তনে মৃত্যুর কোন কথা ছিল না—ইহা দেশ গাঁ নহে। এখন সকলে ঐ ভয়ঙ্কর মল্লযুদ্ধের পর পাগড়ী পরা ধূলা ঝাড়া, এবং প্রচণ্ড আবেগে আলিঙ্গন দেখিতেছিল, ঐ দুই পরিচিত শিখ মাঝবয়সীদের আহ্লাদিত হাসির ন্যায় এই মরজগতে কিছু নাই !

এই দৃশ্যের প্রতি সকলেই মহা কাঙালের মতন প্রত্যক্ষিয়াছিল ! যাহাতে ঐ মর্ম্মান্তিক কথা না মনে আসে, এখন তত্ত্বদর্শীদের ধারাবাহক মহা উচ্চ-শিক্ষিতগণের ঐ আদিম মিলন, শিখ বন্ধুদ্বয়ের, স্বল্পক্ষণের জন্য দৃষ্টি আকর্ষিয়াছিল, কানে অজস্র কাম উদ্রেককারী কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুটিতেছিল কিন্তু তাহাতে ঈষৎমাত্র বৈলক্ষণ্য তথা লজ্জা রেখাপাত করিল না ; তাহারা চোখ ফিরাইয়া কাজের ব্যাপারে মনোসংযোগ করিলেন। শুধু এখানেই এরূপ তাহা নহে, এই দলের একজন ইঞ্জিনীয়ার এইমাত্র যে কিয়ৎ দূরস্থিত ইংরাজ কাম্পানীর জায়গায় একজনকে হাত নাড়িয়া জানান দিলেন, সেখানেও ঐ মনোভাব ! এবং নিশ্চয় যেখানেই তাঁহাদের মত দল দেখা যায় ! সেখানেই ইহা স্বীকৃত হইল যে, ঐ শিখরা বেশ আছে ! এবং তৎসহ কুৎসিত বচনে প্রত্যেকেই মুখ ফিরাইল !

এরূপ নগরের এই অভিশাপ !

আঃ সেক্স ভাইওলান্স !

ইহা তাঁহারা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। তবু এই বিষয়টির মধ্যে সর্ব্বৈব পার্থিব ব্যাপার যেহেতু থাকে এবং যাহা লাম্পট্য তাহা এড়াইতে, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন দক্ষিণী শিল্পবিদ, স্বীয় হাতের উল্টোপিঠ মুখের নিকটে আনিয়া, কাশিয়া পূর্ব্ব আলোচনার খেই ধরিয়া কহিলেন, আপনারা নিশ্চয় জানেন, একটা বই আছে, যে কোন রেল ইষ্টিশানে পাওয়া যায়, উহার নাম টেইলস ফ্রম উপনিষ-দ (ইংরাজী উচ্চারণে), এই বইটির মধ্যে নানা সত্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, জানিনা, তাহার মধ্যে একটি উপনিষ-দ হয় কেন নয় কঠ উহাতে একটি অভিজ্ঞতা লিখিত হইয়াছে, মৃত্যু কি এক বালক জানিতে চাহে। লঞ্চে আমি আপনাদের সেই গল্প বলিব। আসুন এখন কাজের এই দিকটা ভাবিয়া দেখা যাক্‌··· !

দক্ষিণী শিল্পবিদের এই কথায় সকলকে এক চোরা আড়ষ্ট হইতে অব্যাহতি দিল, তাহার পূর্ব্ব উক্তির মধ্যে 'সত্য ও অভিজ্ঞতা' শ্রোতৃবর্গকে খুবই আকর্ষিত করিয়াছিল, আদতে ইহারা এমন ভাব দেখায়, যে ঐ সত্য ও অভিজ্ঞতা তাঁহারা নিশ্চত যে সেই চির দুর্জ্ঞেয় বিষয়েতে নিঃসংশয় চিত্ত করিবে। যেহেতু কঠ বিষয়ে কেহই জানেন না তাই দক্ষিণী শিল্পবিদের 'মৃত্যু কি' যে ভুল তত্ত্ব, এখানে আত্মা হইবে তাহা বলেন নাই। অবশ্য হে মৃত্যু বলিয়া যমকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

শ্রোতৃবর্গ বিশেষ আতঙ্কিত যে তাহারা চোখের সমক্ষে দেখিবে কুজ্‌ঝটিকা সরিয়া গেল, মৃত্যু আপনার হাতে নিজের রহস্য সরাইয়া ওতপ্রোত হইতেছে। এবং ইহাতে তাহারা কণ্টকিত হয়, তখন মহাভদ্রতায় ঔৎসুক্য প্রকাশিয়াছে ইদানীং প্রত্যেকেই কোন ধন্ধ আশঙ্কায় বেশ সাধারণ পটুত্ব হারাইল, এখন যদি কেহ প্রশ্ন করে যে মহাশয় আপনি কি খাইতে ভালবাসেন ? কেহই উত্তর দিতে পারিবে না ; তবু ইহাদের প্রায় জনেরই হাত আপন পকেটের দিকে যায়, সেখানে পার্সে শিশুর ছবি আছে ! যাহা কেহ ঘুমের বড়ি খাইবার আগে দেখে, কেহ সুমহৎ বৃক্ষছায়াতে দাঁড়াইয়া অবলোকন করিয়া থাকে। এবং শ্রবণে, এখন লাঞ্চ শব্দটি পুনরায় সকলের নিকট খেলিয়া উঠিয়াছিল। তবু একজন আপন বুদ্ধি তথা স্মার্টনেস-এর পরিচয় দিল, মৃত্যুটা খুব ইন্টারেস্‌টিং ব্যাপার !

ঠিকাদার মহা লোকসানের শোকে আপন বুক চাপড়াইতে থাকিয়া আসিতেছিল, ইতিমধ্যে একবার নিজ হাহাকার উজাইয়া দিক বিদীর্ণ করিল, নিশ্চয় আমার শত্রুপক্ষ আমাকে বানচাল করিতে, উৎখাত করিতে, এই সব বজ্জাতি ঘটাইতে আছে, তোমরা কি ভাব আমার চুলরাশি (অজস্র মুখ খারাপ সহিত) এমনই সাদা হইতে আছে, শালা শুইয়া আছে (ইহার কি সঙ্গম সুখ শেষ হইবে না)···খেল মিলিয়াছে !

খেল খতম হইয়াছে। এই বাক্য বলিতে পারিয়া সকলেই স্ফীত হইয়া উঠিল ; পরোক্ষভাবে কিছু বলিতে পারা মানুষের মত কাজ, সত্যই গৌরবের ! এই মনোবৃত্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহাদের এমত জোর দিল যে এখন আর ঐ স্থানটি কব্জায় রাখার কোন প্রয়োজন নাই ! ইহারা হঠাৎ বেপরোয়ার ভাবভঙ্গি করিতে থাকিল। মানে, নেশাভাঙ নিশ্চয় !

আরে বিনা রসিদে মনি অর্ডার হইয়া গিয়াছে !

ব্ল্যাক মে ঐ নিজ নাহি মিলেগা।

বেইমান ! এবং ঠিকাদার পুনর্ব্বার চাপা গলায় উচ্চারিল, বেইমান !

এবং এই সময় একটি রোলস এই মৃত কুলীজনের কিছুদূরে থামিল, ডাক্তার সহ ছত্রধর ও ব্যাগবাহক নামিল, ডাক্তার বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আমরা জলের আছড়া দিলাম, চেতনা ফিরিল না।

তোর কি ভাগ্য এত বড় ডাক্তার তোরে দেখিতেছেন।

লোধা রমণী তিন বার বলিয়াছে যে মৃত !

এই মৃত নিশ্চয় গ্রাম ছাড়িবার সময় তাহার মা বৌ অনেক দূর পর্য্যন্ত আসে, সে নিশ্চয় রাস্তার ধারের অতিবৃদ্ধ বটগাছকে 'গোড় লাগি বাবা' বলিয়া ডান হাত গুঁড়িতে ও বাম হাত ডান হাতের মূলে স্পর্শ করিয়াছিল ! অজস্র কাঁদিতেছিল ; যে ব্যক্তির সহিত সে গ্রাম ছাড়িতেছে সেই ব্যক্তি কহিল, আরে কান্দিও না, দু তিন সাল বাদে আবার ত আসিবে ! সে অবাক হইয়া তাকাইল, কোনরূপে প্রকাশিল, দু তিন সাল ! অথচ সে দিন মাস কিছুই গণনা করিতে জানে না, এবং তাই সে নিজের বয়স জানে না ! সেই ব্যক্তি ধমক দিয়া কহিল, তাল তোমার জন্য রোজ হইবে না !

ঠিকাদার একটু বেশী কথা বলে, কহিল, মেহেরবান্নী করে একটা সূঁই দিন না !

কোন কাজ হইবে না।

সত্যিই মৃত !

তাহাই, এখন এর লোকজনকে খবর দাও। ডাক্তার সাহেব কহিলেন।

গাড়ীর দিকে যাইতে থাকা ডাক্তার সাহেব হইতে নজর ফিরাইয়া মৃতর দিকে নেত্রপাত করিতেই প্রায় প্রত্যেকে মৃতের নিকট হইতে বেশ খানিকটা সরিয়া আসিল। ঠিকাদার পুনরায় নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া গলা ফাটাইয়া অসভ্য শব্দ যোগে কহিল, তোমরা অনেক সময় নষ্ট করিয়াছ এখন...

এখন খাইবার ছুটি,

খাইবার ছুটি আবার কি !

বেশ কথা তবে তোমরা এই লাশটিকে একটু ঐদিকে সরাইয়া দাও, একেবারে রাস্তার উপরে... ।

বটে, কি জাত কিছুই জানি না, ছুঁইলেই হইল ?

মৃতের আবার জাত কি, কিছুক্ষণ আগেও ত...

তখন ডাক্তার বলে নাই যে মৃত তাই স্পর্শ করিয়াছিলাম, তুমি বড় বেশী কথা বল, যেমন ডাক্তারকেই সূঁই দিতে বল... ।

হায় এই মৃত নিশ্চয় তখন কি দারুণ আর্ত্তনাদ করে যখন গ্রামে কলেরার সূঁই দিতে লোক আসে। গ্রামের সকলে বলিল, আমাদের জাত গেল, আমরা মরিলাম ! গ্রামের চৌকিদার সকলকে শান্ত করিতে কি প্রাণান্তই না করে।

ঠিকাদার উত্তর দিল, রাখ ঐ সব কথা, জাত টাত কেহ মানে না এ ত গ্রাম নহে—এ ত নগর !

বটে, তাই ত ভাবিতেছি, এখন নির্ঘাৎ বুঝিতেছি এবং প্রথম নজরানা দেখিয়া এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাস করিতেছে, চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় ইহা ধ্রুব যে এই নগর বিরাট হইয়া কালক্রমে দেখা দিবে, অবশ্য যখন একে একে আমরা ক্ষয় হইব। কি বল হে ? আমরা না মরিলে ভিৎ শক্ত হইবে!

হঠাৎ এই সব কি যে বল, তাহার কোন বাঁধান নাই। তোমাদের কি হইয়াছে বলত!

এই মৃত্যু আমাদের বড় ভাবিত করিয়াছে! নিশ্চয় উহাকেও তুমি নানা রূপ হাতে স্বর্গ পাওয়াইয়া দিয়াছিলে, দেশ গাঁ-এ থাকিয়া কি মূলা খুড়িবে ? চল, এখানে তোমাদের কপাল আর ভগবান ছাড়া কাহাকেও দোষ দিবার নাই, শাক পাতা খাইয়া জীবন ধারণ চল আমার সহিত, রাবড়ী খাইবে ঘি পাতে পড়িবে।

আঃ নিশ্চয় ঐ মৃত নিজেদের কুটিরের একপাশে আপনি হওয়া এক ভুট্টা গাছ দর্শনে এবং উহাতে ভুট্টা ধরিয়াছে প্রত্যক্ষে আনন্দে মথিত হইয়াছিল, ঐ গাছে সে হাত দেয় নাই পাছে নষ্ট হয়। ঐ গাছ যখন হাওয়াতে দুলিত সে-ও ঐটির ছন্দে দুলিয়াছে, ঐটির সহিত বাক্যালাপ করিয়াছে, ঐটিকে বিবাহ করিব তিন সত্য করিয়াছে। ঐটির সামনে হলপ করিয়াছে, অনেককে দেশত্যাগ করিয়া যায় দর্শনে, আমি কখনও যাইব না।

শোন ঠিকাদার তুমি বলিয়াছিলে কিনা, যে এখানে তোমাদের কোন স্বত্ব নাই, কোন জমি নাই, যাহা আছে তাহা ক্রমশ ভাগ হইতে আছে, চল আমি তোমাদের এমন স্বত্ব দিব যাহা মৌরসী মকররী স্বত্বে বাবা, বলিয়াছিলে, খাও দাও ফূর্ত্তি কর! এলুমিনিয়ানে ভাত ফুটাইবে ডাল রাঁধিবে ; যদি কলকারখানার দুখে দুখী সুখে সুখী হইতে পার তোমাদের ভাবনা নাই! দেহে একটু কিছু হইলে, ডাক্তার ছুটিবে, তোমার ছেলেরা চশমা, ঘড়ি, পাতলুন পরিবে, তুমি ঢোল কিনিবে—সারেঙ্গী শিখিবে। আকাশের দিকে চাহিয়া সংসার করিতে হইবে না! কাহার পরোয়া তুমি কর! খাও দাও ফূর্ত্তি কর! ঐ ত মৌরসী মকররী পাইয়া নিশ্চিন্তে ঘুমায়!

এহেন বচনে ঠিকাদার মৃতের প্রতি দেখিল ; কহিল, অস্বীকার করিব না যে আমি বলি নাই, আমার সহিত যে কাজ করিবে তাহার ভাল করা আমার কর্ত্তব্য আমি দিব্যি করিয়াছি, আমি এক বাপের ব্যাটা। সময় ত এখনও যায় নাই, তোমরা দেখ, ঐ দেখ চিমনী উঠিতেছে, ঐ দেখ দিকে দিকে বয়লার বসিতেছে, দেখ বন নির্ম্মূল হইতেছে!

তুমি মিথ্যা বল নাই—আমাদের কাছে সবই কিন্তু ভেল্কী বলিয়া বোধ হয়, লোভে পাপ! তুমি বলিয়াছিলে, তোমরা থাকিবে শহরে, বৌ থাকিবে দেশে এ কি সম্ভব! চিঠিতে আর তোমাদের সন্তান জন্মিবে না, তাহা হইতে আনন্দের কি আছে, রাত থাকিতে প্রথম ভোঁ বাজিবে, রাত কাটিতে দ্বিতীয় ভোঁ বাজিবে, তুমি চা রুটি খাইয়া কারখানায় হাজির দিবে, দুপুরে খাইবার ছুটি—সন্ধ্যায় ছুটি, নিজের বাচ্চাকে নিজে নাচাও—আবার ওভার টাইম কর বৌকে হাসুলী দাও—তুমি কিসের পরোয়া কর! আমাদের দলের এই প্রথম যে ফূর্ত্তি করিতেছে সে সত্যই সুখী!

যখন এই খবর ঐ মৃতের এক মৌজার লোক দ্বারা প্রচারিত হইবে, তখন উহার বৌ দূরস্থিত আপন শিশুটিকে টানিয়া লইয়া স্বীয় স্তনে উহার মুখ ঠসিয়া ক্রন্দন নিমিত্ত বিচিত্র স্বরবর্ণ সকল বিরাট হাঁ সহকারে উচ্চারণ করিবে ; স্বামীর সহিত স্মৃতি কতটুকু, শুধু নাসিকা টিপ হইতে সিঁথির শেষ পর্য্যন্ত মেটে সিন্দুরের টান দেওয়া হয় বলিয়াই যাহা আছে, আহার নিদ্রা মৈথুন! ইহার মধ্যে কতটাই বা মনে রাখিবার মত কিছু থাকিতে পারে! কবে যে বিবাহ হয় তাহাও মনে নাই!

নিশ্চয় ইহারা অতীব মানহীন শ্রেণীর লোক—স্মৃতিশক্তি যতটুকু বলে তাহাতে ঐ বৌর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টিতে আভাসিত হইবে উচ্চবর্ণের কথা ! আঃ বিবাহ কি সুন্দর জিনিস ! হায় উহা ধূলিসাৎ হইল ! মেটে সিন্দুরের আর প্রয়োজন নাই ; হায় ! তাহার মরদ কি ঘিউ কা লাড্ডু ছিল ! (এই প্রবাদ কিছু উচ্চবর্ণে পাত্র সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়, যে যখন, বিশেষত, পাত্রের কিছু খুঁত থাকে তখন এই প্রবাদ বলা হয়, যে ঘিউ কা লাড্ডু টেরা অউর বাঁকা) এখন বৌটি বুক ফাটাইয়া বহু ঘটনা—কিছু মস্তিষ্কপ্রসূত—প্রায়ই খাইতে চাওয়া লইয়া, কিছু পরনের কাপড় লইয়া গল্প বলিয়া কান্দিতে থাকিবে ; কোন ঘটনা গল্প পার হইয়া শুধুমাত্র কম্পন হইতে এখন অনেক পুরুষ লাগিবে।

এতৎ শুনিয়া ঠিকাদার, 'ও হে মুলকী' বলিয়া উহাকে সম্বোধনিয়া মৃদু হাস্য করত কহিল, তুমি খুব শুভানুধ্যায়ীর ন্যায় কথা বলিলে, তুমি ঠাকুমাকে সঙ্গম শিখাইতেছ ! আমিও তৃষ্ণায় জল খাই, তুমি বলিতেছ, অন্তত পরোক্ষে যে, আশার ছলনায় তোমাদের আমি সর্ব্বনাশ করিলাম ; ইহার মৃত্যুর জন্য আমি কি করিতে পারি, মানুষ কোথায় মরিবে ইহা কি লিখিত আছে ; তোমরা ছোটজাত, জান কি জীবন পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত। আরও দু পাঁচবার জন্মগ্রহণ কর, উচ্চ ঘরে জন্মাও, জানিবে বরং সকলেই অব্যর্থ জানে মানুষের নিকট কোথায় বলিয়া কোন শব্দ খাটে না, শব্দের মানে নাই—কেননা মানুষ নিজেই তাহার স্থান। যাহা কিছু হয় তাহার স্থান মানুষ, যে তাহার কাল মানুষ যে তাহার পাত্রও মানুষ ! আমরা অসহায় ! মৃত্যুর কাছে সবাই আমরা ছেলেমানুষ !

জয় হনুমান জী কি জয় ! ধ্বনি তুলিয়া আমরা আমাদের স্ত্রীপুত্র পরিবার হইতে বিচ্ছেদ নিমিত্ত একের সহিত অন্যে, চোখের জল সামলাইতে গাড়ওয়ানি ইয়ার্কি করিয়াছি, একে অন্যের পরিবারকে অনেক আশ্বাস দিয়াছি, একে অন্যের ভার লইয়াছি, এখন পাঁজড়া মোচড় দিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়ে ; নিশ্চয় সে এক কাটোরা তেঁতুল বীচি গণিয়া দিয়া আসিয়াছে যে যাহা মা ও বৌ অন্য এক পাত্রে রোজ সকালে রাখিবে—যখন দেখিবে শেষ হইল তখন জানিবে এক দুই হাটবারের মধ্যেই সে আসিয়া পৌঁছাইবে। এখন নিশ্চয় ইহার মা মৃত্যু খবরে মহা ক্ষোভে সেই তেঁতুল বীচির হাঁড়ি ভাঙ্গিবে, কিছু বীচি এইধার ঐধার ছুঁড়িবে, কিছু উন্মত্ত হইয়া গলাধঃকরণ করিবে। অন্ধকারে দূরে ক্ষেতে এক দিকে ইঁটের পাঁজা পুড়ান দর্শনে, দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে যে সে বলিয়াছিল, ভগবান করিবেন আমিও এক সময় পাঁজা পুড়াইয়া ঘর করিব। এখন। সব শেষ !

এই উচ্চপদস্থ সকলে একে অন্যেকে কাজের কথা তুলিয়া প্রত্যেকের অন্যমনস্কতা নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন ; একজন ত হঠাৎ সিগারেট লাইটার জ্বালাইয়া নিভাইয়া যন্ত্রটির কেরামতি দেখানর চেষ্টা করিলেন। এখনও 'রাম নাম সৎ হ্যয়' ধ্বনি সমস্ত আওয়াজ ছাপাইয়া পরিবেশকে ভারী ও গম্ভীর করিতেছিল ; প্রত্যেকের সানগ্লাসের মধ্যে চোখ ভীরু ও এককালেই বড় সতর্ক হইতেছিল ; এ সময় একজন ইঞ্জিনিয়ার আর জনকে প্রশ্ন করিলেন, হ্যাঁ এই মন্দিরের ব্যাপার কি হইল ! তিনি উত্তর দিলেন, না, আমরা মানে টাউন প্ল্যানারকে বলিয়াছিলাম, আপনি জায়গা দিন আমরা যেমন মন্দির আছে, যেখানকার যে ইঁট আছে তেমন গাঁথিয়া বসাইব, এক চুল হেরফের হইবে না ! আব্রোয়াজ ভোলার-এর বইতে আছে—কোন আমেরিকান ধনী ফ্রান্স দেশস্থ কোন এক স্যাঁতো (কাসল) কিনিয়া আমেরিকায় তাহা বসাইবার জন্য প্রতি ইঁটের নম্বর দিয়া লইয়াছিল। প্রথমজন জানিতে চাহিলেন, রাজী 'তিনি, রাজী, কিন্তু ঐ....মাড়োয়ারী ক্রোড়পতি জঙ্গলটির ঐধার পত্তন লইয়াছেন, মন্দির উনি রাখিবেন। প্রশ্নকর্ত্তা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, খুব ভাল হইয়াছে, এতদিনকার মন্দির নিত্যপূজা হয়, দেশের লোক বেচারীরা যখন চায় তখন—প্রশ্নকর্ত্তা ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা তুলিতে পারার জন্য নিজেকে ধর্ম্মপ্রাণ বলিয়া বোধ হইল তাহার জন্য কোন এক দুর্ভাবনা হইতে তিনি যে রক্ষা পাইলেন। তাঁহাদের এই বাক্যালাপে অন্যেরা ঔৎসুক্য প্রকাশিয়াছিলেন। এমত সময় ইঁহাদের এক অধস্তন সহকারী সলজ্জভাবে কহিল, আমার ধৃষ্টতা মাপ করিবেন—স্যর আমাকে যদি বলিতে আজ্ঞা করেন, তবে বলি, স্যর মৃত্যু কি কেহ বলিতে পারে না, স্যর মৃত্যু ! জীবতত্ত্ব কিছু বলে না ; মৃত্যু সম্পর্কে, মজা এই, যে, সবাই বলিতে গিয়া আত্মা বিষয়ে আলোচনা করে ! অথচ পুরাণে শুনি আছে যে যমকে পরম সুন্দর দেখিতে যমের সৌন্দর্য্যের কাছে কেহ দাঁড়াইতে পারে না, যমই মৃত্যু !

সেই সম্ভ্রান্ত গৃহিণীদের নির্দ্দেশ এখনও প্রতিজনের দৃষ্টির সমক্ষে ছিল, তৎসহ এই নির্দ্দেশ ধরিয়া অতি অদ্ভুত অনুভবতত্ত্ব উজর হইতে আছিল এবং এক নিবিড় মমতাপূর্ণ স্বরে কাহারা বলিতে আছে, তোমরা আমরা অনুনয় করি যে কোনক্রমে অনন্ত শব্দটিকে গল্প হইতে দিও না, উহাকে বাস্তব বলিয়া ধ্যানজ্ঞান জানিও ! যে ভয়ে তোমরা ভীত তাহা বৃথা তাহাকে খণ্ডন করিবার জন্য তরবারী নির্ম্মিত আছে, তোমরা লও ! মেঘ সকল আমাদের ওষ্ঠে আসিয়া থমকাইয়া আছে—তোমাদের তরবারী লইবার সংবাদ, এই মাভৈ ধ্বনি, উহারা দিক চরাচরে লইয়া যাইবে—বন্ধু জানিও অনন্ত গল্প হইলে আমরা সকলেই নস্যাৎ হইব ! এই মৃত কুলীজন গতকাল, একটি টাটকা নিম শাখা ভাঙিয়া কত না খুসী হইয়াছিল, এই ডালটির ভাগ নিকটস্থ লোকেরে সে দিল, ইহা ব্যতীত উদারতা দেখাইবার কি বা তাহার আছে, যাহারা ইহা শুনিল তাহারা সকলে ধন্য ধন্য করিল, কহিল ভগবান উহার ভাল করিবেন !

ওহে মুলকীগণ, ইহার দেশভাই, ভতিজাগণ বেচারাকে রাস্তা হইতে একটু ঐ দিকে সরাইয়া দাও।

তোমাকে ত কহিলাম, আমরা উহার স্বজাত নহি !

আরে জাত ! এখন জাত বিদেশে আবার জাত দেশ স্বাধীন হইলে এখনও। এইজন্য ত তোমাদের উন্নতি হয় না !

জাত যদি নাই, তুমি তোমার সরকার মিলিয়া সরাও !

আমি ব্রাহ্মণ ! ইহা মহা বজ্রদাপটে ঠিকাদার বলিয়া, দারুণ ক্রোধে যে কুৎসিত গালাগাল দিতে লাগিল তাহাতে উহাকে উন্মাদ বলিতে হয় ! কখনও কহিল স্বাধীনতাই দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে আর…পার্টি শালারা যত চোরচোট্টা এতবড় স্পর্দ্ধা।

আমরা প্রায়ই ভাবি, এই স্বাধীনতায় গ্রীক-রোমান কল্পিত স্বাধীনতা ! কি হইল !

ব্রাহ্মণ ঠিকাদারে ক্রূরকর্ম্মা ক্রোধে, কুলীজনরা সকলেই ভয়ে নির্জীব হইল ! ইহাদের মধ্যে যাহারা বয়সী কহিল, যাক, আপনি আমাদের মা-বাবা-অন্নদাতা আপনার এরূপ ক্রোধান্বিত হওয়া উচিত নহে ; মাপ করিয়া দিন কান নাক মলিতেছি, আপনার পা ধরছি। দেখুন উহাকে আমরা কেউ চিনি না ! বলুন আমাদেরও ত জাত বলিয়া একটা কথা আছে বিদেশ হইলেও—আপনি বলুন তখন আমাদের ব্রাহ্মণও আমাদের ত্যাগ করিবে।

ঠিকাদার ধীর কণ্ঠে, ইহা তাহার ব্যবসায়িক রীতি, কহিল, তোমরা জাত নহ, কেউ চেন না—।

কোন জিলা ঘর পর্য্যন্ত জানি না ! ওহে তোমরা কেহ ইহাকে চিন কি ?

সমবেত স্বরে ঘোষিত হইল, না।

বড় তাজ্জব ব্যাপার ! তুমি না মোড়ল, তোমার দলে আসিল কি করিয়া !

তাহা জানি না, সরকার ত কাজ ভাগ করিয়া দেয়—জন গণনা করে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকার ! বলিয়া ঠিকাদার অনুচ্চস্বরে বলিতেছিল, জানি, শালারা খুব চালাক, পাছে সৎকার করিতে যাইতে হয়, এখন তাই রা কাটিতেছে না—পাছে রোজ মারা যায় ! পুনঃ চীৎকার পাড়িল—সরকার !

আমি সেদিন এই মৃত ব্যক্তিকে এই মোড়লের দলের সহিত বাজারে (শহরের) ছাতা কিনিতে দেখিলাম, তাই ভাবিলাম এই মোড়লের লোক ! হঠাৎ সরকার এখানে থামিয়া চড়া গলায় ঐ লোধা মেয়েদের ধমক দিয়া উঠিল, হাসিতেছ কেন ?

আঃ হাসিতেছি তোমার রূপ দেখি ! লোকটা ত আচ্ছা, অল্প বয়সীতে টিটকারী দিল।

বৃদ্ধা বলিল, আহা সরকার বাবু রাগ কেন ! হাসছি বড় মজার কথা ভেবে, বড় ওঝা বাউরা কথা লোকটা আসিল, কাজ করিল, সবার সহিত হাসি করিল ; এত অজস্র লোক অথচ কেউ চিনে না তাহাকে !

পশ্চিমা সরকার এই বাঙলা স্বাভাবিক বাক্যছল বুঝিতে পারিল না বরং অধিক উষ্মাতে কর্কশ কণ্ঠে দোষারোপ করিল, চিনিতে না চাহিলে কে চিনাইবে ! এবং ইহার পর সে আপন মনিবের দিকে নেহারিল !

এই কথা শ্রবণে, ঠিকাদার, যে মহা আতান্তরে আছে সে অন্যমনে ব্যক্ত করিল, তাজ্জব !

লোধা ছেলেটি তীর নিক্ষেপ সঙ্কেতে কাঠুরিয়াদের জানাইয়াছিল যে, শায়িত কুলীজন মরিয়াছে ; তদ্দর্শনে কাঠুরিয়ারা কহিল, তীর ছুটিয়া গিয়াছে ! একজন গেল ! এবং বড় মায়ার চোখে সেই দিকে তাকাইয়া সুদীর্ঘ শ্বাস গ্রহণিল, এবং তাহারা কর্ত্তিত বৃক্ষের গন্ধে দেহ মন মোহগ্রস্ত আছে ; এখন বিরাট ক্রেইনের গণ্ডিবাঁধিতে যে ছায়ার যাওয়া আসা তাহা নিরখিয়া মন্তব্যিল, এতগুলি লোক, কাহারও কি মনে হইতেছে না, যে মৃতের একটু ছায়া দরকার ! আমরা কি মমত্ব বোধ হারাইলাম ? রোদে পুড়িয়া ঝাঝরা হইবে !

একজন আসিয়া খবর দিল, লাশ বেওয়ারিশ !

বল কি ! ইস্ এমন যেন আমার শত্রুরও না হয়, পাপ !

আমিও লোক চিনিতে পারিলাম না, এতদিন ত এই বন হাঁসিলের কাজ লইয়াছি, গাছ পাতার সহিত বসবাস করিয়া মানুষকে আমার পরিষ্কার মনে থাকে, কোনোদিন ঐ কুলীজনকে আমি দেখি নাই। কেহই চিনিতে পারিতেছি না !

সেই বলে না, মানুষ চেনা না দিলে চিনিবে কে ?

এমনও হইতে পারে কোন দেবতা আমাদের মধ্যে আসিল, ঘর বসত করিল একদিন আপনার স্বরূপ লইয়া চলিয়া গেল ; যে এই তত্ত্বকথা বলিল, সে যেমন কুড়ুলের বাঁটের শেষে হাতের ভর রাখিয়া দাঁড়াইতে পারে তেমনটি আর কেহ পারে না ; সে কোন এক জঙ্গল হাঁসিল কার্য্যে একদা প্রখর দ্বিপ্রহরে, পরম সুন্দর বনস্পতিকে দেখিয়াছিল ! এবার সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যোগ দিল, কেহ তাহাকে চিনিল না ! সেই আদত, সেই মানুষ, দেবতা বলছি বটে ! নিজের সহিত তাহাকে এক করি কিরূপে ? ও মন, মন তুই কি পুণ্য করিয়াছিস যে তাহাকে চিনিবি !

অধস্তন সহকারী, পুনঃ সলজ্জ মৃদু হাস্যে প্রকাশিল, আমার ঠাকুরদাদার যখন শেষ অবস্থা আপনারা বিশ্বাস করিবেন কি না জানি না, আমরা ভাবিলাম সব শেষ, ডাক্তার আসিল, সব পরীক্ষা করিয়া বলিল, আমি ডেথ সার্টিফিকেট লিখিয়া দিতেছি। লিখিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন ; ওমা, আধ ঘন্টা না যাইতেই তিনি চোখ চাহিলেন, কথা বলিলেন, বলিলেন, তিনি এক অপূর্ব্ব সুন্দর জায়গায় গিয়াছিলেন ! আর একটা ব্যাপার, বলি, আমার নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যু সম্পর্কে খুব ঔৎসুক্য আছে, মৃত্যুকে কেমন দেখিতে জানিবার জন্য একবার প্লানচেট করি। অধস্তনের এতাবৎ কথায় উচ্চপদস্থরা এত গরমেও হিম হইয়া যাইতেছিলেন! প্রতিজনেরই কাল চশমা পরিহিত মুখমণ্ডল প্রত্যক্ষিলে ইহা স্পষ্ট হয় যে তাহারা ভয়ে শুকাইয়া যাইতেছেন। হঠাৎ ইতিমধ্যে এক বলিয়া উঠিলেন, পুলিশ!

অধস্তন সেই দিকে একবার দেখিয়া, জানাইল, ঐ সংস্থার কেনা অনেক তামার তার চুরি হইয়া গিয়াছে—ইনসিওর করা ছিল! সেই প্লানচেটে মৃত্যুকে কেমন দেখিতে জানিব বলিয়া মৃতদের স্মরণ করি! কিন্তু বৃথা! (মারসেল প্রুস্ত লিখিত আছে মৃত্যুর পূর্ব্বে ভয়ঙ্কর বীভৎস মূর্ত্তি সকল দেখিতেন—আশ্চর্য্য তিনি অথচ উচ্চদরের শিল্পী ছিলেন)

ঐ যে কনৌজী ব্রাহ্মণ পুরোহিত, যাঁহার মস্তক হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত জমি হইতে উদ্ধৃত দেখা যায়, কেন না তিনি ভিত্তি গহ্বরে দণ্ডায়মান আছেন, ঐ গহ্বরে ভিত্তি পূজা হয়। এইখানে ঐ ক্রোড়পতি পরিবারের একটি বৃহৎ ছোটখাট যন্ত্র তৈয়ারীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে—। ঐ পুরোহিতের আজ্ঞাতে, ঐ রমণীগণ এখানকার চৌহদ্দী বেড়িয়া ধান্য দুর্ব্বাদি ছড়াইতে থাকিয়া পরিক্রমণিতে আছেন ; তখন তাঁহাদের কণ্ঠে গীত ছিল, যতদূর বুঝা যায় এ গীতের সহিত ভিত্তি স্থাপনের কোন সম্পর্ক নাই, বরং বরষার আহ্বান ছিল—উপমা রূপে কি না জানি না—বরষা আসুক, একবেণী হইয়া তোমার অপেক্ষায় সমস্ত চরাচর আছেন, ঐ খরার পথ রোধ কর, দিক সুপ্রসন্ন হউক চরাচর ঝামরিয়া উঠুক! এস বরষা ভয় নাই আমরা তোমাকে পথ দেখাইব।

ইহাতে বুঝায়, যে তাঁহাদের আশা ভরসা লক্ষ্য—বরষার প্রার্থনা। যাহাতে লোক চরাচর আনন্দদায়ক হয়। এই সরল কামনা লইয়া মন যুগ যুগান্তর পার হইয়াছে, প্রকৃতি আমাদের হাসি কান্নার সূত্র হউক, তাহারে এড়াইয়া আমরা যাইব না, অর্থাৎ আমাদের জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ সকল কিছু সে নিজে ; আমাদের কোন দেমাক নাই যে কোন প্রশ্ন করিব! নিয়তিকে কোন মূঢ় প্রশ্ন করে! আমাদের জিজ্ঞাসা নাই! এস বরষা আমাদের মধ্য দিয়া তুমি প্রকট হও।

সরকারের খাতাতে লেখা নাই ?

আমার খাতাতে বারোজনের দলের সর্দ্দার যে, তাহার টিপসই আছে হুজুর!

হু কর ফাঁকি। ঠিকাদার তুমি জান, তুমি এক নম্বর শয়তান, এখন ত তুমি কারে পড়িবে, একটা লোক তোমার নিকট কাজ করিত অথচ তুমি তাহার নাম ঠিকানা কিছুই জান না!

এসব যোগাড়ে কুলী হুজুর ইহাদের কি নাম লিখিব, আরও ত ঠিকাদার আছে জিজ্ঞাসা করুন! ইহার উত্তর না করিয়া পুলিশ-দারোগা আপন মনেই অনুচ্চ স্বরে বলিতেছিলেন, এখানে একটা ফাঁড়ি এখনই হওয়া দরকার, কতগুলি উঠতি-শয়তান বেপরোয়া হইয়া উঠিতেছে, আমরা সব খবর রাখি, পাঁচ হাজার টাকার তামার তার চুরি গেল! কি ঘটিতেছে সব জানি, চুরি, জুয়া, চোলাই-এর ডিপো। এ জায়গা যখন পুরাদমে চলিবে তখন জনে জনে পুলিশ লাগিবে দেখিতেছি! অতঃপর হঠাৎ ঠিকাদার হইতে দশগুণ মুখ খারাপে সমবেতদের নাড়া দিয়া কহিলেন, যে হারামজাদা মরিয়াছে তাহা হইলে তোমরা কেহ তাহাকে চিন না না—ভাল করিয়া দেখ লাশটা কে!

সকলে বিচিত্র স্বরে কান্নার শব্দ করত, মৃতের প্রতি নেত্রপাত করিল! এবং মস্তক আন্দোলন করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝিয়াছি, বিশেষ একটা দুষমনই ব্যাপার নিশ্চয় এখানে ঘটিয়াছে, এই হারামজাদাও নিশ্চয় দুষমনের একজন ! এখনই প্রকাশ পাইবে ! দেখা যাইবে এই বনজঙ্গলের কোথাও একটা লাশ পোঁতা আছে !

কিন্তু মারিল কি ভাবে, বাণ মারিয়া, সহকারী কহিল ।

তাহা কেন, যুদ্ধের বাজার (!) কত রকম বিষ আছে ! নির্ঘাৎ মার্ডার মানে মারিয়াছে, না হইলে শুনিলে ত লোকটা মাল ঐ গাড়ীতে চাপাইল, এইটুকু পথ আসিতেই লাট খাইয়া পড়িল ।

সহকারী বলিল, স্যার মাল বহিবার দরুণ যদি কোন…।

তুমি ছাড় ঐ জন্যেই তোমার কোন কালে উন্নতি হইবে না, যে কোন ত্রিকালজ্ঞও বলিবেন, ক্রাইম ! মানুষ ঐ করিতেই জন্মিয়াছে !…ক্রাইম যদি না হয় এ ক্ষেত্রে ভাল, কিন্তু যদি হয়, তখন তাই আট ঘাটবাঁধা—তোমাদের এই লোকটির কোন শত্রুতা ছিল ?

শত্রুতা । আমরা লোকটিকে চিনি না ।

মরিয়াছে ! সব কালাপানি যাইবে ! ও তোমরা আসিয়াছ, ভাল এখন বল ত এই মৃতকে তোমরা কেউ চিন কি না ! তুমি চোটাদার ত এখানে শয়ে শয়ে লোককে টাকা ধার দাও, একে চিন ?

চোটাদার লাশটির এদিক সেদিক দেখিয়া গরুর গাড়ীর পিছন দিকটা যাহা ঐ মৃতদেহের উপর চালা-ঢাকার ন্যায় করা হইয়াছিল—সেই অংশ ধরিয়া দাঁড়াইয়া জানাইল, আমার নিকট কখনও কোন কর্জ্জ করে নাই ।

না হুজুর আমার চিনা নহে, কখনও ফক্কা খেলিতে আসে নাই—জুয়ার লোকটিও বলিল । চোলাইওয়ালা ঐ এক মত !

দেখ ভাল করিয়া দেখ, তোমাদের কোন ভয় নাই ! ভুল ত হইতে পারে, সাক্ষী দরকার !

উহারা সমবেত প্রত্যেকে জিহ্বা কাটিয়া এক স্বরে কহিল, ভয় ! আপনি আছেন !

পুলিশ-দারোগা অস্থির হওয়ত কহিলেন, শুনিলাম, কয়লাখনি অঞ্চলের দুজন নামকরা খেমটা এখানে বায়না করিতে আসিয়াছে ! ডাক ত শালীদের ! তাহারা ত বাঙালী—লোকটি মনে হয় বিহারী !

তোমার আশী বছরেও বুদ্ধি খুলিবে না—এবং হঠাৎ গলা ফিরাইয়া সামনের কুলীজনদের জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা প্রথমে কি দেখিলে ? তদুত্তর শুনিয়া বলিলেন ও লাট খাইয়া পড়িল, তাহার পর, তোমরা কি করিলে ?

আমরা হাঁ হাঁ শব্দে ছুটিয়া আসিলাম, দেখিলাম কে যেন উহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়াছে ।

হায় বেচারার বড় কুস্তীগীর হইবার শখ ছিল ; এখানে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক ও দরওয়ানরা মিলিয়া যে কুস্তীর আখড়া খুলিয়াছে, সে প্রায় প্রত্যহ সেখানে যাইত ; কুস্তীদের, যাহাদের কান ভাঙ্গা সে বড় শ্রদ্ধার চোখে তাহাদের দেখিত ; আর তাহার বড় আশা ছিল সেও কুস্তীগীর হইবে, কান ভাঙ্গিয়া যাইবে—স্বীয় ঘাড়ে গরদানে এক হইবে ! তিন পোয়া আটা খাইবে, তৈল মাখান বাঁশের লাঠি লইয়া সান্ধ্যভ্রমণ করিবে !

আমরা উহাকে তুলিতে চেষ্টা করিলাম !

বাঃ তোমরা লোকটাকে চিন না জান না, অথচ উহার সাহায্যে গেলে—তোমরা ত খুব ভাল লোক !

তারপর ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেহ ভাবিল মৃগী কেহ ভাবিল বিছা কামড়াইয়াছে ! তাহার পর সব ঠাণ্ডা !

লোকটির ডেরা কোথায়, খাওয়া-দাওয়া করে কোথায়।

ডেরার খবর জানি না তবে দুপুরে ছাতুওয়ালার নিকট খাইতে দেখি।

ডাক ছাতুওয়ালাকে। ছি-ছি এত নীচ তোমরা ভাবিতেছ, চিনি, বলিলে যদি রোজ মার যায়। তোমরা দেশওয়ালী লোকটা বেওয়ারিশ হইবে ! কেহ নিশ্চয় চিন, বলা শেষ হইতেই পুলিশ-দারোগা নেহারিলেন, দুইজন খেমটাওয়ালী গললগ্নীকৃতবাস হওয়ত তাঁহাকে নমস্কার জানাইতে আছে ; তিনি কহিলেন, আঃ তোমরা এসে গিয়াছ। ইহাতে ঐ খেমটাওয়ালীদ্বয় বিনীতভাবে জানাইল, আজ্ঞা করুন হুজুর !

দেখ দেখি ঐ ব্যাটা মুলকী হারামজাদাকে চিনিতে পার কি না !

যে খেমটাওয়ালীর গতরগঠন বেশ সুঠাম, মুখে স্মিতহাস্য, মৃতকে নিরখিয়া কহিল, কি বলিব বলুন হুজুর !

বাঃ তোমার বুদ্ধি ত আছে, ভয় নাই, কোর্টে টানিব না, জানিতে চাই লোকটা কেমন এই আর কি।

এই শ্রবণে খেমটাওয়ালী ঈষৎ ভরসা পাইয়া কহিল, ঐ আনমুখো মুলকী সব এক ! ওগো মাসীসই ঐ বেটা মুলকী, সেই যে সেই কাল নাচের সময়, আড়ায়-উঠা কাৎলা মাছের মতন যে পোড়ারমুখো ছাতুখোরগুলি লাফাইয়া আছড়াইয়া পড়িতেছিল, রঙ্গ করিয়া উল্লুকের মত ঘন ঘন চীৎকার পাড়িতেছিল—সেই ব্যাটাদের একজন। ইনজেকশন দেওয়া ষাঁড়—বুঝবেন কি ! কয়লাখনির এককাঠি উপরে যায়, ভাবিতেছে স্বর্গে আসিয়াছি, কলকারখানার ম্যাড়া ! শেষে ধমক দিলাম, ফের যদি ঐ খোট্টাই বাঁদরামী করিবি ত বাড়ীতে উড়ো চিঠি দিব ! রস কত, শেষে ফোরম্যান (বড় মিস্ত্রী) আর আর মিস্ত্রী—যাহারা আমাদের বায়না করে—তাহারা খুব তম্বি করিল।...এই মুলকী ব্যাটাদের কথা না বলাই ভাল, এদিকে হেকিমি খাইবে হাঁ ! শুনিলাম ! লাজলজ্জা নাই...অন্যত্রে এইরূপ পারিত না !

ঐ বাস-থামিবার স্থানে প্রত্যহ সন্ধ্যায়, একজন যাহার পরনে মলমলের পাঞ্জাবী উপরে বিদেশী ওয়েস্ট কোট মাথায় দোপাল্লী টুপী নিম্নে ঔষধের বাক্স পাশে একটি নগ্ন নারীদেহের দণ্ডায়মান ছবি ! এবং সে ঐ ঔষধ বিক্রেতা, মহা অভিনেতার চালে হাতের ছোট বেত্রদণ্ড খেলাইয়া যাবতীয় গোপনীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে, ঐ বেত্রদণ্ড ছবির নারীদের এক এক প্রত্যঙ্গে রাখে, এবং সেই প্রত্যঙ্গের কাছে পুরুষ কি, তাহার বিশ্লেষণ করে। এইরূপে চোখ বেত্রদণ্ডদ্বারা উল্লেখিত হইল, তখন শোনা যাইবে তুমি আমার স্বপ্ন, ওষ্ঠে বেত্র স্পর্শে বলিল তুমি আমার প্রিয়তম, বুকের নিকট বেত্র ধরিয়া কহে, তুমি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব ! উদরে বেত্র ধরিয়া বলিবে, তুমি অন্নদাতা ! হাত উল্লেখে—যে পথে লইবে সেই পথে যাইব—স্ত্রীঅঙ্গে বেত্রদ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিবে, আঃ তুমি আমার মরদ ! আদমী ! ভাই সব, মরদ যদি হইতে চাও ত আমার দাওয়াই...

খেমটাওয়ালীর বিশ্লেষণে কুলীজন ঘাড় হেঁট করত দাঁড়াইয়াছিল।

মোদক খাইবে আর হো হো করিবে...এদিকে ঘরে বৌগুলি তেঁতুল দানা গণনা করে। এখানে বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে, কলিকাতা বা অন্য শহরে এমন হইত না ! (এই সময় কুৎসিত বাক্যে তোড় শ্রুত হইল) পুলিশ-দারোগা মন্তব্য করিয়া পুনঃ জানিতে চাহিলেন তোমাদের পাছু পাছু ঐ শয়তান ঘোরে নাই, ধর তল্পী বহন করা, ধর গাঁজা কুটিয়া দেওয়া, সাঁপি ভিজাই আনা—

আসিয়াছি ত গতকল্য, উস্‌খুস্ করিতেছে না আবার, এই ত মন্দিরের চত্বরে যে চালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে শুইয়াছিলাম, ইতিমধ্যেই কত ব্যাটা ঘুরিয়া গেল।

জানি, না হইলে হঠাৎ মরিতে যাইবে কেন, কত পাপ থাকিলে বেঘোরে মৃত্যু হয়, আমি নিশ্চিত লোকটি একটি ক্রিমিনাল! এখানে যে গাং কাজ করছে তাহাদের কেউ! না হইয়া যায় না!

এই খবর যে যাহার কোন ঠিকানা নাম ধাম কিছুই পাওয়া নাই সে যে বিরাট ক্রিমিনাল ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে ; এক ময়না তদন্ত, তাহার পর অনুসন্ধান, প্রমাণ হইবে। দুষমন প্রচার হইতে এতাবৎকার দম আটকান ত্রিভুবন, পৃথিবীর যতেক যানবাহন আকাশের প্লেন হইতে ঘড়ির কাঁটাটি যত কিছু কর্ম্ম সব ঐ রায়ের জন্য থামিয়াছিল ; একটি মানুষকে সনাক্ত করা যাইতেছে না, ইহাতে সকলে অস্বাভাবিক গম্ভীর হইতেছিল—প্রত্যেকেই নিজের কাছে নিজে রহস্যময় হইয়া উঠা আর সহ্য হইতেছিল না।—ইহা এক অভিনব ক্যানসার ব্যাধির মোচড়!

দুষমন। ঘোষণা হইতেই প্রস্তরীভূত সকল কিছু দর্প সহকারে চলিতে আরম্ভিয়াছে, ঘোর নিনাদে সিটি, ভোঁ ইত্যাদি বাজিয়া উঠিল, লোকে অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিল, আকাশে বিবিধ রঙের তারাকাটা ফুলঝরা হাউই ছুটিল ; প্রেম ডাকাডাকি হাসি যাবতীয় মানুষোচিত কিছু খাত পাইল। আঃ বাঁচিলাম! দুষমন উহা আমাদের উঠা বসা জগতের, উহাতে কোন রক্তশোষণকারী রহস্য নাই—মানুষ সে কে, সে কি!

পুলিশ-দারোগা এখানে ক্রোড়পতি অতি প্রাচীন বৃদ্ধের নিকট হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ইঁহা তিনি ঐ মহান ভদ্রলোকের জোড়হাত দর্শনে করিয়াছিলেন, অত্যন্ত ধীর বিনয়ের সহিত বলিলেন, কর্ত্তামহাশয় আপনি নিশ্চিন্ত হউন, উহার সৎকার যাহাতে হয় তাহার জন্য সর্ব্বরূপ চেষ্টা করিব—আর ইহা ত আপনাদের সরকার—দেশ এখন স্বাধীন। স্বাধীনতা পাইয়াছি (স্বাধীনতার অর্থ দারোগা জানেন না, যে দাসত্বের জন্য হন্যে হওয়াকে স্বাধীনতা বলে), ইংরাজ এখন নাই।

দেখুন বাবু আমার কথা মানুন, সব কাজের পর সৎকার যেন হয়, আমার লোক যাইবে। শত টাকা ব্যয় হউক! এই কথা দিন যে ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, আহা বেচারা না জানি কোথায় উহার দেশ গাঁ হা ভগবান! হা কাল তুমি কোথায় যে কাহার জন্য দাঁড়াইয়া আছ!

ও মৃত্যু কোন বনঃস্থলীর গভীরে অথবা তুষারমৌলী গিরিশৃঙ্গে কিম্বা বুদ্বুদের অন্তরীক্ষে বেচারা মানুষের উত্তর লইয়া তুমি অপেক্ষা করিতে আছ তাহা আমরা জানিতে চাহি না, আমাদের জিজ্ঞাসা নাই ; আমাদের ঔদ্ধত্য নাই! আমরা আমাদের এই ছন্দময়গীতে সব সুখ লাভ করি—কোথাও জড়তা নাই অন্ধকার নাই! ঐ পুরাতন বর্ব্বর গীতে আমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম সুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন হউক। জানিও আমরা তোমার প্রভুতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। তুমি আমাদের প্রকৃতির করিয়া রাখিও।

অন্যান্য স্থানে—প্রায় সর্ব্বত্রই খবর হইয়াছে যে মরিয়াছে সে দুষমন! বিবিধ সংস্থার উচ্চপদস্থরা মৃত্যু শোনামাত্রেই, ছোঁয়াচে রোগ এড়াইবার মত মানসিকতায় কেহ জিপ চড়িলেন, কেহ কাজে ডুবিতে চাহিলেন, সিগারেট ধরাইতে কাহারও হাত কম্পিত হইতেছিল। 'রাম নাম সৎ হায়' বিশ্রী ভিজা বাতাসের মত গায়ে লাগিতেছিল! এখন প্রত্যেকেই স্বস্তিতে শিস্ দিয়াছিলেন, তাহারাও ঐ আদিরসাত্মক মুখ খারাপ দিয়া উঠিলেন। এখানে যে দলে সেই অধস্তন সহকারী ছিল, সে কহিল, মৃত্যুর একটা দারুণ ভাল দিক আছে—কি বলুন ত স্যার? (এরূপ প্রশ্ন অভব্য) বলিয়া সে নিজে এদিক সেদিক চাহিল, হেলিকপটর ল্যাণ্ডিং-এর সঙ্কেত দেখিতে থাকিয়া জ্ঞাত করিল, জীবনবীমা! সকলেই মৃদু

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসিয়াছিলেন, এ সময়ে দক্ষিণী ভদ্রলোক বলিলেন, আমি তোমাদের. ও কি সে বালক ! উপনিষ-দ মধ্যে যাহা আছে, মৃত্যুর কথা ! ও কি সে বালক ! তোমাদের বলিব ! ও টেইলস ফ্রম দি উপনিষ-দ !

আর চোখে জল

মাধবায় নমঃ জয় রামকৃষ্ণ । এখানে এক সরল আন্তরিকতা বলিব যাহা যে, যখন তিনি প্রথম উহা ঐ কব্জিবন্ধতে দেখিয়াছিলেন, যাহা তাঁহাকে আকৃষ্ট করে, তাহা পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে ঘটিয়াছিল ; এ সময়তে তিনি গাড়ীতে আছেন, দৈনিক কাগজ হইতে মুখ তুলিয়াছিলেন, প্রত্যহ এই মোড়ে—যাহা তাঁহার ইচ্ছার অপেক্ষায় থাকে না, তিনি মুখ তুলিবেনই ; তখন সিগনালে গাড়ী থামিয়া আছে অথবা নাই ; আর যে মুহূর্ত্তে ইহাও ভাস্বর হয়, ঐ কোণে (প্রায় পূর্ব্বদিকে) অনেক দিন আগে একটি পেট্রোল ট্যাঙ্ক ছিল, একটি ঘড়ি ছিল, একটি সিগারেট কোম্পানীর বিজ্ঞাপন সহিত পশ্চাৎ লতানে গাছ বিস্তার ! এখানে, তিনি অন্যমনস্ক, তিনি খুব গ্রাম্য ।

এখন একটি অতীত নির্জ্জনতা বিরাজ করে, মানে ইতিমধ্যে অর্থাৎ তদীয় গাড়ী হইতে ঐ পর্য্যন্ত অবাধ ! ইহাতে তিনি স্থির যে, বটে, কোন ঘটনাক্রম বা স্মৃতি নাই শুধু খানিক স্থান বিস্তৃত ! একথা আন্দাজ করা যায় যে মিঃ...প্রথম দিকে—প্রথম যে কবে, কে জানে ! নিজের এই ব্যবহার সম্পর্কে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু অফিসে পৌঁছাইয়াই অজস্র কাজ, লাঞ্চের সময় এত মুখরতা যে—ফুরসত নাই, বৈকালে এত ক্লান্তি যে সে কথা মনে আসিল না । শুধু এই সকলের মধ্যেও অনেকবার সত্য যে তাঁহাকে অন্যমনস্ক করে ! ততঃ বহু দিন অতিবাহিত হইয়াছে ।

কিন্তু কখনই বিচার করিবার সময় পান নাই কেন যে ঐ । শুধু স্থানই তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকে, এবং এই মাত্র যে তিনি, স্ট্রেঞ্জ ! নিশ্চয় বলিয়াছিলেন ; যাহা, যে শব্দ ! ইদানীংকার ব্যবহারিক বিজ্ঞান পরিশোভিত জীবনের মধ্যে খুবই প্রাচীনতার ! ইহার আরও বিশেষ গভীরে আর একটি সংজ্ঞা আছে, তাহা হইল রহস্যময় ! এখন মিঃ...যিনি কর্ম্মের পুত্তলি, (যাঁহার শনিবারটি ভারী শতচ্ছিন্নভাবে সাধিত হইয়া থাকে) তাঁহার দ্বারা ঐ অন্যমনা হওয়া আশ্চর্য্য এবং ইহার পরক্ষণেই তিনি অস্বস্তিকর শ্বাস, একটি দীর্ঘ ও বিলম্বিত, ত্যাগ করেন । ঐ স্থান তেমনই কোন সাড় নাই, ফোট-তোলা, একইভাবে রহিয়াছে । আজ যখন কাগজ হইতে তিনি দৃষ্টি ফিরাইয়া ঐ সেই নির্জ্জনতা অবলোকনিবেন, যথাকালেই একটি নিকেল-চমকানো মোটর বাইক আসিয়া পাশেই দাঁড়াইল ; অদ্ভুত সলজ্জ, বিশেষ কর্ম্মতৎপর—এমন ধরনের বিবিধ কতক লক্ষণ যাহাতে আছে, আবার তখনই দর্শাইবে উদ্ভিজ একাকিত্ব । তিনি নেহারিলেন, যে চালায় তদীয় বাম হাতের কব্জিতে চেইনের সঙ্গে একটি লম্বাটে চৌকোনা ধাতুর তৈরী চাক্তি, তদূর্দ্ধে হাতে—কনুই অবধি উল্কীর কিছু এলেক ! লোকটি এ্যাংলো ইন্ডিয়ান, এবং তাই গাত্রবর্ণের সহিত উল্কীর নীল ও ক্বচিৎ লাল দারুণ মানানসই হইয়াছে ! অন্যান্য দিকের গাড়ীগুলির হর্ণের আওয়াজ এই মোড়কে বেশ পরিমাণে আধা বিপদজনক এলাকা করিয়াছে, এবং ঐ সচেতন করার মধ্যেও এবং তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছেন ।

লোকটির বাঁ হাতে ঘড়ি নাই, ফলে সেখানে একটি ঘড়ির ব্যাণ্ডের দাগ, মাঝে মধ্যে হাতলে ধরা মুঠা ধীরে ঘুরিতে আছে, যে এবং এখনই দেখা যায় রকমারি উল্কীর প্রায় অংশ, আর যাহাতে পরিষ্কার ভাবে সবটা অঙ্কনগুলি, সহজেই বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারা যায় : যে ক্রুশ আছে, ল্যভ (রোমান হরফে) শব্দটি, নগ্ন রমণীকে সর্প জড়াইয়া যে এবং প্রজাপতি ! প্রথমে ইহাতে ভ্রূকুঞ্চন হইবে, পরেই একটু হাসি আসিবে—এই হাসি খুব নূতন না হইলেও এখন আর তেমন বিচারযুক্ত নহে অর্থাৎ নশ্বরতার হেতুতে না, ইহা হয় তামাসা-ব্যঞ্জক !

কিন্তু মিঃ…'র চোখ, এই সকল বিচিত্র আঁকার মধ্যে কিছু সাক্ষাৎ যেমন খুঁজিতে ছিল, উলঙ্গ রমণী, প্রজাপতি, ক্রুশ, ল্যভ ইত্যাকার সম্বন্ধে জগৎ ! যাহা চকিতে খবর হইয়া উঠিতে যাইয়া স্থির আছে ; এখন ইহাতে তাঁহার স্বগোত্র (সাবজেকটিভ) আভাসান্তর কোন ক্রমেই অসমান না—অসমান শব্দটি কত না স্থানবাচক !—কিন্তু অথচ মেরুদণ্ড বিজাতীয় ভাবে সিধা ছিল, যাহাতে তিনি শিরা উপশিরা অতিক্রমিয়া শেষে ঐ চাক্তির চেইনে, লোকটি খুবই তাজ্জবের যে আপনকার ডান হাত দিয়া এমত ক্ষণে ঐ চাক্তিখানি ঘুরাইয়া নিজ দৃষ্টি মধ্যে আনিল ।

মিঃ…আপন ওষ্ঠের মধ্যে রসিকতা করিলেন, যে লোকটি নিশ্চয় ভুলিয়া গিয়াছিল নিজেকে, যে এবং ইহার সহিত এই পদ সাজাইতেই যে, কি যে সে আদতে নিজে তাহা উহার মনে নাই, মানে লোকটির—এখন চেতন লইল ! ইহা এই মন্তব্য নিশ্চয় কিয়ৎ অভব্য, নিষ্ঠুর না হইলেও ! তাই আপনাকে তিনি, বিশেষত নগ্ন রমণী প্রত্যক্ষিয়া বা স্মরণে, ঝটিতি রুখিয়াছিলেন ! তৎ-পরিবর্ত্তে বিচারোদ্যত হইলেন যে কেন সে ঐটি, চাক্তি, ঘুরাইল, সবেমাত্র তৈয়ারী করান ? না উহা আরেক দিকে ঝুলিয়া পড়িবার কারণে নির্ঘাত অস্বস্তির অথবা অথবা !

মীমাংসাকারী সত্তা অতি শুদ্ধ, এমত বিশ্বাস হয় যে স্বীয় শ্লেষাত্মক মনোভাব, যদি চরিত্র, এড়াইতেই এবম্প্রকার মনস্কতা চাহিলেন ; এক পক্ষে এই ভাবও, ইহা, চাতুর্য্য অবশ্যই ; যে এবং আর একবার বিষয়টি পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত মানে বুঝিয়া লইতে লোকটির কব্জির প্রতি নেত্রপাত করিলেন ; ইতিমধ্যের খবরের কাগজওয়ালার ব্যস্ততা, 'রেইসবুক' চীৎকার তাহারে বাধা দেয় নাই ; তিনি দেখিলেন, অথচ তিনি উহার মুখ নেহারিলেন না, অথচ তিনি চাক্তিতে কি লেখা আছে তাহা পাঠ করেন নাই ! অথচ নিমেষেই তাঁহার জ্ঞান হইল লোকটি পরিচিত ! আরও বিশদে যে, অনেক সূত্রে তাঁহারা দুজনে এক, কোন তর্ক নাই—শুধু মাত্র উহার নামটি (এখন আর লোকটির নহে) তাঁহার খেয়ালে আসিতেছে না ! পুনর্ব্বার তিনি চাক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলেন ও তখনই তিনি স্বীয় কব্জির নজর লইয়াছিলেন ! ইহা চেটাল, ইহা হয় মুষ্টিযোদ্ধার ! ছেলেবেলায় তিনি যাহা, পি এল রায়, জগা শীল কত উৎসাহ দিয়াছিলেন—এখন শুধু মনে আছে, অবাক ছায়া, কেরিকেচারের মতন ; শুধু মনে আছে এক পক্কর লড়ার পর কিভাবে তোয়ালে দিয়া অন্যতে তাহারে হাওয়া করে !

ঐ চাক্তির মধ্যে একটি সত্যের স্বীকার ছিল ; যাহা সংস্কৃত শ্লোকের বিষয় হওয়া খুবই সহজ, যাহা বিষয়েই তিনি আবছা অনুধাবনের সহিতই নিশ্চয় শ্বাস ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন : এহেন চেষ্টা কোনক্রমেই তিনি মানিবেন না, যে ঐ—মানে সেই অসহায়তা হইতেই, যে কতক বোধ এখনও জগতে রহিয়াছে যাহা মানুষকে কখনই চতুর করে না ; যে এবং তদীয় ঈদৃশী আক্ষেপ হয় নিদারুণ চোরা, কিন্তু দেহভঙ্গীর তিলেক পরিবর্ত্তনেই যে কোন ব্যাপারে অমান্য বা মান্য করণের দৃঢ়তা তিনি লভিয়া থাকেন, ফলে তিনি আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিদ্ধান্ত নস্যাতিবেন !

গাড়ীখানি এমন সময় এক মৃদু ঝাঁকানি দিল, তিনি এবার স্বস্তির আঃ ! বলিয়া উঠলেন, ইহা সংস্কারেই, এই আঃ'র মধ্যে ছিল অফিসে পৌছান দেরী হইবে না ! ইহা ভাবিতে ভাল লাগে তাঁহার (কতকদিন আশা করিয়াছেন তাঁহার দেরী হইবে, তিনি লজ্জিত হইবেন—আজ পর্য্যন্ত যাহা ঘটে নাই) গাড়ী যখন রেড রোডে প্রবেশ করিয়াছে হঠাৎ শুনিলেন আপনকার কণ্ঠের মধ্যে যাহা উক্ত, যে, তাহাতে কি ! (সো হোয়াট) কিন্তু তিনি, কেন যে ইহা—যদি ঔদ্ধত্য বলা হয়—তাহার কারণ নির্ণয়ে মোটেই আগ্রহান্বিত নহেন ; তবু ইহা নিশ্চিত যে তদীয় পেশী সকল শক্ত হইল, এই অপেক্ষায় যে তাঁহাকে আরও ঐ প্রশ্নের যাহা লড়ে যা (চ্যালেঞ্জের) প্রায়, সপক্ষে তৈয়ারী থাকা নিবন্ধন যে এবং এখন প্রত্যক্ষিলেন, দৈনিক কাগজধৃত আপন কব্জি—একটি রম্য ছবি !

কেহ নিশ্চয়ই তাঁহার জন্মদিন স্মরণে এমত কার্ড পাঠাইয়াছে, যাহাতে ঐ ছবি ! এবং তাহারই নীচে অনেক স্পষ্ট মনোহর শব্দ সকল আছে—হাল্কা ফলসা (ধূমল) রঙে ছাপান ! যাহার কারণে সর্ব্বত্রেই বিশেষ রেশমী ছোঁয়া দেখা যায় ; আঃ ! কব্জি বহুকাল যাবৎ শারীরিক কুশলতা বহন করিতে আছে ! মিঃ…, ইনি এমনই যিনি খুব ব্যবহারিক জীবনের, ঘড়ির বাজাটা হয় তদীয় চিন্তার বিষয়, অতএব আর কিছু এই ক্ষেত্রে চিন্তা করিতে সমর্থ হইলেন না ! এবং সুতরাং আন মনোহারী আনন্দাশ্রুবাহী রূপক তাঁহার ভাবনাতে আসিবে না ; কিন্তু ঐটুকু অনুভবে, মানে ঐটুকু উদঘাটনে তিনি বেশ খুসী আছিলেন, তবে এই উপরন্তু যে নিজেকে কখনও সময়ে নির্ব্বোধ সত্যই মনে হইল যে লোকটি পরিচিত—আশ্চর্য্য যে সে অন্ধকার বা আবছায়া স্থান হইতে উঠিতেছে—ইনি কি অবচেতনা হইতে উঠিতেছেন—উহা কি অবচেতনা ! আহা লোকটি তবে সত্য যে আমার সকল অবচেতনার কথা জানে ! আমি কি তাহাকে জিজ্ঞাসিব ? হায় মিঃ…যদি পুরাতন ধরনে জিজ্ঞাসার কায়দা জানিতেন মানে গীতিনাট্যতে যেরূপ থাকে, তুমি কে ! তুমি কে প্রশ্নে নিজের আমিটা ধ্রুব অচল হইয়া দৃঢ় ! পুনরপি আপন কব্জিতে নজর এখন যাইল !

সমস্ত শহর যান্ত্রিক শব্দর অশেষতা (infinity) এখানে, কি অদ্ভুত, জানালা দিয়া রৌদ্র আসিয়াছে যে এবং ভিখারীদের আত্তস্বর ! ঐ রৌদ্র অবলম্বনেই উহা আসিল ; তাই বটে যে মনে হইল, ইহা কোনরূপেই কাব্যকারিতা নহে, নিশ্চয় সে মনস্কতা তদীয়র ছিল না—ইহা যাহা তাহার বাল্যের সাফল্য !

দুইটি কমলা নেবু ও একটি আম তাহা হইলে কয়টি…তদীয় মা রাঁধিতে থাকিয়া ঐ প্রশ্ন করিয়া তাঁহার দিকে বড়ো স্নেহভরে চাহিলেন !

দুইটি কমলা নেবু, মা…

হ্যাঁ আর একটি আম ! মা'র স্বর আধা পুরুষালি শুনাইল ।

মিঃ…বুঝিলেন মা'র উপস্থিতি হইতে স্নেহ অদৃশ্য যাইতে আছে যে তাহা জন্য কত না আতান্তর । তখন তাঁহাতে এক স্বর বৈচিত্র্য নির্ম্মিত হইল—এই স্বর আরও বাল্যের—যখন কেহ খুনসুড়ী করিলে আঃ উঃ রবে প্রতিহত করার চেষ্টা আছিল—এখন, সেই স্বর সেদিনও মিসেস…তাঁহার (মিসেস'এর) বিশেষ বন্ধুকে কহেন, 'ও আমারে টিজ করিবেন না'—তিনি নিশ্চয় শৈশবের চরিত্র আটকাইয়া রাখিয়াছেন—এবম্প্রকার বচনের পর যে তিনি বটেই, আপনকার বসিবার ভঙ্গীটিকে অনায়াসে ভাঙিয়া নিশ্চয় আরামপ্রদ করিলেন ; আঃ মনুষ্যদেহর মধ্যে একটি সুন্দর সুখকর বিছানা থাকে !

এখানে বিছানা বিষয়েতে হায় আমি যদি একটি প্রাচীন বাঙলাসাহিত্য-কায়দায় মস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুপ্রাস করিতে পারিতাম, যেমন জয়দেবে আছে ; যেমন : ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন···
বা···।

অনুপ্রাস আমার কাছে বড় আনন্দদায়ক ! পুরাতন একটি চাতুর্য্য ; যখন, ছন্দ মানে অন্ত্যমিল সৃজনকর্ত্তারা বিশেষ অহঙ্কৃত হইলেন তখন অনুপ্রাসকারী সেইজন তাহাতে আঘাত করিল !

আসলে বটে বিছানাটা অলঙ্কার শাস্ত্রে একটি নামে সম্মতি লাভ করিবেই, কিন্তু আমরা তাহা চাহিনা—শান্তি, নির্ভাবনা, নিশ্চিন্ত—এই শব্দগুলি কিবা অলৌকিক, প্রত্যেকটিই স্থানবাচকতা লইয়া বা আশ্রয় করিয়া থাকে ! আর এই দেহ তাঁহার 'মিঃ···' একদা প্রেক্ষবান অদ্য যে উহ্য !—সেই লোক ! কিভাবে যে সেই স্থানবাচক 'মিঃ···' একইজন, তাহা বলা বড় কঠিন !

এখন শুধু 'মিসেস···' যিনি তাঁহার বন্ধু, আঃ কি সুখের সময়—এখন আমাদের বন্ধু হইতে পারে একটি মেয়েছেলে—এই বিশদ বা এই detail-এর জন্য আমরা কতকাল বসিয়াছিলাম—এখানে প্রেম শব্দটা আসে না ইহা বন্ধুত্ব কাহারে ভাবিত করে না—ইহা এমনই এলেবেলে—কিন্তু হায় ইহা নির্ম্মাণে আমরা প্রেম শব্দকে ব্যভিচারিণী করিয়াছি, মতান্তরে আরও পবিত্র করিয়াছি !—ইহা কি অদ্ভুত প্রকৃতির বিশ্লেষণ—হয় ব্যভিচারিণী কিম্বা পবিত্রতা !—এই বন্ধুকে, মিসেস···যাঁহারে তিনি পাশ্চাত্ত্য হইতে 'লেশ' আনিয়া দিয়াছেন, যাঁহাকে তিনি জাপান হইতে ইকেবানার (ফুলসজ্জার) কায়দা পদ্ধতির বই '৩৮ আনিয়া দিয়াছেন, তাঁহারে অবাক—দূর হইতে শিকারের পর ক্লান্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তনের পথ নির্দ্ধারণে—কণ্ঠ আর্দ্র করার ক্ষমতাতে—বলিলেন : ও আমাকে টিজ করিবেন না···

এই খুনসুড়ী শব্দটির জড় অনেক বছর আগেকার তখনও এখানে ভারতে তখন ইংরাজ ছিল—(এখানে তখন অজস্র ভদ্রলোক ছিল জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে) মা পুনরায় বলিলেন, কি ভাবিতেছ কি ; ঐদিকে কি দেখ ! উত্তর কর সত্বর।

ঐদিকে ছোট টুলের উপরে বহু ঔষধের শিশি—ঐ সবতে শিশি, থারমমিটার, বিস্কুটের টিন, কাগজের বাক্স ও আঙুরের গোল বাক্স আগে যেমত ছিল আর কোন ভ্রূকুটি নাই, ইহা তাঁহারই ধারণা হয়—ভ্রূকুটি শব্দটি খুব মনগড়া (আত্মিক) ; সব কিছু ঐ বয়সে, সবে অঙ্কের যোগ শিক্ষার বয়সে মানিতে হইবে সমস্ততে আত্মভাব। দরজাতে যদি আঘাত পাইল তবে দরজাতে পদাঘাত করে।

আহ মা যিনি খুব সাদা মনোভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিদ্যমান তাহাকে একই ভাবিতে, সবই যে জঙ্গম বুঝিতে শিখাইলেন ! উহাতে লাগিল নমস্কার কর। ও ! আমার মা 'কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ কাননচারী' (গানটি দেশ রাগে) শিখাইলেন আর ঠাকুরের বইতে আছে : শিশু বলিতেছে, যে সে ফড়িং ধরিবে, যে তখন বৃক্ষ-পত্র আন্দোলিত, ফড়িং সেই পত্রে বসিয়া, সেই শিশু পত্ররে শাসন করে, এই চোপ আমি ফড়িং ধরিব। আর কৃষ্ণকমলবাবু, নায়ক প্রমুখাৎ বলিতেছেন—হায় আমি এই অচেতন পদার্থের বারণ না শুনিয়া···

মিঃ···তখন বালক যে বালক গণিতের যোগ করা শিখিতে আছে ; টুলস্থিত ঔষধের প্রতি নেহারিয়া বুঝাইলেন যে, আমি এখনও ভাল হই নাই···যে এখন মা, মার্জ্জিত স্বরে, ধমক ঠিক নয়, সচেতন করার জন্য যাহা—আবার কহিলেন ; তাহাতে তিনি মিঃ···কান্দিত বচনে জ্ঞাত হইতে ঠিক দিলেন, দুইটি কমলা নেবু ও একটি আম, তাঁহার উচ্চারণ শুদ্ধ, (দুইটি দুটা নয় অথচ নেবু) একারণ যে পাছে অঙ্ক ভুল হয়। পরে ক্রমে হইল দুইটি, একটি অথবা ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুইটি ফল এমন নিশ্চয় মনে ক্রিয়া করে ! দুই আর একে, তখনই কহিলেন, দুয়ে একে তিন…হাসিলেন, তখন যোগীন সরকারের হাসিখুশীর ছড়া মনে আসিয়াছে নির্ঘাত ! দুই পশু এক মাছ দুয়ে একে তিন।

বাঃ চমৎকার এইত পারিয়াছি ! যে এবং এখন মা জানলা দিয়া পার্শ্বস্থিত বাড়ীর দোতলার দিকে চাহিলেন, কেহ যদি ঐখানে থাকে তবে তাহারে জানাইবেন আমার পুত্র ঝটিতি যোগ করিতে পারে ! আর যে পরক্ষণেই মা : নাও এইবার বলত।

না মা আর নহে ! ভাল লাগিতেছে না !

না চারটি কলা দুইটি আম একটি কমলা নেবু

না মা সমস্ত আলাদা থাক ! এই কথা ভাবিবার মত নির্ভীকতা তাহার ছিল না, নিজেকে ভালবাসিবার মত যাহা—অর্থাৎ শুদ্ধ ভীতি তাহাতে আর নাই ! যখন, যদি বিবর্ত্তন মান্য করি, কয়েকটি বিভিন্নতা লইয়া সূত্রপাত, তাহার পর এই কত স্থূল হইয়া গেল—সমস্ত কিছুর জাত মেল সৃষ্টি হইল ! ক্রমাগত জাত (শ্রেণী) সৃষ্টি বিচার চলিতে আছে !

মিঃ…তখনও সেই রৌদ্র ও ভিখারী আওয়াজ কানে শুনিতে আছিলেন, অর্থাৎ স্পষ্টই মীমাংসিত হইবে যে তিনি গাড়ীর চাঞ্চল্যকে, শুধু চাঞ্চল্য, যে এবং ঐ চাঞ্চল্য হইতে তাত্ত্বিক ভাবনা কারণে পটু ছিলেন না। শব্দটি সম্পর্কে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা নাই বটে ; এখানে তিনি শুধুমাত্র হাঁইয়া রহিয়াছেন !

নিশ্চয় ঐ আকস্মিকতা—যে মোটর সাইকেল চালক তাঁহার যেমন পরিচিত, যে সে—তাঁহার অচেতনতা হইতে উদ্ভূত হইল। যে এবং সে নির্ঘাৎ তদীয় অবচেতনার কথা জানিবে। কতবা কুহক যে চৌরাস্তা একদা অবচেতনাতে ছিল, এমন কত শত !

তখনই নিশ্চয় মনে হইয়াছিল, ইহা বহুদিনের কথা, কলিকাতায় ডাইরেক্ট একসান্ জিন্না হইতে সারবর্দ্দি পরয়ানা দিয়াছে—হিন্দুদের সহিত দাঙ্গা কর ! বহু লোক খুন হইল ! তিনি ও তদীয় বন্ধু, মানে মোটর মিস্ত্রী, যেদিন খুব বৃষ্টি হয় তাহার আগের দিন বটে, রাস্তা পার হইতেছিলেন, পথে একটি লাস ! হিন্দুদের বাধা দিবার জন্য পাঠান মিলিটারী ঘুরিতে আছে—তাহারা লুটতরাজ করে, গুলি করিতেছে ! তিনি উহা, লাস, দর্শনে থমকিয়া দণ্ডায়মান !

কি কর, এখনই মিলিটারী আসিবে, ঐ গাড়ীর শব্দ !

এই উক্তিতে মিঃ…দৌড়াইয়া রাস্তা পার হইলেন।

অমন হাবার মত কি দেখিতে আছিলে…

মিঃ…অপরাধীর ন্যায় দুই হাত মাথায় দিয়া চুপ রহিলেন (এখন বয়স সাঁইতিরিশ-আটতিরিশ)।

কি দেখিতেছিলে ! ও…তোমার পরিচিত নাকি !

কি জানি !

এই, কি জানি, বলিতে সর্ব্বশরীর ঝন্ শব্দ করি উঠিল ! ইস নিজেকে কি ভুল বুঝিয়াছি হায় !

যে ঐ কি জানি বলিতে পারাতে তাহার মধ্যে একমাত্র কুহক নিশ্চয় ছিল, কিন্তু তাহা তিনি অবহিত আছিলেন না, উহা কখনও পুতুল খেলার স্থান যাহা অবাক চোখে দেখা—তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিবেন, মহাশয় এই দেখাতে কখনও সিদ্ধান্ত করিবেন না যে আমি, এ জীবনের নশ্বরতার আনুরূপ্য সাদৃশ্য দেখি। (বিহারীবাবু বা বদলেরীয়ান আনুরূপ্য !) আমি কখন শ্রেণীভাগে বা সমগ্রত করা এই সবে তুখড় নই !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিঃ···এখনও আপন কব্জি নিরখিতে আছেন ! এখানে তেমনই একটি সনাক্তকরণ চাক্তি প্রয়োজন ! এই ভাবনা তাঁহারে যে এখন মস্তিষ্কবদ্ধ গুছান পারম্পর্য্যকে আলগা করিল।

এই শব্দ যথার্থ নয়, আদতে এখানে আমি যাহা ভাবি, ঐ পদবাক্যকে নিরূপিত করিতে ; তাহা হইল ঘুণাক্ষরের মত, রেখার মত, ইহাকে নব্যশিল্পচর্চ্চাতে স্নায়ুহত রেখা কহে ; এই সূত্রে, এখানে খানিক বাজে ব্যাপার হইল ; যে কলহ অদ্যাবধি আছে : যথার্থ (অর্থ) ওতপ্রোত করা—তাহার কোন পক্ষই লওয়া হইল না। এখানে হিতোপদেশে যাহা আছে তাহাই করিলাম, সুহৃদ্ভেদতে আছে : বাহ্য আকার, মনোগত ভাব, গতি, কার্য্যকলাপ ও বাক্য এবং নয়নে ও মুখের বিকৃতি এই সকল উপায় দ্বারা সকলের অন্তঃকরণ জানা যায়।—কারণ উহা একটি উদাহরণ হইল ! এখন এই সূত্রে, আরও যে, কিন্তু আশ্চর্য্য মানুষকে বুঝিতে আমরা, মানে মনকে, যে ছন্দ দেখা যায় না তাহা বুঝিতে সমস্ত সময় বাহ্যিক জগত ! যে যাহার সর্ব্বৈব রহস্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া লইব !

সেইজন কত না সুন্দর যে তাহার বন্ধুরে কহে, তাঁহারে (জনৈক মহিলাকে) বুঝিয়া পাই না ! মিঃ···অনেক সময় এমন কথা কাব্যরস সিক্তকণ্ঠে কহিয়াছিলেন, বিশেষত চূড়ান্ত যাহা নিশ্চয় মনে আছে—যাহা ঘটে, সেই হট-হাউসে ; ভদ্রমহিলার হাতে কিবা চমৎকার একটি পাতাকাটা-ছুরি ; এই রমণী এখন গাছের পাতা সংস্কার করিবেন ! তখনই মিঃ···এই কথা, 'তোমারে বুঝি নাই' বাঙলা ইডিয়ম হইল ! আপনার কানেও তাহার আসিয়াছে, অতএব অতীব গূঢ়তা যে দৃষ্টিপথে ঘনাইয়াছে ! যে এবং এই প্রথম তাঁহার স্থান চেতন ছিল না—অবশ্য তিনি ছিলেন (!) ছিলেন বলিতেই কোথাও বুঝায় (দিক ও জমি বুঝায়)···তিনি আনন্দে আরামে নিশ্চয় আঃ ! বলিয়াছেন।

ভদ্রমহিলাও নিশ্চয় ঐ আঃ শুনিয়াছেন, যদি তাহা নহে তবে কেন তিনি মিঃ···'র দিকে মুখ ফিরাইয়াছিলেন, এখন, মানে ১৯৩৪/৩৫, ঝুমকো গহনা উঠিয়াছে (কানের জন্য একপ্রকার গহনা)—উহাতে মুক্তা আছে, উহা দুলিয়া সরিয়াছিল !···অবাক হওয়ত কহিলেন, বল, বল, আমি শুনিতে আছি···

'বুঝিতে পারি নাই' পদটি মিঃ···'র নিজস্ব নহে—উহা তাঁহারই পরিচিতর উক্তি ! অন্যের—গতকল্য ডিনারে যাহা শুনিয়াছেন। ডিনার বসিয়াছিল কলিকাতার এক স্বনামধন্যা রমণীর গৃহে যেখানে আগত লোকেরা বেশ অস্বস্তিতে ততক্ষণ, যে পর্য্যন্ত খাওয়া চলে, কেননা, টেবিলের মধ্যস্থিত ফুলদানী, ইহা রূপার, উবল কাজ করা (chase work)—ঐ কাজের দিকে চাহিলেই তৎক্ষণাৎ শ্রুত হইবে : তারপর রাজা আরথার···আশ্চর্য্য ! ইহা এই রূপার আধার ছোট ছেলের শাসন করিতে পারে ! একটি বয়স ইহাটির বন্ধু ! যে এখন ঐ আধারে ফুল ছিল : বিন্যস্ত আছে ; শুধু একটি ডাঁটা এতই পলকা—সবগুলিই পলকা—কোন নিশ্চয়ই অবাঞ্ছিত কারণহেতু অদ্ভুতভাবে যে আন্দোলিত ক্রগামত আছে ! ঈদৃশ হয় হাস্যকর সাক্ষাৎ ঘটনা !

যে, ইহা কারণে নিমন্ত্রিত সকলেই অবাক সংযত, নিদারুণ গম্ভীর ; যে জনাজাত স্বীয় পেশীকে টানে রাখে, যে এবং বোধিত, ঈষৎ বিচ্যুতি যাহার তাহা, গৃহকর্ত্রীরে বড় আতান্তরে লইবে ; এই সুবাদে যে উহা তাঁহারই পরিচয়, অথচ ইহা হইল সত্য যে যাহা তদীয় ঘাট নহে ! এমন যে কেহ হাসে নাই, খুব একটা খুসীর গল্পে (মজার শব্দ প্রয়োগ করিলাম না। কেননা ইংরাজী রীতি—ব্রাহ্মণ আচার খাবার সময় কথা বলিতে নাই ; শিবনাথ শাস্ত্রী যখন ছেলেমানুষ, তাঁহার ঠাকুরদাদার পাত হইতে খাদ্য সরাইতে ব্যস্ত ঠাকুর্দ্দা কথা কহিবেন না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু উঁহু আঃ করিতেছিলেন !) বাক্যালাপ প্রয়োজন, শান্ত রসিকতাও, কেহ পাছে বেশী হাসে তাই কেহ ন্যাপকিন বিন্যস্তে মনোযোগ দেয় ! যে সকলেই অবহিত যে ঐ ডাঁটাওয়ালা ফুলটি মজা করিতে আছিল !

যে এবং এখানেতেই মিঃ...কে মানে কফির সময়ে সেই ব্যক্তি, যিনি নামকরা গলফ খেলোয়াড়—এখন যাহার উত্তরাধিকারী এখানে কেহ নাই : প্রথমটি পুত্রসন্তান গত লড়াইতে সিঙ্গাপুরের কোথাও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দ্বিতীয়টি সংস্থার বড় কর্ত্তা ছিল, ইংরাজ চলিয়া যাওয়ার পর বিলাত চলিয়া যায়। এই ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, নিজের চমৎকার দর্শন, হীরকমণ্ডিত (!) হাতার বোতাম প্রতি অবলোকনিতে আছে কালে যে, ঐ কথা, যে যাহা পূর্ব্ব-উক্তকে, সেই রমণী, তিনি বুঝিতে পারেন না !

যিনি শুনিলেন, যিনি এখন হট-হাউসে, 'মিঃ...' দেখিলেন, কোথায় যেন যুক্ত হইতেছেন, আঃ গোপনীয়তা ! রহস্য !

এখন এবম্প্রকার বচনে, এই ভদ্রমহিলা যিনি হট-হাউসে, যখন মিঃ...সংবাদ দিলেন। যে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাতে বিশেষ অন্যমনস্কতা ভর হইল ! ঐ পদবাক্য তাঁহার উদ্দেশে কেহ নিশ্চয় বলিয়াছে, ঐ একই শব্দে নির্ম্মিত যাহা—ঐ একই স্বর প্রযুক্ত যেটি। আঃ এই কামদা দেহ ব্যতীত তিনি আরও কিছু ! এখন এই গাড়ীতে 'মিঃ...' আপনার কজ্জির সমক্ষে তাঁহারে বড়ই গম্ভীর করিল।

মরিবার পর তিনি কি এতই অচেনা হইবেন ! অথবা এতই অচেনাদের মধ্যে তাহার কাল হইবে ! তখনই মনস্থ করিলেন, যে অসুস্থতার দোহাইতে যে সকল লৌকিকতা আছে মানে এনগেজমেন্ট তাহা হইতে ক্ষমা চাহিয়া লইবেন—এবং ঐ বিষয়ে মীমাংসা করিবেন ! এখন তাঁহার টাই সকালের বাতাসে খানিক অস্থির, ফলে তিনি যে নিজে বিশেষ শান্ত অবস্থা পাইলেন। মানে ইতঃমধ্যে তাহাতে, ঐ সনাক্ত চাক্তি কারণই, অসংযত বিকার আসিয়াছিল ; কখন বা কোন সূত্রে যে তিনি স্বীয় সম্পর্ক বিচারিয়াছেন তাহা বুঝিতে সাহস হয় নাই (!)—ইহা বিমূঢ়তার পরিচয়গুলি ভাবিয়াছেন, কাজ ! এখন এই শান্ত অবস্থাতে পুনর্ব্বার আপন নির্ভীকতার দ্বারা বোধিত হইতে প্রয়াসী আছেন !

আমি যে দেখিয়াছি যে আমাদের ডেসপ্যাচ কেরাণীকে টেবিলের উপর কলম হাতে মরিতে মিঃ...ক্রমশঃ মৃত্যুকে একটি ভব্য কণ্ঠস্বরে আনিতে চাহিলেন ; সমস্ত আলোগুলি জ্বলিয়াছিল পাখা ঘুরিতেছিল—তিনি অনেক ফাইল (বড় কর্ত্তার নিজস্ব ফাইল) অনুসন্ধান করিয়া চিঠি বাহির করিতে ছিলেন, যাহার মত আর একটি চিঠি যাইবে—(শচীন চাটুজ্যের বাবা এইভাবে মারা যান) যে চিঠি এমন হইবে যেন যে পরিবারবর্গ সান্ত্বনা পায়—এমন কি বাঁধাইয়া রাখে।

লেখক এমন বাঁধান চিঠি তখনকার কালে সার্পেনটীন লেনের একটি বাড়ীতে দেখিয়াছে।—চিঠির পাশেই ইংরাজ কর্ত্তার হফম্যানে তোলা ছবি ! ঐ দেওয়ালের তলে একটি বাচ্চা মেয়ে ছড়া বলে : খোকা গেছে খেলা করতে ক্ষীর নদীর কূলে—ভাইকে ঘুম পাড়ায় !

যে এখন তিনি তাঁহার কামরাতে বসিয়া সুন্দররূপে চিঠি লিখিবেন ; আলেখ খবর যে, ঐ সূত্রে তাহার আনন্দে সমস্ত দেহ সিঞ্চিড়িয়া ছিল ; (এইখানে পাঠক সাধারণ যেমন '...' সম্পাদক—তাহার জন্য লিখিতে হইবে—হঠাৎ আনন্দ কেন। বুঝেনা যে মানুষ যদি এতেক বিচারিয়া চলিত তাহা হইলে এই function-ময় জীবন হইত না—অতএব লেখা abstract হইল !) যাহারা ইংরাজী জানে না তাহারা চিঠির প্রতি মহতী শ্রদ্ধায়, যাহারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু জানে তাহারা সর্দ্দি টানিয়াছে, মেয়েরা অঞ্চলে হাত মুছিয়া ঐ চিঠি স্পর্শ করিয়াছে ! অবশ্যই এই সব পরম্পরা তিনি ভাবিতে পারেন নাই ; মাত্র যে ইহা বোধ করেন, এখন হাত ধৌত করা প্রয়োজন ; এখন চিঠি লিখিতে হইবে। ইহা টাইপ করা হইবে না—ইংরাজ কর্ত্তা হাতের লেখা খারাপ অতএব তবুও তিনি লিখিবেন !

ঐ দিকে মৃত ডেসপ্যাচ কেরাণী !

একবার তিনি ঐ দিকে নেহারিলেন, আলোর রশ্মি-কিরণ একে অন্যারে ভেদ করিয়া বিশেষ হইয়াছে ; স্থূল হইয়াছে এখানে একটি সূর্য্যমুখী হেলিতে আছে হইলে বড় লাগসই উচিত হইত। আবছায়া, আলো, ছায়া অন্ধকার—ট্রামের, গাড়ীর শব্দ, অনেক উঁচু তলা হইতে ট্রাম বা গাড়ীর হর্ণ কি অবাক শুনিতে লাগে ! রিক্সর আওয়াজ পৌঁছে না—ঐ হলুদ, ঐ সূর্য্যমুখী, ঐ নিত্য জাগা চেহারা, ধরিয়া রাখিত ! O! Sunflower weary of time স্মরণে আসে নাই—আমাদের জানালায় Vase যে ফুলগুলি তাই বলিলাম ; এবং সেদিন '...' এক ভদ্রমহিলাকে ফুল সাজাইতে দেখিলাম ; যাহা ভদ্রমহিলার চোখের কালিমা দূর করিয়াছে ! তাঁহার দেহে এখনও রাস্তা চলিত ভারী গাড়ী শব্দ বাজিয়া উঠে গতরাত্রে অদ্ভুত আনন্দিত হইবার চেষ্টা অসংখ্য ! যে যেখানে বস্তু গেলাস কাঁটা চামচ পদক্ষেপ ; প্রাকৃতিক, যান্ত্রিক সবই এক কে করে ছেলেমানুষ করে—যে তাহারা সমবেত সকলে একটু হাসিবে !

ঐ ভদ্রমহিলা ফুল সাজাইতে আছেন ;—আমার সৌভাগ্য কিবা যারপরনাই ; যে বটে আমি বহু স্তরের মহিলাকে, আমাদের সময় ইকেবানা আসিয়াছে, তবে পাশ্চাত্য পদ্ধতি—ভাঙা মুঘোল—বিশেষত মালাকাররা যেমন করে (ভারতচন্দ্র মালাকারদের খুব তারিফ করিয়াছেন) ফুল অর্ঘ্য ও ফুলদানী সাজাইতে দেখিয়াছি—সাজান দেখার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছি। চার্চে প্রথম আমি দেখিলাম ক্যানাপাতা দিয়া ফুলদানীর ক্যানা রচিত হইয়াছে—এবং ঐ দিনই সেই মহৎ গানটি হয়, 'আলোক রঞ্জন করি আগমন...' —আমার মা একবার অশোক ফুল দ্বারা আগ্রা না জয়পুরের পেন্ট-বোল সাজাইয়াছিলেন, সেখানে ঝিনুককৃত টিয়া পাখী কি যে পরম সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছিল—তাহা ভুলিবার নয়, হায় উহার পাশে দাঁড়াইয়া যদি কোন খেদ করিতে পারিতাম—'কবে পোহাইবে রাতি' শিশিরবাবুর মতন কণ্ঠস্বরে যদি !

'মিঃ...' রে ঐ আলোক ছটা কেমন তাঁহারে হতবুদ্ধি করিতে আছিল ! যখন, যে ব্যাপারে তিনি পটু, যে অর্থাৎ মনকে উহা হইতে ফিরান বা যুক্তিসঙ্গত করা—তাহা এখানে কোন অংশে সহায় হইল না ! অথচ অন্ধকারের প্রতি লক্ষ্যিতে তাঁহার অভিজ্ঞতা বিভিন্ন রকমের, যে উহা হইতে শত্রু-শিকার উদ্ভূত হইবে, এবং তিনি ঘোড়া টিপিবেন ! এখানে সেই অনুরূপ নহে, অর্থাৎ তিনি এতাবৎ তারতম্য, তীব্র কোন কিছুতে আকৃষ্ট হয়েন নাই, অদ্ভুত বৈপরীত্য ধর্ম্মের মধ্যে বিষয়ে তদীয় সতর্কতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সচেতনতা, জাগা অবস্থা ! উহা ঐ আলোক কার্য্য নেহারিতে বটেই যে তাঁহার সমগ্র দেহ সচকিত হইল ; অবাক ক্ষীণজীবী কর্কশ, কণ্টকিত-শব্দে, 'কে' জিজ্ঞাসিয়াছিলেন।

কে ?

যে কি পর্য্যন্ত এখন অবাক করিয়াছিল তাঁহারে এই স্বর ! কত পুরাতন কত সচেতনতা, কত একা...স্বরের জন্য লজ্জা পাইবার পূর্ব্বে তিনি গম্ভীর হইলেন। যে ধীরে কত না আশ্চর্য্য পদ্ধতিতে ঐ স্বর এমন শ্রুতিমধুর হইয়াছে ! এখনকার ঐর মধ্যে কত বিভিন্ন স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে ধরণ আছে ! আর স্যার...বাড়ীর নীলামে (ইনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রাক্কালে) কত যে রকমারি তৈজস তাহার ইয়ত্তা নাই—সেরাটন আধারে নীলামওয়ালা রূপার চামচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়া আঘাত করিল। সেরাটনের ফিরোজা সবুজ রঙ উপচাইয়া শব্দতে ব্যাপ্ত হইল ! দেশী বিদেশী উপস্থিত প্রত্যেকেই সূক্ষ্ম পন্থাতে ঐ শব্দকে অতীব শিথিল দৃষ্টিতে, অনুসরণ করিতে আছিল, যে ইহাতে তাহারা বরগা সকল দেখিল, ইহাতে তাহারা জানালার প্রতি দেখে—! নিমেষ পরেই একে অন্যের দিকে লক্ষ্যিয়া মৃদু স্মিতহাস্য করে, আদতে কেন যে ইহা তাহা বুঝিবার নয় ; যে ঐ দেখার নির্বুদ্ধিতা মানে ঐ সেরাটন আধার নিখুঁত—চেরা চীড় ইহাতে নাই। নীলামওয়ালার ডাকে সকলে স্বাভাবিক। এখনও ঐ 'কে' শব্দ আছে।

মিঃ…তখনই কি নিজেরে ঐ প্রশ্ন করিলেন কিম্বা না, তাহা তাঁহার চিত্তে আসিল না, যে এবং বারেক তিনি আপন দেহ প্রতি সভয়ে বোধিত হইবার দৃষ্টিতে দেখিতে মানস করেন। এই দেহ, ইহাতে ঐ স্বর তবে কেন তাঁহাতে সেই বিখ্যাত বিদেশী শিল্পীকৃত নিজেরই আলেখ্য দর্শনে, অর্থাৎ নিজের প্রতিকৃতি দর্শনে বিশেষ, যন্ত্রণা আসে : যে একথা মোটেই সত্য না ; যে তাহা অযথা বিকৃতি ধরণে আধুনিকতার নামে আঁকা। ইহাতে রঙ ঘটিত তারতম্য এমন হয় যে—তাঁহার কোনক্রমে ভাল লাগে নাই—এই প্রথম নিজেকে ভালবাসাতে বাধা পড়িল যে এবং পার্শ্ববর্ত্তী অনেক বন্ধু-বান্ধবের তারিফে, তিনি স্তব্ধ রহিয়াছিলেন। নব্য ধরণ যাচ্ছেতাই ইহা বলিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না, একবার তিনি তবু সৌখিন কায়দায় দাঁতের সহিত দাঁতের আঘাত করিয়াছিলেন ; কোন চিত্তবৃত্তি লইয়া আমি ! এ কোন ভবনায় আমি ! আঃ আমার ফোটগ্রাফ তোমরা ত দেখিয়াছ !

তুমি একজন আধুনিক ব্যক্তি—তোমার আলেখ্য আর মিকালএঞ্জেলো করিলে এই হইত—মনে রেখো তুমি আর মোনালিজা এক নও !

সবই কি আমার বিকৃতি, আমার মধ্যে কি, দেখ, আমাকে ভাল কিছু নাই…যদি না কিছু মনে কর…ও ! ও ! আমার ফোট !

ইহা হয় আর্ট…তোমার গিনিগুলো সার্থক হইল !

মিঃ…ইহাতে খালি আঁচড়িত হইলেন, ঐ আলেখ্য লইতে হইবে ! কিন্তু ইহা তাঁহার মনে বিশেষ খেদ মিশ্রিত রাগ জন্মিল, এই আলেখ্যর নিমিত্ত তবুও এক ভোজ দিতে হইলই—সকলে আসিল, সকলে প্রশংসা করিল। তাঁহারা, আইলেভেল হইতে কত দূরে—সকালের রৌদ্র রাতে আলো ইত্যাদি লইয়া অনেক পরামর্শ করিল। কহিল এ ঘরে ফোটগ্রাফ রাখিও না…।

মিঃ…তাঁহার জামার মধ্যে যারপরনাই অস্বচ্ছন্দ বোধ করিতেছিলেন—এই কি আমি !

চমৎকার !

অপূর্ব্ব !

কিন্তু এই তিনি ত অতিমাত্রায় অসভ্যতা, ঘৃণ্য মনে করিয়াছিলেন সেই শিল্পীর কাজ দর্শনে যে কতক ষ্টীল লাইফ আঁকিয়াছিল, যে ষ্টীল লাইফে বস্তুগুলির পার্শ্বে তুলির কাজ এমনই ভাঙ্গা চালে করা হইয়াছে যে দেখিতে কিম্ভূত মনে হয়। শিল্পী তাঁহারে কহিয়াছে—আপনার কিছু মনে পড়িতেছে উহা দর্শনে…। মনে পড়ে, আপনি আমারে শিকারে লইয়া যান…বুনোমহিষ শিকারে ! আপনাকার গুলিতে বুনোমহিষ পড়িল, সঠিক গুলি লাগে নাই, কি ভয়ঙ্কর তাহার গোঙানি ! সেই গোঙানিকে আমি আঁকার কাজে লাগাইয়াছি। শিল্পীর সূক্ষ্মতাবোধ তাঁহার মনে হইল না—শুধু পুরাতন লোকের মত মনে হইল কি ভয়ঙ্কর লোক—এখানে গিনিপিগ চলিয়া গেল—তাহারে, অথচ শিল্পীরে দেখিলে তাহা মনে হইবার নয়। ঐ ব্যক্তি অনবরত বলে, বাস্তবতা, ইনফ্যাচুয়েশন, এনালিটিক ডেপ্‌থ, ডাইমেনশন, র‍্যাশানাল, সেমেনটিকস…আরও কত শব্দ। হুইস্কীর গ্লাস হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রোতৃবর্গ স্থির।

আর আমার আলেখ্য! আমি নিশ্চয় বহু বিভিন্নতার আদিম ছবি সকল দেখি, কি ছেলেমানুষ তাহারা, কত জবর দেহে কত না ছেলেমানুষ তাহারা একটি পাখীর উড়াকে অনুসরণ করিত। সুন্দর আকর্ষণীয় ছবিগুলি, সুন্দর আকর্ষণীয় হয় ভাস্কর্য্য! কিন্তু আমারে কিভাবে আঁকা হইয়াছে! এই শিল্পী কিভাবে বলিতেছে…! এবং মনস্থির করত তিনি কহিলেন, ইহা তোমার চালিয়াতি ব্যতীত আর কিছুই বুঝি না!

যদি তাহাই হয় তাহাই হউক, চালিয়াতিকে আর্টে লইব…

এবম্প্রকার বচনে দুজনেই ঝটিতি চুপ, যে বলিল এমনও হয় সেও। কেননা এখানে দুজনে একটি সংস্কারেতে আছে—যাহা যথাযথ বুঝে নাই তবু সচেতন তাতে, তাহা এই যে সকল ব্যক্ত ধর্ম্মে আছে, যেমন অতিবড় পাপীকে ভগবান ক্ষমা করে সে যদি শরণ লয় কিম্বা নাই লউক! এ সম্পর্কে গল্প রামকৃষ্ণতে আছে: মা যেমন গু-গোগলা শিশুকে নাওয়াইয়া ধুয়াইয়া দেয়!

না কহিলে ঐ ব্রাশম্যানার বুঝিতাম মানে মহিষের গোঙানি! মাই ডিয়ার একটু সত্যি হও।

জিজ্ঞাসিত যদি হইতাম উহা কেন ঐরূপ! কহিতাম অনুরণনিত স্থান! এখানে কিছু সঙ্গীতের সবাস্তবতা আছে…

যে ইনি কিছু না বুঝিতে চেষ্টা করিয়া আক্রমণ করিলেন! তোমার কি বুদ্ধিতে বলে এই আমার চেহারা…উহা ত বিকৃত!

একজন বলিয়াছিলেন সকল সৌন্দর্য্যই বিকৃতিমাত্র;

এই উক্তিতে তাঁহার চীৎকার দিয়া উঠিতে আশ্চর্য্য মানসিকতা প্রস্তুত আছিল, কিন্তু বিচার তাঁহারে রুদ্ধ করিল, কখন যে বিকৃত হইয়াছি জানি না, ক্রমে হইতেছি বা আর এমন বিকৃতি লইয়া মরিয়া লাভ নাই।

যে যাহাতে এখন তাঁহার ওষ্ঠ কম্পিত! সত্যই কি চীৎকার করিতে আছেন; ঐ মুখমণ্ডল যে ছবি আঁকে তাহার—তদীয় নিকট হইতে বহুদূরে—উহা স্মিত হাসিতে আছিল।

মিঃ…কত খবর আমরা হই, আমরা তাহা জানিতে পারি না!—না জানিলে ত আমাদের বদল হইতেছে…(বিবর্ত্তন!)

বিবর্ত্তন আর বিকৃতি। দুটি…

আঃ উহা কি ইহারে স্থিরীকৃত করুক!

মিঃ…ইহাতে যারপরনাই অসহায় হইয়াছেন, যে আপনকার অভ্যন্তরে দুরন্ত ছোটাছুটি হইতে দেখিলেন, মর্য্যাদা অহঙ্কার সবকিছু এমনও যে ইতিমধ্যে নিঃশ্বাস লওয়ার কাজ ব্যাহত আছে…, আঃ হট-হাউসে সেই ভদ্রমহিলা যিনি—আপন গোপনীয়তার জন্য তরঙ্গায়িত হইলেন, আর আমি সেই যে বিদেশের চিড়িয়াখানায়—বিষধর সর্প দর্শনেও অহঙ্কৃত বোধ করে। ইহা বঙ্গদেশের মাডাম!

মাই ডিয়ার—তোমরা কেমন করিয়া...মানে ও ডিয়ার!

বাঁচি!

বলিব কি।

নিশ্চয় পারেন…জানি না…ফিরিবার পথে তিনি আপন আলেখ উত্তরে সূক্ষ্ম হইয়াছিলেন। প্রথমে ঐ সর্পের নিকটে লেখাতে 'বেঙ্গল' শব্দটি তাহারে দুস্তর মনকেমন বটেই সে দিয়াছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্যই যে ক্রমে দেশভক্তের ন্যায়, মাতৃভূমি ! কথাটা বারংবার তাহাকে অহঙ্কৃত করে ! এখানে বটে যে আর তিনি শিল্পীকে নস্যাতিতে চাহেন না, নিশ্চয় বোধিত যে আঃ আমার বিকৃতি কত চমৎকার !

শিল্পী কহিল : আপনার মত এক মার্জ্জিত রুচির লোক ! এখানে আবার ফোটগ্রাফ রাখিয়াছেন !

মার্জ্জিত রুচি শব্দে তাঁহার টনক নড়িল !

এখানে এইটি এই চৈনিক জেডের রমণীমূর্ত্তি···সন্ন্যাসিনী থাকিতে পারে !···যে এইটি ভালবাসিয়া কিনিয়াছেন ! সেই আপনি···

যে ইহাতে 'মিঃ···'র ভিতর রোমাঞ্চিত হইল, বটে আমি সেই যে কিনিয়াছে ; কোথায় কিনিয়াছি ! এইটি কি সেইটি···বোধহয় বোধহয় ! যে রমণী হট-হাউসে 'কেহ তাঁহারে বুঝিতে পারে না' পদ শ্রবণে কিভাবে তারুণ্য পাইয়াছিলেন তাহা মনে পড়িল···তিনি এখন রমণীকে নকল করিতে চেষ্টা করিলেন,···ও না বেশ আমি হংকঙে যাইব, সেই কাপড় জামা পরিয়া, পি এণ্ড ও লাইনে তেমনি ভাবে নামিব । তখনই টমাস কুকে ফোন করিব । আঃ হংকঙ ! কি অসম্ভব রুমাল আন্দোলন ! পতাকার কি তীব্র রঙ ! অজস্র বিনীত দালাল, আমার হাতে পাশপোর্ট !

ভাল ফার্ষ্ট ক্লাস হোটেল

··········(আমি)

চমৎকার জায়গায়

··········(আমি)

চমৎকার সার্ভিস

··········(আমি)

স্নান

··········(আমি)

অভাবনীয় খাদ্য

··········(আমি)

বিছানা

··········(আমি)

অল্প বয়সী নধর যৌবনারা

··········(আমি)

সাইট সিইঙ

··········(আমি)

রাস্তা ব্রাশব্যাণ্ড যাইতে যে অসংখ্য রুমাল আন্দোলন, হংকঙে সাবধান—সব জুয়াচোর (প্রতি পোর্টেই অবশ্য) সাবধান ! সেই ব্রাশব্যাণ্ডের মধ্যে দিয়া তাঁহার গাড়ী চলিল, আঃ একটি রোলস ! দালালদের তাহারে সনাক্তকরণের (যে যৌবনা) মধ্যে দিয়াও সেই রমণীমূর্ত্তিতে জেডের যাহা যাহাতে আলো ভেদ করিয়া যাওয়া যায় (হায় একদা আলো শুনিয়াছি সলিড ছিল) জেড বস্তু সলিড ! আলো পাচার করিতে আছে ! কিঞ্চিৎ অন্ধকারে আনিয়া তাহাকে শিখ ছেলেটি দেখাইল ; তিনি কহিলেন : আমি কিনি ! ছেলেটি এই চীনা ভদ্রলোকের কাছে কাজ করে, কহিল সবে আসিয়াছে, চীনাতে বড় হাঙ্গাম—চীয়াং কাইশেক্, মাদাম চীয়াং ! ও জানেন ; সৌখিন আমেরিকান ; তিনি একটি কিনিয়াছেন !—আঃ

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রাশব্যাগু বাজিতে আছে বটে যে তিনি যাইবেন ! আঃ হংকঙ !

—এক্ষণ, আশ্বিন ১৩৮৪

বাগান পরিধি

মাধবায় নমঃ জয় ভবতারিণী জয় রামকৃষ্ণ ! এখানে এই জাগতিক কথা লিখিতে আমাদের মন বুদ্ধি এক হইল, বলিতে পারি দূরত্ব সকল উদ্ঘাটিত হইবে ; কেমনে এই বিশ্বাস হইল তাহা জ্ঞাত করিব ।

মেহগনী কাঠের দরজার কাঁচের দুই পার্শ্বে সুঠাম লতা কেয়ারি নিছক পাশ্চাত্য সৌখীনতার ইচ্ছা প্রকাশ—এখানে, লতা কেয়ারি ইতিমধ্যে রমণীর মুখমণ্ডল, চমকপ্রদ শুভ্র কণ্ঠ, বক্ষঃস্থলে হাত, একটু অস্পষ্ট ভাবে আভাসিত হইয়াছে, যেহেতু কাঁচে রহস্যময় নিবিড় ছাই ও কিছু নীলাভ আলোর রেশ উজ্জ্বরিয়াছে যাহা ঐ বিরাট কক্ষের মেজেতে একটি ঢাকা দেওয়া নীল আলো হইতে ঘটিয়াছে ; ঐ কুহকের মধ্যেও নিখুঁত ওষ্ঠ কম্পিত হইল ; হায় ইহা কখনই লিখিত ছিল না, যে, ঐ ওষ্ঠদ্বয় তাঁহারে, নিজেকে, কিছু প্রশ্ন করিবে !

এখন অনেক রাত, চারিদিকে স্তব্ধতা অন্ধকারকে আরও ঘন করিয়াছে—ক্বচিৎ দুই একটি আওয়াজ আসিল, তিনি ঈষৎ সচেতন হইলেন, প্রশ্ন যে কি তা নিশ্চয় তিনি ভুলিয়াছেন ; তাই দেখা যায় যে, তিনি নিজ রূপ দর্শনে এতই মোহতে আছিলেন—যে শুধুমাত্র কহিলেন, সত্যি সুন্দর তুমি !

কখন যে এই রমণীর মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হইল, অর্থাৎ কখন যে এই ওতপ্রোত মাংসল সৌন্দর্য্য, যাহা নিজের, তাহাকে 'তুমি' সম্বোধন করিবার সিদ্ধি তাঁহাতে বর্ত্তাইল, তাহা বড় অলৌকিক—তাঁহার ঐ উচ্চারণে, অতি প্রাচীন আশীর্ব্বাদের স্বর ভঙ্গিমার গুণ ছিল । অতএব প্রশ্ন উত্থাপিত আর হইল না, বরং ঐ স্বীকার করাই, সেই অনুক্ত প্রশ্নের উত্তর । তথাপি ইহা বলা ঠিক, যে, ঐ উত্তরে তিনি ঐ দ্বিধাবিভক্ত হইতে পুনরায় তখনই একীভূত হন নাই, এবং যাহা তাঁহাকে তাঁহার সার্সিতে প্রতিফলিত ছবিটি হইতে দেয় নাই ।

নিজের এই ছবি যে ঐ রমণীকে এরূপ মুগ্ধ করিবে তাহা নিঃসন্দেহে তিনি কখনও ভাবেন নাই, সার্সিতে এই আবিষ্কার তাঁহার দ্বারা আকস্মিক ঘটিল—এমন সিদ্ধান্ত করার বাধা আছে ; কেননা তিনি বা তাঁহার জীবন-মানসিকতা উচ্চ পর্যায়ের সংস্কৃতি দ্বারা জরিত নহে ; তবে বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁহাকে রুচি সম্পন্ন আখ্যা দিতে হইবে ; ক্রয়ের মধ্য দিয়া যাহা কিছু—যতখানি সৌখিন রুচি বিলাসী হওয়া যায়—তাহার সাক্ষাৎ তাঁহাতে আছে । এখন আমরা জানি ইহাতে কোন শিল্প বোধ গড়িয়া উঠে না, অবশ্য জিনিষপত্রের সমঝদারিতা বাড়িয়া থাকে ।

এইরূপ 'দেখা' নির্ঘাৎ তিনি কোন ফিল্ম-এ নিরখিয়া থাকিবেন ! এবং সেই ফিল্মের দৃশ্য কোন সূত্রে যে অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল, যাহা তিনি অনুকরণ করিলেন, সেই নাটকীয়তা তথা সংস্থাপন তাহা ইঁহার স্মরণে নাই । আদতে কেন যে এই ভঙ্গি বড় মাধুর্য্যের তাহা তিনি প্রশ্নও করেন নাই । তিনি নয়ন ভরিয়া শুধু দেখিতেছিলেন, ইতিমধ্যে হঠাৎ এবং ইহা স্পষ্ট যে, তিনি, তাঁহার কাঁধে কাহার নিশ্বাস পড়িতে আছে, তাহা বিশ্বাসে মহাতৃপ্তি সহকার তির্যক দৃষ্টিপাতে নেহারিলেন, ইস তুমি কত বড় হইয়াছ । ইস্ সেই আর এই ! এবং ইহাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃদুহাস্যে উচ্চারিয়াছিলেন। এবার তিনি সার্সি হইতে পশ্চাতে কেহ নাই জানিয়াও ফিরিয়া তাকাইলেন ; দেখিলেন অদূরে খোলা দরজার পাল্লায় হাত ঊর্দ্ধে প্রসারিয়া নাপতিনী ঘুমাইতেছে, সে ঘুমের মধ্যে কথা বলিয়া থাকে ; অন্যত্রে তাহার ঝি, যে বলিয়া থাকে. দুটি খাইতে পাইব বলিয়াইত—না কি বল ? এবং এই মেঝেতে বসান নীল আলোতে একটি পোকা। সেই যুবক ! সেকি আমার মতই এমন বিনিদ্র রজনী কাটাইতেছে। অনৈসর্গিক পিপাসাতে তাহারও কি এমন ছাতি তচনচ হইতেছে। ইস আমার গাত্রে একি জ্বালা !

এই রমণীর অনুভব বোধ এখন বিস্ময়কর ভাবে খেলিয়া উঠিয়াছে—ইনি বড় মায়িক চোখে চাহিয়াছিলেন—যাহার নিঃশ্বাস তাঁহাকে উষ্ণ করিল সে এখানে কোথাও নাই ! তিনি এই কারণে ওষ্ঠ দংশন করিলেন না ! তদীয় সমগ্র শরীর এক অভিনব সৌন্দর্য্য ভারে টলিতে আছিল ইদানিং পরিবেশ যে জীবন যাত্রাতে তিনি আছেন, সেখানে সম্পূর্ণ তিনি স্বাধীন ; কোন কিছুর জন্য উন্মাদ হওয়া খুবই সহজ ব্যাপার !

নাপতিনীর বাক্য, রক্ত, যা রক্তের কোথাও না কোথাও দিল্লী কাশী যেখানে হোক দোষ থাকে—না থাকিলে এই পথে আসে ! ঐ ঘুমন্ত মেয়ে ছেলে দুইটি, এই দিকে আলোর নিকট পোকা, নিকটে সিল্কের লেশ দেওয়া চাদর পাখার মৃদু হাওয়াতে কাঁপিতেছে—সব কিছু অন্য কোন অর্থ করিল না, যাহা সহজেই সব কিছুকে ফুৎকার দিতে পারে।—বরং ঐ রমণী এখনকার বর্ত্তমানতার প্রতি পুনর্বার তদীয় নয়ন মেলিয়া দর্শনের পর মৃদু হাস্য করিয়া তাহাদিগকে আশ্বাস দিলেন, তোমরা আমার জাগরণের সাক্ষী—এবং তিনি আরো কিছু প্রকাশিতে চাহিয়াছিলেন, যেহেতু ঐ ঘুমন্ত মেয়েছেলে, বিছানা, পোকা, নীল আলো—ফুটন্ত অভিজ্ঞতা এবং তৎপরে সার্সির গল্প ! তোমাদের আমি আপনার বলিয়া মান্য করি, তোমরা দেখিতেছ, (ঘুমন্তদের মধ্যে যে জাগিয়া আছে) আমার অস্থিরতা ! আমার বক্ষ লাল হইয়া আছে। আমি পুড়িতেছি। তোমরা আমরা অন্তরের সাক্ষী !

এম্প্রকার স্বগত উক্তির মধ্যে, আলোর নিকটস্থ পোকাটি ইঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, আঃ ! এবং স্মরণে আসিয়াছে, থিয়েটারে, তদীয় পার্শ্বস্থ বকস হইতে এক প্রবচন মৃদু উচ্চারিত হইল 'কুসুমে কীট' পরক্ষণেই হাসির রেশ, ঐ দিকে ষ্টেজে ডাগর দুখানি চোখের তলায় চুমকীদার কালো ওড়ানা আবৃত যৌবন শ্রীযুক্ত দেহীর মুখের খানিক—ইনি সাকীর ভূমিকায়। সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ ভাবাচ্ছন্ন, কোথাও অপেরা গ্লাস চোখে স্থির দর্শক—তাহার কি যে মনোরম লাগিয়াছিল ঐ নীরবতা ! ঐ নাপতিনীর ওষ্ঠ কম্পিত হইল, স্বর শ্রুত হয়, তিনি জ্ঞাত হইলেন ; ভালবাসা সে আর কি কাহারও জন্য দু তিনটে আজমল খাঁ স্পেশাল মোদক খাওয়া ! এই আর কি !

এখন রমণী সেই পোকার দিকে বড় আগ্রহে নেহারিতেছিলেন, এ সময়ে নিশ্চয় ক্ষণেক ইচ্ছা হয়, অথচ প্রথমে এমন বাসনা হয় নাই !—নাপতিনীকে জাগাইয়া জানিয়া লইবেন, যে ঘুমন্ত তোমরা, বিছানা, নীল আলো এবং পোকা, এই সকলের অর্থ কি ? নাপতিনী, স্বপ্নের অর্থ হইতে, ইত্যাকার দৃশ্যের চমৎকার অর্থ বলিয়া দিয়া থাকে। জিজ্ঞাসা শুনিবামাত্র নাপতিনী আপনকার চুলে গিঁট দিবে, স্থির হইয়া বসিয়া নিজেকে বলিবে, এখন বল এই সবের মানে কি ? কয়েকমুহূর্ত স্তব্ধ থাকিবার পর আপন চক্ষু বুজাইয়া স্পষ্ট অক্ষরে ব্যাখ্যা করিবে। নাপতিনী তাঁহার সব কিছু সিদ্ধান্তের কর্ত্রী। নাপতিনী ; নরকের সকল খবর রাখে।

ঐ পোকাটি দেখিতে কালে হঠাৎ তাঁহার বুদ্ধি ঐ প্রেক্ষাগৃহে—ওল্ড এম্পায়ার—দ্রুত প্রবচনটিকে শব্দছলে অদল-বদলে, খুব মজার এক পদ সৃষ্টি করিল, 'কুসুমে কীট' না বলিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচনা করিল 'কীটে কুসুম' ! আশ্চর্য্য এই পদ তাহাকে রোমাঞ্চিত তিলেকের জন্য করিল, একারণ যে, কীটে কুসুম—কীটের জীবনের দিক দিয়া কুসুমসমান, তুলনায় মারাত্মক। তিনি এখন মহা আবেশযুক্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইলেন, বিছানা হইতে উঠিয়া হঠাৎ সার্সি এবং সেইখান হইতে এ পর্যন্ত তাঁহার মধ্যে রমণীত্বঘৃণাইয়া চমকাইয়া উঠিতেছিল, আশ্চর্য্য ইহা মোটেই দৈহিক উদ্দীপনা নহে ! মাথাতে কেমন এক গুঞ্জন শ্রুত হইল ! এসময় তিনি সিঁথি হাত দিলেন।

এখন নিজেকে ঐ শব্দছল তাঁহারে যারপরনাই ভারি করে ; তাঁহার মনে এবং ঐ কথা—কুসুম কীটের তেমনই নিয়তি !—পুনরায় ; ঐ সকল শব্দের স্বর কম্পন, তাঁহাকে অদ্ভুত সিঞ্চিড়া দিয়া জানাইতেছিল। এখানে সাধারণ স্ত্রীলোকের মত তিনি ভীত হন নাই ; আপনাকে রক্ষার চাতুর্য তাহাতে আছে !

আমি তাহাকে প্রথম কোনদিন দেখি—এসময়তে তাঁহার মুখখানি অল্পমৃদু আন্দোলিত হইতেছিল, সহসা এক দৃশ্যে তিনি ছেলেমানুষী খুসীতে আঃ বলিয়া উঠিলেন। আজ যাহাকে বহুদিন বাদে ওল্ড এম্পায়ারে আবার দেখিলেন—ঐ ত সে ! কবে বটে প্রথম প্রথম—!

আমি, বলিয়া থামিলেন, এবং তদীয় ভ্রূ কুঞ্চিত হওয়ত কোন কিছুকে তাড়না করিল—যাহা মেঘনা আধার যেখানে অনেক কিছু প্রতিফলিত হয়—এবার তিনি নেহারিলেন, টিন ঢাকা বারান্দার মেজেতে বসিয়া কেহ, ঝিনুক দিয়া কোলের শিশুকে দুধবার্লি খাওয়াইতে আছে, হঠাৎ শিশু ভুলাইতে পাখী দেখাইতে কালে, হস্তস্থিত ঝিনুকটি বাটিতে বাজাইতেছিল, হঠাৎ প্রত্যক্ষিল গলির অন্যধারে বাবুর বাড়ির বিরাট জানালায় কে একজন (যদিও গাছের আড়াল আছে তবু) স্পষ্ট, তৎক্ষণাৎ শিশু কোন 'কেহ' হাতের উল্টাপিঠ দিয়া নিজের মাথার ঘোমটা টানিয়া দিল। (পূর্ব্বে লজ্জাশীলা মহিলারা ঘোমটা দিতেন যাহা অঞ্চলের একপ্রান্ত)

এখন আবার ঐ রমণী পোকার দিকে সাধারণ ভাবে, তাকাইয়া মনে পড়িয়া যাওয়া একাধিক ঘটনার মধ্যে দ্বিতীয় কোনটি ! আঃ ! 'কেহ'র মানে একটি মেয়ে, তাহার স্বামী অফিস যাইবে, স্বামী বারান্দায় মেয়েটি ঘর হইতে বলিয়াছিল মা গো ! কি সর্বনাশ ! মরণ দশা আমার এতক্ষণ লক্ষ্য হয় নাই গা। ইস্ ভাগ্যে নজরে পড়িল—বেজায়গায় কাপড় ফাঁসিয়া গিয়াছে—এবার মাস শেষ হইলেই···দাঁড়াও। স্বামী কহিল, তুমিও যেমন কাহারটা কে দেখে। লাখে একটা ভাল, তবে অপিসের সময় হইয়াছে সেলাই-এর তর সহিবে না। মেয়েটি কাতর কণ্ঠে বলিল, শেষে অপিসের লোকেরা যদি দেখে কি বলিবে, বৌ—কি মরিয়াছে, অমত করিও না। মেয়েটি সত্বর সূঁচ সুতা লইয়া দণ্ডায়মান স্বামীর প্রায় পিছনে এক পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, ভ্রূ-কুঞ্চিত হইল, মহাচাতুর্য্যে সূচে সুতা পরাইল, সেলাই করিতে সময় প্রকাশিল, অফিস বলিয়া কথা, সায়ের সুবো ব্যাপার এতে মান থাকে, না কপাল ভাল হয়। স্বামী ইহার উত্তর করিল, তোমার একটা আটপৌরে। তৎক্ষণাৎ মেয়েটি ধীর ভাবে কহিল, এই সব বলিও না। আমরা ঘরে থাকি, ছেঁড়া দুটা পরিলেও কিছু আসিয়া যায় না, এই সময় তাহার সেলাই শেষ হয় এবং পুনঃ ভ্রূকুঞ্চিত করত যখন সুতা দাঁতে কাটিতে আছে, তখন একবার নিশ্চয় মনে হইয়াছিল পূর্ব্বে উক্ত জানালায় যেন কেহ, কিন্তু মেয়েটি খেয়াল করে নাই, কেন না এখন তাহার বড় কাজ ছিল স্বামীকে দিয়া স্বীয় গাত্র স্পর্শ করাইয়া দিব্যি করান যে মাহিনা পাইলেই কাপড় কিনিবে ! এবং যখন তাহার স্বামী দিব্যি করিতেছিল, মেয়েটি স্পষ্ট লক্ষ্য করিল জানালা হইতে সেই মুখখানি সরিয়া গেল।

সেই মুখখানি এই রমণীকে এখন, ইহাই ঠিক যে সচেতন করিয়াছিল যে তিনি সুন্দরী !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং ঐ মানসিকতা ইহা সত্য যে তাঁহার প্রাত্যহিক জীবনের কোথাও অবহেলা আনে নাই, না কাঁথা কাচাতে, না বহুবিধ গৃহস্থালীকর্ম্মে। এবং ইহাও সত্য যে তিনি নিজে কোন সূত্রে ঐ জানলার প্রতি নেত্রপাত করেন নাই। কিন্তু তখন পুরাতন কথা মনে পড়িবার কারণে কোথাও তিনি আটক পড়েন নাই—অবাক নির্লিপ্ত ছিলেন। তাই খেদও নাই নিঃসন্দেহে বলা যায় ; সেই সকল দিন হইতে যেটুকু গ্রহণের তাহা নিজের মন মত প্রয়োজন ছিল তাহা লইয়াছিলেন, এবং এত খুশী যে তিনি আলোর নিকট পোকাটিকে বামপদ দ্বারা তাড়াইতে চেষ্টা করিলেন।

সেদিন ? সেদিন মেয়েটি কহিল, মা বাপ আর বোনকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাঠাইতেছে—(স্বামীর মাহিনা ৪ তিনি মাহিনার টাকা পাঠাইতেন না, ছেলে পড়াইবার ২৫ টাকা—তদীয় দিদিকে ৭ বাবা-মাকে ১৮) তোমার বাবাত অথর্ব্ব নয়—আমার মরণ হয় না : না হইলে পরের বেনারসী চাই (একটু খোঁচা লাগে এবং ইনি রিপু করেন) যাহার বেনারসী কি কথাটাই শুনাইল। মর ! মর ! বলিয়া ছেলেটিকে মারিল মেয়েটি খাইতে বসা স্বামীর কাছে ভাতের হাঁড়ি এমন রাগত ভাবে রাখিল যে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া গেল। মেয়েটি এটো হাতে ঘরে গিয়া বসিল। স্বামী অফিসে গেল !

এতকাল নিজেকে লইয়া কোন রূপে ব্যস্ততা তাঁহাতে ছিল না। ওল্ড এম্পায়ারের থিয়েটার ভাঙার পর হইতে আশ্চর্য্য এক মানসিকতা তাঁহাকে ভর করিল। এখন নিজেকে একটি মনোজ্ঞ গল্প নির্মাণ করিতে যথেষ্ট অধৈর্য্য তাহাকে জাগাইয়া রাখিয়াছে ; বারম্বার সেই সাক্ষাৎকার চোখের সামনে দেখিতে আছিলেন, কতবারই না মিঃ····ফ্রেঞ্চ মোটর এর সেলসম্যান, যিনি তাঁহাদের বিশেষ বন্ধু, যাঁহার জন্য ঐ থিয়েটার দেখিতে যাওয়া, তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়াছেন, (ধন্যবাদ দেওয়াটা তাঁহার কিছুকাল হইল শেখা) এবং বলিয়াছেন, আপনার নিকট কেনা হইয়া রহিলাম। তৎ শ্রবণে সেলসম্যান ভদ্রলোক, চোস্ত কেতাতে বাউ করত উত্তর দিলেন, মহাশয়া আপনকার এই 'কেনা হইয়া রহিলাম' বাক্য আমার যে কি ভাল লাগে, ইস্ ! আমরা এই সব চমৎকার আন্তরিক বাচন ভঙ্গি হইতে কথা দূরে, হায় ভগবান মরিয়া গিয়াছি। এক এক সময় সেই আগেকার বাঙালী জীবনের জন্য বড় কষ্ট হয় ! আর মধু বোস-এর পূর্ব্ব-পুরুষেরা এর জন্য দায়ী—রমেশ দত্ত। ও ভগবান দারুণ ইংরাজ—সে গল্প আর একদিন, তাহা হইলে মধু বোসের থিয়েটার ভাল লাগিয়াছে। ঐ রমণীর মনে নিশ্চয় এই সকল কথাও আসিয়াছে, এবং বিশেষত এখন ঐ সেলসম্যান ভদ্রলোককে ; একটি হলমার্ক দেওয়া সিগারেট কেস কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দিব যেহেতু তিনিই বলিতে গেলে ইহা ঘটাইয়াছেন।

সম্মুখে, নীচে হইতে চোখে পড়িবে অগণন লোক পাথরের সিঁড়ি বহিয়া নামিতে আছিল, যাঁহারা সিঁড়িতে-প্রতিজনের মুখে মনোহর সুষমা মণ্ডিত আভিজাত্যের সম্ভ্রান্ত লাবণ্য আছে, ইহার জন্যই জগত সুখের—শান্তির। এখানে কি বাঙালী বা কি ইংরাজ ক্বচিৎ দেশীয় সকলেরই এক ছন্দে রহিয়াছে। মহিলাদের মৃদু হাস্য সহকারে কথা, অলঙ্কারের শব্দ, মহা মূল্যবান পাথরের ঝিলিক এসেন্স-এর গন্ধ—এই সকল কিছু তাহারই স্বপ্নকে জাগাইবে যে কেহ এই দৃশ্য নেহারিব।

অভিনয় শেষ হইয়াছে। ইহা বিখ্যাত মধু বোস-এর প্রযোজনার অভিনয়, সেই কারণে কলিকাতার বনেদী হাই সোসাইটি এখানে দর্শক—উচ্চ শ্রেণীর আর্টের প্রতি মন যাহাদের অবিচল। অনেক উচ্চ শিক্ষিত ধনী, সংস্কৃতিবান মানুষ অনেক স্যার, ব্যারিষ্টার, বিলাতী কোম্পানীর ইংরাজ কর্মকর্ত্তা, বেশ কয়েকজন সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্ত্তারাও রাজন্য বর্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহাদের সকলের পরিবারবর্গ মধু বোস-এর প্রতিভায় যাঁহারা মুগ্ধ তাঁহাদের এখানে দেখা যায়।

মধু বোস-এর সঙ্গে সেই সুদারুণ মহৎ শিল্পধর্মী অভিনয় ধারা বাঙলায় নষ্ট হয়, তখন রবিঠাকুর আমাদের মধ্যে ছিলেন, তাহার পর শিশিরবাবু ছিলেন, সাধারণের কাছে আদর্শ ছিল, বঙ্গদেশ ধূলিসাৎ হইয়াছে। মধু বোস-এর ওমরখৈয়াম এখন অভিনীত হইল।

ওমর খৈয়াম! মানুষের কল্পনা যে এমত চাতুর্য্যে রূপ দেওয়া যায় তাহা কে জানিত। আহা কি সেট, স্টেজ বিকশিত হইল, স্টেজের গভীরে এক উইং হইতে অন্য উইং পর্য্যন্ত সারাসেনিক স্থাপত্যের নগর প্রাচীর, মধ্যে গেট, উদ্ভাসিত হইল সেখানে সাদা দেওয়ালের উপর একটি কুমোর চাক ঘুরিতে থাকার ছায়া ছবি, এবার ঘুরন্ত চাক হইতে দুই সুপটু হাতের মাটি লইয়া খেলা—এক এক আধার নির্মাণ হইতেছে, যাহা তুমি আমি যাহা স্থাবর যাহা জঙ্গম!

এখানে ঐ রহস্যে, বিস্ময়কর সংশয় আপনাকে সুগভীর করিতে পারে—যাহাতে নিপট হয় তাহারই পরোক্ষ চেহারা ঐ কর্মব্যস্ত কুমোরের চাকে। তেমনই ফ্রজৎ জোপোলওর সঙ্গীত! আমরা জীবনের কাব্যময় নশ্বরতা দেখিতেছিলাম, এমত সময়—সাকী, আমাদের চিত্ত বৃত্তি হরণ করিল, বাস্তবতা স্টেজ কল্পনা একটি সত্যে পরিণত হইয়াছে। ঐ পেয়ালা, সাকী, দ্রাক্ষার নির্য্যাস এমন যে সদ্য গোলাপ—ইহা সমুদয়কে মহা হতাশায় সার বলিতে পারি নাই—সঙ্গীত আমাদের উদ্বুদ্ধ করে নাই। অন্য পক্ষে আমরা নশ্বরতাকে সুন্দর বলিতে চাহিয়াছি।

সকলেই, ঐ যাহারা ব্যালকনী ও বক্স ড্রেস সারকেল হইতে ইদানীং সিঁড়িতে, তাহাদের প্রতিজনই এমন বিশ্বাস দাঁড়ায় যেন অভিভূত। তবে এমত অনুধাবন নিশ্চয়ই হইবার নহে—যে ওমর খৈয়াম-এ তাহারা আত্মস্থ, ইহা বুঝিয়া যে তাহারা নিজ মনেতে স্বীকার করিবেন, হায় আমি আমরা কত নশ্বর! ঐ উর্দ্ধগতি সিগার ও সিগারেটের ধোঁয়া হইতেও কত সামান্য আমরা। তাহা কখনই নহে। কারণ কপালে বেদনায় করাঘাত ইহারা বহুদিন ভুলিয়াছে—পাঁজড়া ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসে 'হায়'। শব্দটি বলিবার মত জীবন এখানে নাই।

তবে ইহা সিদ্ধান্ত বাজে নহে, যে যতই তাহারা নামিয়া আসিতে আছেন ততই সুস্পষ্ট হয় যে, ওমর খৈয়াম তাহাদের এরূপ আমেজ দিয়াছে, যাহার প্রভাবে তাহারা এক মুঘোল বাগিচায় ধীর পদক্ষেপে এখনই প্রবেশ করিবেন, ভ্রমণ করিতে থাকিয়া নশ্বরতা আস্বাদন করিবেন—তাহা করিলে তাহাদের মর্য্যাদা থাকিবার নয়। এখানে নামিয়া নীচে, অজস্র মৃদু হ্যালো, করমর্দনন কথা দিবার জন্য done বলার মধ্যে ছোটখাট রসিকতার মধ্যে শোনা গেল। অর্থাৎ ইঙ্গবঙ্গ কেতাকায়দা।

হ্যালো, কেমন লাগিল।

আঃ স্পেলনডিড চমৎকার, সত্যি,

আঃ খৈয়াম দারুণ ভাল।

দেখ মাই ডিয়ার যেন কুকুরের নাম রাখিওনা।

এহেন শ্লেষে, বিকট হাস্যের জন্য পুরুষেরা জবর হাঁ করত অতি অতি ক্ষীণ শব্দ অভিব্যক্তি করিলেন মাত্র। মহিলাগণ কেহ স্মিত হাস্যে কহিলেন ইহা বড় বেশী। কেহবা ইস্ নিষ্ঠুরতা 'হা ভগবান।'

যুবকটি নিজ মনোজ্ঞদর্শন বো'তে হাত দিয়া পরক্ষণে নিবেদিল, এক একটি সংস্থাপন একেতেই হয় যখন, ট্রাজিক এ্যাক্টর বিশেষ উচ্চে থাকা ফ্রেমকে তাহার ভঙ্গি এমনই নিজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড়ার মত করিয়া লয়েন—সে অপরূপ। যেমন ভাস্কর্য্যে আঃ। যেমন ব্যালেতে। তবে আমার দুচারজন আছে সংস্থান খুব ভালো লাগে। লাইনের খেলা সেখানে কালো সাদার খেলা।

তুমি অঙ্কের লোক—এই উচ্চ আর্ট মানে…

কেন ? স্যার পিসি একজন দারুণ সেক্ষপীরিয়ান স্কলার না ?

যুবকটি তখন সিঁড়ির শেষ ধাপের নিকটেই ছিল, সিঁড়ির ধাপ সকলেরই অনেকগুলি এখন পরিলক্ষিত হয়, হঠৎ সে দেখিল, অতি মনোরম শ্রীযুক্ত সুন্দর এক রমণী ঐ পাথরের সিঁড়ি একটিতে দাঁড়াইয়া তাহাকেই নেহারিতে আছেন। যে কোন আলোতে ইঁহাকে সুন্দরী বলা যায় ইঁহার পার্শে এক ভদ্রলোক চেহারাতেই বোঝা যায় বিশেষ সমৃদ্ধি সম্পন্ন, হাতে সিগার, চোখে রিমলেশ চশমা, গলায় জরীদারী দক্ষিণী চাদর। কয়েক মুহূর্ত্ত বাদেই রমণীর সম্বিৎ ফিরিয়া আসিয়াছে।

এমত সময় কেহ যুবককে ডাকিল, যদিও উহার স্বর মৃদু, তথাপি উহা, সেই নামটি, ঐ রমণীকে পুনঃ সচেতন করিল, এবার শুধু তদীয় গতি কিছুটা ধীর তাহাতে হইল—এক অদ্ভুত ভাবান্তর আসিল। এ বিরাট শহরের কোনদিকে ছোট একটি ঘর সামনে টিনের চালা দেওয়া খোলা বারান্দা, নীচে উঠান, এখন বেলা হইয়াছে, এক পুরুষ ও স্ত্রীলোক একটি কাচা মশারী, দুইজন দুইদিকে ধরিয়া প্রাণপণে নিঙড়াইতে আছে। ইতিমধ্যে তাহাদের বাচ্চা ছেলেটিও হাত দিয়া চেষ্টা করে, ওই কাজের মধ্যে হঠাৎ স্ত্রীলোক—বৌটির নজর পড়িল, গাছের পিছনে জানালার দিকে, তখনই সে জিহ্বা দংশনিল, স্বামী মস্তক আন্দোলনে জিজ্ঞাসিল, কি হইল ? বৌটি নিশ্চয়ই উত্তর করে, আমার মাথা। এবং নীচের দিকে মুখ নামাইয়া, অনেক কথা বলিয়াছে। স্বামী মশারীটির এক এক স্থানে মুঠাতে চাপিয়া জল নিঙড়াইতে কানে উপদেশ দিয়াছে, তুমি আমার মত থাক। নিশ্চয়ই ইহাও যে গ্রাহ্যের মধ্যে আনিও না। এবং অবশ্যই যে, ঐ মানুষটি এতটুকু ঐ ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হয়েন নাই, নিজেকে ছোট, অপমানের কথা না হয় বাদ দিলাম—ছোট পর্য্যন্ত ভাবে নাই !

সেই বাড়ীর বারন্দাতে একটি ছোট ছেলে বসিয়া পড়িতেছে, তৎসহ শ্লেটে লিখিত আছে, উঠানের একান্তে রান্নাঘর সেইখান হইতে শাসন আসিতেছিল, একটা অক্ষর যদি খারাপ হয়। ছোট ছেলেটি, বর্গীয় জ আমি লিখিতে পরিতেছি না। রান্নাঘর হইতে আসি, চেষ্টা কর। ছোট ছেলেটি কাতর কণ্ঠে জানাইল যে সে বহু চেষ্টা করিল। ইহাতে সেইখান হইতে, সুন্দর স্বর বিভঙ্গ আসিল, তোমাকে বলিয়াছি না (পদ্যে) পারিব না এ কথাটি বলিও না আর। পাঁচজনে পারে যাহা, তুমিও পারিবে তাহা, পার কি না পার কর যতন আবার। ছোট ছেলেটি তাহার অক্ষমতা ব্যক্ত করিল এখন রান্নাঘর হইতে আসিয়া বৌটি ছেলেটিকে এক চপেটা করত কহিল সামান্য জ লিখিতে পারিতেছ না। তোমার কপালে অনেক দুঃখ, ভিক্ষাও জুটিবে না, লোকে বলিবে বিদ্বানের ছেলে এই, ঘোড়া ঘাস কাটিতে হইবে, এবং হঠাৎ সেই জানলা দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

রমণী পার্শ্বস্থ ভদ্রলোককে নিম্নকণ্ঠে কিছু বলিবেন, ইহাতে ভদ্রলোক, নিজের মর্য্যাদাতিলেক বিবেচনা না করিয়া ঐ যুবকের (বয়ক্রম প্রায় ২৬/২৭) নিকট যাইয়া বিনীতভাবে নিবেদিলেন, যে, আপনার নাম কি অমুক… ?

যুবক ভদ্রলোকের বিনীত সহবতে আকৃষ্ট হওয়ত উত্তর করিল, আজ্ঞা মহাশয় এবং ভদ্রলোকের সম্মানের জন্য যোগদিল 'আমার নাম….(অর্থাৎ পদবী সহ)।

এই সময় এই রমণী নিকটে আসিয়া মৃদু হাস্যে বলিলেন, কেমন আছেন !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাল, আপনি ?

ইস্ কতকাল পরে আপনাকে দেখিলাম।

তাই বটে, আজ্ঞে এমনই হয়, এই কথাতে, যুবকের স্বরে কিছু আগের যে ঔৎসুক্যমিশ্রিত থাকে, তাহা নাই, বিচার করাই উচিত, কারণ যুবক তদীয় ড্রেসওয়াচ-এর মূল্য চেইন অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিতেছিল, অথবা সে রমণীর উপস্থিতিতে কেমন যেন ভাব লাগিয়াছিল, যাহা তাহার শিক্ষা দীক্ষা ইঙ্গ বঙ্গ সমাজের দিক দিয়া খুবই বেমানান।

রমণী তাহার এইরূপ বৈলক্ষণ্য দেখিয়া বিশেষ খুসী হইলেন, তথাপি যে উচ্ছ্বাস তিনি এই কয়েক মিনিট চাপিয়াছিলেন, তাহা মুখদর্শনে এখন ছিটাইয়া উঠিবে এমত মনে হইল। ইনি খুব সহবতের সঙ্গে ব্যক্ত করিলেন, উঁহু আপনি···এবং এই পর্যন্ত উচ্চারিয়া থামিলেন, এবং আপন বিভ্রান্তকে এড়াইয়া সত্বর কহিলেন আপনি নিশ্চয়ই খুব মুস্কিলে পড়িয়াছেন। এইরূপ কথা সাজাইতে পারিয়া তাঁহার মর্যাদা নিখুঁত রহিল। আমাকে গলিতেই।

তখনই যুবক অত্যন্ত মার্জিতভাবে উত্তর করিল খুব। ইহা ঠিক যে যুবক বিশেষ ঘর্মাক্ত হইয়াছে, যদি ভদ্রমহিলা ভাবেন আমার বিস্মৃতি সর্ব্বৈব ইচ্ছাকৃত। ইস্ লোকে আমাকে ভালগার বলিবে ইস্ কি নিন্দনীয় !

রমণী এখন মৃদু হাসিতেছিলেন, ইহা যুবকের অবস্থা বিবেচনাতে আংশিক, আর আংশিক যে, ভদ্রলোক কি ভাবিতেছেন অতএব ঐ হাস্যে কিয়ৎ পরিমাণে নিশ্চয় লজ্জা মিশ্রিত আছে। তখন মনে একবার বিদ্যুৎ খেলিয়া যায় যে কি ভাগ্যে ঐ উহু আপনিতেই নিজ মনোভাব চাপা দিতে সক্ষম হইলেন। (কি বাঙলা হইতে) তাহাতে ; তাহা প্রকাশ করিলে মাথা হেঁট হইত। এই সময় তাঁহার অদ্ভুত খেয়াল হইল বলেন যে আমাকে অন্তত আপনার ভুলিয়া যাওয়া পাপ। অনুচ্চারিত এই বাক্য যেক্ষণে আপনার কর্ণে আসিল, তখন তদীয় মনোবৃত্তি যারপরনাই দাম্ভিক। আদতে ইনি পাপের স্থানে ‘উচিত ছিল না’ বসাইবেন নির্ঘাৎ ভাবিয়াছিলেন।

পাপ ! শব্দটা যথাযথ যেজন হাঁ করিয়া দেখিতে পারে, বৌটি আমি, আমিত উহার অসুখের পর কয়েকদিন গরম জল দিয়া স্নান করাইয়া দিতেছি, পায়ের তলা আঙুলের ফাঁক মুছাইতেছে। আমার ঘোমটা টানার সময় পর্যন্ত ছিল না। আর আপনি যা করিয়া দেখিতেছিলেন।

নিশ্চয় পাপ। আমি কোলেতে মেয়েটিকে লইয়া, ঘুরিতে থাকিয়া খাওইতে আছি, আমার মানে উহার দাদা সেও আমার সহিত ভগিনীকে ভুলাইয়া ঐ কাক ঐ যে বলিতেছে, তাহার হাতে ভাতের পাত্র। মেয়েটির বাবা কহিল, দাও আমার কোলে, কি জানি কেন রাগ হইয়াছে। আশ্চর্য্য এখন সে খাইতেছিল। আমরা সবাই খুব আনন্দিত। আজও স্পষ্ট মনে আছে, আপনি।

লবিতে ঐ রমণী সংযতভাবে কহিলেন, স্বাভাবিক বহু দিনের ব্যাপার ত, আমার আপনাকে দেখে অবশ্য পরিচিত মনে ওল্ড এম্পায়ার-এর হইয়াছিল—ইহা বলিতে কালে তাহার খুব বাসনা হয় যে তিনি পূর্ব্বের অনুক্ত বাক্যটি খুব রসিকার অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করেন, যে আমাকে কিন্তু আপনার ভুলিয়া যাওয়া··· । এবং এই সাধ চাপিয়া কহিলেন, আজকে আপনার সময় নষ্ট করিব না, অন্য একদিন নিশ্চয় দেখা····

নিশ্চয় !

আপনাকে যদি চা'য়ে বলি, কি বল ? বলিয়া রমণী ভদ্রলোকের কী প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চয়।

কোথায়, কোথায় আপনার ভালো লাগে, হোয়াইটওয়েয ফারপো, বা এ এ বি হোয়াইট ওয়েজ বড়বেণী ব্যবসার জায়গা। এ এ বিনা। (অটোমোবাইল এসো অফ বেঙ্গলএর বাড়ি ছিল চৌরঙ্গীতে) পার্কষ্ট্রীটে ফ্লোরী টিস্কাতে (পূর্বে ঐ নাম ছিল) কবে ? বেশ সোম মঙ্গল আমার ক্লাস আছে। বুধবার।

নাপিতিনী এ লাইনে ভালবাসা ! অন্তিমে যাও নবদ্বীপ 'রাধ্যেশ্যাম' কর মর গঙ্গাজল দিবার কেহ রহিবে না, বেওয়ারিশ হইয়া মর, মেথর যমদূতগুলি হাড় বেচিয়া মচ্ছব দিবে। সাধু সাবধান। সম্মুখে নরক।

বেশ বুধবার ৪টা তোমার অসুবিধা হইবে না। রমণী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

রমণী যদি এখন এই রাত্রিতে সব কিছু পরম্পরা মনে আনিতে পারেন, তাহা হইলে নির্ঘাৎ বিচারিতে পারিবেন, যে ওল্ড এম্পায়ার এর সমাবেশ দর্শনে তাঁহার চিত্ত বিভ্রম ঘটিল, তিনি যেকোন মহিলার—যতটুকু সময় লক্ষ্য হইয়াছে চাল চলন, ঘাড় বাঁকাইয়া কথা বলা মহা শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা সকলের মধ্যে একজন হইতে অত্যুগ্র বাসনা তাহাতে অভ্রান্ত যে আসিয়াছিল। এবং প্রথম হইতে তাহার অহরহ মনে হইতেছিল, একজনও কি চোখে পড়িবে না, যাহাতে আমি চিনি, (স্ত্রীলোক নিশ্চয়ই আশা করেন নাই) যাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে সময় চারিদিকে খুব সহজভাবে তাকান যাইত। এবং যথার্থ এইরূপে মানসিকতায় যখন তিনি, তখন ঐ যুবক তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। যুবক কাহারেও হ্যালো বলিল। যুবক কোন মহিলাদের সহিত কোন একটি রসিকতা করিল, এক ভদ্রলোককে নিজের কার্ড দিল। একজন কেহ সিগারেট কেস খুলিল, মনে হইল যুবক কহিল, আর নহে। এবং এইবার যুবকের নাম শ্রুত হইল। ইহাতে তৎক্ষণাৎ রমণীর নিকট আভাসিয়াছিল, ছোট একটি ফাটল ধরা সিমেন্টের মাঝে : একটি অল্প বয়সী বৌ তরকারী কুটিতেছে, স্বামী অন্যদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া ; বৌটি বলিতেছিল, নিশ্চয় আমার সাধ আহ্লাদ আছে, চোখ তাকাইয়া দেখিয়াছ কি আমি কি পড়িয়া থাকি, স্বামীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই (যতদূর মনে পড়ে) কহিয়াছিল, ভাগ্য ! ভগবান ইত্যাদি। এবং বৌটি সাধারণ অভাবের ঘরে যে সকল গঞ্জনা দেওয়া হয় তাহা খেদ সহকারে দিতেছে যখন তখন তাহার চোখে জল ঝরিতেছিল। এবং এই সময় সুস্পষ্টরূপে ঐ শান্ত মুখখানি তাঁহার চোখে পড়ে—সে আজ বছর সাত আগে কেননা কোলের মেয়েটি সবে মাত্র 'মাম্মা' বলে, সেই 'মাম্মা' উচ্চারণে সে কাঁদিতেছিল, তাই বৌটি সজোরে তাহাকে চড় মারিল এবং সেই সঙ্গে তাহার দৃষ্টি গিয়াছিল, জানালার দিকে। রমণী সমক্ষে ঐ যুবক এবং তাহারে বেড় করিয়া কয়েকজনের দিকে তাকাইয়া থাকিলেও তাই কিছু অন্যমনস্কা।

যুবক, তখন থিয়েটারের প্রয়োগ পদ্ধতির উচ্চ প্রশংসাতে বৈখরী ছিল, তদীয় কণ্ঠস্বর সুচারু উচ্চারণে, নানাবিধ বিশেষণ ফুট কাটিতেছিল, প্রকাশিল, এরূপ সংস্থান কল্পনাতীত, ছন্দের রেখা আছে, আমার অনুভবে, উহা কিন্তু কোন ক্রমেই বাঁকালাইন নহে—অন্তত আমার বলিতে মন চাহে না। আহা কি অদ্ভুত স্পিরিচুয়াল। গীতের মূর্চ্ছনার উপর দিয়া ঐ সাকী আসিতেছিল। অবাক সংস্থান। লা স্কালাতে একবার…আর্টইস্‌টিক ! কাব্যময় ! আমরা কোরিওগ্রাফিটা একেবারে…

এই সকল শব্দর একটিও রমণী যদি শুনিতেন—অবশ্য কিছু ভাঙা কথা তাঁহার কানে আসে—তাহা হইলে বুঝিতে নিশ্চয়ই পারিতেন না, অর্থাৎ তাহাতে যে ইদানীংকার আসক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইতে তাঁহাকে বিমুখ করিত না, কেননা এখনও তিনি পরিচিত হইতে চাহিয়াছিলেন, পরিচিত সমাবেশ ভাবিতে ইচ্ছা করেন। এখানে, উত্থাপন করা যায়, ইনি নিজে এই সাক্ষাৎকার নিমিত্ত বিশেষ গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। এবং নিজের ভাগ্যকে ধন্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বারম্বার ওল্ড এম্পায়ার-এর প্রতিটি মুহূর্ত্ত তিনি সত্যই ছেলেমানুষী স্বভাবে পুংখানুপুংখরূপে স্মরিয়াছেন। আমি কি করিলাম ? পরিচিত কেহ আছে কিনা দেখিতে এদিক সেদিক তাকাইতেছিলাম, হঠাৎ সেই মুখখানি ; যাহার জন্য অনেকবার নালিশ করিয়াছি কিন্তু উঁনি (স্বামী কর্ণপাত করেন নাই, (এখন তাঁহার এই রমণীর মনে পড়ে নাই, যে তিনি সহসা কহিয়াছিলেন, চন্দ্রশেখর কি বলিয়াছিলেন ! যাহা এই ক্ষেত্রে কোন যুক্তি যুক্ত নহে) ঐ সেই যুবক।

আমাকে অনেকেই দেখিয়া চোখ ফিরাইতে পারিত না, যখন ষষ্ঠি ইত্যাদির দিন পূজা লইয়া মন্দিরে যাইতাম, তখন অনেকখানি ঘোমটা দিতেই হইত, সঙ্গিনী বৃদ্ধা বলিত ও বৌমা, অত ঘোমটা দিলে হোঁচোট খাইয়া পড়িবে যে, একালে এত ঘোমটা কেহ দেয় ! এবং নিজেই যোগদিল, লোকেদের অমন স্বভাব তাই বলিয়া তুমি পড়িয়া মরিবে ! ঘোমটা এ যুগে অচল !

এযুগের অভিনবত্ব আছে ! একের প্রোফাইলটি যে যারপরনাই চিত্তাকর্ষক ইহা বিষয়ে, মেয়ে মহলে আলোচনা হইয়াছে ! এদিকে সুভাষ বসুর যুগ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ কল্পনার, প্লেন লিভিং হাই থিঙ্কিং অদৃশ্য হইয়াছে ; প্রত্যেকেই সাবালক হইয়াছে ; সাঙ্গুভ্যালীতে তর্ক শোনা যাইবে, স্পেনসার ঠিক বলেন, সার্ভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট ! এন্ডসন্ডমিনস ফেবারিট কেবিনে তর্ক চলিতেছে, জি বি স্ যথার্থ বলিয়াছেন, বিবাহ আইনত বেশ্যাবৃত্তি ! থ্রি হানড্রেড ক্লাব—ক্যালকাটা আদি হইতে লজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমূহ, অ্যাবসলিউট ও আপেক্ষিক লইয়া কথাকাটাকাটি। ইহার ফলে, ইচ ইন হিস ঔন ওয়ে, লেশে-ফেয়ার ! এই সব মতিত্ব বাঙালী বর্ণাশ্রমধর্ম অনাচারের একটা যুক্তি আনিল, পূর্বে যাহারা যাহা কিছু ভাঙ্গিয়াছে, তাহারা সর্বনেশে ছিল, স্বেচ্ছাচারী আধুনিক জীবন আদর্শ পায় নাই, সমাজচ্যুত হইত ; ইদানিং অনাচার বিষয়ে কেহ মাথায় আনিতে চাহে না !—বিশেষত মহিলাদের ব্যাপারে, কেহ কুৎসা করেনা। এখন যে একজন স্ত্রীলোক স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করত অন্যর সহিত সগর্বে বাস করিবে তাহা, যতদূর জানি, সম্ভব ছিল না !

ঐ যুবক আমার সৌন্দর্য্য দর্শনে আপন মর্য্যাদা লজ্জা ভুলিয়াছিল, ঐ ওল্ড এম্পায়ার-এর যেজন চারিপার্শ্বের বিবিধ বয়সের নারীপুরুষকে কিছু তত্ত্ব বিশদ করত রসগ্রাহী করিতেছিল, আঃ উহার সপ্রতিভ ভঙ্গি কি চমৎকার। ঐ কব্জিতে হাত দেওয়া সুভ্যনীর (!) দিয়া কাহারেও আদর আঘাত করা, আমাকে উন্মত্ত করিতে আছিল, আমি অভিভূত হইয়া নেহারিতেছিলাম। আমি উহাকে (ভদ্রলোককে) কহিলাম, দাঁড়াও একটু ভালভাবে বুঝিয়া লইতে দাও, তাহার পর তুমি খাইয়া জিজ্ঞাসা করিও উহার নাম—জানি একথা আমার অছিলামাত্র।

সংস্থান সম্পর্কে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা এই যে, আমরা এখানে স্টেজে ছবির সংস্থান আরোপ করিব না। এখানে গতি অভিব্যক্তির উপর খেলা। সংগীতের সংস্থানে নিশ্চয় ছবির সংস্থান এক নহে, অবশ্য তাল—বিট্ মেইজর হইতেও এঁই সংস্থান গঠিত নহে, ছন্দ ইহার সঙ্কেত মাত্র। তেমন কাব্যেরও পরে একদিন আলোচনা হইবে, নৈতিকতার প্রকাশ আর সংস্থানের আধ্যাত্মিকতা এক না। সংস্থানই আমার ধারণায় উচ্চ আর্টতত্ত্বের শরীর। এইস্‌থেটিক্‌স্-এর সূত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন, এই নির্জন রাত্রে ঐ রমণীর মোহাবেশ তদীয় দেহকে পর্য্যন্ত মোচড় দিতেছিল, দীর্ঘ আঁখিপক্ষ মেলিয়া আপন ডানহাতের তর্জনীর দ্বারা সেই পোকাটিরে নির্দ্ধারণে বলিলেন, আমার সমস্ত জগতের নিবাস ঐ পোকাতে। ইহা অভ্রান্ত। এবং এহেন অভিব্যক্তিতে থাকিয়া মুখখানি তুলিয়া সমক্ষের দেওয়ালের কাছে অন্ধকারের প্রতি শান্ত নয়নে তাকাইলেন, কিছু ভাস্বরিত হইল।

কাহারা ঐ যায়, এখন অন্ধকার তখন আলো, মহাস্রোত উজাইয়া, খানাকন্দর পাহাড় পার হইয়া চলিতেছে, উহাদের পদক্ষেপ রাত্রদিন উত্থৃত হইতেছে, কি ভয়ংকর এক দুঃসাহসে অবিচল এই যাত্রা। যাহা প্রত্যক্ষিতে ত্রাস সঞ্চার আমাতে হইল, তৎসহ এক আনন্দ আমাকে প্লাবিত করিল। আমি তোমাদের অনুনয় করি এখন কৃপা করিয়া বল, তোমরা কাহারা অহর্নিশি চলিতে আছ ? আমি কৌতূহল পরবশ ইহা প্রশ্ন করিলাম না, আমার মুখমণ্ডল দেখ রাত্র জাগরণে, উদ্বিগ্নতায় যাহা অনির্বচনীয় মনোহারিত্ব লাভ করিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসু। বল। ঐ চলমান জনগণ যাইতে থাকিয়া কহিল, আমরা 'কুসুমে কীট'—এই পদের তত্ত্ব অনুসন্ধানে যাইতেছি ! সেই কীটের তত্ত্ব লইতে যাই। ইহাতে ঐ রমণী আতঙ্কিত হইলেন।

এই সময়, তাহার পুনর্বার মনে আসিল, ইহার জন্য জিহ্বা তিনি দংশন করেন না,—যে ভদ্রলোকের পরিচয় দেওয়া হয় নাই, জানিতেন এ কথা উঠিবে না যদি কোন দিন ওঠে, তখন বলিলেই হইবে, আর ঐ সেলসম্যান এমন হাত পা নাড়িয়া কথা শুরু করিল। অথবা আমার ধারণা তুমি নিজেই বলিয়াছ। তিনি ঐ রমণী এমন ভাব করিলেন, যাহাতে বুঝায় যে উহা এমন কিছু দুষনীয় নহে, খুব স্বাভাবিক। তাহা ব্যতীত আমার ঐ গোলমালে একেবারেই মনে আসে নাই। এই মিথ্যা উত্তরে তিনি মনকে আঁখি ঠারিলেন। কিন্তু সবটাই তিনি তখন এক নিমিষের মধ্যেই স্থির করিলেন—ইহা তিনি ভাবিতে চাহেন নাই। অথচ এখন তিনি ওষ্ঠদংশনে তাহার নিজস্ব মনগত ক্ষোভকে সামাল দিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন ! অবশ্য আয়ত চক্ষুদ্বয় সজল হয় নাই ! তিনি অবিশ্বাস্য রকমের চঞ্চল হইয়াছিলেন মাত্র। ঐ ক্ষোভ যে তাঁহার কোন মানসিকতার কারণে, তাহা তিনি মোটেই জানিতে চাহেন নাই ! কিন্তু ইহা ঠিক নিজ দেহের মধ্যে একটি অন্ধকার চলাফেরা করিতেছিল। এই অবস্থাকে তিনি তদীয় ওল্ড এম্পায়ার-এর জন সমাবেশ—যাহা তিনি দোকানে বাজাবে ; রেসে টুকরো ভাবে এ যাবৎ দেখিয়াছিলেন—সাক্ষাতের উদ্দীপনার দ্বারা—কল্পনায় তাহার মধ্যে রহিয়া নিজের জীবনকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিলেন। 'কীটে কুসুম তেমনি মারাত্মক'। তিনি অন্ধকারকে পরিষ্কার হইতে দেন নাই কেন না সেখানে একটি বৈচিত্র্য ছিল যাহা এই যে, কেহ ভাত খাইতে আছে, স্ত্রীলোক পাখা করিতেছে ! যেহেতু ভাত গরম ! পাখা ব্যক্তির গায়ে লাগিয়া তৎক্ষণাৎ স্ত্রীলোকটি ভূমিতে পাখা তিনবার স্পর্শ করিয়াছে। শিশুকন্যা পশ্চাত হইতে স্ত্রীলোকটির গলা জড়াইয়া আছে। ব্যক্তি এসময় বলিতেছিল, আমার কপাল, প্রত্যেক জীবের ইচ্ছা যে মানুষের ইচ্ছা···এত লেখা পড়াতে কি হইল। স্ত্রীলোক কুণ্ঠিত স্বরে প্রকাশিল, থাক ঐ কথা আমার ঘাট হইয়াছে, এখন কাজে যাইতেছ, নিশ্চয় জানালা হইতে এই ভূমিকা প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

এখন নিজের সুডৌল হাতের একটি যেইমাত্র উঠাইলেন তখনই চূড়ীর মৃদু আওয়াজ হইল, তিনি হাত দেখিলেন। কিন্তু কেন যে তুলিলেন তাহা ভুলিয়াছিলেন—নিশ্চয় উহা কামড়াইতে বাসনা হয়, হায় তাহা করিবার মত খেদ তাঁহার কোথায়। বিশেষত যখন তিনি নিজেকে একটি অল্পবয়সী উচিত গল্পে তথা কবি চিত্রিত যুবতীরূপে গড়িয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলিতেছিলেন—তখন সেই বৃত্তি হইতে তাঁহাকে দূরে লইয়াছে। তিনি ক্রমান্বয় সেই যুবকের জন্য অপ্রতিরোধ্য টান অনুভব সম্প্রতি করিতেছিলেন। আঃ বুধবার। নিজেকে তিনি ঐ-খাতে রাখিয়াছিলেন। নিজেকে কোনমতেই জড় হইতে দিবেন না। কল্য বুধবার। এবং তিনি ওমর খৈয়ামের দৃশ্যগুলি—প্রতিচ্ছবি—নির্ভুলরূপে স্মরণে আনিতে অন্যমনস্ক আছেন। কাল নিশ্চয় একটা ওমরখৈয়াম আসিবে।

এই বইটির ব্যাপারে যখন সেলসম্যান সিং···কে বলিলেন ; তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন ; সেকি আপনার ত গাড়ির ক্যাটালগ, দোকানের ক্যাটালগ দরকার—আবার ওমর খৈয়াম ! আপনাকে আর্মিনেভির ক্যাটালগত দিয়াছি—বাকি আছে মেপিন এন্ড ওয়েব-এর। ইহা বোম্বাই হইতে আনিতে হইবে। এই রমণী ঐ যুবকটির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিশেষ অনুরোধ করিলেন।

কুসুমে কীট ! অব্যথৎ মারাত্মক ! সেই বর্ণাশ্রমী যাহারা সূক্ষ্মদর্শী যাঁহারা উহা আবিষ্কার করিলেন, তাহারা আর নাই, তাহাদের অস্থি ধূলায় কুণ্ঠিত বিক্রিত। ঐ শব্দপদ অর্থহীন। প্রস্তরীভূত মানুষের নিকট সংকেত দিবে।

এখন এই রমণী নিজের মধ্যে জিগীর দিয়া উঠিলেন, আমার মনকে আমি মরিতে দিব না। না কখনওই না ; এই বাক্য নিজেরই বিশ্বাস হইল এতেক উচ্চগ্রামে বলিয়াছেন যাহাতে ঘুমন্ত দাসী দুইজন এখনই জাগিয়া পড়িবে, ইহার জন্য তিনি অল্প বিস্তর লজ্জিত আছিলেন। ক্রমে তিনি আপনাকে ধিক্কার পর্য্যন্ত দিলেন ; স্বীয় বিকার কোন পর্য্যায়ে উঠিয়াছে ইহা বিবেচনায় তদীয় কমনীয় শরীর আড়ষ্ট হইল। তিনি কোন আপৎকালের সম্মুখে।

ইত্যাকার এ পর্যন্ত বিচার শক্তি তাঁহার পক্ষে রীতিমত বিস্ময়কর। অবশ্য বাক্যে রূপ না হইলেও, পরোক্ষ ভাবে গঠিত হইয়া চলিয়াছে—আদত সূত্র প্রচ্ছন্ন ছিল। এখন এই শক্তি হঠাৎ কোথা হইতে আসিল, যাহা এখানে এ পর্য্যন্ত দরকার হয় নাই ; এখানে 'পাইব' 'হইবে'তেই ভাবনা শেষ, যদি এ বিষয় কোন সঠিক ধার্য্য করিবার ঘটিল, সে ক্ষেত্রে দশ গণনার মধ্যে কাক যদি ডাকে বা কুকুর যদি চিৎকারিয়া থাকে তখনই মীমাংসা হইল। বিচার ক্ষমতার জন্য যে ভক্তি দয়া মায়া স্নেহ মমতা ভালবাসা যুক্ত হৃদয় বৃত্তি তিনি সেই দিন, মহা আস্তায় ফেলিয়া দিয়াছেন।

তিনি অতি মাত্রায় বিদ্বেষে ঘৃণায় কহিলেন, লোকে তোমাকে দেখিয়া হাসে, বোকা বলে, সৎ বলিল ত ভারী হইল সততা দিয়া কি ধুইয়া খাইবে, ঘুষ সকলেই লয়, তোমার সততার জন্য কি আমরা মরিব। এবং এই সময় তাহার কর্ণে অজস্র কণ্ঠে, ধন্য শব্দ আসিল তোমার রূপ, তোমার সৌন্দর্য্য অপরূপ। সেই বিবাহ বাড়িতে ক'নে এবং অন্যান্য মেয়েদের ছাড়িয়া সকলে তাঁহারে দেখিয়াছিল।

জানিও এখনও মানুষ কুসুম ভালবাসে কীট লইয়া সে নিদ্রার ব্যাঘাত করে না—ইহাই তাহার মহত্ত্ব। আঃ সেই যাহারা পুত্রশোকে অধীর হইত, প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানৎ করিত, গার্হস্থ্য সম্পর্ককে দৈব বলিত, ধর্ম যাহাদের আশ্রয় ছিল সেই গ্রাম্য মূঢ়গণ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে (কীটে কুসুম)।

ঐ রমণী এবার পদচারণা করিতে আছিলেন, ওমর খৈয়াম পড়িয়া আমি কথা তুলিব, আমি থিয়েটারের কথা জানিতে চাহিব। নিশ্চয় ঐ যুবক আমারে সুন্দর ভাবে বুঝাইবে। আমি মৃদু হাস্য করিয়া কহিব। ইংরাজী আমি কিন্তু মোটেই বুঝি না। অবশ্যই সে অল্প লজ্জা পাইয়া উত্তর দিবে। সত্যি আমার খুব অন্যায়। সে আমাকে ব্যাখ্যা করিবে। এমনভাবে অনেক সময় যখন পার হইবে, যাহারা থিয়েটার করে সেই মেয়েদের সম্পর্কে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোচনা উত্থাপন করিব। এবং আর তিনি ভাবিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে উচ্চারিলেন, আমি যদি আপনাকে বলি—আমার জীবন বড়—আমার স্বামী আমাকে মানে তিনি দায়ী। অবশেষের এই কারণ উল্লেখের জন্য এতটুকু শ্বাসের তারতম্য ঘটিল না। এই রূপ মন যখন, তখন ঐ ঘুমন্ত নাপতিনীকে দেখিলেন ; নাপতিনী সেই যে তোমায় বলিয়াছিলাম।....লেনে অমুককে লইয়া গতকাল এ পাড়া ছাড়িয়া গৃহস্থ পাড়াতে উঠিয়া গেল—অভিশাপ কাটিল, অনেক পুণ্য। একদিন ভালদের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে, ঠাকুরের দরজায় অনেক মাথা কুটিয়াছে, এখানকার একটি জিনিষ, ঠাকুরের ছবি ছাড়া লয় নাই। কেন ? এতে দুষ্টি থাকে বীজ থাকে। গঙ্গা ডুব দিয়া তবে যাইবে। রক্তের দোষ কাটিল।

নাপতিনী বাক্য পাঁচ শয়তান জ্বালাতন করে, গায় বমি করে, তাহা হইতে স্বামীর মারে-ধরে সেও ভাল। পালে পার্বণে খাইতে দেয়— তাহাতেও আছি। শাশুড়ী ননদ ঠোনা মারিবে তাহাই সই।

নির্ঘাৎ ঐ সব কথা, নাপতিনীর উক্তি, উহারই নিশ্চিন্ত ঘুম তাঁহারে মনন করিতে দিল না, অথচ তিনি প্রত্যক্ষিলেন যে, ঘুমন্তর ওষ্ঠ হইতে স্বর উদ্ভূত হইতে আছে ; তাজ্জব যে খানিক কুটিল ধোঁয়া তৎসহ উঠিতে আছে, যাহাতে অভ্রান্ত যে সেই তত্ত্ব ছিল। ইহা নেহারিয়া তিনি পালঙ্কে বসিয়া পড়িলেন।

এহেন ধোঁয়া দর্শনে তিনি অন্যমনা পরিলক্ষিত হইবে, ক্রমে সেই অপরূপ মুখমণ্ডল বড় অসহায়, তিনি ইহা বিশ্বাস হইবে, কোন বুদ্ধিতে নিজের মাথা সোজা রাখিতে পারিতেছিলেন না। ক্রয়কালীন সম্ভ্রম মর্য্যাদাতে তাঁহার মধ্যে ধীরে এক সচেতনতা গড়িয়া উঠিয়াছে, এই ত সেদিন, হ্যামিলটনের বাড়ীতে কি সম্মাননা। তাহারা যেমন রাজকুমারীদের আপ্যায়নে তেমনই, কালো ভেলভ্যেট কাউন্টারের উপর বিছাইল, নানা বিচিত্র চেইজ ওটাক কৃত প্রসাধনের সামগ্রী, আঃ সেই হাত আয়নায় রূপাতে—রূপার ভাসনে প্রণয়ী যুগলের আলেখ্য উৎকীর্ণ। ইস্, সেই ইতালীয় চিত্রাকৃত কোন গ্রীক উপাখ্যান। আকাশের অল্প বয়সী হাতে তীর ধনুক। মাডাম ইনি প্রেমদাতা। এবং এই সব বাঙলায় ব্যাখ্যা তাঁহার সঙ্গী আরমেনীয়ান ভদ্রলোক করিলেন তিনি ঐ সৌখীন হাতে ডুবিয়াছিলেন। সেই সকল সামগ্রী ক্রয় করিবার পর ইংরাজটি গাড়ি পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, পশ্চাতে চমৎকার 'উর্দ্দি' পরিহিত দারওয়ান, গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। অতটুকু সামগ্রী প্যাকেট বেহারা বহিয়া আনিল।

এই সচেতনতা ঐ রমণীর অজানিতে মরিয়া গিয়াছিল। ধোঁয়া দর্শনের মানসিকতাতে নিজেকে কোনরূপে খাড়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। এখন তিনি দারুণ নাটকীয় ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি অস্থির বুকে কেহ যেন আঁচড়াইতেছিল। কি যে তাহা না জানিতে চাহিলেও তাহার ক্রিয়াতে বিকার দেখা দিয়াছিল ইহা হইতে তাঁহার সেই কারণটি মনন করা ভাল ছিল—যে এ জীবন বলিবার মতো নহে। এবং তিনি স্থির করিলেন যে না, আমি যাইব না।

এতকাল বাদে ঐ রমণীর চোখে জল আসিল, এবং তিনি রুমাল দিয়া নহে আঁচল দিয়া মুছিলেন। নিজের স্মৃতিকে বাধা দিবার আর তার কোন ক্ষমতা ছিল না।.... বিবাহ বাড়ি যাইবেন বলিয়া বেনারসী ধার করা, সেই গাড়ী করিয়া সেই ভদ্রলোকের সহিত ঐ রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসাই কাল হইল।

নাপতিনী এ লাইনে তেমন অভাগী কি নাই, যে ভালবাসার জন্য গলায় দড়ি দেয়। কিন্তু ভাল মানুষের ছেলেরা এই দুনিয়া কি তাহা প্রত্যয় করিয়া বলিবে, ঐ অভাগীর কোন ব্যাধি ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই রাতের দৃঢ়তা রমণীর আর ছিল না ! কেন না এখন চায়ের দোকানে আসিলেন, পূর্বদিকের একটি টেবিল হইতে এখানকার লোক 'রিজার্ভ' কার্ডটি লইয়া গেল, তিনি বসিলেন, তাঁহার বুক বহুদিন পরে স্পন্দমান হইতে আছিল, এমত উদ্বিগ্নতা যে পদদ্বয় ভারী, কিছুতেই এই ব্যাপারটিকে স্বাভাবিকভাবে মানাতেই পারিতেছিল না, যতবারই দরজার দিকে নজর তিনি দিবেন ভাবিয়াছেন ততবারই সেই দিকে চোখ গিয়াছে।

ওমর খৈয়াম বইখানির ছবি তাঁহার ভাল লাগে নাই, কারণ ফটোগ্রাফই উচ্চশ্রেণীর আর্ট, সেলসম্যান ভদ্রলোক যাহাই বলুন। কিন্তু ছবির মেয়েটির ধরণ হইতে তিনি আপনমন গড়া অনেক দৃশ্যাবলী রচনা করিলেন, অনেক হতাশা দিয়া আমরা ভাব বিনিময় করিব। অনেক আশায় আমরা ঘামে দেহ এলাইয়া দিব। গাছের ডাল বাঁকাইয়া যে আমার মাথায় অজস্র ফুল ঝরাইবে।

আঃ বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তো ভাবিতেছি ভুলিয়া যাইলেন নাকি। কেন চারিটাইত বাজে। ভুলিব কেন এবং যুবক তাহারে নিরীক্ষণ মাত্রই দারুণ বৃষ্টি হওয়াতে উঠানে জল, ইনি বারান্দায় বসিয়া কাগজ দিয়া কিছু বানাইতেছেন ; সমক্ষে ছেলেটি হাঁটুতে হাত ভর দিয়া দেখিতেছে—আঃ একটি নৌকা। ছেলেটি ভাসাইল, মাতা পুত্র অবাক চোখে তাকাইয়াছিল, ছেলে হাততালি দিল।

তাহা সত্য। কিন্তু মনে হইল। এই দুই তিনদিনত সময় পাইলেন কোথায় দেখিয়াছিলেন। মনে পড়িয়াছে কি।

সেইদিনই পড়িয়াছিল, ভুল যদি হয় তাই বলি নাই, তখন অবশ্য জানি না। যদি ভুল হয় ত ক্ষমা করিবেন। '... ' স্ট্রীটে আমার পিসেমহাশয়ের বাড়ি পাশে আপনাদের বাড়ি ছিল না ? অদ্যও সেই বাড়ীটি মনে আছে, ঘরটি কোটা সামনে টিনের দালান মানে বারান্দা—উঠান সব। ইহাতে রমণীর গাত্রালঙ্কার জৌলুস হারাইল ; সেই বাড়িটির জন্য লজ্জায় মাথা হেঁট হইল। ইস্ ঘেন্নার বাড়ী। কোনক্রমে মন ফিরাইলেন। এখন তিনি ; এই রমণী যুবককে এত সহজ দর্শনে আনন্দে অধীর হইলেন, চিমটে দ্বারা চিনির কিউই তুলিতে থাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন আপনাকে কয়টি, বলিয়াই তিনি থমকিয়া যান, নিমেষের জন্য অন্যমনস্ক রহিয়া মৃদ্যুহাস্যে পুনঃকথা আরম্ভ করিলেন, আপনাকে কিন্তু দেখামাত্রই আমি চিনিয়াছিলাম, তখন আপনি একটু রোগা,আমি কি অনেক বদলাইয়াছি, এই বাক্য উচ্চারণ হওয়া মাত্র তিনি যেন মরমে হিম হইয়াছিলেন, মুখখানি কিশোরীদের মত লাল হইয়াছে।

না। না—ই যদি তবে চিনিতে এত দেরী হইল কেন। ও মহাশয়া আপনাকে যে প্রথমেই বলিলাম। রমণীর তৎ শ্রবনে একটু সরম হইল, প্রকাশিলেন, বটে। তাঁহার সাজান গুছান সংলাপের মধ্যে পূর্ব্বে কথিত একটি, যাহার আশা অনুরূপ উত্তরে তিনি নিজেকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন। এই সময় যুবক গভীর দৃষ্টিতে বিশেষ ভদ্রভাবে নিরখিল, তখনই আভাসিত হইল, গাছের ফাঁক দিয়া, ভদ্রলোক অফিস যাইবেন, এই রমণী শিশু কোলে দরজা অবধি আসিলেন, ভদ্রলোকের যাত্রার সময় দুর্গা দুর্গা বলিলেন, বেশ সময় এ ভদ্রলোকের যাত্রাপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রমণী কহিলেন, পুরুষেরা বড় তাড়াতাড়ি ভুলিয়া যায়। আশ্চর্য্য এই উক্তিতে তদীয় শ্বাসের কোন তারতম্য হয় নাই। যুবক এমত কথায় একটু কৌতুকের জন্য ঝুঁকিয়াছিল, যে...মহিলা তাহাদের মনে রাখে বলিয়াই ভুলে কিন্তু সহজেই আপনাকে সে সামলাইয়াছে। এ সময়ে তাহার মুখে হাস্য ছিল। ভাবিয়াছিলাম আপনার নিকট ওমর খৈয়ামের তত্ত্ব যদি কিছু বলেন। সেদিন স্মরণে আপনার কথা তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ অভিনয় ব্যাপার। তত্ত্ব ত নহে। তত্ত্ব আমি ভাবিয়া দেখি নাই যেটুকু শুনিয়াছি আমোদ কর। অবশ্য দ্ব্যর্থ বিশিষ্ট। অনেকের ধারণা—সে যাহা হউক সকলের সব ভাল লাগে না। তবে পড়িতে বেশ লাগিয়া থাকে। আপনার জন্য ভাল সিগারেট আনিয়াছি।

সেকি আমি ত ধূমপান করি না, বলিতে গেলে কোন নেশাই আমার নাই। বিলেতে পর্য্যন্ত আমি মদ নেহাৎ পাল পার্ব্বণ ব্যতীত ছুঁই নাই। যুবক ইহাতে গর্ব বোধ করিল। বাবা, আপনিত দারুণ। ইহা এমন কিছু নহে, আদতে আমার সহে না, এবং যুবক সবিনয় কহিল, তাহা ছাড়া এ্যাফোর্ড করিতে পারিব না। ঐ রমণী এ্যাফোর্ড অর্থ না বুঝিলেও ভাবটা নিশ্চয় বুঝিলেন। আর আমার এ বিষয়ে ঘৃণা আছে, আমার বাবা। তাহার জন্যই ত পিসেমশাইএর আশ্রয় যাই যে কথা ও আমি অত্যন্ত লজ্জিত। হ্যাঁ কি বলিতেছিলেন।

আপনি আমাকে কেমন করিয়া চিনিলেন, যদি জিজ্ঞাসা করি। ইহা উচ্চারণের পরক্ষণেই তাহার মনে হইল কি অগা প্রশ্নই না হইল। হে যুবক, ইহার গ্রাম্য অসংস্কৃত নির্বোধ বাক্যালাপের ধরন তুমি মান্য করিও না, তুমি জান না এই রমণী তোমার প্রণয়াসিক, উন্মাদিনী, মহামূল্যবান আসবাবাদি ইহার নিকট অর্থহীন হইয়াছে, ইহার গাত্রে অপ্রাকৃতিক দাহ দেখা দিয়াছে, ঐ সুকোমল দেহ ভূমিতে শয়ন করিয়াছে—তোমার জন্য। পুনরায় রমণী একই কথা কহিল। এই কথাতে যুবক নির্ঘাৎ ঈষৎ বিচলিত হওয়ত কহিল, কেন ?

দেখিয়াছি ত তাই।

একবার দুইবার দেখিলে কি মনে রাখা যায়।

এক একজনে পারে, আর আমিত আপনাকে বহুবার দেখিয়াছি আমার ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। এবার হাসিয়া অত্যন্ত সভ্যজাগতিক মতে যোগ দিল, ভুলিলে দুষমণী করা হয়।

রমণী সত্যই ইহাতে লজ্জায় রাঙা হইলেন, এবার বলিলেন, আপনি একটা সাগুহুইচ খান। এবং ক্ষণেক পরেই সাহস আনিয়া জানিতে চাহিলেন, আপনার মানে ভয়ডর, অবশ্য শব্দগুলি ঠিক নহে, মানে করিও না, এই বাক্য যে তিনি চেতনাতে শেষ করিলেন, তাহা তিনি জানেন না, গায়ে রোমাঞ্চ স্থির ছিল।

মাঝে মাঝে মনে হইত অভদ্রতা হইতেছে। কিন্তু আপনার নিকট স্বীকার করিতে লজ্জা নাই যে আপনার নিকট ঐ দেখা বিশেষ এক চম্বুকের ছিল, আমার জীবনে ঐ বয়স পর্য্যন্ত বাড়ীর আশপাশে কোথাও ঐ রকম সুন্দর কিছুদিন না। ইহাতে আমার মনোরমত্ব বুদ্ধি সাড়া পাইল। যুবকের কণ্ঠে কোন আড়ষ্টতা ছিল না, বরং শুনাইতেছিল যেমন সে কোন কিছু ছাত্রদের সামনে বিশদিত করিতে আছে—অবশ্য পার্থক্য এই যে এখানে হৃদয়গত ভক্তি মিশ্রিত গর্ব রহিয়াছিল।

এই সকল কথন শ্রবণে এই রমণীর আনন্দ বলিয়া উঠিবার একটি চমক অনুভব করিলেও বিস্ময়কর স্থিরতাতে ছিলেন ; ইহা মনস্কতা না। ইহার মধ্যে সামনে সব কিছুতে শেষহীন দূরত্ব খেলিয়া উঠিল। তিনি নাই কেহ নাই। ইহা বুঝিলেন, পুনঃ নিরখিলেন, যুবক একটি বস্তুতে পরিণত হইল। ইহা ক্রয় করা যায় না এই বস্তু সত্য কালের।ইত্যাকার প্রতীয়মানতা তাঁহারে ভীত বা চিন্তিত করে না—তথাপি তদীয় ক্রেতা সত্তা এতেক বাস্তব যে তাহা চর্চ্চিত মানসিকতাকে দাপাইয়া গেল এই কয়েকদিনের অভিনব মোহ ভালবাসা তাহার জাগতকে ভর করিয়াছিল ছন্দ অলংকারাদি এবং মধুর গীত তাঁহার কারণেই সৃজিত হইয়াছে—যাহারে বিচিত্র উন্মাদনাতে অনুপ্রাণিত তিনি এখনও নিঃসন্দেহে আছিলেন। এবার তিনি কাহারে প্রত্যক্ষ করিলেন, এইবার চিনিলেন, নাপতিনী, নাপতিনী কিছু বলিবে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাপতিনী মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল না। পরক্ষণে ঐ রমণী ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, নাপতিনী আবার কে। আর তিনি এমন একস্তরে উপনীত, যেখানে দৈব অভিশপ্ত ভয়ঙ্কর শব্দ 'ভিখারী' এক পবিত্র নিষ্ঠার রূপক। মহাশূন্যকথা 'মাতাল' যেখানে কায়মনবাক্যে জরিত হইবার পরিচয়। অধুনা তিনি বড় মুগ্ধ নয়নে যুবকের দিকে চাহিলেন, এই সময় বহু পুরাতন একটি শোনা কথা ব্যক্ত করিবার জন্য পাঠ নিজ অন্তরে করিতেছিলেন, যথা আপনি বলিতেছেন সুন্দর। সৌন্দর্য ত কয়েক ছটাক ছাই, আদত হইল মন। শুনিয়া সে, ঐ যুবক নিশ্চয় উত্তর দিবে, সেই দিব্যচক্ষু বা দিব্যজ্ঞান কয়জনের। আমার অতিবড় শত্রুর যেন সেই দিব্যজ্ঞান না হয়, এইরূপ মননে তিনি হঠাৎ মনোবল লভিলেন।

নাপতিনী, সেকি চুল বাঁধিবে না, মাগো, কি রুক্ষ হইয়াছে দেখ দেখি। রমণী মৃদু হাসিলেন। ঐ পর্দার পিছনে কাঁচের উপর সাদা লতাপাতার কেয়ারীর পাশেই কয়েকজন ফকিরের মত চেহারা ভাস্বরিত হইল, তাঁহার হাত তুলিয়া কহিলেন, 'মঙ্গল হউক'। ধ্রুব জানিও মানুষ বড় নির্ভীক, অতীব মহৎ যদিও সে জানিল যে কুসুমে কীট আছে। তথাপি সে পরিত্যাগ করে নাই—সে ভালবাসিতে মরিয়া।

ভাবনার প্রয়োজন আমার নাই। আমার শয়ন নাই, জাগরণ নাই, স্বপ্ন নাই, দেখ আমি পথের কাঁটা তুচ্ছ করিয়া চলিয়াছি, ঝড়জলের বাধা আমি ভ্রূক্ষেপ করি না, আমার কেশরাশি হাওয়াতে ছত্রাকার, অঞ্জলি স্খলিত—আমি দৃকপাত করি না। ইহা আমি কখনো পড়ি নাই। আমি জানিতাম না আমাতে এত ভালবাসা আছে—কি করিয়াছিল ?

আশ্চর্য্য ?

যুবক মৃদুহাস্যে কহিল, বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর যদিও জানি পিসেমহাশয় তাঁহার অংশ আমি থাকার মধ্যেই বিক্রয় করিয়াছিলেন অন্য শরিকের কাজ, সেই শরিকের বাড়ী যাইতে ইচ্ছা হয় কিন্তু....আমার ভারী ভাল লাগিত। এখানে রমণী স্বীয় হাতব্যাগ খুলিয়া ছোট আয়না সেই গোপনতার অধিকারিণীকে একবার নেহারিতে সুদারুণ উদ্দীপনা দেখা দিল, প্রকাশ্যে বলিলেন বাবা, বলেন কি ? আমি এমন কি....বলিয়া কপট হায়াতে নিজেকে ধিক্কারিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। এমত বুঝাইলেন যে তাঁহার জাতজনম মান সম্ভ্রম ধ্বংস হইয়াছে।

AMARBOI.COM

যুবক রমণীর কথা শুনিয়া তেমনই সরলভাবে, না শুধু যে আপনাকে এমত কখনই নয়, আমার সম্মানে বাধিত, অসংযম আমাতে নাই। আমি কি দেখিতাম জানেন। আপনাদের জীবন যাত্রা আপনাকে নহে, আপনাকে নহে। ইহাতে রমণী দেখিলেন, কোন সার্সিতে প্রতিফলিত তিনি, ক্রোধে বিনম্রিত সর্পের ন্যায় তদীয় অপমানে নাসাপুট ফুলিতেছে, কেশ এলোমেলো, মুখমণ্ডল রক্তিম, রণরঙ্গিনী ফুৎকারইয়া কহিলেন মিথ্যাবাদী। ইত্যাকার স্বরে, অবজ্ঞা না থাকিলেও খুব সাধারণ একটি ভুল না ভাবিতে নিষেধ ছিল। এই রমণী অবশ্য ইহাতে মোটেই পিছাইলেন না বরং সখার সহিত কৌতুক করার রসিকা অভিব্যক্তি তাঁহাতে আছে অথবা ক্রেতার দৃষ্টিভঙ্গি বলাই ঠিক। তিনি অদ্ভুত আদরের সঙ্গে কহিলেন একটা পেইস্ট্রী অন্তত লউন বড় খুশী হইবে। এবং সত্যি মনে করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে দ্বিপ্রহরে বা অন্য সময় কখনও দেখেন নাই, যখন পুত্র কন্যা বা স্বামীর সহিত তিনি ; তখনই ঐ যুবক। সহসা ইনি এমত চমকাইয়া উঠিলেন যে কল্পনা করা যায় না, কেননা তখন তাঁহার কানে আসিয়াছিল যুবক বলিতেছিল, একদিন ভারী মজা এবং বড় অস্বস্তিকর দৃশ্য দেখি, আমি খুব চিন্তিত হইয়াওছিলাম, দেখিলাম আপনাদের বাড়ীর বারান্দায় একটি মাটির হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া চারিদিকে ভাত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ছেলেটি ওমা বলিয়া কান্দিতে আছে, বলিতেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসনা বসে আছ কেন ? কাক ভাতে…অজস্র কাক সেখানে, ছেলেটি কখনো কাক তাড়াইতেছে। ভাবিলাম ! আপনার কি হইতে পারে। বুঝিলাম না।

সবথেকে আমার কোন ব্যাপারটা খুব ভালো লাগিয়াছিল জানেন, অবশ্য যদি আজ্ঞা দেন ত বলি, একটু থামিয়া যুবক কহিল, 'সে দৃশ্য। আঃ।'

আপনার স্বামীর অফিস যাইবার সময় খাওয়ার পর আপনি বারান্দায় কোলে শিশু ; হঠাৎ একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি বেশ করিয়া মুখ মুছিতেছিলেন। আমি ধন্য কি সুন্দর কি সুন্দর ! কত যে বলিতে পারি ইহার জন্য মনে করিতে হয় না, আপনি, আপনার স্বামী, ছেলে মেয়ে। আমি বুঝাইতে পারিব না। অদ্ভুত এক আনন্দে স্তরে লইয়া গিয়াছে মাঝে মাঝে আমি আহা বলিয়া উঠি। একটা কথা জিজ্ঞাসা কি !

জানি। ঐ রমণীর চোয়াল এতটুকু নড়িল না, ইনি নিজের মাথা উঁচু রাখিতে জানেন, পরক্ষণেই বলিলেন, আমার সহিত অর্থাৎ কোন সম্পর্ক নাই। যুবক কহিলেন ; ওকি পর্য্যন্ত দুঃখের রমণী একটি সমবেদনার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। যুবক, আমি দুঃখিত হঠাৎ…পরক্ষণেই তদীয় মনে ইহা হইল, সে বলিতে আছে সত্যই মহাশয়া আপনি অপরূপা সুন্দরী, সে বলিতে আছে, দিন মহাশয়া একটা সিগারেট, আপনি লউন একটি।

কালই আততায়ী

(অপ্রকাশিত গল্প)

যিনি সকলের, সেই অন্তর্যামী মাধবায় নমঃ, রামকৃষ্ণকে প্রণাম, যে এবং আমাতে ঐ শান্ত গীত 'মজল আমার মন ভ্রমরা' গীত হয় ; যে আমরা বারম্বার চক্ষুদ্বয় মুছিলাম ;

বৎস, শ্রবণ কর খেদ সকল !

বিদায়, বিদায় হে অগ্নি তুমি আর আমা সবাকার চরিত্র নহ ! তুমি মৃত, তোমারে তিনবার আঘ্রাণ করিয়া হাসিলাম ; যে বটে শোক করা ন অর্হসি !

পাঠক কেহ যদি থাক, যদি কেহ জাগিয়া থাক, তবে আকর্ণন কর মদীয় খেদ সকল !

এখন বলিব, ইহা এক কুহকময় রূপাশ্রিত শরৎকাল, ইদানীং অরুণোদয়ের পূর্ব্বে, ভোরে উচ্চহাস্য শোনা যায়, যে এখন নৈরাশ্য নাই ; বেশ্য নাই ; দুষমন নাই ; সওদাগর নাই ; হা এই মর জীবন, শস্য যাহার চেতনা দিবে, তাহা জীবন যুদ্ধ নামে অহঙ্কার হইল ; যে, এখানে যাহা বিস্তারিত হয় তাহা অদ্যকার কথা ; এখন লিখিতে আছি, অদ্য বার, তারিখ, সাল ; যে এবং এখনই সকাল হইয়াছে মাত্র ; কলিকাতা ধোঁয়াটে পরিদৃশ্যমান আছে, কেননা সর্ব্বত্র কুয়াশা পুঞ্জ বান্দিয়া রহিয়াছে ; যে ঘাস সকলেই জলবৎ বিন্দু দেখা যায়, মাটি হয় যার পর নাই ভিজা ; যে দূরে চারিদিকে বাড়ীগুলির দেওয়াল তাহাও দারুণ আর্দ্র !

এখানেতে, ঐ দেওয়াল, যাহা উল্লিখিত, যাহা বিরাটাকার অক্ষরে, বাঙলাতে,—কোথাও বা ইংরাজী—দেখা যায় ; যে যাহা, শিশু যে, অক্ষর পরিচয় হইল এমনের, সে এবং দূর হইতে আঙুল বুলাইয়া পুনঃ যেন বা লিখিতে আছে, এমন অক্ষর সম্যক নির্ণয় কার্য্যে ইহা করে ; তখন উচ্চারণ স্বরও থাকে, পড়িতে ক্রমে পারিল ; উঃ কি খুসী ! কদাচ বা শিশুরা, ইহাদের হাতে রকমারি টিন—নিশ্চয় কিছু আনিবে ; সমবেত কণ্ঠে এতাদৃশ পাঠ উচ্চারিবে 'বিপ্লব সূচী শিল্প নহে…' অবশ্যই সর্ব্বত্র উহাদের, মহা উদ্যমের বানান সম্বলিত স্বরভেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রুত হইতে থাকিবে তৎসহ হস্তধৃত টিনগুলি, একে অন্যের সঙ্গে সংঘাতেই বাজাইয়া ভারী হট্টগোল করে ; ইহারা খেলা চাহে এবং কিন্তু আরও অনেকটা বাঁকি পঙ্ক্তি যাহা নিখুঁত বিবেচনার তাহা বাদ দিল না।

পরক্ষণেই ইহারা একে অন্যের মুখ পানে চাহিয়াই, ভ্যান ! ভ্যান ! তারস্বরে চীৎকারিল ; যে এবং সুদারুণ সিটি মারিয়াছে ; যে ইহারা যেমন হয় প্রমাদ গণিল, মাইরি মাইরি ! ইহারাও মুখের এক পাশ দিয়া, যেমন স্বাভাবিক, মুদ্রাদোষ না, কথা কহে,—ও যে রকমারি আওয়াজ করণে হইল দড় ; ইহারা ভ্যান নেহারিতে ঢেলা কুড়াইয়াছে, পালাইতে আছে ; যে বেচারীর কোলে শিশু, সে এবং নিকটস্থ শহীদ স্তম্ভের পশ্চাৎ আড়েনে আশ্রয় লইল, ছোট ছোট পাছাগুলিতে এখন রোদ, আমরা সূর্য্যকে ঠিক দিলাম !

আঃ তোমরা অতীব সুন্দর কেন না শিশুরা তোমাদের ভয় পায়।

ধূলা উড়াইয়া মারাত্মক অস্ত্রধারীবাহী গাড়ী নিমেষে অতিক্রান্ত হইল ! ইহারা শিশু, ঢেলা ছুঁড়িয়াছে বিবিধ আতঙ্কদায়ী টিট্রিকারের স্বর বিকৃতি নিনাদিত ইহাদের দ্বারা হইল ; হাতাতালি দিল ! এখন পড়িয়াছে পুনরায়, পুলিশ যদি বাঁচতে চাও !

এখন যে সেই মেয়েটির যাহারা বাঙলা বানান ভুলের জন্য মন খারাপ হয় না, নয়নদ্বয় হাঁইয়াছে, যে, এই নিমিত্ত হয় যে, উত্তর দিকে, ঐ সকল আর্দ্র দেওয়াল যেখানেতে আছে, মাও সে তুংএর মুখচ্ছবি এবং সেখানেতেও পুলিশ !—ঐ ছবি ভিজা বিধায়ে খুব গাঢ় রূপ ধারণ করিয়াছে, ইত্যাকার ছাপ হয় বড় খেলার শিশুদের নিকট ! বল কোথায় লণ্ঠার আড়ালে, মাও সে তুং যু(গ)যু(গ) জীও।

নগ্ন, অর্দ্ধনগ্ন সকলেই আপনকার পর্য্যবেক্ষণভাবে শ্যেনতুল্য করিল ; আঃ লো ঐয্ যো !—সূক্ষ্ম লাউডগা, বঙ্গীয় রেখার ষ্টাইলে ইহা নন্দ বাবুতে খুব, যে এবং আসলেতে যাহা আলপনায়, সাদা যাহা মেয়েরা স্নান করিয়া—আ মরি ভিজা চুলের ঢাল পিঠেতে ! কাপড়ে হলুদ ছিটাইয়া পিটুলি বাটে, উহাদের আঙুল সকল অদ্ভুত তাৎপর্য্য প্রকাশিতে আরোপিয়া চলে রেখা সকল ! তেমন ধারা রেখার পিছনেতে ঐ ছবিখানি আছে। নরম শাদা ফুল অনেকই, ইহা বোমার শব্দে কাঁপিবার, তন্মধ্যে ! যাহা হঠাৎ দর্শাইত হইল তীব্র ঔৎসুক্য দ্বারা, আ লো এজ যো ! বহু ছোট আঙুল ঐ দিকে ! পুনরপি, ঐ যো ঘটের (বারোয়ারী পূজার ঘট সকল গাছে বাঁধা) পাশে, ঐ যো, ঐখানে, ঐখানে, সব ! এবার আর কোনখানে বল ? যে এবং এই শৈশবত্ব রকমফের স্নেচ্ছ চীৎকার কাড়িল, অবশেষে কিছু মুহূর্ত্ত চিঁহির সহিত বয়ঃসন্ধি মোরগের অত্রাহি ডাক সকলেরে উত্ত্যক্ত করিতে থাকিবে।

হায় ইহারা কখনও কি এই ছড়া বলিয়াছে।

এতাদৃশ ঝালা পড়া বেপরোয়াতে এমন কোন শাসন নাই দৈব নাই বাধা দিবে ; সজ্জন, চাকুরে বরং ঐ কাণ্ড দর্শনে ভাণ উৎসাহ দান ছলে হাসে ; ইহাদের ভয়ে সকলে ভীত। জীবনের এই কাল সর্ব্বোত্তম ! এমনই কেউটে হয় ঐ শিশু সকল ; যে এবং এখনও ঐ ঐ ষ্টেনসিল কৃত ছবিতে সেই 'ঐ যো ঐ যো' স্বর জুড়িয়া গিয়াছে।

উপস্থিত, এই গৃহস্থঘরের মেয়েটি এবম্প্রকারে রেওয়াজ রীতি স্মরণে আপনারেই মারাত্মক দুবমন বুঝিল, চমকিত হইয়াছে যে সে নিজেও এমত যে তর্জ্জনী নির্দ্দেশিয়া 'ঐ যো' জিগীর তুলিতে আছে, কিন্তু ইহা ভ্রম ; সে কি কখনও পড়িয়াছে, 'বন্দুকের নল শক্তির উৎস' কিছুতেই না, তবে সে বাঙলা জানেনা ; সমক্ষে বটে অসংখ্য পুলিশ ! মানুষের মত মুখ সবটা (আঃ প্রাথমিক উদ্ভাবনের কিউবিজম কত না স্বাভাবিক,) কিন্তু চশমা পরিহিত সত্ত্বেও এটিও কিবা বৃশ্চিক ! নিশ্চয় উহারা বুঝিবে সে হয় অসভ্য বয়সী বারম্বার তাহারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখিবে ! কিন্তু তবু তদীয় বক্ষ রুগ্ন হইয়াছিল, যে সে আপনার গাল বড় ভীতিতে, অসহায় ভাবিতে, শুষিয়া লইয়াছে।

এতেক পুলিশ সে কদাচ দেখে নাই, অবিলম্বে তদীয় সুমহৎ দেহ বেপট আন্দোলিত আছে, তদ্দৃষ্টেই প্রাতের সদ্যস্কতা তাহার মুখমণ্ডলে আর ছিল না, যে সে ঠোঁট অঞ্চল কোন ক্রমেতে কোমরে গাঁথিতে কৃতকার্য্য হইল ; আরও যে পাঠ্যপুস্তক, খাতা, মোটা টেষ্ট পেপার বুকে চাপিয়া অবস্থাতে ক্রমাগত দৌড়াইতে আছিল, কিন্তু পুলিশ এই মাঠে দূরত্বে একই রহিয়াছে।

সে ভূতচালিতপ্রায় দৌড়াইতে আছে যে এবং এখন নেহারিল ইহা, যে তাহার একটি হস্ত, যে হাত প্লাষ্টিকের রম্য বালা শোভিত—ভুজমৃণাল শব্দটি আমাদের যে কি পর্য্যন্ত সংস্কৃত জানার দক্ষিণ ভারতীয় ব্রঞ্জ দেখার নিপট আনন্দে রাখিয়া থাকে !—উহাটি পিছন দিকে প্রসারিত আছে যে তর্জ্জনী সঙ্কেতে ঐ বিশেষ স্থান ঐ মাঠ যাহা সে ত্যজিতে পড়িমরি দৌড়ায় ! দর্শাইতে ভঙ্গি রহিয়াছে ; তাহার একটি পদ মাটি ছাড়া, ঘোষিতে ছিল ; তোমরা দেখ, কি বা ঘোর মারাত্মক ঐ জায়গা। ইস ! স্নেহ, মমতা, বাৎসল্য কিছু নাই উহা দেখা মাত্রই অন্ধ হইবে ইহকাল পরকাল বিনষ্ট হইবেক। কি কুষ্ঠ ব্যাধি, আমি থুতকুড়ি কাটি, দেখ।

কি বা ইহা আশ্চর্য্য প্রহেলিকা ! কি আতঙ্ক যে অদ্যকার এই যুবতী কুমারীর মনেতে, না, ভাষাজ্ঞানে ঐ বহু অনাদৃত ম্লান সুকুমার বৃত্তি বাচক শব্দ সকল উপজিল ! যাহার হস্ত ইঙ্গিতসূচক আছে, কহিল, কি বা অনার্য্য পিশাচ ঐ স্থান মাগো। এই সময়েতে, পত্রসকল হইতে টপ টপ শব্দে তদীয় কপালে যেখানে চূর্ণকুন্তল আধ ছাঁটা পতিত হইল শিশির বিন্দু, সে যাহা স্বীয় কব্জি দ্বারা মুছিতে থমকাইয়া দাঁড়াইসিল, এই শিশির বিন্দু সকল তাহারে নিশ্চয়ই প্রচ্ছন্ন রাখিবে—আঃ কি বা পরিতাপের যে এই বন্ধুত্ব সে হারাইয়াছে।—যে এবং যুগপৎ বাম হাত দ্বারা বসনপ্রান্তের কিয়ৎ উচাইয়া ইহাতে গোড়ালি অনাবৃত হয়, মন সংযোগিল, সেখানেতে অনেক চোরকাঁটা। ইহা রোজকার ব্যাপার ; অন্যদিন, গতকালও হাসিয়াছে ঐ দেখিয়া যেমন কেমন মজা আছে। এখন. সে হয় হতচকিত গম্ভীর।

তাহার কর্ণে আসিল, হল্ট ! পুনরায়, এক দো এক দো, কচিৎ ঐ স্বর লঘু ; অতি অল্পবয়সীদের অনুশীলন, ইহারা মিলিটারী প্রশিক্ষণ লাভ করে, এখন আমরা স্বাধীন ইহারা আমাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে। কাগজে তাহাদের নিন্দা আছে যাহারা অনেকেই খেদোক্তি করে, আমরা পরাধীনতায় জীবিত ছিলাম—স্বাধীনতায় মরিয়াছি। ইহা আমাদের নির্জ্জীবতাকে সাড় দিবেক !

ইস্ মাগো কত পুশিল ! আর ঐ গুলি ! সম্ভবত, কি অদ্ভুত, কোল ভীল বা ! ছোটলোক জাতীয়, জলচল নহে,লোকগুলির ভাবভঙ্গী চলন কি অবধি আমোদজনক, লাফাইতে যেমন বা পা-বিক্ষেপ করে সবাই, কিছু অগ্রবর্ত্তী হয়, পিছোয়, ঘুরিয়া দাঁড়ায়. ছেঁড়া সূচী বস্ত্রখণ্ড প্রায় জনের গাত্রে দোলাই, কানে আদপোড়া বিড়ি;বহুদূর হইতেই ঐ সকলের নিঃসঙ্কোচে ঘৃণা করা যায়, যে উহাদের হাত সকল পিছনে রাখা, একটির কব্জি অন্য হস্তদ্বারা এবং পাক্‌ড়াইয়া আছে ; ইহাদের নির্ভাবনায় গালি দেওয়া যায়, যাহাতে ঐদের কাঁধ উঠিবে নামিয়া থাকে। যে ইদানীং ঐ সকলেই এক স্থানে স্তূপীকৃত হইল ! ইহাদের মোড়ল যাহার মাথাতে কাপড় জড়ান, পাগড়ী এমন, তদীয় বাম হস্ত সবিশেষ, দেখা যায় 'না' অভিব্যক্তিতে আস্ফালিতেই ঝটিতি শূন্যতেই থ হয়, ততঃ আপন হঠকারিতা অনুধাবনে বামহস্তের স্থানে দক্ষিণ হস্ত ব্যবহারিতেই নামাইল ; এ কারণ যে উহারা যাহারা রাজকর্ম্মচারী তাহারা মান্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বটেন !

এহেন মুখ অভিনয় ঘটিতে আছিল ; যাহার হাতে প্লাষ্টিকের বালা, সেই সাধারণ ঘরের মেয়েটি অধিক হতবুদ্ধি হইয়া থাকে, এতাদৃশ বিচলিত মনের মধ্যেতেই সেই কুমারী চোরকাঁটাবিদ্ধ কাপড়ের অংশ ছাড়িল ইদানীং বক্ষঃদেশস্থ পরণ বিন্যাস কারণেতে ; যে এবং তৎসহ ওষ্ঠ দংশনিল যে তাহার গায়ে সোনা নাই পরিজনদের মধ্যে বেশ ক্কচিতের আছে, ভাল, বেচারী ! অমুকের আছে, সোনার ভরি উঃ ! এসব অসূয়া প্রধান গল্প হইতে সে কত না দূরে অবস্থান করে ! নিকটে যাহা আছে, তাহারই সে প্রকৃত মীমাংসা চাহিল ।

যে এই যাবৎ সকল কিছুই, সকাল বেলাকার এই মাঠের হঠাৎ অস্বাভাবিকতা এখানে যদিও ঐ ঐ পোষাকে যে সকল ব্যক্তি, তাহারা স্পষ্টতই বিজাতীয় এমন, ইহারা মন্দির ধ্বংস করিয়া হাসিয়াছে ;—বেশ ছবিলা, কিন্তু এখনই তাহাতে তীব্র বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, তাহার অন্তর্বাস ঢল হইল ; যে এবং চোয়াল অবধি আছে রেখাবৎ হইয়া যে ছাঁটা-চুল-গুচ্ছ, তাহা অস্থায়ী হইতে রহে, যে ইহা ঈদৃশ হইবার ধর্মত কারণ এই হয় যে, উহাদের দ্বারা ঐ বাহিনীর অর্থাৎ উপস্থিতিতে, এই নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশ বিকট লক্ষণ ধরিয়াছে ।

রোজকার এখানকার এখনকার যাহা, যখন সে পড়িতে যায়, তাহা নাই । সেই যে পায়ে অনেকরূপ সাট বাঁধা আদর মিশ্রিত করুণা ঐ সকল, সেই শিশু পোলিও রুগ্ন যে দু-চাকার গাড়ী হ্যাণ্ডেলকে শিশু যেমন ধরিয়া ঠেলিতে বেসামাল পদবিক্ষেপ করে, এখন সেই উপছান বেচারীর বদলে অন্ধকার—আহা বেচারীরে দেখিয়া কোন দিন সে হাসে পর্যন্ত নাই । ও সেই যে প্রাতভ্রমণকারীবৃন্দ মহাযক্ষের আশ্চর্য্য সকল এখানে ছিল না ঐ যাহারা বাচ্য ও বাচকতা সম্পর্ক সমুদয় বিস্মরিয়াছে : জল প্রায় জল নহে ; মাত্র অভিশাপ দিতে ইহাগণের জিহ্বা পুরু, বিবিধ মোহতে ইহারা উপহাসাস্পদ ; অসংযত কাম ভাবনায় নিপীড়িত হইতে আছে ইহাদের ওষ্ঠ শীতে কম্পিত ।

ইহাদের সকলের স্বরস্থান বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, যে তাহাদের সহভ্রমণকারী এক বৃদ্ধ যে ইদানীং প্রাণান্তক এ্যাটাক হইতে খিত্তুইয়াছে, সে চণ্ডী এবং গীতা (বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভব !) আবৃত্তি করিতে যশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বেচারীর মুখে একটিই জিজ্ঞাস্য ছিল, কি বলেন স্বর্গ নরক সত্য ! সেই দিন নবমী তিথি সকাল ৭টা কালকে সে আহ্বান করিয়াছিল ; হায় স্তন্যপানের শব্দ চুপ হইল ।

ঐ দল নাই ; যে তৎপরিবর্ত্তে এক ততখানি সাদাটে ফাঁকা স্পষ্টতই হেলিয়া দুলিতে ভ্রমণে ব্যাপৃত থাকে, ইহার লাগিয়া ঐ মেয়েটি বিশেষ আতান্তরে রহিল, তৎক্ষণাৎ যে এবং সে একমাত্র অবলম্বন টেষ্ট পেপার ইত্যাদি সিদ্ধান্ত করত খামচাইয়া আকর্ষ নিয়াছে ; ও তৎসঙ্গে তির্য্যক চাহনি দ্বারা নিরখিল, পাথুরে বুটগুলির অনেকটা ভিজা শুষ্ক ঘাস লাগিয়াছে, সে আতঙ্কিত হয় এতেকেই যে সেই ছেলেদের কুচকাওয়াজ দেখিল না, সে হাতছানিতে ঐ যাহারা এখন স্তূপীকৃত, যাহারা কোদাল বেলচা গাইতি ধরিয়া, তাহাদের প্রতি বড়ই নিরাশ্রিতার চোখে দৃষ্টিপাতে ডাকিতে হাত ধরিতে মন করিল ইহা সে ভুলে উহাদের স্পর্শ ছিছির কেন না ঐ সাদা ইস্ত্রি করা পোষাকে বহুজীবন বিনষ্ট হইয়াছে, কাগজ বলে এই সাজ দেশকে কাঁদাইয়াছিল, আজিও উহার সেই বিজাতীয় রূপ ক্রম অদৃশ্য হয় নাই, ঐ পোষাকে ব্যাটান হাতে জন সংঘকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিল । ক্ষুদিরাম হইতে অনেকেই ফাঁসি গিয়াছে ।

যে সে, যাহার সমক্ষের খানিক, কেশরাশির আধছাঁটা, ঐ পুলিশ সকল দৃষ্টে আপনাকে গ্রাম্য করিয়াছে ; যে সে হয় মহাকৌতুকপ্রদ হ্যাঁদা, অধিকন্তু, ইহা অবশ্যই দারুণ বিরক্তিসহকারে, যে সে আজকালকার নহে, অতীবসরলা, প্রতিবেশী সকলের বিশ্বাস সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ্মী, কপাল অবধি ঘোমটা যাহার সে সুগৃহিণী হইবে, সে সীতা সাবিত্রী ! এখন ক্রমে তদীয় জানুদ্বয়ে জোর ছিল না, মুহূর্ত্তেই এই স্থান ত্যজিয়া সে যাইতে অত্রাহি, এবং যে পিছনেতে কোন ক্রমে অবলোকনিয়াছে !

ঐ গৃহস্থ কন্যার মুখখানি ঝটিতি মরিয়া ক্রমে ঘুরিল, ইস রক্তঝলক তদীয় আননকে বীভৎস করিবে ! সেই দিনকার ঘটনা কত পর্য্যন্ত রোমহর্ষণজনক, তালু শুষ্ক হইল, ঐ ফিন্‌কী দিয়া রক্ত নিক্ষিপ্ত হইতে আছে, রক্তাক্ত দেহী ছুটিতেছে ; জানলা বন্ধের শব্দ, নেড়ী কুকুর জলদি ছুট্, যে এবং ঐ হাতেখড়ি শিশুদের সুঁচাল ধ্বনি, 'মার মার', 'শালা যুযুজীও' ; এখন হা শব্দ উঠিল । লাস পড়িল । এবং তাহাদের নৃত্য, এবং সিটি ; তাহাদের উদর পূরণের তৃপ্তির নিমিত্ত সাদরে পেটে হাত বুলান, আঃ আঃ শব্দ ! ঢেঁকুর তুলিয়া স্থানকে বিকট করিয়াছে ! বোমার ধূমের মধ্যে ঐ শিশুরা ওতপ্রোত হয় ! তাহাদের ওয়ে ওয়ে শব্দে লোক নৃত্য !

ভ্রমণকারীদের সেই একজন নাই ; যে জনও এতকাল বাদে সহজে নির্ম্মল বায়ু সেবনই ব্যতিরেকে অন্য কিছুই আস্ফালন হয় ম্লেচ্ছ ! এই মাত্র সার গ্রহণ করিয়াছিলেন ; সেই ব্যক্তি যে সম্প্রতি হৃদ্‌রোগজনিত অ্যাটাক হইতে রেহাই লভিয়াছে ; ইহার প্রতিবাদ করা বাতিক থাকে ; ঐ খুন খারাবী দৃশ্যে, চোখ স্ফীত করে, স্বর বিকৃত হইল ! বাধা দিতে অবশ্যই । ইহার সহধর্ম্মিণী আর্ত্তনাদ করিলেন, কি ভীমরতি, আমি শাঁখা ভাঙ্গিলাম, হায় আমার অতি বড় শত্রুরও যেন এরূপ মতিচ্ছন্ন না হয় ! পুত্র সকল উকিল, ডাক ! ঐ ভদ্রলোকের পুত্রগণ জামাতারা তৎপর হইল, ইনকামট্যাকস্, ডেথ্‌ট্যাকস লইয়া নিম্নকণ্ঠে বাক্যালাপ করে !

যে মেয়েটি ইদানীং এখানে ; এবং আরও কেউ, সকলেই, ঐ দৃশ্যে—কাগজ যাহাকে বলে, নৃশংস, মধ্যযুগীয় করাল, পাশবিক, নিষ্ঠুর, মর্ম্মন্তুদ, বন্য, অমানুষিক, নির্দ্দয়, হিংস্র ইত্যাদি (ইংরাজীতেও অজস্র) তদ্দৃষ্টে—এখনই চোখে হাত দিল ; 'আমরা ইহা দেখি নাই' যে সমস্বরে নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা করে ! সে, যখন ঐ বৃদ্ধর ঐ ভূপতিত দেহীর, হাত হইতে উত্তম ঘড়ি, পকেট হইতে অর্থ হরণ করা হইতেছিল, হলপ করি এই যে দেখি নাই ! যদি বটে প্রত্যক্ষিতাম তবে বোধিত ইহা হইতই যে তদীয়, ঐ বৃদ্ধর, ওষ্ঠে শব্দ আছে, শব্দ শ্লোক হয় ;

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা !

এবং ঐ উচ্চারণে, হাঁপাইতে থাকিতে কারণেতে, হস্ শব্দে মুখ মারুৎ নির্গত হওত সমীপের ধূলা মণ্ডলকে বিচলিত করে । ঘাস স্পন্দিত হইল । কিবা মায়াঘাতে আমরা বর্ত্তাইতে আছি যে ঈদৃশী দৈবাৎকে অদ্যও—সেই ঊনবিংশশতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তীর রীতি যেক্ষণে মরণশীলরা আপন বাহু ঘাসের নিকটে লইয়া কম্পন অনুভবিত ।—তদ্দ্বারা, মানে সেই বিশ্বাসেতেই পাঠককে নাড়া দিতে চাহিলাম ; মাইরি কত না হাবা অর্থান্তর ; কেন না আমরা এমন এক সুন্দর কুলোদ্ভব যে আমাদের স্বর শুনিলে মাত্রই দয়া বুঝা যায় ।

সেই মেয়েটি যাহার হাতে প্লাষ্টিকের বালা, যাহার নিকট ঐ সমবেত বিবিধ প্রকার কর্ম্মীরা ক্রমশঃ ঘেও কদর্য্য এমন পরিলক্ষিত হইতে আছে, এখন তদীয় আচোয়াল প্রলম্বিত চুলগুচ্ছ দুলিত বোধে সে বিশেষত শঙ্কাতে ত্রাহিল ! যে এবং অস্বীকারিল যে সে ঐ সমাবেশকে নির্দ্দেশিয়া অকথা থিয়েটারী সংলাপ বলিয়াছে । এইখান ত্যজিয়া সে উঠিতে আগ্রহিল যেমন জায়গাতে, যেখানে চীড়খাওয়া ছোট উঠানে, এখন মাসের প্রথম রবিবার, ছোটদের কেহ চুল ছাঁটে, নিকটে দারুণ বাজার পড়িয়া—ইহাতেই সকলের কণ্ঠস্বরেই রক্ত সম্পর্ক উল্লসিত, উনুনে সাবান সোডার বস্ত্র সিদ্ধ হয়, অন্য কোঠা হইতে ট্রানজিষ্টরের আওয়াজ আসিতেছিল ! আর যে বটেই যুগপৎই আপনকার টেষ্টপেপার ইত্যাদি সে জপটাইয়াছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহাতেই সে নির্ভীক যে সে কূটভগ্নাংশ সকল পারিবে, সে ঘাবড়াইবে না...আর কিছুদিনের পর টেষ্ট আবার এবারও ফেল করিলে, নার্সগিরি ! কিম্বা কি ছোটলোকের কাজ ! সেবা ইস্‌ রামঃ !

ঐ স্তূপীকৃত পুঞ্জী বান্ধিয়া উহারা, একই বিড়ি অনেকে টানিয়া, গলা বিবিধ স্বরে পরিষ্কার করণের আওয়াজ ঘটাইল, সকলেই হাতল পাকড়িবার নিঃসন্দেহ সমর্থ হইতে একদা খরস্রোত দেখা এবং শিশুপুত্রকে কোলে লওয়ার খবর জানিয়া কহিল, হুজুর, যাঁহারা এখানে, যাহারা ব্রাহ্মণ যাহারা উচ্চশ্রেণীর এবং ঐ চমৎকার বাড়ীসকল, রোপিত বৃক্ষ। জানুন, আমাদের হাতের কড়া সকল হয় পুরু (এখানে, সকলেই অদ্ভুত কৌতুকজনক তড়িঘড়ি দোলাই হইতে হাত নিকালিয়া আপনাদের কর উন্মোচন করিল) কড়া সকল দেখুন ; ইহাদ্বারা নিজ শিশুরে আদর করি যেমন আমাদের পিতা আমাদের করিতেন। এখানে যে স্বরস্থান লাগিল তাহা দ্বারাই এই পৃথিবী ঐশ্বর্য্যশালিনী হইবে ; তদ্রূপই স্বর আমাদেরও আছে, শুদ্ধ সঙ্গীতে যাহা চেতন পায় ফৈয়জ খাঁ যখন তিন চক্র তান যেমত ঘুঁঘটকে পট খোল গীতে বামাসাইয়ার স্বর ঘটনা যে ক্ষেত্রে আমাদের ব্যক্তিত্বরে নাশ করে, আমরা আহা হো সাড়া দিয়া থাকি।

এই পুলিশ বাহিনী, ইহাতে ঐ মেলান কর দর্শনে সুবৃহৎ অমোঘ হইতে চাহিল, পোষাকে চঞ্চলতা বিদ্যুতিয়াছে, আট-ঘণ্টার শর্ত বেচারী সকলেরে বিষাইয়াছে, এখন তাহাদের হাত কখনও রিভলভারে বা কোথাও রইফেলে আশ্রয় লভিল যে এবং সমস্বরে হা হা তাড়না করিলেক।

হুজুর সকল, এই কড়া দর্শনে আপনাদের লেখাপড়া ওয়ালাদের তমসা বিনষ্ট হউক, ও মহানুভ সকল জানুন ইহার তলে তিনি একপ্রকার শিশির দিয়াছেন যাহাতে বাড়ে আমাদের শিশুগণ, এই কড়া ভেদ করিয়া উহারা আমাদের বুঝে আহ্লাদিত হয়, ছোট হাতে আমাদের নাসিকা ধ'রে—আ মরি ! নক্ষত্র লাজ পায়, ফুল সকল হ্যাকথু হইবার ! ইহাদের ওষ্ঠ সকল ঐ মনোরমত্ব স্মরণে, ভারী মজার স্পন্দনে আছিল।

আঃ !

ঐ শিশুগণ এই কর্কশ চামড়া ভেদিয়া স্নেহ বুঝিবে, তেমনই ঐ মাটির নিম্নে, ঘাসের শিকড় সকল উৎপাটিত, তবু মই দেওয়া চৌরস করা রহিয়াছে যে স্থান, কুকুরের না বটে শিয়াল-শিয়ালের পায়ের দাগে অথচ কিছুটা দাবিয়াছে সেই লপ্তের নীচে যাহা আছে তাহার গন্ধ ! এ পর্য্যন্ত বিবৃতিয়া হঠাৎ মাটিতে হামাগুড়ি দিল—শুঁকিল ! সকলে অস্বস্তিতে—আঃ বলিল !

হা আমাদের ধিক্‌। মৃত মানুষের গন্ধ শুঁকিতে হইল ! হা একদা যাহাদের অঙ্গীভূত ধূলিকণা মাতার বড় সোহাগের বড় রোশনাইয়ের অঙ্গরাগ হইয়াছিল, সেইদের গন্ধ-হুজুর আমাদের হারামজাদ্‌ বলুন—আমরা আপনকার জুতির ধূলা ! আমরা অধম !

সকলেই গন্ধ শব্দেতে রুমাল নাকে দেয় এবং এখন সরাইয়া উহা, থুতু ফেলিয়া, শালা ! উ !

দেখুন আমরা থুক পর্য্যন্ত ফেলিলাম না এখানে, কেননা এখানে মনুষ্যদেহ আছে, যে এবং উক্তিকে আরও অটুট, এইরূপ সায় বাচক শব্দ হ্যাঁ হ্যাঁ দ্বারা, করিল, তৎক্ষণই পুনর্ব্বার, এখানে মনুষ্য দেহ আছে ! এখানে উপরে একজন আছেন তিনি দেখিতে আছেন অন্যায় করিব না... !

এখানে যে আর এক ছোট তিন চারি জন যুবক গোষ্ঠি ছিল, তাহারা প্রত্যেকে, আঙ্গুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিগারেট আছে, হস্ত প্রসারিয়া ইহদের প্রত্যঙ্গের বিশেষ মুখ মণ্ডলে প্লাষ্টারের চতুষ্কোন, কাহারও কোথাও ব্যাণ্ডেজ, বিশেষ স্থান নির্দ্দেশিত করিতে স্থির থাকে, ঐ, ঐ স্থান।

রাজকর্ম্মচারী এখন যাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ সমস্ত মন বুদ্ধিকে অহঙ্কারকে বিজাতীয় ভাবে আচ্ছন্নিল, যে পোষাক বিষদিগ্ধ (মানিলাম ভিন্ন রঙে) মহাশয় মনে করুন সুভাষবাবুকে উৎপীড়ন, লালা লাজপৎরায় আরও বীভৎস জালিওয়ানাবাগ, মোপলা ! ঈদৃশ সময়ে ঘড়ি দর্শনে আদেশ দিলেন, তোমরা নির্ভুল, কিন্তু মানে ?

যুবকদল তৎভঙ্গীতে আছে, আপনাদের মুখের বাম পার্শ্বের উন্মুক্ত করত, ঠুকিল, মানে ?

তিনি আছেন, আমাদের ঘর এইখান হইতে অনেক দূরে অবস্থিত তথাপি ও ভাগ্যবান পিতার সন্তানগণ, হুজুর আমাদেরকে জুতা দ্বারা নির্যাতন করুন, আমাদের জাত খোয়াইতে পারিব না, মাননীয়রা, আপনাগণের পদধূলিতে আমাদের জিহ্বাপুত, ধন্য আমরা,—তা আপষ্ট হয় বাক্য, তবু মনোভাব ব্যক্ত করিলাম, জানিবেন আমরা ছাঁপোষা, আমাদের দারিদ্র্য লইয়া গীত হয় কিন্তু বাঁচা জাত হারাইয়া অসম্ভব—শুধু বৃক্ষর পাতা সকল হইবার মত আমরা ! আমাদের জাতি অভিমান মহাদুর্দ্দৈবেও একই থাক !

এবম্বিধ বিনীত আড়ষ্টতাতেও উহাদের গোঁয়ারত্ব ইহাদের উর্দি পরিহিত শরীরের মধ্যে খট্ শব্দ অনুনাদিতে আছে, তিলেকেই নিঙড়াইল, একে অন্যের গা ঘেঁষিতে প্রস্তুত হইল বটে, যে বিজ্ঞাপিল, যা যা, ঔদ্ধত্য বড় কম না। আমাদের সামনে মোছ চুমরান ! লাস খোঁড়া বাহির কর !

ঈদৃশ রগের ধমকানিতে দিক সকল প্রকম্পিত হইল, মেয়েটি যে প্লাষ্টিকের বালা অলঙ্কৃত—মহাশয় ইহা প্রতীক নহে মানে যে উহা সিনথেটিক ফলে, সবই তাই, সেও এবং ; শুধু গল্পকার সত্য এমন না—তাহার অন্তর হইতে ভাবুকতা হইতে, ঐ চিৎমোচড় শব্দে মুহূর্ত্তেই পঠিত বা শ্রুত দেখা যাবতীয়, রমণীর সংগুণাদি, লোককান্তা শ্রী-ঐতিহ্য অপহৃত হইল ; কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়াছে সে দীনতম প্রজা হইল। উপস্থিত দৃষ্টি পথে অনেক ছাপ ছবি, দেওয়ালেতে যাহা আছিল।

আ লো ঐজ্ যোৎ !

এখানে গন্ধ কথাটিতে তদীয় শরীর গ্রহ নক্ষত্র দ্বারা মীমাংসিত-জাতক হইল, হাই ঐ উঁচুতে আর্দ্র দেওয়ালে যাহা পরিলক্ষিত হয়, তাহা ঐ টুপি পরিহিত ভারী মুখমণ্ডল, কি বা মঙ্গলয়েড ! যাহা এতদঞ্চলে, নূতন রাস্তা, মহল্লা, পত্তনের পার্শ্বস্থিত প্রাচীন গলি খুঁজিতে—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন বিদ্যাসাগর মহাশয়, ও মহত্ত্ব ! এইরূপ, ভাষা ভালবাসিতেন না, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর লেখা প্রসঙ্গে এই উক্তি ; কিন্তু মধুসূদনে ইহা সিদ্ধ—যে গুলি, প্রায় সকলটিই যাহা কর্তৃক মুদ্রিত সেই হয় বালক। যে সে কত না দমবন্ধ করিয়া ষ্টেনসিল আরোপিল, এখন আপনকার ছায়া বাঁকাইয়াছে নিৰ্দ্ধারিত স্থান হইতে, অন্যবাড়ী হইতে আলোকপাত হয় যে, সরাইয়া এবার ব্রুশ টানিবে। আঃ সেই এক রত্তি ছোঁড়া ! যে সে বেইনে ভাত বড় ভালবাসিল !

প্রথমেতে অনেকেই ও বাড়ী লোক কাঁদিল ; অন্যলোক কিয়ৎ গতিহীন হইল, মোটরে হর্ণ পর্য্যন্ত জোলো পৰ্দ্দাতে রনিয়াছে ; উহার মা কাঁদে, ইহারা সম্ভবত যশোহর খুলনার, যে ইহাদের মরা কান্নার শব্দ কি অবধি তাজ্জবাশ্চর্য্যের ! অনেক কিছু স্মৃতি উল্লেখিয়া ইহারা কান্দে ; ওরে তুই একদিন হোঁচট খাইয়াছিলিরে, তোর কপাল কাটিলরে, আমি আঁচল ছিঁড়িয়া বান্ধিলামরে ; তুই কেমন সুর করিয়া পড়িতিস্‌রে ; তুই আমি পর্য্যন্ত খাইয়াছি কি না খবর করিতিস ; আমার কষ্ট হইবে বলিয়া টিউবওয়েল হইতে জল আনতিস ঐ বড়

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুকুরখাগি ঘড়াতে, ওগো তুমি ঐ ঘড়া বেচিয়া দাও, আমি আর সইতে উহাকে (ঘড়া) পারিব না গো, তদীয় মা'রে কেমনে ভুলিলি পাষাণ।

এই শোক আমাদের নিকট ভারী মজার ; ইহাতে যে আমাদের কেহ তখনই সভ্য আলোক প্রাপ্ত হই ; কিন্তু যদি যে ঐ মর্মভেদী বাক্কান্না পানা পুকুর অতিক্রমিয়া বিস্তার করিল, যে যাহাতে নিজেরে, যে শুনিবে সে খুবই অন্ধকার বোধিত হইবে। ঐ ক্রন্দন ধ্বনিতে ইহা সিদ্ধান্ত হইবার যে সে মৃত। বেচারী তাদৃশ মহত্ত্ব লিখিত দেওয়ালের প্রতি সেই বালকের কীর্তি যাহা, অব্যর্থ যে সে মুদ্রণের পরদিবস প্রাতে চোরা চাহনিতে, নিরখিয়াছে ; সমালোচনা করে, চমৎকার ! আহা গাছটার কথা ভাবা হয় নাই ! কি অভয় ! কি গৌরবের ! তদীয় জামা আঁট হইল ! যে এবং দাপট অহঙ্কারে আছে, ইস কি প্রাণ মায়া ত্যাগে সে ঐরূপ স্থানে উঠে—সে এখন মাথায় হাত স্পর্শ করিল আমি বিকট আমি কি পর্যন্ত ভয়ঙ্কর।

বেচারী উহার শেষ হইয়াছে যে এতেক বিধর্মীদের মতন এতই ইংরাজ শাসকদের ন্যায় (অবশ্য উহার মতাবলম্বীগণ এইকে অমানুষিক কহে না, বলে, ইহা খুবই স্বাভাবিক !) যে গৃহস্থের ভাত লাল হইয়াছে ; ইহার যে এবং বদলা লইবার প্রতিজ্ঞা, যে মোটা হরফে 'ভুলিব না' আত্মার শান্তির নিমিত্ত বদলা চাই (এই ক্ষেত্রে বিচারিবার 'আত্মা' সংজ্ঞা) যাহা পুরাতন দৈনিকে লিখিত, ইদানীং যাহা শতচ্ছিন্নে পরিনতিল। নিশ্চয়ই এইটুকু দলীয়দের মনে থাকা উচিত বটেই, সেই দিন মাত্র পেটরোল বোমা কি রূপে নির্মাণ করিতে হইবে শিখিল, আঃ কত না সহজ মারাত্মক। সে পেটরোল সন্ধানে যায়, ইস্ ইহাই তাহার নিয়তি।

অবশ্যই যে এই আশ্চর্য্যের ঘটনাতে, এখনও ভোলে একমাত্র জনের চোখেতে জল আসিয়া থাকে হা আমি আমি কি ফিল্ম এমন। এই যে কান্দিতে আছি না ইহা হয় সত্য। ছিন্ন বস্ত্র খণ্ডে যে আমি, যে মদীয় করদ্বয় প্রচুদ, যে আমি উহার মাতা ; এতাবৎ চাল বাছিতে ছিলাম, আঃ উহাকে চৌকাট বলে, ঐ ত জলকণা। ও আমি ভগবৎ কথা শুনিব, বোমার আওয়াজকে অভিসম্পাতে—তোর গাত্র কি গরম হইত। তোরে গালি দিয়াছি—আমি এক খোরা বেইনেভাত গঙ্গায় দিবরে—তোর রেশন কার্ড যখন দেখি তখন আমার বুক ফাটে—হা-রে আমি মরিলাম না।

হায় উহার রেশন কার্ড যথাবিহিত প্রত্যার্পণ করা হয় না, যে যেমন বটে ইহা ভুল ক্রমে ঘটিল, অবশ্য ভুল ক্রম শব্দটি সর্ব্বেবই যথেষ্ট উচ্চ সজ্জন ঘরের যাহাদের বংশমর্য্যাদা থাকে যাহাতে কোন মনস্তাপ এড়াইবার নহে—অতএব এক্ষেত্রে মীমাংসা যে এই মানের লোক মনকে ভুল ক্রমে রাখিল ; বড় ছেঁড়া অবস্থার মানুষ ইহারা ! অথচ ইহা লেখা যে ঐ রমণীটির চোখে জল পড়িবে, যে ঐ জন কক্ষস্থিত ছোট জানলা অভিমুখে ধাবমানা আছে, এই লাগিয়া যে সরু গলিতে বিবিধ পদশব্দে তদীয় সন্তানের পদধ্বনি আছে—এমত মানিয়া। তখনই নিগূঢ় চলমান অন্ধকার দেখিবেক ! সেখানে আসিয়া।

রমণী জিজ্ঞাসিল, হা আমি হই কি ফিলম্। হা পুত্র ! বোমার আওয়াজের মধ্যে শিস দেওয়ার আওয়াজে মদীয় শরীরে সিঞ্চিড়া লাগিত, আঃ তদ্রূপ করাঘাত কর যেমন তুমি করিতে ! কিবা দুৰ্দ্ধর্ষ নির্ভীকতা। আমি স্ত্রীলোক তোরে পেটে ধরিয়াছিলাম তবু অবাক্ কীদৃশী প্রহেলিকা, তোর পাহাড় শরীর কি প্রকারে এতেক সূক্ষ্ম হয় যে তুমি ঐ সংকীর্ণ দরজা দিয়া প্রবেশ করিলে ! আঃ পরম গুহ্যতম অগণনের স্বাস হইতে এখনই তুমি জাত হইলে—আঃ ছোট বইখানি কত আদরে হাত বুলাইতে ; তোমার অনুপস্থিতিতে যাহারা হাত পা ছড়াইয়া শুইতে পায় তাহারাও ভাইটি দাদা বলিয়া কান্দে ! আঃ আমরা কত কত গরীব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের জন্য কি এই সব !

যে মেয়েটি ইদানীং এখানে, যাহার আদছাঁটা চুল কারণ শরীর বিশেষ গড়নে এবং বটে কান্তিতে খাসা ফলিত হইয়াছে তন্নিবন্ধন তাহার খরতর জোর স্বীয় অনুভূতিতে আসিয়াছে, যে কোন বস্তুকে জীবকে, এমনও যেই পুলিশ আকর্ষনিতে সমর্থ হয় ! ইস্ এই বাহার দেওয়া লইয়া কি কথার বিতণ্ডা, কত না চোখে জল পড়িল ; বাবা কহিল, আমার বলিতে বাধিল না।

সবাই ত করিতেছে, কে নহে বা

করিবে না তা না হইলে হইবে কেমনে, এখানে চলিবে না ; সর্ব্বনাশ !

ইহাতে মেয়েটির রমণীত্ব খণ্ডিত হইল, সর্ব্বনাশ শব্দটিতে নিশ্চয় বা অদ্যও শাসন আছে, তাহাই এখন তাড়না করিতেছিল। যে মাতা, এই মুহূর্ত্তে কর্কশ পর্দ্দায় ক্ষিপ্ত হইল, থাম থাম সবকিছুতেই তোমরা সর্ব্বনাশ দেখিয়া থাক।

তোমরা আমাদের পড়িতে দিবে না কি, থাম না।

তুমি কি বুঝিবে, জাত উৎসন্ন যাইতে আছে।

থাম থাম, উৎসন্নে গেল ! কি বুদ্ধি ! ঐটুকু করিলে মেয়ে একেবারে রাস্তার (জিহ্বা সংযত করত বিশেষত ছেলেরা পড়িতেছে) বিপথগামী হইল। লহ তুমি কাঁচি ! এতই যদি, তবে দেশ ছাড়িয়া এই পোড়া শহরে আসিলে কেন (এখন বোমার শব্দ হইল ইহাতে পাঠরত যাহারা তাহারা যুগপৎ সর সর ধ্বনি ঠক্কারিল তাই পুনরায়) আসিলে কেন, আর লোক হাস্য করিও না, এইটুকুতেই যদি দেশ উৎসন্নে যায় যাক...., ইত্যাকার বাচালতাতে এই স্ত্রীলোকটিকে জঘন্য দেখিতে হয়, যেহেতু পুত্রসম্মুখে, যেহেতু অশালীন হস্ত সঞ্চালনা করিতে আছিল।

এতাদৃশ স্বাধীনতাতে, ঐ কন্যাসন্তান যে বর্ত্তমান প্রায় ভুলে, ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে সে এবং অজস্র ধোঁয়ার মধ্যে অনায়াসে নিঃশ্বাস লইল, বটেই ঐ মুক্তিতে তদীয় ব্লাউজের সেফটিপিন হাঁইয়া গিয়াছে, আঃ আয়না তুমি মহান, তোমাতে বক্রতা নাই !—ঐ পোলিও শিশুটি তাহার প্রতি মুগ্ধনেত্রে অবলোকনিয়াছে ; সেও এবং তৎপ্রযুক্ত থ হইল ! আর সে অঙ্গীকারিয়াছে একদিন উহার মৃদুহাস্যে প্রীতিসম্পাদন করিব ; ততঃ যে সে অন্যত্র দৃষ্টি যোজনা করিল, আঃ সেই ভ্রমণকারীর দল, যে ঐ বৃক্ষের এদিকে যেখানে শুধু মাঠ দক্ষিণ হইতে মিলিটারী আওয়াজেই ব্যস্ত—সেখানে তাহারা দারুভূত রহিল ; যে ওষ্ঠ সকল কম্পিত বুঝায় কেন না শ্লোক অভ্যাসে তাহা ঘটিতে তৎপর আছে, কাহারও হাতে মালা হরিনামের ঝুলি—শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তদীয় 'নয়নতারাতে' (?) ঐ ঝুলিকে কুঁড়ো জালি বলিয়া তাচ্ছিল্য জ্ঞাপনিয়াছেন : সুবল মিত্র তাহাতে যারপর নাই মর্ম্মাহত হইয়া লিখেন, কুঁড়োজালি চিংড়ী মাছ ধরার জালকে কহে, তিনি কি জানেন না ! পাঠক ব্রাহ্মণগণ সব কিছু ভুলিতে রাজী ছিল—বৃদ্ধ সকলের চক্ষু স্পন্দিত বা আছে।

মেয়েটি গরবিনী, প্রাকৃত জন দেখ এই দেহ ইহা অন্ধকারকে শতছিদ্র করে, ইহা অন্ধকারকে সূচিভেদ্য করে।

আঃ কি সুঠাম মারচস্ তোমারে দেখিতে, তবু বলি আঃ ক্ষণকাল অপেক্ষা করিও না আমরা জ্বলিতে আছি, আমাদিগের দেহস্থিত বসার গন্ধ আমাদের চিত্তভ্রম লাগাইতেছে ; এই তপোবন-বিরোধী ডাগরতা লইয়া সত্বর গমন কর, খর কামকে কেহ এড়াইতে পারে না—আমাদের গৃহিণীগণ যদি শুনে ?—আঃ মৃত্যুর সময় যেন অয়ি মেঘ-থমকান দেহ মনে পড়ে, আমরা নতজানু হইতেছি। দেখ আমাদের নাসিকাগ্রে সর্দ্দি জলবিন্দু পড়ন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্মুখিয়াছে !

যে সে বারেক ঐ মঙ্গলয়েড আলেখ্য দেখিল সে এবার সত্যই ত্রস্ত হইল, কেন না আজ ঐ উপস্থিতিতে এই উপবন—কল্পিত যাহা—নস্যাতিত হইয়াছে। আর এখানে আসিয়া যে এবং সে কত না আমেজ লাভ করে ; বিবিধ কূট রণন যাহা দেহস্থিত তাহা রহিল না, সে হয় লঘু, কোন বিচ্যুতিই মানসিক বা চেহারা কিছুই সত্য নহে—চিবুকে তিল নাই সূত্রে মন ভার পর্য্যন্ত ছিল না ! আর এই ফাঁকা স্থান, জন্মজন্মান্তর নাড়ীর সম্বন্ধ ! ঐ দেশ বৎসল, মিলিটারী প্রশিক্ষণ, এক দো পাখীদের ডাক্ সম্মিলিত অদ্ভুত ভাল লাগে ! এমন যে, কাহারও কেহ ডাকে ! এই ডাক তাহারে পরম স্তোভে আনিয়াছে ! সে আভ্রান্ত কাহারও পরিচিত ! ঐ দূরে উনুনে আঁচ দেওয়া নাকাল জগৎ ! আঃ কি আরাম !

ঐ দারুণ নিয়মানুবর্ত্তিতার এক দো ! যে এবং উহাদের ছায়াও সার দিয়া থাকার ইতঃমধ্যস্থতা ভেদিয়া আলোতে রম্য ছিল মিল, গঠিত হইতেছিল ; ও যে ঈষৎ উত্তরে ছোঁড়া আর উঠতি বয়সী গাছে ঐখানেতে কুঞ্জ প্রায় (সে কুঞ্জ বানান করে) আঃ হা ধোঁয়াটে আলোকপাত, কত না, এবম্বিধ স্থল নেহারিতেই ভাব লাগিত ; যে সে লোকবিমোহন উপাখ্যান হয় এখন ! শুধু একটি লিপ্‌ষ্টিক ! আঃ কি রঙ ! সেই ঘষা হাতের উপরে সেই লিপষ্টিক ! সেই ফিনিক্ ঠিক্‌রান শরীর যে বালিকার তাহার হাতে, সে চুপি চুপি যাইবে বারেক উহা নিরখিতে।

তাহাদের গানে এই মেয়েটি, যে শকুন্তলার শকুন্ত মানে পক্ষী, এইটুকুতে, যাহার জগতের আবছায়াত্বর ছাড় হইয়াছে—তাহাদেরই বাড়ীর পশ্চিমে যে বস্তি যেখানেতে অনেক রাত পর্য্যন্ত অশ্রাব্য খারাপ শব্দ ছুটিত, প্রায় দশ-পনেরো ঘরের ট্র্যানজিষ্টার বাজিতে থাকিবে—আঃ কি পর্য্যন্ত আনন্দময় স্থান ! ধনীদের পাড়া আলীপুর-মে ফেয়ার, লাউডন স্ট্রীট ইত্যাদি কি নির্জীব !—সেই স্থানের সকল স্ত্রীরাই বাবুদের বাড়ীতে কাজ করে—ইহাদের সংসর্গ পরিত্যাজ্য কেননা ঝিগিরি করে ! কেননা ভারী ছোটলোক ! ঐ বালিকা হয় পাকা চোর ! যে তিলের সন্দেহে আউরিয়া উঠিবে, ভগবান আছেন !

AMARBOI.COM

আশ্চর্য্য বটে হয় যে, চুরি শব্দটিতে এখন সে উৎচকিত মোটেই হয় না ; শুধু বস্ত্র অঞ্চল সম্পর্কে, উহাও নৈতিকতার বাচকতা রেশিত আছে, তাই সে অঞ্চল খেয়াল করিল ; ঐ গোপন কুঞ্জ দেখিল ; গত কল্যও যে সে পর্য্যবেক্ষনিয়াছে, আহা মনোহারিণী লোকোত্তর প্রতিমা, ইস কি অজানিতেই না এতাদৃশ মায়াতে সে পারে যাইতে আঃ প্রজাপতি তুমি আমার সখী হও, ঐ বহুরূপী সকল তোমরা আমার শঙ্কিত করিবে না···না না কেহ আমারে বাধা দিও না, আমি যাই, বিদায় সকল কিছুই—মদীয় অঞ্চল ধুলোতে অবলুণ্ঠিত—বাধা দিও না ! আমি অভিসারিকা নই চন্দ্র সূর্য্য তোমরা জানাইও চিরবিরহিনী আমি কিন্তু বিরহকে দুঃস্বপ্ন করিব না।

ঠিক বটে এমন ধারা বাক্যে সেই মেয়েটি যে এখন মানে যাহার বাবা চন্দননগর উঠিয়া গিয়াছে সে প্রেম পত্র লিখিত ; চমৎকার তাহার বাঁধন, একটি বানান ভুল নাই, নিছাড় বোমার শব্দে তদীয় কণ্ঠস্বর যেমন ধান্যক্ষেত্রে হাওয়া বহিতেছে ; শ্রোতাদের কেহ আর একের খোঁপ এলাইয়া দিল, সে একি একি ছোট বিরক্তি প্রকাশিয়াছে।

গম্ভীর বচনে উত্তর হইল ; ঐ কথা মানে চিঠি এলোচুলে করিতে হয়।

হ্যাঁ ইহা যে এবং অনেকেই, যখন অন্যমনস্ক এই সময়ে একে আর একের কেশ বন্ধন আলগা করিতেছে। কেহ হঠাৎ মৃদু স্বরে বিস্তারিল, একবেণী হইয়া শুনিতে হয় আমাদের পাড়াতে একজন আছেন তাঁহাদের দেশে তাহাই বিধি ! আমরা এক বেনী হইলাম ! হ্যাঁ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড় !

তুমি জানিও প্রিয়তম

আঃ প্রিয়তম !

তুমি জানিও আমি স্বপনের মধ্যে জীবনকে ফুলোয়ারি করিতে চাই না ; স্বপ্নকে আমি অঙ্গীকার স্বয়ং বলিয়া জানিয়াছি ; সেই সত্য যদি ধূলিসাৎ হয়, তবে আকাশ বাতাসের প্রয়োজন নাই, আমার চোখ হে যুবরাজ !

আঃ যুবরাজ ! পড়, পড়

তোমারে দেখার পর যেন দৃষ্টি হারায়, ইহা বিদিত হউক আমি তোমার পথের কাঁটা হইব না !

পথের কাঁটা অ্যান্ড ! পথের কাঁটা !

কথাটা ওঃ অপ্রচলিত !

না না বাক্য বড় রমণীয় উহা থাকিবে, দেখ দেখ ঐ শিমূল বৃক্ষ ফলন্ত যাহা ইস্ তুলা উড়িয়া যায় হাঁ আমার কান্না পায় ! (আঃ বলিয়া বিরক্তি প্রকাশিয়াছে যেহেতু বোমার শব্দ—যে এবং মর মর বলিয়াছিল !)

এখনই বটেই যে 'আমারও' শব্দ উৎরোলিত হইল !

যে মেয়েটির হাতে প্লাষ্টিকের বালা, যে একবার বাড়ী ফিরে তুমুল বৃষ্টিতে ভিজিতে থাকিয়া যে এবং তন্নিবন্ধন স্বীয় শরীরকে লইয়া কত না মতিভ্রংশ হয় ও যুগপৎ কি পর্য্যন্ত গূঢ় ভাবে না নিজেকে বোধিত হইল । সে দেখিল নিজের ঐ কুঞ্জে, অঞ্চল ধূলা ধূসরিত, কেশ রাশি বিস্রস্ত পাখীরা সুমধুর গীতে তাহারে আচ্ছন্ন করিতে আছিল এখন ঐ কাদাখোঁচ যাহার পুচ্ছ নড়িতে আছে, ইহা বড় শান্ত রসাস্পদ, আমি চিরদুঃখিনী আমারে কেহ বুঝিল না ।

উপস্থিত ঐ ভীতিপ্রদ স্থান হইতে টনক নড়ান খট খট (!) শব্দ আসিল ; যে সে ভাবিল কেহ বা যেন তাহারে ডাকিতেছে ; অবিলম্বেই এমত স্পষ্ট আপনারে করে যে সে হয় নিরীহ, যে সে হইল নেহাৎ মেয়ে ছেলে ! এবং ইহা, মদীয় ভাইরা খুবই অল্প বয়সী, যে বড় তাহার রাস্তায় বাহির হওয়া মানা । বোমা সকল গর্হিত বলিয়া এবম্বিধ যে সে উহার আওয়াজ পর্য্যন্ত শুনে না ; যে এবং যাহারা এই হাঙ্গামাতে আছে তাহাদের ছায়াতে সে থুতু ফেলিয়াছে । এই হাঙ্গামা বিজাতীয় হাস্য আবাল-বৃদ্ধবনিতার মুখে চোখে দিয়াছে ! প্রতিঘর হইতে শ্রুত হয়, মরিবে মরিবে ! মরিবে, শালারা !

ইহার প্রতিধ্বনি হয় কেন আমরা বাঁচিয়া আছি? কলির শেষ ! রক্তগঙ্গা বহিয়া যাক ! দেখ, কোন বৃক্ষের বৃদ্ধি নাই ।

প্রতিধ্বনি—কেন সংসার পাতিলাম ! ভগবানের মার ! বাঙলা ধ্বংস হইবে ! যাইবে কোন পথে ! যাক্ বলিয়া আঙুল মটকাইয়াছে ।

প্রতিধ্বনি হইল—আমাদের ধ্বংস হউক ।

মহ আকোচের স্বর ফের ইহা হয় ; ইহা বৃষ্টিকে গালি পাড়িয়াছে যাহারা তাহাদের দ্বারা হইল ; ঐ যাহারা প্রাকৃতিক নেশায় বিবাহ করিয়াছিল । ইহা আর্তনাদই মেটাফিজিকসের সূত্র হইয়া যে থাকা তাহাই যে ঐ ! স্যর ! বিশ্বাস করুন কোন দিন আমি খুনের গল্প (!) করি নাই, এমন যে মা'র চেহারা যখন সেই ঘটনা অন্যদের অদ্যকার এই সূত্রে, বলিতে বিকট হইল যাহারা শ্রোতা যে চুল আঁচড়ায় সেই রমণী নিশ্চল, যে জন বিনুনী শিথিল করে তদীয় অঙ্গুলি শোভা হারাইল, যে অন্যের দন্ত মার্জনা থামিল । হইলেও, ইহারা জিজ্ঞাসিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর !

মা'র কণ্ঠস্থিত শিরা ফুঁসিত হইল, মাগো তুমি ত—তোমার কেহত কারখানায় কাজ করে নাই, তুমি বটে এই বিকট আয়ুক্ষয়ী নাদ কেমনে লভিয়াছ—আমার মা পুনঃ আরম্ভিল, সে যে কি দৃশ্য: রাস্তায় লোক নাই, রাস্তায় হঠাৎ পথ ভুলিয়া আসা কুকুর কুঁ কুঁ শব্দ করিয়া নিমেষেই পলায়ন করিয়া থাকে, অনবরত কা'কা রব। এমন সময় সেই ছেলেটি, সার্টে বোতাম নাই তাহা খানিক ছেঁড়া একদিকের হাতে খানিক কাপড় ঝুলিয়া পড়িয়াছে সর্ব্ব শরীর রক্তাক্ত মাথার ঊর্দ্ধে অজস্র মাছি হাতে ভয়াল কর্মা ছোরা। তাহার ছায়া লাল, ফাঁকা রাস্তা দেখিলে আজও গা ছমছম করে। কাগজও শঙ্কিত হয়, নারায়ণ।

মা সেইটা বলিলে না···।

হ্যাঁ, উহাকে দেখিয়া আমাদের পাশের বাড়ীর ছেলে মানুষ বৌটি এমত আঁৎকাইয়াছিল যে মাঝরাতে বিছানায় দণ্ডায়মানা হওয়ত বলিয়া উঠিল, মৈঁ ভুঁখা হুঁ।

ইস্ শুনিলে গায়ে কাঁটা দেয়।

মা সেই যে

মা শুনিলে ভয় পাইবে। উনি আবার সন্তান-সম্ভবা।

সকলেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিল, সব আমাদের অরুচি···মানে সহিয়া গিয়াছে।

সেই, মৈঁ ভুঁখা হুঁ বলিতে কালে বস্ত্রখণ্ড স্খলিত হইল, ফিনকি দিয়া রক্ত, এখন বক্তা চারিদিক দর্শনে নজর লইলেন, কহিলেন, পরক্ষণেই গর্ভপাত হইল ! বিছানা ভাসিয়া রক্তে ! চেঁচাইতেছে মৈঁ ভুঁখা হুঁ···· নারায়ণ পোয়াতি মানুষের এইসব দেখা পাপ—তারপর····

ইহা ত হইল, ঐ রক্তখেকো ছেলেটির ক্ষুধা পাইত তাহার চক্ষুদ্বয় ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে ঊর্দ্ধরেত—এই তুই একটু অন্যদিকে চাহিয়া থাক্ (কন্যাকে) দেহ উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে সর্ব্বক্ষণ, বুঝিয়া লও—অত খুন করিলে হইবে না ! ঐ ট্রেনের লাইনের কাছে পুলের তলায় ওঁত পাতিত নেড়ে মোছরমান ব্যস—ইংরাজ যেমন আমার নিকট শয়তান, আমি যেমন মুসলমানের কাছে কাফের, আমার নিকট যতেক মুসলমান তেমনই শিশু ! সে হুঙ্কার দিত ; ইহার ক্ষিধা পাইত, কেহ সাহস করিত না তাহার সমক্ষে যাইতে শুধু বৌদি, খাওয়াইত, দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার সব ! সেই গা ময় রক্ত টাটকা রক্ত ভাবিলে উঃ নারায়ণ···জল খাইত না, জলে ভয় ! কে জানে···।

মা সেইটা····থুথু সেইটা।

হ্যাঁ তাহার গাময় গু মুত মাখা ; হাতে পর্য্যন্ত শুনি, সবই ত আগেই বলিয়াছি—তাহার দাঁড়াইয়া অবস্থায়।

স্যর ঐ ঘৃণার জন্য আমি স্যর মানে আমার বমি আসিল ! তাহার পর ঐ ছেলেটিকে কেহ মারিতে জল্পনা করে নাই ; ডাক্তার কহিল একচাঁই বরফ দাও ! ঐ বরফ সে অসাড় হইল, অনেকদিন ঐ ভাবে ! তাহার পর সকলে কাঁদাইয়া সে যায় ! বিশ্বাস করিবেন, আমি যে কত না···, অবশ্য, ঐ ধাঙ্গড়—জিজ্ঞাসা করুন উহারা জানে আমার স্বভাব, নানা প্রকৃতি মানে চরিত্র, অহো ভাগ্য আলস্য ভাঙ্গার কত না গভীরে ঐ শব্দ চরিত্র ছিল, আঃ উহাদের তল্লাস করুন পাইবেন ; বলিয়া অসহায়ভাবে ঐ সকলের প্রতি নেত্র পাত করিল ! যে এবং প্রতিজন, দোলাই পরিহিত, কানে হাত দিয়া অতীব মনোযোগে ভাবনার কিছু শুনিতে আছিল !

এই নাগরিক যুবকবৃন্দ প্রাণপণ বলে আপনাদের সিগারেট শুষিতে আছে, চক্ষু সকল খৈ ফুটিয়া, এ কারণ যে বেচারীরা স্বীয় মন ছাড়াইয়া বুদ্ধিতে সকল অভিজ্ঞতা সাঁদ করিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাহিল—তল পাইতে ; ভাল বটে যে, এবং দৃষ্টিপাত তাহার দিকে, ইহাতে তখন মেয়েটিতে আভাসিয়াছে যে সে সাধ্বী শব্দর অক্ষর কেয়ারি (টিপোগ্রাফী) দর্শনে বিদেশীয় ভীড়ের মধ্যে বেখোঁজ হইতে হয় অত্রাহি।

ছিঃ সাধ্বীকে সাদ্ধী উচ্চারণ কর, বানান লেখ ধয়ে দ ! ছিঃ সমস্ত শ্রেণী এই....

আর হইবে না।

তোমরা কি ভাবিয়াছ কি ! ইংরাজী বানান ভুল হইলে,

আর হইবে না

না তোমাদের শ্রেণী আর আমি লইব না।

যে এবং বারেক পুলিশের আশ্রয় এই মেয়েটি আপনকার উদ্ভিন্নতাকে গচ্ছিত রাখিতে মনস্থিয়াছে ; যে এবং শরীর এই বাক্যে অধিক নড়িত যে, চশমখোর। তোমাদের শতধিক্, তোমাদের ভয়ে তোমাদের মাতা পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়া থাকে, তোমরা আমাদের লইয়া তামাসা কর ; আমি জানি। আমি জানি।

বটে যে ইহাতে, পুলিশ, নরদেহ সড়া গন্ধ, ঐ যৌবনা, তাহাগণকে মানে যুবকদের, সর্দ্দি টানার অজুহাত দিল ; তাহারা মুখের একপাশ ফাঁক করিল, বিস্তারিল, তোমার বিজাতীয় আকোচ বোধিত আমরা হইলাম, মহব্বৎ প্রেম আমাদের নাই, আমরা পথেই বর্দ্ধিত আমরা ঠকিতে চাহি নাই, উত্তম বসন সকল খরিদ করিয়া রাখিয়াছি, মৃতের মানে হত কোন কিছু যদি অপহরণ করিয়া না থাকি, সেই সুবাদে আমরা প্রতিষ্ঠিত হইব, তখন পরিব, স্নানে যেমন সকল ধূলিকণা বিদূরিত হইয়া যায়, তদ্রূপ আমরা ন্যায়ে অন্যায়ে বিচার করিব ! তোমার সহিত অসভ্যতার সম্পর্ক নয়, মোটরে হিল্লীডিল্লী করিব, তুমি গহনার প্যাটার্ন বাছিবে, স্যাক্‌রাকে মন্দ কহিবে। আঃ কি চমৎকার ! এখন তোমাকে জোড় হাত করি—ইহা নর্দ্দমা জল বিধৌত না —ক্ষণেক আমাদের প্রতি দেখ তাহাতে আমাদের খোঁজ যে এবং নির্ব্বাচন বৃত্তি যোগ পাইবে, কেমন বচনে ঐ নিস্ক্রিয়দের বুঝাইব, মাটি খননে দোষ নাই, তুমি প্রসন্ন হও।এবং যুগপৎ ইহারা আপনাদের এই তোষণ বাক্যতেই আড়ষ্টিয়াছে ; হায় কপাল, অথচ শপথবদ্ধ যে পরীক্ষাতে ঢুকিবে না, আমরা নিজের কাছে নিখুঁত ! আমরা বারম্বার পিছনের খবরে আশ্বস্ত হওয়তই অগ্রসর হইব এমন মোটেই না। আবার পরীক্ষা দিব। দেখ আমরা অহেতুক মুখের এক পাশ দিয়া কথা কহি না, আমাদের উচ্চারণ নির্ভুল !

ইহারা সকলেই আশ্চর্য্য মাধুর্য্যে বলিয়া উঠিল, আমরা আছি আছি ! সুন্দর এই মাত্র ভোর হইল, সদ্যঃ ধৌত রাস্তা আঃ ঐ রাস্তা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তারিয়াছে আমরা গ্রাম্য চোখে নেহারি, আমরা কোন কিছুরই শত্রু নই। চমৎকার চা'য়ের কাপপ্লেট আমাদের পছন্দ, ভগবান করে আমাদের বাষ্পায়িত কাপে রোদ নিশ্চিন্ত হইবে। এই ত পোরশুদিন, সকালে ঝটিতি দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হইল, আমরা ছোরা চালাইতেছি, রক্ত আমাদের চোখে ফিন্‌কি ছিটাইল, ঐ ব্যক্তি পালাইল, আমরা বাঁচিলাম, হাতের বাজার রাস্তায়,—কেন না ঐ বাজারে ভর্ত্তি থলি দিয়া সে আমাদের আক্রমণ করে ; প্রচ্ছন্নজাত শিশুরা যাহারা আমাদের বিবিধ ধ্বনিতে আশান্বিত করিতেছিল তাহারা নৃত্য ত্যজিয়া বধ্যের পশ্চাতে ছুটিল ; এক ছোকরা আমাদের একের মুখে সিঙ্গাড়া তুলিয়া দিতে সময়ে সিঙ্গাড়া ভুঁয়ে পড়িল, সে উহা তুলিতে যায়, আমরা বলি সকলেই, কি কর তুমি কি হাড়ি বাছবিচার নাই ! কেহই রক্ত চোখেতে ছ্যাংরাইয়াছে বলিয়া দেখে নাই যে আমাদের চোখে জল ছিল ! তুমি প্রসন্ন হও !—মাগো আমি তোমার চরণাশ্রিত !

আমরা যদি কখনও তোমারে, কোন যৌবনাশালিনীকে অসমীহ করিয়া থাকি তবে যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অদ্যাই আমাদের প্রতিপক্ষরা আমাদের—মহাগুরু নিপাতবিধায় যেমত সাবধানী আমরা সেই আমাদের যেন পিটাইয়া মারে—উহারা পিটাইয়া মারাতে বিশ্বাসী, হে মাধব, হে মীরার প্রভু, হে ঠাকুর, এই সব ব্যাখ্যায়, হে বর্ত্তমানতা, আমি কোন আত্মপ্রসাদ পাই নাই তোমরা জান, তোমরা আমাতে থাকিও—উহারা চীৎকারিয়া আকাশ ফাড়িবে, দেখ দেখ রক্ত, দেখ চুল সমেত খুলির টুক্‌রা। অশুদ্ধ ইংরাজীতে কহিবে মনে পড়ে কি অদ্যও জীববিদ্যার ক্লাসে, ও সেই ব্যাঙ, ব্যাঙ চেরা। ও রিপোর্ট লেখ। এ্যান্টিসেপটিক কোথায় যেন আমাদের বিদীর্ণ দেহের চারিপার্শ্বে, ভূলুণ্ঠিত যাহা, ঐ শিশুরা বিকট নৃত্য করে, অধঃবায়ুত্যাগের শব্দ মুখের দ্বারা করে স্বীয় পাছা আমাদের শত ফাটাল রক্ত ফেনায়িত মুখমণ্ডলের কাছে আনিয়া, রাখিয়া যে এবং হাসে, উঃ কি ভয়ঙ্কর সশব্দ ছায়া কি দাঁত-কষা যে মৃত দেহ কম্পিত হইবে, নরকের সৌন্দর্য্য সকল!

জানিও ইহাতে আমরা সাফাই বলি নাহি যদি কোন দিন আমাদের অন্তঃকরণে বাস করিয়া থাক তবে নিশ্চয়ই মনে পড়িবে যে ইহা হয় সত্য, আঃ ভগবানকে শত কোটি প্রণাম, জয় মা। তোমার খাসা দারুণ নয়ন হইতে ভ্রূকুটি অন্তর্হিত হইল, ভাল, যে মানস চাহিয়াছি তাহা লভিলাম। সাবাস তোমাতে ফুলচন্দন বরষিত হউক। আমাদের পেশী সকল ঢল হইয়াছে। মহাশয়, এইভাবে কি কালক্ষয় করা যুক্তিযুক্ত হইবেক, এইভাবে কি অ্যামবুলেন্স ঠায় অপেক্ষা করিবে, আপনারা বলুন জমাদারগণ হিতবুদ্ধি ছাড়া নহে, শহরের কি দুঃখজনক অবস্থা এমনটা কেহ কখনও দুঃস্বপ্নও দেখে নাই, আমাদের মা বলিয়া থাকেন, লক্ষ্মী ছাড়িয়া গিয়াছেন, পিতামহদের বিশ্বাস মন্বন্তর এত ভয়াবহ নহে, অতএব, অদ্যও মনে আছে, যে দিবস আমাদের তুলসী মঞ্চ করে, খোলা ছাদেতে যাহা প্রদীপ বোমার আওয়াজে ছিট্‌কাইয়া পবিত্র স্থানচ্যুত হইল, তখনই আমাদের জননীগণের মুখ অবাক বিস্ময়েতে উন্মুক্ত রহিল, আপন গণ্ডে অঙ্গুলি ছিল, বিশ্রামোত্থিত, পক্ষীগণ ত্রাহিল, জননীগণ কহিলেন, ঐ কালান্তক মহামারী আসিতেছে। পিপীলিকা মুখে ডিম লইয়া চলিয়া যায়, অনেক অপরিচিত লোক এতদঞ্চলে মহাসন্দেহজনকভাবে আসা যাওয়া করে শিস্‌ দেয়, নবতম ভাষায় প্রাচীর লিখন আরম্ভিল, ঠাকুর আমরা রুক্ষ থাকিব আমরা আদর্শমণ্ডলে, মানৎ করি, আর মুখ অবলোকনিব না ; ইহা আমাদের পুত্রদের কল্যাণে সকলের কল্যাণেই আমাদের পুত্রগণের কল্যাণ, ঠাকুর আমরা শ্রেষ্ঠতম প্রিয়তম রম্যতম যে স্পর্শসুখ তাহা হইতে কখনও যেন বঞ্চিত না হই ঠাকুর এই উন্মাদনা তুমিই একমাত্র রোধ করিতে পার ; এমন কি টায়ার ফাটিলে আমাদের সন্তানগণ, মর মর শব্দে কর্ণ বিদারণকারী তুমুল রোল তুলিতে থাকে, মুখের একান্ত দিয়া ইহারা কথা বলে, শ্রুত হয় তাহারা উৎসাহিত করে যে রক্তপাত চলুক। ঠাকুর আমরা গললগ্নীকৃত বাস করিয়া আছি। এবম্প্রকারে তাঁহারা অশ্রুপাত করিয়াছেন, ঠাকুর তুমি ব্যতীত, মাগো তুমি ছাড়া আমাদের নিঃশ্বাস নাই! সকলের শুভবুদ্ধি সুমতি হইয়া এস—ঠাকুর রামকৃষ্ণ তুমি। আমাদের বেচারী মা'য়ের—যাহারা যেমন দিবস আমাদের সমক্ষে, উনি বড়লোকদের রমণীদের মতন উচ্চকণ্ঠে কথা কহেন নাই, তাঁহারাই ক্রন্দিত কেন না তাঁহাদেরই সন্তান মূঢ়ত্ব পরতন্ত্র ভূতচালিত হইয়াছে, বয়োজ্যেষ্ঠরে ইহারা ফুৎকার দিল, হা দুঃখ। শহরের প্রতিটি স্থানেই দমকা পাঁকাল হিম রক্ত আর্দ্র বাতাস আবালবৃদ্ধবণিতার কাঁপুনি আনিতে থাকে, এ্যামবুলান্সে বিরাম নাই অতএব! জমাদারগণ অযথা গোঁ পরিত্যাগ কর! ইহা শহর!

এতৎ শ্রবণে তাহারা নিবেদিল, শুনিলাম, মানিলাম ; আমাদের কোন পুণ্য নাই, দুষমন আপৎকাল কোনটিই সিদ্ধ যে আমাদের ঘর হইতে ছড়ায় নাই, ইহা অভ্রান্ত যে ব্যাধি নহে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা এ বিষয়ে হাঁ হইলাম, আমরা টিপ সই মাত্র—হা মূর্খতা ! টিপ সই এর পশ্চাৎই—কি অদ্ভুত স্থানবাচকতা ! কত বা আতঙ্কের—যাদৃশী আমরা ; আমাদের বালবাচ্চা—ঐ সকলের সহিত আমাদের সাট নাই, তেমনই, কথা মান্য করুন ; টিপসই-এর জন্ম মৃত্যু বিবাহ নাই ! বিবাহ সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আমাদেরও আছে, আমরা কানে আতর দিব, আমাদের যৌতুক দিতে হইবে, ক'নেকে ; মহাজনের ঘরে টাকা গচ্ছিত আছে অর্থাৎ রূপার বাট আছে তাহা বিনষ্ট হইবে, বিবাহের ফুল ঝরিবে কেহ কন্যা তথাপি দানে সম্মত হইবে না। আমাদের ঘর ফিরিতেই হইবে যে।

পথ জিজ্ঞাসার কণ্ঠস্বর উচ্চপদস্থ হইতে সকলের মধ্যেই এবম্প্রকার বচনে উজাইয়াছিল ; সকলেই ধীরভাবে স্বীকার করিলেন, সত্যই যে আমরা গঙ্গার মাহাত্ম্য অব্যর্থরূপে বিশ্বাস করি ; যে এবং আমরা বিষাদিত যে সেই তাসা বাদকের দল আমাদের নিরখিতেই দৌড়িল ; তবু এই পোষাকে, আমরা নিশ্চিত, গ্রামান্তরে যাইতে নিষেধ নাই, যে সেখানের সাদর আহ্বানে আমরা চির কেনা ; ঐ রম্যস্থান হইতে কন্যাকুমারিকা রশি খানেক, অন্যদিকে বাবা বিশ্বনাথ, বৃন্দাবন, মথুরার ভাস্কর্য্য, প্রদীপের আলোতে আমরা কত না বজ্রজোরে ঘৃণা করিয়াছি, ধৃতরাষ্ট্রের মত্ততা, সর্পও যাঁহার ইতরমীর নিকট কুঁকড়াইয়া থাকে ; কি পর্য্যন্ত দুরাত্মা যিনি লালাভ জিহ্বায় ওষ্ঠে জ্ঞাত হওনের করণে উচ্চারিলেন, জয় হইল কি ; জয় হইল কি ; কেন না পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে হারাইলেন এবং তখনই ইহাদের রুমাল সরিল, খেদ শ্বাস ধোঁয়াইল, এই বলিতে যে জন্ম মৃত্যু বিবাহ ইহার সাক্ষাৎ অর্থ থাকিলেও যুগপৎ ঐ পদ বিচিত্র উৎপ্রেক্ষা ! যে যাহার ভয়ঙ্কর কুটিলতা চর্ম লোল করে, অন্যমনস্কতে তাহারা ব্যক্ত করিলেন, তাহা হইলে !

মহাশয় এমন যদি হয়, আমরাত আছিই এম্বুলান্সের লোক আর যদি কিছু পুলিশ আমরা ত।

মহাশয়গণ আপনাদের উদ্‌গ্রীবতা প্রশংসনীয়, ইহা লিখিয়া রাখিবার, কিন্তু এই খনন কার্য্য মহা সন্তর্পণে যে করিতে হইবে, সমধিক কৌশল দড় হাত চাই⋯হা হা প্রত্নতাত্ত্বিক চাই।

এখানেতে এই ব্যক্তিগণ আপনাদেরকে বিবেচক জানাইতে চাহিল, যে মনেতে বাক্য রচনা করে, আপনার ত ধড় মুণ্ড পাইলেই হইল ; তৎপরে জোড়া দিলে চলিবে না। যে এবং ইহাতে হৃদয়হীনতা বিদিত হয় যাহা গণনা না করত কহিল। এবং ঐ মেয়েটির প্রতি বাহাদুর চাহনিতে নেহারিল। ইহা যে এক রসিকতা যদি হয় তবে আমাদের পক্ষে যথেষ্ট অকল্যাণের ; অন্য পক্ষে যে ইহা যদি এমন যে যৌবনাকে জানান হইল, দেখ আমরা সময়ের অগোচরে কোথায় নামিলাম তুমি আমাদের রক্ষা কর ; টানিয়া তুলিবে না। তবে হরিধ্বনি করি !

পুলিশ অফিসারগণ মন্তব্যিলেন, মহাশয় কিন্তু কিভাবে, কোন যুক্তিতে, কোন মানে মডেলে আমরা জোড়া লাগাইব, ইহারা কি কখন কাহাকেও ডাকিয়াছে কাহাকেও বলিয়াছে যাইও না, জড়াইয়া ধরিয়াছে, আমি আমি বলিয়াছে—চমৎকার অভিব্যক্তিতে আপনারে দর্শাইয়াছে। না ইহাদের বাক্য হাস্য সবই হাড়ের শব্দ হা মন্দবুদ্ধি কেমনে হইবে ইহাদের জোড় দেওয়া ! আমরা ঘর্ম্মাক্ত। কাগজ অযশ লিখিবে। এই সকল উক্তিতে বড় হতাশা শোনা গেল ; যে জমাদারগণ উল্লেখিত জন্ম মৃত্যু বিবাহ, তাহাদের বেল্ট আলগা করিতে ভ্রম দিয়াছে, যে ঐ গ্রাম্য ভাবনা বৈদিক পর্য্যায়ে লভিতেছিল।

ঐ পদের সমক্ষে সকল রাজকর্মচারীই গোড়াতে শুধু তদ্‌গত চিত্ত হয়েন, তাঁহাদের ঈদৃশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিব্যক্তি—বিধি-নীতিব্যঞ্জক চোখে দেখা নহে লোক সমাজ দয়ার প্রথম রূপে জানিত, আদৃত ; ক্রমে তাঁহারা দয়ার্দ্র মনে ঐ কথাটির প্রতি চাহিলেন, দয়াই একমাত্র বৃত্তি যাহাতে তাঁহাদের সুষমার হাস্য দেখা দেয় সকলেই অভিবাদন করিবে এমন দেখিলে পরে ; কিন্তু অবিলম্বেই তাঁহাদের ব্যবহার, এই ক্ষেত্রে বেশ অধমুখ করিল। ঘোর চুকিল ; এই বাক্য ত কোন প্রথম অপরাধ নয়, নিরপরাধ ব্যক্তি নয়। তাঁহারা ভাবত তোতলাইয়াছেন, ঐ পদ কোন জবানবন্দী নহে। এখন মনেতে নির্ঘাৎ কারুণ্য (অসহায়তা) ঘনাইল—নিশ্চয় ঐ মৃতদের জন্য তাঁহারা পুনরপি ঐটির প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

যে এবং গোঁয়ার অভিমানে রুখিয়া উঠিয়াছেন : জন্ম মৃত্যু বিবাহ পদ তেমনই স্ফটিকে নির্মিত আছে তথা তেমনই ব্রণ বিরহিত আছে, যেহেতু তাঁহারা পাতলুনের ক্রীজ দুমড়াইলেও বুট ঠুকিলেও—ঐ স স বৃক্ষ পাতার ন্যায় আওয়াজকারী পদ বড়ই নিপীড়িত করিতে আছিল উহা সূত্র বা উহা সংজ্ঞা ইহা বুঝিয়া লইতে পারেন না ; আচমকা যে চোপরাও বলিবেন এমত বিকারও লভিলেন না ; এখন শুধুমাত্র ক্ষীণ বিজ্ঞতার, শ্লেষ, পরিচয় দিতে উৎসুক হওয়ত মুখাইয়াছেন, হা জন্ম মৃত্যু বিবাহ হাঃ জন্ম ! কিছু রিকসা ভাড়া, ওঃ মৃত্যু ! সে ত দীর্ঘশ্বাসের খদ্দের, বিবাহ (অতীব ভ্যাংচান স্বরে) বিয়ে ফুচ।

যে ইহাতে তাঁহাদের ক্লান্তি যায় নাই, কুটজ আলস্য পসারিতে নারিলেন ; এবং তাঁহারা নিশ্চয় বুঝিতে আছিলেন যে ইতঃমধ্যেই জনাজাত ঐ বিস্ময়—বিস্ময় কহা সঠিক নহে সভ্যতা বলা ভাল ঐটি হয় সময়ক্ষেপ বাহানা, যাহার অন্তরে স্থির হইতে আগ্রহী ; যে তন্নিবন্ধন অবশ্যই আপনাদের পোষাক যাহার বিচিত্র শব্দ আছে, যাহাতে ভিতর বাহির নাই এহেন কুহক বত্তাইয়াছে, তাহা অনুভূত হইল ; তাঁহাদের এক্ষণই ওষ্ঠদ্বয় দ্রুত কম্পিত হইল, যাহাতে ঈদৃশী ভাবিয়া থাকি যে তাঁহারা বটে কোন মন্ত্র উচ্চারণ করেন যাহারই শক্তিতেই নিমেষেই ঐ সাজ নস্যাৎ হইবে, তাঁহারা অবিবেচনীয় রুগ্নতার ঘটনাতে দেখা দিবেন। এই ভাবনা যাহা সখ হইতে আসে তাহ কিন্তু উজরিল না।

কিন্তু তাঁহারা এই মাঠে, ঐখানে নিশ্চয় কয়েকটি নরদেহ প্রোথিত ; তবু এই বর্ত্তমানতা মানা সত্ত্বেও এই বেচারী সুদক্ষ কর্মীবৃন্দরা আক্ষেপিলেন, যে কোন প্রতিবন্ধকতা হেতু আমরা ঐ অজর বুদ্ধির আশ্রয়ে জন্ম মৃত্যু বিবাহ, যাইতে পারিতেছি না অথচ আমরা ঘুমাই অথচ আমরা ক্ষুধায় কাতর হই অথচ জল দেখিলে আমাদের নির্ভরতা আসে,আমরা হাসি যে এবং ভীতও হই তবে তবে কেন ! আসে না দেবস্থান নহে আমাদের ঐ সিদ্ধান্তের মধ্যে ঠাকুর যাইতে দাও ; আমরা জন্মের গীত শিখিব জাতক্‌কে আহ্বানিব আমরা মৃত্যুর দেহেলা শিখিব আঃ আমরা নির্ভীক চোখে স্তানের থুতু দিয়া ধোঁয়ার উদ্‌গমন নিরখিব—গাহিব ; আমরা এই ভুল করিব না ; পাতার সহিত জরিব না। আমাদের চোওয়াল এবমুক্ত গীতে অনুরণিত হইবে না, যে আরও আমরা বিবাহের সঙ্গীত সাতদিন ধরিয়া গাহিব, সাঁওতাল হইতে বৈদিক সুসংস্কৃত আধুনিক গান সকল যাহার মধ্যে জোড় শব্দ বারম্বার উল্লেখিত হইবে। জোড় কথাতে জৈব শাঁখ। লহু তোমার বিজনে যাক ॥ সে বিজন যৈবন, নদী নালা ভরা।

বটে যে এখন ঐ ক্ষোভিত অন্তঃকরণে তাঁহারা অফিসারগণ সকলেই ধাঙ্গড়দের দেখিলেন, সকলেরা ঐ খানে মাঠে উবু হইয়া বসিয়া ঘাস আঙ্গুলে ছিঁড়িতে আছে তদ্দৃষ্টে বা এই বসিয়া থাকা ঘাস ছেঁড়া, ঐ কি ভয়ঙ্কর নিখুঁতে চলিতে থাকা দৃশ্য তাহাদের চোখে বালি নিক্ষেপিল ; অস্ফুট ধ্বনি যন্ত্রণার যাহা তাহা শ্রুত হইল, কি প্রমাণ আতঙ্কদায়ী। মাটির তলার নরদেহ হইতেও কোটি গুণ বেশী ! সমস্ত দিক ত্রাহিত হইয়া আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাসটিস

বাঙালী জজ গৌরদাসবাবু।

পূর্বদিক থেকে সোজা আলো এসে পড়েছে। চারিদিকে আইন প্রি-রিপোর্ট, ওপাশে গালিচা। তার উপর রোজ-উডের লিস্ত আসবাব। মাস্‌নে, হোনডুরস, মেহগনীর কেয়ারী করা টেবিল। দোয়াতদান। তার সামনে জজ গৌরদাসবাবু। গৌরদাসবাবুকে জজ বললে তিনি অখুশী হতেন। কেন না তিনি একজন মিঃ জাসটিস!

নাপিত এখানেই তার দাড়ি কামাতে ব্যস্ত। খুব যত্নে একটা পৌচ দিয়ে বললে, 'সাহেব আরও ভাল থাকেন যদি ভোরে একটু বেড়ান। যদি ব্রাহ্মি শাকের রস এক চামচ, অবশ্য তার আগে একটা গোলমরিচ চিবুতে হবে। তারপর মাখন এ্যাত খানিকটা, হল মিচ্‌রী—না হল না হল।

জাস্‌টিস গৌরদাস গাম্ভীর্য সহকারে হুঁ হুঁ করলেও পলাশ ফুলের রঙের বকাসীটা তাঁর গায়ে বইছিল। এমন একজন লোক নেই, যার সঙ্গে তিনি কথা কইতে পারেন। অনেক বার এট্‌ল বন্ধু, কালো চাপকানে উকিল তাঁর বেশ জানা আছে। পৃথিবীর ভারটা তাদের উপর নেই। তাই তারা অনায়াসে যা খুশি তাই করতে পারে। বুড়ো হাড়ে গেরুয়া পরে বসে থাকা দুর্বিষহ। তিনি কাউকে কোন কথাই বলতে পারেন না। সব থেকে জাসটিস কথাটা মানুষটির থেকে বড়। কে জানে উইগ পরে মিঃ লর্ড স্ত্রীর কাছে যেতেন কি না। কারণ শেষ পুত্র তার বছর পাঁচেক আগেও হয়েছে।

তিনি নিজের গায়ে রোমশ হাতে হাত বুলালেন। তারপর বড় বড় চোখে নাপিতের দিকে চাইলেন। নাপিতের এতক্ষণে দাড়ি কামান হয়ে গিয়েছিল, এবার সে তেল মাখাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই প্রাতরাশের ঘণ্টা বাজবে। চারটে ডিম তাঁর চাই···নন্দরাণী বললেন, এত ডিম খেয়ে মচ্ছ কেন, শেষে কাণ্ড ঘটাবে নাকি···বুড়ো হয়েছ, লজ্জা নেই···!

এখানে কেউ থাকে না। কেউ দক্ষিণ ভারতে কেউ দার্জিলিঙে কেউ ইংলন্ডে। এখানে থাকার মধ্যে তাঁর বিধবা কন্যা লক্ষ্মী। অনেক ব্যাপারে বিদেশী হলেও, বাড়ীতে ওঁরা দুইজন এখনও পুরোদস্তুর বাঙালী। জাসটিস অত্যন্ত ইংরাজমন্য হলেও ১৭ শতকের পিউরীটানইজমের বালাই তাঁর ছিল। যেমন তিনি উইগ পরেন তাঁর ব্যবসার জন্য, এটাও তেমনি ছিল।

সন্ধ্যায় রেড রোডে হাওয়া খাবার সময় গাড়ী যখন মন্থর গতিতে যেতে থাকে, তখন তিনি মাঝে মাঝে তাকান। এখানে তাঁর খুব ভাল লাগে না। বুড়ী মেম আর তার কুকুর, দেওয়াল দেওয়া প্রকৃতি হলেও আকাশ আর সবুজতার উপরে এত বেমানান জিনিস আর হতে পারে না। এদের স্পর্শে সমস্ত কিছুই যেন বা কলের তৈরী মত মনে হয়। মিঃ জাসটিস পকেট থেকে সোনার ঘড়িটার দিকে চাইলেন। এখন প্রায় ৫টা বাজে বাজে।···বাড়ী চ···

বেতের চেয়ারটিতে বসে ছোট গীতাটি তাঁর পড়া চাই। ঢাকা বারান্দা, সামনে ছাদ, নিচে বাগান,···পাঁচিলের পাশেই বস্তি। ওখানে কল—এই বস্তির একটি মাত্র কল।

জজসাহেব অবাক হয়ে ব্যবহারিক জীবন লক্ষ্য করেন, অবাক হবার কথা, স্ত্রী নন্দরাণীও পাশের চেয়ারে বসছেন···

সত্যি আমি অবাক হয়ে যাই কি পরিশ্রম না করতেই পারে এরা···। বলে চশমার কাঁচ থেকে চোখ তুলে গিন্নীর দিকে চাইলেন···

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পরিশ্রম সবাইকেই করতে হয়'…বলে টনসিলের অস্বস্তি প্রকাশ পেল, মুখটা একটা মোচড় দিলেন।

কথাটা এখানেই শেষ হত। কিন্তু জজ আবার তেমনিভাবে দেখে, কিছু বলতে গিয়ে স্ত্রীকেই বুঝবার চেষ্টা করলেন। এবার এখন তিনি ছোট বইটায় আবার মন দিলেন। পকেট গীতা কেনার উদ্দেশ্য এই যে, বইটি চোখের উপর থেকে না সরিয়ে, অনেক কিছু অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। সামনে ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া জামরুল গাছের পাতা তার মধ্য দিয়ে দেখা যাবে। ব্যস্ত কল। কখন এমনি কখনও গুলি সাবান মেখে আরাম স্নান। অত্যুগ্র ইচ্ছা সত্ত্বেও না বলার মত ক্বচিৎ একটি গামছার তলায় অশিষ্ট গোঁয়ার অবাধ্য দেহের স্নানলীলা। কখন মাথা কখন কল, কখনও বা চঞ্চল হাত লজ্জা নিবারণ করতে চেষ্টা করে। মাঝে এক-আধবার জজ সাহেবের বাড়ীর দিকে চাইবার চেষ্টা করেই আশ্বস্ত হয়। জজের মেরুদণ্ড সোজা, শক্ত হয়ে ওঠে, অত্যন্ত নিরীহ বালকের মতই স্ত্রীর দিকে চান, স্ত্রীর চিঠিতে মনোযোগ, মাঝে মাঝে ফাউন্টেন পেনটা মুখে ঠেকে থাকে, আবার লেখা।

জজের সমস্ত শরীর নিড়বিড় করে উঠে। গীতাবৃত হাতের উপর দিয়ে, জামরুল গাছের ফাঁক দিয়ে রমণী দেহ। এইটুকু গাছ পাতার মধ্যে দিয়ে রমণী দেহকে বাস্তবিক আদিম বলে মনে হয়, তিনিও যেন একটি কুড়ুল হাতে বনবাসী! সামাজিক সম্পর্কে তিনি অনেক স্ত্রী-লোক দেখেছেন, কিন্তু আদিম সম্পর্কে কখনও দেখেননি। ইস তাঁর যদি অল্প বয়স হত! ইংলন্ডের স্মৃতি তাঁর ছিল, ইংলন্ডে নাটকের চরিত্র কাব্যের চরিত্র হিসাবে স্ত্রীলোক ফুরিয়ে গেছে, তখন ছিল মেমসাহেব। হাঁটুতে হাঁটুতে ভয়ে ত্রস্ততায় ধাক্কা খেলে। স্ত্রীলোকটি নেই, এখন অন্যেরা, কিছু হাঁস সেখানে পায়চারী করছে।

পুনরাবর্তন দৃশ্যটি চোখের দৃষ্টিতে তিনি কবজা করে চোখ বুজোলেন, হাতটা অবশ হয়ে ঝুলে পড়ল। প্ল্যানচেটের বোর্ডের মত দেহটা কাঁপছে…আর ভিতরে ভিতরে তিনি…আঃ আঃ বলে উঠছেন। আদিমতা ক্রমশ ফেঁপিয়ে তিনি নিজেকে নিঃশেষ করে, তার বন্ধনের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছেন। গা-টা থর থর করে কাঁপছে…

নন্দরাণী কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘুমোলে নাকি গো'…! বলে তার গায়ে হাত দিতেই তার সুন্দর মুখের নাকের পান্নাটা কালো হয়ে উঠল। বললেন…'ও কি তোমার গা-টা কাঁপছে কেন'…

জজ এখনও সেই বন্ধনে, ভারী আরাম লাগছে! চোখ যেন মদ্যপের মত জড়িয়ে গেছে…ইচ্ছা সত্ত্বেও খুলতে পাচ্ছেন না…স্ত্রীর স্পর্শটা তাঁর কাছে খুব খারাপ না লাগলেও খুব ভাল লাগছিল না…।

'না কিছু নয়।' ছোট উত্তর কারণ এসময় আর কথা কইতেই তাঁর মন চাইছিল না। কিন্তু মৃদু ঝাঁকানিকে উপেক্ষা করে আরাম অনুভব করা তাঁর আর হয়ে উঠল না।

'তোমাকে যে বলেছিলুম ডাক্তার দেখাতে ; না, আমি কালই ব্যবস্থা করছি…' কথাটার মধ্যে একটু মেজাজ থাকলেও দুর্ভাবনার রেশ ছিলই।

জজ মনে মনে বিরক্ত হলেও কিছু করবার নেই, দৃষ্টিতে তাঁর চাবুকের মত দৃশ্যটিকে আটকে রেখেছে। দৃশ্যটিকে বেশ করে রপ্ত করে নিয়ে বললেন—'নার্ভ…! ওর ওষুধ নেই…লম্বা রেষ্ট'! বলে আবার চোখ বুজলেন।

'তবু একটা ডাক্তার দেখান কি ভাল নয়…শেষে কি হতে কি হয়…তাদের শাস্তর ত আছে'…

কিন্তু জজের ডাক্তার ডাকতে ভয় ছিল, যদি সে নানান প্রশ্নের ছলে জেনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলে।—'বেশ দেখব…এখন একটু শুয়ে থাকি…'

অন্ধকার হয়ে এসেছে। নন্দরাণী আর দাঁড়ালেন না, এখন নানান কাজ বাকি, পূজুরী আসবে, যদিও তাঁর মেয়ে আছে তবু তাঁকে থাকতেই হয়। জজ একা এখানে শুয়ে থাকবেন এইটুকুই তাঁর আনন্দ। শুধু বলেছিলেন, 'ঘণ্টাফণ্টাগুলো আস্তে…'

আর কিছু নয় ; এই বয়সে, এই অনুভবই তাঁর কাছে খুব বড়। নিজেকেই তাঁর দামী গিল্টীকরা ফ্রেমে বাঁধান আলেখ্য ছাড়া অন্য কিছু মনে করবার কোন অধিকার পর্য্যন্ত নেই। সেই বর্ত্তমানবৎ আলেখ্যর মধ্যে প্রকৃতির এই খেলার জিগীর লাট খেয়ে উঠাই অভাবনীয়। মাংসল রতিবিলাসিনীর দেহ যেন তাঁর বুকের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করছে। বিরাট আঁধি ঘোর করে এসে তাঁর প্রতি রোমকূপ দিয়ে প্রবেশ করে, সমস্ত দেহের সকল বার্দ্ধক্যকে অনায়াসে চতুরভাবে উড়িয়ে দিয়ে যাবে, হাড়ের আর ত্বকের মধ্যে যা কিছু আছে, তা ফিরে ফিরতি নূতন হয়ে উঠবেই।

অবশ্য একথা সত্যই যে নূতন হওয়ার জন্য জজ নিজে মোটেই ব্যাকুল নন। কামনার জ্বালাটি অনুভব করাই তাঁর চরম। জজিয়তির পিছনে যে আজও তিনি জীবিত এইটুকু জানতে পারাই যথেষ্ট। বাড়ীর সামনে তাঁর স্টাডিরুমের বারান্দা থেকে দেখা যায় আর একটা কল…কিন্তু সেটা একটু দূরে। সেদিন সেখানেও আর এক স্নানলীলা ; দুএকটা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে জলের তোড় নিয়ে খেলা করছে। কলে কাঠি দেওয়ার ফলে তোড়ে জল পড়ছে। স্ত্রীলোকটির দেহ অনেকটা দেখা যাচ্ছে। পুরো পিঠ। সুন্দর আর একটু দেহ। কালো চুলের পাক কাঁধের পাশ দিয়ে ওপাশে চলে গেছে, সাহেব জজ বলেই শিল্পীর মত গাম্ভীর্য্য ছিল, শিল্পী নন বলেই। তেজী যুবকের উত্তাপটা ক্রমে মৃদু আগুন হয়ে উঠত।

আজ গাড়ী খারাপ হয়েছে। জজ ট্যাক্সীতেই কোর্টে যাবেন, এই বিরাট কোর্টের গোলমালে তিনি একা। মাঝে মাঝে মনে হয় ডিভোর্স কেসের স্ত্রীলোকগুলিকে দেখে আসি। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। লাঞ্চের সময় ফল, ছানা, একটু রুই মাছ, ধনে আদা আর তেজপাতা দিয়ে ঝোল…যতই গরম করা হোক যেন হাসপাতালের করিডোর-ছায়ার মত তার চেহারা। ওপাশে অন্যান্য স্যাঙাতদের কথা ; জোলাপ, মদ আর স্ত্রীলোক (আইন উল্লিখিত রূপ)। গৌরদাস আঙুলে আঙুলে একটা স্থাপত্য রচনা করে কি যেন ভাবছিলেন।

'তুমি কি ভাবছ…' বলেই বুড়ো মানুষটি কানে কানে চুপচুপ গলায় বলতে বলতে আনন্দে দিশেহারা…বলা শেষ হতেই আবার গম্ভীর।

কঠিন ভাবে জজ তার প্রতি দেখলেন, মুখে থিয়েটারই তাকাও ছিল। ইতিমধ্যে একটি প্লেটে চারটি ডিম্বের সফট বয়েল। পালক গরম। বৃদ্ধ সেই দিকে তাকালেন—দক্ষিণায়ণের আকাশের ভোরের আকাশ ; প্রাচ্য সূর্য্যের মহিমায় বিহ্বল ১৯ শতকের ফরাসী চোখের মত। এর উপরে মরিচের ছড়া দিতে তাঁর ইচ্ছাই করছিল না।

আবার ভ্রূণ হত্যা…

জজ লজ্জিত হলেও, সাদা ফুলকারী করা মুখমুছানিটা মুখের কোণে চাপতে লাগলেন। তারপর ভাবলেন, হুরইব্র বাঁধান-দেঁতো জানোয়ারের নোংরামীটা তাঁকে অধিকার করে বসেছে…ডিন ইঙ্গের একটা লেখা বই চোখের সামনে। প্রথম প্রেম তাঁর অনুভব হয়েছিল লন্ডনের রাস্তায় চার্চের পাঁচিলের মধ্যে যেখানে প্রেম, অথবা গয়লানীর দুধের বালতি হাতে নিলে প্রেম হৃষ্টপুষ্ট। এতদিন বাদে পুরো ভারতীয়। দেহের ভিতরে উলুধ্বনির ঝঙ্কার এখন ছিল, সমানে ফ্লেমীশিয় টেপস্ত্রীর মত কাঁপছে, কখন তাঁর বিষাণ প্রসৃত গোলাপ হাতে সবুজ পাতার আঁকা-বাঁকা ছায়া, সবকিছু যেমত এই পৃথিবীর আলোয় কাঁপছে…জজ সায়েব তেমনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁপছিলেন। এখন থেকেই কি যেন তিনি ভাবতেই চাইছিলেন না…বামালের দিকে ক্রমাগত চাহনি, এরূপে যে অন্ধকারে সরাব।

প্রথম ট্যাক্সী ছেড়ে এবার তিনি রেড রোডে নেমে পড়লেন। আজকে আর সত্বর বাড়ি ফেরার জন্যে তিনি ব্যাকুল নন। চৌরঙ্গী এখন ক্রমে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত। মাঠ ক্রশ করে এখানে। রকমারি নারীদেহ—জিহ্বা দিয়ে ওষ্ঠ লেহনের প্রবৃত্তি নেই। শুধু দেখা, একবার 'লম্পট' কথাটা তাঁর মনে হল।

তিনি যেন হাতুড়ী ঠুকলেন। সামনে পাকা ব্যারিষ্টার কথা শেষ করে দরজা খুলে বেরিয়ে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে জুতোর হিলে পাইপ ঠুকে মুখে দিয়ে চলে গেল। ভাল রুমাল বার করে তিনি ঝাড়লেন, বললেন—ভালগ্যর।

দেহ যদি আমার ভাল লাগে তাতে লম্পট বলার কিছুই নেই। যেমন প্রসিদ্ধ কোন শিল্পীকে আমরা লম্পট বলি না। কিন্তু কোন শিল্পীকেই তাঁর মনে নেই। তিনি শিল্পী সম্পর্কে কিছুই জানেন না। শুধু বলেছিলেন, যেমন আমি লম্পট নই।

গাড়িওয়ালা এসে তাকে আস্তে আস্তে বললে, 'এ চুয়ান্নি সাব…পৌঁছাদেগা। Sixteen years…'!

জজ একবার তার দিকে চেয়ে হাতের উপরে হুকহুক করে কাশলেন। ব্রিটিশ শাসিত একটি আছড়ান মুখ দেখা গেল। আধো আলোয়, কিছু অন্ধকারে। জজ ওপাশের দিকে চাইলেন, হোটেলের তলায় জনস্রোত। কিন্তু সকল সময়ই তিনি অনুভব করছিলেন…লোকটা এখনও আছে। পিছন ফিরে দেখলেন…লোকটা…

তাঁর চোখটা কোচুয়ানের দিকে পড়তেই, কোচুয়ান অসম্ভব নাটকীয় কুর্ণিশ করে তাঁকে সেলাম করলে, বিড়বিড় করে বলল 'Sweet Sixteen Sir, ইজ্জি বাবা'…ইতিমধ্যে দুটি গোরা এসে গেল, তাদের মুখের বিলেতী মদ্যেতে তে আলো পড়ল। জজ বললেন, লো ব্লাস ব্রুটস…।

কোচুয়ান দৌড়ে গাড়ীতে গিয়ে আলোর পাশ দিয়ে ঠাং দিয়ে উঠে, দপদপ করে আওয়াজ করল। জজ এখন ওই দিকে চেয়ে, রুমালটা দিয়ে মুখ মুছলেন। এমন সময় শুনলেন 'প্যারিস পিকচার ওয়ান রুপিজ (Rupees) ফোর' বলে ভূতের ওঝার মত। লোকটা পাশে পাশে ঘুরতে লাগল। ক্রমে কাছে। জজ মনে মনে বললেন—'ওয়াট দিস্ ব্লাইটার মিনস্'—অথচ তার হাবভাব হাস্যের উদ্রেক করে। হাতে একরাশ কার্ডের মত ; সেগুলিতে তাস খরখরা করছে। একটু বেঁকে নিচু হয়ে পাশ দিয়ে ঘুরছে…

'প্যারিসের কি বদনাম…অবশ্য ফ্রান্সের নয়।' জজ বললেন 'গেট্ এ্যা ও য়ে উ-উ-ফু-উল'…' তারপরই মনে হল এখানে দাঁড়ানটাই বিপদের। ২০ শতাব্দীর শহরের সন্ধ্যার এই প্রেরণাই দেয়। ভাবতে ভাবতে তিনি রাস্তা পার হয়ে ছোটেন এখানে ; তিনি একটি চেয়ারে আসীন…। ছোট ছোট নির্জনতা, টেবিলক্লথের শেষে অদ্ভুত লতাপাতার কেয়ারি—বালিকা কল্পিত হামলাহীন বনরাজি। সেখানে একটি পদধ্বনি। ওপাশে ইংরাজ ভদ্রমহিলা। গলায় একটা Zireon-এর (হীরের মত) হারের ইঙ্গিত, ইংরাজ। এইভাবে ইংরাজকে দেখাও আনন্দের, স্ত্রীলোকের সামনে তারা যেন ইংলন্ডে রাস্তায় নামলেই দিব্যকরা ব্রিটিশ। ভাষার সীমা, ড্যাম রোগ্ এবং কিছু ইম্পারেটিভেই শেষ।

তবু মনে হল, সত্যি ধোপানী, কি নাপতিনী, ডোম মেয়েছেলে বাথরুম পরিষ্কার করতে আসে, সেগুলো এদের থেকে কত সুন্দর ; এবং মাঠের দিকে তাকালেন—এখান থেকে মাঠের চাঁদের আলো দেখা যায়, পুরাতন একটা দিনের জন্য তাঁর বড় আপশোষ হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাঁদের আলো পড়ে মাঠ ঝকঝকে…কতগুলো দাঁড়িয়ে ওঠা রুই মাছ—রুইমাছের সারি। এখন সামনে আসছে আবার ক্রমে ক্রমে পিছিয়ে যাচ্ছে…বড়শী গাঁথা মাছের ভঙ্গী সারা গায় (উর্দ্ধলোকে) চূণার স্টেশনের আগে মধ্যরাতে (যেমন বলে ড্যামবাবুরা) ক্ষেপে ক্ষেপে উঠছে। কয়েকটা লোক মাদল বুকে ঝুলছে—ওরা যেন বা শাল গাছ। ঝর্ণার আওয়াজের মত ক্রমান্বয় বাঁশীর শব্দ। গান ছিল—"হরিণের পেছনে হরিণী ছুটে"। আপশোষ তখন কেন আমার গতর দেখার নেশা ছিল না? তখন ভাঙা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে প্রতিমা বিসর্জ্জনেই যে ঠাণ্ডা, জল থেকে উঠে আসে তাতেই বেলেডোনা ভেপর নেবার কথা মনে হত। তাঁর বিলেতী ছাতাটা খুলে মাথায় দিয়ে বসেছিলেন। চাঁদের আলো শুনেছি, তখনকার গণ্ডদেশে কালসিটে পড়িয়েছে, ছাতা খোলার হেতু তা নয়, এটা হয় যে, হিম লাগার জন্য। উপরন্তু মন্দরাণীর হাতের ঠাণ্ডা তার চূড়ীর ঠাণ্ডার থেকেও ঢের বেশী। তখন তাঁর ঐ সেবা নেওয়া খুব খারাপ লাগেনি। কম্ফর্টার ঠেসে এঁটে দিয়েছিল সে হাত দুটি। ছাতার কথা মনে হতে নিজেকে পাপিষ্ঠ বলে মনে হল। মনে হল প্লাস্টিকের চরিত্র—অধিকন্তু বাফুন। গেলাসটা তিনি ঠক্ করে রাখলেন।

আপশোষটা নিয়ে পথে বার হলেন। বার্লির ধেনো খেয়ে সায়েব নিজের বো-টা ঠিক করে লাঠিটা হাতে বাগিয়ে ধরে আস্‌তে আস্‌তে চললেন। সিগারের গন্ধে বেশ লাগছিল। একটা ট্যাক্সিতে উঠে অসম্ভব ডবল জজের মত (বললেন)। গাড়ী এসে আদালতের রাস্তায় পড়ল। ওপাশে একটা নূতন রাস্তা হচ্ছে। ক্রমে গাড়ী এসে এখানে পড়তেই জজ ভাবলেন গাড়ী ছেড়ে পায়ে হেঁটে যাই ;—গ্যাসের তলায় দরজা, দরজায়-জানলায় ডাকটিকিটের মত আটকে থাকা স্ত্রীলোক। এপাশে পুলিশ, লাঠিতে দুই হাত রেখে থুতনি দিয়ে দাঁড়িয়ে…ওপাশে তেলের পরটা, বেগুন ভাজা…শিশি বোতলের দোকান। বুড়ীদের ঘোরাফেরা…গান আসছে। দু-একটা আফিংখোর দালাল এসে মুখ বাড়িয়ে সিগারের ধোঁয়ায় হয়ত বুঝল—বাবু ছুট নয়, মাল আছে।

দিশী সরবতের দোকান, ভিখারীরা ভাঁড় হাতে করে দাঁড়িয়ে। জাসটিস আবার সেই সরু গলির দিকে চাইলেন এবং ড্রাইভারকে বললেন, ভুল হো গিয়া, জলদি চল।

ভীত জাসটিস। নিক্তির ওজন হাতে নিয়ে, কাঁটা ঠিকই সোজা হয়, ওজনে পাকা এ্যাপথিকারী। কিন্তু মালেই ভেজাল। সেখানেই তিনি পুরো মানুষের মত। হুকুম দিয়ে তিনি কখনও কোট ঠিক করার ভাণে, কখনও স্বহস্তে রুমাল ফেলে আবার তুলে নেওয়ার কালে, কখনও কপাল চুলকাতে চুলকাতে দেখেছিলেন। গাড়ী মচকে মচকে চলেছে।

দরজার পাশে মেয়েছেলে, গ্যাসের আলো এসে পড়েছে—ভিতরে গলিতে কেউ পিঁড়ি পেতে বসে, কেউ টুলে, কেউ খুঁটিতে একটা পা পিছন থেকে তুলে দুহাত দিয়ে মাথার পাশ দিয়ে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে। এত লাল নীলের বাহার সখী সখী ভাব, বেশ কাপড় চোপড় সত্ত্বেও সবাই যেন উলঙ্গ। জাসটিস্ বেশ চতুর, তাদের বাসি শুকনো মুখগুলো তাঁর দেখার দরকার নেই। ওটা কোয়েকারই ঢং। মুখমণ্ডল ক্যাসিও অথবা মুদ্রার বিষয়বস্তু অথবা রোমান্টিক ছোকরা যারা যাত্রার ঢঙে পাঁচালীর মত হেরিক থেকে শেলী ব্রাউনিং এবং একই দরে বিজ্ঞানের সত্য পাঠ করে, তাদের কাছে আদরের বস্তু। মাংসাশীর পক্ষে রাঙ সিনা গরদানই ভাল। লালা জবাব! মুখগুলো কালাপাহাড় যেন উড়িয়ে দিয়ে গেছে। কিছু বেশী টোরসো। অথবা দিদারগঞ্জী যক্ষিণী মুখ থেকেও যা টোরসো। জাসটিস শত হলেও ঠিক মাংসাশী নন, প্লেটো লাঞ্ছিত উপেক্ষিত (platonic passion) নিজেরই তাঁর একথা মনে হল, এ platonic passion!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়ী ক্রমশ মাতাল মদ্যপ গলি থেকে আরো অন্ধকার গলিতে। দৈনন্দিন পাঠের শব্দ, ফোড়নের আওয়াজ, লণ্ঠনের আলোয় অল্প উল্লেখিত জীবন যাত্রার বদনাম। গাড়ী বার হয়ে এবার বড় রাস্তা, আবার ঘুরে বাড়ী।

ভাঙা ভাঙা আলো, ইতিমধ্যে বন্য অন্ধকার—এই ব্যাদড়া অন্ধকারের ওৎপাতা প্রাকৃতিক আবেদন কাঙাল হয়ে ছিল ; কিছুক্ষণ আগেও যা বর্তমান ছিল, এখন যা স্থান অর্থাৎ গৌরীশঙ্কর স্ট্রীট থেকে সরে কালগত হয়েছে। এবং তাঁর এক বিশেষ দেহের ভঙ্গীতে তা আশ্রয় করে রইল। ঘোড় দৌড়ে তখন জকীর পোষাক আর ঘোড়ার নাসারন্ধ্র যখন দেখা যায়, এখন যেমত দর্শকের শরীরটা উঠে, তেমন তাঁর উঠেছিল। শত সত্য হলেও তাঁর ওকথা ভাববার মত হীনবুদ্ধিতা হয় নি, পুণ্য কামনার দিকেই তাঁর গড়ান। 'আমি চাই নিজের কামনাটাই অনুভব করতে, তাতে আলো আছে, আনন্দ আছে।'

নন্দরাণী জিজ্ঞাসা করছিলেন। তার উত্তরে জজ স্পষ্ট মুখ তুলে বলছিলেন…'খুব বেড়ালুম।'

আলোর সবুজ চাকা প্রায় চোখের কাছে। সামনে ফুলদানী একটা সাজানো, সেখানে ফুলে ফুলে কদাচিৎ আলো। ওপাশে নন্দরাণী চেয়ারে বসে একটু দূরে—যাতে টেবিলে হাত না ঠেকে। একপাশে কাট্‌গ্লাসে অল্প জামের চোলাই। একটু দারু বোতল। যতটুকু ঢালার ততটুকু, মনে হয় রুবি গ্লাস। একান্ত একটা লবস্টার এসে পড়েছে। অল্প আরকের গন্ধ, মাখনে ভাজা তেজপাতা, অল্প হিংসাশ্রিত গন্ধ। তার এক পাশে আলু, তেঁতুলের জলে সিদ্ধ, পরে সুন্দর করে ভাজা। সাহেব একা থাকলে খুব টেবিল কেতা মানেন না। নন্দরাণী বললেন, 'তোমাকে আজকাল যেন…'

—আঃ তোমাকে না বলেছি…

—ধমকে কথা কইছ কেন ? জজ বললে নাকি… ?

জজ মাছের টুকরো একটা খেলেন, এটা ছুঁলেন…ওটা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে এসে বললেন—'বাজে কথা বলো না…'।

—তাহলে ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন…

তার এই উন্মনা ভাব এখন যা তাঁর কাছে রক্তের থেকেও মূল্যবান সে কি অদ্ভুতভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে। গরম লুচি আর দুটি এল। আলগোছে নন্দরাণী স্বামীর পাতে যত্ন সহকারে ফেলে দিলেন। জজ এইরূপ প্রতীয়মান হওয়ার জন্য কালো হয়েছিলেন, কিন্তু এর কোন বিহিত নেই। আপাতদৃষ্টিতে,পাঁচজনের ইত্যাকার চিন্তা তাঁকে কোন ক্রমে আঘাত না দিলেও, আঘাত দেওয়ার কোন হেতু না থাকলেও, তার একটু লেগেছিল ও প্রশ্ন আর এরূপ অনুভব। দূর মেঘকে কোলে পাওয়ার যে রোমাঞ্চ, তারই শুদ্ধরূপ তার ফোঁটায় ফোঁটায়, তিনি যেখানে কটা চোখওয়ালা পশু, তিনি যেখানে ভাস্কর্য্য বিদ্ধ পাথরের জড়ত্ব যেখানে উইগ পরিহিত। এই রোমাঞ্চটা স্বাস্থ্য অবনতির লক্ষণ হিসাবে, এটা না প্রতিবাদ করলেও, শুনলেই জখম হতে হয়।

মনকে তাঁর আঁখি ঠারতেই হয় না। উপরে উঠতে গিয়ে দেখলেন, লক্ষ্মীর ঝি (মেয়ে) তুলসী ওখানে শুয়ে। তুলসীর পেটাই করা দেহ, আর দেখার মত গড়ন। ওপাশে ছাদের দরজা বেয়ে আলো এসে পড়েছে। জজ থমকে দাঁড়িয়েই কিছুটা ঘুরে গিয়েই কৈলাসকে ডেকে বললেন—'মা'কে ডাক।'

কথাটা শুনে থতমত জজ আবার জোর দিয়েই বললেন, "তুমি আমার সমস্ত ডুবালে,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই বলে ওখানে শুয়ে থাকবে, গা খালি, নোনসেন্স···ওকে ছুটি দিয়ে অন্য একজন রাখ··· ।”

“বেলেল্লাপনা ত ও কখনও করে নি, যাক্ আমি বলে দেব···নষ্ট দুষ্টো মেয়েছেলে ও নয় !”

জজ সত্যি বড্ড চটে গিয়েছিলেন । ঝিদের প্রতি স্বাভাবিক টান থাকে । তিনি দূর থেকে রস অনুভব করতে রাজি । তাই বলে একেবারে ঘরের কাছে খাটের উপর এসে পড়বে, সেটাও বটে । সেটাই তিনি ঠিক মানতে পারেননি । তাঁর ভাল লাগেনি । নন্দরাণী নিজেই লক্ষ্মীকে প্রথমে, পরে তুলসী ঝি-কে বকলেন—‘তোর যদি শোবারই দরকার ত··· ।’

ঠিক এই সময় ছাদ থেকে দেখা যায়, পিছনের বস্তিতে ছোট ছোট উঠোনে, মেটে আলোর সামনে, সলজ্জ দেহ । ময়ূরের মত পেখম মেলে দেয় । উঠোন পার হয় । এই দেখার পরই আর যে দাঁড়িয়ে দুচারটে দেখবেন, এমন আর হওয়া সম্ভব নয় । দেহের ভিতরটা লাট খায় । তৎক্ষণাৎ নীচে এসেই ইজিচেয়ারে দেহটা কাঁপে, অসম্ভব ভাল হজমের আনন্দেই কাঁপে ।

বিরাট দেহটা হাঁ করে হেসে উঠল । এই ছোট্ট লম্বাটে চৌক কার্ডের পিছন থেকে । রুগীকে যে কোন লক্ষণেই ভাবতে বারণ করে, তার কারণ নিজেই সে ভাবতে পারে না । নিজের অযথা সংস্কৃত নখের দিকে চেয়ে থাকে । লাইসেন্সপ্রাপ্ত ওষুধ বিক্রেতা ।

সম্মুখে অন্ধকারের কারবারী । ছেঁড়া নাইট গাউনে ভূষিত (১৯১০ সনে লন্ডনে খরিদ) রোজ-উডের একখানি সোফায় বসে । উনি বুঝতে চাইছিলেন সামনের লোকটিকে, পাশে গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটি নেই । চাহনি সকল সময়ই যেন অসম্ভব তীক্ষ্ণ, ডাক্তার সরকার তাঁর দিকে চেয়ে, উনি যেন একটা দর্শনীয় ।

‘না তোমায় দেখতে এসেছি ; শুনলাম তোমার আজকাল প্রত্যহই···’ ।

জাসটিসের ছাদে যাবার সময় প্রায় উৎরে গেল । ফলে তিনি একবার আলোর দিকে চাইলেন । আস্তে আস্তে বলছিলেন, ‘অবশ্য আমার মনে হয় ওটা কিছু নয় ।’

ডাক্তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল, মানুষকে পরক্ষে ভালবাসার অহঙ্কার ছিল,—যা হয়েছিল পুস্তক পাঠে—“উ হু—কিছু নয় কথাটা খুব ভাল, আইন সঙ্গত । আমাদের কাছে একটা কিছু হতে পারে ।”

কম্পনের জন্য জজের দক্ষ-শিল্পীর মত গর্ব অথবা মায়ের মতো গর্ব ছিল । এবং এও তিনি বিশেষ করেই জানতেন, জেরার মধ্যে সে প্রশ্ন কোন সূত্রেই আসবে না । আসলেও, কোন বদনামে তা অভিহিত হবে না, সন্দেহের একটা স্পষ্ট অবকাশ থাকবে । ডাক্তার খাদ্যের ফিরিস্তী দেবে । এইটুকুই । পাশ্চাত্যের ভদ্রলোকের মত গা ঝাড়া দিলেন । বললেন, ‘ইস্ ঠিক করে বল ।’

“কিছু নয়, হাতটা তোল” বলেই তার মুখের দিকে তাকালেন ।

জজের মুখটা অনেকটা ট্রাম্পের মত হল । চোখে দুর্ভাগ্যের বেদনা ছিল না ; ছিল, আশ্চর্য্য বেবাক ভাব । ডাক্তার এক ভ্রূ উপরে তুলে, কি যেন প্রশ্ন করলে, জজ বললে, অর্থাৎ··· ।

“অর্থাৎ মানে, দেখি আমি সাহায্য করছি···তোমায় । yes !”

যন্ত্র জিনিসটার মধ্যে শেষ বিচারের নিশ্চয়তা আছেই । ফলে, বড় বাড়ি বড় পীর সকলেই বেশ নেক হয়েছে । অজস্র পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে কেমন যেন ভয় হয়েছিল । কাঠগাড়া পাঠায় যেমন ভূমিকম্প, মাই খায় তাঁর নিজের কাশি, যেমন প্রেততত্ত্ব মোক্ষম ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর থেকে নন্দরাণী যদি আজ নষ্ট হয়, তাতে তেমন না, এ আরও ভয়ংকর, কারণ এখানে বিস্ময় ছিল না, রোমান বেজের তলে দাঁড়িয়ে যে বিস্ময়—ফলে একথা ভয়ংকর !

"লুক..."

ডাক্তার দেখল জজের মুখটা, একটা চোখ পরিষ্কার দেখা যায়, একটা চোখের অল্প সাদা নাকের টিপটা ঠোঁটের উপরে। ভয়ংকর দেখায়,—ঘড়ির মত ন্যায়ের দণ্ড কাঁপছে। নরকের সৌন্দর্য্য ছিল সেখানে।

"ব্লাড প্রেসার"

এরূপ নিষ্ঠুর গলায় তিনি কখনও death sentence পাঠ করেননি। সূত্রধরের গলায় নিজের কণ্ঠস্বরের মেজাজ দেখিয়েছিলেন অজানিত পাপ সংঘটিত, তাতে যদি হয়ে থাকে, হয়।

স্পষ্ট করে চেয়ে বড় করে চোখ হাইয়ে ডাক্তার বললে, 'সতর্ক হও, সব ঠিক ঠিক পালন কর', বলেই নিজস্ব ঠিকানা-ওলা কাগজের উপরে লেখে আর চেয়ে থাকে...আর বিচার করে এতে বেশ কমিশন আসবে...।

তারপরই প্রকাণ্ড মধ্যরাতের বাদুড়ের মত বার হয়ে গেল। এতক্ষণ ছিল তা জানা ছিল না, স্পন্দন হতেই যেমন সে ছিল।

নন্দরাণী এসে বললে, 'কোন ভাবনা নেই। সাবধান হতে হবে।' জজ সাহেব আবার ভয়ংকর ভাবে তাকাল। মিঃ জাসটিস দেখলেন...তাঁর উইগপরা মাথাটায় 'লম্পট' কথাটাই ঠিক মারছে। তিনি শুধু গম্ভীরভাবে বললেন, 'ঠিক...'

—পরিচয়, শারদীয় ১৩৯৪

AMARBOI.COM

প্রেম

(অপ্রকাশিত গল্প)

সীতেশ এখন চিঠিটা শেষ করতেই পারেনি। ছাদে মাদুর পেতে বসে সে পড়ছিল, না পড়তে বসেছিল। দূরে ছেলেমেয়েরা খেলছে। দু-একজন মেয়ে ছাদ থেকে ছাদে গল্প করছে। সীতেশ একবার ওদের দিকে তাকালে। বিকট গোলমালে কান যেন ফেটে যাচ্ছে। খোপায় মৃদ যত্নের দিকে চেয়ে দেখলে, সত্যই এইটুকুন ভাব যদি অনীতা করে, তাহলেই তাকে এই ছোট দেহটার মধ্যে খুঁজে পাওয়া ভার। এখানে যারা এখন খেলা করে অথবা ভাঙা টবের নয়নতারা ফুলের কাছে হাত খেলায়, তাদের সঙ্গে হাজার হাজার বছরের নিত্যতার সঙ্গে কোন যোগ নেই, এরা বাড়াবাড়ি। উপরন্তু এদের কেটে ফেলে দিলে ফুল ভাল হয়, ফল পুরুষ্ট হবেই।

আকাশের দিকে সে চাইলে, মাঝে মাঝে দক্ষিণে বাতাস তাঁর মুখ ছুঁয়ে যায়। নিচ থেকে কাপড় কাচার শব্দ, রাস্তার ফেরিওয়ালার হাঁক টুকরো হয়ে এসেছে। তাকে ক্রমাগত আস্তে আস্তে ঠেলছে। কিন্তু সে চিঠিটা শেষ না, সুন্দর করবেই। দুয়েকজন উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ কবি তাকে পাগল করেছে। তারা তাঁকে অনায়াসে এমন এক স্থানে নিয়ে গেছে, যেখান থেকে মনে হয়েছে অনীতার জন্যই সমস্ত কিছু—এত বৃহৎ সসাগরা ধরণী। সে চেয়েছিল পরিচ্ছন্ন সূক্ষ্মতা, আরও কিছু নয়। ঝকঝকে রাস্তায় সজ্জিত দোকানের সৌখিনতা জীবনের মধ্যে কতটুকু রঙ ধরাতে পারে। সীতেশ পুনর্ব্বার চিঠিতে মন দিতে চেয়েছিল।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সীতেশ একবার ভাবলে নীচে চলে যাই। এই গোলমালের মধ্যে কিছুতেই কোন কথাই তাঁর মনে আসছে না। এ ছাড়া মনটা আরও ভেঙে দিয়েছিল এখানকার পরিবেশ তথা কথাবার্ত্তার ধরণ, হাঁটা চলা, সমস্ত কিছুর মধ্যে মাস্‌তে পড়া তেলচিটে চেহারা। পরিচ্ছন্ন সূক্ষ্মতা বোধ যা তাঁর মনে ছায়াপাত করেছে, সেটি তার চাই। বারবার মনে হয়েছে, ভয়ঙ্কর।

অসম্ভব ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে। এখন সে নিজেকে আঁখি ঠেরে ভেবেছিল, এখানে থাকলে লেখা পড়া তাঁর হবে না। সব থেকে বেশী করে তাঁর ভিতরের নতুন মানুষটি আঘাত দিয়েছিল শেষের একটি জঘন্য ছড়া "মেয়েদের কাছে ছেলে থাকে..."। অশ্লীলতার সীমা বলে এখানে কিছু নেই। একে দারিদ্র্য আর অশ্লীলতা জীবনকে ছ্যাঁকা দিয়ে বিকৃত করে দিয়েছে। যেমন প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকৃতির যা কিছু ; যে কোন আবিষ্কার তাকে অভিজ্ঞ করে তুলেছিল, মেরুদণ্ডে জোর দিচ্ছিল। কিন্তু ইদানীং নোংরামীতে সে ভিতরে ভিতরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

সে বইগুলো গুছিয়ে বগলে নিলে, হাতে ছেঁড়া মাদুর এক হাতে দোয়াত আর কলম। সিঁড়ির অবাস্তব অন্ধকার ঘুরে তারপর বারান্দা—কয়েকটা উনুনের সবেমাত্র জ্বাল দেওয়া ধোঁয়ার পাশ দিয়ে গিয়ে আবার সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে নীচে তাদের ঘর—পাশাপাশি দুটি। ঘরে ঢুকে মাদুরটাদুরগুলো রেখে, সার্টটা গায় দিয়ে চটিটা পায় দিয়ে বার হল।

ভাগ্যে কাকীমা এখন কল ঘরে, না হলে এখুনি একটা কাজ দিয়ে দিতেন। অন্তত বলতেন—ওরে একরাশ ঠোঙা জমা হয়েছে ওগুলো দিয়ে নকুড়ের কাছ থেকে চাট্টি তেজপাতা নিয়ে আয় না—বসে আছিস তো।

সীতেশ নিজেকে খুব একটা কিছু না ভাবলেও নিজেকে মান্য করে। এই সব উঞ্ছ কাজ তাঁর খুব প্রীতিপদ বলে মনে হয় না। এর জন্য মিথ্যা বলতে হয়—'এখনও বউনিবাচা নেই—সন্ধ্যের সময় দেবে না।' নিজস্ব সহজ ভদ্রভাব তাঁর জীবনে এসেছিল। রাস্তার চাকচিক্য তাঁর জীবনে কোন সৌখিনতা আনেনি, এনেছিল অনীতা ; সে যখন এসে চেয়ারে পিঠদানে হাত দিয়ে দাঁড়ায় অথবা যখন জানলা দিয়ে সুদূর বাহিরের দিকে তাকিয়ে থাকে, একহাতে কণ্ঠলগ্ন হারে ঠুকঠুকিকে সোজা করে। মানুষের মাঝখানটা যদি ভারী হয়ে ওঠে তার পক্ষে হাঁটাচলা করাই পীড়াদায়ক। একটি নাম যে এমন ভারসাপেক্ষ তা সীতেশ কখনও ভেবে দেখেনি, রাস্তা দিয়ে সে এগিয়ে চলে অনেকটা এসেছে এরপরই নূতন রাস্তা, দুপাশে গ্যাসের আলো আর গাছ। তারপরই অনীতাদের ছোট দোতলা বাড়িটা। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা না গেলেও সীতেশ স্পষ্টই দেখতে পায়।

সিঁড়িতে গাছ—মধ্যে গলি তাতে ম্যাটিং পাতা, দুপাশে ঘর একটি বিজনের অনীতার পড়বার ঘর, অন্যটি সুন্দর বসবার ঘর তাতে 'কোচ, ছোট কেবিনেটে পুরাতন সংস্করণের বৃটেনিকা, ছোটখাট বই মেরি করেলি, দুমা, আইন সংক্রান্ত, দেওয়ালে প্রিন্ট, লন্ডনে শীত, হিমালয় ক্রীমিয় যুদ্ধের চিত্র। মধ্যে পঞ্চম জর্জ এবং কুইন। কারণ অনীতার বাবা সাব ডেপুটি। এতটা পর্য্যন্ত সীতেশ জানে। অবশ্য সিমুলতলায় যখন এরা ছিলেন তখন একটু বেশী করেই জানত। সীতেশ বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে রইল।—তার মনে হয় হয়ত এইটুকু সৌভাগ্যই যথেষ্ট।

কিন্তু ভিতরে আর একজন কেউ এতেই শান্ত নয়। সে এর থেকে বেশী কিছু চায়! সীতেশ একবার ভাবল, যাই—কিন্তু যেতে পারল না, এ কারণে যে, তার জামা, তার মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল বেশ ময়লা। সকল সময় তাঁর মন খুঁতখুঁত করে। সে জেনেছে, সে যে ঘরের ছেলে তাতে পরিষ্কার কাপড় অত্যন্ত বেমানান। এখন ওতপ্রোত সাদা বাড়ীটা সাদা বুকফুলান পায়রার মত ফুটপাতের গ্যাসের আলোয় অসম্ভব রহস্যের সৃষ্টি করেছে। মনে হল, তার চোখ আছে কিন্তু দৃষ্টিটা অশরীরী বহু দূরে, যেরূপে কাব্যের মধ্যে যেতে সক্ষম তথাই এখানে সহজেই যেতে পারে। বেচারিত্ব—তার রক্তের উপর ছায়া পাত করেছে। পবিত্র innocence সে এনে ফেলেছে। স্বরে কচি শাবকের কাতরতা কখন যে সে এনেছে, তা নিজেই ভুলে গেছে।

তবু এ বাড়ীর ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িটাকে অনায়াসে আপনা থেকেই ভালবাসলেও, একটু অভিমান ছিলই, এতে করে সে তাদের উপর রাগ করেনি, গভীর শ্রদ্ধা কচি কলাপাতার মত নিষ্কলঙ্ক ছিল। অতি সহজেই সেই অভিমানকে মুড়ে রাখতে পেরেছিল। বস্তুত যখন তাদের গলির মোড়ে ডেপুটির গাড়ী দাঁড়ায় : চাপরাশী ছুটে এসেই মাথার সামলাটায় এক চাপ দিয়ে তাদের সদর পেরিয়ে, উঠোনের এক কোণে দাঁড়াল। সীতেশবাবুও ঘরে আছেন···

সীতেশ কাপড় সামলাতে সামলাতে উঠে এল।

চাপরাশী গদাই চিঠির মোড়কটা দিয়ে বললে, 'আমি আর দাঁড়াব না' বলেই সে চলে গেল। সীতেশ পড়লে, 'সীতেশ তুমি আসিবার সময়ে ঐ জারক নেবু কিনিয়া আনিবে।'

জেঠিমা, অনীতার মা, প্রায়ই বলে থাকেন, সীতেশের জন্য আমার কি সুবিধেই হয়েছে। যখন যেটি দরকার তৎক্ষণাৎ···পিওন, চাপরাশী উপুড় হাত করতে জানে না।"

সীতেশ এতে একটু জেঠিমার দিকে, একটু অন্য সকলের দিকে, কখনো এর মেজের দিকে চেয়ে থাকে অযথা কষ্ট স্বীকার ক'রে কোথায় বাগগেট, কোথায় রাজকাঠ্‌রা···চাপরাশী সঙ্গে নিয়ে মন দরে আলু কেনা, চন্দননগর থেকে পেয়ারাফুলি আম নিয়ে আসা।

অনীতা ছেলেমানুষ নয়, তাঁর দেহ সম্পর্কে ধারণা হয়েছে। দেহের গুরুত্বকে বোধশক্তির চাপে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে : সে বলেছিল, ওফুল্। হাউ ভেরী স্যাড—বেচাঃরী···

জেঠিমার মন একরূপের। অনীতার উত্তরে বলেছিলেন, 'থাম্ থাম্···' বলেই গলা ফিরিয়ে কমিয়ে বললেন, 'ও কত খুশী হয়!'

সীতেশ খুশী হয় এ কারণে যে, সে সুযোগ পায়। অনীতা কখনও তাঁর সামনে দাঁড়ায়, কখন তাঁর সঙ্গে অল্প কথা কয়। এটাই সীতেশের কাছে যথেষ্ট। কিন্তু ডেপুটি খুরে ধার দিতে দিতে বলেছিলেন, 'খুশী হয় সত্যই কিন্তু···' বলে ভয় ভয় স্ত্রীর দিকে চেয়েছিলেন। স্ত্রীকে তিনি অসম্ভব ভয়ের চোখে দেখেন। প্রথমত ঘুষখোর বলেই তার নীতিজ্ঞান প্রচুর।

সীতেশের এমন একটা লোক চাই যার সঙ্গে কিছু কথা কওয়া যায়। প্রেম সম্পর্কে সুন্দর বাক্যবিন্যাস শুনতে শুনতে, তার কেমন ভাবনা হত। প্রফেস্যর বুঝে ফেলেছেন বোধ হয় যে, সে কাউকে ভালবাসে। তা না হলে কেনই বা তিনি তাঁর দিকে চেয়ে, এরূপ বৈষ্ণব ধারা সম্পর্কে এবং ইংরাজ কবির সঙ্গে মিল-এ বিষয় নিয়ে এত সুললিত ভাবে বলবেন। কথাগুলি সঙ্গীতের মত এসেছে। প্রেম দেওয়ালে দেওয়ালে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে, এ দেহ ছেড়ে অন্য কোনখানে সে জেগে আছে। অবশ্য সেখানে, এ কথা সত্য অনীতা নেই, নিঃসঙ্গতার মধ্যে সে একাই, আর আবছায়া বাস্তবতা।

অজয় তাকে বলেছিল, 'তুই চিঠি দে!'

সীতেশ প্রথমে এ কথায় তটস্থ হয়ে উঠেছিল। অজয়ের কথা শুনে মনে হয়েছিল অভদ্রোচিত কথা। চিঠি যেমন যে কোন মেয়ের গায়ে কলঙ্ক লেপে দিতে পারে।

'তুই ভয় পাচ্ছিস'···

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিথ্যে জবাব দিতে গিয়ে সে থেমে গেল, নিচু করা মাথা থেকে অজয়ের দিকে চাইতে লাগল।

'কাছেই যদি না পেলি তবে ভালবেসে লাভ কি।'

'আমি শুধু ভালবাসতেই চাই।'

'যা, যা শালা, ন্যাকা ন্যাকা কথা বলিসনি, ধর যদি অন্য কোন লোক তাঁকে বিবাহ্ করে, তোর রাগ হবে কি না'…

'না।'

'তুই মিথ্যেবাদী'…

রাস্তা পার হয়ে অজয় বললে, 'কাল দেখা হবে'

সীতেশের মনে হল অজয় যদি নিজে কাউকে ভালবাসত তা হলে এ কথা বলত না। নিজের পিছন দিকে একবার চাইল। কার বর্তমানতা আশা করে? ওপাশে পানের দোকান, দেওয়ালে পোস্টার, সেখানে অনীতাও নেই, প্রেমও নেই।

'তোর ভালবাসাটা তো তাকে জানাতে হবে।' pale primroses that die unmarried—সীতেশ কাতরভাবে তার দিকে চাইল।

'তুই ধর তাকে নাই চাইলি, just জানান।'

সীতেশ অজয়ের দিকে চেয়ে রইল। নিরক্ষর চাহনি।

অজয় একটু আশান্বিত হয়ে বললে, 'আমার মনে হয় তোর ভালবাসাটা তাকে জানান একান্ত দরকার। একটা চিঠি—ছোট চিঠি। তোর কি মনে হয় সে তোকে সত্যি ভালবাসে… ? if you let slip time, like a neglected rose, it withers...প্রবাদের মত ব্যবহার ভাল লাগেনি। ব্যথার দীর্ঘশ্বাস পড়ল সীতেশের। সে একটি অতীতের মুহূর্তের দিকে চাইল, সুজনদের পড়ার ঘর। ওপাশে অনীতা বসে, সদ্য স্নানের অতি মৃদু গন্ধ, অরগেন্ডি জ্যাকেটের ফুলগুলি, চোরা উঠা-নামায় ব্যস্ত। কাঁধের নিচে একটা গোলাপ ব্রোচ, হাতির দাঁতের। হঠাৎ দমকা বাতাস এল। সীতেশ কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। রাফখাতার উপরে হিজিবিজি বুদ্ধির অঙ্ক। অপূর্ব দু'টি হাত। আবার সে অনীতার দিকে চেয়ে দেখল। কাঁদুনে পুতুলের মত চোখ অথচ দীর্ঘ অথচ ছোট ছোট আকাশ। সীতেশের মনে হয়েছিল, অনীতা সামনেই নেই। যদি তাই নয়, তবে এত কাল সে কেমনে চেয়ে রইল।

অনীতা একবার দাদার দিকে চেয়ে আবার খাতার দিকে চেয়েছিল। শুধু কথা কইবার কথা খুঁজছিল মনে হয়। সীতেশের চোখের মধ্যে বহু বহু কলমের যাদু ছিল।

সীতেশ তাঁর চিঠি লিখে অজয়কে শুনিয়েছিল। অজয় চিঠিটা শুনে মেয়ে হয়ে গেল। চিঠিটা যে অনীতার পক্ষে একটু ভারী হয়েছে, একটু বেশী হয়েছে, তা তারও মনে হয় নি। প্রেম সম্পর্কে ছোট একটি কাঁচা প্রবন্ধ। একটা লাইন ছিল,—"তুমি ফুলসম্ভব মেঘে-মালা—ছিল শিশির-সিক্ত ভালবাসা—ঝরনার বাউল মর্ম্মর।" when he impregus the clouds that shed May flowers (Milton—P. L.)। এরূপ বহু লাইনের দূরে গেছে সে, বহু লাইনের সামনে এসেছে। যেমন অনন্ত মাঠের মধ্যে বসে চন্দ্রালোকে প্রেমকে যেন পাগলের মত ঘুরতে দেখেছিল। দুজনেই সত্য খুব খুশী হয়েছিল, বহু শতাব্দীর এক জগতে গোলাপের বিশ্লেষণ ছিল। নিজের দীর্ঘশ্বাস চিঠির কাগজ একটু অল্প পোড়া চেহারা হয়েছিল। হাতে হাতে আর কিছু অবনতি ঘটেছে। এখনও আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার নকল করতে হবে, কিছু বানান ভুল আছে। আক্ষরিক অস্পষ্টতা রয়ে গেছে।

অজয় সীতেশের দিকে চেয়ে বললে, 'আই সে, তুই একটা বোকামো করেছিস।'

সীতেশ বহু দূরে চেয়েছিল, ঊর্দ্ধে নিত্যকার খেলা, সামনে নিত্যকার ব্যস্ততা। বিরাট বাড়ীগুলো, তার ঝিলমিল (Venetian Shutter) থাম, ট্রাম, ঘোড়াগাড়ী, কখন ক্বচিতে মোটরকার, কোথাও ঘোড়া জল খাচ্ছে। অনীতাকে সে যেখানে সেখানে মিলিয়ে নিতে পারে। অজয়ের রক্ত ঠিক আছে কিন্তু প্রেম সম্পর্কে ধারণা নেই। যেকোন সৌন্দর্য্যকে সে প্রবাদ বাক্য হিসাবে ব্যবহার করবে। সে অনুভূত বেদনার সম্মুখ হওয়ার পূর্ব্বেই, তার পায়ের জুতো মসমসিয়ে উঠে। তাই ভয়ে ভয়ে সীতেশ বলেছিল, 'কি ভুল'…

'ভুল সেই যে দিন তোকে অনীতারা মানে ওর মাটা ছেঁকে ধরল—যতীনবাবু কেন আত্মহত্যা করেছে… ! সেটা তোর স্পষ্ট করে বলা উচিত ছিল।'

'মাথা খারাপ !'

'কেন ?' খবরের কাগজে তো কোন কথাই লেখেনি, শুধু লিখেছিল চিঠি পাওয়া গেছে—কিন্তু আদতে ত পুষ্পর প্রেমের জন্যে, তাঁকে, মানে পুষ্পকে না পাওয়ার…'

'সে কথা কখনও বলা যায় !'

কলকাতার শহরে এক অসম্ভব ঘটনা। অজয় আর সীতেশ দুজনেই গিয়েছিল। জানলা খোলা পুলিশ তখনও আসেনি। নিকটেই পুষ্পর বাসি বিয়ের সানাই বাজছে। অনেক ভিখারী রাস্তায় বসে উচ্ছিষ্ট উদ্বৃত্ত পাবার লোভে। ওদিকে সকালের সূর্য্যে সব কিছু কালো কালো। এরা দুই বন্ধু দেখেছিল। অন্ধকার ঘরে, কড়ি কাঠ থেকে ঝুলছে। একটা টুল উল্টে আছে সেখানে, জলীয় কিছু। অসম্ভব দুর্গন্ধ।

মুখে বসন্তর দাগওয়ালা বাবুটি বললে, 'শালা গাড়ওল।'

এ বাবুটি গোঁফে হাত বুলিয়ে হেসে নিজের ঘড়িটা দেখল, ঘড়িতে সূর্য্যের আলো ঠিকরে আর মুখে গোল হয়ে কাঁপছিল।

'ভালোবাসাটাসা বুজরুকি—শালার কোন রোগ ছিল বোয়েচো, মরবার সময় ধুলো দিলে ভালবাসা…বোয়েচো !'

সীতেশ আর অজয়ের দুজনের বড় লজ্জা হয়েছিল। যে তারাও পুরুষ মানুষ। অজয় তার গলা পাল্টে বললে, 'আমার মনে হয় যে পুষ্প জানত না…যে যতীন তাকে এত গভীর ভাবে…'

'কিন্তু তুই ভাব পুষ্পর জীবনটা'…

'কিছু নয়—শুনছিস ও জানলার ফাঁক দিয়ে শুধু দেখত, যখন পুষ্পর বাবার 'গাড়ী আয়া' বলে একটা লোক পিছনের দরজা খুলে দিত, ঘোড়াগুলো টগবগ করত, গাড়ী চলে যেত।

'সত্যি যতীনবাবু ভালবাসা যে কি তা জানতেন !'

'সীতেশ, এ ঘটনাটা তোর বলা উচিত ছিল, তুই কেন বলতে গেলি, জানি না ত… ।'

সীতেশ বললে, আমি চুপ করে বসে ছিলুম, অনীতা বললে, 'সীতেশবাবু আপনি বোধহয় কিছু ভাবছেন।'

বিজন—'ভাবছে ত তোর কি, তুই পড় না।'

'জানিস বিজন, আমি ভাবছি যতীনবাবুর কথা… ।'

বিজন এর মধ্যে মনে মনে বেশ ফিরিঙ্গী হয়েছে, বললে—'দ্যুৎ ওই ভেতো গল্প ছাড় !'

অনীতা আস্তে আস্তে বললে, 'আমাদের তালুকদার আন্টি…'

'আবার তালুকদার আন্টি,—ন্যানসেন্স, নিশ্চয় ওটা বুনে দিতে বলেছিল'—অনীতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে ছোট একটা ক্রোশের কাজ ছিল। এটি গ্রাম্য সকাল থেকে সে বুনে চলেছে, আঙুলে ছিল শূন্যতার সহযোগিতা। সূক্ষ্ম নিত্যতা থেকে কেয়ারি খুলে খুলে নিয়ে আসছিল এখন। **(Stéphane Mallarmé).**

বড় বড় চোখে চাইল অনীতা।

সীতেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। অনীতা জিব বার করে ঠোঁটে বুলিয়ে নিয়ে যখন কথা ব্যবহার করে, বড় সৌখীন হয়ে উঠে আবহাওয়া।

ইতিমধ্যে জেঠিমার গলা এল,—'বিজু, সীতেশকে একবার ইদিকে আসতে বল তো··· ।'

সীতেশ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকের মত উঠে দাঁড়াল।

'দেখ, কাল কীটসের জন্মদিন। আমার ইচ্ছে কালই চিঠিটা দিই।'

অজয় কথাটা শুনে পশুর মত খুশী হয়ে উঠল। বললে, 'দারুণ···'

'কিন্তু চিঠিটা কোথায় শেষ করি, লাইব্রেরীতে বড্ড ভীড়, কমানরুমের কথা ছেড়েই দে···'

'তুই এক কাজ কর। আমাদের বাড়ী আয়, টেবিল চেয়ার আছে, নিরিবিলি লিখতে পারবি।'

চিঠিটা প্রায় ছ পাতাই হয়েছিল। পুরো চার পয়সার মোমবাতি গেছে। তাঁরা চিঠির হস্তাক্ষর দেখে খুবই খুশী হয়েছিল। ইতিমধ্যে অজয়ের বাবা হুঁকো হাতে করে এসে পড়লেন। ওদের উঠতে হল।

অজয় রাস্তায় এসে বললে—'দেখ সীতেশ খামটা বড় জ্বলজ্বল হয়ে পড়ছে···তাছাড়া উপায়ও ত নেই···'

সীতেশ চিঠিতে নিজের মনের ছকের জন্যে সত্যিই খুব খুশী হয়েছিল। একবার লজ্জিত হয়ে ন্যাকামী করে বললে, 'এই সব করতে গিয়ে আমার পড়াশুনা সব চুলোয় গেল।'

অজয় প্রশ্নটা আমল দিলে না, মিটমিটে গ্যাসের দিকে লক্ষ্য করে বললে, 'চিঠিটা কি ভাবে দিবি···'

'আমিও তাই ভাবছি··· ।'

'মোহিত শুনেছি···সোজা দিয়েছিল। তুই একটা বই-এর মধ্যে দিবি···'

'আমি ভাবছি ধর যদি···'

'মা বাবার হাতে পড়ে এই ত ?'

সীতেশ মাথা নাড়াল।

'ধর যদি না পড়ে—তুই যদি চিঠি পাস—তুই ত বলছিস যাকে বলে **with answering looks of sympathy I love**—'

সীতেশ ভীত কঠিন হয়ে রইল। বললে, 'আমি ভাবছি—'

'সে তুই যা বুঝিস···'

সীতেশের একবার মনে হয়েছিল, সে কথা অত্যন্ত নীচভাবে, যে অজয় মজা দেখতে চাইছে না কি। অজয়ের দিকে বোকার মত চাইল।

'আচ্ছা তুই তাহলে যা···আমি আর···'

'অজয়···'

অজয় তার দিকে মুখ তুলে চাইল।

'অজয় তুই, ওই বেলে হাঁসটার দিকে চেয়ে দেখ—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাশে একা বেলে হাঁস, ডানা হাতড়াচ্ছে…এই বিরাট আকাশে সেটা যেন শেষ পাখী। সীতেশ আর অজয় দুজনা হাঁসটির দিকে চোখ করে। সীতেশের গলা উপর দিকে করার জন্য আর এক স্বরে বললে, 'আমার ঠিক ওই দশা।'

অজয় গলা নামিয়ে বললে, 'বেটার একটা ওড লিখে ফেল।'

অজয়ের কথার মধ্যে তিক্ততা না থাকলেও, খোঁচা ছিল। অজয় এতটা আতুর হওয়া সইতে পারেই না, ফলে তার এমনি **কথাবার্ত্তা**। এ কথাও ঠিক, আকাশের গায় কালো চঞ্চলতাটুকু তাঁর ভাল না লাগলেও, বিসদৃশ্য মনে হয়নি।

সীতেশ আর একবার হাঁসটি দেখবার আশা করে চেয়েছিল, তারপর বললে, 'তুই আমার বন্ধু—তাই তোকে বললাম।'

অজয় তুড়ে বললে, 'তুই অনেক পড়েছিস, তোর কোন কিছু ঠিক করার মধ্যে এই মেয়েলীপানা আমার বড় পান্তা মনে হচ্ছে। আমি চলি…বাবা রাগারাগি করবেন।'

সীতেশ একাই দাঁড়িয়ে রইল, পুরুষ মানুষ হিসাবে তার এটাকে অ্যাডভেঞ্চার বলে মনে হলেও সাহস ছিল না। এতকাল যার চোরের মত কাটল সে সাহসই বা পাবে কোথা থেকে ? কিন্তু তাকে একটা কিছু ঠিক করতে হয়ই, যেটাকে সে অন্যায়, আর একটু বড় করে নিলে পাপ বলে মনে করেছে, তার চোদ্দ আনা তো হয়েই গেছে। হাতের বইটা তার কাছে আগুনের মত মনে না হলেও ভারাক্রান্ত বলে মনে হয়েছে। কখন সে তাদের উঠোনের উপর দিয়ে এসে ঘরের সামনে এসেছে তা সে ভাল করে ভেবে দেখেনি। ওপাশে কাকীমা রান্না করছেন—ছেলেরা পড়ছে। কাকাবাবু এখন ফেরেননি, অফিস ছুটি হতে সাতটা। তারপর টিউশানি সেরে আসতে রাত হয়। একবার ভাবল বলে আজ খাব না। হঠাৎ ঝড়ের মত শব্দ হয়ে বৃষ্টি নামার মত ফোড়নের শব্দে—জিরের মৃদু গন্ধটা তাকে একটু মরজগতে এনেছিল। তা ছাড়াও সে ভেবেছিল এখন যদি খাব না বলে, তাহলে কাকীমা মুখরা হয়ে উঠবেন, 'কোথায় রাখি ঢাকি—আজকালকার দিন কাল…'

'বাবুর এখন ফেরা হল ?' তারপর দুঃখের গলা করে বললেন, 'একটা যদি কাজ পাওয়া যায়, ডেপুটির বাড়ীর সরকারি করলে চলবে, আদ পয়সার আদা আনতে দেবো ভাবলুম।'

সীতেশ এই খোঁচাটা বহুবার শুনেছে, কিন্তু উপায় নেই। শুধু বললে, 'আমি যাইনি…দিন আমি এনে দিচ্ছি।'

কাকীমা 'থাক' বলে শেষে একটা আধলা ফেলে দিলেন। সীতেশ বার হয়ে গেল।

সীতেশ গদাই চাপরাশীর দিকে চাইল। গদাই এতে করে সচেতন হয়ে সামলাটা ঠিক করলে। গদাই তখনও দেখলে সীতেশ তার দিকে চেয়ে আছে…'কিছু লেগেছে নাকি…'

মাথা নাড়িয়ে সীতেশ বললে, 'না।' তারপর হঠাৎ মুখ দিয়ে বার হল, 'একটা কাজ করবি গদাই'—কথাটা যেই নিজের কানে গেল সীতেশের সুন্দর চেহারা বেঁকেচুরে গেল, কানে সমস্ত লজ্জাটা বোঝা গেল।

'বলুন…'

ঠোঁট কাঁপিয়ে সে বললে, 'না থাক…।'

'কেন বলুন না…গদাই আপনার জন্যে কি পারে না…'

'বলছিলুম, জেঠিমাকে বলবি আমি যদি কাল তোর সঙ্গে আলু কিনতে যাই…না থাক আজই যাব…'

সীতেশ ভয় পেয়েছিল। চিঠিটা তাকে জোর দিচ্ছে, তা না হলে, সীতেশ সাত সকালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সার্ট কাচতে বসবেই বা কেন ? অজয় প্রথমে একটা সার্ট ধার দেবে বলেছিল। কিন্তু হয়নি। দোয়াতের একটি কালি ঢেলে নীল হবে। বিছানার তলায় রেখে পাট হবে। এ সব কাজ চিঠিটাই তাকে করাচ্ছে। গতকাল অনীতা আবার তাকে স্মরণ করে দিয়েছিল যে, সে উন্মনা হচ্ছে।

সীতেশ বিকালে যখন ওদের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল তখন গদাই সিঁড়িতে ছিল। বললে, 'আসুন ঘর খুলে দি।'

'জেঠিমাকে খবর দে···রে। হিসেবটা···দি···।'

সীতেশ যত বেশী স্থিত হতে চাইছে, ততবারই মনে হচ্ছে পালাই। এমন সময় সুন্দর মুখের টিকল নাকের হীরেটা দেখা গেল। সীতেশ কোথায় যেন ঢুকে গেল।

'বস্ বস্···'

'আমি আর বসব না···হিসেবটা আপনাকে··· দিতে এলাম।'

'পাগল, তার জন্যে তাড়া কি ছিল···।' হিসেবের পয়সা গুনে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ সীতেশ এটা চলবে ত,' বলে নিজের হাতে ঘষলেন।

সীতেশ বললে—'চলবে···একটু যা ঘষা, যদি না চলে আমি ত আছি।'

'ওটা কি বই ?'

সীতেশ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'নভেল বুঝি··· ?'

সীতেশ একভাবে চেয়ে রইল। তারপর বললে—'আজ্ঞে না পড়ার বই।'

জেঠিমা আর সে কথা শুনতে চাইলেন না, বললেন—'দু আনিটা না চললে চালিয়ে দিও···এখুনি ত বিজু আসবে'—বলে চলে গেলেন।

গদাই ওসলারের কাঁচের আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। সীতেশ আর বসে থাকতে পারলে না। সে পায়চারি করে জানলার কাছে দাঁড়াল। এমন সময় কে যেন সেক্সপীরিয় সনেট উদ্ধৃত করল। বেশ শুনতে পেলে। মাজা চিমনীর আলোয় অনীতার মুখটা···টেবিলে একটি হাত রেখে দাঁড়াল।

সীতেশের পায়ের তালতলার চটিটা বেজে উঠল। চিঠিটা আর একটা পুরুষ মানুষ হয়ে তাকে যেন ঠেলে দিলে, তবু সে স্থির। কিছু পরে জড়ান জিবটাকে সহজ করে বললে, 'বিজু ফেরেনি··· ?'

'না দাদা মামার বাড়ী হয়ে আসবে···'

'তাহলে আসি···'

'খুব দেরী হবে না···আপনি বসুন না···সীতেশবাবু···'

'অনীতা···' নিজের গলার স্বর তাকে বড় লজ্জিত করলে, কখনও সে তাঁর নাম ধরে ডাকেনি।

অনীতা অবাক হয়ে সীতেশের দিকে তাকিয়ে দরজার দিকে তাকালে। তারপর কেমন করে যেন বললে—'বলুন···' অনুচ্চ শব্দ—আলোর দিকে সে চেয়ে আছে।

সীতেশ শুধু মাথাটা নাড়িয়ে গভীর ভাবে ওর দিকে চেয়ে রইল। অীনতা ঘাড় নামালে। সীতেশ পকেট থেকে ছোট একটা গোলাপ বার করলে, এটা লর্ড পেনজানস্ (বৃয়ার গোষ্ঠী)। গোলাপের দিকে তাঁর হাতটা আপনিই চলে গিয়ে ফিরে গেল। সীতেশের টেবিলের ল্যাম্পের তলার অন্ধকার অতিক্রম করে গোলাপটা এগিয়ে দিলে···। অনীতা গোলাপটি নিয়ে···আবার দরজার দিকে চাইল···।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি একটা বই নিতে এসেছিলাম...যাই...'।

'অনীতা'...এবার সে অধিকার বোধেই ডাকল। অনীতা দাঁড়াল। বললে, 'বলুন তাড়াতাড়ি...মা বকবেন।'

'অনীতা'...বলে ভূতের মত বইটা খুলে দিলে...শুধু একটি খাম, উপরে লেখা তাঁর নাম...। সচকিত ভীত হয়ে সীতেশের দিকে চাইল, মনে হল, তার মধ্যে ভাবান্তর হয়েছে—সীতেশ আর তাঁর দিকে চাইতে পারল না...তাঁর বুকটা গলায় ধড়ফড় করছে। বইটার থেকে হাত সে সরিয়ে নিয়ে মাথা নীচু করেছে। ভয়ে, দুর্ভাবনায় সীতেশ পুড়ে যাচ্ছিল। তারপর মাথায় হাত দুটো দিয়ে অনীতার দিকে চেয়ে দেখল, সে সেখানে নেই।

সীতেশের মনে হল পালাতে পারলেই সে বাঁচে। কিন্তু ভাববার আগেই বিজন এসে হাজির। 'কিরে মাথা ধরেছে না কি...'

'সত্যি বড্ড মাথা ধরেছে...'

তাহলে আর অনীতার পড়ে কাজ নেই। তুই আমার সঙ্গে একটু ডিসকাস করতে পারবি... ?'

সীতেশের বুকটা অনবরত ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে উঠছে...। এখন যদি জেঠিমাকে বলে দেয়...যদি...তারপর কপালে বুড়ো আঙুলটা দিয়ে বললে—'বিজু আজ আমি যাই। কাল আসব কেমন।'

সীতেশ রাস্তায় এসে ঠিক করল চিঠিটা কুচি কুচি করে ফেলে দেবে। বই খুলতেই দেখে চিঠি নেই। চটি পায়ে দু'কদম ছুটেই আবার বিজুর পড়ার ঘরে এসে সীতেশ হাঁফাতে লাগল। বিজুকে কিছু না বলেই এদিক ওদিক দেখতে লাগল। বিজু বললে, 'কি রে...'

সীতেশ বললে, 'একটা দরকারি কাগজ ছিল...'

'কই এখানে ত পড়েনি...'।

'তাহলে...' সামলে বললে, 'হয়ত নিয়ে আসিনি...চলি কেমন !'

এখন আনন্দ ছিল কিন্তু ভয়ও যথেষ্ট ছিল। নিজের আর কোন ভাববার ক্ষমতা ছিল না। সোজা এখন অজয়ের কাছে। অজয় কোঁচার খুঁটটা গায় দিয়ে বার হয়ে এসেই বললে, 'কি রে নিয়েছে ?'

এ কথার উত্তর সীতেশ সব কথাই বর্ণনা করলে। বলতে বলতে তাঁর যেন সর্দি হয়ে গেল। অজয় বললে—'ব্যস...ফতে...দেখলি ত...'

'এখন যদি মাকে দেয়...'

'পাগল, যদি তাই হয়, তাহলে গোলাপ নিত না, চিঠি নিজে বার করে নিত না...'

'তোর কি মনে হয় চিঠি অনীতাই নিয়েছে... ?'

'তাছাড়া কে নেবে...যা ঘুমো গে...।'

রাত্রিতে সীতেশ অনেকক্ষণ পায়চারি করলে ছাদে। যদি উত্তর আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভেবেছে...না বাবা, ভাববো না, যদি অন্য কিছু হয়...যদি—

সকালবেলা গদাই এসে চিঠি দিল। সীতেশের মুখ শুকিয়ে গেছে। চিঠি খুলে দেখলে 'না হুকুম', সীতেশ বোকার মত বললে, 'আর সব কি খবর...'

'ভাল...কাল আপনি চলে এলেন, তখন মা বললেন, 'ওমা সীতেশ চলে গেল... !' তারপর আমায় বললেন—'কাল যাস...'

সীতেশ বললে, 'আচ্ছা...যা তাহলে...'

কিন্তু সীতেশ কিছুতেই বিজুদের বাড়ী যেতে পারলে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গদাই পরে খবর করতে এলো। সীতেশ আজও কোন একটা খবরের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। গদাই শুধু বললে, 'মা পাঠিয়েছেন। কাল আপনি যাননি কেন…'

সীতেশ বললে, 'আমার জ্বর জ্বর করছে।'

বিকালে হঠাৎ বিজন। সীতেশ উঠে এলো।

'কি রে তোর নাকি জ্বর?'

'জ্বর ঠিক না—তবে…'

'থাক থাক উঠিসনি। মা খবর নিতে পাঠালে। কাল তাহলে আসিস্।'

ঠিক এ ব্যাপারে পরদিন সকালে গদাই আবার এলো—'মা আপনাকে বিকালে যেতে বলেছেন। বিশেষ দরকার।'

গায়ে যেন জামাটা বড় হয়েছে, জড় হয়ে রয়েছে আর সব বোধশক্তি। ক্রমে সে বাড়ীর গেটের কাছে এল। গদাই বললে, 'উপরে চলে যান…আচ্ছা…খবর দি!'

গদাই বারান্দা থেকে হাঁকলে, 'সীতেশবাবু এসেছেন…'

'পাঠিয়ে দে…'

সীতেশের পা ভারী হয়েছে। সিঁড়ির দেওয়ালের ছবিগুলো দেখবার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না…সুন্দর চায়ের টেবিল পাতা কখনও এখানে উঠবার সুযোগ সে পায়নি—এর জন্য তাঁর অভিমানও ছিল। সেখানে ডেপুটি, বিজন ও অনীতা বসে…।

'বস্…!'

কাপে চা ঢেলে দিয়ে বললেন, 'নাও—ওদের খাওয়া হয়েছে…'

তারপর ডেপুটি চোখ নামিয়ে বললেন—'দেখ সীতেশ তোমাকে আমরা ভদ্রলোক বলে জানতুম…এ সব কি…বলেই ছোট একটা পাত্র তুললেন।

সীতেশ যেন পড়ে যাচ্ছিল…।

'ওমন করে বললে হবে না। ভাল করে শিক্ষা দিয়ে দাও…পেটে ভাত জোটে না…চাঁদে হাত…আমি ভাবতুম গো-বেচারা…পেটে পেটে এত…অনীতা।'

অনীতা এখানেই ছিল। সেও খুব প্রহার না হোক চিমটি খেয়েছে…শুনেছে অনেক।

জেঠিমা সামনেই দাঁড়িয়ে—'দে ওর কান মলে দে…ভালবাসা…ঝাঁটা মেরে…' অনীতার হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে সীতেশের কানটা মলিয়ে দিয়ে নিজেই থাপ্পড়…।

বিজন দড়াম করে কিল মারল।

ডেপুটি একটা গাধার টুপি পরিয়ে এক ঠেলা মারল…বিজনও লাথি মেরেছিল…।

সীতেশ টলতে টলতে নীচে এল। রাস্তায় গ্যাস জ্বলছে, গাধার টুপীটা তখনও মাথায় উঁচু হয়ে রয়েছে, কিন্তু তাঁর কোন খেয়ালই ছিল না। একটা কুকুর তেড়ে এল…চমকে উঠল সীতেশ দুপা পিছিয়ে যেতে গিয়ে হঠ্ করে মাথার টুপীটা খুলে গেল।—কোথা থেকে একটা ছোট ছেলে এসে টুপীটা কুড়িয়ে দিলে। সীতেশ আবার টুপীটা পরে আপন মনে হাঁটতে লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবু

এই বাড়িটা ইউরোপের কোন বড় শহরে হলে মানাত ; এরূপ তেরিকাটা বাড়ি কলকাতায় খুব কমই ! থামের মাথায় তো বটেই, এছাড়া জানালার উপরে দরজার মাথায় সব জায়গায় তেরিকাটা নকশা করা। বাড়ির মালিক মনে হয় সিঁড়িতেই বাস করতেন, সৌখীন লতানো সিঁড়ি। অথচ ভারতীয় সুবিধা-অসুবিধা বুঝেই বাড়িটা তৈরি হয়েছে। বাহিরে থেকে মনে হয় পাকা বিদেশীয়। বিরাট ঘরে ঝাড়ের কড়া ঝুলছে, ছবির হুক রয়েছে, মর্ম্মর মূর্ত্তির দান রয়েছে, মেজে থেকে খুলে নেওয়া পাথরে চৌকো চৌকো দাগ রয়েছে। আর কিছু নেই, শুধু মাঝে মাঝে বহু পুরাতন পায়রারা ঠাকুর দালানে খেলে খেলে বেড়ায়…।

নীচে এমন একটি জায়গা নেই, যেখানে ভাড়াটে বসেনি। ঠেলাগাড়ি আসে, মাল নিয়ে যায়, দোতালায় অনেক জাতীয় ভাড়াটে, ছেঁড়া শাড়ি, গামছা, ল্যাঙট শুকতে দেখা যাবে, আর সারি সারি লোটা মাজার ধূম ! ছাদে পর্য্যন্ত ভাড়াটে ; হাভাতে মুঠে মজুররা এখানে শোয়, (মাথাপিছু মাসে দুআনা দেয়)। তারা রাত দশটায় আসে। এই বাড়িখানি এক মারোয়াড়ীবাবু কিছুকাল হয় খরিদ করেছেন।

একদা এই বাড়ির মালিক ছিলেন বাবু দুনিয়াচাঁদ দত্ত। ছাদের পর ছাদ, এবং অন্দর মহলের ছাদের উপরে যে কোঠা আছে, সেখানে আজও তিনি বসবাস করেন। মারোয়াড়ীবাবু দুনিয়াচাঁদবাবুর বন্ধু, তাঁকে শেষ জীবনটা এখানেই থাকতে অনুমতি দিয়েছেন বা অনুরোধ করেছেন। বাবু অভিমানী লোক, শ্বশুরালয়ে অথবা অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুর নিমন্ত্রণেও কলকাতায় বা কাশী যান নি ; এখানেই আছেন।

বাবুর বংশের কেউ নেই, সমস্ত সম্পত্তি যে কিভাবে গেল, তা বাবু দুনিয়াচাঁদ দত্ত বলতে পারেন না, কারণ বড় বড় চোখ থাকা সত্ত্বেও, আদবোজা চোখে জগৎটাকে দেখেছেন। অনেক টাকা ফূর্ত্তির জন্য খরচা করলেও নিজে বলতে গেলে ফূর্ত্তি করেছেন অল্প। কারণ চরস আর মদ বাবু প্রচুর খেয়েছেন। এখন আর কিছু নেই, থাকার মধ্যে অগণন মোসায়েবের মধ্যে রাখোহরি চাটুজ্যে। মেয়ে-নেকড়া রাখো। আজও বাবুর সঙ্গে এই ছাদে বাস করে।

বাবু দুনিয়াচাঁদের তখন বয়স অল্প, প্রায়ই সেলে (নিলাম-এ) যেতেন। বিলাতি নিলাম কোম্পানির সাহেব জাপানী গেঞ্জি পরা রাখোহরিকে এনে তাঁর সামনে হাজির করলে ! রাখোহরির হাতখানি কি অদ্ভুত ছিল, নখগুলো তাঁর সোলার মাথার মত, বাবুকে আভূমি কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে উঠে চোখ ফেরাতে পারল না। রাখো ইতালীয় মার্বেলের তৈরি অনেক দেবী মূর্ত্তি দেখেছে, মনে হল মুখখানি যেন ঠিক সেইরকম ! বাবুর পেছনে দণ্ডায়মান জন দশেক লোক ছিল, তারা সকলেই কোঁচা ছড়ি মুঠো করে যেন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ; সকলেই বাবুর কি একটা দরকার হবে এখনি, সেই আশায় উদ্‌গ্রীব, এমন কি কোম্পানির বড়সাহেব, যাকে রাখোর মত আর পাঁচজন সদা কড়া মেজাজে দেখে, সেই সাহেবই কি অসম্ভব বিনীত ! রাখোর মনে হয়েছিল, সে যেন কি এক গুরু অপরাধ করে ফেলেছে, সে কেমন যেন দুমড়ে যেতে লাগল।

সাহেব বললেন, মহাশয়, এই সেই লোক, সমস্ত কাজই জানে, ঝাড়ের কলম জোড়া থেকে, মেহগনী, রোজউড পালিশ করতে, পালিশের কাজ, বিশেষত আপনার জিনিসগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যেকটাই তো বিলাতী, এই পারবে....

তাহলে মিঃ বেটস, একেই আমার সঙ্গে দিন, আমার সঙ্গে দেখে আসুক....এখনি চলুক.... ।

রাখোহরি দেখলে, যে লোকগুলো পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা অনড় হয়ে রইল, শুধু একজন মাত্র তাড়াতাড়ি এসে বাবুকে বিনীতভাবে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এসে দাঁড়াল। বাবু আস্তে আস্তে উঠলেন, সাহেব পাশে এসে দাঁড়ালেন। ছোট জনতা পা মেপে মেপে চলতে শুরু করল। বাবু এগিয়ে যাওয়ার দরুণ কেউ এই অবসরে গলাটা খেলিয়ে নিল, কেউ গলাটা অনুচ্চ অল্পস্বরে পরিষ্কার করল। রাখোহরি এরূপ নড়াচড়া দেখে নিজের ময়লা হাতটার দিকে চেয়ে দেখলে, নিজের নোংরা কাপড়ের দিকে চোখ পড়ল। তার নিজের দারিদ্র্যের জন্য নিজেকে অপরাধী করার থেকে, বেশি হয়েছিল সৃষ্টিছাড়া আতঙ্ক। কেন যে সে মনে মনে ভীত হতে থাকল ! সে যে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তা সে জানলেও, কি যে করা উচিত তা ঠিক করতে পারে নি ; অল্পক্ষণ পরে পায়ের যাতে না কোন শব্দ হয়, এমনভাবে টিপে টিপে সে এগিয়ে গেল। লম্বা পঞ্চাশটা সিঁড়ি নেমে গেছে, নীচে দরোয়ান দাঁড়িয়ে, সিঁড়ি বেয়ে ওঁরা গেলেন। সিঁড়ির প্রায় শেষ ধাপে বাবু এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ এবং সাহেব। রাখোহরি হঠাৎ ভুল করে কয়েক ধাপ শব্দ করে নামতেই, আবার সব মুখগুলো তাঁর দিকে ফিরে তাকালো ; বাবু দুনিয়াচাঁদ তাকান নি। রাখোহরি যেন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল !

নীচে থেকে সাহেবের গলা এল

..."র‍্যাংক্‌কো জলডি...."

সাহেব তো বলে খালাস। কিন্তু রাখোহরির সে জোর কোথায় ! তবু সে কোনমতে জোর করে নেমে এল।

প্রকাণ্ড গাড়ি-বারান্দা। সাদা দুটি ঘোড়া জোতা আছে, একটি সাদা গাড়ি এসে দাঁড়াল। সোনার গিল্ট করা অনেকটা কারসেট্র মত (লুই পঞ্চদশ) ; মনে হয় যেন একটা বাদ্য যন্ত্র—বাবু দুনিয়াচাঁদ উঠলেন। কে আর একজন উঠতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ তিনি বললেন, 'সেই লোকটা....'

'সে উঠতে যাচ্ছিল সে বললে, "ওই যে...."

"ওকে এখানে আসতে বল...."

গাড়ির ভিতরে আর এক জগৎ ; সৌখীন জিনিসের সঙ্গে রাখো পরিচিত হলেও, মালিকের ব্যবহারে সৌখীন জিনিসগুলির আর এক রূপ ; বেনারসীর মত কাপড়ে ঢাকা আসনে রাখো যেন বস্তুর মত হয়ে গেল। তারপাশেই যে লোকটি বসে, সে অতি চতুরভাবে নিজেকে তফাতে রেখেছিল, বোধহয় ঘৃণায়। রাখো মিস্ত্রী, ফলে গরিব।

বাবু রাখোর পাশের লোকটিকে বললেন, 'এই বেচা শালা লাথি খাবি'.... ।

"আজ্ঞে তা খাব"...বলেই সে তৎপর হয়ে হাত রাখার জায়গাটা খুলে নকশা করা বোতল ও ছোট গেলাস বার করে একটু মদ ঢেলে বাবুকে দিল।

বাবু নিশ্বাসে সেটুকু পান করে বললেন, "মাইরি বেশ পালিশ করতে পারবি তো, না আমার বদনাম করবি....পচা শালী বড় খুঁতখুঁতে।"

রাখোহরি বুঝেনি একথা তার উদ্দেশ্যে বলা, প্রথমত এইরূপ গাড়িতে বসবার সুযোগেই সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, সে যেন তন্দ্রায় ছিল। সে কোন উত্তর দিচ্ছে না দেখে, বেচারাম মোসায়েব তাকে একটা কোনুইয়ের গুঁতো দিয়েই কোনুইটা ঝেড়ে ফেললে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আজ্ঞে"....

"পারবি তো, মেয়েছেলেটা বড় খুঁতখুঁতে....কি বল বেচা....তোর কি মনে হয় লবঙ্গ খুব...."

"আজ্ঞে একশবার, তাছাড়া আপনি আমায় ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ান। চাই কি বাবা আদমের আমলের পুরানো মাগুর মাছওয়ালা চৌবাচ্চায় আমায় ডুবিয়ে রাখুন, তবু হ্যাঁ, ওই যা বললুম....তবু বলব....আপনি যা খুশি করুন...."

"এইবার জুতো খাবি বেচা, বামুনের ছেলে বলে আমি কিছু বলি না বেচারাম...."

"আজ্ঞে....ওই পদি কিত্তুনীর মেয়ে লবঙ্গ না এত করে আপনার জন্য, আপনি তো এতটুকু এদিক ওদিক....এই তো সেদিন বলছিল, আমায়,...সাতজন্ম পুণ্যি করলে এমন মানুষ পাওয়া যায় গো....ক্যাশ ভাঙা কাপ্তেনে বাজার গরম বাবু কটা...." বলে বুকের মতই গলাটাকে দুয়েকবার সামনে পিছনে করলে।

"হঠাৎ তোর সঙ্গে এত কথা...."

কথার আওয়াজ নয়, শুধু বলবার রীতি বুঝেই বেচারাম ঘর্ম্মাক্ত হয়ে, একটি ঢোক গিলে বললে, "আজ্ঞে, আপনি আমাকে...আজ্ঞে ওকে থিয়েটার যাবার জন্য...." কথা বেচারাম আর শেষ করতেই পারল না। সত্যকথা বলার সাহস সে কোথায় পাবে, তাকে বাবুতে মেরেছে।

"মহম্মদ জান...."

গাড়ি থামল। বাবু বললেন, "বেরো হারামজাদা—জুতিয়ে তোর চামড়া তুলে নেব। আবার মিথ্যে কথা, বেরো, ডুবে ডুবে জল খাও!"

গাড়ির দরজা ইতিমধ্যেই খোলা হয়েছিল। বেচারাম আস্তে আস্তে নেমে বললে, "বাবু আমার কি হবে! আমি যে....আমার যে নরকেও স্থান হবে না বাবু....আমি মিথ্যে কথা বললুম....আমি বাবু জাতে বামুন নই চাঁড়াল"।

"চাড়াল তোর বাপ। আচ্ছা তুই ওদের গাড়িতে আয়...চলো..." গাড়ি চলতে শুরু করল। বাবু বললেন, "শালা গাড়োল বজ্জাত...হ্যাঁরে তোর নাম কি...."

"আজ্ঞে রাখোহরি" রাখোর আর একটু বলার ইচ্ছে ছিল, সে কথা হচ্ছে এই যে, "বাবু আপনি আমায় নামিয়ে দিন" কিন্তু সে বলতে পারল না।

"দে একটু মদ দে...শালা....আমায় চেনে না....নে নে শালা তুই আগে নে। তোরা জাতে কি...."

"আজ্ঞে বামুন...."

"হেঃ তুই ঠিক জানিস তো....তোকে বেটা এমন জাম্ভুমানের মত দেখতে কেন....নে খা প্রসাদ করে দে....তুই বামুন বললি না....তুই লেখাপড়া জানিস্—"

"আজ্ঞে না হুজুর...."

একথা কানে যাবার আগেই বাবু গান ধরলেন, "আমার নাম ফকির বালা তোমার' খানিক গান করেই বললেন, "তুই এ গানটা জানিস!"

রাখো তো অবাক, এ সকল অশ্লীল গান, কারখানায় অথবা দিশীর দোকানে কিংবা অগাদ রাতে হুক্কাসুন্দরীদের বাড়ি ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় কিনা সে জানত না। বিশেষত, এমন এক ইংরেজী শিক্ষিত সুন্দর চেহারার বাবুর মুখ থেকে শুনতে পাবে, তা আশাই করেনি। এই গানে সে আবার এতক্ষণ বাদে এক মুহূর্তের জন্য রাখোহরি চাটুজ্যে হয়ে দেখা দিলে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবু তাকে বললেন, "কি রে খা....না.... ।" গলায় একটা মেয়েলী সুর....

রাখোহরি গেলাসটা নিয়ে যে কি করা উচিত, তা ভেবেই পেলে না, হয়ত এইটুকু তার বুদ্ধি হয়েছিল যে, যদি খাই তাহলে এখুনি অপরাধ হবে, যদি না খাই তাহলেও হবে....হঠাৎ সে বলে ফেলল, "বাবু আপনার সামনে আমায় খেতে বলবেন না, হুজুর....পাপ হবে....

বাবু এই কথায় আবেগে ছেলেমানুষ হয়ে গেলেন, বললেন, "মাইরি আয় তোকে জড়িয়ে ধরি...." বলে টাল সামলাতে না পেরে প্রায় ঝুঁকে পড়ছিলেন।

রাখো এক হাতে তাঁকে সামলে, বললে, "বাবু দেখলেন তো আমি যদি খেতাম আপনাকে কে দেখত ?"

"মাইরি, তুই আমার পাশে বস, তুই মাইরি যদি মেয়েছেলে হতিস, তো তোকে ভাগিয়ে এনে বাঁদা রাখতুম....মাইরী, এই মহম্মদজান কোঠি.... ।" বলে পাশে বসা রাখোহরির না কামানো গালে হাত বুলাতে লাগলেন। রাখো লজ্জায় হিম আড়ষ্ট।

লবঙ্গর বাড়ি যাওয়া হল না।

গাড়ি যখন থামে, স্থির। গাড়ির মোসায়েবেরা এসে দাঁড়াল। চাকর, আমলা, গোমস্তা সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে। এমত সময় বাবু বললেন, "রাখো তোকে আর পালিশ করতে হবে না, তুই তদারক করবি....তুই চানটান কর। কি মাছ ভালবাসিস বল....চ চ বাড়ির মধ্যে চ...."

ম্যানেজার, বুড়ো-চাকর সকলেই ইতস্তত করেছিল। বাবুর সামনে কারুর কথা বলার সাহস হল না। বাবু অন্দর মহলে ঢুকেই বললেন, "ওগো এই রাখোহরি বামুনের ছেলে...."

রাখোর মনে হল কাচকড়া চালসীর (বিস্কুট) পুতুলের মত (নীলাম ঘরে চেলফ্জীকে চালসী বলে, সাদা হলেই বিস্কুট বলে থাকে) অল্পবয়সী বৌমানুষ তাকে প্রমাণ করতে যাচ্ছিল।

"থাক থাক মা জননী থাক মা...."

বিকেলবেলা রাখোহরিকে আর চেনা গেল না। তার চেহারাটা ফিরে গেল। শুধু বাবু বললেন, "তোর নখগুলো....এমন কেন".... ।

"আজ্ঞে পালিশের কাজ করে।"

"ও আর উঠবে না...."

"আজ্ঞে ....দেরী হবে...."

"তবে নখগুলো তুলে ফেল....আমার সঙ্গে বেড়াবি। অমন ছোটলোকের মত হাত....."

রাখোহরি অবাক হয়ে বাবুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। দুনিয়াচাঁদবাবু রাখোর ভাব দেখে বিরক্ত হয়ে উঠলেন—"কি রে রাখ্যো কথা বলছিস না যে বড় ?"

রাখোহরি ভেবে পায় না যে, সে কি বলবে। কারণ এমন কথা যে মানুষ বলতে পারে, তা রাখোহরি চাটুজ্যে চোদ্দপুরুষে শুনেছে বলে মনে হল না। তাই সে বাবুর দিকে এক নজরে চেয়ে রইল।

"শালা....উত্তর দিচ্ছিস না কেন ... ? তোর বরাত ভালো যে তুই আমার নেকনজরে পড়েছিস, বুঝলি ! কেবল নোখগুলো তোর তুলে ফেলতে হবে....সেসব আমার ব্যাপার, তোর কিছু ভাবনা নেই। ডাক্তার বল, হেকিম বল, কবিরাজ বল, সব আমার ব্যবস্থা আছে। দেখ, তোকে লবঙ্গশালীদের কাছে আর যেতে দেব না....তুই কেবল আমারই বাঁধা হয়ে থাকবি বুঝেছিস ? রাখো তুই কিছু বল না মাইরি.... ।"

এরপর বাবুর টলায়মান দেহটি ক্রমশ রাখোর দিকে এগিয়ে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখোহরি একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে। তাঁর মনে হল কারা যেন দূরে দাঁড়িয়ে আছে, তবুও সে ভাবলে যে বাবুর নাগাল থেকে তাকে পালাতেই হবে। কিন্তু আর তা হল না—বাবু তখন তাকে ধরে ফেলেছে।

গলায় সুধা ঢেলে বাবু বললেন—"কিরে তোর কি আমায় মনে ধরেনি, আমার দিকে অমন করে চেয়ে আছিস কেন রে ? তুই আমার কাছে বরাবর থাকবি, তোকে তো আমি মাসে মাসে মাসোহারা দেব, কেমন, হল তো…ব্যস্। তবে, কিন্তু যদি অন্দরমহলে ঢুকতে চেষ্টা করিস, তাহলে শালা চাবকে পিঠের চামড়া তুলে নেব খবরদার…হারামজাদা, সাবধান….।"

রাখোহরি বাবুর কথা শুনে শিউরে উঠল। সে যেন খাঁচার দরজা খুলে পালাবার মত আপ্রাণ চেষ্টা করে বাবুর হাত ছাড়িয়ে কোনরকমে আত্মরক্ষা করল। তারপরেই রাখোহরি দুনিয়াচাঁদ দত্তের দুপা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল—"বাবু আমায় ছেড়ে দিন…ছেড়ে দিন…।"

দুনিয়াচাঁদের মত্ত অবস্থায় যেন ধর্ম্মজ্ঞান ফিরে এল। তিনি রাগে ফেটে পড়লেন—"হারামজাদা….বজ্জাতের ধাড়ি, আবার আমার পায়ে ধরা হচ্ছে, বামুন হয়ে আমার পায়ে হাত…শালা আমার নরকের ব্যবস্থা। পিঠের ছাল খুলে নেব !! আমাকে চেন না শালা…। এই কে আছিস"….

বাবু সজোরে একটা লাথি মেরে রাখোহরির ছোটখাটো দেহটা দূরে ছুঁড়ে দিলেন। পায়ে পায়ে এতক্ষণে মোসাহেবের দলটি অনেকটাই কাছাকাছি এগিয়ে এসেছিল। এবার তারা কোঁচার খুঁট ধরে সবাই একসঙ্গে ঘরে ঢুকে পড়ল। এই সুযোগে বেচারাম আগেভাগে ঢুকে এসে বললে—"আজ্ঞে হুজুর হুকুম করুন।"

"শালা…বদমাস….চাটুজ্যে বামুন হয়ে কিনা আমার পায়ে ধরা….আমার পায়ে ধরা ? আমার সর্ব্বনাশ করলে। আজ শালার চামড়া তুলে নেব…ডাক ইসমাইলকে।"

যদিও বেচারাম এই সূত্রে পুরনো পিরীতটা ঝালাতেই চাইছিল, তবে এতটা সে আশা করেনি। সে যদিও তাঁর ব্রাহ্মণত্ব অনেক আগেই বিসর্জ্জন দিয়েছে, তবুও সে একটু থমকে গেল।

"দেখ বেচা…শালা কেমন মরামাছের মত চেয়ে আছে। এই হারামজাদা বেচা, তুই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?"

বাবুর গলার আওয়াজ শুনে বেচা "আজ্ঞে হুজুর" বলে গেলাসে মদ ঢেলে বাবুর হাতে দিল। তারপর সে উধাও হয়ে গেল।

এতক্ষণে বাবুর লাথির চোট হজম করে রাখোহরি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ছিল…অবাক হয়েই সে দেখছিল বাবু দুনিয়াচাঁদের সুন্দর ইতালীয় দেবী মূর্ত্তি সদৃশ মুখখানা। কিন্তু এখন সে দেখতে পেল সৌন্দর্য্যের আড়ালে রয়েছে কি কুটিল, নির্ম্মম পাশবিক জঘন্যতা। এরপরই রাখোহরি চাটুজ্যের চোখে ভেসে উঠল—তাঁর নিজের দেশ…..ঘর….আর কতগুলি বুভুক্ষ অসহায় মুখ…। ফুঁসে উঠেছিল রাখোহরির ভেতরটা …দুনিয়াচাঁদ দত্তের সুন্দর মুখখানা যেন আঁচড়ে খিমচে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে তাঁর ভয়ানক ইচ্ছে হচ্ছিল।

"কিরে….শালা….পেসাদ খাবি নাকি ?" জড়ানো গলায় কথা বলতে বলতে বাবু তাঁর হাতের মদের গেলাসটা ছুঁড়ে দিলেন সোজা রাখোহরির মুখের দিকে। মুহূর্ত্তের মধ্যে রাখোহরি সরিয়ে নিল তার মুখখানা, গেলাসটা এসে তৎক্ষণাৎ পড়ল তার কোলের ওপর। রাখোহরি চাটুজ্যের কি যে ঘটে গেল ! সে যেন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলল। হঠাৎ সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁপা হাতে গ্লাসটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলে বাবু দুনিয়াচাঁদের দিকে। ঘরের ভেতর মনে হয় বাজ পড়ল, মোসায়েবের দল হৈ হৈ করে উঠল। কিন্তু রাখোর কাঁপা হাতে ছোঁড়া গেলাসটা বেশি দূর আর এগতে পারল না, ঘরের মাঝখানে পাতা পারসিয়ান কার্পেটের ওপর পড়ে সেই সৌখীন সুন্দর বিলাতী কাটগ্লাসের পাতটি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল।

সকলেই তটস্থ! কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! বাবু দুনিয়াচাঁদ এখন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, রাগে তাঁর সর্ব্ব শরীর কাঁপছে, লাল দুচোখ উত্তেজনায় জ্বলে উঠছে। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে সেই সুন্দর মুখের পাশবিক ভঙ্গি। হঠাৎ সে সময়ে কে একজন এসে দাঁড়াল দরজায়।

রাখোহরি চাটুজ্যে তখনও জ্ঞান হারান নি····মরা মানুষের মত চোখে সে দেখতে পেল গ্রীক ভাস্কর্য্যের মতই বলিষ্ঠ নিখুঁত এক নিকষ কালো মর্ম্মর মূর্ত্তি, দুচোখে ক্রূর দৃষ্টি। লোকটা কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে রইল বাবুর আদেশের অপেক্ষায়।

ক্ষেপা গলায় গর্জ্জন করে উঠলেন বাবু—"শালাকো চাবুক লাগাও।"

"যো হুকুম মালিক।"

বাতাসে ভর দিয়ে যেন লোকটা ঘরে ঢুকে এল। দুখানা বিরাট হাত বাড়িয়ে রাখোহরির নাতিদীর্ঘ দেহটা সে তুলে নিয়ে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল। একবার মাত্র রাখোহরির হাত ছাড়ানোর দুর্ব্বল প্রচেষ্টা। তারপর একটা কাতর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

এখন নীলাভ সন্ধ্যা। কালো মেঘের ছোট ছোট ঢেউয়ে কেয়ারী করা জংলা অন্ধকার। আকাশ এখানে স্থির।

বহুদিন কেটে গেছে। দুনিয়াচাঁদ বাবুর জীবনেও ঘটে গেছে বিরাট পরিবর্ত্তন। বাবুর বহু গল্পই আজ ফুরিয়ে গেছে—অর্থ-সম্পদও মটে গাছটি মুড়োনোর মতই নিঃশেষ। দুনিয়াচাঁদবাবুর সুখের দিনের সঙ্গীরা আজ উধাও। মোসাহেবের দল এখন বাবু সেজেছে। তবু বাবু অভিমানী, তাই ধনী আত্মীয়দের আশ্রয়ে যাননি। মাড়োয়ারী বন্ধুর অনুগ্রহে বা অনুরোধে তিনি নিজের বাড়ির ছাদের ঘরে বাস করেন। সঙ্গে রাখোহরি, সে বাবুর সঙ্গে একই ছাদের ঘরে থাকে।

AMARBOI.COM

ভোল বদলেছে রাখোহরি চাটুজ্যের অনেক দিন—হাবাগোবা মেয়েলী ধরনের চালচলন এখন তাঁর। পুরনো মোসাহেবের দল মাঝে মাঝে আসে, তবে তাঁর দুঃখের দিনের সঙ্গী হিসাবে নয়, সুখের পায়রা হয়েই আসে, বাবুর আড়ালে রাখোকে তারা ডাকে "ঠাকুরঝি" বলেই। রাখো তাঁর পাতাকাটা চুলের ন্যাকাবোকা মুখখানায় একপাল হাসি নিয়ে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের দিকে চেয়ে। এরপর তারা রাখোকে নিয়ে রগড়ে মেতে ওঠে।

তেরীকাটা নকশা করা ইউরোপীয় আভিজাত্যের এই বাড়িটি এখনও আছে। তবে নেই শুধু অভিজাত রুচির বশম্বদ দুনিয়াচাঁদবাবুর ব্যয়বহুল সৌখীন পরিপাটি সংসার; আর নেই তাঁর সাবেকী চালের দহরম মহরম। বিরাট ঠাকুর দালান আজো আছে সেখানে পায়রার দল খেলে বেড়ায়। প্রকাণ্ড হলঘরে আজ আর কিছুই নেই, সেখানে ঝাড়ের শূন্য আংটায় সকাল-সন্ধ্যায় পাখিরা দোল খেলে যায়। কেয়ারী করা লতানো সিঁড়ির ধাপে ধাপে পানের পিকের দাগে—ছোপ ধরা হাল আমলের মরচে-পড়া ছাপ।

কানাঘুষোয় শোনা যায় সবই নাকি বাবু দুনিয়াচাঁদের পাপ

—আজকাল, শারদীয় ১৩৯৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিনসেস্

সদা-শঙ্কিতচিত্ত,—ভয়ানক ভয় লাগছিল মনে। সহসা প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের শক্তি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। নিজেকে অপরিচিতের মত লাগছে, আর চেনা যাচ্ছে না—একটু আলো, খানিক বাতাসে, ঈষৎ শব্দে—মন চকিতে চমকিত হয়ে উঠছিল ; গালের মাংসপেশীতে, কানের মধ্যে দিয়ে, তখনই খেলে যাচ্ছিল দ্রুতলয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ ; তবু এ দুঃসাহসিকতা মধুর লাগছিল। ক্লান্ত পদ-সঞ্চালনে সে এসে পৌঁছালো ঘন রাত্রে উষর মরুপ্রান্তের, ছোট্ট মিটারগেজ ষ্টেশানে। জনহীন ষ্টেশন, বিরল জনপদ। সুতীব্র মুখরতা গুমরে গুমরে মরছে, সুপ্ত স্তব্ধতার মধ্যে ; মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসছে শব্দ—তীব্রচঞ্চল বাতাসের····।

অতি ঊর্ধ্বে,—মৃদু-নীল আকাশ, ইতস্তত, দিকে—দিকে—বিনিষ্কম্প্র সুনীল তারা ; চারিদিকে গভীর অবিচ্ছিন্ন কালো,—যেন দিক্ একাকার, তবু চোখে পড়ে ম্লান বনরেখা।

অজানিত দুর্ব্বল প্রেরণায়, মাঝে মাঝে সাহস পাচ্ছিল—আনন্দ আলো জ্বালবার····। ভাবছিল, কি করলে,—সে কি করলে ?—এ নিয়ে মন আর ভাবাতে চাইছিল না, শেষে কি পাগল হবে! সহসা সিগারে এত জোরে টান দিলে, যে ক্ষণেকের জন্যে থেমে গেল বক্ষের স্পন্দন, ধোঁয়া ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চোখে নেমে এলো জল।

অতিদূরে দেখা গেল ট্রেনের আলো। নূতন শক্তি সঞ্চয় করে, দ্বিধা-কম্পিত পদে গেল টিকিট ঘরের কাছে গিয়ে বললে, ফার্ষ্ট ক্লাস, ক'ল্‌কাত্তা····

টিকিটবাবু ষ্টেশন মাষ্টার সব কিছু দেখে, লণ্ঠনটা তুলে মুখটা দেখবার চেষ্টা করে তারপর টিকিট দিলেন।

দিগ্‌বিদিক প্রকম্পিত করে এলো ছোট্ট ট্রেন। একটি মাত্র ফার্ষ্টক্লাস বগী ; ও সভয়ে তাতে উঠে বসলো। ছোট্ট কামরা, দাঁড়ালে সিলিংএ মাথা ঠেকে, এতই অপরিসর যে সন্দেহ জাগে, সহজ ভাবে বসা যাবে কিনা।

একবার ভাবলে জানলা বন্ধ করে দেবে! গিয়ে বন্ধ করে দিতে দিতে ভাবলে, নাঃ—এতে আরো সন্দেহ হতে পারে।····যদি ধরতে আসে! তাহলে! পালাবো কোন পথে ? দুটো দরজা, দুটো দরজাই খুলে রাখলে, আবার কি মনে হল, বন্ধ করে দিলে। একটি লোক ওর কামরার দিকে তাকাচ্ছিল, তাকে দেখেই ও তারস্বরে বললে, "যায়গা নেই"—লোকটি বললে, "জানি ওটা ফার্ষ্টক্লাস"—কথাটা শুনে মন খুলে হাসতেও পারলো না। তারপর, সে নিজেকে বুঝোলে যা হবার তা তো হয়েছে, মিথ্যে ভেবে শক্তিক্ষয় করা কেন ? আর বেশ করেছে সে!····যেখানে, কেঁদে মরলে, হাত পা ছুঁড়লে একটুও সবুজ দেখতে পাওয়া যায় না, সেখানে কোন বাঙালীর ছেলে থাকতে পারে না! বক্ষের স্পন্দন তখনও থামেনি। ও বই খুললে। সঙ্গে ছিল তিনটি বই, কোনটাতেই মন বসছে না, যত গভীরভাবে পড়তে চায়, দেখলে ততই মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে ভাবলে মন না দিয়ে পড়বে, মনের সঙ্গে এমনি ভাবে খেলা সুরু করে দিলে। নিমেষেই মন যেন শিশুর রূপ নিলো। হঠাৎ বাহিরের দিকে চোখ পড়লো, এতক্ষণ মনেই হয়নি যে সে ট্রেনে চলেছে—চলেছে নিজের দেশে। ঠাণ্ডা বাতাসে আর নিবিড় কালো মায়ায়, মনে হলো কলকাতার কথা, কত চেনা চোখ, কত চেনা কথা, গ্যাসের আলো, সান্ধ্য পাঠের শব্দ, হারমোনিয়মে গান সাধছে কোন বিবাহযোগ্য মেয়ে, সেখানকার আকাশে বাতাসে যে ধ্বনি ছড়িয়ে আছে তার খানিক এলো কানে। আনন্দ আর শঙ্কায় মন দোলনা বাঁধলো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্রেন চলার লয়ের হেরফের হতেই, মনে হলো থামবে নাকি !—জানলা দিয়ে মুখ বার করে দেখলো, যে বেশ একটা বড় ধরনের ষ্টেশন। ষ্টেশনের একপ্রান্তে বেশ ভীড়, দেখেই ও আঁৎকে উঠল, মুখে নেমে এলো পাংশু ছায়া—জিহ্বা কণ্ঠে পথ খুঁজলে, শরীর ক্রমে অবশ হয়ে এলো !....আর পরিত্রাণ নেই। ধিক্ করে চোখের পাশের শিরা নেচে উঠলো....

এক ভদ্রলোক শশব্যস্ত কামরার কাছে এসেই, ওকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন,—oh !.....already occupied—তারপর কি মনে হলো, বললেন,—দেখি আপনার টিকেট ?

ভীষণ উষ্মার সঙ্গে জবাব দিলে,—আপনি কে ?

—আমি !....আমি, ষ্টেটের মহারাজকুমারীর Physician....

—Ex...

—অর্থাৎ....

গর্ব্বভরে হেসে বললে,—যখন টিকেট চাইছো, ভাবলাম হয়তো ও কাজ ছেড়ে, রেলওয়ে কাজ নিয়েছো !

ভদ্রলোক প্রচুর অপমান বোধ করে চলে গেলেন। ওর মনে খুসীতে ভরে উঠলো। ক্ষণেক পরেই এলেন ওই ষ্টেটের দেওয়ানবাহাদুর। এলো, যেন কোন বিগত শতাব্দীর মুঘল-সম্রাট, তার চালে চলনে। শুভ্র ফুলের মত নবাবী ঢংএর পোষাক, চুড়ীদার পায়েজামা, লক্ষ্ণৌর কাজ করা সেরোয়ানি, আঙরাখা ; দোপাল্লি টুপি মাথায় প্রায়শুভ্র শ্মশ্রু, চোখে সুর্মা ; পরিপাটী করে সাজা, বয়েসে বাহান্ন কি তিপ্পান্ন। বললেন,—আপনি কি দয়া করে গাড়ী থেকে নামবেন...

কথাটা শুনে ও ক্ষেপে উঠে বললে,—আপনি বললেই হবে ? কোন ল'—, বলেই কিছু আনমনা হয়ে পড়ে, তারপর নিম্নস্বরে বললে,—আমায় নামাতে পারে না... !

দেওয়ানজী ডেকে পাঠালেন ষ্টেশন মাষ্টারকে, ষ্টেশন মাষ্টার এসে কুর্ণিশ করে দাঁড়ালো : দেওয়ানজী বললেন,—দেখ ওর টিকেট... !

ষ্টেশনমাষ্টার ওর টিকেট দেখে বললেন, উপায় নেই।

—নামাও !—ক্রুদ্ধস্বরে দেওয়ানজী বললেন, কথাটা কেঁপে কেঁপে ফিরতে লাগলো। চীৎকার শুনে ও বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল ; যখন প্রতিধ্বনি থেমে গেল, তখন ও একটি গভীর তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে নিজের জায়গায় এসে বসলো। ঝগড়া করতে পেরে মনটা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো, পূর্ব্বতন পুঞ্জীভূত বেদনাগুলো শান্ত হলো, ভয় আর খুসীতে নিজেকে সামলে রাখতে পারলে না, একখানা বই নিয়ে শুয়ে পড়লো।

ইতিমধ্যে এলেন স্বয়ং রাজকন্যা,—রাজকন্যা বললে ঠিক শোভন হবে না,—বলা যেতে পারে,—প্রিনসেস্। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই স্থানটি তন্দ্রিত হয়ে উঠলো কুমারীর অঙ্গরাগের, আর শামামা আতরের স্নিগ্ধ গন্ধে,....ও উঠে বসলো। প্রিনসেস্‌কে দেখে ওর বিস্ময়ের সীমা আর রইলো না !—মনে হলো রাজকন্যা যেন ওর অনেক চোখের চেনা, তার অনেক স্মৃতি আছে ওর মনে ! ক্ষণেক পরেই, না-দেখার মত করে দেখে নিলে নিজের জামা, রাজকুমারীর সঙ্গে পার্থক্যটা বুঝতে পেরে, ক্ষুব্ধ হলো।

তার এত রূপ যে, যে কোন দেশের, যে কোন কালের সুন্দরীর মনে ঈর্ষার বহ্নি জ্বালতে পারে।....পরনে মেঘলা রঙের শাড়ী, উজ্জ্বল কৃষ্ণ-পাংশুবর্ণের ব্লাউজ, তার সীমা ঘিরে রয়েছে হাল্কা চিকণ লেশ, মোরগঝুঁটীর মত নয় তা, উদ্ধত-ফণিনীর মত ; অনামিকায় একটি বড় হীরের আর কনিষ্ঠায় একটি মুক্তোর আঙটি ; হাতে হীরামণ্ডিত চুড়ী তারই ফাঁকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুমাল, চোখের মত ছোট্ট ঘড়ি, কানে সোনার উপর নীলা বসানো কান ; সীঁথের পরে টিক্‌লী ; গলায় হাঁসুলী। বয়েস হবে ষোল অথবা সতেরো। মুখে একটি পুণ্য-লাবণ্যের জ্যোতি, আয়ত নয়ন দু'টি শিশুর মত,—অথচ তাতে জেগে রয়েছে সুর ভৈরবীর কোমল নিখাদের ক্লান্ত সকরুণ উচ্ছ্বাসটি। পরিহাসের হাসি ঠোঁটের কোণে, জিজ্ঞেস করলেন,—ব্যাপার কি···· ?

দেওয়ানজী সবিস্তারে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। ওদের তটস্থ করে, রাজকন্যা নিজেই করজোড়ে অনুনয়ের সুরে বললেন,—would you be kind enough to......

কথা শেষ হওয়ার আগেই ও উত্তর দিলে,—can't help....excuse me...

প্রত্যেকেই, ওর এ ব্যবহার দেখে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। রাজকন্যা বিলেতী কায়দায় দেহকে ঈষৎ শিহরিত করে ভগ্ন কণ্ঠে বললেন,—oh !....terror !—তারপর নিরুপায় ভাবে বললেন,—আর কি হবে চলুন যাই ?

দেওয়ানজী বললেন,—সে হতেই পারে না—প্রিনসেস্ আপনি ছেলেমানুষী করবেন না—ভোরের ট্রেনের জন্যে নয় আমরা অপেক্ষা····

বাধা দিয়ে রাজকন্যা বললেন,—অসম্ভব !····আজ যেতেই হবে, মনে নেই আপনার কাল গভর্নর আসবেন ?

এ সব কথা শুনে, ও একটু মুখ বিকৃত করলে।

রাজকন্যা উঠলেন। সঙ্গে চারটি বড় বড় চামড়ার বাক্স উঠলো, আর উঠলো তিনজন দাসী ও বিলেতী গভর্নেস। বোঝা যাচ্ছিল দাসীরা ওর উপর চটেছিল, মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ কটাক্ষে ওকে উদ্‌ব্যস্ত করবার প্রয়াস পাচ্ছিলো, জিনিসগুলো রাখা-পাড়ার সময় অহেতুক অতিরিক্ত শব্দ করছিল, বোধ হচ্ছিলো জিনিসপত্তরগুলো যেন ওদের নয়, মনে হয় পরোক্ষভাবে প্রতিশোধ নিচ্ছে। দাসীরা শয্যা প্রস্তুত করলো। রাজকন্যা গা এলিয়ে দিয়ে বললেন,—জুতো খোলো ?

দাসী জুতো খুলতে লাগলো, যেন ফুল তুলছে সন্তর্পণে, অবহেলায়, না খসে পড়ে পাপড়ী। তারপর বাক্স খুললে, তাতে সার বাঁধা জুতো—তার থেকে বেরোলো নাগরাই বংশীয় জুতো। আর একজন সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলে—পোষাক বদল হবে ? রাজকন্যা ঘাড় নাড়িয়ে জানালেন, না। তখন আর একজন দাসী ব্যস্ত—খাবার সাজানোয় ; দামী লেশ দেওয়া চাদরের ওপর রাখলে, নানা আয়তনের রূপোর পাত্র—কোন কোনটা ঢাকা, একটি ফলদানী—নানাবিধ ফল, পাঁচ ছ'টা ফ্লাসক্। দাসী বললে,—খাবার ? উত্তরে তিনি বললেন—না, ঢেকে দাও। রেশমের ভেল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো।

গভর্নেস হাতে একটা jungle story নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিলো, জিজ্ঞেস করলে—পড়া সুরু করবো কিনা ?

মৃদু হেসে বললেন—না thanks.

ট্রেনের মধ্যে একটা বিগত সভ্যতা মাফিক রাজসিক কাণ্ড ঘটিয়ে তুললে—ওর সুসভ্য মনের উপর তীক্ষ্ণ বাণ হানলে। ভয়ে ক্ষুধা ভুলে গিয়েছিল, তা আবার জেগে উঠলো নানাবিধ খাবার দেখে, হঠাৎ দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা দগ্ধ করতে লাগলো।

হুকুম হলো, "উঁচু করে দাও বালিশ"—দুজন দাসী বালিশ উঁচু করে দিলে সন্তর্পণে। তারপর একজন পাখা করতে লাগলো, অন্যজন আঙুল মলতে লাগলো আর একজন রইলো কাজের অপেক্ষায়।

এ সব দৃশ্য ওর সুসভ্য মন আর কোন মতেই সহ্য করতে পারছিল না। এর চাইতে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই ছিল যে ভাল যদি নেমে যেতো। যে জন্যেই হোক ও মনে মনে ভীষণ চটছিল, রাগ হবারই কথা! পুরুষ মানুষ তাকে এমনি ভাবে অস্বীকার! কি দুঃসহ স্পর্দ্ধা!

রাজকন্যা! মনে মনে ভাবলে এরন্ডোপি দ্রুমায়তে—করে নাও—ক্রম-অস্থিরমান হয়ে উঠছিল শঙ্কিত মন জোর করে বাহিরের দিকে চেয়ে রইলো।

দেওয়ানজী ছিলেন পাশের কামরায়, তাঁর সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে। হঠাৎ ওর মনে হলো কে ডাকছে, ও'দিকে চেয়ে দেখলে, জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে ডাক্তার কি যেন বললে, শুনতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলে—আমায় কিছু বলছেন?

—দয়া করে প্রিনসেস্‌কে বলবেন কি···যে, এখন ন'টা বেজে পনেরো—ন'টা তিরিশের সময় যেন ওষুধ খান?

কথাটা শুনে ওর রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠলো।—কিছুতেই বলবে না! জানলা থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে দেখলে, কুমারী তার দিকে জিজ্ঞাসু নয়নে চেয়ে আছেন; ও ধীর কম্পিত স্বরে ব্যাপারটা বললে। একটি ছোট্ট মৃদু হাস্য সহকারে রাজকন্যা বললেন,···thanks....তারপর কি মনে হলো, কিছু ভেবে নিয়ে, তারপর করজোড়ে বললেন,—মাপ করবেন যথেষ্ট কষ্ট দেওয়া হলো আপনাকে—তার জন্যে আমি বিশেষ লজ্জিত····

এতক্ষণ ও রাজকন্যার উপর বিমুখ হয়েছিল, কিন্তু যেই সে নম্র কণ্ঠে আপন মনের ভাব ব্যক্ত করলে অমনি ওর চিত্ত শান্ত হয়ে গেলো, বললে—কষ্ট আর কি, ওদের মাইনে দিচ্ছেন আপনি····

হেসে বললেন,—অবশ্য আমি নয় আমার বাবা।

—সে যাই হোক—পাঁচজনকে অসম্মান করে ওরা আপনাকে সম্মান দিতে চেষ্টা তো করবেই,নয় কি?—যাক, আমার জন্যে আপনাকে অনেক কষ্ট পেতে····

—ছি ছি একি কথা আপনি বলছেন আমার বেশ লাগছে জীবনে এই প্রথম, মাপ করবেন—ট্রেনে অন্য লোকের সঙ্গে যাচ্ছি—আমার বেশ লাগছে!

এত সরল এত অমায়িক ব্যবহার ও প্রত্যাশা করতে পারেনি, কথায় কথায় হাতজোড় করে বিনয় প্রকাশের ভঙ্গীটি, তার সঙ্গে মৃদু হাসি ওর মনে মোহ সৃষ্টি করলো।

রাজকন্যা খুঁজে পেলেন ওর রূপ—অপূর্ব্ব। কালো ফ্রেমে বাঁধানো মোটা কাঁচের অন্তরে কালো দু'টি দৃপ্ত চোখ, প্রশস্ত ললাট, বিশ্রস্ত কালোচুল, সোজা ওষ্ঠরেখা— শ্যামতনু— প্রতিভাবান রূপটি, যেন জগ-জন-চিত — আলোড়নকারী অখণ্ডনীয় সায়েন্সের থিওরী। রাজকন্যার লক্ষ্য পড়লো তার বইগুলোর উপর, প্রশ্ন করলেন, আপনি কি বাঙালী?

বাঙালী কি করে বুঝলেন?—বাঙালীর স্বভাব সুলভ মিথ্যা গর্ব্ব অনুভব করে বললে।

—আপনার হাতে যে বাঙলা বই···

নিজের হাতের বইটি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে—আপনি বাঙলা জানেন? পড়তে পারেন?

—না, তবে বলতে বাধে না।—আমার বাবার মিনিষ্টার সেক্রেটারী—দেওয়ানজী সবাই বাঙালী।

বাঙালী।—পূর্ব্বেকার সর্বগ্রাসী ভয় আবার ডানা মেলে এলো, ট্রেন চলার শব্দ হতে উত্থিত হচ্ছিল সাবধান বাণী—বিমনা হয়ে পড়লো। গভর্নেস ঢুলছে। দাসীরা লক্ষ্য করছিল বাঙলা মিশ্রিত ইংরাজীতে কথোপকথন। অন্যমনস্কভাবে বললে—আমি যে বাঙালী, এ কথা ওঁকে যেন বলবেন না।····

—কেন?—ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন সু-উত্তর যোগালো না। ভাবলে, কেন যে বলতে গেলো? মনের মধ্যে কে যেন ধিক্কার দিয়ে উঠলো। স্বর বাধ-বাধ কণ্ঠে, শুধু উত্তর দেওয়ার জন্যেই বললে—হয়তো লজ্জিত হবেন—আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন তার জন্যে....

—please ভুলে যান, ওর জন্যে আমি বিশেষ লজ্জিত, আমার সেলুন মিটার গেজ লাইনে লাগে না বলেই না এই কাণ্ড....

—ও! তা আপনি হঠাৎ এদিকে এসেছিলেন?

—আমার পিসির বাড়ী,...আপনি? মাপ করবেন....

—আমি?—আমার কাকার কাছে গিয়েছিলাম—তারপর বিনা দ্বিধায় বললে,—তিনি "—" ষ্টেটের মিনিষ্টার।

—এখন কোথায় যাচ্ছেন?

কিছুক্ষণ বাদে বললেন—এখন দেশে ফিরছি—

—বাঙ্গাল?

—হ্যাঁ বেঙ্গল—ক'লকাতায়।

—ক'লকাতায় বাড়ী? খুব চমৎকার জায়গা....

—কখনও আপনি কি ক'লকাতায় গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ একবার গিয়েছিলাম, যখন বিলেত যাচ্ছিলাম—

—বিলেত গিয়েছিলেন—কবে? —প্রশ্ন করেই মনে হলো এতটা আগ্রহ প্রকাশ করা ভাল হয়নি।

—মাস পাঁচেক আগে গিয়েছিলাম—

বেড়াতে গিয়েছিলেন—কন্টিনেনটাল টুরে?

—না, পড়তে, অবশ্য কন্টিনেনট টুরও করেছি—

—তবে চলে এলেন?

—ভাল লাগলো না....

—পড়াশুনো?

উত্তরে কুমারী আধ-লাজে হাসলেন।

তার মনে হলো, কুমারীর অতি কাছে, সে চলে যাচ্ছে, এবং এই যে কাছে যাওয়া,—"এটা কি উচিত?" এই ভেবে, ভিতরের নীতিকে তুষ্ট করলে।

দাসী বললে,—খাবার....?

খানিক ইতস্তত করে, কুমারী করজোড়ে বললেন,—আপনাকে যদি অনুরোধ করি....

তীব্র করে বললে, না....না,...লোভটা যেন ধরা পড়ে গেলো।

—আমি খাবো আর আপনি বসে দেখবেন...সে অসম্ভব....লজ্জা করছে আপনার?

—না....না, তা নয়....

—তবে?—আর আপনার কি আপত্তি থাকতে পারে? আসুন,—আপনি চা পছন্দ করেন, না দুধ?

—আমি চা....

—আমি দুধ...রাজকন্যা হেসে বললে।

দাসীকে ছুটী দিয়ে কুমারী নিজেই পরিবেশন করতে লাগলেন।

দু'জনে দুটি, অনেক দিনের চেনা বন্ধুর মত খেতে লাগলো। রাজকুমারী নিজের ভিতর মধুর তৃপ্তি অনুভব করে খুসী-বিজড়িতকণ্ঠে বললেন,—লজ্জা করবেন না যেন—তাহলে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কিছু বুঝতে পারবো—বলে, হাসলেন।

—আপনি যা খাচ্ছেন—তাতে আপনার সম্মান রাখা তো উচিত!—কম খেতে হবে বৈ কি!—আপনাদের বেশী কিছু করাটা একেবারে বে-আইনী....

—Oh! sweet silly, আমি খাচ্ছি না বলে আপনিও খাবেন না—এ কেমন কথা!—আপনাকে সব খেতে হবে আমি বলছি—

—আমি তো আর আপনার প্রজা নই যে না খেলে কোতল করে দেবেন....।

কথাটা শুনে, উচ্ছ্বসিত হয়ে, অস্বাভাবিক উচ্চহাসে ভেঙ্গে পড়লেন। তারপর রাজকন্যা বললেন, মাপ করবেন জিজ্ঞেস করতে পারি কি আপনার নাম?

নিশ্চয়—আমার নাম দেবকুমার—বলেই মনে হলো উচ্চারণ সুন্দর হলো না।

কুমারী ওর নামটা বার কয়েক উচ্চারণ করে, ওর দিকে গ্রীবা বাঁকিয়ে বললেন—দেবকুমার—বেশ নামটি—

—ক্ষমা করবেন, আপনার নাম?

উত্তর না দিয়ে কুমারী ঈষৎ-লজ্জার হাসি হাসলেন।

দেবকুমার আবার বললে,—আপনার নামই রাজকন্যা?

—পাগল!—আমার নাম আছে,—বলে কিছু ইতস্তত করে বললেন—লছমী।

—লক্ষ্মী?

—ও কি রকম উচ্চারণ করলেন?

—আমাদের দেশে ওমনি উচ্চারণই করে।

—বোধ হয়, আপনাদের দেশেরটাই ভাল,—প্রেমে বললেন—লক্ষ্মীটাই ভাল, বেশ ছোট,—আমার কিন্তু এ নাম মোটেই পছন্দ হয় না—

—মানুষের নাম আর রূপ কখনও পছন্দ হয় না—

ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে এলো। রাজকুমারী তাড়াতাড়ি বললেন,—please কিছু চীনেবাদাম কিনবেন এই ষ্টেশনে। অবশ্য লুকিয়ে।....কথাটা দেবকুমার শুনেছিল কিন্তু বুঝতে পারেনি, কুমারী আবার বললেন। দেবকুমার প্রস্তুত হয়ে রইলো।

গভর্নেস চোখ মেললেন। তার ইংরেজ মন, ওদের ঘনিষ্ঠতা দেখে, বিরক্তে তিক্ত হয়ে উঠলো। ওরা তখন চোখের ভাষায়—মনের কথায় রচনা করে চলেছিল, দৃশ্যকাব্য।

কিছুক্ষণ পর, কুমারী বললেন, আসছে ষ্টেশনে আপনি আপনার কামরায় চলে যাবেন এখন আপনাকে আর ধরে রাখবো না।

গভর্নেসের সন্ন্যাসআশ্রমগত মন ঝলসিত হয়ে উঠলো স্বভাবগত ঈর্ষায়।

ষ্টেশন আসতেই গভর্নেস বিদায় নিলেন। দেওয়ানজী এবং আর সকলে এসে শুধালেন, কুশল সংবাদ। কুমারী সবাইকে, বললেন যে—ভাববার কিছু নেই বেশ আছি। ডাক্তার বললে,—আপনার জানলা বন্ধ করে দেওয়া হোক, ঠাণ্ডা লেগে টনসিল বাড়তে পারে—

রাজকুমারী আপত্তি করলেন, কিন্তু কেউ কর্ণপাত করবার প্রয়োজন বোধ করলে না। একটিবার কাতর নয়নে দেবকুমারের দিকে চাইলেন, সে মৃদু মৃদু হাসছে দেখে একটু লজ্জা পেলেন। ইতিমধ্যে এলো দুজন সশস্ত্র প্রহরী। বললেন—এদের প্রয়োজন কি?

দেওয়ানজী গম্ভীরভাবে বললেন,—বিপদ কি রূপে আসে তা বলা যায় না!

দেবকুমার একটু হেসে নেমে গেলো। গার্ড আলো দেখালে, দেওয়ানজীরা নিজেদের কামরায় গেলেন। গাড়ী ছেড়ে দিলে। তখনও ওর দেখা নেই, কুমারী উদ্‌গ্রীব হয়ে প্ল্যাটফরমের দিকে চেয়ে রইলেন। ক্ষণেক পরে সে কায়দা করে উঠলো গাড়ীতে, কুমারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুদীর্ঘ সময় নিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন,—কি দুঃসাহস তোমার !

গর্ব্বভরে বললে,—এ আর কি !—বলে চীনেবাদামের মোড়ক দিলে। রাজকন্যা ত্বরিতে মোড়কটা লুকিয়ে রেখে বললেন,—কি আশ্চর্য্য ! দাসীরা দেখতে পাবে না !

প্রহরীদের দেখে, দেবকুমার হেসে বললে,—দেখছি আমি খুব ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালাম !

—বলা যায় না আপনার মনে কি আছে— !

—হয়তো—কিন্তু আমি চোর নই—আহতস্বরে বলে। অনেকক্ষণ ধরে, ওই প্রহরীদের আসার প্রথম থেকেই ওর কি একটা মনে হচ্ছিল, তা ঠিক ও বুঝতে পারেনি, এখন মনে হলো বিভীষিকাময় প্রায় ভুলে যাওয়া কথাটা, চুপ করে রইলো।

—আপনি কি রাগ করলেন ? জানেন না, ওদের ওই এক কেমন হতশ্রী ধরনের বন্দোবস্ত, দেখবেন যদি ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে সারাটা রাস্তা, প্রতি ষ্টেশানে এসে, ঘুম ভাঙ্গিয়ে ভাল ঘুম হচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করবেখন।

দেবকুমার হেসে উঠলো। বিমনা দেবকুমারের মুখে হাসি দেখতে পেয়ে, খুসীতে বলতে লাগলেন, ঘুম হচ্ছে না বললে, আর রক্ষা নেই !—খেতে হবে ওষুধ ! উঃ—জ্বালাতন !—বলে, বললে, এখানে এসে বসুন,....এদের মধ্যে প্রাণ আমার হাঁফিয়ে উঠে !—এ কথাগুলো হয়তো কুমারী ওকে খুসী করবার জন্যে বললেন।

ঠিক এই মুহূর্ত্তটারই প্রয়োজন ছিল, যদিও, এ মুহূর্ত্তটি ওর বলার কথার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তবু ও ওই অপেক্ষাটাকেই মানতে চাইল—বুকের মধ্যেকার গুমরে ওঠা কথা অনেকক্ষণ থেকে মনে হচ্ছিল যেন সে, সেই সব কথা কাউকে বলছে।

উদাসভাবে বললে,—তবে এ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন না কেন ?

হেসে বললে,—কোথায় যাবো ?

—লক্ষ জায়গা আছে !

—থাকতে পারে, কিন্তু আমার সেখানে পোষাবে কেন ? বলে, কুমারী সন্তর্পণে বালিশের তলা থেকে, চীনেবাদাম বার করে, ওর হাতে গুঁজে দিলেন। হৃদয়ের সঙ্গীত পথ পেয়ে মুখর হয়ে উঠলো, অঙ্গুলি-প্রান্তের তন্ত্রিতে। দেওয়া নেওয়ার ইতিমধ্যে, বিনিময় হলে শিহরণের, দেবকুমারের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেলো, নেমে এলো চুলের সীমা থেকে নখাগ্রে। নিজেকে সহজ করে নিয়ে বললে, আমাদের মধ্যে আসতে আপনার কি সম্মানে বাধে ?

কুমারী বললেন,—থাকগে ও কথা।—মনে হলো যেন অবহেলাভরে বললেন।

দেবকুমারের মনে চরম ইন্ধন যোগালো, এতক্ষণ বেঁধে রেখেছিল নিজেকে কুমারীর রূপ দিয়ে, আর কতকটা ওকে বেঁধে রেখেছিল নিজের মনের মধ্যে বাসাবাঁধা ভয়। আর চাপতে পারছিল না ! ভাবলে, ওড়াবে কি কেতন ! ওড়াবে কি স্ফুলিঙ্গ ! কোনরূপে নিজেকে সংযত রাখলে। (evolution-এ আপনি তুমিতে রূপান্তরিত হ'ল।)

লছমী বললে, চুপ করলে যে—কি ভাবছো ?

—নাঃ—চুপ আর কই—তারপর কেমন দেখলে ও' দেশ ?

—বেশ চমৎকার....ভাল থিয়েটার, নাচ, স্কেট, ছুটির দিন মোটরিং—আমাদের বাড়ীতে বড় বড় অতিথিরা আসতেন,—পান খাও—। পান দিলে।

পান নিয়ে দেবকুমার বললে,—মাপ ক'র, ধূমপান করতে পারি ?

—নিশ্চয়ই, সব সময় !

দেবকুমার আর নিজেকে বেঁধে রাখতে পারলে না, বললে, রাশিয়ায় গিয়েছিলে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাশিয়ার নাম শুনেই তটস্থ হয়ে উঠল, কম্পিতস্বরে বললে, চুপ চুপ ও নাম ক'র না—পাপ—। যদি পারতো, তো দেবকুমারের মুখ চেপে ধরতো (?)

দেবকুমার বললে,—পাপ ! কেন ?

চোখ দুটো বড় বড় করে, নিম্নস্বরে বললে, জানো না—ওরা ক্যমুনিস্‌ৎ····

দেবকুমার আর চেপে রাখতে পারলো না, ঝন ঝন করে বুকের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠলো ভেঙ্গে পড়ার ধ্বনি, যেন প্রলয়ের সূচনা, কটিবন্ধের কৃপাণ উঠে এলো যেন প্রতিশোধ-মদ-মত্তের হাতে, ধসে ধসে পড়লো নামমাত্র বন্ধনের বাঁধ—মায়াহীন বন্যার বান ছাপিয়ে এলো শ্যামলপ্রান্তরে—বললে, আমিও ক্যমুনিস্‌ৎ—

—ক্যমুনিস্‌ৎ···

—হ্যাঁ ক্যমুনিস্‌ৎ····

রাজকন্যার হৃদয়ে দ্রুত স্পন্দিত হয়ে উঠলো যেন হিংস্র রূপ। দেখে, নিজের মুখে হাত দিয়ে বললে, Oh heavenly terror—ক্যমুনিস্‌ৎ···

—হ্যাঁ—

চঞ্চল হয়ে বললে, ইস্‌ ! তুমি আর আমার সঙ্গে কথা ব'ল না। ও'সব জিনিষ আমার বাবা পছন্দ করেন না।

—তোমার বাবা পছন্দ করেন না। তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলে, তারপর বললে, তুমি নিশ্চয়ই অপছন্দ কর না।

এ' প্রশ্নতে রাজকন্যা একটু চকিত হ'য়ে উঠল। সত্যি তো সে তো কিছুই ভেবে দেখেনি যে, ব্যাপারটা কি ? শুধু যা নাম শুনেছে। সঠিক উত্তর দিতে পারলে না। বড় বড় চোখ মেলে ওর দিকে চেয়ে রইল।

দেবকুমার বুঝিয়ে দেবার সুরে বললে, বেশ তুমিই ভেবে দেখ, আমরা সবাই সমান হবো, এতে তোমার কি আপত্তি থাকতে পারে ?

ঝাঁঝালো সুরে বললে, এক হবো মানে ?

—এক হবো····হ্যাঁ এক হবো, খাওয়ায় দাওয়ায়, আচারে ব্যবহারে, বেশে বাসে, প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, অণুতে অণুতে আমরা এক হবো—প্রকটিত হ'য়ে উঠবে তোমার আমার সম্বন্ধ, মানুষে মানুষে সম্বন্ধ, চিরকালের, চিরদিনের, আজকের, এই সময়ের। ভবিষ্যতের মানুষের কাছে আমরা তাদের লজ্জার কারণ হবো না। চণ্ডীদাসের বইখানা তুলে বললে, এই কবি বলেছেন "সবার উপরে মানুষ সত্য"—তোমার আমার সম্বন্ধ সত্য।

—তুমি ভগবান মান ?

—লক্ষবার মানি···

—আমি মানি না

—তুমি ভগবান মান না ?····beast !

—হ'তে পারে····কিন্তু আমি মানি না। তোমাদের জীবনের পক্ষে God is a good logic no doubt !····তবুও আমি মানি না।

—তুমি,···তারপর নিজেকে জয় করে বললে, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ।

জানি, মানি তুমি রাজকন্যা, কিন্তু একথাত আমি বলছি, গরীবরা বলছে, মুমূর্ষুরা বলছে, না হলে, দাসীটাও যা তুমিও তাই, আমিও তাই, আমরা মানুষ। যদি ভগবানকে মসত্যিই মানতে তাহলে আমাকে, একে দূরে ঠেলতে পারতে না। কারণ আমরা সবাই সেই অমৃতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তান "অমৃতস্য পুত্রাঃ",....তুমি তো মস্ত নাস্তিক ! মস্ত অহিন্দু !

—এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার ! তুমি আমায় অহিন্দু নাস্তিক বলছো !

—ভুলে যেওনা, হিন্দুর ধর্ম, তার কর্ত্তব্যসীমা, সীমাবদ্ধ আত্মসুখের নয়—বৃহত্তর সম্ভাবনার দিকে তার লক্ষ্য ; ব্যক্তিগত সীমার বাইরে, একত্বের অনুভবে, তার মন্ত্র সর্ব্বভূতে ভগবান ; নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ায় তার আত্মসুখ তার আনন্দ—

—তুমি যাও তোমার কথা আমি শুনতে চাই না।

ঠোঁট তার কাঁপতে লাগল রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে ; হেরে যাওয়ার তীব্র যাতনায় বললে, যাও তোমার নিজের জায়গায়।

ক্ষমার হাসি হেসে দেবকুমার বললে, যাব তবে এইটুকু বলে যাই—তুমি অবমাননা করছ নিজেকে, আমাদের দূরে রাখবে কি তুচ্ছ পরিচ্ছদ, তার অহঙ্কার ?—যদি তোমায় আমায় দূরে রাখে বুদ্ধি,—চাই না তা—যদি আত্মা আনে ব্যবধান তোমার আমার মধ্যে— চাই না চাই না সে আত্মা !—চাই না তা যা মানুষ মানুষের ব্যবধান—আর সত্যকারের আমাদের চাওয়া সামান্য বেশভূষা রাখবে দূরে ! লজ্জা দেবে দু'জনকে ? ছিঃ—ধিক্—! শেষে নীচমনের পরিচয় দেবে তুমি ! নেমে এস আমাদের মধ্যে তোমার সত্তায় ! যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে আছে সেখানে কেমন ক'রে তুমি বিলাসের মধ্যে তাদের ভুলে থাকবে।

লছমী মনে করেছিল উত্তর দেবে না, রাগে বক্ষ স্ফিতায়মান যেন কপোতের বক্ষ, তবু দিতে হ'ল। প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে, ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে বললে, ওই দুর্গন্ধময় জামা পরে, কুঁড়ে ঘরে থাকবো আমি—ষ্টেটের প্রিনসেস্।

—মিথ্যা তোমার অহঙ্কার, যে টাকা তুমি জমিয়েছ তাতে সবাই ভাল পরবে ভাল খাবে। মানুষের প্রয়োজনের অধিক এককণা যদি কেউ বাঁধে তাকে বলব চোর। তুমি কি দেখতে পারো, সহ্য করতে পারো, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আমি আত্মাহীন, পথে পথে ঘুরছি ; দেখতে পারো ?

—না....

—দেখতে পারো সবাইকে ?

—হ্যাঁ..., বলেই মনে পড়লো এর আগে সে তো বলেছে "না"—সে কি প্রকাশ করে ফেললে, নিজেকে ? বিধর্মীর কাছে। লজ্জিত হ'য়ে বললে, এতো তোমার কথা নয়, বিদেশের কথা, তুমি—

—বিদেশের কথা নয়, আমার কথা, বেদের কথা বলে উদাত্ত ধ্যান-গম্ভীর স্বরে আবৃত্তি করতে লাগলো, সংগচ্ছধবং সংবদধবং সংবোমনাং সিজনাতাং। দেবভগং যথাপূর্ব্বে সংজানানাহউপাসতে ॥ সমানোমন্ত্রঃ সমিতি সমানা নবোহবিষা জুহামি, সমনী বহ আকূতি সমানাহৃদয়ানিবঃ, সমানন্তু বো মনোযথাবঃ সুহ্যসতি ॥

শোনালো যেন সামগানের মত, প্রথম উষার আলোয় যেন আর্য্য ঋষি উচ্চারণ করে উঠলো, অভিন্ন হৃদয়ে কর্মক্ষেত্রে নামবো, বাক্যে মোরা অবিরোধী হবো, কার্য্যেও তাই, অভিন্ন হবে আমাদের সকলকার হৃদয় মন অবিরোধী সমান মন্ত্র, এক মন, এক সমিতি, এক চিত্তে কাজ করবো, প্রত্যেকের হৃদয়ের আকুতি আমাদের সমান হবে, অন্তর এক হবে। আমাদের একত্বের প্রভাবে পরমজ্ঞান লাভ করবো, আমরা এক হবো।

লছমী কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে রইলো, এবা বুঝি বিধর্মীকে মানতেই হলো ! বললে—তুমি আমাকে ভয়ানক অপমানিত করেছ, বলে সে বিছানায় শুয়ে কাঁদতে আরম্ভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলে, মাঝে মাঝে শুনলে, প্রতিধ্বনিত সেই সাম গান। দেবকুমার দেখলে সর্ব্বনাশ! আস্তে আস্তে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে, তীক্ষ্ণভাবে চুরুটে টান দিতে লাগলো। ভাবলে, নিজের ওপর সে অভিসম্পাত টেনে আনলে উত্তেজনার বশে!

লছমী এদিকে বালিশ থেকে মুখ সরিয়ে মাঝে মাঝে দেখছিল ওকে। এবং যখনই দেবকুমার ওর দিকে চায় তখনই লছমী দেহকে স্ফিত করে ঢেউয়ের মত ক'রে সগভীর অভিমানে, যেন মনে হয় এখনও সে কাঁদছে।

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর সৃষ্টি করলে একটা নিরাপদ রমান্তক (romantic) প্রলয়ের। ডেকে তুললে দাসীদের, তারস্বরে বললে, পোষাক বদল! বড় গোছের সুজ্‌নীকে প্রহরীরা তুলে ধরলে পর্দার মত করে—দেবকুমার প্রহরীদের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলে, ব্যাপার কি? চললো এইভাবে প্রায় বিশ মিনিট ধরে, পোষাক পরিবর্ত্তন। হঠাৎ ঝন ঝন করে কি পড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে মথিত হতে লাগলো জায়গাটা, তীব্র আতরের গন্ধে বোঝা গেল, ভেঙ্গেছে সিঙ্গারদান। তাই এই শ্যামামা আর হাসনার মধু-স্তিমিত, গন্ধ, সৃষ্টি করলে একটি নবতম আবহাওয়া।

তারপর পরদা অপসারিত হোল, দেখা গেল কাণ্ডড়াশিল্পের অভিসারিকা রাধিকাকে....দেবকুমার স্তম্ভিত অভিভূত। কিছুক্ষণ বাদে লছমী একটা কাগজ নিয়ে সামান্য কিছু লিখে দাসীকে দিয়ে বললে বাবুকে দাও।

দেবকুমার চিঠিটা পেয়ে দেখলে তাতে লেখা—"তোমার ইংরেজী বইটা দেবে কী?—ইতি প্রিনসেস লছমী।"

কাগজটা, হেসে পকেটে রেখে বইটা দিলে। বইটা পেয়ে লছমী পড়তে লাগলো—মাঝে মাঝে পড়ে আর ওর দিকে চায়, কিছুক্ষণ বাদে বই বন্ধ করলে।

যে কিছুক্ষণ মুহূর্ত্ত সে অতিবাহিত করলে, সে মুহূর্ত্ত জীবনে সে কখনো পায়নি।—দুর্ব্বার সাধ জাগছিল, ওর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে! ও দেখেছে পাথর পাড় ঘেরা পদ্মাশয়, কখনও দেখেনি এমন স্বতঃস্ফূর্ত্ত—স্বচ্ছমাবহন স্রোতের গতি।...আজ পর্য্যন্ত কেউ তাকে এত নিবিড়ভাবে টানেনি, এত কাছের করে নেয়নি; অনুতপ্ত হয়েছিল মন, লজ্জিত হয়েছিল। আনমনে একটি গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, ওর দিকে চাইলো,—কি স্তব্ধ, সুন্দর রূপ! এমনি সে দেখা, মনে হয় যেন সে ক্ষমা চাইছে। এ মৌনতা কুমারীর সহ্য হচ্ছিল না—আমার ব্যবহারের জন্যে ও কঠিনতম দেহগত শাস্তি কেন দিলে না?—

দেবকুমার সহসা ওর দিকে চেয়ে দেখলে কুমারীর অনিমেষ নয়ন, ঘননীল পল্লবে ঢাকা চোখ দুটি নীরব নিথর স্থির এ সাজে, ওই ঘননীল ঘাগ্‌রার চুমকিবসানো ওড়নায়; চন্দন চর্চ্চিত কপাল আর চুলের ফাঁক দিয়ে ঈষৎ বেরিয়ে আসা নীল আভার সৌন্দর্য্যে...লাগছিল যেন বৈষ্ণব কবি-কল্পনার সজনী রাধিকা!—দেবকুমারেরও তাই মনে হলো, মহাবিস্ময়ভরে চেয়ে রইলো।

সহসা ট্রেনের লাইন চেঞ্জের শব্দে লছমী জেগে উঠলো, ফিরে এলো আপন চেতনায়, লজ্জিত হলো; দৃষ্টি নিলে নিজের পায়ের দিকে, খুঁজতে লাগলো, তুচ্ছ আশ্রয়। তারপর নিজের জড়তা দূর করে, সোজা হয়ে বসে বললে,—তুমি কি আমার সঙ্গে আর কথা বলবে না?

দেবকুমার কথাটা শুনে একটু আশ্চর্য্য হয়ে তারপর বললে,—কেন বলবো না—নিশ্চয় বলবো, তার উপর রাজকন্যার আজ্ঞা!

—না...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কেন নয় ?

—জিজ্ঞেস ক'রো না,—মনে হলো বলে অনেক দূরে চলে যাই ; বললে,—ও সব কথা থাক—

দেবকুমারও ঠিক এই কথাটির জন্যেই প্রতীক্ষা করছিল, কি প্রয়োজন আর ওসব কথার ! যে জন্যে প্রয়োজন ছিল সিদ্ধি, হয়নি কি খানিকটা ? যেখানে ও কুমারীকে আনতে চেয়েছিল, চেয়েছিল তার হৃদয়কে সেই অভিন্ন অখণ্ড হৃদয়ের মধ্যে। চেয়েছিল সেই পথে আনবে, যে পথে চলা, মানবিকতার পরিচয়, যে পথে চলা সৌন্দর্য্য।

দেবকুমারের মনে হলো লছমীর প্রেমকে সে জাগিয়েছে, নিজের দিকে এনেছে। লছমী ওকে ভালবেসে ফেলেছে কারণ অতিবাহিত মুহূর্ত্তে কুমারীকে আকর্ষণের পক্ষে ওর রূপটি ছিল যথেষ্ট। পুরুষের মতই ভাবলে। বেশ গর্ব্ব অনুভব করলে, কিন্তু যদি ও জানতে পেতো, যে রাজকুমারী ওকে প্রথম দর্শনেই ভালবেসেছে ! তাহলে হয়তো গর্ব্বস্ফীত মন খতবিখত হয়ে যেতো, হয়তো লছমীকে অস্বীকার করতে দ্বিধা করতো না, পুরুষের মন !

কুমারী লছমী করজোড়ে অনুনয়ের সুরে বললে, এখানে এসে বসো না ?—

দেবকুমার এসে বসলো, অপরিসর বেঞ্চের একান্তে। তারপর লছমী বললে—কথা বলো ?

—কি বলবো ?

—যা খুসী—কিম্বা তোমার বই পড় ? তারপর বললে—আচ্ছা তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছো ?—

দেবকুমার মাথা নাড়িয়ে জানালে, না।

—যদি কিছু বলে থাকি তো—এইটুকু বলে লছমী চুপ করলে।—নীরস, স্তব্ধ হয়ে রইলো স্থানটি, ট্রেনের শব্দে সে মৌনতা ক্ষুণ্ণ হলো না। তারপর কুমারী বললে, তুমি যাবে আমাদের ষ্টেটে ?—হয়তো তোমার কোন অসুবিধে হবে না—যাবে....

—না !

লছমী একটা ছোট্টো নিঃশ্বাস ফেললে।

—পড়বো ? বলে দেবকুমার বুক পকেট থেকে বার করলে নিজের লেখা কবিতা, লজ্জিত কণ্ঠে বললে—জান এ কবিতা আমার লেখা।

—তোমার ? যেন—জীবনে সে এই প্রথম অবাক হলো। দ্বিধা না করে দেবকুমার পড়তে লাগলো,—

মোর প্রেম-উৎস যদি,
বন্ধ হয়ে যায়,
নব নব অন্ধতায়।
করিব না অভিনয়,
দিব না'কো ফাঁকি
অন্তরের দুর্ব্বলতা ঢাকি।
তার চেয়ে সেই ভালো
প্রেমের পরিধি হতে নিয়ে যাক দূরে
করুক অমর তা তোমায় আমায়
মেলা-মেশা প্রেমহীন ধ্রুবসত্যতায়।

দেবকুমার বুঝিয়ে দিতে লাগলো। লছমী শুনছিল, উদ্‌গ্রীব হয়েছিল, দেবুকমারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দে আনন্দিত হবার জন্যে ফুটে উঠলো মনের মধ্যে ভাষা-ঢাকা-ছবিটি, বললে—প্রেমের মধ্যে কি ফাঁকি মেশানো যায় ?

—যায় । বলে, কিছুক্ষণ পরে বললে, তোমাদের স্বভাবটা জানো না ।

অসহায়ভাবে লছমী বললে, আমাদের স্বভাব কি ফাঁকি দেওয়া ? তারপর সেই পরিহাসের হাসিটি হেসে বললে, এই না মানুষের সম্বন্ধ নিয়ে বক্তৃতা দিলে, আর মানুষকে কর অবিশ্বাস ? মেয়েরা কি মানুষ নয় ?

দেবকুমার কথা এড়িয়ে বললে, তুমি বুঝবে না ।

—বুঝবো, তুমি বল—

—অসংলগ্ন উত্তর দিলে,...ফাঁকি ? ফাঁকি মেশানো যায় ধরো, যেমন তোমার আন্তরিক ইচ্ছে নয় যে আলাপ করা তবু করতে হচ্ছে, তুমি এখানে একান্ত নিঃসঙ্গ বলে—বাইরের তাড়নায় তুমি বাধ্য বলে—আর দাসীদের আলাপ করাটা তোমার প্রেষ্টিজে বাধে। কথাগুলো বলে গেলো, বুঝলে না যে সে কথাগুলো তীক্ষ্ণ কিনা ।

—তুমি ভুল করছো—তুমি তো আমার পরিচয় পাওনি—আপনার অচেতনেই বলে ফেললে !

—আমি বুঝি, এটাই তোমার মস্ত ফাঁকি !

কুমারী লছমী উত্তর করলে না, ঘননীল পল্লবের প্রতিবিম্ব নিয়ে নেমে এলো দ্রুত অশ্রুধার, তারপর ধীরে বললে, শোও গে । ওর বিছানা নেই দেখলে । দাসীরা তখন ঘুমোচ্ছে, প্রহরীরা ঢুলছে ; তাই নিজের বিছানা ভাগ করে তার বেঞ্চে পেতে দিলে । দেবকুমার অধোবদনে শুনছিল ট্রেনের শব্দ, তার মধ্য হতে একটি সুর খুঁজতে চেষ্টা করছিল । বিছানা পাতা সমাপ্ত করে লছমী নিজের বিছানায় গিয়ে উল্টো দিকে মুখ করে শুয়ে পড়লো । নিজেকে একেবারে অন্য বোধ হলো, দেহের মধ্যে কে দেহ নিলে, নূতন বৃত্তি জাগলো মনে, ভয়ানক ক্ষোভ হলো ওর ভুলের জন্যে, কাঁদতে লাগলো । পুরাণের পূর্ব্বতম যুগে, সেদিন ছিল মেয়েদের প্রতিপত্তি, আজও বুঝি তা রয়েছে মেয়েদের কোমল অন্তরালে ; আগেকার অধিকার আজকে একটা ভীরু আশার মত জেগে রয়েছে লছমী ভাবলে, ও যদি মেয়ে হতো !—অনেক কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লো । শুধু ঠোঁটের কোণে জেগে রইলো পরিহাসের হাসি ।

দেবকুমার ভাবছিল, নিজের পরিণামের কথা, মানুষের চিরসুন্দর বাসনার কথা ।

তখন আকাশের পাত্র হোতে নিঃশেষিত হয়ে আসছে কালোর সুধা, অতিদূরে পূর্ব্বগগনভালে সবে দেখা যায় ধীর ধূসর সঙ্কুচিত আলোর সঙ্কেত । মন্থরে বইছে বাতাস আমোদিত করে তুললে স্থানটি, কক্ষ-আশ্রিত আতর গন্ধে ।

কখন কুমারীর গা হতে খসে পড়েছিল শাল তা দেবকুমার লক্ষ্য করেনি, দেখতে পেয়ে দেবকুমার এসে আস্তে ঢেকে দিতে লাগলো ওর তনু, গলার কাছটা গুঁজে দিলে পরম স্নেহভরে—ঠাণ্ডা হাতের পরশ পেয়ে লছমী চোখ চাইলো, যেন ধ্যান ভাঙ্গলো, ভগ্নস্বরে বললে,—তুমি !

—ব্যথিত দাস !...বলে হাসলো ।

—দুষ্টু ! ব'সো, কি সুন্দর লাগছে !—বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে না,—বলে নিজের শালের খানিকটা, ওর আপত্তি না মেনে, ওর গায়ে দিয়ে, বললে, তুমি গান জানো—না, তুমি ! তুমি জানো ? গাও....

লছমীর প্রয়োজন ছিল, সে এর জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল গুণ গুণ করে সুর ধরলে, তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধীরে গাইতে লাগলো "পায়েলা কি ঝনা, ঝনঝন বৈরণীয়া, পিয়া সে মিলন ক' যাওয়ে আব মায়"—লছমীর গান শুনে ও ভাবলে, 'আমি কত ক্ষুদ্র' ।—গান থামলো । লছমী ভাবলে সে একি করলে ! নিজেকে প্রকাশ করলে গানে,—যে চরণের নূপুর হলো আমার মিলন-পথের বৈরণীয়া, নিজের অবস্থা নিজের—পরিস্থিতি হলো বৈরী····কেন প্রকাশ করলাম ।

দেবকুমার বুঝতে পারলো যে তার গান তাকে লজ্জা দিয়েছে তাই চশমাটা খুলে মুছতে লাগলো যাতে লজ্জা ঢাকবার সময় সে পায় ।—দাসীরা অবাক হয়েছিল । সহসা লছমী ওর চশমাটা নিয়ে পরে তার ভিতর দিয়ে সবকিছু দেখবার বৃথা প্রয়াস পেলো । দেবকুমার বললে আমার ও চোখ দিয়ে যদি সব কিছু দেখতে চাও তো সব ভুল দেখবে—বেশীক্ষণ পরো না ।

দুজনে হেসে উঠলো । তারপর চশমাটা ওকে দিয়ে সুটকেস খুলে বার করলে একটা অটোগ্রাফের আর একটা জয়পুরী মিনিয়েচারফিনিশ নিজের পোর্ট্রেট, ছবিটা ওকে দিলে । দেবকুমার ছবির দিকে চেয়ে, লছমীর দিকে চাইলে····মনে পড়ল কালকের রাধিকাকে, রেখার আত্মায় । তারপর অটোগ্রাফের খাতাটা দিয়ে বললে, লেখো····আমি ! পাগল হয়েছ নাকি !

লছমী বললে, হতে দাও আমায় পাগল, আর হয়তো—খাতা নিয়ে লিখে দিলে,···"you for love····"

তা' পড়ে লছমী বললে, এ মন্ত্র নিয়ে আমি কেমন করে বাঁচবো···· । দেবকুমার হাসলো ।

প্রহরীরা বললে, ষ্টেশন আসছে । দুজনে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগলো, সহসা দেবকুমারের বুক কেঁপে উঠলো, ভয়ে হাত ঘামতে লাগলো । লছমী বললে ওই যে পুলিশ দেখছ, অতো লোক, সব বাবার বন্দোবস্ত····বিশ্রী ! দেবকুমারের মুখ পূর্ব্বেকার ভয়ে পাংশুবর্ণ হয়ে এলো লছমী যেন নিজের মনে মনেই বললে, পুলিশরা এদিকে কেন ?—দেবকুমারের দিকে চেয়ে বললে, তোমার মুখ শুকনো কেন ?—দেবকুমার চুপ করে রইলো । ষ্টেশনে গাড়ী থামল, দেখা গেল তারই একপ্রান্তে লালসালু পাতা, পামের সারি । দেওয়ানজি এসে, কুমারীর হাত ধরে নামালেন । কুমারী আনন্দের বেগে বললে, ইনি বাঙালি । দেওয়ানজি বললেন, তাই নাকি !

পাশ থেকে একজন পুলিশ অফিসর এসে বললে, তাই নাকি ! নাম ?

দেবকুমার বললে তার নাম—

অফিসর বললে, arrested.

কুমারী বললে, arrested ! কেন ?

—কামুনিস্ৎ—abscond করছিল ।

—Oh heavenly terror বলেই লছমী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল । ডাক্তার treat করতে লাগল, ওষুধে ওষুধে তন্দ্রা কেটে গেল । দেবকুমার পুলিশ অফিসরকে বললে, এক মিনিট, তারপর লছমীর দিকে চেয়ে বললে, প্রিনসেস্—

—প্রিনসেস্ না— প্রিনসেস্ না— লছমী লছমী— তারপর লছমী তার আংটিটা খুলে বললে, এই নাও তোমার আংটি, বলে পরিচয় দিলে ; তারপর বললে, বিদায় ।

রাজকন্যা চোখে রুমাল দিয়ে রাজসিক কায়দায়—সালুর উপর দিয়ে চলে গেল সেলুনের দিকে ।

মন যখন সব····তখন নাইবা হ'লো ওদের—মিলন ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমোদ বোষ্টুমী

সিঁড়ির পাশেই ঘর, তার পাশে আর একটি ঘর, জানলাগুলো বেশ নিচে বসান ; এর সামনেই খোলা লম্বা ছাদ। ছাদ কালচে কষা, মাঝে মাঝে ফাটল সারানোর আধা গোলাপী আঁকাবাঁকা জোড়। ছাদের শেষে জাম গাছ, জাঁকাল ঝাকিয়ে ওঠা, ছাদে ছায়া করেছে, ব্যাঙের পায়ের মত আক দেওয়া পাতা, ফাঁকে জেমো ছাই্‌রঙের ডাল। অঢেল জাম হয়। জিব ভার করে মুখ কষিয়ে দেয়। তাই ছাদ কষা।

ছাদময় জাম হেতেরে একসা, ফলে এখন শীতেও কালো ছাদটা গভীর জামরঙ, কড়া রোদে কিছু ফিকে। কতক বোলতা সময়-অসময় এর ওপর দিয়ে ঘুরে যায়। তখন ভারি বাহার! রোদ এখানেই পড়ে, ওপাশে পেয়ারাফুলি গাছটার চাপান, রোদ নেই ছায়া।

এখানে দাঁড়িয়ে আমোদিনী চুল শুকোয়। পাশেই একটা ফণিমনসা। আমোদিনী অল্পবয়সী তবু সোমত্ত, স্ফীত, গর্বিত ; দশাসই তার চেহারা। দুই হাত দিয়ে চুলগুলি ছড়িয়ে ছড়িয়ে আরাম অনুভব করে, ময়লাটে কাপড়ের পাথুরে ভাঁজে রোদ রেগে রেগে আছে, বুকের কাছে রোদ আরও বদরাগী, এ কারণে যে তার সুঠাম হাত দুটি ওঠানামা করে। মুখে একটা থিতু হাসির রেখা। মুখ কাত করে ঘাড়ের কাছে আঙুল চালায়, দুটো চুল হাত নেড়ে নেড়ে উড়িয়ে দিলে। একবার সে চুলের থোক করে শুঁকলে আবার এলো করে দিলে।

এবার সে চাইলে সিঁড়ির পাশের ঘরের জানলার দিকে, কেউ নেই সেখানে, কিন্তু অনেক কিছুই ছিল। পিছনে জানলা দিয়ে রোদ, তারপর মাদুর— খোলা বইয়ের পাতা উড়ছে, খাতা, কালি, কলম, মাদুরে ছেড়ে যাওয়া একটি গোলাপী চাদর। এবার সে অকারণে নাসা স্ফীত করে সেইদিকে তাকালে।

একতলা থেকে পুরানো গলায় কেউ ডাকল, "আমুদ, তোর চুল শুকোনো হল ?"

পাঁচিল থেকে ঝুঁকে বললে, "যাই গো দিদিমা।" এখান থেকে দেখা যায় একটি অপুরুষ্ট সংসারের সাজবেলে উঠন, এক পাশে মরাই, খড়ের ডাঁই ওপাশে গোয়ালঘর, গরুর পিঠ-ন্যাজ নড়ছে, মাঝে তুলসীমঞ্চ, এপাশে ভুলো বসে ন্যাজ নাড়ছে। সে পাশে আড় হয়ে খিড়কির দরজা, ভাঙা পাঁচিল, পাঁচিলে গাছ, তারপর ডোবা, তারপর ঝোপঝাড়, বাড়ি।

আমোদ হাতে দু-তিনটে কাপড় নিয়ে সিঁড়িতে কেলে পলেস্তরা খসা দেওয়ালের পাশ দিয়ে এসে দোতলায়। বারান্দার একান্তে তক্তাপোশের উপর কাপড়গুলো রেখে আবার সিঁড়ি নেমে এল।

গিন্নির পরনে কেটে, নাতির পাশে বসে, ওপাশে নাতি পিঁড়িতে বসে হাঁটু নাচাতে নাচাতে ভাত খাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে এক এক দিকে দৃষ্টি রেখে, ইংরাজি পোয়েট সেমজ বলে কিছু বলছে।

"আমুদ, দুধটা একটু গরম করে দে বাছা হিম হয়ে গেছে বড়", গিন্নির গলায় এক কান্নার রেশ।

"ও মা সি কি গো দুধ গরম করিনি ও কপাল," বলেই গালে আঙুল ঠেকিয়ে ভঙ্গী সহকারে দাঁড়াল।

"করবিনি কেন, খেতে তো ওর সময় লাগে ; দুধটা এলো হিম হয়ে গ্যাচে", বলে আঙুল ডুবিয়ে বললেন, "দেখ না বরফ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুধের বাটিটা তুলে নিতে নিতে বললে, “দিদিমা, যা বলব তুমি গরম দাও আর যাই দাও—তোমার ও পুঁয়ে-পাওয়া নাতির গত্তি আর লাগবে না।”

“যা, যা তুই আর টুকিসনি বাপু— এ বয়সেই এত ওষুধ-বিষুধ জানিস তা দে না একটা, তোর কাজের মধ্যে তো ওই অষ্টপ্রহর ওর পোঁদে লাগা।”

“আমারও ভাল লাগে না ঠাকমা এরম করলে আমি ভাত ছেড়ে উঠে যাব বলে দিচ্ছি— ভাল হবে না।”

আমোদ দুধ গরম করতে করতে এ কথা শুনেছিল। মরা আঁচের উপর বাটিটা বসিয়ে গরম হতে, হাতের উপর কাপড়ে বাটিটা বসিয়ে এনে, এখানে টুক করে বসিয়ে, আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় বললে, “দেখ বাটিটা ভারি গরম।”

গিন্নি বাটিটা ছুঁয়ে বললেন, “ওরে গোরা—তা তোর খেতে খেতে ঠাণ্ডা হবেখন।”

“কেন আর বুঝি বাটি নেই বাড়িতে”, গোরাচাঁদ চেয়েছিল আমোদ আবার আসুক, সে একটু ভীত, তার কথার কোন একটি গলদে আমোদ মান করেছে, তারপর সে আবার বললে, “পোড়ারমুখীর এদিক নেই ওদিক আছে—কথায় কথায় মান !”

“তা বাপু হবে না কেন ? তুই ছোট ও নয় বলেইছে তাই বলে তুই মুখ দিয়ে অমন অলুক্ষনে কথাটা বলবি ‘ভাত ছেড়ে উঠে যাব’ লেখাপড়া শিখচিস—” তারপর অন্য গলায় বললেন, “মেয়েমানুষের মনে লাগে।”

গোরাচাঁদ ভাত থেকে হাত উঠিয়ে শুনছিল, মন তার নরম হল ডাকলে, “আমোদ আমোদিনী বাটি বদলে দে মুকপুড়ি।”

আদর শেষ হঠাৎ ঝাঁজে পরিণত হল।

“উকি কথার ছিরি, তোকে বলে বলে আর পারি না, ওর বয়স হয়েছে না—এখন তুই ওকে মুখপুড়ি-টুকপুড়ি বলবি ?”

দোতলায় আমোদ কাপড় কুঁচোচ্ছিল। শীতের ঠাণ্ডায় এই তপ্ত কাপড়গুলো কুঁচোতে ভাল লাগছিল। সামনে একটা দুর্গার ছবি, সেদিকে খানিক তাকিয়ে ভাবলে, এক মুহূর্ত যাকে চলে না—তার আবার—। এখন চিৎকারে বাড়ি ফাটছে, সঙ্গে সঙ্গে গিন্নির গলা—“আমুদ মরেছিস নাকি !”

আমোদ নিচে নেমে হাত ধুয়ে একটা গ্যাস বাটি এনে তাতে দুধটা যত্ন করে ঢেলে দিতে দিতে বললে, “আমি দাসী-বাঁদী বলেই এত ফাটাফাটি—বউ এলে !’

“ফের পোড়ামুখী—তোর কুট হবে ওলাউঠো হবে।”

“না বাছা ঘেন্না ধরিয়ে দিলি—ছিছিঃ।”

“বলুক না—অষ্টপ্রহর কুকুর-বেড়ালের মত করে, মরি না বাবুর অসুবিধে হবে বলে, রেতে যাকে দাঁড়াতে হয় তার আবার লপচপানি !”

“আমি তোকে মাথার দিব্যি দিয়ে দাঁড়াতে বলেছি—” লজ্জায় গলাটা তার নরম হল, দুধটা চুমুক দিলে, গোঁফের কাছে দুধ লেগে, বললে, “আমোদ হাতে জল দে না।”

রকে এসে আমোদ ঘটি করে জল দিতে লাগল। “ওরে আমোদ এঁটোটা পেড়ে নিস।”

“এঁটো থাক আমি ওই পাতেই খাব, তোমার নাতি আমার জন্যে একরাশ ছিবড়ে রেখেছে—দাসী-বাঁদীর জন্যে আর—”

“এই ফের ওই কথা তোর মুখে কুলকুচি করে দেবো বলে দিচ্ছি—তুই না আমার সঙ্গে ঝগড়া করলি, বলেই ত রাখতে ভুলে গেলুম”, এবার আমোদের আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললে— "ওমা কি হবে।"

"তোমার বউ এলে পাত্তে ?"

"আবার।"

অন্য কথা না কয়ে আমোদ রকের শেষে, হেঁশেল থেকে গামলায় ভাত, কাঁসিতে ডাল, বড়ার ঝাল, এনামেলের থালায় একটু চচ্চড়ি বেগুনভাজা এনে এখানে রাখলে। গোরাচাঁদ ছোট চৌকিতে বসল।

গিন্নি ওপাশে সিঁড়ির তলায় রান্নাঘরের সামনে ছোট পিঁড়ি, এক ঘটি জল, বোগনো আর কাঁসি নিয়ে বসলেন, আলো চালের তপ্ত গন্ধ খর হয়ে উঠল, তিনি বললেন, "ওরে আমুদ একটু বিচিকলার ঝালের ঝোল খাবি—"

"তুমি দাও, আমি ততক্ষণ ছোটবাবুকে জল হত্তুকী দি—"

"না পান দিবি"

"সে কি গো, তুমি না সন্নিস্যি হচ্ছ"

গোরা লজ্জায় কিছু বলতে পারল না। সে কিছুক্ষণ ধরে মোহমুদ্গর পড়ছে, ভারি ইচ্ছে সন্ন্যাসী হবে।

"দে বাপু অন্তত একটা বোঁটা দিয়েই সেজে দে, পান যদি না থাকে।"

"তোমার আদরেই তো গেল, কোন ইস্কুল পাটশালের ছেলে পান খায় শুনি ?"

"আদর আর কি বল, যদি ওর বাপ..." বলেই বাঁ হাত দিয়ে চোখে আঁচল দিলেন। ছাইমাখা পুরাতন স্যাঁতসেঁতে কথা, শ্মশানের ছায়া। কতবার প্রায় প্রত্যহই শুনেছে, "বলা যখন পেটে তার বাপ তখন ঘোড়া থেকে পড়ে মরে গেল, দেশের লোক হাহুতাশ করলে। বলাই আমার বড় হল, তিনটে পাস দিলে, শেষ পাসের খবর যেই এল সেইদিন সামান্য জ্বর, রাত না পোয়াতে সে গেল, ওই গোরা তখন দু মাসের, তার মা গেল, আমি হতভাগী সব সইতে বেঁচে রইলুম রে—শত্তুরেরও যেন এমন হয় না।"

"থাম থাম রোজ রোজ ওই কথা ভাল লাগে না তুমি থাম— এই আমোদ বল না।"

ঠাকুমার কথায় কথায় চোখে জল, কেউ কুটুম এলে গেলে তার ইস্কুল থেকে একটু ফিরতে দেরি হলে—ওরে আমার বলাই আজ বলে কান্না। সন্ধেবেলা একা একা বসে অসম্ভব আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। আমোদ এক মনে সেখানে বসে ছোটখাট সেলাই করে। প্রদীপের শিখাটা পাগলা ঢেউ-এর নৌকার মত।

আমোদ এখন বাঁ হাতটা ডান হাতের বগলের তলায় দিয়ে খাচ্ছিল। মুখ তুলে বললে, "তুমি ব্যাটাছেলে, তোমার সব কথায় সাউকিড়ি করা দরকার কি শুনি ? শোকতাপের বুক তোমার যদি হত তাহলে বুঝতে—কি বল দিদিমা, বলে, মেয়েমানুষের মন শিল থেকে নোড়া ছাড়া হলে হুহু করে ওঠে—"

"হুহু করে না অ্যাওা করে তোকে আর পাকামো করতে হবে না—"

"তুমি যাও না গিয়ে পড় না ! তোমার না আজ বাদে কাল এগজামিন"

"দেখ আমোদ বাড়াবাড়ি করিসনি বলে দিচ্ছি। খাচ্ছিস খা আমি পড়ি না পড়ি তোর কি রে পোড়ারমুখী ?" বলেই সে উঠে রাগে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল।

"হ্যাঁ আমার আর কি আমি দাসী বাঁদী..."

"ওরে তোরা কি আমাকে শান্তিতে খেতেও দিবি না"

গোরাচাঁদ সিঁড়ি থেকে বললে, মুখটা তার দেওয়ালের দিকে—"ছুতো করে যদি ছাতে যাস তো"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ভারি বয়ে গেছে—"

আমোদ যে কে এ সংসার ভুলেই গেছে, প্রায় ষোল সতেরো বছরই তার এখানে। ওর মা এ সংসারে ঝিগিরি করতে এল, আমোদ তখন ল্যাংটো ছোট মেয়ে, কোন মতে উঠনে বসে থাকত, ধুলো মাখত। তারপর মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত। খিড়কির পাশেই একটা কাঁঠাল গাছ, সে বছর বেজায় কাঁঠাল ধরেছে, গিন্নি বললেন, 'ও গিরি, খাওয়া-দাওয়ার পর গাছটা পালা দিস ত। শ্যালের জ্বালায় কাঁঠাল আর আটকান যাবে না।'

গিরি আগান বাগান থেকে কুলডাল কেটে পালা দিয়ে এসে জল খেয়ে শুলো, আর উঠল না। সেই হতে মা ছাড়া, মাই ছাড়া আমোদ গিন্নির কাছে কাছে। সুতরাং বড় মায়া, বিশেষ দরদ। এটা বামুনবাড়ি তবু আমোদ সব করে, যতটা পারে ঢাকে। যখন প্রকাশ পায় বলে— "তিনবার শিব শিব বললে, বামুনের সেবা যে কোন জাত করতে পারে গো—আর ও আর জন্মে আমার কেউ ছিল।"

আমোদ কিন্তু মাঝে মাঝে এ সংসার থেকে আলাদা করেই ভাবে। সব চাবিকাঠিই তার হাতে, ভালয় মন্দয় সে, তবু তার কোথায় বাধ বাধ ছিল। গোরাচাঁদ আমোদকে অনেকটা আপন বলে ভাবলেও একবার এক কুটুম্বর সামনে বলে ফেলেছিল—

"ও আমোদ"

"আমোদ মানে কে রা ও ?"

"আমাদের ঝি, ঝিয়ের মেয়ে !"

আমোদ সেদিন জলস্পর্শ করেনি। গোরা সারাটা দিন চোর হয়ে রইল। উপায় নেই, শুধু অপেক্ষা কখন আবার সব ভুলে আবহাওয়াটা সহজ হবে।

আমোদের সে কি কান্না, বলেছিল যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে, ভিক্ষে করে খাবে। কিছুতেই আর সে এখানে থাকবে না। গিন্নি মাথায় হাত বুলালেন, স্নেহমমতা নূতন করে বোঝাতে প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন, বললেন, "ও এ বাড়ির কে, তা ছাড়া একটা পুচকে ছেলে বেফাঁস বলে ফেলেছে— না হলে ও তোকে কত ভালবাসে বল..."

আমোদের ভারি জেদ, সে খেলে না ; কিন্তু গোরার খাবার যোগাড় করেছিল চোখে জল নিয়ে। গিন্নিও ভাত স্পর্শ করেননি।

শেষে গিন্নি বললেন, "ধন্যি মেয়ে বাপু এতকালের যত্ন আত্তি সব ভেসে গেল, বলিহারি যাই—কি পাষাণ বুক বাবা"

আমোদ আপাতত প্রমাণ করল যে সত্যই তার বুক পাষাণ নয়। সেখানে কান্নাই আছে। সেই উঠতে বসতে আমোদ গোরাকে খোঁটা দেয়, এক মুহূর্তের জন্য ভুলে না। "আমি তো দাসী-বাঁদী।"

গোরা একে চোর হয়েছিল তার উপর খোঁটায় লজ্জায় এতটুকু হয়ে যেত।

কতবার অন্ধকার সিঁড়িতে, ছাদের ঘরে যে কোন নিরিবিলিতে গোরা আমোদকে বলেছে— "আমার গা ছুঁয়ে বল অমন কথা আর বলবি না।"

আমোদ ধীরে ধীরে তার গায়ে হাত দিয়েছে। বয়স হয়েছে তার, গা-টা শিউরে উঠছে। অধৈর্য হয়ে দুভাগ হয়ে যায় কিন্তু আবার মনে মনে বলেছে সে শুধু জ্বালাবার জন্যে নয়। তার কারণ তাতে, গোরা অদ্ভুত—মানসিক অবস্থায় এলোমেলো— খর-গা-টা ছোঁয়া যাবে। আর এও সে দেখেছে, সে যখন তার গা ছোঁয় তার হাতের ছোট ছোট রোমগুলি কাঁটার মত হয়ে উঠে। আমোদ হাত বুলায় আবার বুলায়—আর মাথা নাড়িয়ে বললে বলব না। তার এলো খোঁপা খুলে একপাশে ঝড়ে পড়ে। মুখে জল আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাওয়া-দাওয়ার পর আমোদ ঘাটে বাসুন মাজতে গেল। ছাইগাদার সামনে বসে হাঁটুটা বার করে আমোদ বাসুন মাজছে। এমত সময় শুনলে—

"আমোদ একটা বালিশ দিয়ে যা"

"তোমার না এগজামিন"

"লক্ষ্মীটি দে না"

"দেখতে পাচ্ছ না বালিশ ওপাশের পেয়ারাফুলির ছাদের আলসেতে।" গোরাচাঁদ পাঁচিল থেকে সরে যাবার সময় আবার মুখ তুলে আমোদ বললে, "ওগো বাবু এখন আর শুও না, একে কড়াইয়ের ডাল খেয়েছো সন্দি হবে, গা ভার হবে।"

"সন্দি হলে তুই আছিস টোটকা দিবি।"

টোটকায় তার নাম আছে, এখানে মতি গয়লানী ছিল দুধ দুইতে আসত। চেহারাটা ছিল অসম্ভব ভয়ঙ্কর। চোখ দুটো যেন বটপাতার মত। দশ গাঁ প্রচার সে নাকি তন্ত্রমন্ত্র জানে, অষ্ট সিদ্ধাই আছে তার। মাদুল দিত, ঝাড়ফুঁক করত, আমোদ তার কাছে সব শিখেছে। লোকের ধারণা আমোদও অনেক কিছু জানে। গোরা এক দিন বলেছিল, "আমোদ তুই নাকি কামাখ্যার মন্ত্র তন্ত্র জানিস—"

"জানলে তোমার কি?"

"তারা নাকি ভ্যাড়া করে, তুই আমায় ভ্যাড়া করে দিতে পারিস?"

"তুমি তো হয়েই আছ— কাল থেকে ঘাস দোবো", বলতে বলতে তার একটা চোখ ছোট হয়ে গিয়েছিল।

গোরাচাঁদ এমনভাবে ধাক্কা খাবে তা জানত না। সে রেগে বলতে গেল, "আমি তোকে, আমি তোকে—"

আমোদিনীর বাসুন মাজা হয়েছিল। বাসুনগুলো এক হাতে তুলে, বুকের কাপড়টা আর এক হাতে সামলাতে সামলাতে এখন ওকে আর একব্যর সব ভাল করে ধুয়ে বারান্দায় গুছিয়ে রাখছে। এমন সময় গিন্নি বললেন, "আমোদ আজ শনিবার না রে, যা দিকিন্ একবার তোর সদাশিবের কাছে—যাবি?"

আমোদ দেওয়ালের গজাল থেকে ফিতে, মানে কালো শাড়ির পাড় থেকে বসা আয়না, দাঁতভাঙা চিরুনি নিয়ে বসল চুলের পাট করতে। আমোদের শরীরটা দেখলে মনে হয় ভিতরে সে হন্যে হয়ে রয়েছে, পাগল হয়ে রয়েছে। অকারণে নাসা স্ফীত হয়ে উঠে, শরীর বেড়ে যায় তার উপর এক ঢাল চুল। আর কোন সময়ই তাকে এত দেখা যায় না, বুঝাও যায় না— যে সে হয় সত্যই সুন্দরী। যতটা মনে হয় তার নিত্যকার অবেলার প্রসাধনে। সে কেমনটি গুছিয়ে বসে, বাবু হয়ে বসে। ছবির মত গুছিয়ে বসে। এক হাতে চিরুনি খেলায়, চুলগুলি সোজা পাতের হয়ে যায়, চিরুনি বেরিয়ে যাওয়া মাত্র পড়ে যায়। সে যখন চুলের গোছ ধরে মাথা ঘাড়ের উপর হেলিয়ে জট ছাড়ায়; সে যখন আবার আঁচড়ায়; অম্ল পাতা কেটে গামছা বাঁধে— সে যখন অন্যমনে পাঁচ গুচি বিনুনিকে আঙুলে দিয়ে বাঁধে, অজস্র পরিপ্রেক্ষিতকে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে লুকিয়ে ফেলে রহস্যের সৃষ্টি করে, তখন আয়নার নিম রূপালী চৌক ছায়াটা তার মুখে। গামছা সরালে, অদ্ভুত বিস্ময়কর বিশেষ ময়লা কাপড়ের উপর মাজা ঘষা একটি মুখ। চুল বাঁধা হতেই চিরুনি থেকে জট ছাড়িয়ে থু-থু করে জানলা গলিয়ে ফেলে দিতে দিতে বললে, "দেখলে দিদিমা তোমার নাতির কোন সাড়াশব্দ নেই—নির্ঘাত ঘুমুচ্ছে, পাস হবে না হাতি হবে। পাড়ার ছেলেদের পড়ার শব্দ শুনছো তো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিন্নি ঝিমোতে ঝিমোতে বললেন, "কি আর করব বাপু—তুই তো সারাদিন বলছিস—মায়ের পেটের টান—"

আমোদ এই কথাটা কখন শুনেও শোনে না ; এড়িয়ে যায়—সে সিঁড়ির রান্নার ঘরে জানলা বেয়ে আসা লম্বা হওয়া রোদের দিকে চাইল, কলসির ছায়া অদ্ভুত হয়েছে। আমোদ মাথাটা ঝাঁকানি দিয়ে কথাটা রুখলে, ভিতরে আসতে দিলে না। চিরুনি কাপড়ে মুছতে মুছতে বললে, "সদাশিবজ্যাঠাকে গিয়ে কি বলব ?"

"বলবি আমি ডেকেছি—সে আসবেও বলেছিল— মিউনিসিপালটির টাক্‌সোর কথা কইব !"

আমোদ গা ধুয়ে গামছার উপরে কাচা কাপড়টা জড়ালো এক কলসি জল এনে। একমাত্র সেমিজ, একমাত্র ডুরে কাপড়টি পরে সে আসি বলে বার হল।

পঞ্চাননতলা পেরিয়ে এক ঘেরা বিশাল ভগ্ন স্তূপ—তারপরেই একটা নূতন পিউড়ি রঙে দেওয়াল মাঝ বরাবর পাঁচিল ছেড়ে উঁচু দরজা, সবুজ রঙ করা গজালের মাথাগুলো কালো, কড়া দুটি মস্ত। হাতের চুড়ি নামিয়ে আমোদ কড়া নাড়লে।

"কে রা ?" মেয়েছেলের গলা এল।

"আমি আমুদ জ্যেঠিমা।"

"ও আমুদ, ঠেলে খোল—"

ঠেলা দিতে দরজাটা খুলে গেল, এক ধাপ নেমেই বাগান। এক অজস্র গাঁদা, টবে দুয়েকটা চন্দ্রমল্লিকা। ডান পাশে লাউমাচা, লঙ্কা, একটু পালং—ক্বচিৎ পেঁয়াজের কলি। মধ্যে টালি দেওয়া রাস্তা, তারপর লাল রক। পর পর দুটি ঘর। একপাশে সিঁড়ি, এখানেও আর একটা দরজা অন্দরে যাবার। কাঁকে শতচ্ছিন্ন কাপড় পরে একজন এয়ো মেয়েছেলে, কাঁকে তার ছেলে। বললেন, "আয় আয়, খবর কি ?"

আমোদ পায়ের ধুলো নিতেই জ্যেঠিমা চিবুক ধরে আদর করে বললেন, "থাক বাছা ঢের হয়েছে, আহা কি লক্ষ্মী মেয়ে—তারপর কি খবর রে তোদের ?"

"ভাল—হ্যাঁ জ্যেঠিমা জ্যাঠামশাই বাড়ি ফিরেছেন ?" বলে হাত দুটি বাড়িয়ে দিলে।

জ্যেঠিমা কাঁকের ছেলেটির আঁচল দিয়ে নাক মুছিয়ে ওর কোলে দিলেন। আমোদ তাকে কোলে করে বললে, "জ্যাঠামশাইকে খবর দি তারপর বলছি।"

আমোদ এবং জ্যেঠিমা এ ঘরে এলেন। একপাশে হ্যাফ বোম্বাই খাট, তাতে সদাশিব শুয়ে 'লীলাপ্রসঙ্গ' পড়ছিলেন, চোখে নিকেলের চশমা। মশারিটা কালো হয়ে ছত্রীতে আটকানো, দেওয়ালে অজস্র ক্যালেন্ডার, জ্যেঠির করা কার্পেটের কাজ 'ল্যভ ইজ এক্কর অফ লাইফ'। জ্যেঠি তাকে মানে বলে দিয়েছে। বুঝিয়ে দিয়েছে। একটা বন্ধ হওয়া ঘড়ি, রকমারি আসবাব। দেওয়াল-তাকে কাঁচের কাপ ডিশ গেলাস, ওষুধের শিশি বোতল। সদাশিব চোখটা সরিয়ে বললে, "কি রে ছুঁড়ি কি খবর— এখন বিকেল হয়নি এর মধ্যে গটরা মারতে বেরিয়েছিস ?"

আমোদ বললে, "মাথাটা তুলুন।" সদাশিব বালিশ থেকে মাথাটা একটু তুলতেই আমোদ পায়ের ধুলো নিলে। জ্যেঠিমা বললেন, "ও তেমন মেয়ে নয় গো— ওর জন্যেই তো অমন পেঁচোয় পাওয়া সংসারটা টিকে আছে গো, কি বা বয়েস ! কি পয়মন্ত মেয়ে—কিছু নেই দুটো ডুমুর পেড়ে আনলে, কলমি টানলে…যে ঘরেই যাবে তাদের বোলবোলাও হবে…"

আমোদের নিজের প্রশংসা শুনে গলা ভিজে গেল। একটু ন্যাকা গলায় বললে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"দিদিমা আপনাকে ডেকেছেন—মিউনিসিপালটি..."

"দ্যোৎ, তোর দিদিমা এবার মাথায় কাপড় বাঁধবে বুঝলি ! পাগল, বুঝলে গ্যাঁচার মা !"

গ্যাঁচার মা অর্থাৎ জ্যেঠিমা বললেন— "কেন গা—"

"আর বলে কে" বলে একটিপ র নস্যি নিতেই চোখে জল এল, একটু সমঝে নিয়ে বললে, "আরে ছোঃ ছোঃ বুড়ি বলে কি না ছোঁড়ার বিয়ে দেবে—বুঝলে—হা হা হা—"

প্রচুর হা হা তে বিয়ে কথাটা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বিয়ে কথাটার মানে আমোদ ততটা বুঝতে পারলেও পারেনি।

জ্যেঠিমা বললেন— "ওমা সে কি গো !"

এবার লেপ ছেড়ে উঠে বসে কাপড় গোছ করে লীলাপ্রসঙ্গের মধ্যে চশমাটা রেখে বললেন, "ওই দ্যাকো, হ্যাঁ হ্যাঁ বুড়ি বলে রখো ভটচাজ ব্যাটা সিঁদেল চোর আজকাল পণ্ডিত হয়েছে, অষ্টপ্রহর পাঁজি খড়ি হাতে পাড়ার বুড়িদের রামায়ণ পড়েড় শোনায়, সেই শালা ব্যাটার ছেলে বলেছে কি না আসছে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে যদি বিয়ে না দাও তো অমঙ্গল হবে—ওরে আমার জ্যোতিষ গণৎকার—ব্যাটা তুই কবে জেলে যাবি বল— বল শালা গলা আস্তে করে সাধারণ করে বলেছে কোন গ্রহ নাকি কুপিত...আচ্ছা দেখেছ কাণ্ড—বুড়ি তাকে (সপাঁচ আনা) দিয়েছে হা হা হা..." করে তুমুল হেসে উঠে নিজের ছেলেটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

"তা যাই বল বাপু বুড়ির কি দোষ, কি শোক-তাপটাই না পেয়েছে—তার ভয় হবে না, কি বল আমোদ ?"

আমোদ এই কথাবার্তা নিয়ে ভাবতে ঠিক সাহস করছিল না, তবু তার মনটা যেমন ঘা খেয়েছে সে তার কাঁচের চুড়ির দিকে নজর রেখে এক হাত দিয়ে ঘোরাতে লাগল। এগুলো বোম্বাই বেঁকি-বেদানা রঙের চুড়ি। জ্যাঠামশাই বললেন— "ভয় পাওয়ার একটা রঙচঙ আছে— ই কি কান গেছে তো কান গেছে—দোৎ," তা ছাড়া হাত ঘুরিয়ে বললেন, "ওইটুকু ছোঁড়া হাপ টিকিটের ছোঁড়া, শালা হাতে টিপসই পর্যন্ত জানে না, তাকে ঝুলিয়ে দিলেই হল ? তুমি তো গঙ্গাবিগেপার (গঙ্গার দিকে পা) তোমার আর কি ?—তাছাড়া কোন ভদ্রলোক ওকে মেয়ে দেবে বল, কানা খোঁড়াও দেবে না কেউ। ...হ্যাঁ যার সাতকুলে কেউ নেই পরের বোঝা—কিংবা লষ্টদুষ্টুর মেয়ে পাবে—দুৎদুর ভদ্রলোক শুনলে ঝাঁটা মারবে। সাধারণ গলায় বললেন, "গ্যাঁচার মা বল আমোদের চেহারা বেড়ে না গো—"

"ও কি হচ্ছে বলত এত বয়স হল—সবাই থাকলে আজ ১১ ছেলের বাপ হয়ে থাকতে—"

"তা বটে", এবার মহা আহ্লাদে ছেলেকে আদর করতে লাগলেন। এবার আবার কণ্ঠস্বর ফিরে এল, "হ্যাঁ কি বলছিলুম, হ্যাঁ বুঝতুম যদি রুধির কিছু থাকত—"

"একটা ঘর তো।"

"আরে রাখো, তোমার ঘর, ওই আমাদের বংশের বিরাট ভগ্নস্তূপ, আমি গোডাউন ক্লার্ক !" বলে সেই ভাঙা স্তূপের দিকে আঙুল দেখাল। "বুঝলে গ্যাঁচারমা রুধির রুধির—, সকাল ৭/৫৩ ধরতে হলে চেহারাও বেরিয়ে যাবে— শালা ঘাস জুটে না তার চুনি ভূষি—নিমাই-এর বাপ আজও বেঁচে তবু তো এখন তখন যতীন আর কতদিন ? যেদিন চোখ বুজোবে সেইদিন নোটিস পাবে— দিয়েছে থাকতে জ্ঞান ভোগ করতে। কারণ যতীনের বাপকে দেখতে গিয়েই ডাক্তার, ছোঁড়ার ঠাকুরদা ঘোড়া থেকে পড়ে মারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যান—না হলে, এ ভোগ আর কদিন। যতীন আর কদিন বল ?”

সদাশিব যা যা বলেছিল সে কথা সকলেই জানে। তবু একই গল্প এক এক নূতন হয়ে উঠে; তার অর্থ অন্যরূপ হয়, সাধারণ তেলা গল্পটা এখন এই সূত্রে অর্থব্যঞ্জক হয়ে দাঁড়াল। জ্যেঠিমার মনে হয়েছিল, এবং কিছু অংশে আমোদেরও মনে হয়েছিল দিদিমা পাগল। এছাড়া কিই বা ভদ্রভাবে ভাবা যায়, মানুষটাকে এরা স্পষ্টত দেখতে পেলে।

“ওরে ছুঁড়ি তুই এগো।” বলে ছেলেটিকে তার মার কোলে দিলেন।

“তাহলে যাই জ্যেঠিমা” আমোদের সমস্ত মনটা এখন মাথায় এসে ঠেকেছিল, একবার শুধু এতবড় গল্পে পা বদল করে অন্য পায়ে শরীরের ভারটা রেখেছিল।

“সে কি রে বসবিনি ; এই এলি— কেন, কিসের এত তাড়া—এ বেলার রান্না তো সেরেছিস ?—কি রাঁদলি বল সকালে ?”

এ সব প্রশ্ন এখন, অযথা অসোয়াস্তির সঞ্চার করছিল তার মনে হচ্ছিল, তার যেন হাড় নেই, তার যেন মাংস নেই, সে যেন খানিক ধোঁয়াটে। এ কথায় সে শুধু বলেছিল, “হুঁ—রুটি করব।”

জ্যেঠিমার কোলে ছেলেটি অসম্ভব কেসে উঠল। মুখ তার লাল, তিনি স্নেহভরে অত্যন্ত কাতর হয়ে তার বুকটায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, “দেখছিস তো মা, কি কাসির দাপট, বেশ আছে হঠাৎ এমনধারা হয়, কত হল কিছুতেই যাচ্ছে না, তুই তো কত জানিস একটা কিছু দে না টোটকা-টুটকি—পয়সা দেবো” বলেই একটা আনি এনে দাঁড়িয়ে আনিটা এগিয়ে দিল।

আমোদ অতি সন্তর্পণে আপনার খোঁপার আলগা কাঁটা গুঁজে দিতে দিতে বললে, “কাল এসে দেবো।”

“তাহলে বসবিনি তবে আয়, কাল আনিস কিন্তু।”

“আচ্ছা” বলে সে রক থেকে নামল। বাগান পার হবার সময়, বেড়া উঁচিয়ে ঝামরে পড়া গাঁদা গাছের কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে— আস্তে আস্তে শুঁকতে লাগল। তার গা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সদর দরজার ধাপে উঠতে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট, সঙ্গে সঙ্গে জ্যেঠাইমা বললেন, “ওমা ষাট-ষাট, হ্যাঁ বাবা খুব লেগেছে ?”

“না জ্যেঠিমা।” কণ্ঠস্বর এখন ভদ্র। এখানে দাঁড়িয়ে পা-টায় হাত বুলাতে গিয়ে আঁচলটা তার পড়ে গেল। হাতের গাঁদাপাতা সেখানে ঘষে দিলে। আঁচল তুলে কাপড় ঠিক দিয়ে এবার সে বার হয়ে সদর দরজা ভেজিয়ে দিলে। দরজার সামনে এমন সময় শুনলে “ওরে রাস্তাঘাট দেখে শুনে যাস শেষে অঘটন না হয় তা হলে বিয়ে হবে না।”

এখন আমোদের কোন জোর নেই, খোঁপাটার আবার যত্ন করল। ইদানীং কথাগুলো তাকে একটু কষ্ট দিল। তার জীবনে দিন ছিল রাত্র ছিল কিন্তু দুঃখ কোথায় ছিল ! কেমন বুকটায় পাখির ডানা ঝাপটাতে লাগল। নিজের বেদনার মুখোমুখি দাঁড়াতে তার কোন জোর ছিল না। দু'পাশে অতি প্রাচীন কালো রাস্তা, এর মধ্যে ভগ্নস্তূপের উপর যেখানে সেখানে কুয়াশা নামছে, সামনের সজনে গাছে ফুল ধরছে, সেখানে কিছু মৌমাছি বনবন করছে। বুনো মিষ্টি আসন্ন সন্ধ্যার গন্ধ শরীরটাকে এখন মানুষের মত করে রেখেছিল। কান্নাটা তার যদি আসত সে তাহলে বেঁচে যেত। এ অভিমান সেটুকু সুযোগ দিলে না, কাঠ হয়ে রইল। এমন সময় তার কপালের কাঁচপোকার টিপ খসে পড়ল। টিপটার ময়ূরপাখা রঙটার দিকে চাইলে, তারপর সে টিপটার উপরে সজোরে এক লাথি মারল। সে নেমে খানিক এগিয়ে গেছে। আবার ফিরে এসে টিপটা তুললে। ধূলাটা হাত দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝাড়ল, আঁচল দিয়ে মুছে আঁচলে বাঁধল।

আরও খানিক পথ এসে সে এবার তিক্ত হয়ে উঠল, গা-টা তার রিমরিম করতে লাগল। সহজ অধিকার নিয়ে যে মানুষ বাঁচে, যার পায়ে পা দিলে লাগে তার মত ভাবল, বুড়িটা আমার সঙ্গে চালাকি খেললে ?

সমস্ত স্মৃতি তার ধসে গেল ; অনেক দূরে সে চলে গেছে— এখন যেন শত্রুপক্ষ ! দিদিমাকে বুড়ি ভাববার মত মন তার কখনও হয়নি কারণ তারা দু'জনে একটি মানুষকে নিয়ে ছিল।

ক্ষোভে তার ভিতরটা পুড়ছিল। এই শীতে তার ঘাম এল কপালে। শুধু মনে হচ্ছে 'আমাকে বললে মিউনিসিপালটির ট্যাকসো। তঞ্চকতার একটা সীমা আছে।' বড় অভিমান এখন দুর্ধর্ষ ক্রোধে পরিণত হল।

পাশ দিয়ে লোক সাইকেল সবকিছু গেছে কিন্তু সত্যি তার চোখে পড়েনি। মনে হয় পা সে বেসামাল ফেলছে। সারাক্ষণ গিন্নির কথা তাকে কাঁটা মারছে···এমন ভাবলে কি ভয়ঙ্কর নীচ ছ্যাঁচড়া ছোটলোক। এখন সে রাসতলায় এসে পড়েছে। সামনেই লাহাদের পুকুরের পাশ দিয়েই রাস্তার শেষে তাদের বাড়ি।

ঘাটে দু-একজন, আমোদ পা-টা ডুবিয়ে দিলে পুকুরে শীতলতা, তার বুক পর্যন্ত শীতল করে দিয়েছিল, সে মাথা তুলে সন্ধ্যার কালো পুকুরটার দিকে চেয়ে দেখলে। অবাক হয়েই দেখলে, বোধ হয় ভেবেছিল যার কেউ নেই তার ডুবে মরা উচিত।

কেউ নেই কথাটা সে ভেবেছিল। তলাকার ঠোঁট সে চেপে ধরল। দুরন্ত অভিমান চোখে ঠেলে জল হয়ে আসছিল। ভাঙা বালি খসা ইটের দেওয়ালের পাশে একটু দাঁড়াল, ভুলোর বাচ্চা মেদো কুকুরটা ন্যাজ নাড়তে লাগল। সে তাকিয়ে চোখ মুছে খিড়কির দরজা ঠেললে। কুকুরটা পাশেই, আমোদ বললে, "মরণ দূর হ।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠে বালতি থেকে জল নিয়ে পা ধুয়ে গামছাটা দিয়ে পা মুছে ভিতরে এল। গিন্নি মালা জপছিলেন। তার উদ্দেশে বললেন—"আসছে জ্যাঠা" বলেই সে চলে যাচ্ছিল দোতলায়, তার ধর্মক্রিয়া দেখে তার গা আরও জ্বলে গেল—তঞ্চক—আবার মালা গোনা হচ্ছে··· !

দিদিমা গোবিন্দ গোবিন্দ বলে বললেন, "ওরে আমোদ।"

এমন সময় উপর থেকে গোরাচাঁদ হাঁকলে, "ঠাক্‌মা আমোদ এসেছে ?" বুঝা গেল তার কান খাড়া হয়ে আছে, তারপর বললে, "এক গেলাস জল দিতে বল না আর লণ্ঠনটা দিয়ে যাক।"

"যা গোরাকে জল দিয়ে আয় তারপর ধুনো গঙ্গাজল দে—"

আমোদ গেলাস নিলে, জল গড়ালে, সব কাজেই তার যেন একটু বেশি শব্দ হচ্ছে আজ। গিন্নি মালা জপতে জপতে চোখ একটু খুলে ঝাপসা দেখলেন আমোদকে।

আমোদ জলটা রেখেই চলে আসছিল, হঠাৎ গোরা বললে, "কি রে এত রাগ কেন ? খিদে পেয়েছে বুঝি—আহা···"

আমোদ কোন উত্তর দিলে না ওর দিকে চাইলে না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে কাপড় ছেড়ে গামছাটা পরে তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে এল, ঠাকুরের জায়গা— প্রদীপ দিয়ে শাঁখ বাজালে, দীপ দিয়ে ধূপ লণ্ঠন জ্বাললে তারপর ধুনুচিটা নিয়ে দুটি ঘরে দেখিয়ে লণ্ঠনটি নিয়ে উপরে তক্তপোশে বসিয়ে দিলে, ঘরে ঘরে ধুনো দেখিয়ে চলে গেল।

গোরা চোখ ফিরিয়ে বললে, "হ্যাঁরে তোর ঠাণ্ডা লাগে না ? বাবা কি শীত রে, শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গায়ে কি করে ঘুরছিস ?”

সত্যিই আজ মোটে তার ঠাণ্ডা লাগছিল না। শুধু গামছায় সে আছে এ কথা তার মনে হচ্ছিল না। সে নিচে নেমে এসে গোয়ালে খড় আগুন দিয়ে চুপ করে দাঁড়াল, তার ছেঁড়া ময়লা কাপড়খানি—আর শতচ্ছিন্ন সেমিজটা পরল।

“ওরে সদাশিব আসবে চায়ের যোগাড় কর।”

কলের পুতুলের থেকেও আমোদ অন্য কিছু। শুধু মনে হচ্ছিল সে নিজেকে সামলাচ্ছে—সে যেন কখন হঠাৎ করে ফেটে পড়তে পারে। এ পাশের কুলুঙ্গি থেকে একটা জাপানী কাপ-প্লেট বার করে ধুয়ে এনে ময়দা মাখতে বসল। রাতে এ বাড়িতে ময়দাই হয়।

“ওরে আমোদ আমার কাছে আয়, ময়দা এখানে বসে মাখ, দেখ…”

বলার সঙ্গে আমোদের গা-টায় বিদ্যুৎ খেলে গেল।

“তোকে তখন ট্যাকসো বলেছিলুম ওটা বাজে কথা, বলিনি কেন জানিস তুই সব কথাই ওকে বলিস, যদি এ কথাটা বলে দিস তাই”, বলে আস্তে আস্তে সব বললেন। আমোদ চুপ, ময়দায় জল ঢেলে ময়দা ছাড়াতে লাগল। ময়ানের পাট নেই এখানে।

“বল তোর কি মত”, আবার মালা ঘুরতে লাগল। আগেকার কথাটায় যুক্তি আছে, তবু তার মন বেঁকে বসেছে। সেও খলের মত ভাবলে, “এখন তো তাই বলতেই হবে। সব কথা তো জানা যাবেই তাই।” এতক্ষণ বাদে তার একটি দীর্ঘশ্বাস কেঁপে কেঁপে পড়ল। অল্প ময়দা উড়ে গেল। গিন্নি ওর দিকে আবার চাইলেন। আমোদের জিবটা জড়িয়ে গিয়েছিল তবু কোনমতে বললে, “আমার আবার কি মত।”

“নারে ভাল করে বোঝ, ভটচাজ বললে, আমার যদি বাপু সত্যিই জিজ্ঞেস করিস তো আমি বলব, যে ছোঁড়া এখন কাপড় পৈতে সামাল দিতে পারে না তার আবার বিয়ে কিন্তু ধর আমোদ আখেরে কখনও যদি সত্যিই সন্নিসি মন্নিসি…”

আমোদ আর পারলে না, তেতো করে বললে, “আহা বাজে কথা বল কেন আমি আছি।” কথাটা নিজের কানে যেতেই চোখ তার বড় হল, ভ্রূ কুঁচকলো সত্বর বললে, “তুমি আছ” বলে আরও তেতো আরও সহজ করে বললে, “সন্নিসি না হাতি রাত-বেরাত দাঁড়াতে হয় তিনি হবেন সন্ন্যাসী মরি…” কথাটার মধ্যে বক্রভাবে বিষ ছিল।

হঠাৎ গিন্নির গায়ে কেমন কম্পন হল, তারপর আধখোলা চোখে, যে কথা বলতে মুখ ফুটে চাইছিলেন না সেই কথাই বলতে হল “…ধর যতি অন্য কিছু হয়”, বলে চোখ মুছলেন।

আমোদ একথায় অন্যরূপ হয়ে গেল। এক নাকের নিঃশ্বাস আর এক নাকে বইল। তালুটায় যেন কুয়াশা ঢুকছে—হিম। সে বড় বড় চোখে দিদিমার দিকে কাতরভাবে চাইল। ল্যাম্পোর আলোটা তার চোখে মুখে তলা থেকে পড়ে রহস্যময় করেছে। একটা ছোট লড়াই বা না হ্যাঁ কিছু হল না, বললে, “তাহলে কর।”

এটাই আমোদের মন।

ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক করে বললেন, কথাটা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল, “ভটচাজ বলেছে পর-কপালে কল্লে রুখে যাবে—” আবার কম্পন “তার জোরে দীর্ঘ পরমায়ু হবে।” চোখের জল মুখে গড়াচ্ছে।

আমোদের কানে এখন আর এসব যাচ্ছিল না, সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শুধু বলছে না না মত দিইনি…“ও আমি এমনি বলেছি” বেশ করেছি “বল্লেই হয় না…”

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সদাশিব জ্যাঠা হাঁকলেন—“ওরে আমোদ।” আমোদ বারান্দার শেষের দরজা খুলে দিলে যেদিকে রাস্তা।

সদাশিব জ্যাঠার উলের টুপি থেকে মুখটা বার হয়ে আছে, এসে ঢুকলেন, “উঃ কি ঠাণ্ডারে—লাহাদের পুকুরটাই কাল হয়েছে। বল মাসিমা আছ কেমন হে হে...”

আটা মাখতে মাখতে শুনছিল হঠাৎ গিন্নি বললে, “তুই একটু যা তো আমোদ।”

আমোদ আর অপমানিত হল না, ভ্রূক্ষেপ না করেই উঠে হাতটা ধুয়ে কাপড়ে মুছতে মুছতে দোতলার সিঁড়িতে উঠল। সেখান থেকে গোরার পড়ার শব্দ আর একতলার ফিসফিস, মাঝে মাঝে সদাশিব জ্যাঠার গলার এক আধটা কথা এখানে আসছিল— যেমন দ্যোৎ পাগলা কে দেবে নষ্টটষ্ট, সারমর্ম বুঝে নিতে পারছিল খুশিতে বুকের মদ্দিখানে তার ঘাম।

“গোবিন্দ বল, গোবিন্দ বল এসো আর একদিন—ও আমোদ দরজাটা বন্ধ কর বাছা।”

এতদিন বাদে লক্ষ হল গিন্নি তাকে কখনও মা বলে না বাছাই বলে। এটাতে তার আরও অভিমান হল, তাকে দাসী বাঁদী যদি নাই ভাবত তাহলে সত্যিই তাকে ‘মা’ বলত। ক্রমশ তার কাছে এ বাড়ির ব্যবহারটা অবাক করলে। সে এসে দরজা দিয়ে রুটি বেলতে বসল। কোন কথা বললে না।

গোরাচাঁদ বুঝেছিল আমোদ আর তেমন নেই। গোরাচাঁদের মন পুরাণ উদ্ভট কল্পনাবিলাসী। কেন মৃত্যু হয়, তেমন কেন লোক গম্ভীর হয়ে গেল, তাল বুঝে নিতে ঠিক পারে না। যদি এর মানে-বই কিনতে পাওয়া যেত তাহলে কারুর কাছে সে চেষ্টা চরিত্তির করত। সে অবাক হয়ে আমোদকে দেখে হাঁ করে ছেলেমানুষের মত চেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে মুখে তার জ্যামিতির ইনানসুয়েশ্যন বলে আর চেয়ে থাকে। সে বহু বার পাশ থেকে বিবস্ত্র আমোদকে দেখেছে। তার সুন্দর সুঠাম অদ্ভুত সুকুমার দেহ দেখেছে— পিছনে এক ঢাল চুল, চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এমন কত বার বার হয়েছে, সিঁড়ি উঠতে উঠতে হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে দেখে নিচে, বিরাট দেহের পিছনের অংশ পিঠে হাতের শেষে নেবুর কোয়ার মত পেশী, চমৎকার লম্বা ঘাড় সেখানে রোঁয়া পাক দেওয়া চুল কাঁধে নেমে এসেছে বেঁকে ছোট হাড়ে এসে শেষ সুন্দর পদদ্বয় উপর, গুরুনিতম্ব। ধনুকের মত বেঁকে উঠে গেছে মেরুদণ্ডের সোঁতা। বস্ত্রহরণে এমন ছবি সে দেখেছে, এই উলঙ্গ দেহটা যেন নগ্নতার আড়াল আবরণ, তবু পলকে দেখে- সে চোখ ফিরিয়েছে। ছ্যাঁচড়া কাপুরুষতা বলেই তার মনে হয়েছে, অবাক সে হয়নি। কতবার বলেছে পোড়ারমুখী ধিংধিং করে কাপড় ছাড়িস কেন।

ঘুমে, স্নানে, প্রসাধনে, এবং সমস্ত খুঁটিনাটিতে দেখেছে কখনও অবাক হয়নি, মনে হয়েছে ও তো আমোদ আবার কে। ঠাকুমাকে আমোদের কথা সে জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি সদুত্তর দিতে পারেননি। একদিন হঠাৎ গোরা তাকে ধরল— “আমোদ শোন, তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস না কেন। তোর কি হয়েছে রে।”

আমোদের চোখে জল এল না, অভিমান তার মধ্যে পাথর হয়ে বসেছিল, আকাশ হয়েছিল। কোন উত্তরও সে দেয়নি।

গোরা তাকে খুশি করবার জন্যে বললে, “বুঝেছি তুই পেট ভরে খেতে পাস না, আমি তো তোর জন্য সব ভাত মানে যা অনেকটা রেখে দি।”

আমোদ বেদনাভরা মুখে একটু হাসল, অনেক দিন পর এইটুকুই সে হাসল। কিশোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তীর্ণ বালকের দিকে তাকালে, ফরসা সুন্দর মুখটা সে অনেকদিন পর দেখল। তবু ভিতরে অবোধ ঘৃণাটা এখন ছিল। সে চলে যেতে পারত কিন্তু না গিয়ে পাঁচিলের উপর সোজা হাত রেখে দাঁড়াল, চুল সে আজকাল বাঁধেই না। শোবার সময় ইচ্ছে হলে দড়ি জড়ায়। চুল তার হাওয়ায় উড়ছে, মুখটা তার শক্ত।

"বুঝেছি বুঝেছি" বলেই উল্লসিত হয়ে উঠে বললে, ঢোক গিলে বললে, "তোর বর বোধ হয় চিঠি দেয়নি না রে।"

কি যেন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল শরীরে, তার ঝাঁকুনি লাগল তবুও কাঠ হয়ে বললে, "তাই বোধ হয়।"

"আমি লিখে দেব, তোর বরকে। বেয়ারিং চিঠি কর নিশ্চয় পাবে—"

"দেখ ছোটবাবু সব সময় ইয়ার্কি ফাজলামি ভাল লাগে না"—কথাটা অত্যন্ত বুনোভাবে বলা হল।

গোরা বোকা বনে গিয়ে নিজের নখ কাটতে লাগল, তারপর ফিরে এসে বললে, "তুই মনমরা হয়ে আছিস বলেই জিজ্ঞেস করলাম।"

"আমি থাকি না থাকি তোমার কি এল গেল, আমরা দাসী-বাঁদী আমার জন্যে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন" বলে চলে যাচ্ছিল।

গোরা ছোট হয়ে গিয়েছিল মাথা তুলে বললে, "আমোদ।" বড় আর্ত সেই ডাক। আমোদ যেন অনেক দূর থেকে উঠে যেই দাঁড়াল এদিকের চুল গলা দিয়ে আর একদিকে, সে পাশে দাঁড়াল কিন্তু এখন গা ছোঁয়নি, বললে, "ছোটবাবু আমি আর বলব না—" তার চোখে জল এল।

অন্ধকার হয়েছে। গোরা এবার তার ডান হাতটা উঁচু করল আমোদ হাত বুলোতে বুলোতে—"হ্যা গো ছোটবাবু আমায় কোথাও নিয়ে যেতে পারো?" আকাশের দিকে চেয়ে সে বললে।

"আমোদ আমি আর একটু বড় হই তুই যেখানে যেতে চাইবি নিয়ে যাবো..."

আমোদ এখন তার গায়ে হাত বুলোচ্ছে। তার চুল উড়ে এসে গোরার ঘাড়ে পড়ল, সে সরিয়ে দিয়ে বললে, "হ্যাঁরে কেন যেতে চাস?"

আমোদ বড় ধরা পড়ে গেল কিন্তু স্থিরভাবে বললে, "তুমি কেন সন্ন্যাসী হতে চাও..."

গোরা আমোদের সঙ্গে কথায় পারে না। আজও পারলে না তার সত্য কথাটা জানতে।

ইতিমধ্যে নিচ থেকে ডাক এল, "ও আমোদ, গরুগুনো যে খড়ের জন্যে ছটফট করছে—ধুনো গঙ্গাজল দিতে হবে না?"

আমোদ বাঁচল। কিন্তু গোরাচাঁদ ভাবনার মধ্যে পড়ল। আমোদকে সে আমোদ ছাড়া আর কিছু কখনও ভাবেনি, তার মন আছে অনুভব আছে এটাও সে ভাববার আদল তার নেই। সে শুধু কপাল কুঁচকে ঠাওর করতে চেষ্টা করলে, অন্ধকার রাতের পথচারী তবু বিপদকে নানা কায়াতে দেখে, এ ছেলেটি তাও পারলে না। বেশি ভাবতে গেলেই "হয় শকুন্তলার পতিগৃহে, নয় কান্ট্রি ক্রিকেট ম্যাচ, লেট এ প্লাস বি হোল স্কয়ার, জনমোর In 1976." এইসব কথাই ভেসে উঠে। শীতকে গোরার শীত বলে লাগছিল, বুকে হাত দুটি কোনাকুনি করে দিয়ে ঘুরতে লাগল। এখন তার ভয় হয়নি এটাই আশ্চর্য।

ভদ্রলোক দু-চারজন সবাই একই জবাব দিয়েছে। এখন একমাত্র রখো ভটচাজ সম্বন্ধের পর সম্বন্ধ আনছে। শেষে একটি সম্বন্ধ গিন্নির চোখের ঘুম ছিনিয়ে নিলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটির বাপ নেই, আরামবাগে মামারবাড়ি থাকে, ৬ বিঘে জমি, কামারকুণ্ডের কাছে বাড়ি, তাছাড়া কলকাতায় একটা বাড়ির ছোট অংশ। ১৫ ভরি গহনা, ছেলের ঘড়ি, ঘড়ির চেন দেবে। গোরার সাইকেলের প্রতি লোভ আছে। তবু এ ক্ষেত্রে এত দেবে সেখানে আর সে কথা গিন্নি পড়েননি। বলেছিলেন সদাশিবকে খোঁজখবর করতে। সদাশিব বললে সব ঠিক কথা। আহ্লাদে গিন্নির লোল চামড়া বেশি দোলে, বললেন "ওরে আমোদ ঠাকুর গোবিন্দ মুখ তুলে চাইলেন, গোরার দীর্ঘ পরমায়ু হবে আমাদের আর—তোর কি হয়েছে রে, তুই আর মুখ তুলিস না, আমি না গোরা, কারুর সঙ্গে কথা বলিস না। তুই যেন আরও কালো হয়ে গেছিস।" আহ্লাদে তাকে কাছে টানলেন।

সে যে কেন এখানে আছে তা বুঝতেই পারে না। নিজেকে সে কিছু বুঝতে পারে না, ভয়ও হয় যথেষ্ট। কাজের পর কাজ করে যায়। সকালে দুধ দোয়া থেকে আরম্ভ করে যোগান দেওয়া থেকে—সব কাজই করে—আজকাল সে লক্ষ করে তার মাথায় কেমন যন্ত্রণা হচ্ছে।

ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান আর মেয়ে দেখা আশীর্বাদ একসঙ্গে সারবেন, গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন বলেই যাবেন, গোরা জানতে পারবে না।

আমোদ সব কথা শুনেছিল। সারারাত ঘুমোয়নি, সকালে ছড়া গঙ্গাজল, দুধ দোয়া। জাব একটু গরম করে দেয়, এই হিম জিনিস গরুগুলো মুখে দিতে পারে না। কাপড় ছেড়ে যোগান দিতে গেল।

গোবিন্দ বাঁড়ুয্যের বউ ছেঁড়া গামছা পরে বারান্দা ধুচ্ছিলেন।

"দুধ।"

"আয়রে আমোদ।"

ও পাশে আমোদ দুধ দিচ্ছে এ পাশে মধ্যবয়সী মোটা গতর নিয়ে বারান্দা মুছছেন। আদ-ভাঙা গির্জের ঘণ্টা হয়, মুখ তুলে বললেন— "হ্যাঁ রা—তোকে এমন এলো দেখি কেন ?"

হাসল।

"তুই যেন কেমন হয়ে গেছিস।"

"সংসারে যার কেউ নেই, তার আবার কি..."

বাঁড়ুয্যে-গিন্নি গোল হয়ে পশুর মত ঘুরছিলেন। শুনতে পেলেন না, বললেন, "গিন্নির সঙ্গে কি কথা কাটাকাটি হয় ? তোর মত মেয়ে পেলে লোকে বত্তে যেত। যাচ্ছিস..."

রক দিয়ে ডিঙি মেরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এ বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়ি।

আমোদের নিজেকেই অসম্ভব ভারী বলে বোধ হচ্ছিল। গোরাও লক্ষ করেছে আমোদ সেইদিন ছাদের ঘটনার পর তার দিকে অদ্ভুত ভৌতিক ভাবে চেয়ে থাকে। চাহনিটা শূন্যতাকে ভেদ করে আসে। কখনও বা সিঁড়ির উপর থেকে, কখনও রক থেকে, কভুবা বারান্দা থেকে—ঘরে সে যখন বসে থাকে, অন্যের চোখের আড়াল থেকে, বিশেষত অন্ধকার থেকে।

যখন অন্ধকার থেকে সে চেয়ে থাকে তখন অসম্ভব ; যদি গোরা সাবালক হত বুঝতে পারত, এ আমোদ আর এক অতীব দুর্ধর্ষ বলেই মনে হত। যাকে মনে হত 'ও তো আমোদ' এখন আর সে কথা মনে হত না...সে যেন বা ভয়ঙ্কর একটি চুম্বকের ধারালো অস্ত্র। তীক্ষ্ণ, কুটিল, ক্ষুরধার, ক্রমাগত টানছে। গোরার চোখে চোখ পড়তেই সে চকিতে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। কখনওবা নিতই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোরার মন কেমন করে খানিক অন্যমন। আবার সে খেতে খেতে বলতে লাগল,—শুধু বললে—"ওরে আমোদ আমায় একটু"—বলে চুপ করে গেল, কি যে চাইবে সে এটা ওটা ভাবতে লাগল। বললে— "নারে কিছু চাই না।"

আমোদ এসে বললে— "ছোটবাবু আমায় ডাকছ ?"

"হ্যাঁ, এ বেটা নাপিত যদি আবার আসে ঠাক্‌মা..."

ঠাক্‌মা এই শীতে গামছাটি পরে হি হি করে কাঁপতে লাগলেন—সারাগায়ে জল। ইশারায় আমোদকে বললেন—কাপড় দিতে। মাঝে মাঝে তাঁর হাঁফ ধরে—গোরা রূঢ় ভাবে বললে—"আমোদ দেবে না।" অবশ্য আমোদ কাপড়টা আলগোছে দিলে। উল্টোদিকে মুখ ফিরে গিন্নি কাপড় ছাড়ছিলেন, লোলদেহ শীতে কম্পিত আর নাতির গজরানো শুনছিলেন।

"ফের যদি এসব বদমাইস বাড়িতে আসে তো দেখবে মজা...আমি লাথাতে লাথাতে বার করে দেবো।"

লাথাতে কথাটা বলে নিজেই লজ্জিত হল, গোঁ হয়ে রইল। ইতিমধ্যে ঠাকুমা মুখের ইশারায়, দু ঝলক মুখ ঝাঁকুনি দিয়ে আমোদকে জিজ্ঞাসা করলেন— "কে সব ? ব্যাপার কি ?"

আমোদ তাঁর দিকে বোকার মত চাইল, আবার মুখ ফিরিয়ে নিলে, উত্তর নেই।

শুধু ঝিঁঝি পোকার ডাক। গোরা আলোটার দিকে স্থির হয়ে চেয়েছিল।

"কাকে বলছিস রে...এসব কথা ?"

এতক্ষণে গোরা নিজের মনকে মানিয়ে ফেলেছে, নিজের অসংযমের জবাব দিয়েছে যে, গালাগাল যাদের উদ্দেশে দিয়েছে তারা মানুষের বদনাম, ফলে ঠাকুমার কথা শুনে আরো চটে গেল—"আহা ন্যাকা সাজছো, কেন ওই ব্যাটা সিঁদেল আর নাপতিনীটা...।" "তোমরা কি আমায় পড়তে শুনতে দেবে না— ?"

গোরা সব দেখেছিল। দু-চার দিন থেকে শুনছিল, আমোদের বাতাস লেগেছে। এতদিনকার বদ্ধ ধারণা এর ফলে বদলাল। লোকে জানত আমোদ মুক্তর কাছে থেকে ওষুধ ছাড়াও তন্ত্র জানত সিধাইত (সিদ্ধাই) ছিল। নাপতিনী সে ভুল ঘুচালে।

প্রদীপের সামনে নাপতিনী, তার পাশে রোঘো উবু হয়ে বসে, গিন্নি জপের মালা নিয়ে আদ-খোলা চোখে নাপতিনীকে দেখছেন আর আমোদ দিদিমার পাশে। তার মুখখানি প্রদীপের আলোয় বড় শান্ত।

নাপতিনীর মুখে আলো পড়েছে, পদ্মাসনে বসা। হাঁটুর উপর দুটি মুঠো করা হত। চুল এলো হয়ে পড়েছে, চোখ বোজা। আস্তে আস্তে দুলতে লাগল। মাঝে মাঝে কম্পন আর ভৌতিক গোঙানি, রোঘো ঠোঁট দিয়ে জিব মুছলে, ঠাকুমার মালা থামা হাত। একমাত্র ভীত নয় আমোদ—আর সিঁড়ির উপরে দেওয়ালে ঠেস দেয়া গোরাচাঁদ। গোরাচাঁদ আঙুল দিয়ে ইশারা করে আমোদকে ডাকল কিন্তু আমোদ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে মাথা নাড়িয়েছিল— "না।"

"আমি বসেছি"—নাপতিনী ঠোঁট ফাঁক করে বললে— "বেশিরভাগই হাওয়া..." অল্প শব্দ..।

রোঘো মাথা নাড়িয়ে হাত দুটি মাটিতে রেখে গিন্নির কানের কাছে এসে বললে— "ভর হয়েছে।"

গিন্নি ঠোঁট নাড়িয়ে মাথা উচিয়ে বললেন— "প্রশ্ন কর" কিন্তু কথাটা ঠিক কি বললেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোনাই গেল না। রোঘো আবার উবু হয়ে বসে প্রশ্ন করলে—"সামনে মেয়ে আছে, সে কে··· ?"

"আমোদ" হাওয়াই কথা কয়।

"কি হয়েছে ওর—"

খিলখিল করে হেসে বললে—"কিছু না—"

"তবে ও অমন করে থাকে কেন— ?"

"মনে মরেছে—"

"কেন ?"

"বাতাস", হাওয়াই কথা, আবার ভয়ঙ্কর করে বললে— "বাতাস আস্তে লেগেছে···"

সবাই মুখ চাওয়াচায়ি করলে, গোরা নির্বোধ। রোঘো বললে— "ও, ত, তন্ত্রমন্ত্র জানে···।"

"আমোদ ? হিঁ তনতর টনতর জানলে বাতাস লাগে ? না বাণ লাগে ? ঘোঁড়ার ডিম জানে। সরি বষ্টুমিকে আনো সেও বলবে— ও আমোদ, পাতা লতা চেনে।"

"কোথাকার বাতাস !"

"এই বাড়ির···আমি যাই, আমি যাই" বলেই "আঃ অং বং" করে পড়ে ফিট হওয়ার মত, মাছের মত বেঁকতে লাগল। রোঘো তাড়াতাড়ি উঠে বলে—"জল, জল···।"

এতদিন পরে আমোদ দ্রুতপায়ে জল আনতেই রোঘো বললে "আমায় দে" বলে তার মুখে জলের ঝাপটা মারতে লাগল। নাপতিনী চোখ চাইলে, উঠে জল থেকে কিছুদূরে উঠে বসল, যেন সহজ মানুষটি।

গিন্নি বললেন— "ওর তাহলে বাতাস লেগেছে কি বল ?"

"তাই বলেছি তো তাই।"

"আমরা পাঁচজনা ভাবতুম ছুঁড়ি মুক্তর কাছে তন্ত্রমন্ত্র শিখেছে···"

নাপতিনী হেসে বললে— "ওগো মাথা কি কুটো বেঁধে রেখেছ ? তন্ত্র জানা, ঝাড়ফুক করা চালাকি ? অনেক জন্মের পুণ্য, অনেক সাধনা লাগে গো, শ্মশানে বসতেই হবে— এই আমি প্রথমটা নষ্ট হতে মায়ের ধ্যানধারণা শুরু করলুম··· 'আদেশ হল শ্মশানে', সেখানে গেলুম, দু-একটা মিঠাই না পেয়েছি এমন নয়, তবে কি পেয়েছি—মানুষের ভালাই ছাড়া মন্দাইয়ে নেই। হ্যাঁ, একবার শত্রুতা করে পোড়া কাঠ পড়ে পথে রেখে দিয়েছিলুম ফণীর বউ ডিঙলে, বউটার সতীসাধ্বী বলে নামডাক—ফণী গেছল আসানসোল খোঁজই নেই—মাগীর পেট হল···"

এই কথা শুনেই গোরা উপরে চলে গিয়ে ডাকলো— "আমোদ খাবার দে আমি যাচ্ছি !"

কথার সঙ্গে সঙ্গে রোঘো আর নাপতিনী বিদায় নিলে। আমোদ এখন জায়গাটা মুছে পরিষ্কার করে ঠাঁই করলে, জল দিয়ে থালা পাতল।

বাতাস কথাটা আমোদকে বাঁচাল, সে নিজেই বুঝে পাচ্ছিল না সে এখন কি ? এতদিনকার ঘনিয়ে ওঠা মনটা তার উপর থেকে যায়নি, সেটাও ছিল। এখন বাতাস কথাটা হল তার নিশ্চিন্ত আড়াল। তাকে আর কেউ অন্য চোখে দেখতে চাইবে না।

গোরা যে কাকে একথা জিজ্ঞাসা করবে, তা সে বুঝে উঠতে পারছিল না। শেষে ভেবে দেখলে, অঙ্কের ছোকরা মাস্টার ব্রজবাবু—তার কথা পরিষ্কার, যুক্তিযুক্ত।

"বাতাস বলে কিছু নেই···"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তবে ওটা কি ?"

"মনে হয় মানসিক ব্যাধি—ভাবতে ভাবতে যেমন লোকে পাগল হয়ে যায়।"

"পাগল হতে পারে ?"

"নাও হতে পারে তবে কুসংস্কারে বিশ্বাস করো না, যে কথা সে বলতে পাচ্ছে না, আমরাও জানতে চাইছি না, ফলে একাই সে গুমরে মরছে···ওদিকে মন দিও না তুমি, আর কটা দিন বাদেই এক্‌জামিন !"

কিন্তু একথা গোরা কিভাবে যে জিজ্ঞাসা করবে তা ভেবে পেল না। সে উপায় ভাবতে গিয়ে একটু গম্ভীর হয়েছে। সে আগের দিনের মত হলে হয়ত পারত কিন্তু ইদানীং আমোদ তাকে ভীত করেছে। আমোদের ওই দূর থেকে রহস্যময় দেখা সত্যই ভীতত্রস্ত করে। এলো চুলে সে যখন দাঁড়ায় তখন ভয়ে সে, গোরা, খাবার গিলে ফেলে অথবা পালায়।

আমোদ ওইরকমভাবে তাকালেও নাপতিনীর কল্যাণে—বেশ করে ধুলা দেবার মত আড়াল পেলেও—সে কিছুতেই নিজের মনকে যাকে সঠিক ভাবে স্বার্থপরতা বলে তাকে সায় দিতে পাচ্ছিল না। কখনও মাঝরাতে উঠে সে নিজেকে বলেছে, এমন কি খোঁপাটাও ঠিক করেছে, নাঃ সে কোথাও চলে যাবে, এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। দরজায়, বারান্দায় অন্ধকার। অন্ধকারে পৃথিবীটা বিশাল হয়ে ওঠে, এতকাল যে পৃথিবীর সীমা ছিল তার ছেঁড়া আঁচলের মধ্যে কানা, এদিকে লাহাদের পুকুর—খিড়কির ডোবা, আম কাঁঠাল আর একটা সেগুন গাছ—ছোটখাটো অলিগলি—

আর ওদিকে পঞ্চাননতলা। সেই চেনা পৃথিবীটা চোখ মেলে বিরাট হয়ে তাকে ভয় দেখালে। সত্যই সে অসহায়। সে ভেবেছিল ভিক্ষে করে খাবে, নামগান করবে, মন্দিরে মণ্ডপে পড়ে থাকবে—নবদ্বীপে রাধেশ্যাম বললেও দিন চলে যায়।

রাতে গোরাচাঁদ খাবার পর মুখ ধোওয়ার পর আমোদের ছেঁড়া আঁচলটা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললে— "জলপানি পাই তোকে আমি একটা ভাল কাপড় কিনে দোবো··নে এখন ভাল করে আলোটা ধর আমি ওখানে যাই।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে— "দাঁড়িয়ে রইলি যে মরণদশা তোকে সত্যিই ভূতে পেয়েছে নাকি ?"

আমোদ কাপড় দিয়ে নাকটা মুছে বললে— "বোধ হয়, চল ধরছি আলো", বলে লম্পটা নিয়ে এগিয়ে গেল···এই নিভৃতে সাহস করে বলতে পারলে না—"তুমি সেই ভূত !"

কারণ এতদিনকার অন্তরঙ্গতাকে ঠেলে কিছুতেই সে উঠতে পারছিল না। অন্তরঙ্গতার মূল্যে ছেলেমানুষটিকে সত্যই খেলিয়ে তোলা যায়—সে দম্ভও সে করতে পারে, কিন্তু অষ্টাদশী আমোদ চেয়েছিল আর এক হাতছানিতে তাকে ডেকে নেবে। অন্তরঙ্গতা উঠা বসা সব কিছু— সেই হাতছানিকে গ্রাস করে ফেলেছে। গোরা কোনোদিন তাকে প্রকৃতির মাধুর্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারবে না। রোদ, ফল, রঙ, চন্দ্রালোক, বহমান ধারাকে সে তাদের নিজস্ব নামেই নেবে।

এতকাল অন্তরঙ্গতা, স্নেহ মমতা রক্তের টান, যত্ন তার কাছে অহঙ্কার ছিল এই তাস দেখিয়ে সে চায় গোরা তার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখবে। আর সে অন্যপক্ষে তাকে আর এক নতুন গানে মুগ্ধ করে দেবে। সুতরাং অন্তরঙ্গতাকে সে মুচড়ে দুমড়ে ফেলে দিতে পারে এমন ক্ষমতা তার নেই, আছে বিজাতীয় ক্রোধ, দেহ তার স্ফীত হয়ে উঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কন্টকিত, নিজেই হাত বুলায় আর কেঁপে কেঁপে ওঠে। সে যেন লাল আলো।

যদিও জানে গোরা বয়সে ছোট, গোরা জাতে উঁচু আর সে ঝি মাত্র। তবুও তার দুর্দমনীয় আশা, চোখে তার পাপ নেই। এখন রাত কত হবে কে জানে, গোরা উঠল, মুখ ধুল আবার আলো উঠিয়ে পড়তে বসল।

কাঠের গরাদ ধরে আমোদ দাঁড়িয়ে। চুল এলো···অবাক হয়ে গোরার চোখে মুখে আলোর দিকে তাকিয়ে। এবার একটা নিঃশ্বাস পড়তেই হঠাৎ গোরা কেঁপে উঠল, তার হাঁটু দুটো উঁচু হয়ে গেল।

"তুই, তাই বল, এমন নিঃশ্বাস ছাড়লি মনে হয় সাপটাপ হবে।"

তারপর বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বললে— "হ্যাঁরে আমোদ তোর মনে হয় আমি জলপানি পাবো ?"

গোরা চোখ তুলে চাইল—গরাদ আছে আর কিছু নেই, শুধু কাঠের ছিটকিনিটা দুলছে, কি যেন ভাবতে গিয়ে—আবার পাঠের গুঞ্জনে।

এক টুকরো স্বর্গ! বাতাসে আজ কি হয়েছে—ভাবে যদি আমার মধ্যে ওকে মন্ত্রবলে ঢুকিয়ে নিতে পারতাম, অথবা গিলে ফেলতে, আমোদ আরো ভাবে···আমার ভিতরে সে থাকত ক্রমে ডাগর জোরে ভেবেছিল—ছোটবাবুকে আমি ছিনিয়ে নেবো। এতদিন আমার আঁচলে যেমন সে মুখ মুছেছে চিরকালই সে মুছবে।

সে বহু আগেকার যুগে ফিরে গেছে, পরনে বল্কল চামড়ার ঠেটি। গুহার সামনে দাঁড়িয়ে অথবা সুদূরপ্রসারী মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আকাশের তলায়। চাপড় মেরে বলেছে 'আমি চাই'। এক পাশের চুল সামনে এনে আঙুল চালায়। ঈর্ষায় তার বুকটা নীল, দু'হাতে বুকটা চেপে ধরে আরাম লাগে। গোরা শুধুমাত্র লোভনীয় বস্তু। ছেঁড়া সেলাই করতে করতে ক্ষ্যাপাটে হয়ে যায়—বলে ওঠে 'মরুক'। আবার কেমন মায়া হয়, কান খাড়া করে পড়ার আওয়াজ শোনে, সোজা হয়ে বসে।

দিদিমা এসে খবর দিলেন—"ওরে আমোদ, ছাঁচে গড়া মুখ, যেমন রঙ তেমনি পয়সা—ওকে পেলে তুই নাচবি।" রুটি বেলতে বেলতে তার চোখ ছোট হয়ে এল, পাগলের মত হয়ে ভাবলে—'মারি বুড়িকে বেলুনের এক ঘা, যাক চুকে বুকে···' কিন্তু মারলে চাকির উপর, রুটি দুমড়ে গেল, অযথা শব্দ হল। দিদিমা প্রশ্ন করলেন— "কি হল ?"

"ইঁদুর···।"

এমন সময় গোরাচাঁদ লাফাতে লাফাতে এসে বললে—"আমোদ, আমোদিনী দুটো রুটি বেলতে সত্য ত্রেতা দ্বাপর ফেল পড়ে গেল যে।"

"নিজে বেলে নাও না"—গলার স্বরটা কড়া, কর্কশ নিম্নশ্রেণীর। কিন্তু বুদ্ধিমান হলে বুঝত পিছনে একটা কান্নার প্রলেপ আছে। ঈর্ষায় গা তার পুড়ছে, নিচু হয়ে আগুনে ফুঁ দেবার অজুহাতে মাটিতে মুখ রেখে কাঁদলে, মুছলে, চোখ লাল হল।

হাতে জল দিয়ে আমোদ চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ হেঁচকা টান পড়ল। আমোদ ফিরে দাঁড়াল—

"মিথ্যে কথা বললে পাপ হয়, বলবি না বল—"

আঁচলটা হাতে নিয়ে বললে—"না।"

"তোর চোখ লাল কেন ?"

ওর দিকে চেয়ে বললে—"জগৎসংসার বুঝে সন্ন্যাসী হচ্ছিলে, আর এটুকু বুঝতে পারো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না !"

"দেখ ইয়ারকি মারিসনি..."

চুপচাপ। গোরা বললে—"বল না রে কেন।"

"পরে বলব।"

আনাড়ি গোরা চুপ করে রইল।

ভুয়ো রক্তের টান—পাহাড় নামা রক্তের ঢল-এ ভেসে যাবে। সে জংলী দাঁত হয়ে আছে। সোমত্ত চেহারাই তার বিদ্রোহের নির্ঘাত হেতু, কুলটার মন কুকুরের ন্যাজের মত বেঁকেই আছে। তবু তাকে কুলটা বলা যাবে না কারণ সে তা অস্বীকার করে।

সে বলবে আমি সোমত্ত ডাগর মেয়েছেলে ডালিম-বিদার আমার গতর, আঁশজলের ছড়া দিয়ে বেড়াই না, আমি পরশেওারী নই, আমি কাকস্থ রামকেই ভাবি—যে রাম ইদানীং গোরার মধ্যে প্রকাশ...।

এই তার নতুন রক্তের ঢল। তার বুকটা কঁকিয়ে উঠেছে, শলাকাবিদ্ধ শুয়োরের মত। ধোপাপাড়ার মাঠে দোসাদরা যখন শুয়োর মারত সে কি সারারাতভর তাদের অসম্ভব আর্তনাদ! তারা নোটিস পেলে উঠে গেল। এতদিন পরে আবার সে আর্তনাদ আর একজনের হয়ে আওয়াজ হয়ে উঠল। এ আর্তনাদকে আঁকড়ে সে বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি। কোথায় তার জোর, সে আরক্ত! সে পাতা নয় ঘূর্ণি হাওয়ায় নখ দিয়ে যে মাটি চেপে থাকবেই।

স্নানযাত্রার দিন। ট্রাঙ্ক রোডের উপর—চাপা-পড়া কুকুরের চাহনিও তার মনে আছে, আয়ত চোখে তার ওই ছোট চোখের কাতর চাহনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে অন্ধকার থেকে যখন, গোরা নামক বস্তুর দিকে চেয়ে থাকে তখন নয়। কখন-সখন অন্যমনে যখন আলোর দিকে, নিরিবিলি দৃশ্যের দিকে চেয়ে থাকে।

কিন্তু যে রমণী পাথরের অন্ধকার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে থাকে, হাড়-চিবোনর লোভ যার, দাঁত নখ বড় করে সে কখন তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আর্তনাদ, গোঙানি, কাতর মেঘলায় চেয়ে থাকে কে সরষেপোড়াটা দিয়ে কুলোর বাতাস দিয়ে ঝেঁটিয়ে যেন বার করে দিয়েছে— ছেঁড়া জুতো মুখে করে চলে যাচ্ছে সে। তবুও পাঁজাকোলা করে গোরাকে ধরতে গিয়ে নখের ঘা বসাবে, কামড় লাগাবে—তা লাগুক সে তখন ধীর নিবিড় চিরকেলে অন্তরঙ্গতা দিয়ে সারিয়ে নেবে।...আমোদ শিউরে উঠে।

AMARBOI.COM

আজ বুধবার, গোরা পড়তে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখলে—গিন্নি মালা জপছেন। গোরা এদিক-সেদিক চেয়ে বললে— "আমোদ কোথায় গো?"

"কে জানে বাপু, হ্যাঁ রা, তুই এবার থেকে আর সন্দে বেলা যাসনি, আমি একা থাকি, ভয়ে কাট হয়ে থাকি...মেয়েটার যে কি হল...।"

"পাগল নাকি" বলে আলোর কাছে গিয়ে খাতা থেকে কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে কয়েকটা গুলি ঢাললে—দোতলায় উঠে ডাকলে—"আমোদ।" সেখানে নিস্তব্ধ ঘর। 'আমোদ' শব্দটা ঘর প্রদক্ষিণ করে ঘুরে এল। সে এবার সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে কি ভাবলে, তারপর দৃঢ় হয়ে উপরে উঠে গেল।

ছোট ছাদে আমোদ বসে। আদ-ছড়ান পা হাতের উপর ভর দিয়ে বসে চুল একটু উড়ছে, গায়ে ছেঁড়া সেমিজটাও নেই। গোরা বেশ কাছে এসেই বৈঠকী দেবার মত করে বসেই বলল— "ওরে আমোদ..."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এত কাছে গোরা—তটস্থ ত্রস্ত হয়ে বেশ পিছনে সরে গেল আমোদ আরো হেলে গেল। গোরাকে এত কাছে চায়নি সে। এখন তার নিজের অনেক কথাই হয়ত মনে পড়বে—কবে সে অন্য বাড়ি থেকে জুতোর কালি চেয়ে এনেছে, ওর ছেঁড়া জুতো পরিষ্কার করেছিল। কপি ভালবাসে বলে কপি পুঁতেছে, মাহেশের রথ থেকে আনা পাতিনেবুর গাছ আজ ঝামরে উঠেছে। খশাই মল্লিকের ডোবা ছাঁচার পর সে কাদা মেখে মাছ ধরেছে, কাদা মাখা অবস্থায় উঠনে যেই দাঁড়িয়েছে এমনি সময়ে লাফ দিয়ে গোরা এসে হাতের চ্যাঙারি টান মেরে ফেলে দিয়েছে। কইমাছ পড়ে উঠনে হাঁটছে, তার মধ্যে সে ভুলো মাছগুলোকে শুঁকে শুঁকে পিছিয়ে পড়ছে আর গোঁ গোঁ করছে, সে ভেবেছিল মাছগুলো জিইয়ে রাখবে এবেলা ওবেলা দেবে। গোরা মাছ ভালবাসে, দুপুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরেছে, ইল্লিদি ফুটকড়াই বলাতে গোরা বলেছিল চাবকে সোজা করে দেবো। এখন এই সকল যত্নআত্তি তার কাছে ন্যাকামি, নিজের পরকাল খেয়েছে, সে লাথিয়ে সব ভেঙে দিয়েছে। বেসরম ন্যাকামো। গোরার সান্নিধ্য প্রত্যহ ঘটনা হাতে নিয়ে এসেছে, একটার পর একটা দেখায় স্মৃতিভ্রংশ উন্মাদকে আবার স্থিররসিকা করে তুলতে চাইল। স্যাঁৎ, স্যাঁৎ—মানতে ধরা তেলচিটে বালিশে মাথা দিয়ে তার শীতলতা অনুভব করুক এই তার শাস্তি।

"ওরে আমোদ হাঁ কর—তুই কিছু খাসনি তো ?"

আমোদ অবাক হয়ে চেয়ে হাঁ করল। গোরা নিজেও খানিক হাঁ করে গুলি ঢালতে যেন নিজের মাথাটা ঢেলে দিল। চোখে চোখ ঢেলে দিলে আবার সরিয়ে নিয়ে বললে—

"দেখ আমোদ তুই আমার কথা শুনবি, তোর পায়ে পড়ি" একথা অন্য সময় শুনলে বলত 'আমায় তুমি নরকে পচাতে চাও ?" এখন চুপ—পুরানো কথার দাসত্ব-ভয়ে ভীত।

"তুই ওসব কথা ভাবিসনি, বাতাস ফাতাস বলে কিছু নেই, ওসব বাজে কথা। তুই উড়িয়ে দে..."

নিজের হাতের দিকে চেয়ে মুঠো খুলে দেখলে একটা ছোট শিশি, হোমিওপ্যাথি ওষুধ ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—"এটা রাখ, এটা পাঁচগুলি শোবার সময় আবার কাল সকালে বাসি মুখে, রাতে শোবার সময়।"

আমোদ তেমনি বসে। গোরা বাঁ দিক দিয়ে আঁচলটা টেনে নিয়ে শিশিটা বেঁধে দিয়ে ছেড়ে দিলে।

"হ্যাঁরে তোর ঠাণ্ডা লাগে না, না সেমিজ নেই, এই একটাই ?"

আমোদ চুপ।

গোরা একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললে—"আমোদ একটা কথা বলি, তুই আমার মত সব সময় ভগবানকে ডাক— দারুণ জোর পাবি। দেখ, আমার ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করার কথা কিন্তু করি না, শম দম ওসব পরে হবে, প্রথমে একটু ডাকা, দেখ আমার মাঝরাতে ছাদে এসে, বসে তাঁকে ডাকতে ইচ্ছে করে কিন্তু জানিস বড্ড ভয় করে...মাইরি।"

'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" বলেই মৃদু হাসল আমোদ।

"তুই ঠাট্টা করছিস !" তারপর থেমে গোরা বলতে গেল সে পাসের চেষ্টায় আছে পেলেই তাকে নিয়ে যাবে। তারপর বললে— "তোর মনে পড়ে"—বালি-খসা সিঁড়ির দেওয়ালের দিকে পিঠ করে দাঁড়াল। ফাটলের আগাছার দিকে মুখ করে কাপড় ঠিক করে দেখলে দূরে গোরাচাঁদ, আবার তার সেই দৃষ্টি ফিরে এল।

"মনে পড়ে তুই আগে" এসব কথা তার কানে বিষ ঢেলে দেয়। চকমকি ঠুকে দাবদাহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটাতে সক্ষম রমণী সে। প্রিয়জনকে না পেলে যারা গলায় দড়ি দেয়, আগুনে পোড়ে, পুড়ে পুড়ে খণ্ডিত চুলে সিঁড়ি দিয়ে হাওয়ায় গড়াতে গড়াতে নামে যারা, তাদেরই অন্য পিঠ সে। অন্তরঙ্গতাকে লুটিয়ে দিয়েছে, দিয়ে বীরের মত দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে।

এখন তাকে গোরাকে পেতে হবেই।

ইদানীং তার পশু স্বাভাবিক রোমশ দেহটা কে যেন ক্রমাগত করকরে জিহ্বা দিয়ে লেহন করে অব্যক্ত দন্তহীন মাড়ি দিয়ে কামড়ায়। নিজেকে মনে হয় ডাইনীর মত। কোন ভয় নেই— ঝোপঝাড়ে অন্ধকারে রাতের এলো চুলে সে এটা ছেঁড়ে ওটা তোলে। গাছ পাতা লতা গ্রন্থের বাক্য হয়ে উঠতে চায়। কুম্ভক হলে যেমন বুকটা হয়ে থাকে, কাঁপে, তেমনি কেঁপেছিল অযথা কেন না, পাপ বিরাট ধুনীর মত নিজের রক্তকে ঘোলা করে, বোধশক্তিকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলে। চুল তার উড়ছে, শীত গ্রীষ্ম বোধ নেই, কাপড় এলোমেলো—শেষ নৈতিকতা খসে যেতে চায়, সে উলঙ্গ হয়ে যাক আদিম হয়ে যাক!

গোরা সন্দেহ করতে পারলে না, শুধু তার চেহারা আর লাল চোখ দেখে ভয়ে ভয়ে বলেছিল—"আমি বলছি রে বাতাস বলে কিছু নেই।"

শব্দটা বহুদূর থেকে এল। বিজ্ঞানের যুগ থেকে বহুদূর নখর হুঙ্কার যুগে এল বোধ হয়। আমোদ শুধু পশুর মত চিৎকার করে উঠে নিজের চুল ছিঁড়তে চেয়েছিল।

"ওরে আমোদ লণ্ঠনটায় বোধ হয় তেল নেই..."

"আ...ছে..."

কথার জবাবে গলা তার কেঁপেছিল।

দিনে রাত্রে এই মুহূর্তটিকে কামনা করেছিল আমোদ। নিজের রক্তকে ঘোলা করে নৈতিকতাকে উদম করে—সে তার মন্ত্রসিদ্ধি চেয়েছিল, ঝোপঝাড়, গাছ, লতাপাতার বিষাক্ত তরলতা তাকে সফলতা এনে দিয়েছিল। সত্যিই সে ছোটবাবুকে এক অন্ধকার জগতে পৌঁছে দিতে পেরেছে যেখানে সে ছাড়া আর তার পাশে কেউই থাকবে না। রোমশ দেহটা তার অন্তরঙ্গতাকে গড়িয়ে দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে একান্তে ক্রমাগত এখন শুধু পশুর মত ও দেহে তার অসম্ভব কম্পন।

"সব ঝাপসা হয়ে আসছে..."

"সারাদিন বই মুখে করে আছিস চোখের আর দোষ কী?"

বলে বুড়ি ঠাকুমা পাশ ফিরলেন।

তখন গোরাচাঁদ আর জলপানি পাবে না। আমোদকে আর দেখতে পাবে না, সে অন্ধ!

"আমোদ আমার কি হবে... ?"

"ছোটবাবু—"

"আমি...আমি..."

"এই যে ছোটবাবু আমি আছি— ভয় কি, ভয় কি..."

"তুই আমায় ছেড়ে যাবি না তো—"

"না গো ছোটবাবু..."

বাতাস পর্ব গেছে, বুনো স্ত্রীলোকের চিহ্নমাত্র নেই, শুধু বুকে অসহ্য কান্না আর ছোটবাবুকে সারাজীবন সে নিশ্চয়ই বইবে।

আমোদিনী এখন রাত থাকতে ওঠে, ঘরের ছুটা কাজ করে—ছড়াঝাট, বাসিপাট ইতিমধ্যেই সবই সে সেরে নেয়, এরপর দুধ দোওয়া, যোগান সে পরে দেয়, পুব আকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনও অন্ধকার। কুলঙ্গি থেকে খঞ্জনীজোড়া বার করে নেয় তারপর আস্তে আস্তে সদর পেরিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে ; আসবার সময় ভাল করে দরজাটা বন্ধ করে দিতে ভোলে না। এবার নামগান গেয়ে আমোদ ভিক্ষে করবে, এ তার নিত্যকর্ম। গোরাচাঁদ আর কোনওদিন সংসার করতে পারবে না, এখন সংসার আমোদিনীর··· ।

"ভজ গোবিন্দ কহ্ গোবিন্দ লহ্ গোবিন্দের নাম রে···ভজ···গোবিন্দ···" সুললিত কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে ওঠে আমোদিনীর ভালবাসার গভীরতায়। আবার শোনা যায়···

"রাই জাগো, রাই জাগো···কত নিদ্রা যাবে
ওগো কালোমানিকের কোলে···"

কুঞ্জ ভোরের এ গীতে···ছোট আকাশ তার যেমন লাল হয়ে ওঠে। পাথরে অন্ধকার ভেদ করে রমণীসক্ষম স্থির রসিকার সলাজ ভঙ্গিতে এখন প্রতীয়মান হয় যে, আমোদিনী বৈষ্ণবী ওরফে 'আমোদ বোষ্টুমী'।

১৩৯৫ (১৯৮৮)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কশ্চিত জীবন চরিত : তিনটি খসড়া

॥ ১ ॥

মাধব জয় যুক্ত হউন, একমাত্র তিনি আমাতে আনন্দ।
জয় জয় ব্রহ্মময়ী, জয় রামকৃষ্ণ।

আমি সেই যে আপেলত্বে ঠেস্ দিয়া আছে ; ইহাতে চৌরঙ্গীতে যে সুমহৎ পরিপ্রেক্ষিত তাহা বিস্ত হইল তাহাই নহে, যে এবং যুগপৎত্ব ক্ষণ সমাগমে, অপরীক্ষায় নিঃসাড় হওয়ত, জলদি গুপ্ত চালিত ভাবে, আপনাই, প্রতিনিবর্ত্তিত হইল মৃত্তিকায় ইহা জীবজ প্রতিজ্ঞা এবং জলে ইহা জীবজ বৈভব ; এবং মারুতে ইহা জীবজ বৈচিত্র্য যে এবং তেজ ইহা জীবজ প্রতিভা আর ঐ ব্যোমে যাহাতে নহে ঐ হয় মদীয় প্রাকৃতিক: এখানে খেয়াল করিবার এই থাকে যে দুধ আর দুধের ধবলত্ব আমি বিচ্ছিন্ন করিয়াছি, ও যে তদ্রূপ জল ও জলের তরঙ্গ সর্প ও সর্পের তির্য্যক গতি। যে বৃত্তি দ্বারা এই পার্থক্য ঘটিল, এখনকার এই আমি ইদানীং যাহাতে ক্রমাগতই বিস্মিত হইতেছিল, মাগো আমরা তোমারে আমাদের আবিষ্কার এবং তৎজনিত বিস্ময় কথা বলিয়াছি : তুমি হাসিয়াছ। মাগো তুমি সেই, যে তুমি এখন একটি পার্শ্বচরিত্র ! এই বটে যখন তাহাতে মদীয় কণ্ঠস্বর তোতলান, অথচ ভাব প্রবণ উহা হইল ; আমাতে সেই বৃত্তি কিরূপ যদ্দারা ঐ ভেদ সম্ভবিল।

ইহা এই কারণেই আমি এতেক জিজ্ঞাসু হই যে যদ্দিতে আর যেমন ঐ বৃত্তি আমাতে না উদ্ভূত হয় ; যে উহা এড়াইব ! যদিও ভাল যে আমার সমক্ষে কোন অনুপ্রেরণা, কোন সম্মোহ কোন স্পর্দ্ধিত বিকার নাই। ঐ কোনে মাতা পুত্র ইহারা জাতিতে পার্সী কোং'সেয়ারের ভাগ লইয়া আলোচনায় গম্ভীর হইয়া আছে পার্সী বর্ষয়সী ভদ্রমহিলা সরু ফ্রেমের চশমা কেশ রাশির নিবিড় পক্কতা অন্যের বহুদূর চলিয়া যাওয়া প্রায় লুপ্ত নৈতিকতা কে আভাসিত করিবে, যাহাকে কাটাইতে পারা বাতুলতা মাত্র যে উহারে আঁখিঠারা করিতে পতাকাবাহক ব্যতীত প্রাণী জগতে কেহ নাই, যে সমর্থ আছে ঐ সম্ভ্রান্ত মহিলা প্রখ্যাত অভিজাত, যাঁহাকে কোন পরীক্ষা দিতে হয় নাই, যাঁহারা স্নেহ শ্রদ্ধা ক্রন্দনকে তাঁহার পরিচিতরাই অর্থিয়াছে আঃ কর্ত্তব্য বোধ। আমরা ইহা মন্তব্য শুনিতেই তখনই মৃদু সায়বাচক হাসিয়াই অবশ্যই না উপলব্ধিতে ইহা আদতে হয় নিছক গোষ্ঠির সৌজন্যেই যাহা এই মর্মর হল হইতে পেটি'কো (গাড়ী বারান্দা) অবধি সতেজ থাকিবে গেট পার হইতে, গাড়ীতে দেহ যখন গ্রাম্যমুখে এলার হইল তখনই উহা যাইবার আশ্চর্য্য প্রত্যেকেই এতাদৃশ্য লক্ষণে আচরণ ব্যবহারে ; নির্ঘাত আমোদ, যদি বলা যায়, পাইয়া থাকে এখন এই ক্ষেত্রে উত্তর করা যাইত ; ওহোং তাহা নয়, ইহা ভালবাসা আঃ ভালবাসা ! নিজেকে লইয়া ইতিপূর্ব্বে লোকে বিব্রত, লজ্জিত, দুঃখ ঈদৃশ বিবিধ রকমারি বৈচিত্র্যে একে মুখ লুকাইয়াছে অথচ নিজেই দারুণ মজার নিজেই তাহা অনুভব করে নাই ; কারণ যে যাহার শ্রেণীতে কখনওই ছিল। যদিও যে এখানকার প্রতিজনই আদৌ মজার নহে যদিও তাহারা ভাগ্যশঃ ইদানীং তাহারা বিরাট আয়কর থাকেতে উন্নীত হইয়াছে ইহারা কোন কাঠামোর মর্য্যাদা রক্ষণে এতেক পরায়ণ যে জানা কেউ ঈর্ষান্বিত কিম্বা তাহা নহে তাহাদের সৌভাগ্যে ইহা বিবেচনার সময় নাই অভাব ইহাদের পুরাতন পোষাক যাহা নোটিশ লাভে দান করা কারণ তাহাদের অঞ্চলে ভিখারীর যাওয়া আসা কদাচ ঘটিয়া থাকে তাহা ছাড়া ভিখারী ইহারা সহ্য করে না, সংস্থাকেই হয় যে হতভাগ্যরা ঐ ঐ পায় তাহারা উহা বিক্রয় করে ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ২ ॥

মাধব জয় যুক্ত হউন, আমাতে তিনিই আনন্দ।
জয় তারা ব্রহ্মময়ী, জয় রামকৃষ্ণ।

আমি সেই যে আপেলত্বে ঠেস্ দিয়া আছে, ইহাতেই চৌরঙ্গী আশ্রিত যে সুমহৎ পরিপ্রেক্ষিত তাহা বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তাহাই নহে এখন যে এবং যুগপৎত্ব ক্ষণ সমাগমে অপরীক্ষায় নিঃসাড় হইয়া জলদি প্রতিনিবর্ত্তিত হইল মৃত্তিকায়, ইহা জীবজ প্রতিজ্ঞা ; এবং জলে ইহা জীবজ সমৃদ্ধি এবং মারুতে ইহা জীবজ বৈচিত্র্য আঃ ! যে এবং তেজে অগ্নি জীবজ প্রতিভা ব্যোম তেমনই আছে ! ঐ হয় মদীয় প্রাকৃতিক ইহাতে, এখানে খেয়াল করিবার এই থাকিবে যে দুধ আর দুধের ধবলত্বের ইতিমধ্যে আমি ভেদ রেখা টানিয়াছি, ফলে উহা আলাদা তথৈব জল ও তরঙ্গ এবং সর্প ও সর্পের তির্য্যক গতি, যে বৃত্তি দ্বারা এ পার্থক্য আপাত ঘটিল সেই বিষয়ে ইদানীংকার সরলতা আমার বিস্মিত হইতেছিল, মাগো তুমি সেই যে আমারে ছলিবারে সম্প্রতি এক নৈসর্গিক পার্শ্ব চরিত্র হইলে, আমার দিক নিচয়ের প্রথমটি অন্ধকার হইল, যাহাতে জিহ্বা আড় এবং স্বর তোতলাইয়া থাকিল, তোমারে ইহা জ্ঞাত করিলাম তুমি হাসিয়াছ।

এখান হইতে মৃদু, অস্পষ্ট যাহা দ্বারা ঘটিয়া থাকে তেমন চন্দ্রালোকে, জেলের প্রাচীর দৃশ্যমান আছে ; সবিস্ময়ে আঃ ! বলিয়া উঠিতে যে দুর্লঙ্ঘ্য নির্দ্ধারিত, তাহা হইতেও অভাবনীয় বিরাট উহার প্রাচীর, উচ্চতা ; আমরা ঐ বিশালত্ব পার হইলাম ; এখনও আমাদের মুখে হাসি আসে নাই, ইহাও যে কিয়ৎ অগ্রেও আমরা শ্রান্তি জনিত, কায়িক ও মনের দিক হইতে, অবশতাতে আছিলাম ; শুধু চমকে, দেখিয়াছি, একে অন্যদের—যাহারা, জাগতিক নির্দ্ধারিত বিচার, শিক্ষা, যে মানে, কোন প্রচলিত ঠিকবদ্ধ বিষয়গুলিকে, এই জেলের মধ্যে মান্য করে, ইহারা বিব্রত আপন বংশ মর্য্যাদাতে অভ্যাসে ফিরিয়া আসিয়াছে ; অথচ আপন আপন অচেতভাবকে, একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা মুটিয়া, নস্যাতিয়াছিল ; নেতা এই সকলে যাহারা এখন জেলে ; অথচ এই যাহারা ফিসফিস ষড়যন্ত্র কানে আসিতে তৎক্ষণাৎ দিব্য অপরিমিত, মুক্তি যাহারে তাহারা বলিবে, আসলে তাহা, অবজ্ঞার, দিক পাইতে দাম্ভিক হইয়াছে, যে যাহা পাত্র আদিতে আপন বিশ্বাস লিখিয়া যাইবে ; এই বুদ্ধি শ্রবণে তাহাদের বক্ষঃদেশে ছ্যাৎ আওয়াজ ঘটিল ; একে অন্যকে কষিয়া জড়াইতে চাইল, একের (জেলে থাকাতে) বিশেষ গাত্রগন্ধ কোন আটক হইবার নহে ; কেহ আহ্লাদে এমত যে পরিধেয় খুলিবে, কেহ বা চোখা ধাতু ও ধাতব সংঘর্ষের যে নিনাদ তাহা করিল ; আমরা আমাদের লইয়া মনে, অবাক হইয়াছি, এই আমরা সেইদিন বুকলিষ্টের গন্ধে আলোড়িত ছিলাম জুতার ফিতা কেমন করি বাঁধে, এখন যে আমরা এইরূপ আওয়াজ করিয়া, তাহাদের মনে নাই।

॥ ৩ ॥

মাধব, আমাতে যিনি আনন্দ, জয় যুক্ত হউন, জয়তারা ব্রহ্মময়ী জয় রামকৃষ্ণ।

আমি আমরা সেই, যে অপেলত্বে ঠেস দিয়া আছি, সত্যই মহিমার ; ইহাতেই, এই মহান নগরীর দিক, চৌরঙ্গী আশ্রিত যে সুনিবিড় পরিপ্রেক্ষিত তাহা, বিধ্বস্ত হইয়াছিল ; ভগবান শঙ্করকৃত ছন্দ উত্থিত হইল। এখন, ক্ষণ সমাগমেতে, যুগপৎত্ব অপরীক্ষায় নিঃসাড় হইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জলদি প্রতিনিবর্ত্তিত হইল মৃত্তিকাতে, ইহ জীবজ প্রতিজ্ঞা ; যে এবং জলে ইহা জীবজ সমৃদ্ধি ; যে এবং মারুতে, ইহা জীবজ বৈচিত্র্য ; যে আঃ তেজ, অগ্নি জীবজ প্রতিভা, ব্যোম তেমনই, কারণ এই হয় মদীয় প্রাকৃতিক ; এখানে এবং থাকিবে যে খেয়াল করিবার যে, দুধ ও দুধের যে ধবলত্ব তাহার মধ্যে আমরা ভেদ রেখা টানিয়াছি, ফলেই উহা আলাদা বর্ত্তিল, তথৈব জল আর জলের তরঙ্গ, সাপ আর সাপের তির্য্যক গতি, যে বুদ্ধি কর্ত্তৃক ঐ পার্থক্য যুক্তির বুঝাইল ; সেইটির ব্যাপারে, আমাদের ইদানীংকার সরলতার বিস্ময়ের থৈ ছিল না ; মাগো, তুমি আমাদের ছলিবারে এখন নৈসর্গিক পার্শ্ব চরিত্র হইলে ; আমাদের দিক নিচয়ের প্রথমটি পর্য্যন্ত অন্ধকার হইল, আর যাহাতে জিহ্বার আড় ও স্বর তোতলাইতেছে থাকিল, আমাদের বিস্ময় মাগো, যে তুমি বিষ্ণুবক্ষ বিলাসিনী, তোমারে জ্ঞাত করিলাম, তুমি হাসিয়াছ।

তাহারা সকলেই কিশোর, যাঁহারা অঞ্জলিবদ্ধ জল, ঐ বৃক্ষস্থিত ফল, ও সুবাস্তব লবনের ইতঃমধ্যে এক ব্যাকুল অস্তিত্ব হয় ; এই সকল পারম্পর্য্য যাহারা ইঞ্জিনের, কয়লা চালিত, চলা নকল করিতে বহু দেশান্তর, যাইবে, একদা কয়লা থাকিবে না বলিয়া ক্লাসশুদ্ধ হায় বলিয়াছে ; সূর্য্য সর্ব্বপাপঘ্ন একদা তেজ হারাইবে সংবাদে কাহাদের জন্য নিজেদের জন্যই, বড় কষ্ট বুকে চাপিয়াছে। ঐ সব অজর, নিজেরাই কাহারা ! অদ্য সকালের রোদে, সারিবদ্ধ, বলিতে গেলে দলবদ্ধই কপাটি খেলাতে যেমন, সমবেত উহারা, তাহাদের প্রসারিত বাহু, অবশেষে তর্জ্জনী নিম্নে জমিতে মৃত জীব অতি পরিচিত বিড়ালটি, তাহাতে এমত অমোঘ কেন্দ্রে স্থিত করে যাহা হইতে কোন গতিই চ্যুত করিতে পারিবে না ; ইহা তীব্র নৈতিকতাতে, বটে যে সুতরাং রৌদ্র ঝাঝনাতিয়া উঠিয়াছিল ; অন্য পার্শ্বে তফাতে, সেই জমাদার বক্র যেমন ব্যায়ামে হস্ত দুটির অঙ্গুলি মাটির কাছেই আছে, মুখ কিশোর বর্গের দিকে উন্নীত রহে, যে এবং এই ব্যক্তির ওষ্ঠ খোলা ও জিহ্বা প্রলম্বিত ; সেই দোষী ইহা সমস্বের অনেক অঙ্গুলি নির্ণয় করিয়াছে ; রক্তিম অধর স্পন্দনে ইহা ঘোষিত হইল যে ; তুমিই দোষী।

এখন এই অধম ব্যক্তি আপন গাত্র হইতে ব্লিচিঙের গন্ধ আঘ্রাণ করতই অবাক হইল, জিহ্বা ধীরে চালিত করিয়া সাড়া দিয়াছে ; আমি ; যে এবং দক্ষিণ করখানি অল্প কম্পনে উহাদের দৃষ্টি আকর্ষনিয়াছে ; ঐ চতুর মণ্ডলী নৈতিকতা হইতে তর্জ্জনী সরাইল না। শুধু মনোরম নেত্রপাতে সহাস্যে মানিল ; তোমার অঙ্গুলির নখ খাদ আমরা দেখিলাম উহা তোমার সারেঙ্গীতে, সুমহৎ উৎকৃষ্ট কোটির স্বর তুলিতেই ঘটিয়াছে, তুমি অচ্ছেদ্য সমতা তখন, যে এবং রাম ধুন গাহিয়াছ : তুমি তখন বিশাল খেজুর-ছড়ি বেলোয়ারী, আবার অভ্রকণা ছড়ান পাগড়ী পর, তোমার স্ত্রী তখন অদ্ভুত ভারতীয় কায়দায় ভুঁয়েতে বসিয়া, তুমি খাটিয়াতে।

—(অসমাপ্ত) কৃত্তিবাস, শারদীয় ১৩৮৭

—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্ম : ১৯১৪ ।
কাজ করেছেন নানা জায়গায় । বাংলা সরকারের জনগণনা বিভাগে, গ্রামীণ শিল্প ও কারুশিল্পে, ললিতকলা একাডেমিতে এবং সাউথ পয়েন্ট স্কুলে ।
লেখায় তাঁর অন্যতম পরিচয়, কিন্তু একমাত্র নয় । বহু বিচিত্র বিষয়ে ছিল তাঁর সাবলীল বিচরণ । ছবি, নাটক, কাঠের কাজ, ছোটদের আঁকা শেখানো, ব্যালে নৃত্যের পরিকল্পনা, চিত্রনাট্য রচনা—কী করেননি ! কখনও ভেবেছেন চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার নিয়ে, পাশাপাশি লিখেছেন ছাপাখানার জগৎ নিয়ে 'বঙ্গীয় গ্রন্থচিত্রণ' । কখনও তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় রহস্যপত্রিকা, কখনও বিজ্ঞানপত্রিকা । বাংলার টেরাকোটা, রামায়ন ইন ফোক আর্ট বা বাংলার সাধক-এর মতো ডকুমেন্টারির চিত্রনাট্যও তাঁরই তৈরি ।
প্রথম গ্রন্থ 'অন্তর্জলি যাত্রা', প্রকাশিত হয় ১৩৬৯-এ । পরের বছর—'নিম অন্নপূর্ণা' ।
পরবর্তী গ্রন্থাবলী : গল্পসংগ্রহ, পিঞ্জরে বসিয়া শুক, খেলার প্রতিভা ও দানসা ফকির ।
মৃত্যু : ১৯৭৯ ।

প্রচ্ছদ ☐ কৃষ্ণেন্দু চাকী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

8170 662761

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~